শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ।

জৈব ধর্ম্ম।

প্রথম অধ্যায়।

জীবের নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্ম।

পৃথিবীর মধ্যে জম্বূদ্বীপ শ্রেষ্ঠ। জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষ প্রধান। ভারতের মধ্যে গৌড়ভূমি সর্ব্বোত্তম। গৌড়দেশের মধ্যে শ্রীনবদ্বীপ মণ্ডল পরম উৎকৃষ্ট। শ্রীনবদ্বীপ মণ্ডলের একদেশে ভাগীরথীকূলে শ্রীগোদ্রুম নামে একটী রমণীয় জনপদ নিত্য বিরাজমান। শ্রীগোদ্রুমের উপবনে প্রাচীনকালে অনেকগুলি ভজনানন্দী পুরুষ স্থানে স্থানে বাস করিতেন। যে স্থলে কোন সময়ে শ্রীসুরভি স্বীয় লতামণ্ডপে ভগবান্ গৌরচন্দ্রের আরাধনা করিয়াছিলেন, তাহার অনতিদূরে প্রদ্যুম্নকুঞ্জ নামে একটী ভজন কুটীর ছিল। তথায় নিবীড় লতাচ্ছন্ন একটী কুটীরের মধ্যে শ্রীভগবৎপার্ষদপ্রবর প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীর শিক্ষা শিষ্য শ্রীপ্রেমদাস পরমহংস বাবাজী মহাশয় নিরন্তর ভজনানন্দে কালযাপন করিতেন।

শ্রীপ্রেমদাস বাবাজী সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়াও শ্রীনন্দগ্রামের অভিন্ন তত্ত্ব বোধে শ্রীগোদ্রুমবনকে একান্ত মনে আশ্রয় করিয়াছিলেন। প্রত্যহ দুইলক্ষ হরিনাম এবং সর্ব্ব বৈষ্ণব উদ্দেশে শত শত দণ্ডবৎ ও গোপগৃহে মাধুকরী দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ, এই তাঁহার জীবনের নিয়ম হইয়া উঠিয়াছিল। যে সময়ে তিনি ঐ কার্য্য সকল হইতে বিশ্রাম করিতেন তখন কোনপ্রকার গ্রাম্যকথা না কহিয়া ভগবৎ পার্ষদপ্রধান শ্রীজগদানন্দের প্রেমবিবর্ত্ত সজল নয়নে পাঠ করিতেন। ঐ কালে নিকটস্থ কুঞ্জবাসীগণ আসিয়া ভক্তিসহকারে তাঁহার পাঠ শ্রবণ করিতেন। করিবেন না কেন, যেহেতু প্রেমবিবর্ত্তগ্রন্থ সমস্ত রস তত্ত্বে পরিপূর্ণ আবার বাবাজী

মহাশয়ের মধুস্রাবী স্বর শ্রবণ করিলে সমস্ত ভক্তবৃন্দের হৃদয় হইতে বিষয় বিষানল বিদূরিত হইত।

একদা অপরাহ্নে নামসংখ্যা সম্পূর্ণ করিয়া পরমহংস বাবাজী মহাশয় শ্রীমাধবীমালতী-লতামণ্ডপে উপবেশন পূর্ব্বক শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত পাঠ করিতে করিতে ভাবসমুদ্রে মগ্ন হইতেছেন এমত সময় একটী চতুর্থাশ্রমী তাপস আসিয়া তাঁহার চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিলেন। বাবাজী মহাশয় প্রথমে ভাবানন্দে নিমগ্ন ছিলেন, কিন্তু অল্পক্ষণ মধ্যেই তাঁহার বাহ্য স্ফূর্ত্তি হইলে সাষ্টাঙ্গ পতিত সন্ন্যাসী মহাত্মাকে দর্শন করিয়া আপনাকে তৃণাধিক নীচ জ্ঞানে সন্ন্যাসীর সম্মুখে পড়িয়া হা চৈতন্ত হা নিত্যানন্দ! এই অধমকে কৃপা কর বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ সন্ন্যাসী ঠাকুরকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন প্রভো! আমি অতিশয় হীন ও দীন আমাকে আপনি কেন বিড়ম্বনা করিতেছেন। সন্ন্যাসী তখন বাবাজী মহাশয়ের পদধূলী লইয়া উপবিষ্ট হইলেন। বাবাজী মহাশয় ও তাঁহাকে কলার বল্কলাসন দিয়া এক পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া প্রেম গদ গদ বাক্যে কহিলেন প্রভো! এ দীনব্যক্তি আপনার কি সেবা করিতে যোগ্য। কমণ্ডলু রাখিয়া যতীশ্বর তখন করযোড়ে কহিতে লাগিলেন —

প্রভো! আমি অতিশয় ভাগ্যহীন। সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, উত্তর পূর্ব্ব মীমাংসাদ্বয় এবং উপনিষদাদি শাস্ত্র বারাণস্যাদি বহুবিধ পুণ্যতীর্থে প্রচুর অধ্যয়ন পূর্ব্বক শাস্ত্রতাৎপর্য্য বিতর্কে অনেক কালযাপন করিয়া প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইল শ্রীল সচ্চিদানন্দ সরস্বতী পাদের নিকট দণ্ডগ্রহণ করিয়াছি। দণ্ডগ্রহণ করিয়া সর্ব্বতীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে ভারতের সর্ব্বত্র শাঙ্করী সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গ করিয়াছি। কুটিচক বহূদক হংস এই তিন অবস্থা অতিক্রম পূর্ব্বক কিছুদিন পরমহংস পদ লাভ করিয়াছিলাম। মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক বারাণসীক্ষেত্রে অহং ব্রহ্মাস্মি, প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, তত্ত্বমসি প্রভৃতি শ্রীশঙ্করোদিত মহাবাক্য আশ্রয় করিয়াছিলাম। একদিবস কোন সাধুবৈষ্ণব উচ্চৈঃস্বরে হরিলীলা গান করিতে করিতে আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলেন। আমি চক্ষু উন্মীলন করত দেখিলাম যে সেই বৈষ্ণব অশ্রুধারায় স্নাত এবং তাহার সর্ব্বশরীর পুলকে পরিপূর্ণ। গদগদস্বরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত প্রভু নিত্যানন্দ এই নামটী বলিতেছেন ও নৃত্য করিতে করিতে স্খলিতপদ হইয়া পড়িয়া যাইতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া ও তাঁহার

গান শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয়ে যে কি একটী অনির্ব্বচনীয় ভাব উদয় হইল, তাহা আমি আপনার নিকট বর্ণন করিতে অক্ষম। ভাব উদয় হইল বটে তথাপি স্বীয় পরমহংসপদ মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য আমি আর তাঁহার সহিত আলাপ করিতে পারিলাম না। হা ধিক্! ধিক্ আমার পদমর্য্যাদা! ধিক্ আমার ভাগ্য! কেন বলিতে পারি না সেইদিন হইতে আমার চিত্ত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের শ্রীচরণে আকৃষ্ট হইল। পরে আমি ব্যাকুল হইয়া সেই বৈষ্ণবটীর অনেক অন্বেষণ করিলাম। কিন্তু তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলাম না। আমি দেখিলাম যে সেই বৈষ্ণব দর্শনে ও তাঁহার মুখে নাম শ্রবণে আমার যে বিমলানন্দ হইয়াছিল তাহা আমি তৎপূর্ব্বে আর কথনই বোধ করিতে পারি নাই। মানব-সত্তায় যে এরূপ সুখ আছে তাহা কখনই জানিতাম না। আমি কয়েকদিন বিচার করিয়া স্থির করিলাম যে আমার বৈষ্ণব চরণাশ্রয় করাই শ্রেয়ঃ। আমি বারাণসী পরিত্যাগ করিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনে গেলাম। তথায় অনেক বৈষ্ণব দেখিলাম। তাঁহারা শ্রীরূপ সনাতন জীব গোস্বামীর নাম করিয়া অনেক বিলাপ করেন। তাঁহারা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা স্মরণ করেন আবার শ্রীনবদ্বীপ নাম করিয়া প্রেমে গড়াগড়ি দেন। আমার শ্রীনবদ্বীপ দর্শনে লালসা হইয়া উঠিল। শ্রীব্রজধামের চৌরাশি ক্রোশ ভ্রমণ করত আমি কয়েক দিবস হইল শ্রীমায়াপুরে আসিয়াছি। মায়াপুর নগরে আপনার মহিমা শ্রবণ করিয়া অদ্য আপনার চরণাশ্রয় করিলাম। আপনি এ দাসকে নিজ কৃপাপাত্র করিয়া চরিতার্থ করুন্।

পরমহংস বাবাজী মহাশয় দন্তে তৃণ ধরিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন। সন্ন্যাসীঠাকুর! আমি নিতান্ত অপদার্থ। উদরপূর্ত্তি, নিদ্রা ও বৃথালাপে আমার জীবন বৃথা গেল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের লীলাস্থান আশ্রয় করিয়া দিনপাত করিতেছি। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেম যে কি বস্তু তাহা আস্বাদন দ্বারা বুঝিতে পারিলাম না। আপনি ধন্য! যেহেতু এক মুহূর্ত্তের জন্যও বৈষ্ণব দর্শনে প্রেম আস্বাদন করিয়াছেন। আপনি কৃষ্ণচৈতন্যের কৃপাপাত্র। এই অধমকে প্রেম আস্বাদনের সময় এক একবার স্মরণ করিলে আমি চরিতার্থ হইব। এই বলিতে বলিতে বাবাজী মহাশয় সন্ন্যাসী ঠাকুরকে দৃঢ় আলিঙ্গন দিবার সময় চক্ষের জলে তাঁহাকে স্নান করাইলেন। সন্ন্যাসীঠাকুর বৈষ্ণব অঙ্গ স্পর্শ করিয়া একটি অভূতপূর্ব্ব ভাব

লাভ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্যকালে তিনি এই পদ্য গান করিতে লাগিলেন।

(জয়) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীপ্রভু নিত্যানন্দ।
(জয়) প্রেমদাস গুরু জয় ভজন আনন্দ॥

অনেকক্ষণ নৃত্য কীর্ত্তনের পর স্থির হইয়া উভয়ে পরস্পর অনেক কথাবার্ত্তা করিলেন। প্রেমদাস বাবাজী মহাশয় বিনীতভাবে কহিলেন, হে মহাত্মন্! আপনি এই প্রদ্যুম্ন কুঞ্জে কিয়দ্দিন বাস করিয়া আমাকে পবিত্র করুন। সন্ন্যাসী ঠাকুর কহিলেন আমি আপনার চরণে আমার দেহ সমর্পণ করিলাম। কিয়দ্দিনের কথা কেন আমার দেহত্যাগ পর্য্যন্ত আমি আপনার সেবা করিতে পাই ইহাই আমার প্রার্থনা।

সন্ন্যাসীঠাকুর সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ। গুরুকুলে কিছুদিন বাস করিয়া গুরূপদেশ লইতে হয় তাহা তিনি ভালরূপ জানেন। অতএব পরমানন্দে সেই কুঞ্জে কয়েকদিন অবস্থিতি করিলেন। পরমহংস বাবাজী কয়েকদিন পরে কহিলেন হে মহাত্মন্! শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী ঠাকুর কৃপা করিয়া আমাকে চরণে রাখিয়াছেন। তিনি আজ কাল শ্রীনবদ্বীপ মণ্ডলের একপ্রান্তে শ্রীদেবপল্লীগ্রামে শ্রীশ্রীনৃসিংহ উপাসনায় মগ্ন। আজ চলুন মাধুকরী সমাপ্তপূর্ব্বক তাঁহার চরণ দর্শন করিয়া আসি। সন্ন্যাসী ঠাকুর কহিলেন যে আজ্ঞা হয় তাহাই পালন করিব।

বেলা দু'টার পর তাঁহারা উভয়ে শ্রীঅলকানন্দা পার হইয়া শ্রীদেবপল্লীতে উপস্থিত হইলেন। সূর্য্যটীলা অতিক্রম করতঃ শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দিরে ভগবৎ পার্ষদ শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীর চরণ দর্শন পাইলেন। দূর হইতে পরমহংস বাবাজী মহাশয় দণ্ডবন্নিপতিত হইয়া শ্রীগুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। ব্রহ্মচারী ঠাকুর ভক্তবাৎসল্যে আর্দ্র হইয়া শ্রীমন্দিরের বাহিরে আগমনপূর্ব্বক পরমহংস বাবাজীকে উভয় হস্তের দ্বারা উত্তোলন করতঃ প্রেমালিঙ্গন করিয়া কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। অনেকক্ষণ ইষ্টগোষ্ঠীর পর পরমহংস বাবাজী সন্ন্যাসী ঠাকুরের পরিচয় দিলেন। ব্রহ্মচারী ঠাকুর সাদর বাক্যে কহিলেন ভাই! তুমি যথাযোগ্য গুরু পাইয়াছ। প্রেমদাসের নিকট প্রেমবিবর্ত্ত শিক্ষা কর।

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেন নয়।
যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥

সন্ন্যাসীঠাকুর ও বিনীতভাবে পরমগুরুর পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতঃ কহিলেন প্রভো! আপনি চৈতন্য পার্ষদ, আপনার কৃপা কটাক্ষে আমার ন্যায় শত শত অভিমানী সন্ন্যাসী পবিত্র হইতে পারে। কৃপা করুন্।

সন্ন্যাসীঠাকুর ভক্তগোষ্ঠীর পরস্পর ব্যবহার পূর্ব্বে শিক্ষা করেন নাই। গুরু ও পরমগুরুতে যে প্রকার ব্যবহার দেখিলেন তাহাই সদাচার জানিয়া নিজ গুরুর প্রতি অকৈতবে সেই দিন হইতে তদ্রূপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা আরাত্রিক দর্শন করতঃ উভয়ে শ্রীগোদ্রুমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কিছুদিন এই প্রকারে থাকিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর পরমহংস বাবাজীকে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে বাসনা করিলেন। এখন বেশ ব্যতীত আর সমস্তই তাঁহার বৈষ্ণবের ন্যায় হইয়াছে। শমদমাদি গুণ সম্পন্ন হইয়া সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মনিষ্ঠা পূর্ব্বেই লাভ করিয়াছিলেন। এখন সেই নিষ্ঠার উপর আবার পরব্রহ্মের চিল্লীলা নিষ্ঠা জন্মিল। সঙ্গে সঙ্গে দীনভাব প্রবল হইয়া উঠিল।

একদিন অরুণোদয় সময়ে পরমহংস বাবাজী পরিষ্কৃত হইয়া তুলসী মালায় নাম সংখ্যা করিতে করিতে মাধবীমণ্ডপে বসিলেন। কুঞ্জ ভঙ্গ লীলাস্মৃতিজনিত প্রেমবারি তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে অনবরত পড়িতে লাগিল। স্বীয় সিদ্ধভাবে পরিভাবিত তৎকালোচিত সেবায় নিযুক্ত হইয়া আপনার স্থূল দেহস্মৃতি হারাইতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীঠাকুর তাঁহার ভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট উপবেশন করতঃ তাঁহার সাত্ত্বিক ভাব সকল অবলোকন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে পরমহংস বাবাজী কহিলেন সখি! কথ্খটীকে শীঘ্র নিস্তব্ধ কর, নতুবা আমার রাধাগোবিন্দের সুখনিদ্রা ভঙ্গ হইলে সখী ললিতা দুঃখ পাইবেন এবং আমাকে ভৎর্সনা করিবেন। ঐ দেখ অনঙ্গমঞ্জরী তদ্বিষয়ে ইঙ্গিত করিতেছেন। তুমি রমণমঞ্জরী তোমার এই নির্দ্দিষ্ট সেবা। তুমি তাহাতে যত্নবতী হও। বলিতে বলিতে পরমহংস বাবাজী অচেতন হইলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর স্বীয় সিদ্ধ দেহ ও পরিচয় জানিয়া সেই হইতে সেই সেবায় নিযুক্ত হইলেন। ক্রমশঃ প্রাতঃকাল হইল। পূর্ব্বদিকে উষা আসিয়া শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। পক্ষীগণ চারিদিকে আপন আপন গান করিতে লাগিল। মন্দ মন্দ সমীরণ বহিতে লাগিল। আলোক প্রবেশ সময়ে প্রদ্যুম্নকুঞ্জের মাধবী মণ্ডপের যে অপূর্ব্ব শোভা হইল তাহা বর্ণনাতীত।

পরমহংস বাবাজী কদলী বল্কলাসনে উপবিষ্ট হইয়া আছেন। বাহ্যস্ফূর্ত্তি ক্রমে ক্রমে হইতেছে। নামমালা করিতে লাগিলেন। সেই অবসরে সন্ন্যাসী ঠাকুর বাবাজীর পদতলে সাষ্টাঙ্গ হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করত সমীপে বিনীতভাবে উপবেশন পূর্ব্বক করযোড়ে কহিতে লাগিলেন।

প্রভো! এই দীনজন একটী প্রশ্ন করিতেছে। উত্তর দান করিয়া তাহার প্রাণ শীতল করুন্। ব্রহ্মজ্ঞানানলে দগ্ধ হৃদয়ে ব্রজরসের সঞ্চার করুন্।

বাবাজী কহিলেন আপনি যোগ্যপাত্র। আপনি যে প্রশ্ন করিবেন আমি যথাসাধ্য উত্তর করিব।

সন্ন্যাসী কহিলেন "প্রভো! আমি অনেক দিন হইতে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা শুনিয়া ধর্ম্ম কি তাহা অনেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। দুঃখের বিষয় যে তাঁহারা তদুত্তরে যাহা যাহা বলিয়াছেন সে সমস্ত পরস্পর অনৈক্য। অতএব আমাকে বলুন জীবের ধর্ম্ম কি? এবং পৃথক পৃথক শিক্ষকেরা কেনই বা পৃথক পৃথক্ উপদেশকে ধর্ম্ম বলিয়া বলেন! ধর্ম্ম যদি এক হয় তবে পণ্ডিতেরা সকলেই কেন সেই এক অদ্বিতীয় ধর্ম্মের অনুশীলন করেন না?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া পরমহংস বাবাজী মহাশয় কহিতে লাগিলেন। ওহে ভাগ্যবান্! ধর্ম্মতত্ত্ব যথা জ্ঞান বলিতেছি শ্রবণ কর। যে বস্তুর যাহা নিত্য স্বভাব তাহাই তাহার নিত্য ধর্ম্ম। বস্তুর গঠন হইতে স্বভাবের উদয় হয়। কৃষ্ণের ইচ্ছায় যখন কোন বস্তু গঠিত হয় তখন সেই গঠনের নিত্য সহচর-রূপ একটী স্বভাব হয়। সেই স্বভাবই সেই বস্তুর নিত্য ধর্ম্ম। পরে কোন ঘটনা বশতঃ বা অন্য বস্তু সঙ্গে সেই বস্তুর কোন বিকার হয় তখন তাহার স্বভাবও বিকৃত বা পরিবর্ত্তিত হয়। পরিবর্ত্তিত স্বভাব কিছু দিনে দৃঢ় হইলে নিত্য স্বভাবের ন্যায় সঙ্গী হইয়া পড়ে। এই পরিবর্ত্তিত স্বভাব, স্বভাব নয়! ইহার নাম নিসর্গ। নিসর্গ স্বভাবের স্থলে বসিয়া আপনাকে স্বভাব বলিয়া পরিচয় দেয়। যথা জল একটী বস্তু। তারল্য তাহার স্বভাব। ঘটনা বশতঃ জল যখন শিলা হয় তখন কাঠিন্য তাহার নিসর্গ হইয়া স্বভাবের ন্যায় কার্য্য করে। বস্তুতঃ নিসর্গ নিত্য নয়, তাহা নৈমিত্তিক। কেননা কোন নিমিত্ত হইতে উদিত হয় এবং সেই নিমিত্ত বিদূরিত হইলে স্বয়ং বিগত হয়। কিন্তু স্বভাব নিত্য। বিকৃত হইলেও তাহা অনুস্যূত থাকে। কাল ও ঘটনা ক্রমে স্বভাব অবশ্যই নিজ পরিচয় দিতে পারেন।

বস্তুর স্বভাবই বস্তুর নিত্যধর্ম্ম। বস্তুর নিসর্গই বস্তুর নৈমিত্তিক ধর্ম্ম। যাঁহাদের বস্তু জ্ঞান আছে তাঁহারা নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্মের প্রভেদ জানিতে পারেন। যাঁহাদের বস্তু জ্ঞান নাই তাঁহারা নিসর্গকে স্বভাব মনে করেন এবং নৈমিত্তিক ধর্ম্মকে নিত্য ধর্ম্ম মনে করেন।

সন্ন্যাসী ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "বস্তু কাহাকে বলে এবং স্বভাব শব্দের অর্থ কি ?"

পরমহংস কহিলেন, বস্ ধাতুতে সংজ্ঞার্থে তু প্রত্যয় করিয়া বস্তু শব্দ হয়। অতএব যাহার অস্তিত্ব আছে বা প্রতীতি আছে, তাহাই বস্তু। বস্তু দুই প্রকার অর্থাৎ বাস্তব বস্তু এবং অবাস্তব বস্তু। বাস্তব বস্তু পরমার্থ ভূত তত্ত্ব। অবাস্তব বস্তু দ্রব্যগুণাদি রূপ। বাস্তব বস্তুর অস্তিত্ব আছে। অবাস্তব বস্তুর অস্তিত্ব কেবল প্রতীত হয়। প্রতীতি কোনস্থলে সত্য কোন স্থলে ভাণ মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় শ্লোকে "বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং" এই কথায় বাস্তব বস্তু একমাত্র পরমার্থ ইহা নির্ণীত হইয়াছে। ভগবান্ একমাত্র বাস্তব বস্তু। সেই বস্তুর পৃথক অংশ জীব ও সেই বস্তুর শক্তি মায়া। অতএব বস্তু শব্দে ভগবান্ জীব ও মায়া এই তিন তত্ত্বকে বুঝিতে হয়। এই তিনের পরস্পর সম্বন্ধ জ্ঞানকে শুদ্ধ জ্ঞান বলা যায়। এই তিন তত্ত্বের বহুবিধ প্রতীতি আছে। সে সমস্ত অবাস্তব বস্তু মধ্যে পরিগণিত। বৈশেষিকদিগের দ্রব্য ও গুণ সংখ্যা কেবল অবাস্তব বস্তুর আলোচনা মাত্র। বাস্তব বস্তুর যে বিশেষ গুণ তাহাই তাহার স্বভাব। জীব একটী বাস্তব বস্তু। জীবের যাহা নিত্য বিশেষ গুণ তাহাই তাহার স্বভাব।

সন্ন্যাসী ঠাকুর কহিলেন প্রভো! এই বিষয়টী আমি ভাল করিয়া জানিতে চাই।

বাবাজী মহাশয় কহিলেন, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃষ্ণদাস কবিরাজ নামক একটী কৃপাপাত্র আমাকে একখানি হস্তলিপি গ্রন্থ দেখাইয়াছেন। সেই গ্রন্থের নাম শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত। তাহাতে শ্রীমহাপ্রভুর এ বিষয়ে একটী উপদেশ আছে যথা :—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ ॥

কৃষ্ণ পরিপূর্ণ চিদ্বস্তু। তুলনাস্থলে অনেকে তাঁহাকে চিজ্জগতের একমাত্র সূর্য্য বলিয়া থাকেন। জীব তাঁহার কিরণ কণা মাত্র। জীব অনেক। "জীব কৃষ্ণের অংশ" একথা বলিলে খণ্ড প্রস্তর যেমত পর্ব্বতের অংশ সেরূপ বলা হয় না। কেননা অনন্ত অংশরূপ জীব শ্রীকৃষ্ণ হইতে নিসৃত হইলেও কৃষ্ণের কোন অংশ ক্ষয় হয় না। এই জন্য বেদ সকল অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গের সহিত জীবের একাংশে সাদৃশ্য বলিয়া থাকেন। বস্তুতঃ এ বিষয়ে তুলনার স্থল নাই। মহাগ্নির বিস্ফুলিঙ্গই বলুন, সূর্য্যের কিরণ পরমাণুই বলুন বা মণিপ্রসূত স্বর্ণই বলুন, কোন তুলনাই সর্ব্বাংশে সুন্দর হয় না। কিন্তু এই সমস্ত তুলনার জড়ীয় ভাবাংশ পরিত্যাগ করিতে পারিলে সহজ হৃদয়ে জীব তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হয়। কৃষ্ণ বৃহচ্চিদ্বস্তু এবং জীব তাহার অণুচিদ্বস্তু। চিদ্ধর্ম্মে উভয়ের ঐক্য আছে কিন্তু পূর্ণতা ও অপূর্ণতা ভেদে উভয়ের স্বভাব ভেদ অবশ্যই সিদ্ধ হয়। কৃষ্ণ জীবের নিত্য প্রভু, জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস, ইহা স্বাভাবিক বলিতে হইবে। কৃষ্ণ আকর্ষক, জীব আকৃষ্ট। কৃষ্ণ ঈশ্বর, জীব ঈশিতব্য। কৃষ্ণ দ্রষ্টা, জীব দৃষ্ট। কৃষ্ণ পূর্ণ, জীব দীন ও ক্ষুদ্র। কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান্, জীব নিঃশক্তিক। অতএব কৃষ্ণের নিত্য আনুগত্য বা দাস্যই জীবের নিত্য স্বভাব বা ধর্ম্ম। কৃষ্ণ অনন্ত শক্তিসম্পন্ন; অতএব চিজ্জগৎ প্রকাশে যেমত পূর্ণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তদ্রূপ জীবসৃষ্টিবিষয়ে তাঁহার একটি তটস্থা শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। অপূর্ণ জগৎ সংঘটনে কোন বিশেষ শক্তি কার্য্য করে। সেই শক্তির নাম তটস্থা। তটস্থা শক্তির ক্রিয়া এই যে চিদ্বস্তু ও অচিদ্বস্তু এই উভয়ের মধ্যে এমত একটী বস্তু নির্ম্মাণ করে যাহা চিজ্জগৎ ও অচিজ্জগৎ উভয়ের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে যোগ্য হয়। শুদ্ধ চিদ্বস্তু অচিদ্বস্তুর বিপরীত, অতএব স্বভাবতঃ তাহার অচিদ্বস্তুর সহিত সম্বন্ধ ঘটনা হয় না। জীব চিৎকণ বটে কিন্তু কোন ঐশী শক্তি দ্বারা তাহা অচিৎ সম্বন্ধের উপযোগী হইয়াছে। সেই ঐশী শক্তির নাম তটস্থা। নদীর জল ও ভূমি উভয়ের মধ্যে তট। তট ভূমিও বটে জলও বটে। অর্থাৎ উভয়। উক্ত ঐশী শক্তি তটে স্থিত হইয়া ভূধর্ম্ম ও জলধর্ম্ম দুইই এক সত্তায় ধারণ করে। জীব চিদ্ধর্ম্মী বটে কিন্তু গঠন হইতেই জীব জড় ধর্ম্মের বশ হইবার যোগ্য। অতএব

শুদ্ধ চিজ্জগতের ন্যায় জীব জড় সম্বন্ধাতীত নন। চিদ্ধর্ম প্রযুক্ত তিনি জড় বস্তুও নন। জড় ও চিৎ এই দুই তত্ত্ব হইতে পৃথক্ বলিয়া একটী জীব তত্ত্ব হইয়াছে। ঈশ্বর ও জীবে এই জন্য নিত্য ভেদ স্বীকার করা কর্ত্তব্য। ঈশ্বর মায়ার অধীশ্বর অর্থাৎ মায়া তাঁহার বশীভূত তত্ত্ব। জীব মায়াবশ্য অর্থাৎ কোন বিশেষ অবস্থায় তিনি মায়ার বশ হইয়া পড়িতে পারেন। অতএব ভগবান জীব ও মায়া এই তিন তত্ত্ব পারমার্থিক সত্য ও নিত্য। ইহাদের মধ্যে "নিত্যো নিত্যানাং" এই বেদ বাক্যদ্বারা ভগবান্ তিন তত্ত্বের মূল নিত্য তত্ত্ব।

জীব স্বভাবতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস ও তটস্থা শক্তির পরিচয়। এই বিচারে সিদ্ধান্তিত হয় যে জীব ভগবত্তত্ত্ব হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ, সুতরাং ভেদাভেদ প্রকাশ। জীব মায়াবশ কিন্তু ভগবান্ মায়ার নিয়ন্তা এই স্থলে জীব ও ভগবানে নিত্য ভেদ। জীব স্বরূপতঃ চিদ্বস্তু, ভগবান্ ও স্বরূপতঃ চিদ্বস্তু এবং জীব ভগবচ্ছক্তি বিশেষ। এই জন্যই এই অংশে তদুভয়ে নিত্য অভেদ। নিত্য ভেদ ও নিত্য অভেদ যদি যুগপৎ হয়, তবে নিত্য ভেদেরই পরিচয় প্রবল। কৃষ্ণের দাস্যই জীবের নিত্য ধর্ম্ম। তাহা ভুলিয়া জীব মায়াবশ হইয়া পড়ে, সুতরাং তখন হইতে জীব কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ। মায়িক জগতে আগমন সময় হইতেই যখন বহির্ম্মুখতা লক্ষিত হয় তখন মায়িক জগতের কালের মধ্যে জীবের পতনের ইতিহাস নাই। এই জন্যই "অনাদি বহির্ম্মুখ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বহির্ম্মুখতা ও মায়া প্রবেশ কাল হইতেই জীবের নিত্যধর্ম্ম বিকৃত হইয়াছে। অতএব মায়াসঙ্গবশতঃ জীবের নিসর্গ উদয় হইলে নৈমিত্তিক ধর্ম্মের অবসর হইল। নিত্যধর্ম্ম এক, অখণ্ড ও নির্দ্দোষ। নৈমিত্তিক ধর্ম্ম নানা আকারে নানা অবস্থায় নানা লোক কর্ত্তৃক নানারূপে বিবৃত হয়।

পরমহংস বাবাজী মহাশয় এই পর্য্যন্ত বলিয়া নিস্তব্ধ হইয়া হরিনাম করিতে আরম্ভ করিলেন। সন্ন্যাসীঠাকুর ঐ সমস্ত তত্ত্বকথা শ্রবণ করত দণ্ডবৎ প্রণতি-পূর্ব্বক কহিলেন, প্রভো! আমি অদ্য এই সকল কথা আলোচনা করি। যে কিছু প্রশ্ন উদয় হয় কল্য আপনার চরণে জ্ঞাপন করিব।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জীবের নিত্য-ধর্ম্ম শুদ্ধ ও সনাতন।

পরদিন প্রাতে প্রেমদাস বাবাজী মহাশয় স্বীয় ব্রজভাবে নিমগ্ন থাকায়, সন্ন্যাসীঠাকুর তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে অবসর পান নাই। মধ্যাহ্ন কালে মাধুকরী প্রাপ্ত হইয়া উভয়েই শ্রীমাধবী মালতী মণ্ডপে উপবিষ্ট। পরমহংস বাবাজী মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক কহিলেন, হে ভক্তপ্রবর! আপনি ধর্ম্ম বিষয়ের মীমাংসা শ্রবণ করিয়া কি স্থির করিলেন? এই কথা শ্রবণ করত সন্ন্যাসীঠাকুর পরমানন্দে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! জীব যদি অণু পদার্থ হয় তবে তাঁহার নিত্য-ধর্ম্ম কিরূপে পূর্ণ ও শুদ্ধ হইতে পারে? জীবের গঠনের সহিত যদি তাঁহার ধর্ম্মের গঠন হইয়া থাকে, তবে সে ধর্ম্ম কিরূপে সনাতন হইতে পারে?

এই প্রশ্নদ্বয় শ্রবণ করিয়া শ্রীশচীনন্দনের পাদপদ্ম ধ্যানপূর্ব্বক সহাস্যবদনে পরমহংস বাবাজী কহিতে লাগিলেন। মহোদয়! জীব অণু পদার্থ হইলেও তাঁহার ধর্ম্ম পূর্ণ, শুদ্ধ ও সনাতন। অণুত্ব কেবল বস্তু পরিচয়। বৃহদ্বস্তু একমাত্র পরব্রহ্ম বা কৃষ্ণচন্দ্র। জীব সমূহ তাঁহার অনন্ত পরমাণু। অখণ্ড অগ্নি হইতে যেরূপ অগ্নিবিস্ফুলিঙ্গসমূহ হইয়া থাকে, অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপ কৃষ্ণ হইতে তদ্রূপ জীব সমূহ নিস্‌সৃত হয়। অগ্নির একটী একটী বিস্ফুলিঙ্গ যেরূপ পূর্ণ অগ্নি শক্তি ধারণ করে, প্রতি জীবও তদ্রূপ চৈতন্যের পূর্ণ ধর্ম্মের বিকাশ ভূমি হইতে সক্ষম। একটী বিস্ফুলিঙ্গ যেরূপ দাহ্য বিষয় লাভ করিয়া ক্রমশঃ মহাগ্নির পরিচয় দিয়া জগৎকে দহন করিতে সক্ষম হয়, একটী জীবও তদ্রূপ প্রেমের প্রকৃত বিষয় যে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে লাভ করিয়া প্রেমের মহা বন্যা উদয় করিতে সক্ষম হয়। যে পর্য্যন্ত স্বীয় ধর্ম্মের প্রকৃত বিষয়কে সংস্পর্শ না করে সে পর্য্যন্ত সেই পূর্ণ ধর্ম্মের সহজ বিকাশ দেখাইতে অণু চৈতন্যস্বরূপ জীব অপারক হইয়া প্রকাশ পায়। বস্তুতঃ বিষয় সংযোগেই ধর্ম্মের পরিচয়।

জীবের নিত্য-ধর্ম্ম কি ইহা ভাল করিয়া অনুসন্ধান করুন্। প্রেমই জীবের নিত্য-ধর্ম্ম। জীব অজড় অর্থাৎ জড়াতীত বস্তু। চৈতন্যই ইহার গঠন। প্রেমই

ইহার ধর্ম্ম। কৃষ্ণদাস্যই সেই বিমল প্রেম। অতএব কৃষ্ণদাস্যরূপ প্রেমই জীবের স্বরূপ ধর্ম্ম।

জীবের দুইটী অবস্থা অর্থাৎ শুদ্ধ অবস্থা ও বদ্ধাবস্থা। শুদ্ধ অবস্থায় জীব কেবল চিন্ময়। তখন তাহার জড়সম্বন্ধ থাকে না। শুদ্ধ অবস্থাতে ও জীব অণু পদার্থ। সেই অণুত্ব প্রযুক্ত জীবের অবস্থান্তর প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বৃহচ্চৈতন্য স্বরূপ কৃষ্ণের স্বভাবতঃ অবস্থান্তর নাই। তিনি বস্তুতঃ বৃহৎ, পূর্ণ, শুদ্ধ ও সনাতন। জীব বস্তুতঃ অণু, খণ্ড, অশুদ্ধ হইবার যোগ্য এবং অর্ব্বাচীন। কিন্তু ধর্ম্মতঃ জীব বৃহৎ অখণ্ড, শুদ্ধ ও সনাতন। জীব যতক্ষণ শুদ্ধ ততক্ষণই তাহার স্বধর্ম্মের বিমল পরিচয়। জীব যখন মায়াসম্বন্ধে অশুদ্ধ হন তখনই তিনি স্বধর্ম্ম বিকার প্রযুক্ত অবিশুদ্ধ, অনাশ্রিত ও সুখদুঃখপিষ্ট! জীবের কৃষ্ণদাস্য বিস্মৃতি হইবামাত্রই সংসার গতি আসিয়া উপস্থিত হয়।

জীব যতক্ষণ শুদ্ধ থাকেন ততক্ষণ তাঁহার স্বধর্ম্মের অভিমান। তিনি আপনাকে কৃষ্ণদাস বলিয়া অভিমান করেন। মায়া সম্বন্ধে অশুদ্ধ হইলেই সেই অভিমান সঙ্কোচিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। মায়া সম্বন্ধে জীবের শুদ্ধ স্বরূপ লিঙ্গ ও স্থূলদেহে আবৃত হয়। তখন লিঙ্গ শরীরের একটী পৃথক্ অভিমান উদয় হয়। সেই অভিমান আবার স্থূলদেহের অভিমানের সহিত মিশ্রিত হইয়া একটী তৃতীয় অভিমানরূপে পরিণত হয়। শুদ্ধ শরীরে জীব কেবল কৃষ্ণদাস। লিঙ্গ শরীরে জীব আপনাকে স্বকর্ম্ম ফলের ভোক্তা অর্থাৎ ভোগ কর্ত্তা বলিয়া মনে করেন। তখন কৃষ্ণদাসরূপ অভিমান লিঙ্গ দেহাভিমান দ্বারা আবৃত হইয়া থাকে। আবার স্থূল দেহ লাভ করিয়া আমি ব্রাহ্মণ, আমি রাজা, আমি দরিদ্র, আমি দুঃখী, আমি রোগ শোকদ্বারা অভিভূত, আমি স্ত্রী, আমি অমুকের স্বামী ইত্যাদি বহুবিধ স্থূলাভিমান দ্বারা পরিচয় দিয়া থাকেন।

এই প্রকার মিথ্যা অভিমান যুক্ত হইয়া জীবের স্বধর্ম্ম বিকৃত হয়। বিশুদ্ধ প্রেমই শুদ্ধ জীবের স্বধর্ম্ম। সুখ দুঃখ রাগদ্বেষরূপে সেই প্রেম বিকৃতভাবে লিঙ্গ শরীরে উদিত হয়। ভোজন, পান ও জড়সঙ্গ সুখরূপে সেই বিকার অধিকতর গাঢ় হইয়া স্থূল শরীরে দেখা দেয়। এখন দেখুন্ জীবের নিত্য-ধর্ম্ম কেবল শুদ্ধ অবস্থায় প্রকাশ পায়। বদ্ধ অবস্থায় যে ধর্ম্ম উদয় হয় তাহা নৈমিত্তিক।

নিত্য-ধর্ম্ম স্বভাবতঃ পূর্ণ, শুদ্ধ ও সনাতন। নৈমিত্তিক ধর্ম্ম আর এক দিবস ভাল করিয়া ব্যাখ্যা করিব।

শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে যে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম লক্ষিত হয় তাহা নিত্য-ধর্ম্ম। জগতে যতপ্রকার ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, সে সমুদয় ধর্ম্মকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারেন। নিত্যধর্ম্ম, নৈমিত্তিক ধর্ম্ম ও অনিত্য ধর্ম্ম। যে সকল ধর্ম্মে ঈশ্বরের আলোচনা নাই ও আত্মার নিত্যত্ব নাই সে সকল অনিত্যধর্ম্ম। যে সকল ধর্ম্মে ঈশ্বর ও আত্মার নিত্যত্ব স্বীকার আছে কিন্তু কেবল অনিত্য উপায় দ্বারা ঈশ্বর প্রসাদ লাভ করিতে চায় সে সকল নৈমিত্তিক। যাহাতে বিমল প্রেম দ্বারা কৃষ্ণদাস্য লাভ করিবার যত্ন আছে সেই সব ধর্ম্ম নিত্য। নিত্যধর্ম্ম দেশ ভেদে, জাতি ভেদে, ভাষা ভেদে পৃথক্ পৃথক্ নামে পরিচিত হইলে ও তাহা এক ও পরম উপাদেয়। ভারতে যে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচলিত আছে তাহাই নিত্যধর্ম্মের আদর্শ। আবার আমাদের হৃদয়নাথ ভগবান্ শচীনন্দন যে ধর্ম্ম জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই বৈষ্ণবধর্ম্মের বিমল অবস্থা বলিয়া প্রেমানন্দী মহাজনগণ স্বীকার ও অবলম্বন করেন।

এইস্থলে সন্ন্যাসীঠাকুর করযোড়ে বলিলেন প্রভো! আমি শ্রীশচীনন্দনের প্রকাশিত বিমল বৈষ্ণব ধর্ম্মের সর্ব্ব উৎকর্ষ সর্ব্বক্ষণ দেখিতেছি। শঙ্করাচার্য্য প্রকাশিত অদ্বৈতমতের হেয়ত্ব অনুভব করিতেছি বটে, কিন্তু আমার মনে একটী কথা উদয় হইতেছে তাহা ভবদীয় শ্রীচরণে জ্ঞাপন না করিয়া রাখিতে চাহি না। সে কথাটী এই। প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে ঘনীভূত প্রেমের মহাভাব অবস্থা দেখাইয়াছেন তাহা কি অদ্বৈত সিদ্ধি হইতে পৃথক্ অবস্থা?

পরমহংস বাবাজী মহাশয় শ্রীশঙ্করাচার্য্যের নাম শুনিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন, মহোদয়! শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ একথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন। শঙ্কর বৈষ্ণবদিগের গুরু এই জন্য মহাপ্রভু তাঁহাকে আচার্য্য বলিয়া উল্লেখ করেন। শঙ্কর স্বয়ং পূর্ণ বৈষ্ণব। যে সময়ে তিনি ভারতে উদয় হইয়াছিলেন সে সময় তাঁহার ন্যায় একটী গুণাবতারের নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। ভারতে বেদ শাস্ত্রের আলোচনা ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ক্রিয়াকলাপ বৌদ্ধদিগের শূন্যবাদে শূন্যপ্রায় হইয়াছিল। শূন্যবাদ নিতান্ত নিরীশ্বর। তাহাতে জীবাত্মার তত্ত্ব কিয়ৎ পরিমাণে স্বীকৃত থাকিলে ও ঐ ধর্ম্ম নিতান্ত অনিত্য। সে সময়ে ব্রাহ্মণগণ প্রায়ই বৌদ্ধ হইয়া

বৈদিক ধর্ম্ম প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন শঙ্করাবতার উদয় হইয়া বেদশাস্ত্রের সম্মান স্থাপন পূর্ব্বক শূন্যবাদকে ব্রহ্মবাদে পরিণত করেন। এই কার্য্যটী অসাধারণ। ভারতবর্ষ শ্রীশঙ্করের নিকট এই বৃহৎ কার্য্যের নিমিত্ত চিরঋণী থাকিবেন। কার্য্য সকল জগতে দুই প্রকারে বিচারিত হয়। কতকগুলি কার্য্য তাৎকালিক ও কতকগুলি কার্য্য সার্ব্বকালিক। শঙ্করাবতারের সেই বৃহৎ কার্য্য তাৎকালিক। তদ্দ্বারা অনেক সুফল উদয় হইয়াছে। শঙ্করাবতার যে ভিত্তি পত্তন করিলেন সেই ভিত্তির উপর পরে শ্রীরামানুজাবতার ও শ্রীমধ্বাদি আচার্য্যগণ বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অতএব শঙ্করাবতার বৈষ্ণব ধর্ম্মের পরম বন্ধু ও একজন প্রাগুদিত আচার্য্য।

শ্রীশঙ্কর যে বিচার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার সম্পত্তি বৈষ্ণবগণ এখন অনায়াসে ভোগ করিতেছেন। জড়বদ্ধ জীবের পক্ষে সম্বন্ধ জ্ঞানের নিতান্ত প্রয়োজন। এই জড় জগতে স্থূল ও লিঙ্গদেহ হইতে চিদ্বস্তু পৃথক্ ও অতিরিক্ত তাহা বৈষ্ণবগণ ও শঙ্করাচার্য্য উভয়েই বিশ্বাস করেন। জীবের সত্তা বিচারে তাঁহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। জড় জগতের সম্বন্ধ ত্যাগের নাম মুক্তি তাহা উভয়েই মানেন। মুক্তিলাভ করা পর্য্যন্ত শ্রীশঙ্করও বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অনেক প্রকার ঐক্য আছে। হরি ভজন দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও মুক্তিলাভ ইহাও শঙ্করাচার্য্যের শিক্ষা। কেবল মুক্তিলাভের পর যে জীবের কি অপূর্ব্ব গতি হয় তদ্বিষয়ে শঙ্কর নিস্তব্ধ। শঙ্কর একথা ভালরূপ জানিতেন যে হরিভজন দ্বারা জীবকে মুক্তি পথে চালাইতে পারিলেই, ক্রমশঃ ভজন সুখে আবদ্ধ হইয়া জীব শুদ্ধভক্ত হইবে। এই জন্যই শঙ্কর পথ দেখাইয়া আর অধিক কিছু বৈষ্ণব রহস্য প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার ভাষ্য সকল যাহারা বিশেষ বিচার করিয়া পড়িয়াছেন তাঁহারা শঙ্করের গূঢ় মত বুঝিতে পারেন। যাঁহারা কেবল তাঁহার শিক্ষার বাহ্য অংশ লইয়া কালযাপন করেন তাঁহারাই কেবল বৈষ্ণবধর্ম্ম হইতে বিদূরিত হন।

অদ্বৈত সিদ্ধি ও প্রেম একপ্রকার বিচারে একই বলিয়া বোধ হয়। অদ্বৈত সিদ্ধির যে সঙ্কোচিত অর্থ করা যায় তাহাতে তাহারও প্রেমের পার্থক্য হইয়া পড়ে। প্রেম কি পদার্থ তাহা বিচার করুন্। একটী চিৎপদার্থ অন্য চিৎপদার্থের সহিত যে ধর্ম্মের দ্বারা স্বভাবত আকৃষ্ট হন তাহার নাম প্রেম। দুইটি চিৎপদার্থের

পৃথক্ অবস্থান ব্যতীত প্রেম সিদ্ধ হয় না। সমস্ত চিৎপদার্থ যে ধর্ম্ম দ্বারা পরম চিৎপদার্থরূপ কৃষ্ণচন্দ্রে নিত্য আকৃষ্ট, তাহার নাম কৃষ্ণ-প্রেম। কৃষ্ণচন্দ্রের নিত্য পৃথক্ অবস্থান ও জীবনিচয়ের তাঁহার প্রতি যে অনুগত ভাবের সহিত নিত্য পৃথক্ অবস্থান তাহা প্রেমতত্ত্বে নিত্যসিদ্ধ তত্ত্ব। আস্বাদক, আস্বাদ্য ও আস্বাদন এই তিনটী পৃথক্ ভাবের অবস্থিতি সত্য। যদি প্রেমের আস্বাদক ও আস্বাদ্যের একত্ব হয়, তবে প্রেম নিত্যসিদ্ধ হইতে পারেন না। যদি অচিৎ সম্বন্ধ শূন্য চিৎপদার্থের শুদ্ধ অবস্থাকে অদ্বৈত সিদ্ধি বলা যায়, তবে প্রেম ও অদ্বৈত সিদ্ধি এক হয়। কিন্তু অধুনাতন শাঙ্করী পণ্ডিতগণ চিদ্ধর্ম্মের অদ্বৈত সিদ্ধিতে সন্তুষ্ট না হইয়া চিদ্বস্তুর একতা সাধনের যত্ন দ্বারা বেদোদিত অদ্বয় তত্ত্ব সিদ্ধির বিকার প্রচার করিয়া থাকেন। তাহাতে প্রেমের নিত্যত্ব হানি হওয়ায় বৈষ্ণবগণ সে সিদ্ধান্তকে নিতান্ত অবৈদিক সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য কেবল চিত্তত্ত্বের বিশুদ্ধ অবস্থানকে অদ্বৈত অবস্থা বলেন, কিন্তু তাঁহার অর্ব্বাচীন চেলাগণ তাঁহার গূঢ়ভাব বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে ক্রমশঃ অপদস্থ করিয়া ফেলিতেছেন। বিশুদ্ধ প্রেমের অবস্থা সকলকে মায়িক বলিয়া, মায়াবাদ নামক একটী সর্ব্বাধম মত জগতে প্রচার করেন। মায়াবাদীগণ আদৌ একটি বই আর অধিক চিদ্বস্তু স্বীকার করেন না। চিদ্বস্তুতে যে প্রেমধর্ম্ম আছে তাহাও স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে ব্রহ্ম যতক্ষণ একাবস্থ প্রাপ্ত, ততক্ষণ তিনি মায়াতীত। যখন তিনি কোন স্বরূপ গ্রহণ করেন ও জীবরূপে নানাকার প্রাপ্ত হন তখন তিনি মায়াগ্রস্ত। সুতরাং ভগবানের নিত্য শুদ্ধ চিদ্ঘন বিগ্রহকে মায়িক বলিয়া মনে করেন। জীবের পৃথক্ সত্তাকেও মায়িক মনে করেন। কাযে কাযেই প্রেম ও প্রেম বিকারকে মায়িক মনে করিয়া অদ্বৈত জ্ঞানকে নির্ম্মায়িক বলিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের ভ্রান্তমতের অদ্বৈত সিদ্ধি ও প্রেম কখনই এক পদার্থ হয় না।

কিন্তু ভগবান্ চৈতন্যদেব যে প্রেম আস্বাদন করিতে উপদেশ করিয়াছেন এবং স্বীয় লীলা চরিত্রদ্বারা যাহা জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ মায়াতীত। বিশুদ্ধ অদ্বৈত সিদ্ধির চরম ফল। মহাভাব সেই বিশুদ্ধ প্রেমের বিকার বিশেষ। তাহাতে কৃষ্ণ-প্রেমানন্দ অত্যন্ত প্রবল সুতরাং সংবেদক ও সংবেদ্যের পার্থক্য ও নিগূঢ় সম্বন্ধ একটি অপূর্ব্ব অবস্থায় নীত হয়। তুচ্ছ মায়াবাদ এই প্রেমের কোন অবস্থায় কোন কার্য্য করিতে পারে না।

সন্ন্যাসীঠাকুর সসম্ভ্রমে কহিলেন, প্রভো! মায়াবাদ যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর তাহা আমার হৃদয়ে সম্পূর্ণ প্রতীত হইয়াছে এবং তৎসম্বন্ধে আমার যে সংশয় ছিল অদ্য আপনার কৃপায় তাহা দূর হইল। আমার যে মায়াবাদী সন্ন্যাসী বেশ তাহা পরিত্যাগ করিতে আমার নিতান্ত স্পৃহা হইতেছে।

বাবাজী মহাশয় কহিলেন মহাত্মন্! আমি বেশের প্রতি কোন প্রকার রাগদ্বেষ রাখিতে উপদেশ করি না। অন্তঃকরণে ধর্ম্ম পরিষ্কৃত হইলে বেশ সহজেই পরিষ্কার হইয়া পড়ে। যেখানে বাহ্য বেশের বিশেষ আদর সেখানে অন্তরে ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ অমনোযোগ। আমার বিবেচনায় প্রথমে অন্তঃশুদ্ধি করিয়া যখন সাধুদিগের বাহ্যাচারে অনুরাগ হয়, তখন বাহ্য বেশাদি নির্দ্দোষ হয়। আপনি স্বীয় হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অনুগত করুন্। তাহা হইলে যে সকল বাহ্য সম্বন্ধে রুচি হইবে তাহা আচরণ করিবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাক্যটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন।

মর্ক্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥
অন্তর নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥

সন্ন্যাসীঠাকুর সে বিষয়ের ভাব বুঝিয়া আর বেশ পরিবর্ত্তনের কথা উত্থাপন করিলেন না। করযোড়ে কহিতে লাগিলেন, প্রভো! আমি যখন আপনার শিষ্য হইয়া চরণাশ্রয় করিয়াছি তখন আপনি যে উপদেশ করিবেন আমি তাহা বিনা তর্কে মস্তকে ধারণ করিব। আপনার উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে বিমল কৃষ্ণ-প্রেমই একমাত্র বৈষ্ণব ধর্ম্ম। তাহাই জীবের নিত্য ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম পূর্ণ, শুদ্ধ ও সহজ। নানা দেশে যে নানাপ্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, সে সব ধর্ম্মের বিষয় কিরূপ ভাবনা করিব?

বাবাজী মহাশয় বলিলেন, মহাত্মন্! ধর্ম্ম এক, দুই বা নানা নহে। জীব মাত্রেরই একটী ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মের নাম বৈষ্ণব ধর্ম্ম। ভাষাভেদে, দেশভেদে ও জাতিভেদে ধর্ম্ম ভিন্ন হইতে পারে না। অনেকে নানা নামে জৈবধর্ম্মকে অভিহিত করেন কিন্তু পৃথক্ ধর্ম্মের সৃষ্টি করিতে পারেন না। পরম বস্তুতে অণু বস্তুর যে নির্ম্মল চিন্ময় প্রেম তাহাই জৈব-ধর্ম্ম অর্থাৎ জীব সমূহের ধর্ম্ম। জীব সকল

নানা প্রকৃতি সম্পন্ন হওয়ায় জৈব-ধর্ম্মটী কতকগুলি প্রাকৃত আকারের দ্বারা বিকৃতরূপে লক্ষিত হয়। এইজন্য বৈষ্ণব ধর্ম্ম নাম দিয়া জৈব-ধর্ম্মের শুদ্ধাবস্থাকে অভিহিত করা হইয়াছে। অন্যান্য ধর্ম্মে যে পরিমাণে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম আছে সেই পরিমাণে সে ধর্ম্ম শুদ্ধ।

কিছু দিবস পূর্ব্বে আমি শ্রীব্রজধামে ভগবৎ পার্ষদ শ্রীল সনাতন গোস্বামীর শ্রীচরণে একটি প্রশ্ন করিয়া ছিলাম। যাবনিক ধর্ম্মে যে এস্ক বলিয়া শব্দ আছে তাহার অর্থ কি নির্ম্মল প্রেম না আর কিছু এই আমার প্রশ্ন ছিল। গোস্বামী মহোদয় সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত বিশেষতঃ যাবনিক ভাষায় তাঁহার পাণ্ডিত্যের অবধি নাই। শ্রীরূপ, শ্রীজীব প্রভৃতি অনেক মহামহোপাধ্যায় সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী মহোদয় কৃপা করিয়া এই কথা গুলি বলিয়াছিলেন।

"হাঁ, এস্ক শব্দের অর্থ প্রেম বটে। যাবনিক উপাসকগণ ঈশ্বর ভজন বিষয়েও এস্ক শব্দ ব্যবহার করেন। কিন্তু প্রায়ই এস্ক শব্দে মায়িক প্রেমকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। লয়লা মজনুর ইতিবৃত্ত ও হাফেজের এস্ক ভাব বর্ণন দেখিলে মনে হয় যে যবনাচার্য্যগণ শুদ্ধ চিৎ বস্তু যে কি তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। স্থূল দেহের প্রেম বা কখন লিঙ্গ দেহের প্রেমকে তাঁহারা এস্ক বলিয়া লিখিয়াছেন। বিশুদ্ধ চিদ্বস্তুকে পৃথক্ করিয়া তাহার কৃষ্ণের প্রতি যে বিমল প্রেম তাহা অনুভব করেন নাই। সেরূপ প্রেম আমি যবনাচার্য্যের কোন গ্রন্থে দেখি নাই। কেবল বৈষ্ণব গ্রন্থেই দেখিতে পাই। যবনাচার্য্যদিগের "রুহ" যে শুদ্ধ জীব তাহা ও বোধ হয় না। বরং বদ্ধভাবপ্রাপ্ত জীবকেই যে রু বলিয়া থাকেন এরূপ বোধ হয়। অন্য কোন ধর্ম্মেই আমি বিমল কৃষ্ণ প্রেমের শিক্ষা দেখি নাই। বৈষ্ণব ধর্ম্মে সাধারণতঃ কৃষ্ণপ্রেম উল্লিখিত আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে "প্রোজ্ঝিত কৈতব ধর্ম্ম" রূপ শ্রীকৃষ্ণ প্রেম বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস এইযে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পূর্ব্বে আর কেহ সম্পূর্ণ বিমল কৃষ্ণপ্রেম ধর্ম্মের শিক্ষা দেন নাই। আমার কথায় যদি তোমাদের শ্রদ্ধা হয় তবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর। আমি এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া সনাতন গোস্বামীকে বার বার দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়াছিলাম। সন্ন্যাসীঠাকুরও সেই সময় দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।

পরমহংস বাবাজী মহাশয় কহিলেন ভক্তপ্রবর! আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছি, চিত্ত নিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ করুন্। জীবসৃষ্টি ও জীব-গঠন এই সকল শব্দ মায়িক সম্বন্ধে ব্যবহার হয়। জড়ীয় বাক্য কতকটা জড়ভাব আশ্রয় করিয়া কার্য্য করে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন অবস্থায় যে কাল বিভক্ত, তাহা মায়াগত জড়ীয় কাল। চিজ্জগতের যে কাল তাহা সর্ব্বদা বর্ত্তমান। তাহাতে ভূত ও ভবিষ্যৎরূপ বিভাগগত ব্যবধান নাই। জীব ও কৃষ্ণ সেই কালে অবস্থান করেন। অতএব জীব নিত্য ও সনাতন এবং জীবের কৃষ্ণ-প্রেমরূপ ধর্ম্ম ও সনাতন। এই জড় জগতে আবদ্ধ হইবার পর জীবের সৃষ্টি, গঠন, পতন ইত্যাদি মায়িক কাল-গত ধর্ম্ম সকল জীবে আরোপিত হইয়াছে। জীব অণু পদার্থ হইলেও চিন্ময় ও সনাতন! জড় জগতে আসার পূর্ব্বেই তাহার গঠন। চিজ্জগতে কালের ভূত ভবিষ্যৎরূপ অবস্থা না থাকায় সেই কালে যাহা যাহা থাকে সকলই নিত্য বর্ত্তমান। জীব ও জীবের ধর্ম্ম বস্তুতঃ নিত্য বর্ত্তমান ও সনাতন। এ কথাটী আমি বলিলাম বটে কিন্তু আপনি যতদূর শুদ্ধ চিজ্জগতের ভাব পাইয়াছেন ততদূরই আপনার এ কথার যথার্থ অর্থ উপলব্ধি হইবে। আমি আভাসমাত্র দিলাম, আপনি অর্থটী চিৎসমাধিদ্বারা অনুভব করিয়া লইবেন। জড়-জাত যুক্তি ও তর্কদ্বারা এ সকল কথা বুঝিতে পারিবেন না। জড়বন্ধন হইতে অনুভব শক্তিকে যত শিথিল করিতে পারিবেন ততই জড়াতীত চিজ্জগতের অনুভব উদয় হইবে। আদৌ স্বীয় শুদ্ধ স্বরূপের অনুভব এবং সেই স্বরূপের শুদ্ধ চিন্ময় কৃষ্ণনাম অনুশীলন করিতে করিতে জৈব-ধর্ম্ম প্রবল রূপে উদয় হইতে থাকিবে। অষ্টাঙ্গ যোগ বা ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা চিদনুভব বিশুদ্ধ হইবে না। সাক্ষাৎ কৃষ্ণানুশীলনই নিত্য সিদ্ধধর্ম্মোদয় করাইতে সক্ষম। আপনি নিরন্তর উৎসাহের সহিত হরিনাম করুন্! হরিনাম অনুশীলনই একমাত্র চিদনুশীলন। কিছুদিন হরিনাম করিতে করিতে সেই নামে অপূর্ব্ব অনুরাগ জন্মিবে। সেই অনুরাগের সঙ্গে সঙ্গেই চিজ্জগতের অনুভব উদয় হইবে। ভক্তির যত প্রকার অঙ্গ আছে তন্মধ্যে শ্রীহরিনাম অনুশীলনই প্রধান ও শীঘ্র ফলপ্রদ হয়। অতএব শ্রীকৃষ্ণদাসের উপাদেয় গ্রন্থে এই কথাটী শ্রীমহাপ্রভুর উপদেশ বলিয়া লিখিত আছে।

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি।

কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥

তার মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম কৈলে পায় প্রেমধন ॥

মহাত্মন্! যদি আপনি একথা জিজ্ঞাসা করেন যে কাহাকে বৈষ্ণব বলিব, আমি তাহার উত্তরে এই মাত্র বলিব যিনি নিরপরাধে কৃষ্ণ নাম করেন তিনি বৈষ্ণব। সেই বৈষ্ণব তিন প্রকার অর্থাৎ কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম। যিনি মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণ নাম করেন তিনি কনিষ্ঠ বৈষ্ণব। যিনি নিরন্তর কৃষ্ণ নাম করেন তিনি মধ্যম বৈষ্ণব। যাঁহাকে দেখিলে মুখে কৃষ্ণ নাম আইসে তিনি উত্তম বৈষ্ণব। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা মতে অন্য কোন প্রকার লক্ষণ দ্বারা বৈষ্ণব নির্ণয় করিতে হইবে না।

সন্ন্যাসী ঠাকুর বাবাজীর শিক্ষামৃতে নিমগ্ন হইয়া "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে"। এই নাম গান করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সে দিন তাঁহার হরিনামে রুচি জন্মিল এবং সাষ্টাঙ্গে গুরুপাদপদ্মে পতিত হইয়া বলিলেন প্রভো! দীনের প্রতি কৃপা করুন্।

তৃতীয় অধ্যায়।

নৈমিত্তিকধর্ম্ম অসম্পূর্ণ, হেয়মিশ্র ও অচিরস্থায়ী।

এক দিবস এক প্রহর রাত্রের পর সন্ন্যাসী ঠাকুর হরিনাম গান করিতে করিতে শ্রীগোদ্রুমের উপবনের একান্তে একটী উচ্চ ভূমিতে বসিয়া উত্তর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তখন পূর্ণচন্দ্র উদয় হইয়া শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলে একটী অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়াছিল। অনতিদূরে শ্রীমায়াপুর নয়ন গোচর হইতে লাগিল। সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিতে লাগিলেন আহা! ঐ যে একটী আশ্চর্য্য আনন্দময় ধাম দেখিতেছি। বৃহৎ বৃহৎ রত্নময় অট্টালিকা, মন্দির ও তোরণ সমূহ কিরণ মালা বিস্তার করিয়া জাহ্নবীর তীরমণ্ডলকে উজ্জ্বলিত করিতেছে। অনেক স্থানে হরিনাম সংকীর্ত্তনের শব্দ তুমুল হইয়া গগন মণ্ডলকে বিদারিত করিতেছে। নারদের ন্যায় কত শত ভক্তগণ বীণা যন্ত্রে নাম গান করিতে করিতে নৃত্য করিতেছেন। কোন দিকে শ্বেতকলেবর দেবদেব মহাদেব ডম্বরু ধরিয়া হা বিশ্বম্ভর, দয়া কর বলিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে পতিত হইতেছেন।

চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা কোন স্থলে বসিয়া বেদবাদী ঋষিদিগের সভায় "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্বস্যৈষঃ প্রবর্ত্তকঃ। সুনির্ম্মলামিমাং শান্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ॥" এই বেদ মন্ত্র পাঠ করিয়া ইহার নির্ম্মল ব্যাখ্যা করিতেছেন। কোন স্থলে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ "জয় প্রভু গৌরচন্দ্র, জয় নিত্যানন্দ" বলিয়া লম্প ঝম্প প্রদান করিতেছেন। পক্ষী সকল ডালে বসিয়া "গৌর নিতাই" বলিয়া স্তব করিতেছে। ভ্রমর সকল গৌর নামরসপানে মত্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে পুষ্পোদ্যানে গুণ গুণ শব্দ করিতেছে। প্রকৃতি দেবী সর্ব্বত্র গৌররসে উন্মত্ত হইয়া আপন শোভা বিস্তার করিতেছেন। আহা! আমি দিবসে যখন শ্রীমায়াপুর দর্শন করি তখন ত এ ব্যাপার দেখিতে পাই না! আজ বা কি দেখিতেছি। তখন শ্রীগুরুদেবকে স্মরণ করিয়া বলিতেছেন। প্রভো! আজ জানিলাম, আপনি আমাকে কৃপা করিয়া অপ্রাকৃত মায়াপুর দর্শন করাইলেন। আজ হইতে আমি শ্রীগৌরচন্দ্রের নিজ জন বলিয়া পরিচয় দিবার একটী উপায় সৃজন করিব। আমি দেখিতেছি যে অপ্রাকৃত নবদ্বীপে সকলেই তুলসী মালা তিলক ও নামাক্ষর ধারণ করিয়াছেন। আমিও তাহা করিব। বলিতে বলিতে সন্ন্যাসী ঠাকুরের একপ্রকার অচেতন অবস্থা উপস্থিত হইল।

অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার ঠাকুরের জ্ঞান হইল। জ্ঞান হইল বটে, কিন্তু সে অপূর্ব্ব চিন্ময় ব্যাপার সকল আর নয়নগোচর হইল না। তখন সন্ন্যাসী ঠাকুর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, আমি বড় সৌভাগ্যবান্ যেহেতু শ্রীগুরু কৃপালাভ করিয়া ক্ষণকাল শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শন করিলাম।

পরদিন সন্ন্যাসীঠাকুর স্বীয় দণ্ডটী জলে বিসর্জ্জন দিয়া গলদেশে ত্রিকণ্ঠী তুলসী মালা ও ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিয়া হরি হরি বলিয়া নাচিতে লাগিলেন। গোদ্রুমবাসী বৈষ্ণববর্গ তাঁহার অপূর্ব্ব নূতন বেশ ও ভাব দর্শন করিয়া তাঁহাকে ধন্য ধন্য বলিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর ঐ সময়ে একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন ভাল আমি বৈষ্ণবদিগের কৃপাপাত্র হইবার জন্য বৈষ্ণব বেশ গ্রহণ করিলাম, কিন্তু এ আবার একটী দায় উপস্থিত হইল। আমি শ্রীগুরুদেবের মুখে বারম্বার একথাটী শুনিয়াছি।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

এখন যে বৈষ্ণবগণকে গুরু বলিয়া মনে করি তাঁহারা আমাকে প্রণাম করিতেছেন, আমার কি গতি হইবে ? এই রূপ চিত্তে আলোচনা করিতে করিতে পরমহংস বাবাজীর নিকট গমন করতঃ তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

মাধবী মণ্ডপে আসীন হইয়া বাবাজী মহাশয় হরিনাম করিতেছিলেন। সন্ন্যাসীঠাকুরের সম্পূর্ণ বেশ পরিবর্ত্তন ও নামে ভাবোদয় দেখিয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণদ্বারা স্বীয় শিষ্যকে স্নান করাইতে করাইতে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। বলিলেন ওহে বৈষ্ণবদাস! আজ তোমার মঙ্গলপূর্ণদেহ স্পর্শ করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম।

এই কথা বলিবামাত্র সন্ন্যাসী ঠাকুরের পূর্ব্ব নাম দূর হইল। এখন বৈষ্ণব দাস নামে তিনি পরিচিত হইলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর আজ হইতে একটী অপূর্ব্ব জীবন লাভ করিলেন। মায়াবাদী সন্ন্যাসী বেশ, সন্ন্যাসাশ্রমের অহঙ্কার পূর্ণ নাম এবং আপনাকে মহদ্বুদ্ধি এ সমস্ত দূর হইল।

অপরাহ্নে শ্রীপ্রদ্যুম্নকুঞ্জে অনেকগুলি শ্রীগোদ্রুম ও শ্রীমধ্যদ্বীপবাসী বৈষ্ণবগণ পরমহংস বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। পরমহংস বাবাজী মহাশয়কে পরিবেষ্টন করিয়া সকলে বসিয়াছেন। সকলেই তুলসী মালায় হরিনাম জপ করিতেছেন। কেহ কেহ হা গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ, কেহ কেহ হা সীতানাথ এবং কেহ কেহ হে জয় শচীনন্দন এইরূপ বলিতে বলিতে চক্ষের জলে ভাসিতেছেন। বৈষ্ণব সকল পরস্পর ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন। সমাগত বৈষ্ণব সকল তুলসী পরিক্রমা করিয়া বৈষ্ণবদিগকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছেন। এমত সময় বৈষ্ণব দাস আসিয়া শ্রীবৃন্দাদেবীকে পরিক্রমা করিয়া বৈষ্ণবগণের পদরজে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। কোন কোন মহাত্মা কর্ণাকর্ণী করিয়া বলিতে লাগিলেন ইনিই না সেই সন্ন্যাসী ঠাকুর! আজ ইঁহার কি আশ্চর্য্যমূর্ত্তি হইয়াছে।

বৈষ্ণবগণের সম্মুখে গড়াগড়ি দিতে দিতে বৈষ্ণবদাস বলিতেছেন।

অদ্য আমি বৈষ্ণব পদরজলাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় আমি ভালরূপে জানিয়াছি যে জীবের বৈষ্ণব পদরজ ব্যতীত আর গতি নাই। বৈষ্ণবের পদরজ, বৈষ্ণবের চরণামৃত ও বৈষ্ণবের অধরামৃত এই তিন বস্তু ভবরোগের ঔষধ ও ভবরোগীর পথ্য। ইহাতে কেবল ভবরোগ বিগত হয় এরূপ নয়, কিন্তু বিগতরোগ পুরুষের পরম ভোগ লাভ হয়। হে বৈষ্ণবগণ! আমি যে নিজের পাণ্ডিত্য অহঙ্কার প্রকাশ করিতেছি এরূপ মনে করিবেন না। আমার হৃদয় আজ কাল সমস্ত অহঙ্কার শূন্য হইয়াছে। ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম

হইয়াছিল, সর্ব্ব শাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলাম, চতুর্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলাম। তখন আর আমার অহঙ্কারের ইয়ত্তা ছিলনা। যদবধি আমি বৈষ্ণব তত্ত্বে আকৃষ্ট হইয়াছি ততদিন আমার হৃদয়ে একটী দৈন্য বীজ রোপিত হইয়াছে। আমি ক্রমে ক্রমে আপনাদের কৃপায় জন্মাহঙ্কার, বিদ্যামদ ও আশ্রম গৌরব দূর করিয়াছি। এখন আমার মনে হয় যে আমি একটী নিরাশ্রিত ক্ষুদ্র জীব। বৈষ্ণব চরণাশ্রয় ব্যতীত আমার আর কোন প্রকার গতি নাই। ব্রাহ্মণত্ব, বিদ্যা ও সন্ন্যাস ইহারা আমাকে ক্রমশঃ অধঃপতন করিতেছিল। আমি সরল ভাবে আপনাদের চরণে সকল কথা বলিলাম। এখন আপনাদের দাসকে যাহা করিতে হয় করুন্।

বৈষ্ণব দাসের দৈন্যোক্তি শ্রবণ করিয়া অনেকেই বলিয়া উঠিলেন " হে ভাগবত প্রবর! আপনার ন্যায় বৈষ্ণবের চরণ রেণুর জন্য আমরা লালায়িত। কৃপা করিয়া আমাদিগকে পদধূলি দিয়া কৃতার্থ করুন্। আপনি পরমহংস বাবাজী মহাশয়ের কৃপা পাত্র। আমাদিগকে সঙ্গী করিয়া পবিত্র করুন। বৃহন্নারদীয় পুরাণে লিখিয়াছেন যে আপনার ন্যায় সঙ্গী লাভ করিলে ভক্তি হয় যথা;—

ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ॥

আমাদের পুঞ্জ পুঞ্জ ভক্তি-পোষক সুকৃতি ছিল, সেই বলেই আপনার সৎসঙ্গ আমরা লাভ করিলাম। এখন আপনার সঙ্গবলে আমরা হরিভক্তি লাভ করিবার আশা করিতেছি।

বৈষ্ণবদিগের পরস্পর দৈন্য ও প্রণতি সমাপ্ত হইলে সেই ভক্ত গোষ্ঠীতে বৈষ্ণবদাস মহাশয় এক পার্শ্বে বসিয়া গোষ্ঠীর শোভা বর্দ্ধন করিলেন। তাঁহার হস্তে নূতন হরিনামের মালা দীপ্তি লাভ করিয়াছিল।

সেই গোষ্ঠীতে সে দিবস আর একটী ভাগ্যবান লোক বসিয়াছিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতে যাবনিক ভাষা পাঠ করতঃ অনেকটা মুসলমান রাজাদিগের ব্যবহার অনুকরণ করিয়া দেশের মধ্যে একটী গণ্যমান্য লোক বলিয়া পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন। নিবাস শান্তিপুর, ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে কুলীন, অনেক ভূসম্পত্তির অধিকারী, এবং দলাদলী কার্য্যে বিশেষ পটু। বহুদিন ঐ সকল পদ ভোগ করিয়া, তাহাতে সুখলাভ করেন নাই। অবশেষে হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন। অল্প বয়সে তিনি দিল্লির কালোয়াতদিগের নিকট রাগ

রাগিণী শিক্ষা করেন। সেই শিক্ষা বলে তিনি হরিনাম সংকীর্ত্তনেও মণ্ডল হইয়া পড়িলেন। যদিও বৈষ্ণবগণ তাঁহার কালোয়াতি সুর ভাল বাসিতেন না তথাপি সংকীর্ত্তনে একটু একটু কালোয়াতি টান দিয়া নিজের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে করিতে অপরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। কিছুদিন এইরূপ করিতে করিতে তাঁহার একটু নামে সুখ বোধ হইল। তদনন্তর তিনি শ্রীনবদ্বীপে বৈষ্ণবদিগের নিকট গান কীর্ত্তনে যোগ দিবার জন্য শ্রীগোদ্রুমে আসিয়া একটী বৈষ্ণবাশ্রমে বাসা গ্রহণ করেন। সেই বৈষ্ণবের সহিত প্রদ্যুম্ন কুঞ্জে আসিয়া মালতী মাধবী মণ্ডপে বসিয়াছিলেন। বৈষ্ণব দিগের পরস্পর ব্যবহার ও দৈন্য এবং বৈষ্ণবদাসের কথাগুলি শুনিয়া তাঁহার মনে কয়েকটী সন্দেহ হইল। তিনি বাগ্মিতার পটু ছিলেন বলিয়া সাহস পূর্ব্বক সেই বৈষ্ণব সভায় এই বিষয়টী জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার প্রশ্ন যথা;—

মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ বর্ণকে সর্ব্বোত্তম বলিয়াছেন। নিত্যকর্ম্ম বলিয়া ব্রাহ্মণের পক্ষে সন্ধ্যা বন্দনাদি নির্ণয় করিয়াছেন। যদি সেই কার্য্য নিত্য হয় তবে বৈষ্ণব ব্যবহার সকল কেন তাহার বিরুদ্ধ হয়?

বৈষ্ণবগণ বিতর্ক ভাল বাসেন না। কোন তার্কিক ব্রাহ্মণ এরূপ প্রশ্ন করিলে তাঁহারা কলহের ভয়ে কোন উত্তর দিতেন না, কিন্তু সমাগত প্রশ্নকর্ত্তা হরিনাম গান করেন বলিয়া সকলে কহিলেন শ্রীযুত পরমহংস বাবাজী মহাশয় এই প্রশ্নের উত্তর দিলে আমরা সকলে সুখী হইব। পরমহংস বাবাজী মহাশয় বৈষ্ণববর্গের আদেশ শ্রবণ করিয়া দণ্ডবৎ প্রণতিপূর্ব্বক কহিলেন মহোদয়গণ যদি আপনাদের ইচ্ছা হয় তাহা হইলে ভক্তপ্রবর শ্রীবৈষ্ণবদাস উক্ত প্রশ্নের সম্যক্ উত্তর দিবেন। সে কথায় সকলেই অনুমোদন করিলেন।

বৈষ্ণবদাস শ্রীগুরুদেবের বাক্য শ্রবণ করত আপনাকে ধন্য জানিয়া দৈন্য পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন। আমি অতি অধম ও অকিঞ্চন। এরূপ মহামান্য বিদ্বৎসভায় আমার কিছু বলা নিতান্ত অন্যায়, তবে গুরু আজ্ঞা সর্ব্বদা শিরোধার্য্য আমি গুরুদেবের মুখপদ্ম নিস্থত যে তত্ত্ব উপদেশরূপ মধুপান করিয়াছি তাহাই স্মরণপূর্ব্বক যথাসাধ্য বক্তৃতা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহা বলিয়া বৈষ্ণবদাস পরম-হংসবাবাজীমহাশয়ের পদধূলী সর্ব্বাঙ্গে মৃক্ষণকরত দণ্ডায়মানহইয়া বলিতে লাগিলেন।

যিনি সাক্ষাৎ পরমানন্দময় ভগবান, ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গ কান্তি এবং পরমাত্মা যাঁহার অংশ সেই সমস্ত প্রকাশ ও বিলাসের আধাররূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করুন্। মন্বাদি ধর্ম্ম শাস্ত্র বেদ শাস্ত্রের অনুগত বিধি নিষেধ

নির্ণায়ক শাস্ত্র বলিয়া জগতের সর্ব্বত্র মান্য হইয়াছেন। মানব প্রকৃতি দুই প্রকার বৈধী ও রাগানুগা। যতদিন মানব বুদ্ধি মায়ার অধীন ততদিন মানব প্রকৃতি অবশ্যই বৈধী থাকিবে। মায়াবদ্ধ হইতে মানববুদ্ধি পরিমুক্ত হইলে আর বৈধী প্রবৃত্তি থাকে না। রাগানুগা প্রবৃত্তি প্রকটিত হয়। রাগানুগা প্রকৃতিই জীবের শুদ্ধ প্রকৃতি,—স্বভাব সিদ্ধ, চিন্ময় ও জড়মুক্ত। শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছায় শুদ্ধ চিন্ময় জীবের জড় সম্বন্ধ দূরীভূত হয় কিন্তু যতদিন কৃষ্ণের ইচ্ছা না হয়, ততদিন জড় সম্বন্ধ কেবল ক্ষয়োন্মুখ হইয়া থাকে। সেই ক্ষয়োন্মুখ অবস্থায় মানববুদ্ধি স্বরূপতঃ জড়মুক্ত অর্থাৎ তখনও বস্তুতঃ জড়মুক্তি হয় নাই। বস্তুত জড়মুক্ত হইলে শুদ্ধজীবের রাগাত্মিকা বৃত্তি স্বরূপতঃ ও বস্তুতঃ উদয় হয়। ব্রজজনের যে প্রকৃতি তাহা রাগাত্মিকা প্রকৃতি। ক্ষয়োন্মুখ অবস্থায় সেই প্রকৃতির অনুগত হইয়া জীব সকল রাগানুগা হইয়া পড়েন। জীবের পক্ষে এ অবস্থা বড়ই উপাদেয়। এই অবস্থা যে পর্য্যন্ত না হয় সে পর্য্যন্ত মানববুদ্ধি মায়িক বস্তুতেই অনুরাগ করে। নিসর্গক্রমে মায়িক বিষয়ের অনুরাগকে মূঢ় জীব স্বীয় অনুরাগ বলিয়া মনে করে। চিদ্বিষয়ের বিশুদ্ধ অনুরাগ তখনও হয় না। মায়িক বিষয়ে আমি ও আমার এই দুইটী বুদ্ধি গাঢ়রূপে কার্য্য করিতে থাকে। এই দেহ আমার ও এই দেহই আমি এই বুদ্ধিক্রমে এই জড় দেহের সুখ সাধক ব্যক্তি ও বস্তুতে প্রীতি ও সুখ-বাধক ব্যক্তি ও বস্তুতে দ্বেষ সহজেই হইয়া থাকে। এই রাগদ্বেষের বশীভূত হইয়া মূঢ় জীব অন্যের প্রতি শারীরিক, সামাজিক ও নৈতিক প্রীতি ও বিদ্বেষ প্রকাশ করত অন্যকে শত্রু মিত্র জ্ঞান করিয়া থাকে। বিষয় লইয়া বিবাদ করে। কনক ও কামিনীতে অযথা প্রীতি করিয়া সুখ দুঃখের অধীন হইয়া পড়ে। ইহার নাম সংসার। এই সংসারে আসক্ত হইয়া জন্ম, মরণ, কর্ম্মফল, উচ্চ নীচ অবস্থা লাভ করিয়া মায়াবদ্ধ জীব সকল ভ্রমণ করিতেছে। এই সকল জীবের চিদনুরাগ সহজ বলিয়া বোধ হয় না। চিদনুরাগ যে কি তাহাও উপলব্ধি হয় না। আহা! যে চিদনুরাগই জীবের স্বধর্ম্ম ও নিত্য প্রকৃতি তাহা ভুলিয়া জড়ানুরাগে বিভোর হইয়া চিৎকণস্বরূপ জীব স্বীয় অধোগতি ভোগ করিতেছে। সংসারে প্রায় সকলেই এই দুর্দ্দশাকে দুর্দ্দশা বলিয়া মনে করে না।

রাগাত্মিকা প্রকৃতির কথা ত দূরে থাকুক, মায়া বদ্ধ জীবের রাগানুগা প্রকৃতি ও নিতান্ত অপরিচিত। কখনও সাধুকৃপা বলে জীবের হৃদয়ে রাগানুগা প্রকৃতির উদয় হয়। রাগানুগা প্রকৃতি সুতরাং বিরল ও দুর্লভ। সংসার ঐ প্রকৃতি হইতে বঞ্চিত।

কিন্তু ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ ও কৃপাময়। তিনি দেখিলেন মায়া বদ্ধ জীব চিৎপ্রবৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইল। কি প্রকারে তাহার মঙ্গল হইবে। কি করিলেই বা মায়ামুগ্ধ জীবের কৃষ্ণ স্মৃতি জ্ঞান পাইবার একটী উপায় হয়। সাধু-সঙ্গ হইলে জীব আপনাকে কৃষ্ণদাস বলিয়া জানিতে পারিবে। সাধুসঙ্গের কোন নির্দ্দিষ্ট বিধি নাই। তাহা যে সকলের প্রতি ঘটনীয় হইবে ইহারই বা আশা কোথায়? অতএব সাধারণের জন্য একটি বিধিমার্গ না করিলে তাহাদের উপকার হয় না। ভগবানের এইরূপ কৃপা দৃষ্টি হইতে শাস্ত্র উদয় হইল। আর্য হৃদয়রূপ আকাশে ভগবৎ কৃপা প্রসূত শাস্ত্র-সূর্য্য উদিত হইয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট আজ্ঞাবিধি সকল প্রচার করিল।

আদৌ বেদ শাস্ত্র। বেদ শাস্ত্রের কোন অংশে কর্ম্ম, কোন অংশে জ্ঞান ও কোন অংশে প্রীতিরূপ ভক্তি আদিষ্ট হইল। মায়ামুগ্ধ জীব সকল নানা অবস্থাপন্ন। কেহ নিতান্ত মূঢ়, কেহ কিয়ৎ পরিমাণে বিজ্ঞ। কেহ বা বহু বিষয়ে বিজ্ঞ। জীবের যে রূপ বুদ্ধির অবস্থা, শাস্ত্রে তাহার প্রতি সেইরূপ আদেশ। ইহার নাম অধিকার। অধিকার যদিও জীবের সংখ্যানুসারে অনন্ত তথাপি সেই অনন্ত অধিকার প্রধান লক্ষণ অনুসারে তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে অর্থাৎ কর্ম্মাধিকার, জ্ঞানাধিকার,ও প্রেমাধিকার। বেদশাস্ত্রে এইপ্রকার ত্রিবিধাধিকার নির্দ্দিষ্ট আছে। বেদ বিধি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক এই তিন অধিকারে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়াছেন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের নাম বৈধ ধর্ম্ম। জীব যে প্রবৃত্তিক্রমে ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করে সেই প্রবৃত্তির নাম বৈধী প্রবৃত্তি। বৈধী প্রবৃত্তি যাহার নাই তিনি নিতান্ত অবৈধ। অবৈধ ব্যক্তি পাপাচরণে রত। তাহার জীবন সর্ব্বদা অবৈধ কার্য্যে ন্যস্ত। তিনি বেদবহির্ভূত ম্লেচ্ছ ইত্যাদি নামে নির্দ্দিষ্ট। বেদ শাস্ত্রে যে ত্রিবিধ অধিকার নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাই ঋষিগণ সংহিতা শাস্ত্রে পরিবর্দ্ধন করিয়া বেদানুগত অন্যান্য শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। মন্বাদি পণ্ডিতগণ বিংশতি ধর্ম্ম শাস্ত্রে কর্ম্মাধিকার লিখিয়াছেন। দর্শনবাদীগণ তর্ক ও বিচার শাস্ত্রে জ্ঞানাধিকার বিচার করিয়াছেন। পৌরাণিক ও বিশুদ্ধ তান্ত্রিক মহোদয়গণ ভক্তিতত্ত্বের অধিকার গত উপদেশ ও ক্রিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। সকলেই বৈদিক বটে। ঐ ঐ শাস্ত্রের নবীন মীমাংসকগণ সর্ব্বশাস্ত্র তাৎপর্য্যের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কোন কোন স্থলে একাঙ্গের সর্ব্বোৎকৃষ্টতা বর্ণন করিয়া অনেককে বিতর্কে ও সন্দেহ গর্ত্তে ফেলিয়াছেন। ঐ সকল শাস্ত্রের অপূর্ব্ব মীমাংসা রূপ গীতা শাস্ত্র দৃষ্টি করিলে জানা যায় যে কর্ম্ম জ্ঞানকে উদ্দেশ না করিলে পাষণ্ড কর্ম্ম বলিয়া

পরিত্যাজ্য হয়। আবার কর্ম্ম জ্ঞান উভয় যোগে ভক্তিকে উদ্দেশ না করিলে কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়েই পাষণ্ড হইয়া পড়ে। কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ বস্তুতঃ একই যোগ মাত্র। ইহাই বেদোদিত বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত।

মায়ামুগ্ধ জীবের প্রথমেই কর্ম্মাশ্রয়। পরে কর্ম্ম যোগ, পরে জ্ঞান যোগ ও অবশেষে ভক্তিযোগ। মায়ামুগ্ধ জীবকে একটী সোপান না দেখাইলে তিনি কোন ক্রমেই ভক্তি মন্দিরে উঠিতে পারেন না।

কর্ম্মাশ্রয় কি? জীবনধারণ-পূর্ব্বক শরীর ও মনের দ্বারা যাহা করা যায় তাহাই কর্ম্ম। সেই কর্ম্ম দুই প্রকার শুভ ও অশুভ। শুভকর্ম্ম দ্বারা জীবের শুভ ফল হয়। অশুভ কর্ম্ম দ্বারা জীবের অশুভ ফল হয়। অশুভ কর্ম্মকে পাপ বা বিকর্ম্ম বলে। শুভ কর্ম্মের অকরণকে অকর্ম্ম বলে। দুই প্রকারই মন্দ। শুভ কর্ম্মই ভাল। তাহা আবার তিন প্রকার অর্থাৎ নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। কাম্যকর্ম্ম নিতান্ত স্বার্থপর বলিয়া হেয়। নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম শাস্ত্রে উপদিষ্ট। হেয় ও উপাদেয় বিচার পূর্ব্বক শাস্ত্রে নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্মকেই কর্ম্ম বলেন, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মকে কর্ম্ম বলেন না। কাম্য কর্ম্ম ও যখন হেয় বলিয়া ত্যাজ্য হইয়াছে তখন নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মই কর্ম্ম। শরীর, মন, সমাজ ও পর লোকের মঙ্গলজনক কর্ম্মকে নিত্য কর্ম্ম বলেন। নিত্যকর্ম্ম সকলেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যে সকল কর্ম্ম কোন নিমিত্তকে আশ্রয় করিয়া যখন যখন নিত্যকর্ম্মের ন্যায় কর্ত্তব্য হয় তখন তাহাকে নৈমিত্তিক কর্ম্ম বলে। সন্ধ্যা, বন্দনা, পবিত্র উপায় দ্বারা শরীর ও সমাজ সংরক্ষণ, সত্য ব্যবহার ও পাল্য পালন এই সকল নিত্যকর্ম্ম। মৃত পিতা মাতার প্রতি কর্ত্তব্যাচরণ প্রভৃতি ও পাপ উপস্থিত হইলে প্রায়শ্চিত্ত, এ সমস্ত নৈমিত্তিক।

এই নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম সুন্দররূপে জগতে অনুষ্ঠিত হইতে পারে এইরূপ বিধান করিবার অভিপ্রায় শাস্ত্রকর্ত্তাগণ মানবগণের স্বভাব ও স্বাভাবিক অধিকার বিচার পূর্ব্বক বর্ণাশ্রম নামে একটী ধর্ম্ম ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ব্যবস্থার মর্ম্ম এই যে কর্ম্মানুষ্ঠান যোগ্য মানববৃন্দ স্বভাবতঃ চারি প্রকার অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। তাঁহারা যে অবস্থা অবলম্বন পূর্ব্বক সংসারে অবস্থিত হন তাহা চারি প্রকার। তাহার নাম আশ্রম। গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী দিগের চারিটী আশ্রম। যাঁহারা অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম প্রিয় তাঁহারা অন্ত্যজ বর্ণ ও নিরাশ্রমী। বর্ণ সকল স্বভাব, জন্ম ও ক্রিয়া লক্ষণের দ্বারা নিরূপিত হয়।

যেখানে কেবল জন্মের দ্বারা বর্ণ নিরূপণ সেখানে তাৎপর্য্য হানিই এক মাত্র ফল। বিবাহিত অবস্থা, অবিবাহিত অবস্থা ও স্ত্রী সঙ্গ ত্যাগের পর বিরাগের অবস্থা অনুসারে আশ্রম সকল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিবাহিত অবস্থায় গৃহস্থাশ্রম। অবিবাহিত অবস্থায় ব্রহ্মচারীর আশ্রম। স্ত্রীসঙ্গ বিরক্ত অবস্থায় বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। সন্ন্যাসই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠাশ্রম। ব্রাহ্মণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বর্ণ।

সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে এইরূপ সিদ্ধান্তিত হইয়াছে ;—

বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ জন্মভূম্যনুসারিণী।
আসন্ প্রকৃতয়ো নৃণাং নীচৈর্নীচোত্তমোত্তমাঃ॥
শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবং।
মদ্ভক্তিশ্চ দয়া সত্যং ব্রহ্মপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ॥
তেজো বলং ধৃতিঃ শৌর্য্যং তিতিক্ষৌদার্য্যমুদ্যমঃ।
স্থৈর্য্যং ব্রহ্মণ্যমৈশ্বর্য্যং ক্ষত্রপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ॥
আস্তিক্যং দান নিষ্ঠা চ অদম্ভো ব্রহ্মসেবনং।
অতুষ্টিরর্থোপচয়ে বৈশ্যপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ॥
শুশ্রূষণং দ্বিজগবাং দেবানাঞ্চাপ্যমায়য়া।
তত্র লব্ধেন সন্তোষঃ শূদ্রপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ॥
অশৌচমনৃতং স্তেয়ং নাস্তিক্যং শুষ্কবিগ্রহঃ।
কামঃ ক্রোধশ্চ তর্ষশ্চ স্বভাবোঽন্ত্যবসায়িনাং॥
অহিংসা সত্যমস্তেয়মকাম-ক্রোধ-লোভতা।
ভূত-প্রিয়-হিতেহা চ ধর্ম্মোঽয়ং সার্ব্ববর্ণিকঃ॥

এই বিদ্বৎ সভায় শাস্ত্রবাক্য বলিবামাত্র সকলেই অর্থ অনুভব করিতেছেন, অতএব আমি শ্লোকগুলির অনুবাদ করিতেছি না। আমি কেবল এইমাত্র বলিতেছি যে বর্ণ এবং আশ্রম ব্যবস্থাই বৈধ জীবনের মূল। যে দেশে যতদূর বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার অভাব, সে দেশে তত দূরই অধার্ম্মিকতা প্রবল।

এখন বিচার্য্য এই যে কর্ম্ম বিচারে যে নিত্য ও নৈমিত্তিক শব্দ দুইটী ব্যবহার হয় তাহা কি প্রকার। শাস্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য বিচার করিয়া দেখিলে কর্ম্ম সম্বন্ধে ঐ দুইটী শব্দ পারমার্থিক ভাবে ব্যবহার হয় না, কেবল ব্যবহারিক বা ঔপচারিক ভাবে ব্যবহার হয়। নিত্যধর্ম্ম, নিত্যকর্ম্ম, নিত্যতত্ত্ব, নিত্যসত্য প্রভৃতি শব্দ গুলি কেবল জীবের বিশুদ্ধ চিন্ময় অবস্থা ব্যতীত আর কিছুতেই ব্যবহার হইতে পারে না। তবে যে উপায় বিচারে কর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া নিত্য

শব্দ প্রয়োগ করা, সে কেবল সংসারে নিত্যতত্ত্বের দূর উদ্দেশক বলিয়া উপচার ভাবে কর্ম্মকে নিত্য বলা যায়। কর্ম্ম কখনই নিত্য নয়। কর্ম্ম যখন কর্ম্মযোগ দ্বারা জ্ঞানকে অনুসন্ধান করে এবং জ্ঞান ভক্তিকে উদ্দেশ করে তখনই কর্ম্ম ও জ্ঞান উপচার ভাবে নিত্য বলিয়া অভিহিত হন। ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাবন্দনকে নিত্য কর্ম্ম বলিলে এই মাত্র বুঝায় যে শারীরিক ভৌতিক ক্রিয়ার মধ্যে ভক্তিকে দূর হইতে উদ্দেশ করিবার যে পন্থা করা হইয়াছে, তাহা নিত্য সাধক বলিয়া নিত্য। বস্তুতঃ নিত্য নয়। ইহার নাম উপচার।

বস্তুতঃ বিচার করিলে জীবের পক্ষে কৃষ্ণপ্রেমই একমাত্র নিত্যকর্ম্ম। ইহার তাত্ত্বিক নাম বিশুদ্ধ চিদনুশীলন। সেই কার্য্য সাধিবার জন্য যে জড়ীয় কার্য্য অবলম্বন করা যায় তাহা নিত্যকর্ম্মের সহায়, অতএব নিত্য বলিয়া যে অভিধান হইয়াছে, তাহাতে দোষ নাই। তাত্ত্বিকভাবে দেখিলে তাহাকে নিত্য না বলিয়া নৈমিত্তিক বলাই ভাল। কর্ম্মব্যাপারে যে নিত্য নৈমিত্তিক বিভাগ তাহা ব্যবহারিক মাত্র, তাত্ত্বিক নয়।

বস্তু বিচার করিলে শুদ্ধ চিদনুশীলনই কেবল জীবের নিত্যধর্ম্ম হয়। আর যত প্রকার ধর্ম্ম সকলই নৈমিত্তিক। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, অষ্টাঙ্গযোগ, সাঙ্খ্যজ্ঞান ও তপস্যা সমুদায়ই নৈমিত্তিক। জীব যদি বদ্ধ না হইত তবে ঐ সকল ধর্ম্মের আবশ্যকতা থাকিত না। জীব বদ্ধ হওয়ায় মায়ামুগ্ধ অবস্থাই এক নিমিত্ত। সেই নিমিত্ত-জনিত ঐ সকল ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হইয়াছে, অতএব তাত্ত্বিক বিচারে সমস্তই নৈমিত্তিক ধর্ম্ম।

ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব, সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্ম ও তাঁহার কর্ম্মত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ এ সমস্তই নৈমিত্তিক ধর্ম্ম। এই সমস্ত কর্ম্ম ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রশস্ত ও অধিকার ভেদে নিতান্ত উপাদেয়। তথাপি নিত্যকর্ম্মের নিকট ইহার কোন সম্মান নাই যথা;—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং॥
মন্যে তদর্পিতমনো বচনেহিতার্থ
প্রাণং পুণাতি স্বকুলং ন তু ভূরিমানঃ॥

সত্য, দম, তপ, অমাৎসর্য্য, তিতিক্ষা, অনসূয়া, যজ্ঞ, দান, ধৃতি, বেদশ্রবণ ও ব্রত এই দ্বাদশটী ব্রাহ্মণধর্ম্ম। এবম্ভূত দ্বাদশগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ জগতে পূজনীয় বটে, কিন্তু যদি ঐ সকল গুণ-যুক্ত হইয়াও কৃষ্ণভক্তি-শূন্য হন তবে সেই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ভক্ত চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ। তাৎপর্য্য এই যে চণ্ডাল বংশে জন্ম লাভ করিয়া

সাধুসঙ্গরূপ সংস্কার দ্বারা যিনি জীবের নিত্যধর্ম্মরূপ চিদনুশীলনে প্রবৃত্ত তিনি ব্রাহ্মণ বংশে জাত শুদ্ধ চিদনুশীলনরূপ নিত্যধর্ম্ম অনুশীলনে বিরত নৈমিত্তিক ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

জগতে মানব দুই প্রকার অর্থাৎ উদিত-বিবেক ও অনুদিত-বিবেক। অনুদিত-বিবেক মানবই প্রায় সংসারকে পরিপূর্ণ করিয়া আছেন। উদিত-বিবেক বিরল। অনুদিত-বিবেক নরগণের পক্ষে ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং তদ্বর্ণোচিত সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য কর্ম্ম সকল ব্যাপারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। উদিত-বিবেক ব্যক্তিদিগের নামান্তর "বৈষ্ণব"। বৈষ্ণবদিগের ব্যবহার ও অনুদিত-বিবেক ব্যক্তিগণের ব্যবহার অবশ্য পৃথক্ হইবে। পৃথক্ হইলেও বৈষ্ণব ব্যবহার, অনুদিত-বিবেক পুরুষদিগের শাসন-জন্য-নির্ম্মিত-স্মার্ত্ত-বিধানের তাৎপর্য্য বিরুদ্ধ নয়। শাস্ত্র তাৎপর্য্য সর্ব্বত্রই এক। অনুদিত-বিবেক পুরুষেরা শাস্ত্রের স্থূল বাক্যের এক দেশে আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য আছেন। উদিত-বিবেক পুরুষেরা শাস্ত্রের তাৎপর্য্যকে বন্ধু-ভাবে গ্রহণ করেন। ক্রিয়া-ভেদেও তাৎপর্য্য ভেদ নাই। অনধিকারীর চক্ষে উদিত-বিবেক পুরুষদিগের ব্যবহার সাধারণ ব্যবহারের বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বস্তুতঃ পৃথক্ ব্যবহারেরও মূল তাৎপর্য্য এক।

উদিত-বিবেক পুরুষদিগের চক্ষে সাধারণের জন্য নৈমিত্তিক ধর্ম্ম উপদেশ যোগ্য, কিন্তু নৈমিত্তিক ধর্ম্ম বস্তুতঃ অসম্পূর্ণ, হেয়মিশ্র ও অচিরস্থায়ী।

নৈমিত্তিক ধর্ম্মে সাক্ষাৎ চিদনুশীলন নাই। চিদনুশীলনের অনুগত করিয়া জড়ানুশীলনকে গ্রহণ করায়, তাহা কেবল চিদনুশীলনরূপ উপেয় প্রাপ্তির উপায় হইয়া থাকে। উপায় উপেয়কে দিয়া নিরস্ত হয়। অতএব উপায় কখন সম্পূর্ণ নয়। উপেয় বস্তুর খণ্ডাবস্থা মাত্র। অতএব নৈমিত্তিক ধর্ম্ম কখনই সম্পূর্ণ নয়। উদাহরণ স্থল এই যে ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা বন্দনা তাঁহার অন্যান্য কর্ম্মের ন্যায় ক্ষণিক ও বিধিসাধ্য। সহজ প্রবৃত্তি হইতে ঐ সকল কার্য্য হয় না। পরে বহুদিন বৈধ ব্যাপারে থাকিতে থাকিতে যখন সাধুসঙ্গ সংস্কার দ্বারা চিদনুশীলনরূপ হরিনামে রুচি হয়, তখন কর্ম্মাকারে আর সন্ধ্যা বন্দনাদি থাকে না। হরিনাম সম্পূর্ণ চিদনুশীলন। সন্ধ্যা বন্দনাদি কেবল উক্ত প্রধান কার্য্যের উপায় মাত্র। ইহা কখন সম্পূর্ণতত্ত্ব হয় না।

নৈমিত্তিক ধর্ম্ম সদুদ্দেশক বলিয়া আদৃত হইলেও উহা হেয়মিশ্র। চিত্তত্ত্বই উপাদেয়। জড় ও জড়সঙ্গই জীবের পক্ষে হেয়। নৈমিত্তিক ধর্ম্মে অধিক জড়ত্ব আছে। আবার তাহাতে এত অবান্তর ফল আছে যে জীব সেই সকল ক্ষুদ্র

ফলে না পড়িয়া থাকিতে পারে না। যথা ব্রাহ্মণের ঈশোপাসনা ভাল বটে কিন্তু আমি ব্রাহ্মণ অন্য জীব আমা অপেক্ষা হীন এইরূপ মিথ্যা অহঙ্কার ব্রাহ্মণের উপাসনাকে হেয় ফলজনক করিয়া তুলে। অষ্টাঙ্গ যোগাদিতে বিভূতি নামক একটী অপকৃষ্ট ফল জীবের পক্ষে অত্যন্ত অমঙ্গল জনক। ভুক্তি মুক্তি এই দুইটী নৈমিত্তিক ধর্ম্মের অনিবার্য্য সহচরী। ইহাদের হাত হইতে বাঁচিতে পারিলে তবে মূল উদ্দেশ যে চিদনুশীলন তাহা হইতে পারে। অতএব নৈমিত্তিক ধর্ম্মে জীবের পক্ষে হেয় ভাগ অধিক।

নৈমিত্তিক ধর্ম্ম অচিরস্থায়ী। নৈমিত্তিক ধর্ম্ম জীবের সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বকালে থাকে না। যথা ব্রাহ্মণের ব্রহ্মধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের ক্ষাত্রধর্ম্ম ইত্যাদি .নৈমিত্তিক ধর্ম্ম নিমিত্ত শেষ হইলেই বিগত হয়। এক ব্যক্তি ব্রাহ্মণ-জন্মের পর চণ্ডালজন্ম লাভ করিলেন তখন তাঁহার ব্রাহ্মণ বর্ণগত নৈমিত্তিক ধর্ম্ম আর স্বধর্ম্ম নয়। স্বধর্ম্ম শব্দটী ও এস্থলে ঔপচারিক। জন্মে জন্মে জীবের স্বধর্ম্ম পরিবর্ত্তন হয় কিন্তু কোন জন্মেই জীবের নিত্যধর্ম্ম পরিবর্ত্তন হয় না। নিত্যধর্ম্মই বস্তুতঃ জীবের স্বধর্ম্ম। নৈমিত্তিক ধর্ম্ম অচিরস্থায়ী।

তবে যদি বলেন বৈষ্ণবধর্ম্ম কি? এই ধর্ম্ম জীবের নিত্য ধর্ম্ম। বৈষ্ণব জীব জড়মুক্ত অবস্থায় বিশুদ্ধ চিদাকারে কৃষ্ণ-প্রেমের অনুশীলন করেন এবং জড় বদ্ধ অবস্থায় উদিত-বিবেক হইয়া জড় ও জড়সম্বন্ধের মধ্যে চিদনুশীলনের সমস্ত অনুকূলবিষয় আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করেন এবং প্রতিকূল সমস্তই বর্জ্জন করেন। শাস্ত্রের বিধিনিষেধের বশীভূত হইয়া কার্য্য করেন না। যে বিধি যখন হরিভজনের অনুকূল তখনই তাহাকে আদর করেন। যখন প্রতিকূল তখনই তাহাকে অনাদর করেন। নিষেধ সম্বন্ধে ও বৈষ্ণবের ব্যবহার তদ্রূপ। বৈষ্ণবই জগতের সার পদার্থ। বৈষ্ণবই জগতের বন্ধু। বৈষ্ণবই জগতের মঙ্গল। আজ এই বৈষ্ণবসভায় আমি বিনীতভাবে আপনার বক্তব্য সকল বলিলাম। তাঁহারা আমার সমস্ত দোষ মার্জ্জন করুন।

এই বলিয়া বৈষ্ণবদাস যখন সাষ্টাঙ্গে বৈষ্ণবসভাকে প্রণাম করিয়া একপার্শ্বে বসিলেন, তখন বৈষ্ণবদিগের নয়নবারি প্রবলরূপে বহিতে লাগিল। সকলেই একবাক্যে ধন্য ধন্য বলিয়া উঠিলেন। গোদ্রুমের কুঞ্জ সকল চতুর্দ্দিক হইতে ধন্য ধন্য বলিয়া উত্তর দিল।

জিজ্ঞাসু গায়ক ব্রাহ্মণটী বিচারের অনেক স্থলে নিগূঢ় সত্য দেখিতে পাইলেন। আবার কোন কোন স্থলে কিছু কিছু সন্দেহের বিষয় ও উপস্থিত

হইল। যাহা হউক তাঁহার মনে বৈষ্ণবধর্ম্মের শ্রদ্ধাবীজ একটু গাঢ় হইয়া উঠিল। তিনি করযোড়পূর্ব্বক বলিলেন মহোদয়গণ ! আমি বৈষ্ণব নই, কিন্তু হরিনাম শুনিতে শুনিতে বৈষ্ণবপ্রায় হইয়াছি। আপনারা কৃপা করিয়া যদি আমাকে কিছু কিছু শিক্ষা দেন, তাহা হইলে আমার অনেকগুলি সন্দেহ দূর হয়।

শ্রীপ্রেমদাস পরমহংস বাবাজী মহাশয় কৃপা করিয়া বলিলেন, আপনি সময়ে সময়ে শ্রীমান্ বৈষ্ণবদাসের সঙ্গ করিবেন। ইনি সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত। বেদান্তশাস্ত্র গাঢ়রূপে পাঠ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বারাণসীতে ছিলেন। আমাদের প্রাণপতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অসীম কৃপা প্রকাশ করিয়া ইহাঁকে এই শ্রীনবদ্বীপে আকর্ষণ করিয়াছেন। এখন ইনি বৈষ্ণবতত্ত্বে সম্পূর্ণ বিজ্ঞ। শ্রীহরিনামে ইহাঁর গাঢ় প্রীতি জন্মিয়াছে।

জিজ্ঞাসু মহাশয়ের নাম শ্রীকালিদাস লাহিড়ী। তিনি বাবাজী মহাশয়ের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণবদাসকে মনে মনে গুরু করিয়া বরণ করিলেন। তাঁহার মনে এই হইল যে, এ ব্যক্তির ব্রাহ্মণকুলে জন্ম এবং ইনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং ব্রাহ্মণকে উপদেশ করিবার যোগ্য। আবার বৈষ্ণব তত্ত্বে ইহাঁর বিশেষ প্রবেশ দেখিতেছি, তাহাতে বৈষ্ণবধর্ম্মের অনেক কথাই ইহাঁর নিকট জানা যাইবে। এই মনে করিয়া লাহিড়ী মহাশয় বৈষ্ণবদাসের চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিলেন, মহোদয় আপনি আমাকে কৃপা করিবেন। বৈষ্ণবদাস তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া উত্তর দিলেন আপনি আমাকে কৃপা করিলেই আমি চরিতার্থ হই।

সে দিবস সন্ধ্যাকাল প্রায় উপস্থিত হইল। তখন সকলে নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন। বৈষ্ণবদাস শ্রীপ্রদ্যুম্ন কুঞ্জেই রহিলেন। লাহিড়ী মহাশয় নিজ স্থানে গমন করিলেন।

লাহিড়ী মহাশয়ের স্থানটী পল্লীর মধ্যে একটী গোপনীয় স্থান। সেটীও একটী কুঞ্জ। মধ্যস্থলে মাধবীমণ্ডপ ও বৃন্দাদেবীর মঞ্চ। দুইদিকে দুইখানি ঘর। উঠানটী চিতের বেড়ায় বেষ্টিত। বেলগাছ, নিমগাছ ও আর কএকটী ফল ও ফুলের গাছ তথায় শোভা পায়। সেই কুঞ্জের অধিকারী মাধবদাস বাবাজী। বাবাজীটী প্রথমে ভালই ছিলেন, কিন্তু সঙ্গদোষে তাঁহার বৈষ্ণবতার বিশেষ হানি হইয়াছে। যোষিৎসঙ্গদোষে দুষ্ট হইয়া ভজনাদি খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছে। অর্থাভাব বশতঃ নিজের ব্যয় ভালরূপ চলে না। তিনি অনেক স্থান হইতে ভিক্ষা করেন এবং একখানি গৃহ ভাড়া দেন। সেই গৃহখানিতে লাহিড়ী মহাশয় বাসা করিয়াছেন।

অর্দ্ধরাত্রে লাহিড়ী মহাশয়ের নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে। তিনি বৈষ্ণবদাস বাবাজীর বক্তৃতার সারার্থ মনে মনে বিচার করিতেছিলেন। প্রাঙ্গণে এই সময়ে একটী শব্দ হইল। বাহির হইয়া দেখেন, মাধবদাস বাবাজী একটি স্ত্রীলোকের সহিত প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র স্ত্রীলোকটী অদর্শন হইল। লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট লজ্জিত হইয়া মাধবদাস নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইলেন।

লাহিড়ী মহাশয় কহিলেন, বাবাজী এ কি ব্যাপার ?

মাধবদাস সজলনয়নে কহিলেন আমার মাথা ! আর কি বলিব। হায় ! আমি কি ছিলাম আবার কি হইলাম ! পরমহংস বাবাজী মহাশয় আমাকে কত শ্রদ্ধা করিতেন। এখন তাঁহার নিকট যাইতে আমার লজ্জা হয়।

লাহিড়ী মহাশয় কহিলেন কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিলে আমরা বুঝিতে পারি।

মাধব দাস বলিলেন, যে স্ত্রীলোকটীকে দেখিলেন উনি আমার পূর্ব্বাশ্রমে বিবাহিত পত্নী ছিলেন। আমি ভেকগ্রহণ করিলে উনি কিছু দিন পরে শ্রীপাট শান্তিপুরে আসিয়া গঙ্গাতীরে একখানি কুটীর বাঁধিয়া বাস করিলেন। এইরূপ অনেক দিন গেল। আমি শ্রীপাট শান্তিপুরে গিয়া গঙ্গাতীরে তাঁহাকে দেখিয়া কহিলাম, তুমি কেন গৃহ ত্যাগ করিলে ? উনি আমাকে বুঝাইলেন যে সংসার আর ভাল লাগে না। আপনার চরণ সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া আমি তীর্থবাস করিতেছি। ভিক্ষা শিক্ষা করিয়া খাইব। আমি তাহাতে আর কিছু না বলিয়া শ্রীগোদ্রুমে আসিলাম। উনি ক্রমে ক্রমে গোদ্রুমে আসিয়া একটী সদ্গোপের বাটীতে রহিলেন। প্রত্যহই কোন স্থানে না কোন স্থানে উহাঁর সহিত দেখা হয়। আমি যত উহাঁর হাত ছাড়াইতে ইচ্ছা করি, উনি ততই ঘনিষ্ঠতা করিতে লাগিলেন। উনি এখন একটী আশ্রম করিয়াছেন। অধিক রাত্রে আসিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিবার যত্ন করেন। আমার অযশ সর্ব্বত্র ঘোষণী হইতেছে। উহাঁর সঙ্গে আমার ভজনাদি অত্যন্ত খর্ব্ব হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদাসদিগের মধ্যে আমি কুলাঙ্গার। ছোট হরিদাসের দণ্ড হওয়ার পর, আমিই এক দণ্ডযোগ্য ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছি। শ্রীগোদ্রুমস্থ বাবাজীগণ কৃপা করিয়া আজও আমাকে দণ্ড করেন নাই, কিন্তু আর শ্রদ্ধা করেন না।

লাহিড়ী মহাশয় ঐ কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মাধবদাস বাবাজী ! আপনি এখন হইতে সাবধান হউন। এই কথা বলিয়া তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাবাজীও নিজ গদিতে বসিলেন।

লাহিড়ী মহাশয়ের নিদ্রা হইল না। মনে মনে করিলেন, মাধবদাস বাবাজীত বান্তাশী হইয়া অধঃপথে গেলেন। আমার এখানে থাকা উচিত হয় না, কেন না, সঙ্গদোষ না হইলেও বিশেষ নিন্দা হইবে। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ শ্রদ্ধা সহকারে আর আমাকে শিক্ষা দিবেন না।

প্রাতঃকালেই তিনি প্রদ্যুম্নকুঞ্জে আসিয়া শ্রীবৈষ্ণবদাসকে যথাবিধি অভিবাদন পুরঃসর ঐ কুঞ্জে থাকিবার জন্য একটু স্থান চাহিলেন। বৈষ্ণবদাস পরমহংস বাবাজী মহাশয়কে সে কথা জানাইলে তিনি কুঞ্জের একপার্শ্বে একটী কুটীরে তাঁহাকে রাখিবার আদেশ করিলেন। তদবধি লাহিড়ী মহাশয় ঐ কুটীরে থাকেন ও নিকটস্থ কোন ব্রাহ্মণ বাটীতে প্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

নিত্যধর্ম্মের নামান্তর বৈষ্ণবধর্ম্ম।

লাহিড়ী মহাশয়ের কুটীরও শ্রীবৈষ্ণবদাসের কুটীর পরস্পর পার্শ্ববর্ত্তী। নিকটে কয়েকটি আম্র ও কাঁঠাল বৃক্ষ। চতুর্দ্দিকে ছোট ছোট পূগ বৃক্ষে সুশোভিত। অঙ্গনে একটি প্রশস্ত চক্রাকার চবুতরা। যেকালে শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী ঐ কুঞ্জে বাস করিতেন, সেই সময় হইতে ঐ চবুতরাটি আছে। অনেক দিন হইতে বৈষ্ণবগণ ঐ চবুতরাকে সুরভি চবুতরা বলিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া থাকেন।

সন্ধ্যার পর শ্রীবৈষ্ণবদাস নিজ কুটীরে একটি পত্রাসনের উপর উপবিষ্ট হইয়া হরিনাম করিতেছেন। কৃষ্ণপক্ষ রাত্র ক্রমশঃ অধিক অন্ধকার হইয়া উঠিল। লাহিড়ী মহাশয়ের কুটীরে একটি প্রদীপ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। তাঁহার দ্বারের নিকটে একটি সর্পের আকৃতি দেখা গেল। লাহিড়ী মহাশয় তৎক্ষণাৎ একটী লগুড় লইয়া ঐ সর্পটি মারিবার উদ্যোগে আলোটিকে প্রদীপ্ত করিলেন। আলোক লইয়া বাহিরে আসিতে আসিতে সর্পটি অদর্শন হইল। লাহিড়ী মহাশয় শ্রীবৈষ্ণবদাসকে বলিলেন "আপনি একটু সাবধানে থাকিবেন; একটি সর্প আপনার কুটীরে প্রবেশ করিয়াছে।" বৈষ্ণবদাস বলিলেন লাহিড়ী মহাশয় আপনি কেন সর্পের জন্য ব্যস্ত হইতেছেন। আসুন আমার কুটীরে নির্ভয়ে

বসুন্। লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার কুটীরে প্রবেশ পূর্ব্বক একটী পত্রাসনে বসিলেন বটে কিন্তু তাঁহার মন সর্প বিষয়ে বিশেষ চঞ্চল ছিল। তিনি বলিলেন "মহাশয় আমাদের শান্তিপুর এ বিষয়ে ভাল। সহর স্থান সাপ টাপের ভয় নাই। নদীয়ায় সর্ব্বদাই সর্প ভয়। বিশেষতঃ গোদ্রুমাদি বনময় স্থানে ভদ্রলোকের বাস করা কঠিন।"

শ্রীবৈষ্ণবদাস বাবাজী মহাশয় বলিলেন, লাহিড়ী মহাশয়! এই সকল বিষয়ে চিত্ত চঞ্চল করা নিতান্ত মন্দ। আপনি শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে পরীক্ষিত মহারাজার কথা অবশ্য শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি সর্পভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীহরিকথামৃত অচঞ্চল চিত্তে শ্রীমচ্ছুকদেবের মুখে শ্রবণ করত পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। মানবের চিদ্দেহে এই সকল সর্প আঘাত করিতে পারে না। কেবল ভগবৎ কথা বিরহরূপ সর্পই সে দেহের ব্যাঘাত জনক সর্প। জড়দেহ নিত্য নয়। অবশ্য একদিন পরিত্যক্ত হইবে। জড় দেহের জন্য কেবল শারীর কর্ম্ম সকল বিহিত। কৃষ্ণের ইচ্ছায় যখন এই দেহ পতন হইবে, তখন কোন চেষ্টা দ্বারা ইহাকে রক্ষা করা যাইতে পারিবে না। যতদিন শরীরের ভঙ্গকাল উপস্থিত হয় নাই, ততদিন সর্পের পার্শ্বে শয়ন করিলেও সর্প কিছু বলিবে না। অতএব সর্পভয় আদি ত্যাগ করিলে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় হইতে পারে। এই সকল ভয়ে চিত্ত যদি সর্ব্বদা চঞ্চল রহিল তবে কিরূপে হরিপাদপদ্মে নিযুক্ত হইবে? সর্পভয় ও তজ্জনিত সর্প বধের চেষ্টা অবশ্যই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

লাহিড়ী মহাশয় একটু সশ্রদ্ধ হইয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনার সাধু বাক্যে আমার হৃদয় নির্ভয় হইল। আমি জানিলাম যে হৃদয় উচ্চ করিতে পারিলেই পরমার্থ লাভের যোগ্য হওয়া যায়। গিরিকন্দরে যে সকল মহাত্মা ভগবদ্ভজন করেন তাঁহারা কখনই বন্য জন্তুর ভয় করেন না। বরং অসাধু সঙ্গকে ভয় করিয়া বন্য জন্তুদিগের সহিত বনে বাস করেন।

বাবাজী মহাশয় কহিলেন "ভক্তি দেবী হৃদয়ে আবির্ভূত হইলে হৃদয় সহজে উন্নত হয়। জগতের সমস্ত জীবের প্রিয় হওয়া যায়। সাধু ও অসাধু জীব সকলেই ভক্তকে অনুরাগ করেন। অতএব মানব মাত্রের বৈষ্ণব হওয়া কর্ত্তব্য।

লাহিড়ী মহাশয় এই কথা শুনিবামাত্র কহিলেন "আপনি নিত্য ধর্ম্মের প্রতি আমার শ্রদ্ধা উদয় করাইয়াছেন এবং নিত্যধর্ম্মের সহিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের কিছু নিকট সম্বন্ধ আছে এরূপ আমার মনে প্রতীতি হইয়াছে। কিন্তু নিত্যধর্ম্ম ও বৈষ্ণব-

ধর্ম্মের একতা আমার এখনও বোধ হয় নাই। প্রার্থনা করি আপনি এই কথাটী আমাকে ভালরূপে বুঝাইয়া দিবেন। বৈষ্ণবদাস বাবাজী কহিতে লাগিলেন ;—

জগতে বৈষ্ণবধর্ম্ম নামে দুইটী পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম চলিতেছে। একটী শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম আর একটী বিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম। শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম তত্ত্বে এক হইলেও রসভেদে চারিপ্রকার। অর্থাৎ দাস্যগত বৈষ্ণবধর্ম্ম, সখ্যগত বৈষ্ণবধর্ম্ম, বাৎসল্য গত বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ও মধুররস গত বৈষ্ণবধর্ম্ম। বস্তুত শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম এক, অদ্বিতীয় ইহার অন্যতর নাম নিত্যধর্ম্ম বা পরধর্ম্ম। যজ্‌জ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতি এই শ্রুতিবাক্যে এই শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মকে লক্ষ্য করেন। ইহার বিবৃতি আপনি ক্রমশঃ জানিবেন।

বিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম দুই প্রকার অর্থাৎ কর্ম্মবিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম ও জ্ঞানবিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম। স্মার্ত্তমতে যে সকল বৈষ্ণবধর্ম্মের পদ্ধতি আছে সে সমস্তই কর্ম্মবিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম। সেই বৈষ্ণবধর্ম্মে বৈষ্ণব মন্ত্র দীক্ষা থাকিলেও বিশ্বব্যাপী পুরুষরূপ বিষ্ণুকে কর্ম্মাঙ্গরূপে স্থাপন করা হয়। সেই মতে বিষ্ণু সকল দেবতার নিয়ন্তা হইলেও তিনি স্বয়ং কর্ম্মাঙ্গ ও কর্ম্মাধীন। বিষ্ণুর ইচ্ছাধীন কর্ম্ম নয়। কর্ম্মের ইচ্ছাধীন বিষ্ণু। এই মতে উপাসনা ভজন ও সাধন সমস্তই কর্ম্মাঙ্গ যেহেতু কর্ম্ম অপেক্ষা উচ্চ তত্ত্ব আর নাই। জরন্মীমাংসকদিগের বৈষ্ণবধর্ম্ম এইরূপ বহুদিন হইতে চলিতেছে। ভারতে ঐ মতের অনেকেই আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া অভিমান করেন। শুদ্ধ বৈষ্ণবকে বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করিতে চান না। সে কেবল তাঁহাদের দুর্ভাগ্য মাত্র।

ভারতে জ্ঞানবিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মও প্রচুররূপে চলিতেছে। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের মতে অজ্ঞের ব্রহ্ম তত্ত্বই সর্ব্বোচ্চ তত্ত্ব। সেই মতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম পাইবার জন্য সবিশেষ সূর্য্য, গণেশ, শক্তি, শিব ও বিষ্ণুকে উপাসনা করা আবশ্যক। জ্ঞান পূর্ণ হইলে সবিশেষ উপাস্য দূর হয়। শেষে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতা লাভ হয়। এই মতে অনেক মনুষ্য অবস্থিত হইয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবকে অনাদর করেন। পঞ্চ উপাসনার মধ্যে যে বিষ্ণু উপাসনা আছে তাহাতে দীক্ষা, পূজা সমস্ত বিষ্ণু বিষয়ক, কথন রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক হইলেও তাহা শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম নয়।

এবম্ভূত বিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মকে পৃথক্ করিলে যে শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম উদয় হয় তাহাই প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম। কলিদোষে অনেকেই শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বিদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মকেই বৈষ্ণবধর্ম্ম বলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে মানবের পরমার্থ প্রবৃত্তি তিন প্রকার। অর্থাৎ ব্রাহ্ম প্রবৃত্তি, পারমাত্ম্য প্রবৃত্তি ও ভাগবত প্রবৃত্তি। ব্রাহ্ম-প্রবৃত্তি-ক্রমে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বে কাহার কাহার রুচি হয়। তাঁহারা যে উপায় অবলম্বন করিয়া নির্ব্বিশেষ হইতে চেষ্টা করেন সে সকল উপায় কালে পঞ্চ দেবতার উপাসনা বলিয়া পরিচিত হয়। তন্মধ্যেই জ্ঞানবিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম উদয় হইয়া থাকে।

পারমাত্ম্য প্রবৃত্তি ক্রমে সূক্ষ্ম পরমাত্মা স্পর্শী যোগ তত্ত্বে কাহার কাহার রুচি হয়। তাঁহারা যে উপায় অবলম্বন করিয়া পারমাত্ম্য সমাধি আশা করেন সে সকল কর্ম্মযোগ, অষ্টাঙ্গাদি যোগ বলিয়া পরিচিত। এই মতে বিষ্ণুমন্ত্র দীক্ষা, বিষ্ণুপূজা ও ধ্যানাদি সমস্ত কর্ম্মাঙ্গ। তন্মধ্যেই কর্ম্মবিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম উদয় হইয়া থাকে।

ভাগবত প্রবৃত্তি ক্রমে শুদ্ধ সবিশেষ ভগবৎ স্বরূপানুগত ভক্তিতত্ত্বে সমস্ত ভাগ্যবান জীবের রুচি হয়। ইহাঁরা যে ভগবদারাধনাদি করেন, সে সকল কর্ম্ম বা জ্ঞানাঙ্গ নয় শুদ্ধ ভক্তির অঙ্গ। এই মতের বৈষ্ণব ধর্ম্মই শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম শ্রীমদ্ভাগবত বচন যথা ;—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

দেখুন ব্রহ্ম পরমাত্মাভেদী ভগবত্তত্ত্বই সমস্ত তত্ত্বের চরম। ভগবত্তত্ত্বই শুদ্ধ বৈষ্ণব তত্ত্ব। সেই তত্ত্বের অনুগত জীবই শুদ্ধ জীব। তাঁহার প্রবৃত্তির নাম ভক্তি। হরিভক্তিই শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম, নিত্যধর্ম্ম, জৈবধর্ম্ম, ভাগবতধর্ম্ম, পরমার্থধর্ম্ম, পরধর্ম্ম বলিয়া বিখ্যাত। ব্রাহ্ম প্রবৃত্তি ও পারমাত্ম্য প্রবৃত্তি হইতে যতপ্রকার ধর্ম্ম হইয়াছে সে সমস্তই নৈমিত্তিক। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধানে নিমিত্ত আছে, অতএব নৈমিত্তিক অর্থাৎ নিত্য নয়। জড়বিশেষে আবদ্ধ হইয়া যে জীব বন্ধন মোচনের জন্য ব্যতিব্যস্ত সে জড়বন্ধনকে নিমিত্ত করিয়া নির্ব্বিশেষ গতি অনুসন্ধান রূপ নৈমিত্তিক ধর্ম্মকে আশ্রয় করে। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্ম নিত্য নয়। যে জীব সমাধি সুখ বাঞ্ছায় পারমাত্ম্য ধর্ম্ম অবলম্বন করে সে জড় সূক্ষ্ম ভুক্তিকে নিমিত্ত করিয়া নৈমিত্তিক ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়াছে। অতএব পারমাত্ম্য ধর্ম্ম নিত্য নয়। কেবল বিশুদ্ধ ভাগবত ধর্ম্মই নিত্য।

এই পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়া লাহিড়ী মহাশয় কহিলেন মহোদয়! শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম যাহাকে বলে তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন্। আমি এই অধিক বয়সে আপনার চরণাশ্রয় করিলাম, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে গ্রহণ করুন্। আমি শুনিয়াছি যে অপাত্রের দ্বারা পূর্ব্বে দীক্ষা ও শিক্ষা হইয়া থাকিলেও সুপাত্র লাভ করিলে

পুনরায় দীক্ষিত ও শিক্ষিত হওয়া উচিত। আমি কএকদিবস হইতে আপনার সাধু উপদেশ শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে জাত-শ্রদ্ধ হইয়াছি, এখন আপনি কৃপা করিয়া প্রথমে বৈষ্ণবধর্ম্মে শিক্ষা এবং অবশেষে দীক্ষা দিয়া আমাকে পবিত্র করুন।

বাবাজী মহাশয় একটু ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, দাদা ঠাকুর! আমার সাধ্যমত আমি আপানাকে শিক্ষা দিব। আমি দীক্ষাগুরু হইবার যোগ্য নই। সে যাহা হউক আপনি এখন শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম শিক্ষা করুন।

জগতের আদিগুরু শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে বৈষ্ণবধর্ম্মে তিনটী তত্ত্ব আছে। সম্বন্ধতত্ত্ব, অভিধেয় তত্ত্ব ও প্রয়োজন তত্ত্ব। এই তিন তত্ত্ব অবগত হইয়া যিনি যথাযথ আচরণ করেন তিনিই শুদ্ধ বৈষ্ণব ও শুদ্ধ ভক্ত।

সম্বন্ধ তত্ত্বে তিনটী বিষয়ের পৃথক্ পৃথক্ শিক্ষা আছে। জড় জগৎ বা মায়িক তত্ত্ব, জীব বা অধীনতত্ত্ব ও ভগবান বা প্রভুতত্ত্ব। ভগবান এক ও অদ্বিতীয় সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন, সর্ব্বাকর্ষক, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের একমাত্র নিলয়, মায়া ও জীব শক্তির একমাত্র আশ্রয়। তিনি মায়া ও জীবের আশ্রয় হইয়া ও সর্ব্বদা সুন্দর-রূপে একটী স্বতন্ত্র স্বরূপ। তাঁহার অঙ্গকান্তি সুদূরবর্ত্তী হইয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত। তাঁহার ঐশীশক্তি জগৎ ও জীব সৃজন করিয়া অংশে পরমাত্মা স্বরূপে জগৎ প্রবিষ্ট পরমেশ্বর তত্ত্ব। ঐশ্বর্য্য প্রধান প্রকাশে তিনি পরব্যোমে নারায়ণ। মাধুর্য্য প্রকাশে তিনি গোলোকে বৃন্দাবনে গোপীজনবল্লভ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। তাঁহার প্রকাশ ও বিলাস সমুদয় নিত্য ও অনন্ত। তাঁহার সমান কেহ বা কিছুই নাই। তাঁহার অধিকের ত কথাই নাই। তাঁহার পরাশক্তিক্রমে সমস্ত প্রকাশ ও বিলাস। পরাশক্তির বিবিধ বিক্রমের মধ্যে জীবের নিকট তিনটী বিক্রমের পরিচয় মাত্র আছে। একটীর নাম চিদ্বিক্রম যদ্দ্বারা তাঁহার লীলা সম্বন্ধে সমস্তই সিদ্ধ হইয়াছে। আর একটীর নাম জীব বিক্রম বা তটস্থ বিক্রম, যদ্দ্বারা অনন্ত জীবের উদয় ও অবস্থিতি। তৃতীয় বিক্রমের নাম মায়া বিক্রম, যদ্দ্বারা জগতের সমস্ত মায়িক বস্তু, কাল ও কর্ম্ম সৃষ্টি হইয়াছে। জীবের সহিত ভগবানের যে সম্বন্ধ, ভগবানের সহিত জীবের ও জড়ের যে সম্বন্ধ এবং জড়ের সহিত ভগবান ও জীবের যে সম্বন্ধ এই সম্বন্ধের নাম সম্বন্ধ তত্ত্ব। সম্বন্ধ তত্ত্ব সম্যক্ জানিতে পারিলে সম্বন্ধ জ্ঞান হয়। সম্বন্ধ জ্ঞানহীন ব্যক্তিগণ কোন প্রকারেই শুদ্ধ বৈষ্ণব হইতে পারেন না।

লাহিড়ী মহাশয় কহিলেন, আমি বৈষ্ণবদিগের নিকট শুনিয়াছি যে বৈষ্ণবগণ কেবল ভাবকতার অধীন. তাঁহাদের কোন জ্ঞানের প্রয়োজন নাই। এ কথা

কিরূপ ? আমি এ পর্য্যন্ত হরিনাম কীর্ত্তনে ভাব সংগ্রহ করিবারই যত্ন করিয়াছি সম্বন্ধ জ্ঞান জানিতে চেষ্টা করি নাই।

বাবাজী কহিলেন, বৈষ্ণবের ভাবোদয়ই চরম ফল বটে। কিন্তু শুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। যাঁহারা অভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানকে চরম ফল জানিয়া সাধন মধ্যে ভাব শিক্ষা করেন, তাঁহাদের ভাব ও চেষ্টা শুদ্ধ ভাব নয় অর্থাৎ শুদ্ধ ভাবের ভান মাত্র। শুদ্ধ ভাব একবিন্দু হইলেও জীবকে চরিতার্থ করে, কিন্তু জ্ঞানবিদ্ধ ভাবুকতা কেবল জীবের পক্ষে উৎপাত বলিয়া জানিবেন। হৃদয়ে যাঁহার অভেদ ব্রহ্মভাব, তাঁহার ভক্তিভাব কেবল লোকবঞ্চনা মাত্র। অতএব শুদ্ধ ভক্তদিগের সম্বন্ধ জ্ঞান নিতান্ত আবশ্যক।

লাহিড়ী মহাশয় সশ্রদ্ধ হইয়া বলিলেন ব্রহ্ম অপেক্ষা উচ্চ তত্ত্ব কি আছে ! ভগবান হইতে যদি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা তাহা হইলে জ্ঞানী লোক সকল কেন ব্রহ্মত্যাগ করিয়া ভগবদ্ভজন করেন না ?

বাবাজী মহাশয় একটু হাস্য করিয়া কহিলেন ব্রহ্মা, চতুঃসন, শুক, নারদ, দেব-দেব মহাদেব সকলেই অবশেষে ভগবচ্চরণ আশ্রয় করিয়াছেন।

লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন ভগবান রূপবিশিষ্ট তত্ত্ব অতএব সীমা বিশিষ্ট তিনি কিরূপ অসীম ব্রহ্মের আশ্রয় হইতে পারেন ?

বাবাজী কহিলেন, জড় জগতে একটী আকাশ বলিয়া বস্তু আছে তাহাও অসীম ? এমত স্থলে ব্রহ্মের অসীম হইয়া কি অধিক মাহাত্ম্য হইল ? ভগবান নিজ অঙ্গ কান্তিরূপ শক্তিক্রমে অসীম হইয়া ও যুগপৎ স্বরূপবিশিষ্ট। এমন আর কোন বস্তু দেখিয়াছেন ? এই অদ্বিতীয় স্বভাববশতঃ ভগবান ব্রহ্মতত্ত্ব অপেক্ষা সুতরাং উচ্চ। একটী অপূর্ব্ব সর্ব্বাকর্ষক স্বরূপ তাহাতে সর্ব্বব্যাপিত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিত্ব, পরমদয়া পরমানন্দ পূর্ণরূপে বিরাজমান। এরূপ স্বরূপ ভাল, কি কোন গুণ নাই, কোন শক্তি নাই একটী অজ্ঞাত সর্ব্বব্যাপী অস্তিত্ব ভাল ? বস্তুত ব্রহ্ম ভগবানের নির্ব্বিশেষ আবির্ভাব। ভগবানে নির্ব্বিশেষত্ব ও সবিশেষত্ব দুইই সুন্দররূপে যুগপৎ অবস্থিত। ব্রহ্ম তাহার এক অংশ মাত্র। নিরাকার, নির্ব্বিকার, নির্ব্বিশেষ অপরিজ্ঞেয় ও অপরিমেয় ভাবটী অদূরদর্শী ব্যক্তিদের প্রিয় হয়, কিন্তু যাঁহারা সর্ব্বদর্শী তাঁহারা পূর্ণ তত্ত্ব ব্যতীত আর কিছুতেই প্রতি করেন না। বৈষ্ণবেরা নিরাকার তত্ত্বকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতে পারেন না যেহেতু তাহা নিত্য-ধর্ম্মের বিরোধী ও শুদ্ধ প্রেমের বিরোধী। পরমেশ্বর কৃষ্ণচন্দ্র সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ উভয় তত্ত্বের আশ্রয়, পরমানন্দের সমুদ্র এবং সমস্ত শুদ্ধ জীবের আকর্ষক।

লা। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কর্ম্ম ও দেহত্যাগ আছে। তাঁহার মূর্ত্তি কিরূপে নিত্য হইতে পারে?

বা। শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি সচ্চিদানন্দ। তাহাতে জড় সম্বন্ধীয় জন্ম, কর্ম্ম ও দেহত্যাগাদি নাই।

লা। তবে কেন মহাভারতাদি গ্রন্থে সেরূপ বর্ণন করিয়াছেন?

বা। নিত্য তত্ত্ব বর্ণনার অতীত। শুদ্ধ জীব আপন চিদ্বিভাগে কৃষ্ণমূর্ত্তি ও কৃষ্ণলীলা পরিদর্শন করেন। বাক্যের দ্বারা বর্ণন করিতে গেলে জড়ীয় ইতিহাসের ন্যায় কাঁযেকাযেই বর্ণিত হইয়া থাকে। যাঁহারা মহাভারতাদি গ্রন্থের সার গ্রহণ করিতে সক্ষম তাঁহারা কৃষ্ণলীলাদি যেরূপ অনুভব করেন জড়বুদ্ধি লোকেরা ঐ সকল বর্ণন শুনিয়া অন্যপ্রকার অনুভব করিয়া থাকেন।

লা। কৃষ্ণমূর্ত্তি ধ্যান করিতে গেলে একটী দেশকাল পরিচ্ছিন্ন ভাব হৃদয়ে উদয় হয়। তাহাকে অতিক্রম করিয়া আর কি প্রকার শ্রীমূর্ত্তির ধ্যান হইতে পারে?

বা। ধ্যান মনের কর্ম্ম। মন যতক্ষণ শুদ্ধ চিন্ময় না হয় ততক্ষণ ধ্যান কখন চিন্ময় হইতে পারে না। ভক্তি ভাবিত মন ক্রমশ চিন্ময় হইয়া পড়ে; সেই মনে যে ধ্যান হয় তাহা অবশ্য চিন্ময়। ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণ যখন কৃষ্ণ নাম করেন তখন জড় জগৎ আর তাঁহাদিগকে স্পর্শ করে না। তাঁহারা চিন্ময়। চিন্ময় জগতে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণের দৈনন্দিন লীলা ধ্যান করেন এবং অন্তরঙ্গ সেবা সুখভোগ করিতে থাকেন।

লা। আপনি কৃপা করিয়া ঐ চিদনুভব আমাকে প্রদান করুন।

বা। আপনি সমস্ত জড়ীয় সন্দেহ ও বিতর্ক পরিত্যাগ করিয়া যখন অহরহ নাম আলোচনা করিবেন, তখন অতি অল্পদিনের মধ্যেই চিদনুভব উদয় হইবে। যত বিতর্ক করিবেন ততই জড় বন্ধনে মনকে আবদ্ধ করিবেন। যতই নাম রস উদয় করাইবেন ততই জড়বন্ধন শিথিল হইবে ও চিজ্জগৎ হৃদয়ে প্রকাশ হইবে।

লা। আমি ইচ্ছা করি আপনি কৃপা করিয়া আমাকে তাহা কি, তাহা বলিয়া দেন।

বা। মন বাক্যের সহিত সে তত্ত্বকে না পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়। কেবল চিদানন্দের অনুশীলনেই তাহা পাওয়া যায়। আপনি বিতর্ক ছাড়িয়া কিছুদিন নাম করুন তাহা হইলে আপনা আপনি সমস্ত সন্দেহ দূর হইবে এবং আপনি আর কাহাকেও কোন বিষয় প্রশ্ন করিবেন না।

লা। আমি জানিলাম যে শ্রীকৃষ্ণে শ্রদ্ধা করিয়া তাঁহার নাম রস পান করিলে সমস্ত পরমার্থ পাওয়া যায়। আমি সম্বন্ধ জ্ঞান ভাল করিয়া বুঝিয়া লইয়া নামাশ্রয় করিব।

বা। এ কথা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আপনি সম্বন্ধ জ্ঞান ভাল করিয়া অনুভব করুন।

লা। ভগবত্তত্ব আমি এখন বুঝিয়াছি। ভগবানই এক পরম তত্ব। ব্রহ্ম পরমাত্মা তাঁহার অধীন। তিনি সর্ব্বব্যাপী হইয়াও চিজ্জগতে স্বীয় অপূর্ব্ব শ্রীবিগ্রহে বিরাজমান। তিনি ঘনীভূত সচ্চিদানন্দ পুরুষ এবং সর্ব্বশক্তি সমন্বিত। সকল শক্তির অধীশ্বর হইয়াও হ্লাদিনী শক্তির সঙ্গসুখে সর্ব্বদা প্রমত্ত। এখন আমাকে জীবতত্ব বলুন।

বা। শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে তটস্থ বলিয়া একটী শক্তি আছে। চিজ্জগৎ ও জড় জগতের মধ্যবর্ত্তী উভয় জগতের সঙ্গ যোগ্য একটী তত্ব সেই শক্তি হইতে নিসৃত হয়। তাহার নাম জীবতত্ব। জীবের গঠন কেবল চিৎপরমাণু। লঘুতা প্রযুক্ত তাহা জড় জগতে আবদ্ধ হইবার যোগ্য। কিন্তু শুদ্ধ গঠন প্রযুক্ত একটু চিহ্ন পাইলেই পরমানন্দে চিজ্জগতের নিত্য নিবাসী হইতে পারেন। সেই জীব দুই প্রকার অর্থাৎ মুক্ত অর্থাৎ চিজ্জগত নিবাসী ও বদ্ধ অর্থাৎ জড় জগৎ নিবাসী। বদ্ধ জীব দুই প্রকার উদিত বিবেক ও, অনুদিত বিবেক। মানবগণের মধ্যে যাহাদের পরমার্থ চেষ্টা নাই ও পশু পক্ষীগণ ইহারা অনুদিত বিবেক বদ্ধ জীব। যে সকল মানব বৈষ্ণব পথাবলম্বী তাঁহারা উদিত-বিবেক। যেহেতু বৈষ্ণব ব্যতীত আর কাহারও পরমার্থ চেষ্টা নাই। এই জন্য বৈষ্ণব সেবা ও বৈষ্ণব সঙ্গ সকল কর্ম্মের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। যে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা অনুসারে উদিত-বিবেক জীব কৃষ্ণনামানুশীলনে উদিত-প্রবৃত্তি হন তাহাতেই বৈষ্ণবসঙ্গ সহজে প্রতিষ্ঠিত হয়। অনুদিত-বিবেক পুরুষেরা শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা দ্বারা কৃষ্ণনাম করেন না কেবল পরম্পরা আচার অনুসারে কৃষ্ণমূর্ত্তি সেবা করেন সুতরাং বৈষ্ণব সম্মানের প্রতিষ্ঠা তাঁহাদের হৃদয়ে আরূঢ় হয় না।

লা। কৃষ্ণতত্ব ও জীবতত্ব বুঝিলাম। এখন মায়া তত্ব বুঝাইয়া দেন।

বা। মায়া অচিৎ ব্যাপার। মায়া একটী কৃষ্ণ শক্তি। ইহার নাম অপরা শক্তি বা বহিরঙ্গা শক্তি। যেমত আলোকের ছায়া আলোক হইতে দূরে থাকে, তদ্রূপ মায়া কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্ত হইতে দূরে থাকে। মায়া জড় জগতের চৌদ্দ

ভুবন, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও আকাশ, মন, বুদ্ধি ও জড়ীয় দেহে আমিত্বরূপ অহঙ্কার প্রকাশ করিয়াছে। বদ্ধজীবের স্থূল ও লিঙ্গ উভয় দেহই মায়িক। মুক্ত হইলে জীবের চিদ্দেহ পরিষ্কৃত হয়। জীব যতদূর মায়াবদ্ধ ততদূর কৃষ্ণবহির্ম্মুখ। যতদূর মায়া মুক্ত ততদূর কৃষ্ণ সাম্মুখ্য প্রাপ্ত। বদ্ধ জীবের ভোগায়তন স্বরূপ মায়িক ব্রহ্মাণ্ড কৃষ্ণ ইচ্ছায় উদ্ভূত হইয়াছে। এই মায়িক জগতে জীবের নিত্যবাসস্থান নয়। এ জগৎ কেবল জীবের কারাগার মাত্র।

লা। প্রভো! আপনি এখন মায়া, জীব ও কৃষ্ণের নিত্য সম্বন্ধ বলুন।

বা। জীব চিদণু অতএব নিত্য কৃষ্ণদাস। মায়িক জগৎ জীবের কারাগার। এখানে সৎসঙ্গবলে নামানুশীলন করিয়া কৃষ্ণকৃপা ক্রমে জীব চিজ্জগতে নিজ সিদ্ধ চিৎস্বরূপে কৃষ্ণসেবা রস ভোগ করেন। ইহাই তিন তত্ত্বের পরস্পর নিগূঢ় সম্বন্ধ। এই জ্ঞান না হইলে ভজন কিরূপে হইবে?

লা। যদি বিদ্যা চর্চ্চাক্রমে জ্ঞান লাভ করিতে হয় তবে বৈষ্ণব হইবার পূর্ব্বে কি পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন আছে?

বা। বৈষ্ণব হইবার জন্য কোন বিদ্যা বা ভাষা বিশেষ আলোচনা করিতে হয় না। জীবের মায়া ভ্রম দূর করিবার জন্য সদ্‌গুরু সদ্বৈষ্ণবের চরণাশ্রয় করা আবশ্যক। তিনি বাক্যের দ্বারা এবং স্বীয় আচরণদ্বারা সম্বন্ধ জ্ঞান উদয় করিয়া দেন। ইহারই নাম দীক্ষা ও শিক্ষা।

লা। দীক্ষা শিক্ষার পর কি করিতে হয়?

বা। সচ্চরিত্রতার সহিত কৃষ্ণানুশীলন করিতে হয়। ইহার নাম অভিধেয় তত্ত্ব। এই তত্ত্ব বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রে প্রবলরূপে অভিহিত হইয়াছে বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহাকে অভিধেয় তত্ত্ব বলেন।

সজল নয়নে লাহিড়ী। গুরো! আমি আপনার শ্রীচরণ আশ্রয় করিলাম। আপনার মধুমাখা কথা শুনিয়া আমার সম্বন্ধ জ্ঞান হইল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কি জানি আপনার কৃপা বলে, বর্ণগত, বিদ্যাগত ও শিক্ষাগত সমস্ত পূর্ব্ব সংস্কার দূর হইল। আপনি কৃপা করিয়া আমাকে অভিধেয় তত্ত্ব শিক্ষা দেন।

বা। আর চিন্তা নাই। আপনার যখন দীনতা উপস্থিত হইয়াছে, তখন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য আপনাকে অবশ্য কৃপা করিয়াছেন। জড় জগতে আবদ্ধ হইয়া

জীবের পক্ষে সাধুসঙ্গই এক মাত্র উপায়। সাধু-গুরু কৃপা করিয়া ভজন শিক্ষা দেন। সেই ভজনবলে ক্রমশঃ প্রয়োজন লাভ হয়। হরি ভজনই অভিধেয়।

লা। আমাকে বলুন কি করিলে হরি ভজন হয়।

বা। ভক্তিই হরি ভজন। ভক্তির তিনটী অবস্থা। সাধন, ভাব ও প্রেম। প্রথমে সাধন ভক্তি। সাধন করিতে করিতে ভাবোদয় হয়। ভাব সম্পূর্ণ হইলে তাহাকে প্রেম বলে।

লা। সাধন কত প্রকার ও কি প্রণালীতে করিতে হয় আজ্ঞা করুন্।

বা। শ্রীহরিভক্তিরসামৃত গ্রন্থে শ্রীরূপগোস্বামী এ সমস্ত বিষয় বিস্তৃতরূপে লিখিয়াছেন। আমি সংক্ষেপে বলি। সাধন নববিধ।

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং॥

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবা, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন এই নববিধ সাধন ভক্তি শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত হইয়াছে। এই নয় প্রকারকে ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধরিয়া চৌষট্টি প্রকার করিয়া গোস্বামী পাদ বর্ণন করিয়াছেন। ইহার মধ্যে একটু বিশেষ কথা এই যে সাধন ভক্তি বৈধী ও রাগানুগা ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে বৈধী ভক্তি নববিধ। রাগানুগা সাধন ভক্তি কেবল ব্রজজনের অনুগত হইয়া তাঁহাদের ন্যায় মানসে কৃষ্ণ সেবা। যে ব্যক্তি যে প্রকার ভক্তির অধিকারী তিনি সে প্রকার সাধন করিবেন।

লা। সাধন ভক্তিতে কিরূপে অধিকার বিচার হয়।

বা। যে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি বিধির অধীন থাকিবার অধিকারী গুরুদেব তাঁহাকে বৈধী সাধন ভক্তি প্রথমে শিক্ষা দিবেন। যিনি রাগানুগা ভক্তির অধিকারী তাঁহাকে রাগমার্গীয় ভজন শিক্ষা দিবেন।

লা। অধিকার কিরূপে জানা যাইবে?

বা। যাঁহার আত্মায় রাগতত্ত্বের উপলব্ধি হয় নাই এবং যিনি শাস্ত্র শাসন মতে উপাসনাদি করিতে ইচ্ছা করেন তিনি বৈধী ভক্তির অধিকারী। যিনি হরি ভজনে শাস্ত্র শাসনের বশবর্ত্তী হইতে ইচ্ছা করেন না কিন্তু তাঁহার আত্মায় হরি ভজনে স্বাভাবিক রাগ উদয় হইয়াছে, তিনি রাগানুগা ভজনের অধিকারী।

লা। প্রভো! আমার অধিকার নির্ণয় করুন্ তাহা হইলে আমি অধিকার তত্ত্ব বুঝিতে পারিব। বৈধী ও রাগানুগাভক্তি আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

বা। আপনার চিত্তকে আপনি পরীক্ষা করিলেই স্বীয় অধিকার বুঝিতে

পারিবেন। আপনার মনে এমত কি আছে যে শাস্ত্রমতে না চলিলে ভজন হয় না?

লা। আমি মনে করি যে শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট মত সাধন ভজন করিলে বিশেষ লাভ হয়। কিন্তু আমার মনে আজ কাল ইহাও স্থান পাইতেছে যে হরি ভজনে রসের সমুদ্র আছে তাহা ক্রমশঃ ভজন বলে পাওয়া যায়।

বা। এখন দেখুন শাস্ত্র বিধি আপনার হৃদয়ের প্রভু। অতএব আপনি বৈধী ভক্তি অবলম্বন করুন। ক্রমশঃ রাগতত্ত্ব হৃদয়ে উদয় হইবে। এই কথা শুনিয়া লাহিড়ী মহাশয় সজলনয়নে বাবাজীর পাদস্পর্শ পূর্ব্বক কহিলেন আপনি কৃপা করিয়া আমার যাহাতে অধিকার তাহাই প্রদান করুন। আমি এখন অনধিকার চর্চ্চা করিতে চাই না। বাবাজী মহাশয় তাঁহাকে আলিঙ্গন প্রদান করিয়া বসাইলেন।

লা। আমি এখন কিরূপ ভজন করিব স্পষ্ট করিয়া আজ্ঞা করুন।

বা। আপনি হরিনাম গ্রহণ করুন্। যত প্রকার ভজন আছে সর্ব্বাপেক্ষা নামাশ্রয় ভজনই বলবান। নাম ও নামীতে ভেদ নাই। নিরপরাধে নাম করিলে অতিশীঘ্র সমস্ত সিদ্ধি লাভ হয়। আপনি বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত নাম গ্রহণ করুন। নাম করিতে করিতে নববিধ ভজনই হইয়া থাকে। নাম উচ্চারণ করিলে শ্রবণ কীর্ত্তন উভয়ই হয়। হরিলীলা নামের সহিত স্মরণ ও মানসে পাদসেবা, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন সকলই হয়।

লা। আমার চিত্ত ব্যগ্র হইয়াছে প্রভো! কৃপা করিতে বিলম্ব করিবেন না।

বা। মহাশয় আপনি নিরপরাধে নিরন্তর এই কথা বলুন;

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

এই কথা বলিতে বলিতে বাবাজী মহাশয় লাহিড়ী মহাশয়ের হস্তে একটী তুলসী মালা প্রদান করিলেন। লাহিড়ী মহাশয় সেই মালায় উক্ত নাম উচ্চারণ করিতে করিতে কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন প্রভো! আজ আমি যে কি আনন্দ লাভ করিলাম বলিতে পারি না। আনন্দে অচেতন হইয়া বাবাজীর পদতলে পড়িলেন। বাবাজী মহাশয় তাঁহাকে যত্ন করিয়া ধরিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন আমি আজ ধন্য হইলাম। এ প্রকার সুখ আমি কখনই পাই নাই।

বা। মহোদয়! আপনি ধন্য যেহেতু শ্রদ্ধা পূর্ব্বক হরিনাম গ্রহণ করিলেন। আপনি আমাকে ও ধন্য করিলেন।

সে দিবস লাহিড়ী মহাশয় মালা গ্রহণ করিয়া নিজ কুটীরে নির্জ্জনে নাম করিতে লাগিলেন। এইরূপ কিছুদিন অতিবাহিত হইল। লাহিড়ী মহাশয় এখন দ্বাদশ তিলক করেন। প্রসাদান্ন ব্যতীত আর কিছুই সেবা করেন না। দুই লক্ষ হরিনাম প্রত্যহ করেন। শুদ্ধ বৈষ্ণব দেখিলেই দণ্ডবৎ প্রণাম করেন। পরমহংস বাবাজীকে প্রত্যহ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া অন্য কার্য্য করেন। নিজ গুরু-দেবের সর্ব্বদা সেবা করেন। বৃথাকথা ও কালওয়াতি গানে আর রুচি নাই। লাহিড়ী মহাশয় আর সে লাহিড়ী মহাশয় নাই। এখন বৈষ্ণব হইয়াছেন।

এক দিবস বৈষ্ণবদাস-বাবাজী মহাশয়কে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! প্রয়োজন তত্ত্ব কি?

বা। কৃষ্ণ প্রেমই জীবের প্রয়োজন তত্ত্ব। সাধন করিতে করিতে ভাব হয়। ভাব পূর্ণ হইলে প্রেম নাম হইয়া থাকে। তাহাই জীবের নিত্য ধর্ম্ম, নিত্যধন ও চরম প্রয়োজন। সেই প্রেমের অভাবেই কষ্ট, জড়বন্ধন ও বিষয়সংযোগ। প্রেম অপেক্ষা আর অধিক উৎকৃষ্ট কিছুই নাই। কৃষ্ণ কেবল প্রেমের বশ। প্রেম চিন্ময় তত্ত্ব। আনন্দ ঘনীভূত হইয়া প্রেম হয়।

লা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আমি কি প্রেম লাভ করিবার যোগ্য হইব?

বা। (আলিঙ্গন করিয়া) দেখুন স্বল্প দিবসের মধ্যেই আপনি সাধন ভক্তিকে ভাবভক্তি করিয়াছেন। আর কিছু দিনেই কৃষ্ণ আপনাকে অবশ্য কৃপা করিবেন।

এই কথা শুনিয়া লাহিড়া মহাশয় আনন্দে গড়াগড়ি দিয়া বলিতে লাগিলেন আহা! গুরু ব্যতীত আর বস্তু নাই। আহা! আমি এতদিন কি করিতে-ছিলাম। গুরুদেব আমাকে অপার কৃপা করিয়া বিষয় গর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

বৈধী-ভক্তি নিত্যধর্ম্ম, নৈমিত্তিক নয়।

লাহিড়ী মহাশয়ের শান্তিপুরের বাটীতে অনেক লোক জন। দুইটী সন্তান লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইয়াছেন। একটীর নাম চন্দ্রনাথ তাঁহার বয়স প্রায় ৩৫ বৎসর। তিনি জমিদারী ও গৃহের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে পণ্ডিত। ধর্ম্মের সম্বন্ধে কোন ক্লেশ স্বীকার করেন না। ব্রাহ্মণ সমাজে প্রভুত্ব

সম্মান। দাস দাসী দ্বারবান্ প্রভৃতি রাখিয়া গৃহকার্য্য সম্মানের সহিত নির্ব্বাহ করিতেছেন। দ্বিতীয় পুত্রের নাম দেবীদাস। ইনি বাল্যকাল হইতে ন্যায়শাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বাটীর সম্মুখে একটী চতুষ্পাঠী স্থাপন পূর্ব্বক ১০।১৫টী ছাত্র পড়াইয়া থাকেন ইহাঁর উপাধি বিদ্যারত্ন।

একদিবস শান্তিপুরে একটা রব উঠিল যে কালীদাস লাহিড়ী ভেক লইয়া বৈষ্ণব হইয়াছেন। ঘাটে বাজারে পথে সর্ব্বত্র এই কথা। কেহ কেহ কহিতেছে যে বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ। এতদিন মানুষের মত থাকিয়া এখন বুড়ো ক্ষিপ্ত হইয়াছে। কেহ বলিতে লাগিল, ভাল, এ আবার কি রোগ। ঘরে সুখ আছে। জাতিতে ব্রাহ্মণ। পুত্র পরিবার স্ববশে। এমত লোক কেন কোন দুঃখে ভেক লয়? কেহ বলিল ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া এখানে সেখানে বেড়াইলে এইরূপ দুর্গতিই শেষে হয়। কোন কোন শিষ্ট লোক বলিলেন যে কালিদাস লাহিড়ী মহাশয় পুণ্যাত্মা বটে। সংসারে সমস্তই আছে অথচ হরিনামে শেষে রতি হইল। এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, কোন ব্যক্তি এই সকল কথা শুনিয়া দেবী বিদ্যারত্ন মহাশয়কে কহিলেন।

বিদ্যারত্ন বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়া দাদার নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, দাদা বাবার ত বড়ই মুস্কিল দেখিতেছি। তিনি শরীর ভাল থাকে বলিয়া নদীয়া গোদ্রুমে থাকেন, কিন্তু সেখানে তাঁহার সঙ্গদোষ হইয়াছে। গ্রামে ত আর কান পাতা যায় না।

চন্দ্রনাথ বলিলেন ভাই! আমিও কিছু কিছু কথা শুনিয়াছি আমাদের ঘরটা এত বড় কিন্তু বাবার কথা শুনিয়া আর মুখ দেখাইতে পারি না। অদ্বৈতপ্রভুর বংশকে আমরা অনাদর করিয়া আসিয়াছি। এখন নিজের ঘরে কি হইল? এস অন্দরে চল। মাতা ঠাকুরাণীর সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া যাহা হয় কর।

দোতালা বারান্দায় চন্দ্রনাথ ও দেবীদাস আহার করিতে বসিয়াছেন একটী বিধবা ব্রাহ্মণের কন্যা পরিবেশন করিতেছেন। গৃহিণী ঠাকুরাণী বসিয়া তাঁহাদিগকে ভোজন করাইতেছেন। চন্দ্রনাথ কহিলেন মা! বাবার কথা কিছু শুনিয়াছ?

মাতাঠাকুরাণী কহিলেন কেন কর্ত্তা ভাল আছেন ত? তিনি হরিনামে মত্ত হইয়া শ্রীনবদ্বীপে আছেন। তোমরা কেন তাঁহাকে এখানে আন না।

দেবীদাস কহিলেন মা! কর্ত্তা ভাল আছেন কিন্তু যেরূপ শুনিতেছি তাহাতে তাঁহার ভরসা আর নাই। বরং তাঁহাকে এখানে আনিলে আমাদের সমাজে পতিত হইতে হইবে।

মাতাঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করিলেন কর্ত্তার কি হইয়াছে। আমি সেদিন বড় গোস্বামীদের বধূর সহিত গঙ্গাতীরে অনেক কথাবার্ত্তা করিয়াছিলাম। তিনি কহিলেন আপনার কর্ত্তার বিশেষ সুমঙ্গল হইয়াছে। তিনি বৈষ্ণবদের মধ্যে বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছেন।

দেবীদাস কহিলেন সম্মান লাভ করিয়াছেন, আমাদের মাথা করিয়াছেন! এই বৃদ্ধ বয়সে ঘরে থাকিয়া আমাদের সেবা গ্রহণ করিবেন, না এখন তিনি কৌপীনধারীদের উচ্ছিষ্ট খাইয়া আমাদের উচ্চবংশে কলঙ্ক আরোপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হায়রে কলি! এত দেখিয়া শুনিয়া বাবার কি বুদ্ধি হইল?

মাতাঠাকুরাণী কহিলেন তবে তাঁহাকে এখানে আনিয়া একটী গুপ্ত স্থানে রাথ এবং বুঝাইয়া সুঝাইয়া মত ফিরাইয়া দেও।

চন্দ্রনাথ বলিলেন ইহা বই আর কি করা যাইতে পারে; দেবী ২।৪ টী লোক সঙ্গে গোদ্রুমে গোপনে গোপনে গিয়া কর্ত্তা মহাশয়কে এখানে আনুন।

দেবী কহিলেন, আপনারা ত জানেন কর্ত্তা মহাশয় আমাকে নাস্তিক বলিয়া অনাদর করেন। আমি গেলে পাছে কোন কথা না কন তাহাই ভাবিতেছি।

দেবীদাসের মামাত ভাই শম্ভুনাথ কর্ত্তার প্রিয়। শম্ভুনাথ কর্ত্তার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া অনেকদিন সেবা করিয়াছে। স্থির হইল যে দেবীদাস ও শম্ভুনাথ দুই জনে গোদ্রুমে যাইবেন। গোদ্রুমে একটী ব্রাহ্মণ বাটীতে বাসা স্থির করিবার জন্য একটী চাকর সেই দিবসেই প্রেরিত হইল।

পরদিবস আহারান্তে শম্ভুনাথ ও দেবীদাস গোদ্রুম যাত্রা করিলেন। নিরূপিত বাটীতে শিবিকাদ্বয় হইতে তাঁহারা নাবিয়া বেহারাদিগকে বিদায় করিলেন। তথায় একজন পাচক ব্রাহ্মণ ও দুইটী সেবক রহিল।

সন্ধ্যার সময় দেবীদাস ও শম্ভুনাথ ধীরে ধীরে শ্রীপ্রদ্যুম্ন কুঞ্জে যাত্রা করিলেন। দেখেন যে শ্রীসুরভি চবুতারার উপর একটি পদ্মাসনে কর্ত্তা মহাশয় বসিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করত মালা লইয়া হরিনাম করিতেছেন। দ্বাদশ-তিলক সর্ব্বাঙ্গে শোভা পাইতেছে। শম্ভুনাথ ও দেবীদাস ধীরে ধীরে চবুতারার উপর উঠিয়া কর্ত্তা মহাশয়ের চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। লাহিড়ী মহাশয় সচকিত হইয়া নয়ন উন্মীলন করতঃ কহিলেন কেনরে শম্ভু এখানে কি মনে করিয়া আসিয়াছিস্? দেবি ভাল আছ ত?

উভয়েই নম্রভাবে কহিলেন আপনকার আশীর্ব্বাদে আমরা সকলেই ভাল আছি।

লাহিড়ী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কি আহারাদি করিবে? তাঁহারা উত্তরে বলিলেন আমরা বাসা করিয়াছি, সে বিষয়ে আপনি কিছু চিন্তা করিবেন না।

এমত সময়ে শ্রীপ্রেমদাস বাবাজীর মাধবী মালতী মণ্ডপে একটী হরিধ্বনি হইল। শ্রীবৈষ্ণবদাস বাবাজী নিজ কুটীর হইতে বাহির হইয়া লাহিড়ী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন শ্রীপরমহংস বাবাজী মহাশয়ের মণ্ডপে হরিধ্বনি কেন হইল। লাহিড়ী মহাশয় ও বৈষ্ণবদাস অগ্রসর হইয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখেন যে অনেকগুলি বৈষ্ণব আসিয়া হরিধ্বনি দিয়া বাবাজী মহাশয়কে প্রদক্ষিণ করিতেছেন। ইহাঁরাও তথায় উপস্থিত হইলেন। সকলেই পরমহংস বাবাজী মহাশয়কে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া মণ্ডপের উপর বসিলেন। দেবীদাস ও শম্ভুনাথ মণ্ডপের একপার্শ্বে " হংস মধ্যে বকো যথা " বসিয়া থাকিলেন।

একজন বৈষ্ণব বলিয়া উঠিলেন আমরা কণ্টক নগর হইতে আসিয়াছি। শ্রীনবদ্বীপ মায়াপুর দর্শন এবং পরমহংস বাবাজী মহাশয়ের চরণ রেণু গ্রহণ করা আমাদের মুখ্য তাৎপর্য্য। পরমহংস বাবাজী মহাশয় লজ্জিত হইয়া বলিলেন " আমি অতি পামর, আমাকে পবিত্র করিবার জন্য আপনাদের আগমন। " অতি অল্প কালের মধ্যেই প্রকাশ হইল যে তাঁহারা সকলেই হরিগুণ গানে পটু। তৎক্ষণাৎ মৃদঙ্গ করতাল আনীত হইল। সমাগত বৈষ্ণবদিগের মধ্যে একটী প্রাচীন ব্যক্তি নিম্নলিখিত প্রার্থনা পদটী গান করিতে লাগিলেন;—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্র প্রভু নিত্যানন্দ।
গদাই অদ্বৈতচন্দ্র গৌরভক্তবৃন্দ ॥
অপার করুণাসিন্ধু বৈষ্ণব ঠাকুর।
মো হেন পামরে দয়া করহ প্রচুর ॥
জাতি বিদ্যা ধন জন মদে মত্ত জনে।
উদ্ধার কর হে নাথ কৃপা বিতরণে ॥
কনক কামিনী লোভ প্রতিষ্ঠা বাসনা।
ছাড়াইয়া শোধ মোরে এ মোর প্রার্থনা ॥
নামে রুচি জীবে দয়া বৈষ্ণবে উল্লাস।
দয়া করি দেহ মোরে ওহে কৃষ্ণদাস ॥
তোমার চরণ ছায়া এক মাত্র আশা।
জীবনে মরণে মাত্র আমার ভরসা ॥

এই পদটী সমাপ্ত হইলে লাহিড়ী মহাশয়ের রচিত একটি প্রার্থনা পদ তিনি গান করিলেন ;—

মিছে মায়া বশে, সংসার সাগরে, পড়িয়াছিলাম আমি।
করুণা করিয়া, দিয়া পদছায়া, আমারে তারিলে তুমি॥
শুন শুন বৈষ্ণব ঠাকুর।
তোমার চরণে, সঁপিয়াছি মাথা, মোর দুঃখ কর দূর।
জাতির গৌরব, কেবল রৌরব, বিদ্যা সে অবিদ্যা কলা।
শোধিয়া আমায়, নিতাই চরণে, সঁপহে যাউক জ্বালা॥
তোমার কৃপায়, আমার জিহ্বায়, স্ফুরুক যুগল নাম।
কহে কালীদাস, আমার হৃদয়ে, জাগুক শ্রীরাধাশ্যাম॥

এই পদটী সকলে মিলিয়া গান করিতে করিতে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে "জাগুক্ শ্রীরাধাশ্যাম" এই অংশটী পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করিতে করিতে উদ্দণ্ড নৃত্য হইতে লাগিল। নাচিতে নাচিতে কএকটী ভাবুক বৈষ্ণব প্রেমে অচেতন হইয়া পড়িলেন তখন একটী কি অপূর্ব্ব ব্যাপার হইল তাহা দেখিয়া দেবীদাস মনে মনে বিচার করিলেন যে তাঁহার পিতা এখন পরমার্থে মগ্ন হইয়াছেন। তাঁহাকে বাটী লইয়া যাওয়া কঠিন হইবে। প্রায় মধ্যরাত্রে ঐ সভা ভঙ্গ হইল। সকলেই পরস্পর অভ্যর্থনা পূর্ব্বক নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন। দেবী ও শম্ভু কর্ত্তার আজ্ঞা লইয়া নিজ বাসায় গমন করিলেন।

পর দিবস আহারান্তে দেবী ও শম্ভু, লাহিড়ী মহাশয়ের কুটীরে প্রবেশ করিলেন। লাহিড়ী মহাশয়কে দণ্ডবৎ করিয়া দেবীদাস বিদ্যারত্ন নিবেদন করিলেন।

আমার প্রার্থনা এই যে আপনি এখন শান্তিপুরের বাটীতে থাকেন। এখানে বহুবিধ কষ্ট হইতেছে। বাটীতে আমরা সকলে আপনার সেবা করিয়া সুখী হইব। আজ্ঞা করেন ত একটী নির্জ্জন খণ্ড আপনার জন্য প্রস্তুত করা যায়।

লাহিড়ী মহাশয় কহিলেন তাহা মন্দ নয়, কিন্তু এস্থানে যেরূপ সাধু সঙ্গে আছি শান্তিপুরে সেরূপ হইবে না। দেখ, তুমি জান শান্তিপুরের লোকেরা যেরূপ নিরীশ্বর ও নিন্দাপ্রিয় সে স্থানে মনুষ্যের বাসের সুখ নাই। অনেক-গুলি ব্রাহ্মণ আছেন বটে, কিন্তু তন্তুবায়ের সংসর্গে তাঁহাদের বুদ্ধি অসরল হইয়া পড়িয়াছে। পাতলা কাপড়, লম্বা লম্বা কথা ও বৈষ্ণব নিন্দা এই তিনটী

শান্তিপুর বাসীদিগের লক্ষণ। প্রভু অদ্বৈতের বংশধরেরা তথায় কত কষ্টে আছেন। সঙ্গ দোষে তাঁহারাও প্রায় মহাপ্রভুর বিরোধী। অতএব আমাকে তোমরা এই গোদ্রুম ধামেই যত্ন করিয়া রাখ, আমার এই ইচ্ছা।

দেবীদাস কহিলেন পিতঃ! আপনি যাহা বলিতেছেন সত্য। আপনি শান্তিপুরের লোকের সহিত কেন ব্যবহার করিবেন। নির্জ্জন খণ্ডে আপনার স্বধর্ম্ম আচরণপূর্ব্বক সন্ধ্যা বন্দনাদি করিয়া দিন যাপন করিবেন। ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম্মই ব্রাহ্মণের নিত্য ধর্ম্ম। তাহাতেই মগ্ন থাকা আপনার ন্যায় মহাত্মা লোকের কর্ত্তব্য।

লাহিড়ী মহাশয় কহিলেন বাবা! সে দিন আর নাই। কএক মাস সাধুসঙ্গ করিয়া ও শ্রীগুরুদেবের নিকট উপদেশ পাইয়া আমার মত অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তোমরা যাহাকে নিত্যধর্ম্ম বল আমি তাহাকে নৈমিত্তিক ধর্ম্ম বলি। হরিভক্তিই জীবের একমাত্র নিত্যধর্ম্ম। সন্ধ্যা বন্দনাদি বস্তুতঃ নৈমিত্তিক ধর্ম্ম।

দেবীদাস কহিলেন। পিতঃ! আমি কোন শাস্ত্রে এরূপ দেখি নাই। সন্ধ্যা বন্দনাদি কি হরি ভজন নয়। যদি হরি ভজন হয় তবে তাহাও নিত্যধর্ম্ম। সন্ধ্যা বন্দনাদির সহিত কি শ্রবণ কীর্ত্তনাদি বৈধী ভক্তির কোন প্রভেদ আছে?

লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন, বাপু! কর্ম্মকাণ্ডের সন্ধ্যা বন্দনাদি ও বৈধী ভক্তিতে বিশেষ ভেদ আছে। কর্ম্ম কাণ্ডের সন্ধ্যা বন্দনাদি মুক্তিলাভের জন্য অনুষ্ঠিত হয়। হরি ভজনের শ্রবণ কীর্ত্তনাদির কোন নিমিত্ত নাই। তবে যে সকল শ্রবণ কীর্ত্তনাদির ফল শাস্ত্রে দেখিতে পাও সে সকল কেবল বহির্ম্মুখ লোকের রুচি উৎপত্তি করিবার জন্য। হরি ভজনের হরি সেবা ব্যতীত অন্য ফল নাই। হরিভজনের রতি উৎপত্তি করাই বৈধ অঙ্গের মুখ্য ফল।

দেবীদাস কহিলেন পিতঃ! তবে হরি ভজনের অঙ্গ সকলের গৌণ ফল আছে বলিয়া মানিতে হইবে।

লা। সাধক ভেদে গৌণ ফল আছে। বৈষ্ণবের সাধন ভক্তি কেবল সিদ্ধ ভক্তি উদয় করিবার জন্য। অবৈষ্ণবের সেই সকল অঙ্গ সাধনে দুইটি তাৎপর্য্য আছে অর্থাৎ ভোগ ও মোক্ষ। সাধন ক্রিয়ায় আকার ভেদ দেখা যায় না। কিন্তু নিষ্ঠাভেদই মূল। কর্ম্মাঙ্গে কৃষ্ণ পূজা করিয়া চিত্ত শোধন ও মুক্তি অথবা যোগ শান্তি বা পার্থিব ফল পাইয়া থাকে। ভক্ত্যঙ্গে সেই পূজাদ্বারা কেবল কৃষ্ণনামে রতি উৎপত্তি করায়। কর্ম্মীদিগের একাদশী ব্রতে পাপ নষ্ট হয়। ভক্তদিগের একাদশী ব্রতের দ্বারা হরিভক্তি বৃদ্ধি হয়। দেখ কত ভেদ! কর্ম্মাঙ্গ

ও ভক্ত্যঙ্গের যে সূক্ষ্ম ভেদ তাহা কেবল ভগবৎ কৃপা হইলেই জানা যায়। কর্ম্মীগণ গৌণ ফলে আবদ্ধ হন। ভক্তগণ মুখ্য ফল লাভ করেন। যত প্রকার গৌণ ফল আছে সে সকল দুই প্রকার মাত্র, ভুক্তি ও মুক্তি।

দে। তবে শাস্ত্রে কেন গৌণ ফলের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন?

লা। জগতে দুই প্রকার লোক অর্থাৎ উদিত-বিবেক ও অনুদিত-বিবেক। অনুদিত-বিবেক ব্যক্তিগণ একটা উপস্থিত ফল না দেখিলে কোন সৎকার্য্য করে না। তাহাদের জন্য গৌণ ফলের মাহাত্ম্য বর্ণন। শাস্ত্রের এ তাৎপর্য্য নয় যে তাহারা গৌণ ফলে সন্তুষ্ট থাকুক্। শাস্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে গৌণ ফল দেখিয়া আকৃষ্ট হইলে, স্বল্পকালের মধ্যেই সাধু কৃপায় মুখ্য ফলের পরিচয় ও ক্রমে তাহাতে রুচি হইবে।

দে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন প্রভৃতি কি অনুদিত-বিবেক?

লা। না তাঁহারা স্বয়ং মুখ্য ফলের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, কেবল অনুদিত-বিবেক লোকের জন্য তাঁহারা ব্যবস্থা করিয়াছেন।

দে। কোন কোন শাস্ত্রে কেবল গৌণ ফলের কথা দেখা যায়, মুখ্য ফলের উল্লেখ নাই। ইহার তাৎপর্য্য কি?

লা। শাস্ত্র মানবদিগের ত্রিবিধ অধিকার ভেদে ত্রিবিধ। সত্বগুণ বিশিষ্ট মানবের জন্য সাত্বিক শাস্ত্র। রজোগুণ বিশিষ্ট মানবের জন্য রাজসিক শাস্ত্র। তমোগুণ বিশিষ্ট মানবের জন্য তামসিক শাস্ত্র।

দে। তাহা হইলে শাস্ত্রের কোন কথায় বিশ্বাস করা যায় এবং কি উপায় দ্বারা নিম্নাধিকারীর উচ্চগতি হইতে পারে?

লা। মানবগণের অধিকার ভেদে স্বভাব ভেদ ও শ্রদ্ধা ভেদ। তামসিক মানবের স্বভাবতঃ তামসিক শাস্ত্রে শ্রদ্ধা। রাজসিক মানবের স্বভাববশতঃ রাজসিক শাস্ত্রে শ্রদ্ধা। সাত্বিক জনের স্বভাবত সাত্বিক শাস্ত্রে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধানুসারে সহজেই বিশ্বাস হইয়া থাকে। শ্রদ্ধার সহিত নিজ অধিকার মত কর্ম্ম করিতে করিতে সাধুসঙ্গবলে উচ্চাধিকার জন্মে। উচ্চাধিকার জন্মিলেই স্বভাব পুনরায় উচ্চ হয় ও তদুচিত শাস্ত্রে শ্রদ্ধা হয়। শাস্ত্রকারেরা অভ্রান্ত পণ্ডিত ছিলেন। শাস্ত্র এরূপ গঠন করিয়াছেন, যে স্বীয় অধিকার নিষ্ঠাতেই ক্রমশ উচ্চ অধিকার জন্মে। পৃথক্ পৃথক্ শাস্ত্রে এই জন্যই পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থা। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাই সমস্ত মঙ্গলের হেতু। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শাস্ত্রই সকলপ্রকার শাস্ত্রের মীমাংসা তাহাতে এই সিদ্ধান্ত স্পষ্ট আছে।

দে। আমি বাল্যকাল হইতে অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি। কিন্তু অদ্য আপনার কৃপায় একটী অপূর্ব্ব তাৎপর্য্য বোধ হইল।

লা। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে :—

অণুভ্যশ্চ বৃহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ।
সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্‌পদঃ॥

বাপু, আমি তোমাকে নাস্তিক বলিতাম। এখন আর কোন লোকের নিন্দা করি না। কেননা অধিকার নিষ্ঠাতে কোন নিন্দা নাই। সকলেই আপন আপন অধিকারে থাকিয়া কার্য্য করেন। সময় হইলে ক্রমশঃ উন্নত হইবেন। তুমি তর্কশাস্ত্র ও কর্ম্মশাস্ত্রে পণ্ডিত আছ। অতএব তোমার অধিকার-গত-বাক্যে তোমার দোষ নাই।

দে। আমার যতদূর জানা ছিল তাহাতে বোধ হইত যে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে পণ্ডিত নাই। বৈষ্ণবগণ কেবল শাস্ত্রের একাংশ দেখিয়া গোঁড়ামি করিয়া থাকেন। কিন্তু আপনি আজ যাহা বলিলেন ইহাতে বোধ হয় যে বৈষ্ণবদিগের মধ্যে সারগ্রাহী লোক আছেন। আপনি কি ইদানী কোন মহাত্মার নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন ?

লা। বাপু! আমাকে আজকাল গোঁড়া বৈষ্ণব বা যাহা বলিতে ইচ্ছা হয় বল। আমার গুরুদেব ঐ অপর কুটীরে ভজন করেন। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য আমাকে বলিয়াছেন, তাহাই তোমাকে বলিলাম। তুমি যদি তাঁহার চরণে কিছু শিক্ষা করিতে চাও ভক্তিভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর। চল আমি তোমাকে তাঁহার পরিচিত করিয়া দিই। এই কথা বলিয়া লাহিড়ী মহাশয় দেবী বিদ্যারত্নকে শ্রীবৈষ্ণবদাসের কুটীরে লইয়া তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দিলেন। লাহিড়ী মহাশয় দেবীকে তথায় রাখিয়া নিজ কুটীরে আসিয়া নাম করিতে লাগিলেন।

শ্রীবৈ। বাবা! তোমার পড়া শুনা কি হইয়াছে ?

দে। ন্যায় শাস্ত্রের মুক্তিপাদ ও সিদ্ধান্ত কুসুমাঞ্জলী পর্য্যন্ত পড়িয়াছি। স্মৃতি শাস্ত্রের সমস্ত গ্রন্থই পড়িয়াছি।

শ্রীবৈ। তুমি তবে শাস্ত্রে অনেক পরিশ্রম করিয়াছ ? শাস্ত্রে যে পরিশ্রম করিয়াছ তাহার ফলের পরিচয় দেও ?

দে। অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তিরেব মুক্তিঃ। এই মুক্তির জন্য সর্ব্বদা প্রয়াস করা উচিত। আমি স্বধর্ম্ম নিষ্ঠার সহিত সেই মুক্তিই অন্বেষণ করিতেছি।

শ্রীবৈ। হাঁ এককালে আমিও ঐ সকল গ্রন্থ পড়িয়া তোমার ন্যায় মুমুক্ষু ছিলাম।

দে। মুমুক্ষুতা কি পরিত্যাগ করিয়াছেন?

শ্রীবৈ। বাবা! বল দেখি, মুক্তির আকার কি?

দে। ন্যায়শাস্ত্রের মতে জীব ও ব্রহ্মে নিত্যভেদ আছে অতএব ন্যায়ের মতে কি প্রকারে অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তি হয় তাহা স্পষ্ট নাই। বেদান্তমতে অভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানকে মুক্তি বলে। তাহাই একপ্রকার স্পষ্ট বুঝা যায়।

শ্রীবৈ। বাবা! আমি ১৫ বৎসর শাঙ্করী বেদান্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া এক বৎসর সন্ন্যাস করিয়াছিলাম। মুক্তির জন্য অনেক যত্ন করিয়াছি। শঙ্করের মতে যে চারিটী মহাবাক্য তাহা অবলম্বন পূর্ব্বক অনেকদিন নিদিধ্যাসন করিয়াছিলাম। পরে সে পন্থা অর্ব্বাচীন বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি।

দে। কিসে অর্ব্বাচীন বলিয়া জানিলেন?

শ্রীবৈ। বাবা! কৃতকর্ম্মা লোক নিজের পরীক্ষা সহজে অপরকে বলিতে পারে না। অপরে তাহাই বা কিরূপে বুঝিবে?

দেবীদাস দেখিলেন যে শ্রীবৈষ্ণবদাস মহাপণ্ডিত, সরল ও মহাবিজ্ঞ। দেবীদাস বেদান্ত পড়েন নাই। মনে করিলেন যদি ইনি কৃপা করেন তবে আমার বেদান্ত অধ্যয়ন হয়। এই মনে করিয়া বলিলেন, আমি কি বেদান্ত পড়িবার যোগ্য?

শ্রীবৈ। তোমার যেরূপ সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তাহাতে তুমি অনায়াসে শিক্ষক পাইলে বেদান্ত পড়িতে পার।

দে। আপনি কৃপা করিয়া যদি আমাকে পড়ান তবে আমি পড়ি।

শ্রীবৈ। আমার কথা এই যে আমি অকিঞ্চন বৈষ্ণবদাস। পরমহংস বাবাজী মহাশয় আমাকে কৃপা করিয়া সর্ব্বদা হরিনাম করিতে বলিয়াছেন, আমি তাহাই করিয়া থাকি। সময় অল্প। বিশেষতঃ জগদ্গুরু শ্রীস্বরূপ গোস্বামী বৈষ্ণবদিগকে শারীরক ভাষ্য পড়িতে বা শুনিতে নিষেধ করিয়াছেন, শুনিয়া আমি আর শাঙ্কর ভাষ্য পড়ি না বা পড়াই না। তবে জীবলোকের আদি গুরু শ্রীশচীনন্দন শ্রীসার্ব্বভৌমকে বেদান্ত সূত্র ভাষ্য বলিয়াছেন তাহা এখন ও অনেক বৈষ্ণবের নিকট কড়চা আকারে লেখা আছে। তাহা তুমি নকল করিয়া লইয়া পড় ত আমি তোমার সাহায্য করিতে পারি। তুমি কাঞ্চনপল্লীবাসী শ্রীমৎ কবিকর্ণপুরের গৃহ হইতে উক্ত কড়চা আনাইয়া লও।

দে। আমি যত্ন করিব। আপনি বেদান্তে মহা পণ্ডিত। আপনি সরলতার সহিত আমাকে বলুন, বৈষ্ণব ভাষ্য পড়িয়া বেদান্তের যথার্থ অর্থ পাইব কিনা?

শ্রীবৈ। আমি শাঙ্করভাষ্য পড়িয়াছি ও পড়াইয়াছি। শ্রীভাষ্যপ্রভৃতি কএকখানি ভাষ্য পড়িয়াছি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ যে শ্রীগোপীনাথাচার্য্যের প্রদত্ত মহাপ্রভুর সূত্রার্থ ব্যাখ্যা পড়িয়া থাকেন তাহা আপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট আমি কিছু দেখি নাই। ভগবৎ কৃত সূত্রার্থে কোন মত-বাদ নাই। উপনিষদ্ বাক্যে যে সকল অর্থ সংগ্রহ করা যায় সে সমুদয় যথাযথ ঐ সূত্র ব্যাখ্যায় পাওয়া যায়। সূত্র ব্যাখ্যাটী কেহ যদি রীতিমত গ্রন্থিত করেন তাহাহইলে আর কোন ভাষ্য বিদ্বৎ সভায় আদৃত হইবে না।

এই কথা শুনিয়া দেবী বিদ্যারত্ন উল্লসিতচিত্তে শ্রীবৈষ্ণবদাসকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া পিতার কুটীরে পুনরায় প্রবেশ করিয়া পিতার চরণে সমস্ত কথা নিবেদন করিলেন। পিতা আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন দেবি! অনেক পড়িয়াছ শুনিয়াছ বটে, এখন জীবের সদ্গতি অন্বেষণ কর।

দে। পিতঃ! আমি অনেক আশার সহিত আপনাকে শ্রীগোদ্রুম হইতে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছি। কৃপা করিয়া একবার বাটী গেলে সকলেই চরিতার্থ হন। বিশেষতঃ জননী ঠাকুরাণীর ইচ্ছা যে আপনার চরণ একবার দর্শন করেন।

লা। আমি বৈষ্ণব চরণ আশ্রয় করিয়াছি। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে ভক্তি-প্রতিকূল গৃহে আর গমন করিব না। তোমরা সকলে আগে বৈষ্ণব হও, তবে আমাকে লইয়া যাইবে।

দে। পিতঃ! এ কথাটা কিরূপ আজ্ঞা করিলেন। আমাদের গৃহে ভগবৎ-সেবা আছে। আমরা হরিনামের অনাদর করি না। অতিথি বৈষ্ণব সেবা করিয়া থাকি। আমরা কি বৈষ্ণব নই।

লা। যদিও বৈষ্ণবদের ক্রিয়া ও তোমাদের ক্রিয়াতে ঐক্য আছে তথাপি তোমরা বৈষ্ণব নহ।

দে। পিতঃ! কি হইলে বৈষ্ণব হইতে পারি?

লা। নৈমিত্তিকভাব ত্যাগ করিয়া নিত্যধর্ম্ম আশ্রয় করিলে বৈষ্ণব হইতে পার।

দে। আমার একটী সংশয় আছে। আপনি ভাল করিয়া মীমাংসা করিয়া দিন। বৈষ্ণবেরা যে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদ-সেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন করেন, তাহাতে ও যথেষ্ট জড় মিশ্র কর্ম্ম আছে। সে সকল বা কেন নৈমিত্তিক না হয়। এ বিষয়ে আমি কিছু পক্ষপাতিত্ব দেখিতেছি। শ্রীমূর্ত্তি সেবা, উপবাস, জড় দ্রব্যের দ্বারা পূজা এ সমস্তই স্থূল, কিরূপে নিত্য হইতে পারে।

লা। বাপু! এ কথাটা বুঝিতে আমারও অনেক দিন লাগিয়াছিল। তুমি

ভাল করিয়া বুঝিয়া লও। মনুষ্য দুই প্রকার ঐহিক ও পারমার্থিক। ঐহিক মানবগণ কেবল ঐহিক সুখ, ঐহিক মান ও ঐহিক উন্নতি অনুসন্ধান করে। পারমার্থিক মানবগণ তিন প্রকার অর্থাৎ ঈশানুগত, জ্ঞান-নিষ্ঠ ও সিদ্ধিকামী। সিদ্ধিকামী লোকগণ কর্ম্ম কাণ্ডের ফলভোগে নিরত। কর্ম্মের দ্বারা অলৌকিক ফল উদয় করিতে চায়। যাগ, যজ্ঞ ও যোগই ইহাদের ফলোদয়ের উপায়। ইহাদের মতে ঈশ্বর থাকিলেও তিনি কর্ম্মবশ। বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিগণ ঐ শ্রেণীভুক্ত। জ্ঞান-নিষ্ঠ ব্যক্তিগণ জ্ঞানচর্চ্চার দ্বারা আপনাদের ব্রহ্মতা উদয় করিতে যত্ন করেন। ঈশ্বর বলিয়া কেহ থাকুন না থাকুন, উপায়কালে একটী ঈশ্বর কল্পনা করত তাঁহার ভক্তি করিতে করিতে ক্রমশঃ জ্ঞান ফল পাইয়া থাকেন। জ্ঞান ফল পাইলে আর উপায়-কালীয় ঈশ্বরের আবশ্যকতা থাকে না। ঈশভক্তি ফলকালে জ্ঞানাকারে পরিণত। এই মতে ঈশ্বরের ও ঈশভক্তির নিত্যতা নাই। ঈশানুগত পুরুষেরা তৃতীয় শ্রেণীর পারমার্থিক। ইঁহারাই বস্তুত পরমার্থ অনুসন্ধান করেন। ইঁহাদের মতে একটী অনাদি অনন্ত ঈশ্বর আছেন। তিনি স্বীয় শক্তি ক্রমে জীব ও জড় সৃষ্টি করিয়াছেন। জীব সকল তাঁহার নিত্যদাস। তাঁহার প্রতি নিত্য আনুগত্য ধর্ম্মই জীবের নিত্য ধর্ম্ম। জীব নিজ বলে কিছু করিতে পারে না। কর্ম্মদ্বারা জীবের কোন নিত্য ফল হয় না। জ্ঞানদ্বারা জীবের নিত্য ফল বিকৃত হয়। অনুগত হইয়া ঈশ্বরকে সেবা করিলে ঈশ্বরের কৃপাতেই জীবের সর্ব্বার্থ সিদ্ধি। পূর্ব্বকার দুই শ্রেণীর নাম কর্ম্মকাণ্ডী ও জ্ঞান কাণ্ডী। তৃতীয় শ্রেণী কেবল ঈশ ভক্ত। জ্ঞানকাণ্ডী ও কর্ম্মকাণ্ডী কেবল আপনাদিগকে পারমার্থিক বলিয়া অভি-মান করে। বস্তুতঃ তাহারা ঐহিক। অতএব নৈমিত্তিক। তাহাদের যত প্রকার ধর্ম্ম চর্চ্চা সমস্তই নৈমিত্তিক।

সম্প্রতি শৈব, শাক্ত, গাণপত্য ও সৌর ইহারা জ্ঞানকাণ্ডের অধীন। ইহারা যে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করে সে কেবল মুক্তি ও অবশেষে অভেদব্রহ্ম সম্পত্তি পাইবার আশায় করিয়া থাকে। যাঁহাদের শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে ভুক্তি মুক্তি আশা নাই, তাঁহারা সেই সেই মূর্ত্তিতে বিষ্ণু সেবাই করিয়া থাকেন। ভগবন্মূর্ত্তি নিত্য চিন্ময় ও সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন। উপাস্য তত্ত্বকে যদি ভগবান না বলা যায় তবে অনিত্যের উপাসনা হয়। বাপু! তোমাদের যে ভগবন্মূর্ত্তি-সেবা, তাহাও পারমার্থিক নয়। কেননা তোমরা ভগবানের নিত্যমূর্ত্তি স্বীকার কর না। অতএব ঈশানুগত নও। এখন বোধ হয় তুমি নিত্য ও নৈমিত্তিক উপাসনার ভেদ জানিতে পারিলে?

দে। হাঁ, যদি ভগবদ্বিগ্রহকে নিত্য না বলা যায় এবং শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন করা যায়, তাহা হইলে নিত্য বস্তুর উপাসনা হয় না। অনিত্য বস্তুর উপাসনা দ্বারা অন্য প্রকার নিত্য তত্ত্বের কি অনুসন্ধান হয় না।

লা। হইলেও তোমার উপাসনাকে আর নিত্যধর্ম্ম বলিতে পার না। বৈষ্ণব ধর্ম্মের নিত্য বিগ্রহে অর্চ্চনাদি নিত্য ধর্ম্ম।

দে। যে শ্রীবিগ্রহ পূজা করা যায় তাহা মানবকৃত মূর্ত্তি। তাহাকে কিরূপে নিত্য মূর্ত্তি বলিব ?

লা। বৈষ্ণব পূজ্য বিগ্রহ সেরূপ নয়। আদৌ ভগবান্ ব্রহ্মের ন্যায় নিরাকার নন। তিনি সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট। সেই শ্রীমূর্ত্তিই পূজনীয়। সেই শ্রীমূর্ত্তি প্রথমে জীবের চিদ্বিভাগে প্রতিভাত হইয়া মনে উদয় হয়। মন হইতে নির্ম্মিত শ্রীমূর্ত্তিতে ভক্তিযোগে তাহা আবির্ভূত হইয়া পড়ে। তখন ভক্ত তদ্দৃষ্টে হৃদয়ে যে চিন্ময় মূর্ত্তি দেখেন তাহার সহিত শ্রীমূর্ত্তির একতা করিয়া থাকেন। জ্ঞানবাদীদিগের পূজিত বিগ্রহ সেরূপ নয়। তাহাদের মতে একটী পার্থিব তত্ত্বে ব্রহ্মতা কল্পিত হইয়া পূজা কাল পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকে। পরে সে মূর্ত্তি পার্থিব বস্তু বই আর কিছুই নয়। এখন গাঢ় রূপে উভয় মতের অর্চ্চনাদির ভেদ আলোচনা কর। গুরুদেবের কৃপায় যখন বৈষ্ণব দীক্ষা পাওয়া যায়, তখন ফল দৃষ্টে এই পার্থক্যের বিশেষ উপলব্ধি হইয়া পড়ে।

দে। আমি এখন দেখিতেছি বৈষ্ণবদের কেবল গোঁড়ামি নয়। তাঁহারা অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী। শ্রীমূর্ত্তি উপাসনা ও পার্থিব বস্তুতে ঈশ্বর জ্ঞান পরস্পর অত্যন্ত পৃথক্। কার্য্যে ভেদ কিছুই দেখিনা। নিষ্ঠাতে বিশেষ ভেদ আছে। এ বিষয়ে আমি কিছুদিন চিন্তা করিব। পিতঃ! আমার একটা প্রধান খটকা মিটিয়া গেল। এখন আমি জোর করিয়া বলিতে পারি যে জ্ঞানবাদীদিগের উপাসনা কেবল ঈশ্বরের সহিত তঞ্চকতা মাত্র। ভাল একথা আবার আপনার শ্রীচরণে নিবেদন করিব। এই বলিয়া তখন দেবী বিদ্যারত্ন ও শম্ভু নিজ বাসায় চলিয়া গেলেন। অপরাহ্ণে উভয়ে আসিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু সে সব কথার অবকাশ ছিল না। নাম গানে সকলই সুখলাভ করিয়াছিলেন।

পরদিন অপরাহ্ণে পরমহংস বাবাজীর মণ্ডপে সকলেই বসিয়াছেন। দেবী বিদ্যারত্ন ও শম্ভু, লাহিড়ী মহাশয়ের নিকটে আছেন। এমত সময় ব্রাহ্মণ পুষ্করণীর কাজী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাজীকে দেখিয়া বৈষ্ণবগণ সম্মান করিয়া উঠিলেন। কাজী ও পরমানন্দে বৈষ্ণবদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া মণ্ডপে

বসিলেন। পরমহংস বাবাজী বলিলেন আপনারা ধন্য যেহেতু আপনারা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপাপাত্র চাঁদকাজীর বংশধর। আমাদিগকে কৃপা করিবেন। কাজী বলিলেন, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রসাদে আমরা বৈষ্ণবগণের কৃপাপাত্র হইয়াছি। আমাদের গৌরাঙ্গই প্রাণপতি। তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম না করিয়া আমরা কোন কার্য্য করি না।

লাহিড়ী মহাশয় মুসলমানদিগের ভাষায় বড় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কোরাণ সরিফের ৩০ সেফারা সমুদায় পড়িয়াছেন। সুফীদিগের অনেক গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি কাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে আপনাদের মতে মুক্তি কি?

কাজী কহিলেন আপনারা যাহাকে জীব বলেন তাহাকে আমরা রু বলি। সেই রু দুই অবস্থায় থাকে অর্থাৎ রু মুজর্‌রদী ও রু তর্‌কীবী। যাহাকে আপনারা চিৎ বলেন তাহাকেই আমরা মুজর্‌রদ্ বলি। যাহাকে আপনারা অচিৎ বলেন তাহাকে আমরা জিসম্ বলি। মুজর্‌রদ্ দেশ ও কালের অতীত। জিসম্ দেশও কালের অধীন। তর্‌কীবি রু বা বদ্ধজীব বাসনা, মন ও মলফুৎ অর্থাৎ জ্ঞানপূর্ণ। মুজররদী রু এই সমস্ত হইতে শুদ্ধ ও পৃথক্। আলম মিসাল বলিয়া যে চিন্ময় ভূমি আছে তথায় মুজররদী রু থাকিতে পারেন। ইস্ক্ অর্থাৎ প্রেমসমৃদ্ধিক্রমে রু শুদ্ধ হয়। পয়গম্বর সাহেবকে খোদা যে স্থানে লইয়া যান সেই স্থানে জিসম্ নাই কিন্তু সেখানেও রু বন্দা অর্থাৎ দাস ও ঈশ্বর খোদা অর্থাৎ প্রভু। অতএব বন্দা ও খোদা সম্বন্ধ নিত্য। শুদ্ধভাবে এই সম্বন্ধ লাভ করার নাম মুক্তি। কোরাণে এবং সুফীদিগের কেতাবে এই সকল আছে বটে, কিন্তু সকলেই তাহা বুঝিতে পারে না। গৌরাঙ্গ প্রভু কৃপা করিয়া চাঁদকাজী সাহেবকে এই কথা শিক্ষা দিয়াছেন; তদবধি আমরা শুদ্ধভক্ত হইয়াছি।

লা। কোরাণের মূল মত কি?

কা। কোরাণে যে বিহিস্ত্ বর্ণিত আছে তথায় কোন এবাদতের কথা নাই বটে কিন্তু তথায় জীবনই এবাদত। খোদাকে দর্শন করিয়া পরমসুখে তত্রস্থ লোক সকল সুখে মগ্ন থাকেন। একথা শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন।

লা। খোদার কি মূর্ত্তি কোরাণে পাওয়া যায়?

কা। কোরাণ বলেন খোদার মূর্ত্তি নাই! শ্রীগৌরাঙ্গ চাঁদকাজীকে বলিয়াছেন যে কোরাণে কেবল জিসমানি মূর্ত্তি নিষেধ। শুদ্ধ মুজর্‌রদী মূর্ত্তি নিষেধ নাই। সেই প্রেমময় মূর্ত্তি পয়গম্বর সাহেব নিজ অধিকার মতে দেখিয়াছিলেন। অন্যান্য রসের ভাব সকল অবগুণ্ঠিত ছিল।

লা। সুফীরা কি বলেন?

কা। তাঁহাদের মতে অনল্ হক্। অর্থাৎ আমি খোদা। আপনাদের অদ্বৈতবাদ ও মুসলমানের আসওয়াফ মত একই বটে।

লা। আপনারা কি সুফী?

কা। না আমরা শুদ্ধভক্ত। গৌরগত প্রাণ।

অনেক কথোপকথনের পর কাজী মহাশয় বৈষ্ণবদিগকে সম্মান করিয়া চলিয়া গেলেন। পরে হরি সঙ্কীর্ত্তনের পর সভা ভঙ্গ হইল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নিত্যধর্ম্ম ও জাতি বর্ণাদি ভেদ।

দেবীদাস বিদ্যারত্ন একজন অধ্যাপক। তাঁহার মনে বহুদিন হইতে এই বিশ্বাসটী চলিয়া আসিতেছে যে ব্রাহ্মণ বর্ণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কেহ পরমার্থী হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ জন্ম না পাইলে জীবের মুক্তি হয় না। জন্ম হইতেই ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্ব জন্মে। তিনি সে দিবস কাজি বংশধরের সহিত বৈষ্ণবদের কথোপকথন শুনিয়া মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন। কাজী সাহেব যে সকল তত্ত্বকথা বলিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তিনি প্রবেশ করিতে পারেন নাই। মনে মনে করিলেন যবন জাতি কি এক অদ্ভুত ব্যাপার। কথা শুনা যাহা বলে তাহার ও কোন অর্থ পাওয়া যায় না। ভাল, বাবা ত ফার্সি ও আরবী পড়িয়াছেন। তিনি অনেক দিন হইতে ধর্ম্মচর্চ্চাও করিতেছেন। তিনি যবনটাকে কেন এতদূর আদর করেন। যাহাকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়, তাহাকে কি বুঝিয়া শ্রীবৈষ্ণব দাস বাবাজী ও শ্রীপরমহংস বাবাজী মণ্ডপে বসাইয়া এত আদর করিলেন। সেই রাত্রেই বলিয়াছিলেন, শম্ভু! আমি এ বিষয়ে তর্কানল উঠাইয়া পাষণ্ড মত দগ্ধ করিব। যে নবদ্বীপে সার্ব্বভৌম ও শিরোমণি ন্যায়শাস্ত্র বিচার করিয়াছেন এবং রঘুনাথ স্মৃতি শাস্ত্র মন্থন পূর্ব্বক অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, সেই নবদ্বীপে আর্য্য ও যবনের মধ্যে এরূপ ব্যবহার। নবদ্বীপের অধ্যাপকগণ বোধ হয় এসব কথা অবগত নহেন। দুই এক দিনের মধ্যেই বিদ্যারত্ন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন!

তৃতীয় প্রহর বেলা। মেঘের দৌরাত্ম্যে সে দিবস অদিতিনন্দন একবারও পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারেন নাই। প্রাতে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি হইয়াছে। দেবী ও শম্ভু উপযুক্ত সময় পাইয়া দ্বাদশ দণ্ডের মধ্যেই খেচরান্ন ভোজন করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবদিগের মাধুকরী পাইতে বিলম্ব হইয়াছে। তথাপি তৃতীয় প্রহরের সময় প্রায় সকলেই প্রসাদ সেবা করিয়া মাধবী মালতী মণ্ডপের এক পার্শ্বে একটী প্রশস্ত কুটীরে নামের মালা লইয়া বসিলেন। পরমহংস বাবাজী, বৈষ্ণবদাস, শ্রীনৃসিংহপল্লী হইতে সমাগত পণ্ডিত অনন্তদাস, লাহিড়ী মহাশয় ও কুলিয়াবাসী যাদব দাস এই কয়জন বসিয়া নামানন্দে তুলসীমালা জপ করিতেছেন। এমত সময় বিদ্যারত্ন মহাশয় শ্রীসমুদ্রগড় নিবাসী চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন ও কাশীবাস নিবাসী চিন্তামণি ন্যায়রত্ন ও পূর্ব্বস্থলী নিবাসী কালীদাস বাচস্পতি এবং বিখ্যাতনামা কৃষ্ণচূড়ামণি তথায় উপস্থিত হইলেন। বৈষ্ণবগণ মহা সমাদরে ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে তথায় আসন দিয়া বসাইলেন। পরমহংস বাবাজী কহিলেন 'মেঘাচ্ছন্ন দিবসকে অনেকে দুর্দ্দিন বলেন, কিন্তু অদ্য আমাদের পক্ষে সুদিন হইয়াছে, কেননা গ্রামবাসী ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ কৃপা করিয়া আমাদের কুটীরে পদধূলি দিলেন। বৈষ্ণবগণ স্বভাবতঃ তৃণাদপি নীচ বলিয়া আপনাদিগকে জানেন অতএব বিপ্রচরণেভ্যো নমঃ বলিয়া প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আপনাদিগকে মানী পণ্ডিত জানিয়া আশীর্ব্বাদ করত বসিলেন। বিদ্যারত্ন তাঁহাদিগকে বিতর্কের জন্য প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছেন। ঐ সকল ব্রাহ্মণেরা লাহিড়ী মহাশয়ের অপেক্ষা অল্পবয়স বলিয়া লাহিড়ী মহাশয়কে প্রণাম করিলেন। লাহিড়ী মহাশয় এখন তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছেন, অতএব পণ্ডিতদিগের প্রণাম হাতে হাতে ফেরত দিলেন।

পণ্ডিতদিগের মধ্যে কৃষ্ণচূড়ামণি বাগ্মিতায় বিশেষ পটু। কাশী, মিথিলা প্রভৃতি অনেক স্থানে তর্ক করিয়া পণ্ডিতদিগকে পরাজয় করিয়াছেন। তিনি খর্ব্বাকৃতি, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ও গম্ভীর। তাঁহার চক্ষু দুইটী যেন নক্ষত্রের ন্যায় জ্বলিতেছিল। তিনিই বৈষ্ণবদিগের সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন।

আমরা আজ বৈষ্ণব দর্শন করিব বলিয়া আসিয়াছি। আপনাদের সমস্ত আচার আমরা প্রশংসা করি না, তথাপি আপনাদের একান্ত ভক্তি আমাকে ভাল লাগে। ভগবান্ বলিয়াছেন,

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্ ব্যবসিতো হি সঃ॥

এই ভগবদ্গীতার বচন আমাদের প্রমাণ। ইহার উপর নির্ভর করিয়া আজ আমরা সাধু দর্শন করিতে আসিয়াছি। কিন্তু আমাদের একটী অভিসন্ধি আছে। তাহা এই ; আপনারা যে ভক্তিছলে যবন সঙ্গ করেন তদ্বিষয়ে কিছু বিচার করিব। আপনাদের মধ্যে যিনি বিশেষ বিচার পটু তিনি অগ্রসর হউন।

চূড়ামণির এই কথা শুনিয়া বৈষ্ণবগণ দুঃখিত হইলেন। পরমহংস বাবাজী মহাশয় বলিলেন, আমরা মূর্খ; বিচারের কি জানি। আমাদের মহাজনগণ যাহা আচরণ করিয়াছেন আমরা সেই আচরণ করিয়া থাকি। আপনারা যে শাস্ত্রোপদেশ দিবেন তাহা মৌনভাবে শ্রবণ করিব।

চূড়ামণি কহিলেন এরূপ কথা কিরূপে চলিতে পারে। আপনারা হিন্দু সমাজে থাকিয়া অশাস্ত্রীয় আচার প্রচার করিলে জগৎ বিনষ্ট হইবে। অশাস্ত্রীয় আচার প্রচার করিবেন এবং মহাজনের দোহাই দিবেন এই বা কি ? কাহাকে মহাজন বলি, মহাজন যদি যথাশাস্ত্র আচরণ করেন ও শিক্ষা দেন তবেই তিনি মহাজন, নতুবা যাহাকে তাহাকে মহাজন বলিয়া 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা' এইরূপ বলিলে জগতের মঙ্গল কিরূপে সাধিত হইবে ?

চূড়ামণির সেই কথা শুনিয়া বৈষ্ণবগণ একটী পৃথক্ কুটীরে গিয়া পরামর্শ করিলেন। তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত হইল যে মহাজনের প্রতি যখন দোষারোপ হইতেছে, তখন ক্ষমতা থাকিলে বিচার করাই উচিত। পরমহংস বাবাজী বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন না। অনন্তদাস পণ্ডিত বাবাজী ন্যায়শাস্ত্রে পারদর্শী হইলেও শ্রীবৈষ্ণবদাস বাবাজীকে বিচার করিতে সকলেই অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে দেবী বিদ্যারত্নই এই লেঠা উপস্থিত করিয়াছেন। লাহিড়ী মহাশয় তন্মধ্যে ছিলেন। তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিলেন দেবীটা অত্যন্ত অভিমানী। সে দিবস কাজি সাহেবের সহিত ব্যবহার দৃষ্টে তাহার মনে কিছু হইয়াছে, তাহাতেই পণ্ডিতগুলিকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। বৈষ্ণবদাস পরমহংস বাবাজীর পদধূলি লইয়া বলিলেন 'বৈষ্ণব আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য ; অদ্য আমার পঠিত বিদ্যা সকল সার্থক হইবে।'

তখন মেঘ ছাড়িয়াছে। মালতী মাধবীমণ্ডপে একটী বিছানা হইল। একদিকে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ ও অপর দিকে বৈষ্ণব সকল বসিলেন। শ্রীগোদ্রুম ও শ্রীমধ্যদ্বীপস্থ আর আর পণ্ডিত বৈষ্ণব সকলকে তথায় আনা হইল। তন্নিকটস্থ অনেকগুলি বিদ্যার্থী পড়ুয়া ব্রাহ্মণ আসিয়া সভাস্থ হইলেন। সভাটী বড় মন্দ হইল না। প্রায় একশত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত একদিকে ও প্রায় দুইশত বৈষ্ণব

অন্য দিকে বসিলেন। বৈষ্ণবদিগের অনুমতি ক্রমে বৈষ্ণবদাস বাবাজী প্রশান্ত ভাবে সম্মুখে বসিলেন। তখন একটী আশ্চর্য্য ঘটনা হইল দেখিয়া বৈষ্ণবগণ বড়ই আহ্লাদিত হইয়া একবার হরিধ্বনি দিলেন। আশ্চর্য্য ঘটনা এই যে, একগুচ্ছ মালতীপুষ্প উপর হইতে শ্রীবৈষ্ণবদাসের মস্তকে পড়িল। বৈষ্ণবগণ বলিলেন এটী শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রসাদ বলিয়া জানুন।

কৃষ্ণ চূড়ামণি অপরদিকে বসিয়া একটু নাক শিঁটকাইয়া কহিলেন তাহাই মনে করুন। ফুলের কর্ম্ম নয়। ফলে পরিচয় হইবে।

অধিক আড়ম্বর না করিয়া বৈষ্ণবদাস কহিলেন অদ্য শ্রীনবদ্বীপে বারাণসীর ন্যায় একটী সভা পাওয়া গেল। বড়ই আনন্দের বিষয়। আমি যদিও বঙ্গবাসী বটে কিন্তু বহুকাল বারাণসী প্রভৃতি স্থানে বিদ্যাভ্যাস ও সভা বক্তৃতা করিয়া আমার বঙ্গভাষায় অভ্যাস লঘু হইয়াছে। আমি ইচ্ছা করি যে অদ্যকার সভায় সংস্কৃত ভাষায় প্রশ্নোত্তর হয়। চূড়ামণি যদিও শাস্ত্রে প্রকৃত পরিশ্রম করিয়াছেন, তথাপি কণ্ঠস্থ পাঠ ব্যতীত আর কিছু সংস্কৃত সহজে বলিতে পারেন না। তিনি বৈষ্ণবদাসের প্রস্তাবে একটু সঙ্কোচিত হইয়া কহিলেন "কেন বঙ্গদেশের সভায় বঙ্গভাষাই ভাল, আমি পশ্চিম দেশের পাণ্ডতের ন্যায় সংস্কৃত বলিতে পারিব না। তখন তাঁহার ভাব দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে চূড়ামণি বৈষ্ণবদাসের সহিত বিচার করিতে ভয় করিতেছেন। সকলেই একবাক্যে বৈষ্ণবদাস বাবাজীকে বঙ্গভাষা অবলম্বন করিতে বলিলে তিনি তাহাতে স্বীকার হইলেন।

চূড়ামণি পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন। জাতি নিত্য কিনা? যবন জাতি ও হিন্দুজাতি ইহারা পরস্পর পৃথক্ জাতি কিনা। হিন্দুগণ যবনগণের সহিত সংসর্গ করিলে পতিত হন কিনা?

বৈষ্ণবদাস বাবাজী উত্তর করিলেন ন্যায়শাস্ত্র মতে জাতি নিত্য বটে। সে জাতি কিন্তু মানবদিগের দেশ ভেদে জাতি ভেদকে লক্ষ্য করে না; গোজাতি ছাগজাতি, নরজাতি এই সকল ভেদ নিরূপণ করে।

চূড়ামণি বলিলেন হাঁ আপনি যাহা বলিতেছেন তাহাই বটে। কিন্তু হিন্দু ও যবনে কোন জাতি ভেদ আছে কিনা?

বৈষ্ণবদাস কহিলেন হাঁ, একপ্রকার জাতি ভেদ আছে, কিন্তু সে জাতি নিত্য নয়। নরজাতি একটী জাতি। কেবল ভাষাভেদে, দেশভেদে, পরিচ্ছদভেদে ও বর্ণাদিভেদে নরজাতির মধ্যে একটী জাতি-বুদ্ধি কল্পিত হইয়াছে।

চু। জন্ম দ্বারা কোন ভেদ নাই কি? না কেবল বস্ত্রাদি ভেদই হিন্দু ও যবনের ভেদ?

বৈ। জীবের কর্ম্মানুসারে উচ্চ নীচ বর্ণে জন্ম হয়। বর্ণভেদে মানবগণের কর্ম্মাধিকার পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটী বর্ণ। অপর সকলেই অন্ত্যজ।

চু। যবনগণ অন্ত্যজ কি না?

বৈ। হাঁ, তাঁহারা শাস্ত্রমতে অন্ত্যজ অর্থাৎ চাতুর্ব্বর্ণের বাহির।

চু। তাহা হইলে যবন কিরূপে বৈষ্ণব হইতে পারে এবং আর্য্যবৈষ্ণবগণই বা কিরূপে তাঁহাদের সহিত সঙ্গ করিতে পারেন?

বৈ। যাঁহার শুদ্ধ ভক্তি আছে তিনিই বৈষ্ণব। মানবমাত্রেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের অধিকারী। জন্মদোষে যবনদিগের পক্ষে বর্ণীদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে অধিকার না থাকিলেও সমস্ত ভক্তিপর্ব্বে তাহাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও ভক্তিকাণ্ডের যে সূক্ষ্ম ভেদ তাহা যে পর্য্যন্ত বিচারিত না হয়, সে পর্য্যন্ত শাস্ত্রার্থ বোধ হইয়াছে ইহা বলা যায় না।

চু। ভাল! কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্ত শুদ্ধ হইলে জ্ঞানাধিকার জন্মে। জ্ঞানীদিগের মধ্যে কেহ নির্ভেদ ব্রহ্মবাদী কেহ বা সবিশেষ বাদ স্বীকার পূর্ব্বক বৈষ্ণব হন। তাহা হইলে প্রথমে কর্ম্মাধিকার সমাপ্ত না করিলে কেহ বৈষ্ণব হইতে পারিবে না। মুসলমানের আদৌ কর্ম্মাধিকার নাই। সে কিরূপে ভক্ত্যধিকার লাভ করিতে পারে?

বৈ। অন্ত্যজ মানব দিগের ভক্ত্যধিকার আছে ইহা সর্ব্ব শাস্ত্রে স্বীকৃত। শ্রীভগবদ্গীতায় লিখিত আছে;—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিং॥

হে পার্থ! স্ত্রীগণ, বৈশ্য ও শূদ্রগণ এবং পাপযোনিতে যে সকল অন্ত্যজগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহারা যদি আমাকে কিছুমাত্র আশ্রয় করে তাহারাও পরাগতি লাভ করে। আশ্রয় করার অর্থ ভক্তি করা।

কাশীখণ্ডেও লিখিয়াছেন যথা;—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদিবেতরঃ।
বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোত্তমোত্তমঃ॥

নারদীয় পুরাণে ;—

শ্বপচোপি মহীপাল বিষ্ণুভক্তো দ্বিজাধিকঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনো যো যতিশ্চ শ্বপচাধিকঃ॥

চু। প্রমাণ বচন অনেক আছে। কিন্তু বিচারে কি পাওয়া যায় তাহা দেখাই আবশ্যক। দুর্জ্জাতিদোষ কিসের দ্বারা দূরিত হয়। জন্মদ্বারা যে দোষ সঙ্গ লইয়াছে, তাহা জন্মান্তর ব্যতীত কি দূর হইতে পারে?

বৈ। দুর্জ্জাতি দোষ প্রারব্ধকর্ম্ম তাহা ভগবন্নাম উচ্চারণে দূর হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে যথা ;—

যন্নাম সকৃৎ শ্রবণাৎ পুক্কশোপি বিমুচ্যতে সাক্ষাৎ।

পুনশ্চ ;—

নাতঃ পরং কর্ম্মনিবন্ধকৃন্তনং মুমুক্ষতাং তীর্থপদানুকীর্ত্তনাৎ।
ন যৎ পুনঃ কর্ম্মসু সজ্জতে মনো রজস্তমোভ্যাং কলিলং ততোহন্যথা॥

পুনশ্চ;—

অহো বত শ্বপচোঽতিগরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানুচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥

চু। তবে হরিনামোচ্চারী চণ্ডাল কেন যজ্ঞাদি না করিতে পারে?

বৈ। যজ্ঞাদি কর্ম্ম করণে ব্রাহ্মণগৃহে জন্মের প্রয়োজন। যেমত ব্রাহ্মণগৃহে জন্মলাভ করিয়াও সাবিত্র্য জন্ম না পাইলে কর্ম্মাধিকার হয় না, তদ্রূপ হরিনামাশ্রয়ে চণ্ডাল পরিশুদ্ধ হইলেও শৌক্রজন্ম ব্রাহ্মণের গৃহে লাভ করা পর্য্যন্ত যজ্ঞাধিকার পান না। কিন্তু যজ্ঞাপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ যে ভক্তির অঙ্গসকল তাহা আচরণ করিতে পারেন।

চু। এ কিপ্রকার সিদ্ধান্ত। যিনি সামান্য অধিকার পাইলেন না, তিনি যে তদপেক্ষা উচ্চাধিকার পাইবেন ইহার স্পষ্ট প্রমাণ কি?

বৈ। মানব ক্রিয়া দুইপ্রকার অর্থাৎ ব্যবহারিক ও পারমার্থিক। বস্তুতঃ অধিকার লাভ করিয়াও ব্যবহারিক ক্রিয়া করিতে পারেন না। যেমত একজন যবনবংশীয় বিশুদ্ধ ব্রহ্ম-স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি বস্তুতঃ পারমার্থিক বিষয়ে ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, তথাপি ব্যবহারিক ক্রিয়া যে ব্রাহ্মণকন্যার পাণিগ্রহণ তাহাতে তাঁহার অধিকার হয় না।

চু। কেন হয় না? করিলে কি দোষ হয়?

বৈ। লোক ব্যবহারবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিলে ব্যবহারিক দোষ হয়। সমাজে যাঁহারা ব্যবহারিক সম্মান লইয়া গর্ব্ব করেন তাঁহারাও সে কার্য্যে স্বীকার হন না। অতএব পারমার্থিক অধিকার ক্রমে ব্যবহার চলিতে পারে না।

চু। এখন বল, কর্ম্মাধিকারের হেতু কি এবং ভক্ত্যধিকারের হেতু কি?

বৈ। তত্তৎকর্ম্ম-যোগ্য স্বভাব ও জন্মাদি ব্যবহারিক কারণই কর্ম্মাধিকারের হেতু। তাত্ত্বিক শ্রদ্ধাই ভক্ত্যধিকারের হেতু।

চু। বৈদান্তিক শব্দ দ্বারা আমাকে আচ্ছন্ন না করিয়া ভাল করিয়া বলুন যে তত্তৎ কর্ম্মযোগ্য স্বভাব কাহাকে বলেন?

বৈ। শম, দম, তপ, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, ঈশভক্তি, দয়া, সত্য এই কয়টী ব্রাহ্মণ স্বভাব; তেজ, বল, ধৃতি, শৌর্য্য, তিতিক্ষা, উদারতা, উদ্যম, ধীরতা, ব্রহ্মণ্যতা ও ঐশ্বর্য্য এই কয়টী ক্ষত্রিয় স্বভাব। আস্তিক্য, দান, নিষ্ঠা, অদাম্ভিকতা, অর্থতৃষ্ণা, এই সকল বৈশ্য স্বভাব। দ্বিজ-গো-দেব-সেবা ও যথালাভে সন্তোষ ইহা শূদ্র স্বভাব। অশৌচ, মিথ্যা, চৌর্য্য, নাস্তিকতা, বৃথা কলহ, কাম, ক্রোধ, ইন্দ্রিয় তৃষ্ণা এই সকলই অন্ত্যজ স্বভাব। এই সকল স্বভাব দৃষ্টি করিয়া বর্ণ নিরূপণ করাই শাস্ত্র তাৎপর্য্য; কেবল জন্মদ্বারা বর্ণ নিরূপণ করা আজকালের ব্যবহার মাত্র। এই স্বভাবক্রমে মানবের ক্রিয়া প্রবৃত্তি ও কর্ম্মপটুতা জন্মে। এই স্বভাবের নামই তত্তৎ কর্ম্মযোগ্য স্বভাব। জন্মবশত অনেকের স্বভাব উদয় হয়। অনেক স্থলে সংসর্গই স্বভাবের জনক। বাল্যসংসর্গ জন্ম হইতেই হয় ও তদুচিত স্বভাব উদয় হয়। অতএব জন্ম হইতেও স্বভাব লক্ষিত হয়। জন্ম হইতে স্বভাব উদয় হয় বলিয়াই যে জন্মকে একমাত্র স্বভাবের কারণ ও কর্ম্মাধিকারের হেতু বলিব এমত নয়। হেতু অনেক প্রকার; এইজন্য স্বভাব দৃষ্টি করিয়া কর্ম্মাধিকার নিরূপণ করাই শাস্ত্রার্থ।

চু। তাত্ত্বিক শ্রদ্ধা কাহাকে বলি?

বৈ। সরল হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি যে বিশ্বাস ও তদর্থে যে সহজ চেষ্টা জন্মে তাহার নাম শ্রদ্ধা। কেবল লৌকিক চেষ্টা দেখিয়া অশুদ্ধ হৃদয়ে যে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ভ্রমাত্মক বিশ্বাস হয় এবং স্বার্থসাধনানুবৃত্তি-দম্ভ-প্রতিষ্ঠা-লিপ্সাময় চেষ্টা হয় তাহার নাম অতাত্ত্বিক শ্রদ্ধা। তাত্ত্বিক শ্রদ্ধাকে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা বলিয়া কোন কোন মহাজন উক্তি করেন। সেই তাত্ত্বিক শ্রদ্ধাই ভক্তি অধিকারের কারণ।

চৃ। কাহারো কাহারো শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা হইয়াছে কিন্তু স্বভাব উচ্চ হয় নাই, তাহারাও কি ভক্তির অধিকারী?

বৈ। স্বভাব কর্ম্মাধিকারের হেতু। ভক্ত্যধিকারের হেতু নয়। শ্রদ্ধাই একমাত্র ভক্ত্যধিকারের হেতু। নিম্নলিখিত শ্রীভাগবত পদ্য আলোচনা করিয়া দেখুন;—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাহসকৃম্মুনে।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেহখিলাত্মনি॥
যৎকর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞান-বৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেহঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি॥

কোন সৎসঙ্গ ক্রমে হরিকথা শুনিতে কাহারো রুচি হয়। অন্য সমস্ত কর্ম্ম তাহার আর ভাল লাগে না। দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত হরিনাম করিতে থাকেন। অন্যান্য বিষয়ে যে মন্দ স্বভাব আছে, তাহার বিষয় সকলকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না, কিন্তু তাহা মন্দ জানিয়া নিন্দা করিতে করিতে তাহা ভোগ করিতে থাকেন। হরিকথাদি আলোচনা করিতে করিতে স্বল্পদিনেই হৃদয়ের কাম সকল স্থগিদ্ হইয়া পড়ে। আমাকে হৃদয়ে আনিলে আর দোষ থাকিতে পারে না। শীঘ্রই হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয়, সমস্ত সংশয় দূর হয় ও কর্ম্মবাসনা ক্ষয় হয়। এই একটী আমার নিত্য বিধি। অতএব কর্ম্মদ্বারা, তপস্যার দ্বারা, জ্ঞান বৈরাগ্য দ্বারা, অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বারা, দান ধর্ম্মের দ্বারা এবং যত প্রকার সৎকর্ম্ম দ্বারা যাহা লব্ধ হইতে পারে সে সমস্তই আমার ভক্তি যোগের দ্বারা সেই সেই উপায় অপেক্ষা অধিক সহজে ও শীঘ্র আমার ভক্ত লাভ করেন। ইহাই শ্রদ্ধোদিত ভক্তি যোগের ক্রম।

চৃ। আমি যদি শ্রীমদ্ভাগবত না মানি?

বৈ। সকল শাস্ত্রেরই এই সিদ্ধান্ত। শাস্ত্র একই। ভাগবত না মানিলে অন্য শাস্ত্র আপনাকে পীড়ন করিবে। অনেক শাস্ত্র দেখাইবার আমার প্রয়োজন নাই। সর্ব্ববাদী সম্মত গীতা কি বলেন তাহাই বিচার করুন্। আপনি আসিবা-মাত্র যে শ্লোকটী আপনার মুখ হইতে বাহির করিয়া ছিলেন তাহাতেই সমস্ত শিক্ষা আছে।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্ ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেপি যান্তি পরাং গতিং॥

অনন্যভাক্ অর্থাৎ আমাতে একনিষ্ঠ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যিনি হরি কথা, হরিনাম শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিময় ভজনে রত হন, তাঁহার বহুতর অসদাচার অর্থাৎ দুঃস্বভাব-জনিত কর্ম্মাদি পদ্ধতির বিরুদ্ধ আচার থাকিলেও তাঁহাকে সাধু বলিয়া মানিবে যে হেতু তিনি সুন্দর অনুষ্ঠানযুক্ত অর্থাৎ সাধুপথ অবলম্বন করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে কর্ম্মকাণ্ডে বর্ণাশ্রমাদি উদ্যম এক প্রকার। জ্ঞানকাণ্ডে জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি উদ্যম দ্বিতীয় প্রকার। সৎসঙ্গে হরিকথা ও হরিনামে শ্রদ্ধা তৃতীয় প্রকার পন্থা। এই পন্থাত্রয় কখন কখন এক যোগ হইয়া কর্ম্মযোগ জ্ঞানযোগ বা ভক্তিযোগ নামে প্রকাশিত হয়। কখন কখন পৃথক্‌রূপে অনুষ্ঠিতহয়। পৃথক্ অনুষ্ঠাতাদিগকে কর্ম্মযোগী জ্ঞানযোগী বা ভক্তিযোগী বলা যায়। এই সকলের মধ্যে ভক্তিযোগী শ্রেষ্ঠ, যেহেতু পৃথক্ ভক্তিযোগে অনন্ত কল্যাণ নিহিত আছে। অতএব গীতার প্রথম ষড়ধ্যায়ের চরমে এই সিদ্ধান্ত বাক্য দেখিতে পাইবেন ;—

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

'ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা' এই শ্লোকের তাৎপর্য্য ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। শ্রদ্ধা সহকারে যিনি ভক্তি অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহার স্বভাব ও চরিত্র দোষ শীঘ্রই দূর হয়। যেখানে ভক্তি সেখানে ধর্ম্ম অনুগত হন। সমস্ত ধর্ম্মের মূল ভগবান। ভগবান সহজে ভক্তির অধীন। ভগবান হৃদয়ে বসিলে, জীবের বন্ধনকারী মায়া তৎক্ষণাৎ দূর হয়। অন্য কোন প্রক্রিয়ার অপেক্ষা থাকে না। ভক্ত হইতে না হইতেই ধর্ম্ম আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে ধর্ম্মময় করে। সুতরাং

কাম দূর হইবামাত্র শান্তি আসিয়া প্রবেশ করে। অতএব আমার প্রতিজ্ঞা এই যে আমার ভক্ত কখন নষ্ট হইবে না। কর্ম্মী জ্ঞানী নিজনিজ অনুষ্ঠান করিতে করিতে কুসঙ্গে পতন হইতে পারে, কিন্তু আমার ভক্ত আমার সঙ্গবলে কখনই কুসঙ্গ করিতে পান না, অতএব তাঁহার পতন হয় না। ভক্ত পাপযোনিতেই জন্ম গ্রহণ করুন বা ব্রাহ্মণ গৃহে জন্ম গ্রহণ করুন, পরাগতি তাঁহার করস্থিত।

চ। দেখুন আমাদের শাস্ত্রে যে জন্মনিবন্ধন অধিকার নিরূপণ করিয়াছেন তাহাই যেন ভাল। ব্রাহ্মণ গৃহে জন্মিয়াছি, সন্ধ্যা বন্দনাদি করিতে করিতে জ্ঞান লাভ ও অবশেষে মুক্তি অবশ্যই হইবে। শ্রদ্ধা কিরূপে জন্মে তাহা বুঝিতে পারি না। গীতা ভাগবতের মতে শ্রদ্ধাজনিত ভক্তির উপদেশ দেখিতেছি। কিন্তু কিরূপে জীব সেই শ্রদ্ধা পাইবার জন্য চেষ্টা করিবেন, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলুন।

বৈ। শ্রদ্ধাই জীবের নিত্যস্বভাব। বর্ণাশ্রমাদি-গত কর্ম্মবুদ্ধি জীবের নৈমিত্তিক স্বভাব হইতে উদয় হইয়াছে। ইহাই সর্ব্বশাস্ত্র সিদ্ধান্ত।

ছান্দোগ্যে বলিয়াছেন;

যদা বৈ শ্রদ্দধাতি অথ মনুতে, নাশ্রদ্দধন্ মনুতে,
শ্রদ্দধদেব মনুতে, শ্রদ্ধাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি
শ্রদ্ধাং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি॥

কোন কোন সিদ্ধান্তকার শ্রদ্ধা শব্দে বেদ ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস এই অর্থ করিয়াছেন। অর্থটী মন্দ নয় কিন্তু স্পষ্ট নয়। মৎসম্প্রদায়ে শ্রদ্ধা শব্দের এই রূপ অর্থ লক্ষিত হইয়াছে।

শ্রদ্ধা ত্বন্যোপায়বর্জ্জং ভক্ত্যুন্মুখীচিত্তবৃত্তিবিশেষঃ।

সাধুসঙ্গে হরিকথা শুনিতে শুনিতে যখন এরূপ চিত্তের ভাব হয়, যে কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদিতে জীবের নিত্য লাভের সম্ভাবনা নাই, কেবল অনন্য ভাবে হরিচরণাশ্রয় ব্যতীত জীবের গত্যন্তর নাই, তখনই বেদ গুরুবাক্যে বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধা উদয় হইয়াছে বলিয়া জানিতে হইবে। শ্রদ্ধার আকার এইরূপে লক্ষিত হইয়াছে;—

সা চ শরণাপত্তিলক্ষণা।

শরণাপত্তি লক্ষণই শ্রদ্ধার বাহ্য লক্ষণ। শরণাপত্তি যথা ;—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনং।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্বিধা শরণাগতিঃ॥

অনন্য ভক্তির যাহা অনুকূল হয় তাহাই করিব এবং যাহা প্রতিকূল হয় তাহা বর্জ্জন করিব এইরূপ প্রতিজ্ঞা। আর ভগবানই আমার রক্ষা কর্ত্তা, জ্ঞান যোগাদি চেষ্টা দ্বারা আমার কিছু হইতে পারে না, এইরূপ বিশ্বাস। আমার চেষ্টায় আমার কোন লাভ হইতে পারে না বা আমাকে আমি পালন করিতে পারিনা। আমি তাঁহার যথাসাধ্য সেবা করিব, তিনি আমাকে পালন করিতেছেন, এইরূপ নির্ভর। আমি কে? আমি তাঁহার ও তাঁহার ইচ্ছাতেই আমার কার্য্য এইরূপ আত্মনিবেদন। আমি অকিঞ্চন দীন ও হীন এইরূপ কার্পণ্য বুদ্ধি। এই প্রতিজ্ঞা, বিশ্বাস, নির্ভর, আত্মনিবেদন ও দৈন্য চিত্তে অবস্থিত হইয়া যে বৃত্তিকে উদয় করায় তাহাই শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা যাঁহার উদয় হইয়াছে তিনিই ভক্তির অধিকারী। ইহাই নিত্য-মুক্ত শুদ্ধজীবদিগের স্বভাবের আভাস। অতএব ইহাই জীবের নিত্য স্বভাব। অন্য প্রকার সকল স্বভাবই নৈমিত্তিক।

চ। বুঝিলাম। শ্রদ্ধা কিসে উদয় হয় তাহা আপনি এখনও বলেন নাই। যদি সৎকর্ম্ম দ্বারা শ্রদ্ধার উদয় হয় তবে আমার মতই বলবান থাকে। কেননা বর্ণাশ্রম উদিত সৎকর্ম্ম ও স্বধর্ম্ম উত্তমরূপে আচরণ না করিলে শ্রদ্ধা হইতে পারে না। যবনদিগের যখন সেরূপ সৎকর্ম্ম নাই, তখন তাহারা কিরূপে ভক্তির অধিকারী হইবে?

বৈ। সুকৃত হইতেই শ্রদ্ধা হয় বটে, কেন না বৃহন্নারদীয়ে এইরূপ কথিত আছে;—

ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ॥

সুকৃত দুইপ্রকার নিত্য ও নৈমিত্তিক। যে সুকৃত দ্বারা সাধুসঙ্গ ও ভক্তি লাভ হয় তাহা নিত্য। যে সুকৃত দ্বারা ভুক্তি ও নির্ভেদ মুক্তি লাভ হয় তাহা নৈমিত্তিক। যাহার ফল নিত্য সেই সুকৃতই নিত্য যাহার ফল নিমিত্তাশ্রয়ী সেই সুকৃতই অনিত্য। ভুক্তি সমস্তই স্পষ্ট নিমিত্তাশ্রয়ী যেহেতু নিত্য নয়। মুক্তিকে অনেকে নিত্য মনে করেন কিন্তু মুক্তির স্বরূপ না জানিয়াই সেরূপ সিদ্ধান্ত হয়। আত্মা শুদ্ধ, নিত্য ও সনাতন। জীবাত্মার জড় বা মায়া সংসর্গই তাঁহার বন্ধনের কারণ বা নিমিত্ত। তাহা সম্পূর্ণরূপে ছেদন করার নাম মুক্তি। বন্ধন মোচন একক্ষণে হইয়া থাকে। মোচন কার্য্য নিত্য নয়। যে ক্ষণে মোচন হইল, মুক্তির আলোচনা ও তথায় শেষ হইল। নিমিত্ত নাশই মুক্তি।

অতএব ব্যতিরেক ভাবে মুক্তির নৈমিত্তিকতা আছে। হরিচরণে রতির শেষ নাই। তাহা নিত্যধর্ম্ম। অতএব তাহার কোন অংশ বা অঙ্গকে শুদ্ধ বিচারে নৈমিত্তিক বলা যায় না। যে ভক্তি মুক্তি উৎপত্তি করিয়া নিরস্ত হয় তাহা নৈমিত্তিক কর্ম্মবিশেষ। যে ভক্তি মুক্তির পূর্ব্বে, মুক্তির সঙ্গে ও মুক্তির পর থাকে সে ভক্তি একটী পৃথক্ নিত্যতত্ত্ব। তাহাই জীবের নিত্য ধর্ম্ম। মুক্তি তাহার নিকট একটী অবান্তর ফলমাত্র। মুণ্ডকে বলিয়াছেন ;—

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্ম-চিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং॥

কর্ম্ম জ্ঞান যোগাদি সকলই নৈমিত্তিক সুকৃত। ভক্তসঙ্গ ও ভক্তিক্রিয়া সঙ্গই নিত্য সুকৃত। জন্মজন্মান্তরে এই নিত্য সুকৃত যিনি করিয়াছেন তাঁহারই শ্রদ্ধা হইবে। নৈমিত্তিক সুকৃত দ্বারা অন্যান্য ফল হয়, কিন্তু অনন্য ভক্তিতে শ্রদ্ধা উদয় হয় না।

চ। ভক্ত-সঙ্গ ও ভক্তি-ক্রিয়া-সঙ্গ কিরূপ তাহা স্পষ্ট বলুন, এবং সেই সেই কার্য্যই বা কোন প্রকার সুকৃত হইতে হয়?

বৈ। যাঁহারা শুদ্ধ ভক্ত তাঁহাদের সহিত কথোপকথন, তাঁহাদের সেবা ও তাঁহাদের কথা শ্রবণ এই সকল কার্য্যকে ভক্তসঙ্গ বলি। শুদ্ধ ভক্তগণ নগর-কীর্ত্তনাদি ভক্তি ক্রিয়া করিয়া থাকেন। সেই সকল ভক্তি কার্য্যে কোন প্রকার যোগ দান বা স্বয়ং কোন ভক্তি ক্রিয়া করিলে ভক্তি ক্রিয়া সঙ্গ হয়। শাস্ত্রে হরিমন্দির মার্জ্জন, তুলসীর নিকট আলোক দান, হরিবাসর পালন ইত্যাদিকে ভক্তি ক্রিয়া বলিয়াছেন। সেই সব ভক্তিক্রিয়া শুদ্ধ শ্রদ্ধার সহিত না হইলেও অর্থাৎ ঘটনাক্রমে হইলেও তদ্দ্বারা ভক্তি পোষক সুকৃত হয়। সেই সুকৃত বলবান হইলে সাধুসঙ্গ ও অনন্য ভক্তিতে শ্রদ্ধা জন্ম-জন্মান্তরে উদয় হইতে পারে। বস্তু-শক্তি বলিয়া একটী শক্তি মানিতে হইবে। ভক্তি ক্রিয়া মাত্রেরই ভক্তিপোষক শক্তি আছে। শ্রদ্ধায় করিলেত কথাই নাই। হেলাতে করিলেও সুকৃত হয়। যথা প্রভাস খণ্ডে ;— মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং

সকলনিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপং।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥

এইরূপ যত প্রকার ভক্তি পোষক সুকৃত আছে তাহাই নিত্য সুকৃত। সেই সুকৃত ক্রমশঃ বলবান হইলে অনন্য ভক্তিতে শ্রদ্ধা ও সাধু সঙ্গ লাভ হয়। কোন ব্যক্তির নৈমিত্তিক দুষ্কৃতক্রমে যবন গৃহে জন্ম হয় অথচ নিত্য সুকৃত বলে অনন্য ভক্তিতে শ্রদ্ধা হয়। ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

চু। আমরা বলি যদি ভক্তিপোষক সুকৃত বলিয়া কিছু থাকে তাহাও অন্য প্রকার সুকৃত হইতেই ঘটে। অন্য প্রকার সুকৃত যবনের নাই অতএব তাহার ভক্তিপোষক সুকৃত ও সম্ভব হয় না।

বৈ। এরূপ বিশ্বাস করা উচিত নয়। নিত্য সুকৃত ও নৈমিত্তিক সুকৃত পর্ব্বভেদে পরস্পর নিরপেক্ষ। কেহ কাহারও অপেক্ষা করে না। দুষ্কৃতিপূর্ণ ব্যাধ ঘটনাক্রমে শিবব্রত দিবসে উপবাস ও জাগরণ করিয়া নিত্য সুকৃত রূপ হরিভক্তি লাভ করিয়াছিল। 'বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু' এই বাক্য দ্বারা মহাদেবকে পরম পূজনীয় বৈষ্ণব বলিয়া জানি। তাঁহার ব্রতাচরণ করিয়া হরিভক্তি লাভ করা যায়।

চু। আপনি তবে বলিতে চান যে নিত্য সুকৃত ঘটনাক্রমে হইয়া পড়ে।

বৈ। সকলই ঘটনা ক্রমে হইয়া থাকে। কর্ম্ম মার্গে ও তদ্রূপ। যদ্দ্বারা জীব প্রথমে কর্ম্মচক্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহা আকস্মিকী ঘটনা বই আর কি? যদিও মীমাংসকেরা কর্ম্মকে অনাদি বলিয়াছেন তথাপি কর্ম্মের একটী মূল আছে। ভগবদ্বৈমুখ্যই জীবের মূল কর্ম্ম-জনক ঘটনা। তদ্রূপ নিত্য সুকৃত ও আকস্মিক ঘটনা বলিয়া প্রতীত হয়। শ্বেতাশ্বতর বলেন;—

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো হ্যনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ॥

ভাগবতে;— ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুতসৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥
সতাং প্রসঙ্গাৎ মম বীর্য্যসম্বিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

চু। আপনাদের মতে কি আর্য্য ও যবনের ভেদ নাই?

বৈ। ভেদ দুই প্রকার। পারমার্থিক ও ব্যবহারিক। আর্য্য ও যবনে পারমার্থিক ভেদ নাই, কিন্তু ব্যবহারিক ভেদ আছে।

চু। আবার একটা বৈদান্তিক বাগাড়ম্বর উপস্থিত কেন করেন। আর্য্য যবনের ব্যবহারিক ভেদ কিরূপ?

বৈ। সাংসারিক ব্যবহারকে ব্যবহার বলি। সংসারে যবন অস্পৃশ্য; অতএব ব্যবহারিক মতে যবন অস্পৃশ্য বা অব্যবহার্য্য। যবন স্পৃষ্ট জল অন্নাদি অগ্রাহ্য। যবনশরীর দুর্জ্জাতি বশত হেয়, অতএব অস্পৃশ্য।

চূ। তবে আবার পারমার্থিকমতে কিরূপ যবন ও আর্য্য অভেদ হইতে পারে, তাহা স্পষ্ট বলুন।

বৈ। যখন শাস্ত্র বলিতেছেন যে "ভূশ্চরং নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম" তখন যবনাদি সকল নরেরই পরমার্থ লাভ বিষয়ে সমতা আছে। যাহার নিত্য সুকৃত নাই তাহাকেই দ্বিপদ পশু বলা যায়, কেননা কৃষ্ণনামে তাহার বিশ্বাস হয় না। সুতরাং মনুষ্য জন্ম পাইয়াও তাহার মনুষ্যত্ব নাই, অর্থাৎ তাহার পশুত্ব প্রবল। মহাভারত বলেন;—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥

নিত্য সুকৃতই বহু পুণ্য অর্থাৎ জীব পবিত্রকারী বস্তু। নৈমিত্তিক সুকৃতই অল্প পুণ্য। তদ্দ্বারা চিন্ময় বিষয়ে শ্রদ্ধা হয় না। মহাপ্রসাদ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম ও শুদ্ধ বৈষ্ণব এই চারিটী এ জগতের মধ্যে চিন্ময় ও চিৎ প্রকাশক।

চূড়ামণি একটু ঈষদ্ধাস্যের সহিত এ আবার একটা কি কথা। বৈষ্ণবদের গোঁড়ামীমাত্র। ভাত ডাল তরকারী আবার কি করিয়া চিন্ময় হয়। আপনাদের অসাধ্য নাই?

বৈ। আপনি আর যাহা করুন্ বৈষ্ণব নিন্দা করিবেন না এইটী আমার প্রার্থনা। কেন, বিচারস্থলে বিষয় লইয়া বিচার হইবে। বৈষ্ণব নিন্দার প্রয়োজন কি? মহাপ্রসাদ ব্যতীত সংসারে আর গ্রাহ্য বস্তু নাই যেহেতু চিদুদ্দীপক ও জড় বিদ্রাবক। এই জন্যই ঈশোপনিষৎ বলেন;—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনং॥

জগতে যাহা কিছু আছে সকলই ভগবচ্ছক্তিসম্বন্ধযুক্ত। সকল বস্তুতে চিচ্ছক্তি সম্বন্ধ দৃষ্টি থাকিলে আর বহির্ম্মুখ ভোগ হয় না। অন্তর্ম্মুখ জীবের সম্বন্ধে জগতে যাহা শরীর যাত্রার জন্য গ্রহণ করা আবশ্যক হয়, সেই সকলই ভগবৎ প্রসাদ বুদ্ধিতে গ্রহণ করিলে আর অধঃপতন হয় না বরং চিদুন্মুখী প্রবৃত্তি কার্য্য করিতে পায়। ইহারই নাম মহাপ্রসাদ। এমত অপূর্ব্ব বস্তুতে আপনার রুচি হয় না, ইহা দুঃখের বিষয়।

চু। ওকথা ছেড়ে দেন। এখন প্রকৃত বিষয়ে আলোচনা করুন। যবনের সহিত আপনাদের কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য ?

বৈ। মনুষ্য যতদিন যবন থাকে ততদিন তাহাদের প্রতি আমরা উদাসীন থাকি। যবন ছিল কিন্তু নিত্য সুকৃত বলে বৈষ্ণব হইয়াছে, তখন তাহাকে আর যবন বলি না। শাস্ত্রে বলেন ;—

শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষ্যতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবং॥
ন মে প্রিয়শ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহং॥

চু। বুঝিলাম। গৃহস্থ বৈষ্ণব যবন বৈষ্ণবকে কন্যা দান ও যবন বৈষ্ণবের কন্যা গ্রহণ করিতে পারেন কি না ?

বৈ। ব্যবহারিক বিষয়ে যবন, জগতের নিকট মরণ পর্য্যন্ত, যবন থাকেন কিন্তু পারমার্থিক বিষয়ে ভক্তিলাভের পর আর যবনতা থাকে না। দশবিধ কর্ম্ম স্মার্ত্ত কর্ম্ম। তন্মধ্যে বিবাহ। অতএব গৃহস্থ বৈষ্ণব যদি আর্য্য হন অর্থাৎ চাতুর্ব্বর্ণ হন তবে বিবাহ ক্রিয়া তাঁহার স্ববর্ণের মধ্যে করাই উচিত ; কেননা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য চাতুর্ব্বর্ণ ধর্ম্ম নৈমিত্তিক হইলেও তাঁহার পক্ষে শ্রেয়। চাতুর্ব্বর্ণ ব্যবহার ত্যাগের দ্বারাই যে বৈষ্ণব হওয়া যায় এরূপ নয়। বৈষ্ণবের পক্ষে যাহা ভক্তির অনুকূল হয় তাহাই কর্ত্তব্য। চাতুর্ব্বর্ণ ধর্ম্মে নির্ব্বেদ ও তত্ত্যাগের অধিকার জন্মিলেই তাহা ত্যাগ করা যাইতে পারে। চাতুর্ব্বর্ণ ধর্ম্মের সহিত সমস্ত কর্ম্মই ত্যক্ত হয়। চাতুর্ব্বর্ণ ধর্ম্ম যাঁহার পক্ষে ভজনের প্রতিকূল তিনি অনায়াসে তাহা ত্যাগ করিতে পারেন। যবনদিগের যে সমাজ আছে, তাহা যদি ভজন প্রতিকূল হয়, শ্রদ্ধাবান যবন সে সমাজ ত্যাগ করিবার অধিকারী। চাতুর্ব্বর্ণ ত্যাগাধিকারী ও যবন সমাজ ত্যাগাধিকারী উভয়ে বৈষ্ণব হইলে আর ভেদ কি ? উভয়েই ব্যবহার ত্যাগ করিয়াছেন। পরমার্থে উভয়েই ভ্রাতা। গৃহস্থ বৈষ্ণবদিগের পক্ষে সেরূপ নয়। সমাজ ভজনের প্রতিকূল হইলেও সমাজ ত্যাগের সম্পূর্ণ অধিকার না পাওয়া পর্য্যন্ত তাহা ত্যাগ করিতে পারেন না। কিন্তু ভজনের অনুকূল বিষয়ের আদর যখন সরলরূপে সর্ব্বথা দৃঢ় হয়, তখন তিনি সহজেই সমাজের অপেক্ষা ত্যাগ করেন।

যথা ভাগবতে ;—আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥

যথা গীতাচরম সিদ্ধান্তে ;—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

পুনশ্চ ভাগবতে।—

যদা যস্যানুগৃহ্নাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাং ॥

চূ। যবন যদি প্রকৃত বৈষ্ণব হন তবে আপনারা তাঁহার সহিত একত্র অন্ন ভোজন ও জলপানাদি করিতে পারেন কি না ?

বৈ। নিরপেক্ষ বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের সহিত মহাপ্রসাদ সেবা করিতে পারেন। গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের সহিত সেবা করিতে পারেন না, কিন্তু বৈষ্ণব প্রসাদ পাইতে তাঁহাদের বাধা নাই। বরং কর্ত্তব্য।

চূ। তবে কেন বৈষ্ণবদিগের দেবালয়ে যবন বৈষ্ণব স্পর্শাধিকার পায় না ?

বৈ। যবন কুলোদ্ভব বৈষ্ণবকে যবন বলিলে অপরাধ হয়। বৈষ্ণব মাত্রেরই কৃষ্ণ সেবাধিকার আছে। গৃহস্থ বৈষ্ণবের দেব সেবায় বর্ণাশ্রম বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে ব্যবহারিক দোষ হয়। নিরপেক্ষ বৈষ্ণবের বিগ্রহ সেবার ব্যবস্থা নাই। তাঁহারা তাহা করেন না, কেন না শ্রীবিগ্রহ সেবা প্রকাশ করিলে নিরপেক্ষ বৈষ্ণবের নিরপেক্ষতার বিশেষ ব্যাঘাত হয়। তাঁহারা মানসে শ্রীরাধাবল্লভের সেবা করিয়া থাকেন।

চূ। জানিলাম। এখন বলুন ব্রাহ্মণদিগকে আপনারা কি মনে করেন ?

বৈ। ব্রাহ্মণ দুই প্রকার। স্বভাব সিদ্ধ ব্রাহ্মণ ও কেবল জাতি সিদ্ধ ব্রাহ্মণ। স্বভাব সিদ্ধ ব্রাহ্মণেরা প্রায়ই বৈষ্ণব, অতএব তাঁহাদের সম্মান সর্ব্ববাদী সম্মত। জাতিসিদ্ধ ব্রাহ্মণদিগের ব্যবহারিক সম্মান আছে। তাহাতে বৈষ্ণবদিগেরও সম্মতি আছে তৎসম্বন্ধে শাস্ত্র এই ;—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণ-যুতাদরবিন্দনাভ
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং।
মন্যে তদর্পিতমনো বচনেহিতার্থ
প্রাণং পুনাতি স্বকুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥

চূ। শূদ্রাদির বেদপাঠের অধিকার নাই। শূদ্র বৈষ্ণব হইলে বেদ পাঠ করেন কি না ?

বৈ। যে বর্ণই হউন শুদ্ধ বৈষ্ণব হইলে তিনি পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা লাভ

করেন। বেদ দুইভাগে বিভক্ত। অর্থাৎ সামান্য কর্ম্মাদি প্রতিপাদক বেদ ও তত্ত্ব প্রতিপাদক বেদ। ব্যবহারিক ব্রাহ্মণদিগের কর্ম্মাদি প্রতিপাদক বেদে অধিকার। পারমার্থিক ব্রাহ্মণদিগের তত্ত্বপ্রতিপাদক বেদে অধিকার। যে বর্ণ হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকুন, শুদ্ধ বৈষ্ণব, তত্ত্ব প্রতিপাদক বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন। বৃহদারণ্যকে যথা ;—

তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।
পুনশ্চ। এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।
অথ য এতদক্ষরং বিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ॥

ব্যবহারিক ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন ;—

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

তত্ত্বপ্রতিপাদক বেদের অধিকার বেদে এইরূপ নিরূপিত আছে ;—

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথাদেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

পরাভক্তি শব্দের দ্বারা শুদ্ধ ভক্তি বুঝিতে হইবে। এ বিষয়ে আমি অধিক বলিতে চাহি না। আপনি বুঝিয়া লইবেন। সংক্ষেপ বাক্য এই যে যাঁহার অনন্য ভক্তিতে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে তিনি তত্ত্বপ্রতিপাদক বেদ অধ্যয়নের অধিকারী। যাঁহার অনন্য ভক্তি উদয় হইয়াছে, তিনি তত্ত্ব প্রতিপাদক বেদের অধ্যাপক হইবার অধিকারী।

চূ। আপনারা কি এইটী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে তত্ত্ব প্রতিপাদক বেদে কেবল বৈষ্ণবধর্ম্ম শিক্ষা দেয় আর কোন ধর্ম্ম শিক্ষা দেয় না ?

বৈ। ধর্ম্ম এক বই দুই নয়। তাহার নাম নিত্যধর্ম্ম বা বৈষ্ণব ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মের সোপান স্বরূপ আর যত প্রকার নৈমিত্তিক ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে। ভগবান একাদশে বলিয়াছেন ;—

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা যস্যাং ধর্ম্মো মদাত্মকঃ॥

কঠোপনিষৎ বলেন ;—

সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি।
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমিত্যাদি॥

এই পর্য্যন্ত বিচার হইলে দেবী বিদ্যারত্ন ও তাহার সঙ্গীগণের মুখ শুষ্ক প্রায় হইল। অধ্যাপকগণ নিতান্ত ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িলেন। বেলা প্রায় পাঁচ ঘটিকা। সকলে প্রস্তাব করিলেন অদ্য এই স্থলে বিচার স্থগিত হউক। সকলেরই তাহাতে সম্মতি হইলে সভা ভঙ্গ হইল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা এক বাক্যে বৈষ্ণবদাসের পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিয়া চলিয়া গেলেন। বৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি দিয়া যে যাহার স্থানে গমন করিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

নিত্যধর্ম্ম ও সংসার।

সরস্বতীতীরে সপ্তগ্রাম নামে একটী প্রাচীন বণিকনগর ছিল। তথায় বহুকাল হইতে সহস্র সুবর্ণ বণিক বাস করিতেন। শ্রীউদ্ধারণ দত্তের সময় হইতে সেই সকল বণিক, প্রভু নিত্যানন্দের কৃপায় হরিনাম সংকীর্ত্তনে রত হন। চণ্ডীদাস নামক একটী বণিক অর্থ ব্যয় হইবে এই ভয় করিয়া নাগরীয় লোকের হরিকীর্ত্তনে যোগ দিতেন না। তিনি ব্যয়কুণ্ঠতার দ্বারা অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী দময়ন্তী ও তাঁহার স্বভাব পাইয়া অতিথি বৈষ্ণবগণকে কোন আদর করিতেন না। যৌবনাবস্থাতেই সেই বণিক দম্পতির চারিটী পুত্র ও দুইটী কন্যা হয়। কন্যাগুলিকে ক্রমশঃ বিবাহ দিয়া পুত্রগণের জন্য বিপুল অর্থ রাখিয়াছিলেন। যে গৃহে বৈষ্ণব সমাগম হয় না তথায় শিশুগণের দয়া ধর্ম্ম সহজেই খর্ব্ব হয়। শিশুগুলি যত বড় হইতে লাগিল ততই তাহারা স্বার্থপর হইয়া অর্থলালসায় পিতা মাতার মৃত্যু কামনা করিতে লাগিল। বণিক দম্পতির আর অসুখের সীমা রহিল না। পুত্রদিগকে বিবাহ দিলেন। বধূগুলি ও যত বড় হইতে লাগিল আপন আপন পতির স্বভাব লাভ করিয়া কর্ত্তা গৃহিণীর মরণ কামনা করিতে লাগিল। পুত্রগণ কৃতী হইয়াছে। দোকানে খরিদ বিক্রয় করে। পিতার অর্থগুলি প্রায়ই সকলে ভাগ করিয়া কার্য্য করিতে লাগিল।

চণ্ডীদাস একদিন সকলকে একত্র করিয়া বলিলেন। দেখ আমি বাল্যকাল হইতে ব্যয়কুণ্ঠ স্বভাব দ্বারা এত অর্থ তোমাদের জন্য রাখিয়াছি। কখন নিজে ভাল আহার বা ভাল পরিচ্ছদ স্বীকার করি নাই। তোমাদের জননী ও তদ্রূপ

ব্যবহারে কাল কাটাইলেন। এখন আমরা প্রায় বৃদ্ধ হইলাম। তোমরা যত্নের সহিত আমাদিগকে প্রতিপালন করিবে এই তোমাদের ধর্ম্ম। কিন্তু তোমরা আমাদিগকে অযত্ন কর দেখিয়া বড়ই দুঃখিত আছি। আমার কিছু গুপ্ত ধন আছে তাহা আমি যিনি ভাল পুত্র হইবেন তাহাকেই দিব।

পুত্র ও পুত্রবধূগণ মৌন ভাবে ঐ সব কথা শ্রবণ করিয়া অন্যত্র একত্রিত হইয়া এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে কর্ত্তা ও গৃহিণীকে বিদেশে পাঠাইয়া গুপ্তধন অপহরণ করাই শ্রেয়ঃ। যেহেতু কর্ত্তা অন্যায়পূর্ব্বক ঐ ধন কাহাকে দিবেন তাহা বলা যায় না। সকলে এই স্থির করিলেন যে, কর্ত্তার শয়ন ঘরে ঐ ধন পোঁতা আছে।

হরিচরণ কর্ত্তার জ্যেষ্ঠ পুত্র। সে কর্ত্তাকে এক দিবস প্রাতে কহিল। বাবা! আপনি ও মাতা ঠাকুরাণী একবার শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শন করুন্। মানব জন্ম সফল হইবে। শুনিয়াছি কলিকালে আর সকল তীর্থ শ্রীনবদ্বীপের ন্যায় শুভপ্রদ নন। নবদ্বীপ যাইতে কষ্ট বা ব্যয় হইবে না। যদি চলিতে না পারেন গহনার নৌকায় দুই পণ করিয়া দিলেই পৌঁছিয়া দিবে। আপনাদের সঙ্গে এক জন বৈষ্ণবী সেথো যাইতে ও ইচ্ছুক আছে।

চণ্ডীদাস স্বীয় পত্নীকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করায় দময়ন্তী আহ্লাদিত হইলেন, দুই জন বলাবলি করিলেন যে সে দিবসের কথায় ছেলেরা শিষ্ট হইয়াছে। আমরা এত অক্ষম হই নাই যে চলিতে পারি না। শ্রীপাট কালনা, শান্তিপুর হইয়া শ্রীধাম নবদ্বীপ যাত্রা করিব।

দিন দেখিয়া দুই জনে যাত্রা করিলেন। চলিতে চলিতে পরদিবস অম্বিকায় উপস্থিত। তথায় একটী দোকানে রসুই করিয়া খাইতে বসিবেন, এমত সময় সপ্তগ্রামের একটী লোক কহিল যে তোমার পুত্রগণ তোমার ঘরের চাবি ভাঙ্গিয়া সমস্ত দ্রব্য লইয়াছে। আর তোমাদিগকে বাটী যাইতে দিবে না। তোমার গুপ্ত অর্থ সকলে বাঁটিয়া লইয়াছে।

এই কথা শুনিবামাত্র চণ্ডীদাস ও তৎপত্নী অর্থ শোকে কাতর হইয়া পড়িলেন। সে দিবস খাওয়া দাওয়া হইল না। ক্রন্দন করিতে করিতে দিন গেল। সেথো বৈষ্ণবী বুঝাইয়া দিল যে গৃহে আসক্তি করিও না। চল তোমরা দুই জনে ভেক লইয়া আখড়া বাঁধ। যাহাদের জন্য এত করিলে, তাহারাই যখন এরূপ শত্রু হইল তখন আর ঘরে যাওয়ার আবশ্যক নাই। চল নবদ্বীপে থাকিবে। তথায় ভিক্ষা করিয়া খাও সেও ভাল।

চণ্ডীদাস ও তৎপত্নী, পুত্র ও পুত্রবধূদিগের ব্যবহার শুনিয়া, আর ঘরে যাইব না, বরং প্রাণত্যাগ করিব সেও ভাল এইরূপ বারবার বলিতে লাগিলেন। অবশেষে অম্বিকা গ্রামে একটী বৈষ্ণব বাটীতে বাসা করিলেন। তথায় দুই চারি দিন থাকিয়া শ্রীপাট শান্তিপুর দর্শনপূর্ব্বক শ্রীধাম নবদ্বীপ যাত্রা করিলেন। শ্রীমায়াপুরে একটী বণিক কুটুম্ব ছিল তাঁহাদের বাটীতে রহিলেন। দুই চারি দিন থাকিয়া শ্রীনবদ্বীপের সপ্তপল্লী ও গঙ্গাপার, কুলিয়া গ্রামের সপ্তপল্লী দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কএক দিন পরে পুত্র ও পুত্রবধুগণের প্রতি পুনরায় মায়া উদয় হইল।

চণ্ডীদাস বলিলেন, চল, আমরা সপ্তগ্রামে যাই। ছেলেরা কি আমাদিগকে কিছুমাত্র স্নেহ করিবে না? সেথো বৈষ্ণবী কহিল তোমাদের লজ্জা নাই। এবার তাহারা তোমাদিগকে প্রাণে বধ করিবে। সেই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ দম্পতির মনে আশঙ্কা হইল। তাহারা কহিল বৈষ্ণব ঠাকুরুন, তুমি স্বস্থানে যাও। আমরা বিবেকী হইলাম। কোন ভাল লোকের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়া আমরা ভিক্ষার দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিব।

সেথো বৈষ্ণবী চলিয়া গেল। বণিক দম্পতি এখন গৃহের আশা ত্যাগ করিয়া কুলিয়া গ্রামে ছকড়ি চট্টের পাড়ায় একখানি ঘর বাঁধিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেক ভদ্র লোকের নিকট ভিক্ষা শিক্ষা করিয়া একখানি কুটীর প্রস্তুত করিয়া তথায় রহিলেন। কুলিয়া গ্রাম অপরাধ ভঞ্জনের পাট। তথায় বাস করিলে পূর্ব্ব অপরাধ দূর হয় এরূপ একটী কথা চলিয়া আসিতেছে।

চণ্ডীদাস কহিলেন, হরির মা! আর কেন। ছেলে মেয়ের কথা আর বলিবে না। তাহাদিগকে আর মনেও করিও না। আমাদের পুঞ্জ পুঞ্জ অপরাধ আছে, তজ্জন্যই বণিকের ঘরে জন্ম। জন্মদোষে কৃপণ হইয়া কখন অতিথি বৈষ্ণবের সেবা করিলাম না। এখন এখানে কিছু অর্থ পাইলে অতিথি সেবা করিব। আর জন্মে ভাল হইবে। একখানি মুদিখানা করিব মানস করিয়াছি। ভদ্র লোকদিগের নিকট হইতে পঞ্চ মুদ্রা ভিক্ষা করিয়া ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব। কএক দিবস যত্ন করিয়া চণ্ডীদাস একখানি ক্ষুদ্র দোকান করিয়া বসিলেন। প্রত্যহ কিছু কিছু লাভ হইতে লাগিল। পতি পত্নীর উদর পূর্ত্তির পর একটী করিয়া প্রতিদিন অতিথি সেবা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বাপেক্ষা চণ্ডীদাসের জীবন ভাল হইল।

চণ্ডীদাস একটু লেখা পড়া পূর্ব্বেই শিখিয়াছিলেন। অবসর সময়ে ভক্ত-

রাজখান কৃত শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থ দোকানে বসিয়া পাঠ করেন। তাহপর হইয়া বিক্রয়াদি করেন ও অতিথি সেবা করেন। এইরূপ ৫।৬ মাস গত হইল। কুলিয়ার সকল লোকেই চণ্ডীদাসের ইতিহাস জানিতে পারিয়া তাহাকে একটু শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন।

তথায় শ্রীযাদব দাসের স্থান। যাদব দাস গৃহস্থ বৈষ্ণব। তিনি শ্রীচৈতন্য মঙ্গল পাঠ করেন। চণ্ডীদাস কখন কখন তাহা শ্রবণ করেন। যাদবদাস ও তাঁহার পত্নী সর্ব্বদা বৈষ্ণব সেবায় রত থাকেন। তাহা দেখিয়া চণ্ডীদাস ও তৎপত্নী ও বৈষ্ণব সেবায় রুচিলাভ করিলেন।

এক দিবস চণ্ডীদাস শ্রীযাদব দাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে সংসার কি বস্তু। যাদবদাস বলিলেন যে ভাগীরথীর পূর্ব্বপার শ্রীগোদ্রুমদ্বীপে অনেক গুলি তত্বজ্ঞ বৈষ্ণব বাস করেন। চল, এই প্রশ্ন তথায় করিবে। আমি মধ্যে মধ্যে তথায় গিয়া অনেক প্রকার শিক্ষা লাভ করি। আজ কাল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের অপেক্ষা শ্রীগোদ্রুমে বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ শাস্ত্র সিদ্ধান্তে বিশেষ নিপুণ। সে দিবস শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবদাস বাবাজীর সহিত তর্ক করিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পরাজয় পাইয়াছেন। তোমার যেরূপ প্রশ্ন, তাহা তথায় ভালরূপে মীমাংসিত হইবে।

অপরাহ্নে যাদবদাস ও চণ্ডীদাস গঙ্গা পার হইতেছেন। দময়ন্তী এখন শুদ্ধ বৈষ্ণব সেবা করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ের কৃপণতা লঘু হইয়াছে। তিনি কহিলেন আমিও আপনাদের সঙ্গে শ্রীগোদ্রুমে যাইব। যাদবদাস কহিলেন তথাকার বৈষ্ণবগণ গৃহস্থ নহেন। প্রায়ই নিরপেক্ষ গৃহত্যাগী। তুমি সঙ্গে গেলে পাছে তাঁহারা অসুখী হন, আমি আশঙ্কা করি। দময়ন্তী কহিলেন, আমি দূরে থাকিয়া তাঁহাদিগকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিব। তাঁহাদের কুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করিব না। আমি বৃদ্ধা আমার প্রতি তাঁহারা কখনই ক্রুদ্ধ হইবেন না। যাদবদাস কহিলেন সেখানে কোন স্ত্রীলোক যাওয়া রীতি নাই। তুমি বরং তন্নিকটস্থ কোন স্থানে বসিয়া থাকিবে আমরা আসিবার সময় তোমাকে লইয়া আসিব।

তিন প্রহর বেলার পর তাঁহারা তিনজনে গাঙ্গ-বালুকা উত্তীর্ণ হইয়া প্রদ্যুম্ন কুঞ্জের নিকট পৌছিলেন। দময়ন্তী কুঞ্জদ্বারে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া একটী পুরাতন বট বৃক্ষের নিকট বসিলেন। যাদবদাস ও চণ্ডীদাস কুঞ্জ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মাধবী মালতী মণ্ডপের উপর উপবিষ্ট বৈষ্ণব মণ্ডলীকে ভক্তিপূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।

শ্রীপরমহংসবাবাজী বসিয়াছেন। তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে শ্রীবৈষ্ণবদাস, লাহিড়ী মহাশয়, অনন্তদাস বাবাজী প্রভৃতি অনেকেই বসিয়াছেন। তাহার নিকট যাদবদাস বসিলেন, ও তৎপার্শ্বে চণ্ডীদাস বসিলেন।

অনন্তদাস বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, এই নূতন লোকটী কে? যাদবদাস চণ্ডীদাসের সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। অনন্তদাস বাবাজী একটু হাস্য করিয়া বলিলেন হাঁ! সংসার ইহাকেই বলে! যিনি সংসারকে চিনিতে পারেন তিনিই বুদ্ধিমান। যিনি সংসারের চক্রে পড়িয়া থাকেন তিনিই শোচ্য!

চণ্ডীদাসের মন ক্রমশঃ নির্ম্মল হইতেছে। নিত্য সুকৃত করিলে অবশ্য মঙ্গল হয়। বৈষ্ণব-সৎকার, বৈষ্ণব-গ্রন্থ-পাঠ ও শ্রবণ ইত্যাদি নিত্য সুকৃত। তাহা করিতে করিতে চিত্ত নির্ম্মল হইয়া যায় ও অনন্য ভক্তিতে সহজে শ্রদ্ধার উদয় হয়। সেদিন চণ্ডীদাস, শ্রীঅনন্তদাস বাবাজী মহাশয়ের কথাটী শ্রবণ করিয়া আর্দ্র হৃদয়ে বলিলেন আজ আমি আপনার নিকট এই প্রার্থনা করি যে, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সংসার যে কি বস্তু, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলুন।

শ্রীঅনন্তদাস। চণ্ডীদাস তোমার প্রশ্নটী গম্ভীর! আমি ইচ্ছা করি, হয় শ্রীপরমহংস বাবাজী মহাশয়, নয় শ্রীবৈষ্ণবদাস বাবাজী মহাশয়, এই প্রশ্নের উত্তর দান করুন।

শ্রীপরমহংস বাবাজী। প্রশ্নটী যেরূপ গম্ভীর, শ্রীঅনন্তদাস বাবাজী মহাশয় ও তদুপযুক্ত উত্তরদাতা। অদ্য আমরা সকলেই বাবাজীমহাশয়ের উপদেশ শ্রবণ করিব।

অ। আপনাদের যখন আজ্ঞা পাইলাম, তখন অবশ্যই আমি যাহা জানি তাহা বলিব। আমি অগ্রেই ভগবৎপার্ষদ-প্রবর শ্রীল প্রদ্যুম্নব্রহ্মচারী গুরুদেবের পাদপদ্ম স্মরণ করিতেছি;—

জীবের দুইটী দশা স্পষ্ট দেখা যায়। মুক্ত দশা ও সংসার বদ্ধ দশা। শুদ্ধ কৃষ্ণ-ভক্ত-জীব যিনি কখনই মায়া বদ্ধ হন নাই বা কৃষ্ণ কৃপায় মায়িক জগত হইতে পরিমুক্ত হইয়াছেন তিনিই মুক্তজীব, এবং তাঁহার দশা মুক্ত দশা। কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ হইয়া অনাদি মায়ার কবলে যিনি পড়িয়া আছেন তিনি বদ্ধ জীব এবং তাঁহার দশাই সংসার দশা। মায়া মুক্ত জীব চিন্ময় ও কৃষ্ণদাস্যই তাঁহার জীবন। জড় জগতে তাঁহার অবস্থিতি নয়। কোন বিশুদ্ধ চিজ্জগতে তিনি অবস্থিত। সেই চিজ্জগতের নাম গোলোক, বৈকুণ্ঠ, বৃন্দাবন ইত্যাদি। মায়া মুক্ত জীবের সংখ্যা অনন্ত।

মায়া বদ্ধ জীবের সংখ্যাও অনন্ত। কৃষ্ণ বহির্ম্মুখতা দোষে কৃষ্ণের ছায়া শক্তি যে মায়া, তিনি তাহাকে নিজের সত্ব, রজ ও তম গুণে আবদ্ধ করিয়াছেন। গুণের তারতম্য বশতঃ বদ্ধ জীবের অবস্থা বিচিত্র হইয়াছে। বিচিত্রতা বিচার করিয়া দেখুন; জীবের শরীরের বিচিত্রতা, ভাবের বিচিত্রতা, রূপের বিচিত্রতা, স্বভাবের বিচিত্রতা, রুচির বিচিত্রতা, স্থানের বিচিত্রতা ও গতির বিচিত্রতা। জীব সংসারে প্রবেশ পূর্ব্বক একটী নূতন রকম আমিত্ব বরণ করিয়াছেন। শুদ্ধাবস্থায় আমি কৃষ্ণদাস এইরূপ আমিত্বের অভিমান ছিল। এখন আমি মনুষ্য, আমি দেবতা, আমি পশু, আমি রাজা, আমি ব্রাহ্মণ, আমি চণ্ডাল, আমি পীড়িত, আমি ক্ষুধিত, আমি অপমানিত, আমি পরাজিত, আমি পতি, আমি পিতা, আমি পত্নী, আমি শত্রু, আমি মিত্র, আমি পণ্ডিত, আমি রূপবান্, আমি বীর, ও আমি দুর্ব্বল এইরূপ কত রকমের আমিত্ব হইয়াছে। ইহার নাম অহংতা। মমতা বলিয়া আর একটী ব্যাপার হইয়াছে। আমার গৃহ, আমার দ্রব্য, আমার ধন, আমার শরীর, আমার পুত্র কন্যা, আমার পত্নী, আমার পতি, আমার পিতা, আমার বর্ণ ও জাতি, আমার বল, আমার রূপ, আমার গুণ, আমার বিদ্যা, আমার বৈরাগ্য, আমার জ্ঞান, আমার কর্ম্ম, আমার সম্পত্তি, আমার অধীন জনগণ, ইত্যাদি কত প্রকারের আমার হইয়াছে। আমি ও আমার লইয়া যে একটি প্রকাণ্ড ব্যাপার দেখা যাইতেছে তাহার নাম সংসার।

যাদবদাস। বদ্ধ অবস্থায় এই আমি আমার দেখিতেছি। কিন্তু মুক্ত অবস্থায় কি আমি আমার থাকে না?

অ। মুক্ত অবস্থায় আমি ও আমার সব চিন্ময় ও নির্দ্দোষ। কৃষ্ণ জীবকে যেরূপ করিয়াছেন, তাহারই শুদ্ধপরিচয় তথায় আছে। সেখানেও আমি বহুবিধ। কৃষ্ণদাস হইলেও রসভেদে বহুবিধ। রসের যত প্রকার চিন্ময় উপকরণ আছে, সে সকল ও আমার।

যা। তবে বদ্ধাবস্থার আমি আমার বহুবিধ হওয়ার দোষ কি?

অ। দোষ এই যে শুদ্ধ অবস্থায় যাহা সত্য আমি ও আমার তাহাই আছে। সংসারে যত প্রকার আমি ও আমার আছে, তাহা আরোপিত অর্থাৎ বস্তুত জীব সম্বন্ধে সত্য নয় অর্থাৎ জীবের পক্ষে মিথ্যা পরিচায়ক। সুতরাং সংসারের সমস্ত পরিচয়ই অনিত্য, অপ্রকৃত ও ক্ষণিক সুখ দুঃখ প্রদ।

যা। মায়িক সংসার কি মিথ্যা?

অ। মায়িকজগত মিথ্যা নয়, কৃষ্ণের ইচ্ছায় এই জগৎ সত্য। কিন্তু এই

জগতে প্রবিষ্ট হইয়া যত প্রকার মায়িক আমি ও আমার করিতেছি, তাহাই মিথ্যা। জগৎকে যাঁহারা মিথ্যা বলেন, তাঁহারা মায়াবাদী সুতরাং অপরাধী।

যা। আমরা কেন এরূপ মিথ্যা সম্বন্ধে আছি?

অ। জীব চিৎকণ। জড়জগত ও চিজ্জগতের মধ্য সীমায় জীবের প্রথমাবস্থান। সেখানে যে সকল জীব কৃষ্ণ সম্বন্ধ ভুলিলেন না তাঁহারা চিচ্ছক্তির বল লাভ করিয়া চিজ্জগতে আকৃষ্ট হইলেন। নিত্য পার্ষদ হইয়া কৃষ্ণ-সেবানন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া মায়ার প্রতি ভোগ বাঞ্ছা করিলেন, মায়া স্বীয় বলে তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিল। সেই হইতেই আমাদের সংসার-দশা। সংসারদশা হইবা মাত্র স্বীয় সত্য পরিচয় গেল ও মায়ার ভোক্তা এই অভিমানে মিথ্যা পরিচয় আসিয়া বিচিত্ররূপে আমাদিগকে বেষ্টন করিয়াছে।

যা। যদি আমরা চেষ্টা করি তবুও কেন আমাদের সত্য স্বভাব উদয় হয় না?

অ। চেষ্টা দুই প্রকার, উপযুক্ত অনুপযুক্ত। উপযুক্তচেষ্টা করিলে অবশ্যই মিথ্যা অভিমান দূর হইবে। অনুপযুক্তচেষ্টা করিলে কিরূপে সে ফল লাভ হইতে পারে?

যা। অনুপযুক্ত চেষ্টা কি কি, আজ্ঞা করুন?

অ। কর্ম্মকাণ্ডের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ করিয়া, নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান অবলম্বন করত মায়া ছাড়িব, এই যে একটী চেষ্টা ইহা অনুপযুক্ত। অষ্টাঙ্গযোগ দ্বারা সমাধি যোগে চিন্ময় হইয়া পড়িব, ইহাও অনুপযুক্ত চেষ্টা। এইরূপ নানাবিধ অনুপযুক্ত চেষ্টা আছে।

যা। ঐ সকল চেষ্টা কেন অনুপযুক্ত?

অ। অনুপযুক্ত, যেহেতু ঐ সকল চেষ্টা দ্বারা বাঞ্ছিত ফল পাইবার অনেক ব্যাঘাত ও স্বল্প সম্ভাবনা। যাঁহার প্রতি অপরাধ করিয়া আমাদের এই দশা হইয়াছে তাঁহার কৃপা ব্যতীত আমাদের এদশা দূর হইবে না এবং স্বীয় শুদ্ধ দশা লাভ হইবে না।

যা। উপযুক্ত চেষ্টা কি?

অ। সাধুসঙ্গ ও প্রপত্তি। সাধুসঙ্গ যথা ভাগবতে;—

অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোপি সৎসঙ্গ সেবধির্নৃণাম্॥

এই সংসার দশা প্রাপ্ত জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল কিসে হয়, একথা যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে বলি ক্ষণার্দ্ধও যদি সৎসঙ্গ হয় তবে সেরূপ মঙ্গল উদয় হয়।

প্রপত্তি যথা গীতা সপ্তমাধ্যায়ে;—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

এই সত্ত্ব, রজ, তম গুণময়ী আমার দৈবী মায়া। মানব নিজ চেষ্টায় এই মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন না। অতএব মায়া পার হওয়া বড়ই কঠিন। আমাকে যিনি প্রপত্তি করেন অর্থাৎ আমার শরণাগত হন তিনিই মাত্র এই মায়া পার হইতে পারেন।

চণ্ডীদাস। ঠাকুর! আমি এ সকল কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। একটু এই মাত্র বুঝিতেছি যে, আমরা পবিত্র বস্তু ছিলাম। কৃষ্ণকে ভুলিয়া আমরা মায়ার হাতে পড়িয়াছি। তাহাতেই আমরা এ জগতে আবদ্ধ হইয়াছি। কৃষ্ণ কৃপা হইলে আবার উদ্ধার হইতে পারি। নতুবা এইরূপ দশাতেই থাকিব।

অ। হাঁ, তুমি এখন এই পর্য্যন্ত বিশ্বাস কর। তোমার শিক্ষক যাদবদাস মহাশয় এই সব তত্ত্বকথা বুঝিতে পারিতেছেন। উঁহার নিকট ক্রমে বুঝিয়া লইবে। শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত গ্রন্থে পার্ষদ প্রধান শ্রীজগদানন্দ বলিয়াছেন,—

চিৎকণ জীব কৃষ্ণ চিন্ময় ভাস্কর।
নিত্য কৃষ্ণে দেখি কৃষ্ণে করেন আদর॥
কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়া গ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥
আমি সিদ্ধ কৃষ্ণদাস এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে॥
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র শূদ্র।
কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র॥
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব কভু দৈত্য কভু দাস প্রভু॥
এইরূপ সংসার ভ্রমিতে কোন জন।
সাধুসঙ্গে নিজ তত্ত্ব অবগত হন॥
নিজ তত্ত্ব জানি আর সংসার না চায়।
কেন বা ভজিনু মায়া করে হায় হায়॥
কেঁদে বলে ওহে কৃষ্ণ আমি তব দাস।

তোমার চরণ ছাড়ি হৈল সর্ব্বনাশ॥
কাকুতি করিয়া কৃষ্ণে ডাকে একবার।
কৃপা করি কৃষ্ণ তারে ছাড়ান সংসার॥
মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়।
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণ পাদপদ্ম পায়॥
কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল।
মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥

যা। বাবাজী মহাশয়! সাধুসঙ্গ যে বলিলেন, সাধুরাও এই সংসারে বর্ত্তমান। সংসার পীড়ায় জর্জ্জর। তাঁহারা বা কি করিয়া অন্য জীবকে উদ্ধার করিবেন।

অ। সাধুরাও এই সংসারে বর্ত্তমান বটে, কিন্তু সাধুদিগের সংসার ও মায়ামুগ্ধকর জীবের সংসারে বিশেষ ভেদ আছে। সংসার দেখিতে একই রকম, কিন্তু ভিতরে যথেষ্ট ভেদ। সাধুগণ চিরদিন জগতে আছেন, কেবল অসাধুগণ তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে না বলিয়া সাধুসঙ্গ দুর্লভ হয়। যে সমস্ত জীব মায়া কবলিত তাহারা দুইভাগে বিভক্ত। কতকগুলি মায়ার ক্ষুদ্র সুখে মত্ত হইয়া সংসারকে বড়ই আদর করে। কতকগুলি মায়াতে সুখ না পাইয়া অধিক সুখের আশয়ে বিবেক অবলম্বন করে। সুতরাং সংসারী লোক দুই প্রকার, বিবেক-শূন্য ও বিবেক-যুক্ত। কেহ কেহ তাহাদিগকে বিষয়ী ও মুমুক্ষু বলেন। এস্থলে মুমুক্ষু শব্দে নির্ভেদব্রহ্মজ্ঞানীকে বুঝিতে হইবে না। যিনি সংসার জ্বালায় জ্বলিত হইয়া নিজ তত্ত্ব অন্বেষণ করেন, তাঁহাকেই বেদ শাস্ত্রে মুমুক্ষু বলেন। মুমুক্ষু লোকের মুমুক্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভজনই শুদ্ধভক্তি। মুমুক্ষা অর্থাৎ মুক্তি বাঞ্ছা। মুক্তি-ত্যাগকে বিধান করেন নাই। মুমুক্ষু ব্যক্তির কৃষ্ণতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব জ্ঞান উদয় হইলেই তিনি মুক্ত হইলেন। যথা ভাগবতে ;—

রজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ পার্থিবৈরিহ জন্তবঃ।
তেষাং যে কেচনেহন্তে শ্রেয়ো বৈ মনুজাদয়ঃ॥
প্রায়ো মুমুক্ষবস্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোত্তম।
মুমুক্ষূণাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিদ্ধ্যতি

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥

বালুকণকে যেরূপ সংখ্যা করা যায় না, জীবদিগকেও তদ্রূপ সংখ্যা করা যায় না। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিত্য মঙ্গল অন্বেষণ করেন। অধিকাংশই বিষয়ী জড়ীভূত ও সামান্য ইন্দ্রিয় সুখাদিতে মত্ত। যে সকল লোক শ্রেয় অন্বেষণ করেন তন্মধ্যে কেহ কেহ মুমুক্ষু অর্থাৎ জড়াতীত অবস্থার প্রয়াসী। সহস্র সহস্র মুমুক্ষু লোকের মধ্যে কেহ কেহ তত্ত্বসিদ্ধি লাভ করিয়া মুক্ত হন। কোটি কোটি সিদ্ধ-মুক্তদিগের মধ্যে কোন কোন প্রশান্তাত্মা নারায়ণ ভক্ত হন। অতএব নারায়ণ ভক্ত সুদুর্ল্লভ। সুতরাং কৃষ্ণভক্ত তদপেক্ষা দুর্ল্লভ। মুমুক্ষা অতিক্রম করিয়া যাঁহারা মুক্ত হইয়াছেন তাহাদের মধ্যেই কৃষ্ণভক্ত। কৃষ্ণভক্তের দেহ থাকা পর্য্যন্ত সংসারে যে অবস্থিতি তাহা বিষয়ীর অবস্থিতি হইতে তত্ত্বত পৃথক্। কৃষ্ণ ভক্তের অবস্থিতি দুই প্রকার।

যা। আপনি বিবেকী লোকদিগের চারিটী অবস্থা বলিলেন। তাহার মধ্যে কোন্ কোন্ অবস্থায় স্থিত ব্যক্তির সঙ্গকে সাধুসঙ্গ বলে?

অ। বিবেকী, মুমুক্ষু, মুক্ত বা সিদ্ধ ও ভক্ত এই চারিটী বিবেকের অবস্থা। তন্মধ্যে বিবেকী ও মুমুক্ষুদিগের সহিত বিষয়ীর সঙ্গ ভাল। মুক্তদিগকে দুই ভাগে বিভাগ করা যায় অর্থাৎ ছিদ্রসাগ্রহী মুক্ত ও নির্ভেদ মায়াবাদী মুক্তাভিমানী। ছিদ্রসাগ্রহী মুক্ত সঙ্গ শ্রেয়স্কর। নির্ভেদ মায়াবাদী অপরাধী, তাঁহার সঙ্গ সকলের পক্ষেই নিষিদ্ধ। দশমে এইরূপ কথিত আছে;—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরম্পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

চতুর্থ ভগবদ্ভক্ত। ভগবদ্ভক্ত দুই প্রকার, ঐশ্বর্য্যপর ও মাধুর্য্যপর। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। বিশেষতঃ মাধুর্য্যপর ভগবদ্ভক্তকে আশ্রয় করিলে বিশুদ্ধ ভক্তিরস হৃদয়ে আবির্ভূত হয়।

যা। আপনি বলিলেন ভক্তের দুই প্রকার অবস্থিতি। একটু স্পষ্ট করিয়া তাহা বর্ণন করিলে আমাদের ন্যায় স্থূলবুদ্ধিব্যক্তিগণ ভাল করিয়া বুঝিতে পারে।

অ। অবস্থিতি ভেদে ভক্ত দুইপ্রকার, অর্থাৎ গৃহস্থ ভক্ত ও গৃহত্যাগী ভক্ত।

যা। গৃহস্থভক্তদিগের কিরূপ সংসারসম্বন্ধ তাহা অনুগ্রহ করিয়া বর্ণন করুন।

অ। গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকিলেই গৃহস্থ হয় না। উপযুক্ত পাত্রীর পাণি-গ্রহণ করিয়া যে গৃহ পত্তন করা যায় তাহাই গৃহ। সেই অবস্থায় যে ভক্ত

থাকেন তিনি গৃহস্থ ভক্ত। মায়াবদ্ধ জীব স্বীয় জড়দেহের পঞ্চ জ্ঞানদ্বার দিয়া জড় বিষয়ে প্রবেশ করেন। চক্ষু দ্বারা আকার ও বর্ণ দেখেন। কর্ণ দ্বারা শব্দ শ্রবণ করেন। নাসিকার দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করেন, ত্বক বা চর্ম্ম দ্বারা স্পর্শ করেন। জিহ্বার দ্বারা রস গ্রহণ করেন। এই পঞ্চদ্বার দিয়া জড়-জগতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাতে আসক্ত হইয়া থাকেন। যত জড়ে আসক্ত হন ততই স্বীয় প্রাণনাথ কৃষ্ণ হইতে দূরে যান। ইহার নাম বহির্ম্মুখ সংসার। এই সংসারে যাহারা মত্ত তাহাদিগকে বিষয়ী বলে। ভক্তগণ যখন গৃহস্থ থাকেন তখন বিষয়ীদের ন্যায় বিষয়ে কেবল ইন্দ্রিয় তর্পণ অন্বেষণ করেন না। তাঁহার ধর্ম্মপত্নী কৃষ্ণদাসী। পুত্র কন্যা সকল কৃষ্ণের পরিচারক ও পরিচারিকা। তাঁহার চক্ষু শ্রীবিগ্রহ ও কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বস্তু দেখিয়া তৃপ্তি লাভ করে। তাঁহার কর্ণ হরিকথা ও সাধুজীবন শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। তাঁহার নাসিকা কৃষ্ণার্পিত তুলসী ও সুগন্ধ সকল গ্রহণ করিয়া আনন্দ ভোগ করেন। তাঁহার জিহ্বা কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণনৈবেদ্য আস্বাদন করিতে থাকেন। তাঁহার চর্ম্ম ভক্তাঙ্ঘ্রি স্পর্শসুখ লাভ করেন। তাঁহার আশা ক্রিয়া, বাঞ্ছা, আতিথ্য, দেহসেবা সমস্তই কৃষ্ণসেবার অধীন। তাঁহার সমস্ত জীবনই 'জীবে দয়া' কৃষ্ণনাম ও বৈষ্ণবসেবন, এই মহোৎসবময়। অনাসক্ত হইয়া বিষয়ভোগ কেবল গৃহস্থ ভক্তেরই সম্ভব। কলিকালে জীবের পক্ষে গৃহস্থ বৈষ্ণব হওয়াই উচিত। পতনের আশঙ্কা নাই। ভক্তি সমৃদ্ধি ও সম্পূর্ণরূপে হইতে পারে। গৃহস্থ বৈষ্ণবের মধ্যে অনেক তত্ত্বজ্ঞ গুরু আছেন। প্রভু সন্তানগণ যেস্থলে শুদ্ধ বৈষ্ণব আছেন তাঁহারা গৃহস্থভক্ত; অতএব তাঁহাদের সঙ্গ জীবের বিশেষ শ্রেয়স্কর।

য। গৃহস্থ বৈষ্ণবগণকে স্মার্ত্তদিগের অধীন থাকিতে হয়, নতুবা সমাজে তাঁহাদের ক্লেশ হয়। এরূপ অবস্থায় কিরূপে শুদ্ধভক্তি থাকিতে পারে?

অ। কন্যা পুত্রের বিবাহ ও পিতৃলোকের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া ও অন্যান্য কএকটী কর্ম্মে অবশ্য তাঁহাদের সম্বন্ধ থাকে। কাম্য কর্ম্ম তাঁহাদের করার প্রয়োজন নাই। দেখুন, দেহ যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য সকলকেই পরাধীন হইতে হয়। যাঁহারা নিরপেক্ষ বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারাও পরাধীন। পীড়িত হইলে ঔষধ সেবন, ক্ষুধিত হইলে আহার্য্য সংগ্রহ ও শীত নিবারণের জন্য বস্ত্র সংগ্রহ, রৌদ্র-বর্ষাদির জন্য গৃহ করণ ইত্যাদি বিষয়ে সমস্ত দেহীর প্রয়োজন ও অপেক্ষা আছে। নিরপেক্ষ হওয়া কেবল অপেক্ষাকে সংকোচ করা মাত্র। বস্তুত: দেহ থাকিতে নিরপেক্ষ হওয়া যায় না। যতদূর নিরপেক্ষ হওয়া যায়

ততদূরই ভাল ও ভক্তি-পোষক হয়। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কর্ম্মকে কৃষ্ণ সম্বন্ধ করিয়া দিলেই তাহার দোষ যায়। যথা, বিবাহে সন্তান কামনা বা প্রজাপতির উপাসনা না করিয়া কেবল কৃষ্ণদাসী সংগ্রহ ও কৃষ্ণ সংসার পত্তন করিতেছি এই সংকল্পে ভক্তির অনুকূল হয়। পার্শ্ববর্ত্তী বিষয়ী আত্মীয় লোক ও পুরোহিতাদি যাহাই বলুন নিজের সংকল্পেই নিজের ফল। শ্রাদ্ধদিবস উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণসেবা পূর্ব্বক সেই প্রসাদ পিণ্ড পিতৃলোককে দান করা ও ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ভোজন করান হইলেই গৃহস্থ ভক্তের ভক্তির অনুকূল সংসার হয়। সমস্ত স্মার্ত্ত ক্রিয়াতে ভক্তিপর্ব্ব মিশ্রিত করিলেই কর্ম্মের কর্ম্মত্ব গেল। শুদ্ধভক্তির অনুগত বৈধকর্ম্ম করিলে ভক্তির কিছুই প্রতিকূলতা হয় না। ব্যবহারে ব্যবহারিক ক্রিয়া অনাসক্ত ও বিরক্ত ভাবে কর। পরমার্থে পারমার্থিক ক্রিয়া ভক্তগণের সহিত কর। তাহা হইলেই কোন দোষ নাই। দেখুন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অধিকাংশ পার্ষদগণই গৃহস্থ ভক্ত। অনাদিকাল হইতে ভক্ত রাজর্ষি দেবর্ষি অনেকেই গৃহস্থ ভক্ত। ধ্রুব প্রহ্লাদ পাণ্ডবাদি সকলেই গৃহস্থ ভক্ত। গৃহস্থ ভক্তকে জগতের পূজনীয় বলিয়া জানিবেন।

যা। যদি গৃহস্থ ভক্ত এত পূজনীয় হন এবং সকল প্রেমের অধিকারী হন তবে কেন কোন কোন ভক্ত গৃহত্যাগী হন ?

অ। গৃহস্থ ভক্তগণের মধ্যেই কেহ কেহ গৃহত্যাগী বৈষ্ণব হইবার অধিকারী হন। জগতে তাঁহাদের সংখ্যা স্বল্প এবং তাঁহাদের সঙ্গ বিরল।

যা। কি হইলে গৃহত্যাগী হইবার অধিকার জন্মে তাহা বলুন ?

অ। মানবের দুইটী প্রবৃত্তি অর্থাৎ বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তি ও অন্তর্ম্মুখ প্রবৃত্তি। বৈদিক ভাষায় তাহাদিগকে পরাক্ ও প্রত্যক্ বৃত্তি বলে। শুদ্ধচিন্ময় আত্মা আপনার স্বরূপ ভুলিয়া লিঙ্গ দেহে মনকে আত্মা বলিয়া অভিমান করেন এবং মন হইয়া ইন্দ্রিয় দ্বার অবলম্বন পূর্ব্বক বহির্বিষয়ে আকৃষ্ট হন। ইহার নাম বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তি। জড়বিষয় হইতে মনেও মন হইতে আত্মার প্রতি যখন প্রবৃত্তি-স্রোত পুনরায় বহিতে থাকে তখন অন্তর্ম্মুখ প্রবৃত্তি হয়। যে পর্য্যন্ত বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তি প্রবল সে পর্য্যন্ত সাধুসঙ্গবলে কৃষ্ণসংসারে সমস্ত প্রবৃত্তি নিরপরাধের সহিত চালিত করার নিতান্ত প্রয়োজন। কৃষ্ণভক্তির আশ্রয়ে সেই প্রবৃত্তি অতি স্বল্প কালের মধ্যেই সংকোচিত হইয়া অন্তর্ম্মুখ হইয়া যায়। প্রবৃত্তি যখন পূর্ণরূপে অন্তর্ম্মুখী হয় তখনই গৃহত্যাগের অধিকার জন্মে। তৎপূর্ব্বে গৃহত্যাগ করিলে পুনরায় পতন হইবার বিশেষ আশঙ্কা। গৃহস্থ অবস্থাটী জীবের আত্মতত্ত্ব উদয়

করিবার ও শিক্ষা করিবার চতুষ্পাঠী বিশেষ। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে চতুষ্পাঠী ত্যাগ করিতে পারে।

যা। গৃহত্যাগী ভক্তের অধিকার লক্ষণ কি?

অ। আদৌ স্ত্রীসঙ্গ স্পৃহা শূন্যতা। সর্ব্বজীবে পূর্ণদয়া। অর্থ ব্যবহারে তুচ্ছ জ্ঞান। কেবল গ্রাস আচ্ছাদন সংগ্রহ জন্য অভাবকালে যত্ন। কৃষ্ণে শুদ্ধারতি। বহির্ম্মুখ সঙ্গে তুচ্ছ জ্ঞান। মান অপমানে সম বুদ্ধি। বহ্বারম্ভে স্পৃহাশূন্যতা। জীবনে মরণে রাগদ্বেষরহিততা। শাস্ত্রে তাঁহাদের লক্ষণ এইরূপ করিয়াছেন;—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥
ময়ি হ্যনন্যভাবেন ভক্তিং কুর্ব্বন্তি যে দৃঢ়াং।
মৎকৃতে ত্যক্তকর্ম্মাণস্ত্যক্তস্বজনবান্ধবাঃ॥
বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্ধরিরবশাভিহিতোপ্যঘোঘনাশঃ।
প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ॥

এই লক্ষণ সকল যে গৃহস্থ ভক্তের উপস্থিত হয় তিনি আর কর্ম্মক্ষম থাকেন না; সুতরাং তিনি গৃহত্যাগী হইয়া পড়েন। এরূপ নিরপেক্ষ ভক্ত বিরল। জন্মের মধ্যে যদি কখন এরূপ একটী ভক্তের সঙ্গ হয়, তাহা হইলেও সৌভাগ্য।

যা। আজকাল দেখিতেছি কেহ কেহ স্বল্প বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া ভেক গ্রহণ করেন। গ্রহণ করিয়া একটী আখড়া করিয়া দেব-সেবা করেন। ক্রমশঃ তাঁহার যোষিৎসঙ্গ দোষ হইয়া পড়ে। তথাপি হরিনামাদি ছাড়েন না। স্থানে স্থানে হইতে ভিক্ষা করিয়া আখড়া নির্ব্বাহ করেন। ইহাঁরা কি নিরপেক্ষ না গৃহস্থ ভক্ত।

অ। তুমি অনেকগুলি কথা একত্রে জিজ্ঞাসা করিলে। আমি একটী একটী কথার উত্তর দিতে পারি। অল্প বয়স অধিক বয়সের কথা নয়। পূর্ব্বসংস্কার ও আধুনিক সংস্কার বলে কোন গৃহস্থ ভক্তের গৃহত্যাগাধিকার অল্প বয়সেই হয়। শুকদেব জন্মমাত্র সেই অধিকার পাইয়াছিলেন। কেবল এইটী দেখা কর্ত্তব্য যে অধিকার কৃত্রিম না হয়। যথার্থ নিরপেক্ষতা জন্মিলে স্বল্প বয়সে কোন ব্যাঘাত হয় না।

যা। যথার্থ নিরপেক্ষতা ও কৃত্রিম নিরপেক্ষতা কিরূপ?

অ। যথার্থ নিরপেক্ষতা দৃঢ়। আর কোন সময়ে ভঙ্গ হয় না। কৃত্রিম নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার আশা ও ধূর্ত্ততা ও শাঠ্য হইতে প্রকাশ পায়। নিরপেক্ষ

গৃহত্যাগী ভক্তের সম্মান পাইব এই আশায় কৃত্রিম অধিকার কেহ কেহ প্রকাশ করেন। সেটা নিরর্থক ও অত্যন্ত অমঙ্গল জনক। গৃহত্যাগ করিবামাত্র অধিকার লক্ষণ আর দৃষ্ট হয় না। তখন দৌরাত্ম্য আসিয়া উপস্থিত হয়।

বা। গৃহত্যাগী ভক্তকে কি ভেক লইতে হয়?

অ। দৃঢ়রূপে গৃহস্পৃহা দূর হইলে বনেই থাকুন বা গৃহমধ্যেই থাকুন নিরপেক্ষ অকিঞ্চন ভক্ত জগৎ পবিত্র করেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ ভিক্ষাশ্রম লিঙ্গদ্বারা পরিচিত হইবার জন্য কৌপীন ও কন্থা গ্রহণ করেন। কৌপীন ও কন্থা গ্রহণ সময়ে কতকগুলি গৃহত্যাগী বৈষ্ণবকে সাক্ষী করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞাকে দৃঢ় করেন। ইহারই নাম ভিক্ষাশ্রম প্রবেশ বা তদুচিত বেশ ধারণ ব্যাপার। ভেক লওয়া যদি ইহাকেই বল তাহা হইলে দোষ কি?

বা। ভিক্ষাশ্রম লিঙ্গদ্বারা পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন কি?

অ। জগতে ভিক্ষাশ্রমী বলিয়া পরিচিত হইলে আর আত্মীয় পরিবারগণ সম্বন্ধ রাখিবে না, সহজে ছাড়িয়া দিবে এবং নিজেও আর গৃহ প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিবে না। সহজ নিরপেক্ষ প্রবৃত্তির সহিত লোকাশঙ্কা আসিয়া উপস্থিত হইবে। পরিপক্ক নিরপেক্ষ গৃহত্যাগী ভক্তের জন্য বেশাশ্রয় কোন কার্য্যের না হউক, কিন্তু কাহার কাহার পক্ষে বেশাশ্রয় একটু কার্য্য করে। 'স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাং' এই লক্ষণযুক্ত ভক্তের বেশাশ্রয় নাই। লোকাপেক্ষা পর্য্যন্ত তাহার প্রয়োজন।

বা। কাহার নিকট বেশাশ্রয় গ্রহণ করা যাইতে পারে?

অ। গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের নিকট বেশাশ্রম গ্রহণ করা উচিত। গৃহস্থ ভক্ত গৃহত্যাগীর ব্যবহার আস্বাদন করেন নাই, এই জন্য কাহাকেও বেশাশ্রম দিবেন না। কেননা শাস্ত্রে লিখিত আছে ;—

অপরীক্ষ্যোপদিষ্টং যৎ লোকনাশায় তদ্ভবেৎ।

বা। যিনি ভেক বা বেশাশ্রম অর্পণ করিবেন সেই গুরুদেবকে কি কি বিষয় বিচার করা কর্ত্তব্য।

অ। আদৌ গুরুদেব দেখিবেন যে শিষ্য উপযুক্ত পাত্র কিনা? গৃহস্থ ভক্ত হইয়া কৃষ্ণভক্তির বলে শমদমাদি ব্রহ্ম স্বভাব লাভ করিয়াছেন কি না? স্ত্রীসঙ্গ স্পৃহা শূন্য হইয়াছেন কি না? অর্থপিপাসা ও ভাল খাওয়া পরার বাঞ্ছা নির্ম্মূল হইয়াছে কিনা? কিছু দিন শিষ্যকে নিজের নিকট রাখিয়া ভাল রূপে পরীক্ষা করিবেন। যখন উপযুক্ত পাত্র বলিয়া জানিবেন তখন ভিক্ষাশ্রমের বেশ

দিবেন। তৎপূর্ব্বে কোন প্রকারেই দিবেন না। অনুপযুক্ত পাত্রে ভেক দিলে গুরু অবশ্য পতন হইবেন।

যা। এখন দেখিতেছি ভেক লওয়া মুখের কথা নয়। বড় কঠিন কথা। ইহাকে অনুপযুক্ত গুরু সকল ব্যবহারিক করিয়া ফেলিতেছেন। এখন আরম্ভ হইয়াছে। শেষে কি হয় বলা যায় না।

অ। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই পদ্ধতিকে পবিত্র রাখিবার জন্য অতি স্বল্প দোষী ছোট হরিদাসকে দণ্ড করিয়াছিলেন। যাঁহারা আমার প্রভুর অনুগত তাঁহারা সর্ব্বদা হরিদাসের দণ্ড স্মরণ করিবেন।

যা। ভেক লইয়া আখড়া বাঁধা ও দেবসেবা করা কি উচিত পদ্ধতি ?

অ। না। উপযুক্ত পাত্র ভিক্ষাশ্রমে প্রবেশ করিয়া প্রতিদিন ভিক্ষার দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিবেন। আখড়া আদি আড়ম্বর করিবেন না। কোন স্থলে কোন নিভৃত কুটীর বা গৃহস্থের দেবালয়ে থাকিবেন। অর্থ দ্বারা যাহা হয় তাহা করিবেন না। নিরন্তর নিরপরাধে কৃষ্ণনাম করিবেন।

যা। যাহারা আখড়া বাঁধিয়া গৃহস্থের ন্যায় আছেন তাঁহাদিগকে কি বলা যায়?

অ। বান্তাশী বলা যায়। একবার যাহা বমন করিয়া ফেলিলেন আবার তাহা ভক্ষণ করিলেন।

যা। তিনি কি আর বৈষ্ণব থাকেন না।

অ। তাঁহার ব্যবহার যখন অবৈধ ও বৈষ্ণবধর্ম্মের বিরোধী তখন আর কেন তাঁহার সঙ্গ করিব ? তিনি শুদ্ধ ভক্তি ত্যাগ করিয়া শাঠ্য অবলম্বন করিলেন। তাঁহার সহিত আর বৈষ্ণবের সম্বন্ধ কি ?

যা। তিনি যখন হরিনাম ত্যাগ করেন নাই তখন কিরূপে বৈষ্ণবতা ছাড়িয়াছেন বলিবেন।

অ। হরিনাম ও নামাপরাধ পৃথক্ বস্তু। নামের বলে যেখানে পাপ দেখিবে সেখানে নামাপরাধ। নামাপরাধ হইতে অতিশয় দূরে পলায়ন করিবে।

যা। তাঁহার সংসারকে কি কৃষ্ণ সংসার বলিব না।

অ। কখনই নয়। কৃষ্ণসংসারে শাঠ্য নাই। সম্পূর্ণ সরলতা। অপরাধ নাই।

যা। তবে বুঝি তিনি গৃহস্থ ভক্ত হইতে হীন।

অ। ভক্তই যখন নন, তখন কোন ভক্তের সহিত তাঁহার তারতম্য বিচার নাই।

যা। তাঁহার উদ্ধার কিসে হইবে ?

অ। যখন তিনি ঐ সকল অপরাধ ছাড়িয়া নিরন্তর নাম করিতে করিতে ক্রন্দন করিবেন তখন তিনি আবার ভক্ত মধ্যে গণ্য হইবেন।

যা। বাবাজী মহাশয়! গৃহস্থ ভক্তগণ বর্ণাশ্রম আশ্রয়ে থাকেন। বর্ণাশ্রম ছাড়িয়া কি গৃহস্থ বৈষ্ণব হইতে পারে না।

অ। আহা! বৈষ্ণবধৰ্ম্ম বড় উদার। ইহার একনাম জৈব-ধৰ্ম্ম। সকল মানবেরই বৈষ্ণব ধর্ম্মে অধিকার আছে। অন্ত্যজ মানবগণও বৈষ্ণব ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিয়া গৃহস্থ থাকিতে পারেন। তাঁহাদের বর্ণাশ্রম নাই। আবার বর্ণাশ্রমের মধ্যে সন্ন্যাস ভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ পরে সাধুসঙ্গে শুদ্ধ ভক্তি লাভ করিয়া গৃহস্থ ভক্ত হইতে পারেন। তাঁহাদেরও কোন বর্ণাশ্রম বিধি নাই। অপকর্ম্মের জন্য যাহাদের বর্ণাশ্রম গিয়াছে, তাঁহারা এবং তাঁহাদের সন্তানগণ যদি সাধুসঙ্গে শুদ্ধ ভক্তি আশ্রয় করত গৃহস্থ ভক্ত হন, তাঁহাদেরও বর্ণাশ্রম নাই। অতএব গৃহস্থ ভক্তগণ দুই প্রকার, অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ধৰ্ম্মযুক্ত ও বর্ণাশ্রম ধৰ্ম্ম রহিত।

যা। এই দুইয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?

অ। যাহার অধিক ভক্তি তিনিই শ্রেষ্ঠ। ভক্তি হীন হইলে ব্যবহারিক মতে দুই জনের মধ্যে বর্ণাশ্রমী শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তাহার ধৰ্ম্ম আছে, অপরটী অন্ত্যজ। পরমার্থে উভয়েই অধম, যেহেতু ভক্তি হীন।

যা। গৃহস্থ থাকিয়া গৃহত্যাগীর বেশ গ্রহণে কাহারো কি অধিকার আছে?

অ। না। তাহা করিলে আত্মবঞ্চনা ও জগদ্বঞ্চনা এই দুইটী দোষ হয়। গৃহস্থের কৌপীনাদি ধারণ করা কেবল গৃহত্যাগী বেশাশ্রয়ী ব্যক্তিকে পরিহাস ও অপমান করা মাত্র।

যা। বাবাজী মহাশয়! ভেক গ্রহণের কোন শাস্ত্র পদ্ধতি আছে কি?

অ। স্পষ্ট নাই। সর্ব্ব বর্ণ হইতে মানব বৈষ্ণব হইতে পারেন। কিন্তু শাস্ত্রমতে দ্বিজ ব্যতীত কেহই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবতে সর্ব্ববর্ণের লক্ষণ বলিয়া শেষে নারদ বলিয়াছেন যে, 'যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ' অর্থাৎ যাহার যে লক্ষণ বলিলাম সেই লক্ষণ দ্বারা বর্ণ নিরূপণ করিবে। এই বিধিবাক্য বলে অপর বর্ণজাত পুরুষকে ব্রহ্ম লক্ষণ যুক্ত দেখিয়া সন্ন্যাস দেওয়ার প্রথা হইয়াছে। তাহা যদি যথাযথ হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রসম্মত অবশ্য বলিতে হইবে। এই কার্য্য কেবল পারমার্থিক বিষয়ে বলবান। ব্যবহারিক বিষয়ে বলবান নয়।

যা। চণ্ডীদাস তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছিলে তাহার উত্তর পাইয়াছ?

৮। যে সকল উপদেশ বাক্য পরম পূজনীয় বাবাজী মহাশয়ের মুখ হইতে নিঃসৃত হইল তাহা হইতে আমি এই কথাগুলি বুঝিতে পারিয়াছি। জীব যে নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলিয়া, মায়িক শরীর আশ্রয় করত মায়ার গুণে জড়বস্তুতে সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছেন। আপন কর্ম্মফল ভোগজন্য জন্ম জরা মরণ মালা গলায় পরিয়াছেন। কখন উচ্চ, কখন নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া নূতন নূতন অভিমানে নানা অবস্থায় নীত হইতেছেন। ক্ষণভঙ্গুর শরীরে ক্ষুৎপিপাসাদি দ্বারা কার্য্যে চালিত হইতেছেন। সংসারে দ্রব্যের অভাবে নানাপ্রকার কষ্টে পড়িতেছেন। নানাবিধ পীড়া আসিয়া শরীরকে জর্জ্জরিত করিতেছে। গৃহে স্ত্রী পুত্রের সহিত কলহ করিয়া কখন কখন আত্মহত্যা পর্য্যন্ত স্বীকার করিতেছেন। অর্থ লোভে কতপ্রকার পাপাচরণ করিতেছেন। রাজদণ্ড, লোকের নিকট অপমান ও নানাবিধ কায় ক্লেশ ভোগ করিতেছেন। আত্মীয় বিয়োগ, ধন নাশ, তস্কর দ্বারা অপহরণ ইত্যাদি নানাবিধ দুঃখের কারণ সর্ব্বদাই ঘটিতেছে। বৃদ্ধ হইলে আত্মীয়গণ যত্ন করে না তাহাতে কতই দুঃখ হয়। শ্লেষ্মা পীড়া বাত ব্যথা ইত্যাদি দ্বারা বৃদ্ধ শরীর কেবল দুঃখের কারণ হয়। মরণ হইলে পুনরায় জঠোর যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। তথাপি শরীর থাকা পর্য্যন্ত কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য ইহারা প্রবল হইয়া বিবেককে স্থান দেয় না। ইহাই সংসার। আমি এখন সংসার শব্দের অর্থ বুঝিলাম। আমি বাবাজী মহাশয়দিগকে বারম্বার দণ্ডবৎ প্রণাম করি। বৈষ্ণবই জগতের গুরু। আজ বৈষ্ণব কৃপায় আমি এই সংসার জ্ঞান লাভ করিলাম।

অনন্তদাস বাবাজী মহাশয়ের সাধু উপদেশ শ্রবণ করিয়া তত্রত্য আর সমস্ত বৈষ্ণবগণ সাধুবাদ ও হরিধ্বনি করিলেন। ক্রমশঃ অনেক বৈষ্ণব তথায় উপস্থিত হইলে লাহিড়ী মহাশয়ের নিজ কৃত এই পদটী গীত হইতে লাগিল।

এ ঘোর সংসারে, পড়িয়া মানব না পায় দুঃখের শেষ
সাধুসঙ্গ করি, হরি ভজে যদি, তবে অন্ত হয় ক্লেশ॥
বিষয় অনলে, জ্বলিছে হৃদয়, অনলে বাড়ে অনল।
অপরাধ ছাড়ি, লয় কৃষ্ণনাম, অনলে পড়েত জল॥
নিতাই চৈতন্য, চরণ কমলে, আশ্রয় হইল যেই।
কালীদাস বলে, জীবনে মরণে, আমার আশ্রয় সেই॥

এই কীর্ত্তনে চণ্ডীদাস বড়ই আনন্দের সহিত নৃত্য করিলেন। বাবাজীদিগের চরণরেণু লইয়া পরম আনন্দে গড়াগড়ি দিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সকলেই বলিলেন চণ্ডীদাস বড় ভাগ্যবান।

কতক্ষণ পরে যাদব দাস বাবাজী বলিলেন, চল চণ্ডীদাস আমরা পার হই। চণ্ডীদাস রহস্য করিয়া বলিলেন আপনি পার করিলে আমি পার হইব। দুইজনে প্রদ্যুম্ন কুঞ্জকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বাহির হইলেন। দেখেন যে দময়ন্তী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে করিতে বলিতেছে। আহা! কেন স্ত্রী জন্ম পাইয়াছিলাম। আমি যদি পুরুষ জন্ম পাইতাম অনায়াসে এই কুঞ্জ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মহাত্মবর্গকে দর্শন করিয়া ও তাঁহাদের পদধূলি লইয়া চরিতার্থ হইতাম। জন্মে জন্মে যেন আমি এই শ্রীনবদ্বীপে বৈষ্ণবদিগের কিঙ্কর হইয়া দিন যাপন করি।

যাদবদাস কহিলেন ওগো! এই গোদ্রুম ধাম অতিশয় পুণ্যভূমি। এখানে আসিবামাত্র জীবের শুদ্ধ ভক্তি হয়। এই গোদ্রুম আমাদের জীবনেশ্বর শচীনন্দনের ক্রীড়া স্থান—গোপপল্লী। তত্ত্ব জানিয়াই সরস্বতী ঠাকুর এইরূপ প্রার্থনা লিখিয়াছেন ;—

> ন লোক বেদোদিতমার্গভেদৈঃ আবিশ্য সংক্লিশ্যতে রে বিমূঢ়াঃ।
> হঠেন সর্ব্বং পরিহৃত্য গৌড়ে শ্রীগোদ্রুমে পর্ণকুটীং কুরুধ্বং॥

তখন তিন জনে ক্রমে ক্রমে গঙ্গা পার হইয়া কুলিয়া গ্রামে পৌছিলেন। সেইদিন হইতে চণ্ডীদাস ও তৎপত্নী দময়ন্তী উভয়েই একপ্রকার আশ্চর্য্য বৈষ্ণব ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এমত বোধ হইল যে মায়িক সংসার তাহাদিগকে আর স্পর্শ করিতেছে না। বৈষ্ণব সেবা, সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম, সর্ব্বজীবে দয়া তাহাদের ভূষণ হইয়া পড়িল। ধন্য বণিক দম্পতি! ধন্য বৈষ্ণবপ্রসাদ! ধন্য হরিনাম! ধন্য শ্রীনবদ্বীপ ভূমি!!!

অষ্টম অধ্যায়।

নিত্যধর্ম্ম ও ব্যবহার।

এক দিবস শ্রীগোদ্রুমস্থ বৈষ্ণবগণ শ্রীগোরা হ্রদের দক্ষিণ-পূর্ব্বভাগে উপবন-বাসী বৈষ্ণবদের নিভৃতকুঞ্জে প্রসাদ পাইয়া অপরাহ্নে বসিয়াছেন। লাহিড়ী মহাশয় এই গীতটী গাইয়া বৈষ্ণবদের ব্রজভাব উদয় করাইতেছিলেন

(গৌর) কত লীলা করিলে এখানে।
অদ্বৈতাদি ভক্ত সঙ্গে, নাচিলে এ বনে রঙ্গে,
কালীয় দমন সংকীর্ত্তনে।

এই হ্রদ হৈতে প্রভু, নিস্তারিলে নক্র কভু,
কৃষ্ণ যেন কালীয়দমনে॥

এই গীতের অবসানে বৈষ্ণবগণ গৌরলীলা কৃষ্ণলীলার ঐক্য আলোচনা করিতেছিলেন, এমত সময় বড়গাছী হইতে দুই চারিটী বৈষ্ণব আসিয়া প্রথমে গোরাচাঁদকে পরে বৈষ্ণবগণকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। স্থানীয় বৈষ্ণবগণ তাঁহাদিগকে যথাবিধি আদর করিয়া বসাইলেন। নিভৃত কুঞ্জে একটী পুরাতন বটবৃক্ষ ছিল। বৈষ্ণবগণ সে বৃক্ষের মূলে পাকা করিয়া একটী গোল চৌতরা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। সকলে আদর করিয়া ঐ বট গাছটীকে নিতাই বট বলিতেন। প্রভু নিত্যানন্দ সেই বট তলায় বসিতে বড় ভাল বাসিতেন।

বৈষ্ণবগণ নিতাই বটের তলে বসিয়া ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন। বড়গাছী হইতে সমাগত বৈষ্ণবদিগের মধ্যে একটী স্বল্পবয়স্ক জিজ্ঞাসু বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি সহসা বলিলেন, আমি একটী প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করি, আপনারা কেহ তাহার উত্তর দিয়া আমাকে পরিতৃপ্ত করুন।

নিভৃতকুঞ্জের হরিদাস বাবাজী মহাশয় বড় গম্ভীর পণ্ডিত। তিনি প্রায় কোন স্থলে যান না। তাঁহার বয়স প্রায় একশত বৎসর। কখন কদাচ প্রদ্যুম্নকুঞ্জে গিয়া পরমহংস বাবাজী মহাশয়ের নিকট বসেন। তিনি প্রভু নিত্যানন্দকে ঐ বটতলে বসিতে দেখিয়াছিলেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা যে ঐ স্থলে তাঁহার নির্য্যাণ হয়। তিনি বলিলেন বাবা! পরমহংস বাবাজীর সভা যখন এখানে আসিয়াছে, তখন তোমার প্রশ্নের উত্তরের ভাবনা কি?

বড়গাছীর বৈষ্ণবটি প্রশ্ন করিতেছেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম নিত্যধর্ম্ম। যিনি বৈষ্ণবধর্ম্মের আশ্রয় করিবেন, তাঁহার অন্যের প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে জানিতে বাসনা করি।

হরিদাস বাবাজী মহাশয় শ্রীবৈষ্ণবদাস বাবাজীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন ওহে বৈষ্ণবদাস! তোমার ন্যায় পণ্ডিত ও সুবৈষ্ণব আজকাল বঙ্গভূমিতে নাই। তুমি এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর। তুমি সরস্বতী গোস্বামীর সঙ্গ করিয়াছ। এবং পরমহংস বাবাজীর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছ। তুমি পরম সৌভাগ্যবান, এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র।

বৈষ্ণবদাসবাবাজী মহাশয় বিনীত ভাবে কহিলেন, মহোদয়, আপনি সাক্ষাৎ বলদেবাবতার শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে দেখিয়াছেন এবং অনেক মহাজনদিগের সঙ্গে

বহুজনকে শিক্ষা দিয়াছেন, আজ আমাদিগকে কিছু শিক্ষা দিয়া কৃপা করুন। আর সমস্ত বৈষ্ণব সে সময়ে শ্রীহরিদাস বাবাজী মহাশয়কে উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে বিশেষ প্রার্থনা করায়, বাবাজী মহাশয় অগত্যা সম্মত হইলেন। বাবাজী মহাশয় বট বৃক্ষ তলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন;—

জগতে যত জীব আছেন সকলকেই আমি কৃষ্ণদাস বলিয়া প্রনাম করি। "কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁর দাস" এই সাধু বাক্য আমার শিরোধার্য্য। যদিও সকলেই শ্রীকৃষ্ণের স্বতঃসিদ্ধ দাস তথাপি যাঁহারা অজ্ঞান বশতঃ বা ভ্রম বশতঃ তাঁহার দাস্য স্বীকার করেন না তাঁহারা একদল এবং যাঁহারা সেই দাস্য স্বীকার করেন তাঁহারা আর একদল। সুতরাং জগতে দুই প্রকার লোক অর্থাৎ কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ ও কৃষ্ণোন্মুখ। কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ লোকই সংসারে অধিক। ইহাদের মধ্যে অনেকেই ধর্ম্ম স্বীকার করেন না। তাহাদের সম্বন্ধে কিছু বলা না বলা সমান। তাহাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিচার নাই। স্বার্থ সুখই তাহাদের সর্ব্বস্ব। যাঁহারা ধর্ম্ম স্বীকার করেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য বিচার আছে। তাঁহাদের জন্য বৈষ্ণবপ্রবর মনু লিখিয়াছেন ;—

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং॥

ইহার মধ্যে ধৃতি, দম, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী ও বিদ্যা এই ছয়টী নিজের প্রতি কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইয়াছে। ক্ষমা, অস্তেয়, সত্য ও অক্রোধ এই চারিটী পরের প্রতি কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইয়াছে। হরিভজন এই দশটী লক্ষণের মধ্যে কোনটীতেই স্পষ্ট নাই। এই দশবিধ ধর্ম্ম সাধারণের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। এইরূপ কর্ত্তব্য নিষ্ঠ হইয়া থাকিলেই যে মানবজীবন সম্পূর্ণ মঙ্গলময় হইল তাহা বলা যায় না। যথা বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে —

জীবিতং বিষ্ণুভক্তস্য বরং পঞ্চদিনানি চ।
নতু কল্পসহস্রানি ভক্তিহীনস্য কেশবে॥

কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত আর কাহাকেও মনুষ্য বলে না। ভক্ত ব্যতীত আর সকলেই দ্বিপদ পশু মধ্যে পরিগণিত। যথা ;—

শ্ববিড়্বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎ কর্ণপথোপেতো জাতুনাম গদাগ্রজঃ॥

এই প্রকার লোকের যে সকল কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য তাহা জিজ্ঞাসিত হয় নাই। কেবল যাঁহারা ভক্তি পথ আশ্রয় করিয়াছেন তাঁহাদের কি কি ব্যবহার কর্ত্তব্য তাহাই বলিতে হইবে।

যাঁহারা ভক্তিপথ অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত অর্থাৎ কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম। কনিষ্ঠগণ কেবল ভক্তি পথটী অবলম্বন করিয়াছেন কিন্তু ভক্ত হন নাই। তাঁহাদের লক্ষণ যথা :—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥

যিনি শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চা মূর্ত্তিতে হরিপূজা করেন কিন্তু কৃষ্ণের অন্য জীব ও ভক্তগণকে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক পূজা করেন না তিনি প্রাকৃত ভক্ত। সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে শ্রদ্ধাই ভক্তির বীজ। শ্রদ্ধা সহকারে হরিপূজা করিলেই ভক্তি করা হয়। তথাপি ভক্তপূজা ব্যতীত সেরূপ পূজা শুদ্ধা ভক্তি হয় না। যেহেতু তাহাতে ভক্তির পূর্ণ স্বরূপের হানি আছে। অর্থাৎ ভক্তিকার্য্যের একটু দ্বারদেশ প্রবেশ মাত্র হইয়াছে। শাস্ত্র বলিতেছেন :—

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থ বুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥

যিনি এই স্থূল শরীরে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রীপরিবারাদিতে মমতা বুদ্ধি, মৃণ্ময়াদি জড় বস্তুতে ঈশ্বর বুদ্ধি এবং গঙ্গা জলাদিতে তীর্থ বুদ্ধি করেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তে আত্ম বুদ্ধি, মমতা, পূজ্য বুদ্ধি ও তীর্থ বুদ্ধির মধ্যে কোন ভাবই করেন না, তিনি গরুদিগের গাধা অর্থাৎ অতিশয় নির্ব্বোধ।

তাৎপর্য্য এই যে যদিও অর্চ্চা মূর্ত্তিতে ঈশ্বর পূজা ব্যতীত ভক্তির প্রারম্ভ হয় না, কেবল বিতর্কদ্বারা হৃদয় পিষ্ট হয় এবং ভজনের বিষয় নির্দ্দিষ্ট হয় না, তথাপি শ্রীবিগ্রহ সেবায় শুদ্ধ চিন্ময় বুদ্ধির প্রয়োজন। এ জগতে জীবই চিন্ময় বস্তু। জীবের মধ্যে যিনি কৃষ্ণভক্ত তিনি শুদ্ধ চিন্ময়। ভক্ত ও কৃষ্ণ এই দুইটী শুদ্ধ চিন্ময় বস্তু। সে চিন্ময় বস্তু উপলব্ধি করণে জড় জীব ও কৃষ্ণের যে সম্বন্ধ জ্ঞান তাহা নিতান্ত প্রয়োজন। সেই সম্বন্ধ জ্ঞানের সহিত শ্রীমূর্ত্তি সেবা করিতে হইলে কৃষ্ণ পূজা ও ভক্ত সেবা দুইই এককালীন হওয়া উচিত। যে শ্রদ্ধার সহিত চিন্ময় তত্ত্বের এরূপ আদর হয়, তাহাকেই শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা বলে। কেবল শ্রীমূর্ত্তি পূজা করা, অথচ চিন্ময় তত্ত্বের পরিষ্কার সম্বন্ধ না জানা, কেবল লৌকিক শ্রদ্ধাতেই

নয়। অতএব তাহা প্রাথমিক ভক্তি দ্বার হইলেও শুদ্ধ ভক্তি নয়, ইহাই সিদ্ধান্ত। ভক্তিদ্বার প্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে শাস্ত্রে এইরূপ বলিয়াছেন ;—

গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥

পুরুষানুক্রমে যাঁহারা কুলগুরু ধরিয়া অথবা লোক দৃষ্টে অর্চ্চনমার্গে লৌকিক শ্রদ্ধার সহিত বিষ্ণুমন্ত্র দীক্ষা পূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তি পূজা করেন তাঁহারা কনিষ্ঠ বৈষ্ণব অর্থাৎ প্রাকৃত ভক্ত, শুদ্ধ ভক্ত নন। এই শ্রেণীর ব্যক্তি দিগের ছায়া ভক্ত্যাভাসই প্রবল। প্রতিবিম্ব ভক্ত্যাভাস নাই, কেননা প্রতিবিম্ব ভক্ত্যাভাসকে অপরাধ মধ্যে গণিত করায় তাহাতে বৈষ্ণবতা নাই। এই ছায়া-ভক্ত্যাভাসও অনেক ভাগ্যের ফল। কেননা ইহাঁরাও ক্রমে মধ্যম ও উত্তম বৈষ্ণব হইতে পারেন।

যাহাই হউক এ অবস্থার লোকেরা শুদ্ধ ভক্ত নন। তাঁহারা অর্চ্চা মূর্ত্তিতে লৌকিক শ্রদ্ধার সহিত পূজা করেন এবং সাধারণের জন্য উক্ত যে দশ লক্ষণ ধর্ম্ম তদ্দ্বারাই অপরের সহিত ব্যবহার নির্ব্বাহ করেন। ভক্তদিগের জন্য যে শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট ব্যবহার আছে, তাহা ইহাঁদের জন্য কথিত হয় নাই। অভক্ত হইতে ভক্ত বাছিয়া লওয়া ইহাঁদের সাধ্য নয়। অতএব ভাগবতে মধ্যম বৈষ্ণব দিগের জন্য ব্যবহার নিরূপণ করিয়াছেন, যথা ;—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেম মৈত্রী কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥

এস্থলে যে ব্যবহারের কথা বলা হইতেছে তাহা নিত্যধর্ম্ম গত ব্যবহার। নৈমিত্তিকও কেবল ঐহিক ব্যবহারের কথা বলা হইতেছে না। বৈষ্ণব জীবনে এই ব্যবহারই প্রয়োজন অন্য ব্যবহার এই ব্যবহারের বিরোধী না হইলে আবশ্যক মতে করা যাইতে পারে।

বৈষ্ণব ব্যবহারের পাত্র চারিটী অর্থাৎ ঈশ্বর, তদধীন ভক্ত, বালিশ অর্থাৎ অতত্ত্বজ্ঞ বিষয়ী এবং দ্বেষী অর্থাৎ ভক্তি বিরোধী। এই চারি প্রকার পাত্রের প্রতি প্রেম, মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষা করাই বৈষ্ণব ব্যবহার। অর্থাৎ ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তে মৈত্রী, বালিশে কৃপা ও দ্বেষী ব্যক্তির প্রতি উপেক্ষা।

আদৌ ঈশ্বরে প্রেম। ঈশ্বর অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বর যে কৃষ্ণ তাঁহাতে প্রেম। প্রেম শব্দে শুদ্ধা ভক্তি। শুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ এই ;—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

এই লক্ষণযুক্ত ভক্তি মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণবের সাধন, ভাব ও প্রেম দশা পর্য্যন্তে পাওয়া যায়। প্রথমোক্ত কনিষ্ঠাধিকারীর সম্বন্ধে কেবল শ্রীমূর্ত্তিতে শ্রদ্ধার সহিত পূজা করার লক্ষণ পাওয়া যায়। অন্যাভিলাষিতা শূন্য ও জ্ঞান কর্ম্মদ্বারা অনাচ্ছন্ন, আনুকূল্য প্রবৃত্তির সহিত যে কৃষ্ণানুশীলনরূপা ভক্তি তাহা তাঁহার নাই। এই লক্ষণযুক্ত ভক্তি যে দিন তাঁহার হৃদয়ে উদয় হইবে, সেই দিনই হইতে তিনি মধ্যমাধিকারী বলিয়া প্রকৃত ভক্তের মধ্যে গণ্য হইবেন। না উদয় হওয়া পর্য্যন্ত তিনি প্রাকৃত ভক্ত অর্থাৎ ভক্তাভাস বা বৈষ্ণবাভাস বলিয়া পরিচিত। কৃষ্ণানুশীলনই প্রেম কিন্তু 'আনুকূল্যেন' শব্দের দ্বারা কৃষ্ণ প্রেমের অনুকূল যে মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষা এ তিনটীও মধ্যম বৈষ্ণবের লক্ষণ।

দ্বিতীয়তঃ তদধীন ভক্তের প্রতি মৈত্রী অর্থাৎ মিত্রভাব। যে সকল লোকের শুদ্ধা ভক্তি উদয় হইয়াছে তাঁহারাই তদধীন ভক্ত। কনিষ্ঠাধিকারী নিজেও তদধীন শুদ্ধ ভক্ত নন এবং শুদ্ধ ভক্তদিগকে সৎকারও করেন না। মধ্যম ও উত্তম ভক্তগণই মৈত্রী করিবার পাত্র। কুলীনগ্রামীর প্রশ্নোত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের কথা আজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই পূর্ব্বোক্ত মধ্যম ও উত্তম বৈষ্ণবের মধ্যে পরিগণিত। কেহই কেবল অর্চ্চাপূজক রূপ কনিষ্ঠাধিকারী নহেন। কেবল অর্চ্চাপূজক মহোদয়ের মুখে কৃষ্ণনাম হয় না, কেবল ছায়ানামাভাস হয়। মধ্যমাধিকারী গৃহস্থ বৈষ্ণবকে মহাপ্রভু তিনপ্রকার বৈষ্ণবের সেবা করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। যাঁহার মুখে একবার কৃষ্ণনাম শুনা যায়, যাঁহার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শুনা যায় এবং যাঁহাকে দেখিলে কৃষ্ণনাম স্বয়ং উদয় হন, তিনিই সেবাযোগ্য বৈষ্ণব। নামাভাসী সেবাযোগ্য বৈষ্ণব নন। শুদ্ধ নামাশ্রয়ী বৈষ্ণবই কেবল সেবাযোগ্য। বৈষ্ণবের তারতম্য ভেদে সেবার ও তারতম্য উপদিষ্ট হইয়াছে। মৈত্রী শব্দে সঙ্গ, আলাপন ও সেবা সকলই বুঝিতে হইবে। শুদ্ধ বৈষ্ণবকে দেখিবামাত্র অভ্যর্থনা, তাঁহাকে আদর করা, তাঁহার সহিত বসিয়া কথোপকথন করা এবং তাঁহার প্রয়োজন সম্পাদন করা, এই সকল সেবা। কখনই তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ না করা, তাঁহার নিন্দা না করা, তাঁহার আকৃতির অসৌন্দর্য্য ও পীড়া দেখিয়া অনাদর না করা কর্ত্তব্য।

তৃতীয়তঃ বালিশে কৃপা। বালিশ শব্দে অজ্ঞ, মূঢ়, মূর্খ ইত্যাদি ব্যক্তিকে বুঝায়। কোন শিক্ষা পায় নাই, মায়াবাদাদি কোন প্রকার মতবাদে প্রবেশ করে নাই, ভক্তিও ভক্তের প্রতি বিদ্বেষ শিক্ষা করে নাই, অথচ অহংতা ও মমতা প্রবল হইয়া যাহাকে ঈশ্বরে শ্রদ্ধা করিতে দেয় না, এরূপ বিষয়ীব্যক্তি মাত্রেই বালিশ পদবাচ্য। পণ্ডিত হইয়াও যাঁহার ঈশ্বরে বিশ্বাসরূপ উত্তম ফল হয় নাই, তিনিও বালিশ। কনিষ্ঠাধিকারী প্রাকৃত ভক্ত, ভক্তি দ্বারের নিকটস্থ হইলেও সম্বন্ধ তত্ত্বে অনভিজ্ঞতা বশত শুদ্ধ ভক্তি যতদিন লাভ করেন নাই, ততদিন তিনিও বালিশ পদবাচ্য। সম্বন্ধ তত্ত্ব অবগত হইয়া যখন তিনি শুদ্ধ ভক্ত সঙ্গে শুদ্ধনামে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন তাঁহার বালিশত্ব দূর হইবে এবং তিনি মধ্যম বৈষ্ণব পদ লাভ করিবেন। এই সমস্ত বালিশের প্রতি মধ্যম বৈষ্ণবের কৃপা ব্যবহার নিতান্ত প্রয়োজন। অতিথী জ্ঞানে ইহাদের প্রয়োজন সম্পাদন যথাসাধ্য করা আবশ্যক। তাহাই যথেষ্ট নহে। যাহাতে তাহাদের অনন্য ভক্তিতে শ্রদ্ধা জন্মে ও শুদ্ধ নামে রুচি হয় তাহা করাই যথার্থ কৃপা। বালিশদিগের শাস্ত্র নৈপুণ্য নাই, অতএব কুসঙ্গে তাহাদের সর্ব্বদাই পতন হইতে পারে। নিজ সঙ্গ কৃপা প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাদিগকে ক্রমশ নাম মাহাত্ম্য ও সদুপদেশ শ্রবণ করান উচিত। রোগী কখন নিজে চিকিৎসিত হইতে পারে না। তাহাকে চিকিৎসা করা চাই। রোগীর ক্রোধ বাক্যাদি যেরূপ ক্ষমনীয় বালিশের অনুচিত ব্যবহার ও তদ্রূপ ক্ষমনীয়। ইহারই নাম কৃপা। বালিশের অনেক ভ্রম থাকে। কর্ম্মকাণ্ডে বিশ্বাস, কখন কখন জ্ঞানের প্রতি ঝোঁক, ঈশ্বরের অর্চ্চা মূর্ত্তিতে অন্যাভিলাসিতার সহিত পূজা, যোগাদিতে শ্রদ্ধা, শুদ্ধ বৈষ্ণব সঙ্গরূপ আনুকুল্যের প্রতি ঔদাসীন্য, বর্ণাশ্রমাদিতে আসক্তি এই প্রকার অনেক প্রকার ভ্রম। সঙ্গ, কৃপা ও সদুপদেশ দিয়া ক্রমশ এই সব ভ্রম দূর করিতে পারিলে কনিষ্ঠাধিকারী অতি সত্বরেই মধ্যমাধিকারী শুদ্ধ ভক্ত হইতে পারেন। অর্চ্চা মূর্ত্তিতে হরি পূজা যখন আরম্ভ করিয়াছেন তখন সকল মঙ্গলের ভিত্তি মূল পত্তন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। মতবাদ দোষ নাই বলিয়া একটু শ্রদ্ধার গন্ধ আছে। যিনি মায়াবাদাদি মতবাদের সহিত অর্চ্চাতে হরি পূজা করেন তাঁহার কিছুমাত্র শ্রীবিগ্রহে শ্রদ্ধা জন্মে নাই। তিনি অপরাধী। এই জন্যই "শ্রদ্ধয়েহতে" এই শব্দ কনিষ্ঠাধিকারীর প্রতি ব্যবহৃত হইয়াছে। মায়াবাদী প্রভৃতি মতবাদীদিগের হৃদয়ে এ সিদ্ধান্ত আছে যে পরব্রহ্মের শ্রীবিগ্রহ নাই, যাহা পূজা করা যাইতেছে তাহা কল্পিত মূর্ত্তি। এস্থলে শ্রদ্ধা অর্থাৎ

শ্রীবিগ্রহে বিশ্বাস কোথায়? অতএব মায়াবাদীর শ্রীমূর্ত্তিপূজা ও অত্যন্ত কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের শ্রীমূর্ত্তি পূজায় বিশেষ-গত ভেদ আছে। এই জন্যই বৈষ্ণবের অন্য কোন লক্ষণ না থাকিলেও মায়াবাদ দোষ শূন্যতারূপ বৈষ্ণব লক্ষণ দৃষ্টি করিয়া কনিষ্ঠাধিকারীকে প্রাকৃত বৈষ্ণব পদ দেওয়া হইয়াছে। এই টুকুই তাঁহার বৈষ্ণবতা। ইহার বলেই ক্রমশঃ সাধুকৃপায় তাঁহার উর্দ্ধগতি অবশ্যই হইবে। মধ্যমাধিকারী শুদ্ধ বৈষ্ণবদিগের অকৃত্রিম কৃপা ইহাঁদের প্রতি থাকা আবশ্যক। থাকিলে, তাঁহাদের অর্চ্চা পূজা ও হরিনাম অতি শীঘ্রই আভাসত্ব ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া চিন্ময় স্বরূপত্ব লাভ করিবে।

চতুর্থতঃ দ্বেষী ব্যক্তিদিগের প্রতি উপেক্ষা। দ্বেষী ব্যক্তি কাঁহাদিগকে বলে এবং তাহারা কতপ্রকার, ইহা বিচার করিয়া লওয়া উচিত। দ্বেষ একটী প্রবৃত্তি বিশেষ। ইহার নামান্তর মৎসরতা। প্রেম যে প্রবৃত্তি ইহার বিপরীত প্রবৃত্তিকেই দ্বেষ বলে। ঈশ্বরই কেবল প্রেমের পাত্র। তাঁহার প্রতি বিপরীত প্রবৃত্তিকে দ্বেষ বলা যায়। সেই দ্বেষ পঞ্চপ্রকার যথা;—

১। ঈশ্বরে অবিশ্বাস।

২। ঈশ্বরকে কর্ম্মফলিত স্বভাবশক্তি বলা।

৩। ঈশ্বরের বিশেষ স্বরূপে বিশ্বাস না করা।

৪। জীব ঈশ্বরের নিত্যরূপে অধীন নন, এরূপ বিশ্বাস করা।

৫। দয়া শূন্যতা।

এই দ্বেষ-প্রবৃত্তি-দূষিত ব্যক্তিগণ শুদ্ধভক্তিশূন্য। শুদ্ধভক্তির দ্বার যে প্রাকৃত ভক্তি অর্থাৎ কনিষ্ঠাধিকারীর অর্চ্চা ভক্তি তাহা হইতেও রহিত। বিষয়াসক্তির সহিত উক্ত পঞ্চপ্রকার দ্বেষ থাকিতে পারে। তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকার দ্বেষের সহিত কখন কখন আত্মঘাতী বৈরাগ্যও দেখা যায়। মায়াবাদী সন্ন্যাসী দিগের জীবন ইহার উদাহরণ। এই সমস্ত দ্বেষী ব্যক্তিদিগের প্রতি শুদ্ধ ভক্তগণ কিরূপ ব্যবহার করিবেন? উহাঁদের প্রতি উপেক্ষা করাই কর্ত্তব্য।

মনুষ্য ও মনুষ্যের মধ্যে যে ব্যবহার তাহা ত্যাগ করার নাম উপেক্ষা, এরূপ নয়। দ্বেষী ব্যক্তি কোন বিপদে বা কোন অভাবে পড়িলে তাহার দুঃখ বিমোচনের যত্ন পরিত্যাগ করিতে হইবে এরূপ নয়। গৃহস্থ বৈষ্ণবের অন্যান্য লোকের সহিত বহুবিধ সম্বন্ধ। বিবাহের দ্বারা অনেকগুলির সহিত বান্ধবতা জন্মে। দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ের জন্য অনেকের সহিত অনেক সম্বন্ধ জন্মে। বিষয় সংরক্ষণ ও পশুপালনাদিতে অনেকের সহিত সম্বন্ধ হয়। পীড়া উপশমনের

চেষ্টা সম্বন্ধে ও অনেকের সহিত সম্বন্ধ জন্মে। রাজা প্রজার পরস্পর ব্যবহার গতিকে অনেকের সহিত সম্বন্ধ জন্মে। এই সমস্ত সম্বন্ধ গতিকে দ্বেষী ব্যক্তিদের সহিত এক কালীন কার্য্য রহিত করাই যে উপেক্ষা তাহা নয়। যথাযথ বহির্ম্মুখের সহিত ব্যবহারিক কার্য্য কর, কিন্তু পারমার্থিক সঙ্গ করিবে না। কর্ম্ম ফলানুসারে আপন পরিবারের মধ্যে কেহ কেহ দ্বেষী স্বভাব লাভ করেন। তাহাদিগকে কি দূর করিতে হইবে তাহা নহে। ব্যবহারিক সঙ্গ ব্যবহার পর্য্যন্ত। অনাসক্ত হইয়া তাহাদের সহিত ব্যবহার কর। কিন্তু পারমার্থিক সঙ্গ না করিয়া উপেক্ষা করিবে। পরমার্থ সম্বন্ধে মিলন, কথোপকথন, পরস্পর উপকার ও সেবা এই প্রকার কার্য্য সকলই পারমার্থিক সঙ্গ। সেই সঙ্গ না করার নাম উপেক্ষা। দ্বেষী ব্যক্তি মতবাদে প্রবিষ্ট হইয়া শুদ্ধ ভক্তির প্রশংসা বা তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার উপদেশ শুনিলে নিরর্থক বিবাদ করিবে। তাহাতে তোমার বা তাহার মধ্যে কাহারও কোন সুফল হইবে না। সেইরূপ বন্ধ্যা তর্ক না করিয়া, তাঁহাদের সহিত ব্যবহারিক সঙ্গমাত্র করিবে। যদি বল দ্বেষী ব্যক্তিকে বালিশ মধ্যে গণ্য করিয়া কৃপা করিলে ভাল হয়। তাহা হইলে তাহার উপকার হওয়া দূরে থাকুক, তাহার নিজের ও মন্দ হইবে। উপকার অবশ্য করিবে কিন্তু সাবধ্যনের সহিত।

শুদ্ধ মধ্যমাধিকারী ভক্ত ব্যক্তির এই চারি প্রকার ব্যবহার নিতান্ত প্রয়োজন। ইহাতে কার্পণ্য করিলে অনধিকার-চর্চ্চা দোষ হয়। অধিকার চেষ্টা রহিত হয়। অতএব বৃহৎ দোষ হইয়া পড়ে যথা ;—

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ ॥

মধ্যমাধিকারী শুদ্ধভক্তের কর্ত্তব্য এই যে, শাস্ত্র যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরে প্রেম, শুদ্ধভক্তে মৈত্রী, বালিশে কৃপা ও দ্বেষী ব্যক্তিতে উপেক্ষা করিবেন। ভক্তি-তারতম্য অনুসারে মৈত্রীর তারতম্য উপযুক্ত। বালিশের মূঢ়তার, অথচ সরলতার পরিমাণ অনুসারে, কৃপার তারতম্য উপযুক্ত। দ্বেষী ব্যক্তির দ্বেষের তারতম্য অনুসারে তাঁহার প্রতি উপেক্ষার তারতম্য উপযুক্ত। এই সকল বিবেচনাপূর্ব্বক মধ্যম ভক্ত সকল পারমার্থিক ব্যবহার করিবেন। ঐহিক ব্যবহার এই ব্যবহারের অধীনে সরলরূপে কৃত হইবে।

বড়গাছীনিবাসী নিত্যানন্দ দাস এই স্থলে জিজ্ঞাসা করিলেন উত্তম ভক্ত-দিগের ব্যবহার কিরূপ। হরিদাস বাবাজী মহাশয় কহিলেন বাবা! যখন

আমাকে প্রশ্ন করিয়াছ, আমার সকল কথা শেষ হইতে দেও। আমি বৃদ্ধ, আমার স্মরণ-শক্তি হ্রাস হইয়াছে। যাহা মনে করিয়া লইয়াছি,তাহা ভুলিয়া যাইব।

হরিদাস বাবাজী মহাশয় একটু কড়া বাবাজী। তিনি কাহারও দোষ দেখেন না বটে, কিন্তু অন্যায় কথার তখনই একটা উত্তর দিয়া থাকেন। তাঁহার কথা শুনিয়া সকলে নিস্তব্ধ হইলেন।

হরিদাস বাবাজী পুনরায় প্রভু নিত্যানন্দের বটতলায় প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন ;—

মধ্যম ভক্তদিগের ভক্তি প্রেমাকারে গাঢ় হইলে তাঁহারা অবশেষে উত্তম ভক্ত হইয়া থাকেন। উত্তম ভক্তদিগের লক্ষণ ভাগবতে এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

যিনি সর্ব্বভূতে ভগবানের সম্বন্ধজনিত প্রেমময় ভাব এবং সর্ব্বভূতের সম্বন্ধজনিত প্রেমময় ভাব ভগবানে উপলব্ধি করেন তিনিই উত্তম বৈষ্ণব। এক প্রেম বই আর অন্য ভাব উত্তম বৈষ্ণবের হয় না। সম্বন্ধজনিত অন্যান্য ভাব সময়ে সময়ে উত্থিত যাহা হয় সমস্তই তাঁহাতে প্রেমের বিকার। দেখ শুকদেব উত্তম ভাগবত হইয়াও কংস সম্বন্ধে "ভোজ পাংশুল" ইত্যাদি দ্বেষের ন্যায় যে সকল বাক্য বলিয়াছেন সে সমস্তই প্রেমের বিকার। তাহাও বস্তুতঃ প্রেম অর্থাৎ প্রকৃত দ্বেষ নয়। এইরূপ শুদ্ধ প্রেমই যখন ভক্তের জীবন হয়,তখন তাহাকে ভাগবতোত্তম বলা যায়। এ অবস্থায় আর প্রেম, মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষারূপ ব্যবহার-তারতম্য থাকে না। সকলই প্রেমাকার হইয়া পড়ে। তাঁহার নিকট উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ বৈষ্ণবভেদ বা বৈষ্ণবাবৈষ্ণব ভেদ নাই। এ অবস্থা বিরল।

এখন দেখুন কনিষ্ঠ বৈষ্ণব ত বৈষ্ণব সেবাদি করেন না এবং উত্তম বৈষ্ণবের বৈষ্ণবাবৈষ্ণবের বিচার নাই। বৈষ্ণবসম্মান ও বৈষ্ণবসেবা কেবল মধ্যম বৈষ্ণবেরই অধিকার। মধ্যম বৈষ্ণবের পক্ষেই, একবার যিনি কৃষ্ণনাম করেন, নিরন্তর যিনি কৃষ্ণনাম করেন ও যাঁহাকে দেখিলে কৃষ্ণনাম মুখে আইসে এই ত্রিবিধ বৈষ্ণবের সেবার প্রয়োজন। বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতমের তারতম্য অনুসারে উপযুক্ত সেবা কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবটী ভাল কি মধ্যম এরূপ, বিচার করা উচিত নয়, একথা কেবল উত্তম বৈষ্ণবের পক্ষে। মধ্যম বৈষ্ণব একথা বলিলে অপরাধী হইবেন, একথা শ্রীমন্মহাপ্রভু কুলীনগ্রামবাসীকে ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিয়াছেন। সকল মধ্যম বৈষ্ণবের পক্ষে সে উপদেশ বেদাধিক পূজনীয়। বেদ

বা শ্রুতি কাহাকে বলা যায়? পরমেশ্বরের আজ্ঞাই বেদ। এই কথা বলিয়া হরিদাস বাবাজী একটু নিস্তব্ধ হইলেন। তখন বড়গাছীর নিত্যানন্দ দাস বাবাজী করযোড়ে বলিলেন, আমি এখন কি কোন প্রশ্ন করিতে পারি? হরিদাস বাবাজী বলিলেন, স্বচ্ছন্দে কর।

অল্পবয়স্ক নিত্যানন্দ দাস বাবাজী জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বাবাজী মহাশয়! আমাকে কোন্ বৈষ্ণবের মধ্যে গণন করেন? অর্থাৎ আমি কনিষ্ঠ বৈষ্ণব কি মধ্যম বৈষ্ণব? উত্তম বৈষ্ণব ত কখনই নই।

হরিদাস বাবাজী মহাশয় একটু হাস্য করিয়া বলিলেন 'নিত্যানন্দ দাস' নাম গ্রহণ করিয়া কেহ কি উত্তম হইতে বাকী থাকে? আমার নিতাই বড় দয়ালু! সে মার খেয়ে প্রেম দেয়। তাঁর নাম লইলে এবং তাঁহার দাস হইলে কি আর কোন কথা থাকে?

নি। আমি সরলতার সহিত নিজের অধিকার জানিতে চাই।

হ। তবে তোমার সকল কথা বল বাবা! নিতাই যদি আমাকে কিছু বলান তবে বলিব।

নি। পদ্মাবতী তীরে কোন গ্রামে কোন নীচবংশে আমার জন্ম হয়। অল্প বয়সেই আমার বিবাহ হয়। আমি কখন দুষ্টতা শিক্ষা করি নাই। আমার স্ত্রী বিয়োগ হইলে আমার মনে বৈরাগ্য হইল। আমি দেখিয়াছিলাম বড়গাছীতে অনেকগুলি গৃহত্যাগী বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহাদিগকে লোকে বিশেষ সম্মান করিত। আমি সেই সম্মানের আশায় এবং পত্নীবিয়োগজনিত ক্ষণিক বৈরাগ্যের উত্তেজনায় বড়গাছী গিয়া ভেক লইলাম। দিন কতক পরেই আমার মনে দৌরাত্ম্য আসিয়া উদয় হইল। কিন্তু আমার একটী সঙ্গী বৈষ্ণব বড় ভাল ছিলেন। তিনি এখন ব্রজে আছেন। আমাকে সদুপদেশ দিয়া এবং সঙ্গে রাখিয়া আমার চিত্ত শোধন করিলেন। আমার এখন আর কোন উৎপাতের ইচ্ছা হয় না। লক্ষ নাম করিতে রুচি হয়। আমি জানিয়াছি নাম ও নামী অভেদ। উভয়ই চিন্ময়। শ্রীএকাদশীব্রত যথাশাস্ত্র পালনকরি এবং শ্রীতুলসীতে জলদানাদি করিয়া থাকি। যখন বৈষ্ণব সকল কীর্ত্তন করেন আমিও একটু আবেশের সহিত কীর্ত্তন করি। বৈষ্ণব চরণামৃত পান করি। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল পাঠ করি। ভাল খাইব, ভাল পরিব, এরূপ ইচ্ছা আর হয় না। গ্রাম্য কথা শুনিলে ভাল লাগে না। বৈষ্ণবদিগের ভাব দেখিয়া আমি মধ্যে মধ্যে গড়াগড়ি

দিই কিন্তু তাহা প্রায় প্রতিষ্ঠার আশার সহিত। এখন আজ্ঞা করুন আমি কোন শ্রেণীর বৈষ্ণব এবং আমার কি ব্যবহার কর্ত্তব্য।

হরিদাস বাবাজী বৈষ্ণবদাস বাবাজীর প্রতি একটু হাস্য করিয়া, বল হে, নিত্যানন্দ দাস কোন শ্রেণীর বৈষ্ণব?

বৈ। আমি যাহা শুনিলাম তাহাতে তিনি কনিষ্ঠত্ব ছাড়িয়া মধ্যমাধিকারী হইয়াছেন।

হ। আমিও তাহাই মনে করি।

নি। ভাল হইল মহাজনের মুখে নিজ অধিকার জানিতে পারিলাম। আপনারা কৃপা করুন যে ক্রমশঃ উত্তমাধিকারী হইতে পারি।

বৈ। ভেক লওয়ার সময় আপনার প্রতিষ্ঠাশা ছিল। তখন অনধিকার চর্চ্চা দোষে আপনি পতিত হইতেছিলেন। যাহা হউক বৈষ্ণব কৃপায় আপনার যথেষ্ট মঙ্গল হইয়াছে।

নি। আমার এখনও একটু একটু প্রতিষ্ঠা আশা আছে। আমি মনে করি যে চক্ষের জলে ও ভাবে সকলকে মুগ্ধ করিয়া উচ্চ সম্মান পাইব।

হ। যত্ন করিয়া ইহা পরিত্যাগ কর। না হইলে আবার ভক্তি ক্ষয় হইবার ভয় আছে। ভক্তি ক্ষয় হইলে পুনরায় কনিষ্ঠাধিকারে যাইতে হইবে। কাম ক্রোধ প্রভৃতি গেলেও বৈষ্ণবের পক্ষে প্রতিষ্ঠাশা বড়ই মন্দ করে। তাহা শীঘ্র যাইতে চাহে না। বিশেষতঃ ছায়াভাবাভাস ছাড়িয়া সত্যভাব এক বিন্দু হইলেও ভাল।

নিত্যানন্দ বাবাজী আপনি কৃপা করুন বলিয়া হরিদাস বাবাজীর চরণ-রেণু লইলেন। তাহাতে হরিদাস বাবাজী ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন দিয়া বসাইলেন। বৈষ্ণব সংস্পর্শের কি আশ্চর্য্য ফল। তখনই দর দর করিয়া নিত্যানন্দদাসের চক্ষুজল পড়িতে লাগিল। তিনি দন্তে তৃণ ধরিয়া বলিলেন 'মুই নীচ মুই নীচ'। হরিদাস বাবাজীও তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কি অপূর্ব্ব ভাব। নিত্যানন্দ দাসের জীবন সার্থক হইল। কিয়ৎকালের মধ্যে এ সকল ভাব স্থগিত হইলে নিত্যানন্দ দাস শ্রীহরিদাসকে গুরু মানিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

নি। কনিষ্ঠ ভক্তের ভক্তি সম্বন্ধে মুখ্য লক্ষণ কি এবং গৌণ লক্ষণ কি?

হ। ভগবানের নিত্য স্বরূপে বিশ্বাস ও অর্চ্চা মূর্ত্তিতে পূজা এই দুইটী কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের মুখ্য লক্ষণ। তাঁহার শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দনাদি যতপ্রকার অনুষ্ঠান সে সকল গৌণ লক্ষণ।

নি। নিত্য স্বরূপে বিশ্বাস না থাকিলে বৈষ্ণব হয় না এবং শ্রীমূর্ত্তি পূজার বিধি আশ্রয় ব্যতীত বৈষ্ণব হয় না, অতএব ঐ দুইটী মুখ্য লক্ষণ তাহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলাম। গৌণ লক্ষণ কিরূপে হইল বুঝিতে পারি নাই।

হ। কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের শুদ্ধ ভক্তির স্বরূপ বোধ হয় নাই। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি শুদ্ধ ভক্তির অঙ্গ। স্বরূপ জ্ঞানাভাবে ক্রিয়া সকল মুখ্য ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং গৌণরূপে প্রকাশ পায়। বিশেষতঃ সত্ত্ব রজ তম এই তিনটী প্রকৃতির গুণ। তাহার আশ্রয়ে ঐ সকল অনুষ্ঠান হইতে থাকে; অতএব গুণ-প্রসূত অর্থাৎ গৌণ। নির্গুণরূপে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি হইলে উহারা ভক্তির অঙ্গ হয়। যে সময়ে ঐ সকল নির্গুণ হয় তখনই মধ্যমাধিকার উপস্থিত হয়।

নি। কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের কর্ম্ম জ্ঞান দোষ আছে। অন্যাভিলাষিতা আছে। তবে তাঁহাকে কিরূপে ভক্ত বলা যায়?

হ। ভক্তির মূল শ্রদ্ধা। তাহা যাঁহার হইয়াছে তিনি ভক্তির অধিকারী। ভক্তির দ্বারে তিনি বসিয়াছেন সন্দেহ নাই। শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ বিশ্বাস। কনিষ্ঠ ভক্তের যখন শ্রীমূর্ত্তিতে বিশ্বাস হইয়াছে, তখন তিনি ভক্তির অধিকারী।

নি। কখন তিনি ভক্তি লাভ করিবেন?

হ। যখন তাঁহার কর্ম্ম ও জ্ঞান কষায় পরিপাক হইবে এবং অনন্য ভক্তি ব্যতীত আর কিছুই অভিলাষ করিবেন না এবং অতিথি সেবা হইতে ভক্ত সেবা পৃথক্ জানিয়া ভক্তির আনুকূল্য স্বরূপ ভক্ত সেবায় স্পৃহা জন্মিবে, তখনই তিনি শুদ্ধ ভক্ত ও মধ্যমাধিকারী হইবেন।

নি। শুদ্ধ ভক্তি সম্বন্ধ জ্ঞানের সহিত উদয় হয়, সম্বন্ধ জ্ঞান কখন হইল যে তিনি শুদ্ধ ভক্তির অধিকারী হইবেন?

হ। যখন মায়াবাদ দূষিত জ্ঞান পরিপাক পায় তখনই প্রকৃত সম্বন্ধ জ্ঞান। সম্বন্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধ ভক্তি সঙ্গে সঙ্গে উদয় হয়।

নি। কত দিনে হয়?

হ। যাহার সুকৃতিবল যতদূর, তত শীঘ্রই হয়।

নি। সুকৃতিবলে প্রথমে কি হয়?

হ। সাধুসঙ্গ হয়।

নি। সাধুসঙ্গ হইলে ক্রমে ক্রমে কি কি হয়?

হ। ভাগবত বলিয়াছেন;—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসম্বিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥

সাধুসঙ্গে হরি কথা শুনিলে শ্রদ্ধা প্রভৃতি ক্রমশঃ উদয় হয়।

নি। সাধুসঙ্গ কিসে হয়?

হ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সুকৃতিক্রমে হয়।

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ
জনস্য তর্হ্যচ্যুতসৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ ॥

নি। কনিষ্ঠ ভক্তের যদি সাধুসঙ্গে অর্চ্চা পূজায় মতি হইয়া থাকে, তবে তিনি সাধু সেবা করেন নাই এ কথা কেন বলা যায়?

হ। ঘটনা ক্রমে সাধুসঙ্গ ক্রমে শ্রীমূর্ত্তিতে বিশ্বাস জন্মে কিন্তু ভগবৎ পূজা ও সাধু সেবা একত্রে হওয়া আবশ্যক, এরূপ শ্রদ্ধা যে পর্য্যন্ত না হয় সে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা হয় না এবং অনন্য ভক্তিতে অধিকার জন্মে না।

নি। কনিষ্ঠ ভক্তদিগের উন্নতি ক্রম কি?

হ। শ্রীমূর্ত্তিতে শ্রদ্ধা হইয়াছে কিন্তু অন্যান্য কথায় অন্যাভিলাষিতা যায় নাই। প্রতিদিন অর্চ্চা পূজা করেন। অর্চ্চা পূজা স্থলে ঘটনাক্রমে অতিথিরূপে সাধু সমাগম হয়। তখন সাধুগণ অন্যান্য অতিথির ন্যায় সৎকার লাভ করেন। কনিষ্ঠ ভক্ত ঐ সাধুদিগের ক্রিয়া ব্যবহার দেখিতে থাকেন। তাঁহারা যে গ্রন্থাদি আলোচনা করেন, তাহা শুনিতে থাকেন। শুনিতে শুনিতে ও দেখিতে দেখিতে সাধুদিগের চরিত্রে বিশেষ আদর জন্মে। নিজ চরিত্র শোধন করিতে থাকেন। ক্রমে ক্রমে নিজ কর্ম্ম-কথায় ও জ্ঞান-কথায় খর্ব্ব হয়। হৃদয় যত শুদ্ধ হয় ততই অন্যাভিলাষিতা দূর হয়। হরি কথা হরির তত্ত্ব শুনিতে শুনিতে শাস্ত্র চর্চ্চা হয়। হরির নির্গুণত্ব, হরিনামের নির্গুণত্ব, শ্রীবিগ্রহের নির্গুণত্ব, শ্রবণ কীর্ত্তনাদির নির্গুণত্ব বিচার করিতে করিতে সম্বন্ধ স্বরূপ জ্ঞান ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়। যখন সম্পূর্ণ হয় তখনই মধ্যমাধিকার উদয় হয়। তখনই প্রকৃত প্রস্তাবে সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা হইতে থাকে। সামান্য অতিথি হইতে সাধুকে শুদ্ধ বুদ্ধিতে পৃথক্ করিয়া লয়।

নি। অনেক কনিষ্ঠ ভক্তের উন্নতি হয় না তাহার কারণ কি?

হ। দ্বেষী সঙ্গ বলবান থাকিলে শীঘ্রই কনিষ্ঠাধিকার ক্ষয় হইয়া কর্ম্ম জ্ঞানাদিকার প্রবল হয়। কোন কোন স্থলে অধিকার উন্নতও হয় না ক্ষয় ও হয় না।

নি। কোন্ কোন্ স্থলে?

হ। যেস্থলে সাধু সমাগম ও দ্বেষী সমাগম সমবল সেই স্থলে ক্ষয়োন্নতি কিছুই দেখা যায় না।

নি। কোন্ স্থলে নিশ্চয় উন্নতি?

হ। যেস্থলে অধিক সাধুসমাগম এবং অল্পদ্বেষী সঙ্গ সেই স্থলে শীঘ্র উন্নতি।

নি। কনিষ্ঠাধিকারীদের পাপ পুণ্য প্রবৃত্তি কিরূপ?

হ। প্রথমাবস্থায় কর্ম্মী জ্ঞানীদিগের ন্যায় সমান। যত ভক্তির প্রতি উন্নতি হয় ততই পাপ পুণ্য প্রবৃত্তি দূর হয়। ভগবৎ পরিতোষ প্রবৃত্তি প্রবল হয়।

নি। প্রভো! কনিষ্ঠাধিকারীর কথা বুঝিলাম। এখন মধ্যমাধিকারীর মুখ্য লক্ষণ আজ্ঞা করুন।

হ। কৃষ্ণে অনন্য ভক্তি, ভক্তে আত্মবুদ্ধি, মমতাবুদ্ধি, ইজ্যবুদ্ধি ও তীর্থবুদ্ধির সহিত মৈত্রী, অতত্ত্বজ্ঞে কৃপা ও দ্বেষীগণের প্রতি উপেক্ষা এই সকল মধ্যম ভক্তের মুখ্য লক্ষণ। সম্বন্ধ জ্ঞানের সহিত অভিধেয় ভক্তি সাধনদ্বারা প্রয়োজন রূপ প্রেমসিদ্ধিই সেই অধিকারে মুখ্য প্রক্রিয়া। সাধারণতঃ নিরপরাধে সাধু-সঙ্গে হরিনাম কীর্ত্তনাদি লক্ষিত হয়।

নি। তাহাদের গৌণ লক্ষণ কি?

হ। জীবনযাত্রাই তাঁহাদের গৌণলক্ষণ। তাঁহাদের জীবন সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণের ইচ্ছাধীন ও ভক্তির অনুকূল।

নি। পাপ ও অপরাধ তাঁহাদের থাকিতে পারে কি না?

হ। প্রথমাবস্থায় কিছু থাকিতে পারে। ক্রমশঃ তাহা দূর হয়। প্রথমাবস্থায় যাহা থাকে তাহা নিষ্পিষ্ট চণকের ন্যায় কদাচ একটু দেখা দেয়, আবার তখনই বিনষ্ট হয়। যুক্ত বৈরাগ্যই তাঁহাদের জীবন লক্ষণ।

নি। কর্ম্ম জ্ঞান ও অন্যাভিলাষ তাঁহাদের কিছুমাত্র থাকে কি না?

হ। প্রথমাবস্থায় কিছু আভাস থাকিতে পারে। তাহা শেষে নির্ম্মূল হয়। যাহা প্রথমাবস্থায় থাকে তাহাও কখন কখন দেখা দেয়। দেখা দিতে দিতে অদর্শন হয়।

নি। তাঁহাদের কি জীবনাশা থাকে ? যদি থাকে কেন ?

হ। কেবল ভজন পরিপাকের জন্য তাঁহাদের জীবনাশা। তাঁহাদের জীবিত থাকিবার বা মুক্ত হইবার বাসনা থাকে না।

নি। কেন তাঁহারা মরিতে বাসনা না করেন ? জড়দেহে থাকার সুখ কি। মরিলেই ত কৃষ্ণ কৃপায় স্বরূপাবস্থিতি হইবে ?

হ। তাঁহাদের সমস্ত বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছার অধীন। কৃষ্ণ যখন ইচ্ছা করিবেন তখনই কোন ঘটনা হইবে, নিজের ইচ্ছায় তাঁহাদের কিছু প্রয়োজন নাই।

নি। আমি মধ্যমাধিকারীর লক্ষণ বুঝিয়াছি। এখন উত্তমাধিকারীর কি কোন গৌণ লক্ষণ আছে ?

হ। দেহ ক্রিয়া মাত্র। তাহাও নির্গুণ প্রেমের এত অধীন যে পৃথক্ গৌণ ভাব দেখা যায় না।

নি। প্রভো! কনিষ্ঠাধিকারীর গৃহত্যাগই নাই। মধ্যমাধিকারী গৃহস্থ বা গৃহত্যাগী হইতে পারেন। উত্তমাধিকারী কি কেহ গৃহস্থ থাকিতে পারেন ?

হ। ভক্তিক্রমে এই সকল অবস্থা হয়। গৃহস্থ বা গৃহত্যাগী হইলেই যে কোন অধিকার হইবে তাহা নয়। উত্তমাধিকারী গৃহস্থ থাকিতে পারেন। ব্রজপুরের গৃহস্থ ভক্ত সকলেই উত্তমাধিকারী। আমার মহাপ্রভুর সঙ্গে অনেকেই গৃহস্থ থাকিয়া উত্তমাধিকারী। রায় রামানন্দ ইহার প্রধান প্রমাণ।

নি। প্রভো! যদি কোন উত্তমাধিকারী গৃহস্থ হন এবং মধ্যমাধিকারী গৃহত্যাগী হন, তাহা হইলে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কি কর্ত্তব্য।

হ। নিম্নাধিকারী উচ্চাধিকারীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেন। এই বিধি মধ্যমাধিকারীর জন্য কেন না উত্তমাধিকারী কোন প্রণামাদি অপেক্ষা করেন না। সর্ব্বভূতে তিনি ভগবদ্ভাব দৃষ্টি করিয়া থাকেন।

নি। বহু বৈষ্ণব একত্র করিয়া প্রসাদ-সেবারূপ মহোৎসব কি কর্ত্তব্য ?

হ। বহু বৈষ্ণব কার্য্যগতিকে একত্র হইয়াছেন এবং কোন মধ্যমাধিকারী গৃহস্থ তাঁহাদিগকে প্রসাদ সেবা করাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাতে কোন পারমার্থিক আপত্তি নাই। কিন্তু বৈষ্ণব সেবার জন্য অধিক আড়ম্বর করা ভাল নয়। তাহাতে রাজসভাব হয়। উপস্থিত সাধু বৈষ্ণবগণকে যত্নের সহিত প্রসাদ সেবা করাইবে, ইহাই কর্ত্তব্য। তাহাতে বৈষ্ণব আদর হইবে। বৈষ্ণব সেবায় শুদ্ধ বৈষ্ণবমাত্র নিমন্ত্রণ করা উচিত।

নি। আমাদের বড়গাছীতে বৈষ্ণব সন্তান বলিয়া একটী জাতি উৎপত্তি

হইয়াছে। গৃহস্থ কনিষ্ঠাধিকারীগণ তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া বৈষ্ণব সেবা করেন, এটী কিরূপ কার্য্য ?

হ। সেই বৈষ্ণব সন্তানদিগের কি শুদ্ধভক্তি হইয়াছে ?

নি। তাঁহাদের সকলেরই শুদ্ধ ভক্তি দেখি না। কেবল বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেন। কেহ কেহ কৌপীনও ধারণ করেন।

হ। এরূপ পদ্ধতি কেন প্রচার হইতেছে বলিতে পারি না। এরূপ না হওয়া উচিত। বোধ হয় কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের বৈষ্ণব চিনিবার শক্তি নাই বলিয়া সেরূপ হয়।

নি। বৈষ্ণব সন্তানের কি কোন বিশেষ সম্মান আছে ?

হ। বৈষ্ণবেরই সম্মান; বৈষ্ণব সন্তান যদি শুদ্ধ বৈষ্ণব হন তবে তাঁহার ভক্তি তারতম্যক্রমে সম্মানের তারতম্য।

নি। বৈষ্ণব সন্তান যদি কেবল ব্যবহারিক মনুষ্য হন ?

হ। তাহা হইলে তাঁহাকে ব্যবহারিক মনুষ্য মধ্যে গণনা করিবে। বৈষ্ণব বলিয়া গণনা বা সম্মান করিবে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

স্বয়ং অমানী হইবে এবং সকল মনুষ্যকে যথাযোগ্য সম্মান করিবে। যিনি বৈষ্ণব তাঁহাকে বৈষ্ণবোচিত সম্মান করিবে। যিনি বৈষ্ণব নন তাঁহাকে মানবোচিত সম্মান করিবে। অন্যের প্রতি মানদ না হইলে হরিনামের অধিকার জন্মে না।

নি। স্বয়ং অমানী কিরূপে হওয়া উচিত ?

হ। আমি ব্রাহ্মণ, আমি সম্পন্ন, আমি শাস্ত্রজ্ঞ, আমি বৈষ্ণব, আমি গৃহত্যাগী এইরূপ অভিমান করিবে না। সেই সেই অবস্থায় যে সম্মান আছে তাহা অপরে করুন, আমি সেই অভিমানে অপরের পূজা আশা করিব না। আমি আপনাকে দীন হীন অকিঞ্চন তৃণাধিক নীচ বলিয়া জানিব।

নি। ইহাতে বোধ হইতেছে যে দৈন্য ও দয়া ব্যতীত বৈষ্ণব হওয়া যায় না।

হ। যথার্থ।

নি। ভক্তিদেবী কি তবে দৈন্য ও দয়ার সাপেক্ষ ?

হ। ভক্তি নিরপেক্ষ। ভক্তি নিজেই সৌন্দর্য্য ও অলঙ্কার। অন্য কোন সদ্গুণকে তিনি অপেক্ষা করেন না। দৈন্য ও দয়া এই দুইটী পৃথক্ গুণ নয়। ভক্তির অন্তর্গত। আমি কৃষ্ণদাস অকিঞ্চন। আমার কিছুই নাই। কৃষ্ণই আমার সর্ব্বস্ব। এস্থলে যাহা ভক্তি তাহাই দৈন্য। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আর্দ্র ভাবই ভক্তি। অন্য জীব কৃষ্ণদাস তাহাদের প্রতি আর্দ্রভাব দয়া। অতএব দয়া কৃষ্ণভক্তির অন্তর্গত। দয়া ও দৈন্যের অন্তবর্ত্তী ভাব ক্ষমা। আমি দীন আমি কি পরের দণ্ড দাতা হইতে পারি, এই ভাব যখন দয়ার সহিত যুক্ত হয় তখনই ক্ষমা আসিয়া উপস্থিত হয়। ক্ষমাও ভক্তির অন্তর্গত। কৃষ্ণ সত্য, জীব সত্য, জীবের কৃষ্ণদাস্য সত্য। জড়জগত জীবের পান্থ নিবাস ইহা সত্য। অতএব ভক্তিই সত্য, যেহেতু এই সম্বন্ধ ভাবই ভক্তি। সত্য, দৈন্য, দয়া ও ক্ষমা এই চারিটী ভক্তির অন্তর্গত ভাব বিশেষ।

নি। অন্যান্য ধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিদের প্রতি বৈষ্ণবের কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য।

হ। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন ;—

নারায়ণকলাঃ শান্তাঃ ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম ব্যতীত আর ধর্ম্ম নাই। অন্যান্য যতপ্রকার ধর্ম্ম জগতে প্রচারিত হইয়াছে বা হইবে সমস্তই বৈষ্ণব ধর্ম্মের সোপান বা বিকৃতি। সোপান স্থলে তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য আদর করিবে। বিকৃতি স্থলে অসূয়া রহিত হইয়া নিজের ভক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিবে। অন্য কোন পন্থাকে হিংসা করিবে না। যাহার যখন শুভদিন হইবে সে অনায়াসে বৈষ্ণব হইবে সন্দেহ নাই।

নি। বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করা কর্ত্তব্য কি না?

হ। সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমার মহাপ্রভু সকলকেই এই প্রচার ভার দিয়াছেন ;—

"নাচ গাও ভক্ত সঙ্গে কর সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশি তার সর্ব্বজন॥"

* * *

"অতএব মালী আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে॥"

তবে এই কথাটী মনে রাখিবে যে অপাত্রকে সুপাত্র করিয়া নাম উপদেশ দিবে। যেস্থলে উপেক্ষার প্রয়োজন সে স্থলে এমত বাক্য বলিবে না, যাহাতে প্রচার কার্য্যের ব্যাঘাত হয়।

হরিদাস বাবাজী মহাশয়ের মধুমাখা কথাগুলি শুনিয়া নিত্যানন্দদাস প্রেমে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। সমস্ত সভাস্থ বৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি করিলেন। সকলেই বাবাজী মহাশয়কে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। নিভৃত কুঞ্জের সে দিবসের সভাভঙ্গ হইল। সকলে আপন আপন স্থলে গমন করিলেন।

নবম অধ্যায়।

নিত্যধর্ম্ম ও প্রাকৃত বিজ্ঞান এবং সভ্যতা।

তিন চারি বৎসর বৈষ্ণবগণের সঙ্গে শ্রীগোদ্রুমে বাস করিয়া লাহিড়ী মহাশয়ের হৃদয় পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে। তিনি খাইতে শুইতে সর্ব্বদা হরিনাম করেন। সামান্য বস্ত্র পরিধান করেন, চটিজুতা ও খড়ম কিছুই ব্যবহার করেন না। জাতিমদ এতদূর দূর হইয়াছে যে বৈষ্ণব দেখিবামাত্র দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলপূর্ব্বক পদধুলি গ্রহণ করেন। অন্বেষণ করিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবদিগের উচ্ছিষ্ট ভোজন করেন। পুত্রগণ মধ্যে মধ্যে আসিয়া ভাব বুঝিয়া পলায়ন করেন। গৃহে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিতে পারেন না। এখন লাহিড়ী মহাশয়কে দেখিলে বোধ হয় একটী ভেকধারী বাবাজী বসিয়া আছেন। শ্রীগোদ্রুমের বৈষ্ণবদিগের সিদ্ধান্ত বুঝিয়া তিনি স্থির করিয়াছেন যে হৃদয়ের বৈরাগ্যই প্রয়োজন, ভেক লওয়ার আবশ্যক নাই। শ্রীসনাতন গোস্বামীর ন্যায় অভাব সঙ্কোচ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি একখানি কাপড়কে চিরিয়া চারিখানি কাপড় করেন। এখনও গলদেশে যজ্ঞোপবীত আছে। পুত্রগণ কিছু অর্থ দিতে চাহিলে বিষয়ীর অর্থ গ্রহণ করিব না এই কথাই বলেন। মহোৎসবের জন্য ব্যয় হইবে বলিয়া চন্দ্রশেখর একবার একশত মুদ্রা লইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু লাহিড়ী মহাশয় শ্রীদাসগোস্বামীর চরিত্র স্মরণ করিয়া সে টাকা গ্রহণ করেন নাই।

একদিবস পরমহংস বাবাজী বলিলেন লাহিড়ী মহাশয় আপনার কিছুতেই অবৈষ্ণবতা নাই। আমরা ভেক গ্রহণ করিয়াছি, তথাপি আপনার নিকট আমরা বৈরাগ্য শিক্ষা করিতে পারি। আপনার নামটী বৈষ্ণব নাম হইলেই সকল সম্পূর্ণ হয়। লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন, আপনি আমার পরমগুরু, আপনার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করুন। বাবাজী মহাশয় উত্তর করিলেন যে আপনার

নিবাস শ্রীশান্তিপুর। অতএব আপনাকে আমরা শ্রীঅদ্বৈতদাস বলিয়া ডাকিব। লাহিড়ী দণ্ডবৎ পতিত হইয়া নাম প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। সেইদিন হইতে সকলেই তাঁহাকে শ্রীঅদ্বৈতদাস বলিতে লাগিল। তিনি যে কুটীরে ভজন করিতেন সে কুটীরটীকে সকলে অদ্বৈতকুটীর বলিতে লাগিল।

অদ্বৈতদাসের দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় নামে একটী বাল্যবন্ধু ছিলেন। তিনি যবনরাজ্যে অনেক বড় বড় চাকরী করিয়া ধনে মানে সম্পন্ন হইয়াছিলেন। অধিক বয়স হইলে তিনি চাকরী ছাড়িয়া নিজ গ্রাম অম্বিকায় আসিয়া কালিদাস লাহিড়ীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। শুনিলেন যে কালিদাস লাহিড়ী এখন ঘর দ্বার ছাড়িয়া শ্রীগোদ্রুমে অদ্বৈতদাস হইয়া হরিনাম করিতেছেন।

দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় ঘোরতর শাক্ত। বৈষ্ণবের নাম শুনিলেই কানে হাত দেন। নিজের পরম বন্ধুর এরূপ অধোগতি হইয়াছে শুনিয়া বলিলেন ওরে বামনদাস একখান নৌকার যোগাড় কর, আমি অতিশীঘ্র নবদ্বীপে গিয়া আমার দুর্গত বন্ধু কালিদাসকে উদ্ধার করিব। চাকর বামনদাস তৎক্ষণাৎ একখান নৌকা ঠিক করিয়া মনিবমহাশয়কে খবর দিল। দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় বড় চতুর লোক, তন্ত্র শাস্ত্রে পণ্ডিত এবং যবনদিগের সভ্যতায় একজন দক্ষ পুরুষ। ফার্সি আর্বিতে মুসলমান মৌলবীগণও তাঁহার নিকট পরাজিত হয়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পাইলে তন্ত্রের বিতর্কে আর তাঁহাকে কথা কহিতে দেন না। দিল্লি লাক্‌নৌ প্রভৃতি সহরে প্রভূত নাম রাখিয়া আসিয়াছেন। তিনি অবকাশক্রমে একখানি তন্ত্রসংগ্রহ নামক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। অনেক শ্লোকের টীকাতে অনেক বিদ্যার পরিচয় দিয়াছেন।

সেই তন্ত্রসংগ্রহ গ্রন্থ লইয়া দিগম্বর তেজের সহিত নৌকায় উঠিলেন। দুই প্রহরের মধ্যেই শ্রীগোদ্রুমের ঘাটে নৌকা লাগিল। নৌকায় থাকিয়া একটী বুদ্ধিমান লোককে কতকগুলি কথা শিখাইয়া শ্রীঅদ্বৈতদাসের নিকট পাঠাইলেন।

শ্রীঅদ্বৈতদাস নিজ কুটীরে বসিয়া হরিনাম করিতেছেন। দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়ের লোক আসিয়া প্রণাম করিল। অদ্বৈতদাস জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে ও কি মনে করিয়া আসিয়াছ? লোকটী বলিল আমি শ্রীযুত দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক প্রেরিত। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে কালীদাস কি আমাকে স্মরণ করে না ভুলিয়াছে?

শ্রীঅদ্বৈতদাস বলিলেন দিগম্বর কোথায়? তিনি আমার বাল্যবন্ধু আমি কি তাঁহাকে ভুলিতে পারি? তিনি কি এখন বৈষ্ণবধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন?

লোকটী কহিল তিনি এই ঘাটে নৌকায় আছেন। বৈষ্ণব হইয়াছেন কি না বলিতে পারি না। অদ্বৈতদাস কহিলেন তিনি ঘাটে কেন আছেন এই কুটীরে আসেন না কেন? লোকটী ঐ কথা শুনিয়া চলিয়া গেল।

দণ্ড দুই পরে তিন চারিটী ভদ্র লোক সঙ্গে দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় কুটীরে উপস্থিত। দিগম্বরের চিত্তটা চিরদিন উদার, পুরাতন বন্ধুকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত অন্তঃকরণে নিজকৃত নিম্নলিখিত পদটী গান করিতে করিতে অদ্বৈতদাসকে আলিঙ্গন করিলেন।

কালী! তোমার লীলাখেলা কে জানে মা ত্রিভুবনে?
কভু পুরুষ কভু নারী কভু মত্ত হও গো রণে।
ব্রহ্মা হয়ে সৃষ্টি কর, সৃষ্টি নাশো হয়ে হর,
বিষ্ণু হয়ে বিশ্বব্যাপি পাল গো মা সর্ব্বজনে॥
কৃষ্ণরূপে বৃন্দাবনে, বাঁশী বাজাও বনে বনে,
আবার গৌর হয়ে নবদ্বীপে মাতাও সবে সংকীর্ত্তনে॥

অদ্বৈত দাস বলিলেন এস ভাই এস। দিগম্বর পত্রাসনে বসিয়া চক্ষের জলে মমতা দেখাইয়া বলিলেন ভাই কালীদাস! আমি কোথায় যাব। তুমি ত বৈরাগী হয়ে ন দেবায় ন ধর্ম্মায় হলে! আমি পঞ্জাব হইতে কত আশা করে আসছি। আমাদের বাল্যবন্ধু পেশা পাগ্‌লা, খেঁদা গিরীশ, ঈশে পাগ্‌লা, ধনা ময়রা, কেলে ছুতোর, কান্তি ভট্টাচার্য্য সকলেই মরিয়া গেল। এখন তুমি আর আমি। মনে করিয়াছিলাম আমি একদিন গঙ্গা পার হইয়া শান্তিপুরে তোমাকে পাব। আবার তুমি পরদিন গঙ্গা পার হইয়া অম্বিকাতে আসিবে। যে কটা দিন বাঁচি তোমাতে আমাতে গান করে তন্ত্র পড়ে কাল কাটাইয়া দিব। আমার পোড়া কপাল তুমি এখন ষাঁড়ের গোবর হলে। না ঐহিক না পারত্রিক কার্য্যে লাগিবে। বল দেখি তোমার এ কি হইল?

অদ্বৈতদাস দেখিলেন বড়ই কঠিন সঙ্কট হইল। এখন কোন রকমে বাল্যবন্ধুর হাত হইতে পার পাইলে হয়। বলিলেন ভাই দিগম্বর! তোমার কি মনে পড়ে না। আমরা একদিন অম্বিকায় দাঁড়াগুলি খেলিতে খেলিতে সেই পুরাতন তেঁতুল গাছটার কাছে পৌঁছিয়াছিলাম।

দি। হাঁ! হাঁ! খুব মনে পড়ে। গৌরীদাস পণ্ডিতের বাটীর কাছে। যে তেঁতুল গাছটার নীচে গৌর নিতাই বসিয়াছিলেন।

অ। ভাই! খেলতে খেলতে তুমি বলিছিলে এ তেঁতুল গাছটা ছুইবে না। শচীপিশির ছেলে এখানে বসিয়াছিল। ছুলে পাছে বৈরাগী হয়ে পড়ি।

দি। বেশ মনে আছে! আবার তোমার একটু বৈষ্ণবদের দিকে টান দেখে আমি বলিছিলাম, তুমি গৌরাঙ্গের ফাঁদে পড়িবে।

অ। ভাই! আমারত চিরদিন এই ভাব। তখন ফাঁদে পড়বো পড়বো হচ্ছিলাম। এখন পড়িয়াছি।

দি। আমার হাত ধরে উঠিয়া পড়। ফাঁদে থাকা ভাল নয়।

অ। ভাই এ ফাঁদে পড়িলে বড় সুখ আছে। ফাঁদে চিরদিন থাকার প্রার্থনা। তুমি একবার ফাঁদটা ছুঁয়ে দেখ।

দি। আমার দেখা আছে। আপাতক সুখ শেষে ফাঁকি।

অ। তুমি যে ফাঁদে আছ তাহাতে কি শেষে বড় সুখ পাবে? মনেও করিও না।

দি। আমরা দেখ মহাবিদ্যার চর। আমাদের এখন ও সুখ তখন ও সুখ। তোমাদের এখন সুখ বলিয়া তোমরা মনে কর, কিন্তু আমরা তোমাদের কোন সুখ দেখি না। শেষেত দুঃখের শেষ থাকিবে না। কেন যে লোকে বৈষ্ণব হয় বলিতে পারি না। দেখ আমরা এখন মৎস্য মাংসাদির আস্বাদন সুখ লাভ করি। ভাল পরি। তোমাদের অপেক্ষা সভ্য। প্রাকৃত বিজ্ঞান সুখ যত কিছু সকলই আমরা পাই। তোমরা সে সমস্ত হইতে বঞ্চিত। শেষে তোমাদের নিস্তার নাই।

অ। কেন ভাই! আমাদের শেষে নিস্তার নাই কেন?

দি। মা নিস্তারিণী বৈমুখ হইলে বিধি হরিহর কেহ নিস্তার পাইবেন না। মা নিস্তারিণী আদ্যা শক্তি। তিনি বিধি হরি হরকে প্রসব করিয়া পুনরায় তাঁহাদিগকে কার্য্য শক্তি দ্বারা পালন করিতেছেন। মার ইচ্ছা হইলে সকলেই আবার সেই ভাণ্ডোদরীর উদরে প্রবেশ করিবেন। তোমরা মার কি উপাসনা করিলে যে মা কৃপা করিবেন?

অ। মা নিস্তারিণী কি চৈতন্য বস্তু না জড় বস্তু?

দি। তিনি ইচ্ছাময়ী চৈতন্য রূপিণী। তাঁহার ইচ্ছাতেই পুরুষ সৃষ্টি।

অ। পুরুষ কি প্রকৃতি কি?

দি। বৈষ্ণবেরা কেবল ভজনই করেন কিন্তু তাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞান নাই। পুরুষ প্রকৃতি চনকের ন্যায় দুই হইয়াও এক। খোসা খুলিলেই দুই। খোসা

ঢাকা থাকিলেই এক। পুরুষ চৈতন্য, প্রকৃতি জড়। জড় ও চৈতন্যের অপৃথক অবস্থাই ব্রহ্ম।

অ। মা তোমার প্রকৃতি না পুরুষ।

দি। কখন পুরুষ কখন নারী।

অ। পুরুষ প্রকৃতি যে চনকের খোলার ভিতর দ্বিদলের ন্যায় থাকেন, তন্মধ্যে মা কে ও বাবা কে ?

দি। তুমি তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছ ? ভাল আমরা তাও জানি। বস্তুতঃ মা প্রকৃতি ও বাবা চৈতন্য।

অ। তুমি কে ?

দি। পাশবদ্ধোভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ।

অ। তুমি পুরুষ না প্রকৃতি ?

দি। আমি পুরুষ। মা প্রকৃতি। যখন আমি বদ্ধ তখন তিনি মা। যখন আমি মুক্ত তখন তিনি আমার বামা।

অ। খুব তত্ত্ব বোঝা গেল। আর কোন সন্দেহ নাই। এ সব তত্ত্ব কোথায় পাইয়াছ ?

দি। ভাই ! তুমি যেমন কেবল বৈষ্ণব বৈষ্ণব করে বেড়াচ্ছ, আমি সেরূপ নই। কত সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, তান্ত্রিক, সিদ্ধ পুরুষের সঙ্গ করিয়া এবং তন্ত্র শাস্ত্র রাত্র দিন পাঠ করিয়া আমার এই জ্ঞান হইয়াছে। তুমি যদি ইচ্ছা কর তবে আমি তোমাকে তৈয়ার করিতে পারি।

অ। (মনে মনে ভাবিলেন কি ভয়ানক দুর্দ্দৈব) ভাল একটা কথা আমাকে বুঝাইয়া দেও। সভ্যতা কি ও প্রাকৃত বিজ্ঞান কাহাকে বলে ?

দি। ভদ্র সমাজে ভালরূপে কথা বলা, লোকের সন্তোষকর পরিচ্ছদ পরিধান করা, আহারাদি এরূপ করা যে লোকের কোন ঘৃণা না জন্মে। তোমাদের এই তিন প্রকারই নাই।

অ। সে কি প্রকার ?

দি। তোমরা ভদ্র সমাজে যাও না। অত্যন্ত অসামাজিক ব্যবহার কর। মিষ্ট কথায় লোকরঞ্জন যে কি বস্তু তাহা বৈষ্ণবেরা কখনই শিক্ষা করিলেন না। লোক দেখিলেই বলিয়া থাকেন হরিনাম কর। কেন আর কি কোন সভ্য কথাবার্ত্তা নাই ? তোমাদের পরিচ্ছদ দেখিলে কেহ সহসা সভায় বসিতে দেয়

না। মাথায় চৈতন্য কক্কা, গলায় ঝুড়িকতক মালা, নেংটী পরা। এইত পরিচ্ছদ। খাওয়া দাওয়া কেবল শাক কচু। তোমাদের কিছুই সভ্যতা নাই।

অ। (মনে মনে করিলেন একটু ঝকড়া আরম্ভ করিলে যদি এ লোকটা চটিয়া চলিয়া যায় তবে মঙ্গল) সভ্যতা দ্বারা কি পরকালে সুবিধা হয়?

দি। পরকালে সুবিধা নাই বটে কিন্তু সভ্য না হইলে সমাজের উন্নতি কিসে হইবে। সমাজের উন্নতি হইলে পরকালের চেষ্টা হইতে পারে।

অ। ভাই! ক্রোধ না কর তবে কিছু বলি।

দি। তুমি আমার বাল্যবন্ধু। তোমার জন্য আমি জীবন দিতে পারি। তোমার একটা কথা কি সহিতে পারিব না। আমরা সভ্যতা ভালবাসি। ক্রোধ হইলেও আমরা মুখে মিষ্ট থাকি। ভিতরের ভাব যত গোপনে রাখিতে পারা যায়, সভ্যতা ততই বৃদ্ধি হয়।

অ। মনুষ্য জীবন অল্পদিন। তাহাতে আবার উপদ্রব অনেক। এই স্বল্প জীবনের মধ্যে সরলতার সহিত হরি ভজনই কর্ত্তব্য। সভ্যতা শিক্ষা করা কেবল আত্মবঞ্চনা। আমরা জানি শঠতার অন্য নাম সভ্যতা। মনুষ্য জীবন যতদিন সত্য পথে থাকে ততদিন সরল থাকে। যখন অধিকতর অসত্য ব্যবহার স্বীকার করে তখনই ভিতরে শঠ ও কুকার্য্যরত, বাহিরে মিষ্ট বাক্যে লোক রঞ্জন করিয়া সভ্য হইতে চায়। সভ্যতা বলিয়া কোন গুণ নাই। সত্য ব্যবহার ও সরলতাই গুণ। ভিতরের দুষ্টতা আচ্ছাদন করিবার যে প্রথা তাহারই বর্ত্তমান নাম সভ্যতা। সভ্যতা শব্দের অর্থ সভায় বসিবার যোগ্যতা। তাহা সরল ভদ্রতা। তোমরা ক্রমশঃ শঠতাকে সভ্যতা বলিতেছ। বস্তুতঃ সভ্যতা যখন নিষ্পাপ তখন তাহা বৈষ্ণবদের মধ্যেই থাকে। সভ্যতা যখন পাপ পূর্ণ তখন তাহা অবৈষ্ণবের মধ্যে আদৃত। তুমি যে সভ্যতার কথা বলিলে তাহার সহিত জীবের নিত্য ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। লোক রঞ্জক বস্ত্র পরিধান করিলেই যদি সভ্যতা হয়, তবে বেশ্যাগণ তোমাদের অপেক্ষা সভ্য। বস্ত্র সম্বন্ধে এই মাত্র স্বীকার করা যায় যে শরীর আচ্ছাদিত হয় এবং বস্ত্র পরিষ্কার থাকে দুর্গন্ধ ইত্যাদি দোষ না থাকে। আহারাদি পবিত্র ও উপকারী হয় ইহাতে দোষ নাই কিন্তু তোমাদের মতে কেবল খাইতে ভাল হয় অথচ পবিত্র হউক না হউক তাহার বিচার নাই। মদ্য মাংস স্বভাবতঃ অপবিত্র। তাহা ভোজন করিয়া যে সভ্যতা হয়, তাহা কেবল পাপাচার মাত্র। আজ কাল যে অবস্থাকে সভ্যতা বলে তাহা কলিকালের সভ্যতা।

দি। তুমি কি বাদসাই সভ্যতা ভুলিয়া গেলে? দেখ বাদসাহার সভার লোক কেমন সুন্দর রূপে বসেন ও কেমন বিধিপূর্ব্বক কথাবার্ত্তা করেন?

অ। সে কেবল সাংসারিক ব্যবহার। তাহা না থাকিলে, মনুষ্যের বস্তুতঃ কি অভাব হয়? ভাই তুমি অনেক দিন যবনের চাকরি করিয়া সেইরূপ সভ্যতার পক্ষপাতী হইয়াছ। বস্তুতঃ মনুষ্যের নিষ্পাপ জীবনই সভ্য জীবন। পাপ বৃদ্ধির সহিত যে কলিকালের সভ্যতা বৃদ্ধি হওয়া সে কেবল বিড়ম্বনা!

দি। দেখ আজ কাল কৃতবিদ্য পুরুষদের মনের ভাব যে সভ্যতাই মনুষ্যতা। যিনি সভ্য নন তিনি মনুষ্য মধ্যে গণনীয় হন না। স্ত্রীলোকের ভাল বস্ত্র ও তাহাদের দোষ আচ্ছাদন করা এখনকার ভদ্রতা হইয়া উঠিতেছে।

অ। এই সিদ্ধান্ত ভাল কি মন্দ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ। আমি দেখিতেছি যে যাঁহাদিগকে কৃতবিদ্য বলিতেছ তাঁহারা কালোচিত ধূর্ত্তলোক। কতকটা কুসংস্কার, কতকটা দোষঢাকার সুবিধার জন্য তাহারা অসরল সভ্যতার পক্ষপাতী হইয়াছে। বুদ্ধিমান লোক তাহাদিগের সমাজে কি সুখ লাভ করিবে? ধূর্ত্তলোকের সভ্যতার গৌরব কেবল বৃথা তর্ক ও দেহবলের দ্বারা পরিরক্ষিত হয়।

দি। কেহ কেহ বলেন যে জগতে ক্রমশঃ জ্ঞান বৃদ্ধি হইতেছে এবং জ্ঞানের সহিত সভ্যতা বৃদ্ধি হইতেছে। সভ্যতা বৃদ্ধি হইতে হইতে এই জগতেই স্বর্গ উদয় হইবে।

অ। গাঁজাখুরী কথা, যিনি এ কথা বিশ্বাস করেন, তাঁহার বিশ্বাস ধন্য। যিনি একথা বিশ্বাস না করিয়া প্রচার করেন তাঁহার সাহস ধন্য। জ্ঞান দুই প্রকার পারমার্থিক ও লৌকিক। পারমার্থিক জ্ঞান বৃদ্ধি হইতেছে এরূপ বোধ হয় না। পারমার্থিক জ্ঞান বরং অনেক স্থলে স্বভাব ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে। লৌকিক জ্ঞান বৃদ্ধি হইবার সম্ভব। লৌকিক জ্ঞানের সহিত জীবের কি নিত্য সম্বন্ধ? বরং লৌকিক জ্ঞান বৃদ্ধি হওয়ায় লোকের চিত্ত অনেক বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া যাওয়ায়, মূলতত্ত্বে অনেক অনাদর ঘটে। এ কথা মানি যে লৌকিক জ্ঞান যত বৃদ্ধি হইতেছে ততই অসরল সভ্যতা বাড়িতেছে। ইহা জীবের পক্ষে দুর্গতি মাত্র।

দি। দুর্গতি কেন?

অ। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি মানবজীবন স্বল্প। এই স্বল্প কাল মধ্যে পান্থনিবাসীর ন্যায় জীবকে পরমার্থের জন্য প্রস্তুত হওয়া চাই। পান্থ ব্যবহারে উন্নতি দেখাইবার জন্য কাল নষ্ট করা নির্ব্বোধের লক্ষণ। লৌকিক জ্ঞানের যত অধিকতর চর্চ্চা বাড়িবে, পারমার্থিক বিষয়ে ততই কালাভাব হইবে। আমার সংস্কার এই যে জীবনযাত্রার প্রয়োজনমত লৌকিক জ্ঞানের ব্যবহার হউক। অধিক লৌকিক জ্ঞান ও তাহার সহচরী সভ্যতার আদরে কিছু প্রয়োজন নাই। পার্থিব চাকচিক্য কদিনের জন্য ?

দি। ভাল বৈরাগীর পাল্লায় পড়িলাম। সমাজটা কি কোন কাজের বস্তু নয় ?

অ। সমাজ যেরূপ বস্তু সেইরূপ তাহার দ্বারা কাজ পাওয়া যায়। যদি বৈষ্ণব সমাজ হয় তবে ভাল কাজ পাওয়া যায়। যদি অবৈষ্ণব সমাজ হয় অর্থাৎ কেবল লৌকিক সমাজ হয় তদ্দ্বারা যে কাজ পাওয়া যায় তাহা জীবের বরণীয় নয়। ভাল একথা থাকুক। প্রাকৃত বিজ্ঞান কি ?

দি। প্রাকৃত বিজ্ঞান তন্ত্রে অনেক প্রকারে প্রকাশিত আছে। প্রাকৃত জগতে যত প্রকার জ্ঞান, কৌশল ও সৌন্দর্য্য আছে সমস্তই প্রাকৃত বিজ্ঞান। ধনুর্ব্বিদ্যা, আয়ুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববিদ্যা, ও জ্যোতির্ব্বিদ্যা এইপ্রকার সমস্ত বিদ্যাই প্রাকৃত বিজ্ঞান। প্রকৃতি আদ্যাশক্তি (আবার তত্ত্ব কথা বলিতে হইল) তিনি এই জড় ব্রহ্মাণ্ড প্রসবন্ত প্রকাশ করিয়া নিজ শক্তি দ্বারা ইহাকে বিচিত্র করিয়াছেন। এই শক্তির একটী একটী রূপ ইহাতে একটী একটী বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান লাভ করিয়া মা নিস্তারিণীর পাশ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। বৈষ্ণবেরা ইহার কোন অনুসন্ধান করেন না। আমরা এই বিজ্ঞান বলে মুক্তি লাভ করি। দেখ এই বিজ্ঞানের অনুসন্ধানে আপ্লাতুন, আরিস্তো, সোক্রাটী ও লোকমান হাকিম প্রভৃতি যবন দেশের মহাত্মাগণ কত কত গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

অ। আপনি বলিলেন যে বৈষ্ণবেরা বিজ্ঞান অনুসন্ধান করেন না, এ কথা নয়। কেন না বৈষ্ণবদিগের শুদ্ধ জ্ঞান বিজ্ঞান সমন্বিত যথা ভাগবতে চতুশ্লোকীতে ;—

জ্ঞানং মে পরমং গুহ্যং যদ্বিজ্ঞান সমন্বিতং।
তদ্রহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন ব্রহ্মার উপাসনায় প্রসন্ন হইয়া ভগবান তাঁহাকে শিক্ষা দেন তাহাতে কেবল শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম এইপ্রকারে উপদিষ্ট হইয়াছে। ওহে ব্রহ্মা!

আমি তোমাকে বিজ্ঞান সমন্বিত আমার পরম গুহ্য জ্ঞান, সেই জ্ঞানের রহস্য ও সেই জ্ঞানের অঙ্গ সকল বলিতেছি তাহা তুমি গ্রহণ কর। দিগম্বর! জ্ঞান দুই প্রকার শুদ্ধ জ্ঞান ও বিষয় জ্ঞান। বিষয় জ্ঞান মানব সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা সংগ্রহ করে। তাহা অশুদ্ধ সুতরাং চিদ্বস্তুর পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। জীবের বদ্ধ দশায় জীবন যাত্রার জন্য প্রয়োজন মাত্র। চিদাশ্রয়ী জ্ঞানকে শুদ্ধ জ্ঞান বলে। সেই জ্ঞান বৈষ্ণবদিগের ভজনের ভিত্তিমূল ও নিত্য। বিষয়জ্ঞানের সহিত সে জ্ঞানের বিপরীত ও বিলক্ষণ সম্বন্ধ। বিষয়জ্ঞানকে তুমি বিজ্ঞান বলিতেছ। বস্তুত বিষয়জ্ঞানই যে বিজ্ঞান তাহা নয়। তোমার আয়ুর্ব্বেদাদি বিষয়জ্ঞানকে আলোচনা করিয়া তাহাকে শুদ্ধ জ্ঞান হইতে পৃথক্ করার নাম বিজ্ঞান। বিষয় জ্ঞানের বিলক্ষণ যে শুদ্ধ জ্ঞান তাহাকেই বিজ্ঞান বলে। বস্তুত জ্ঞান ও বিজ্ঞান এক বস্তু। সাক্ষাৎ চিদ্বস্তুর উপলব্ধিকে জ্ঞান বলে। বিষয়জ্ঞান তিরস্কারপূর্ব্বক শুদ্ধ জ্ঞান স্থাপনার নাম বিজ্ঞান। বস্তু এক হইলেও প্রক্রিয়া পৃথক্ বলিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞান দুইটী পৃথক্ পৃথক্ নাম হইয়াছে। তোমরা বিষয় জ্ঞানকে বিজ্ঞান বল। বৈষ্ণবগণ বিষয়জ্ঞানকে যথাযথ সংস্থাপন করাকে বিজ্ঞান বলেন। তাঁহারা ধনুর্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ, রসায়ণ সমস্ত আলোচনা পূর্ব্বক দেখেন এ সমস্তই জড় জ্ঞান। ইহার সহিত জীবের নিত্য সম্বন্ধ নাই। অতএব জীবের নিত্যধর্ম্ম সম্বন্ধে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। যাঁহারা জড় প্রবৃত্তি অনুসারে জড় জ্ঞানের উন্নতি সাধনে রত, তাঁহাদিগকে বৈষ্ণবেরা কর্ম্মকাণ্ডগ্রস্ত বলিয়া জানেন। তাঁহাদিগকে নিন্দা করেন না, কেন না তাঁহারা জড়োন্নতির যত্ন করিয়া বৈষ্ণবের চিদুন্নতির কিয়ৎ পরিমাণে উপকার করেন। তাঁহাদের ক্ষুদ্র জড়ময় জ্ঞানকে আপনারা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলেন। তাহাতেই বা আপত্তি কি? নাম লইয়া বিবাদ করা মূঢ়েরই কর্ম্ম।

দি। ভাল, জড়জ্ঞান যদি উন্নত না হইত তবে তোমরা কিরূপে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে ও ভজন করিতে? অতএব তোমাদেরও জড়োন্নতির চেষ্টা করা উচিত।

অ। প্রবৃত্তি অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ লোক পৃথক্ পৃথক্ চেষ্টা করে। কিন্তু সর্ব্ব নিয়ন্তা ঈশ্বর সেই সকল চেষ্টার ফলকে যথাযোগ্য অপর জনগণকে ভোগ করিয়া দেন?

দি। প্রবৃত্তি কোথা হইতে হয়?

অ। পূর্ব্বকর্ম্মজনিত সংস্কার হইতে প্রবৃত্তি হইয়া উঠে। যাহাদের জড় সম্বন্ধ যতদূর গাঢ় তাহারা তৎদূর জড়জ্ঞানে ও জড়জ্ঞান প্রসূত শিল্পাদি কার্য্যে নিপুণ। তাহারা যাহা প্রস্তুত করে, তাহাতে বৈষ্ণবদের সুতরাং উপকার হয়। সে বিষয়ে বৈষ্ণবদিগের চেষ্টার প্রয়োজন থাকে না। দেখ সূত্রধরেরা আপন আপন অর্থোপার্জ্জনের জন্য বিমান প্রস্তুত করে। গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ সেই বিমানের উপর শ্রীবিগ্রহ স্থাপনা করেন। মধুমক্ষিকাগণ আপন প্রবৃত্তি অনুসারে মধু সংগ্রহ করে, ভক্তগণ দেব সেবায় সেই মধু গ্রহণ করিয়া থাকেন। জগতে পরমার্থের জন্যই যে সকল লোকে চেষ্টা করে তাহা নয়। নানা প্রবৃত্তি হইতে কার্য্য হয়। মানবগণের প্রবৃত্তি উচ্চ নীচ অনুসারে বহুবিধ। নীচ মানবগণ নীচ প্রবৃত্তির দ্বারা অনেক কার্য্য করে। ঐ সমস্ত কার্য্য উচ্চ প্রবৃত্তির কার্য্যের সহকারী হয়। এইরূপ বিভাগ দ্বারা জগচ্চক্র চলিতেছে। যতপ্রকার জড়াশ্রিত ব্যক্তি আছে, তাহারা জড় প্রবৃত্তি ক্রমে কার্য্য করিয়াও, বৈষ্ণবের চিৎপ্রবৃত্তির সহকারী হয়। তাহারা জানে না যে তাহারা ঐ সকল কার্য্য দ্বারা বৈষ্ণবের উপকার করিবে। কিন্তু বিষ্ণুমায়া দ্বারা মোহিত হইয়া তাহারা ঐ সমস্ত কার্য্য করে। সুতরাং সমস্ত জগতই বৈষ্ণবদিগের অপরিজ্ঞাত কিঙ্কর।

দি। বিষ্ণুমায়া কাহাকে বল ?

অ। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডীমাহাত্ম্যে যোগমায়া হরেঃ শক্তির্যয়া সম্মোহিতং জগৎ ইত্যাদি বাক্য যাঁহার সম্বন্ধে প্রয়োগ আছে তিনিই বিষ্ণুমায়া।

দি। আমি যাঁহাকে মা নিস্তারিণী বলিয়া জানি তিনি কে ?

অ। তিনিই বিষ্ণুমায়া।

দি। (তন্ত্রপুথি খুলিয়া) এই দেখ আমার মা চৈতন্যরূপিণী ইচ্ছাময়ী ত্রিগুণাতীতা ও ত্রিগুণধারিণী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তোমার বিষ্ণুমায়া নির্গুণা নহেন। তবে কিরূপে তুমি তোমার বিষ্ণুমায়াকে আমার মার সহিত এক বলিয়া বল ? এই সব কথায় বৈষ্ণবদের গোঁড়ামী দেখিয়া আমাদের ভাল লাগে না।

অ। ভাই দিগম্বর, এখনই রাগ করিও না। তুমি এতদিন পরে আমাকে দেখিতে আসিয়াছ, আমি তোমাকে সন্তোষ করিতে ইচ্ছা করি। বিষ্ণুমায়া বলিলে কি ক্ষুদ্রতা হয় ? ভগবান বিষ্ণু পরম চৈতন্যস্বরূপ একমাত্র সর্ব্বেশ্বর। সকলেই তাঁহার শক্তি। শক্তি বলিলে কোন বস্তু হয় না। শক্তি বস্তুর ধর্ম্ম।

শক্তিকে সকলের মূল বলিলে নিতান্ত তত্ত্ববিরুদ্ধ হয়। শক্তি বস্তু হইতে পৃথক্ থাকিতে পারেন না। কোন চৈতন্যস্বরূপ বস্তু আগে স্বীকার করা চাই। বেদান্ত বলেন যে শক্তি শক্তিমতোরভেদঃ অর্থাৎ শক্তি পৃথক্ বস্তু নয়, শক্তিমান পুরুষ এক বস্তু। শক্তি তাঁহার ইচ্ছাধীন গুণ বা ধর্ম্ম। যতক্ষণ শুদ্ধ চৈতন্য আশ্রয় করিয়া শক্তি আপনার কার্য্য পরিচয় দেন, ততক্ষণই সেই শক্তিকে শক্তিমান বস্তু হইতে অভেদ মনে করিয়া চৈতন্যরূপিণী বা ইচ্ছাময়ী ত্রিগুণাতীতা বলিলে ভ্রম হয় না। ইচ্ছা ও চৈতন্য পুরুষাশ্রিত। শক্তিতে ইচ্ছা থাকিতে পারে না পুরুষের ইচ্ছায় শক্তি কার্য্য করে। তোমার চলচ্ছক্তি আছে, তোমার ইচ্ছা হইলে সেই শক্তির কার্য্য হয়। শক্তি চলিতেছে বলিলে কেবল শক্তিমানের চলাই বুঝায়। শব্দ ব্যবহার কেবল রূপক। ভগবানের একই শক্তি। চিৎকার্য্যে তিনি চিচ্ছক্তি। অচিৎ বা জড় কার্য্যে তিনি জড়শক্তি বা মায়া। বেদ বলেন

পরাস্যশক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে।

ত্রিগুণধারিণী শক্তি জড় শক্তি। ব্রহ্মাণ্ড সৃজন ও ব্রহ্মাণ্ড চালন সেই শক্তিরই কার্য্য। এই শক্তিকে পুরাণ ও তন্ত্রে বিষ্ণুমায়া, মহামায়া, মায়া ইত্যাদি নামে উক্তি করিয়াছেন। রূপক ভাবে সেই শক্তির বিধি-হরি-হর-জননীত্ব ও শুম্ভ-নিশুম্ভ-নাশকত্ব প্রভৃতি অনেক ক্রিয়া বর্ণিত আছে। যে পর্য্যন্ত জীব বিষয় মগ্ন থাকে সে পর্য্যন্ত সেই শক্তির অধীন। জীবের শুদ্ধ জ্ঞান উদয় হইলে নিজের স্বরূপ বোধ সহকারে, সেই শক্তির পাশ হইতে মোচন হয় এবং জীব তখন চিচ্ছক্তির অধীন থাকিয়া চিৎসুখ লাভ করেন।

দি। তোমরা কোন শক্তির অধীন কিনা?

অ। হাঁ আমরা জীবশক্তি। মায়াশক্তির পাশ ছাড়িয়া চিচ্ছক্তির অধীনে আছি।

দি। তবে তোমরাও শাক্ত।

অ। হঁ, বৈষ্ণবগণ প্রকৃত শাক্ত। আমরা চিচ্ছক্তি-স্বরূপিণী রাধিকার অধীন। তাঁহার আশ্রয়ে আমাদের কৃষ্ণ ভজন সুতরাং আমাদের তুল্য আর শাক্ত কে আছে। শাক্ত বৈষ্ণবে আমরা কোন ভেদ দেখি না। চিচ্ছক্তিকে আশ্রয় না করিয়া কেবল মায়া শক্তিতে যাঁহাদের রতি, তাঁহারা শাক্ত হইয়াও বৈষ্ণব নহেন, অর্থাৎ কেবল বিষয়ী। শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে শ্রীদুর্গা দেবী বলিয়াছেন "তববক্ষসি রাধাহহং রাসে বৃন্দাবনে বনে।" দুর্গাদেবীর বাক্যে বেশ জানা যায় যে শক্তি দুই নন। একই শক্তি চিৎস্বরূপে রাধিকা ও জড়

স্বরূপে জড়শক্তি। বিষ্ণুমায়া নির্গুণ অবস্থায় চিচ্ছক্তি ও সগুণ অবস্থায় জড় শক্তি।

দি। তুমি কহিয়াছ, যে তুমি জীব শক্তি, সে কি প্রকার?

অ। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন;—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥

ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই আটটী আমার অপরা অর্থাৎ জড়া প্রকৃতির পৃথক্ পৃথক্ অষ্ট প্রকার পরিচয়। জড় মায়ার অধিকারে এই আটটী আছে। এই জড়া প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠা ও পৃথক্ আমার জীব স্বরূপা আর একটী প্রকৃতি আছে, যে প্রকৃতি দ্বারা এই জড়জগৎ উপলব্ধ বা দৃষ্ট হয়। দিগম্বর! তুমি ভগবদগীতার মহাত্ম্য জান? এই গ্রন্থখানি সর্ব্ব শাস্ত্রের নিষ্কৃষ্ট উপদেশ ও সর্ব্বপ্রকার বিতর্কের মীমাংসা। ইহাতে স্থির হইয়াছে যে জড় জগৎ হইতে তত্ত্বতঃ পৃথক্ একটী জীবতত্ত্ব আছে। সে তত্ত্বই ভগবানের একপ্রকার শক্তি। তাহাকে পণ্ডিতেরা তটস্থশক্তি বলেন। সে শক্তি জড় শক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ এবং চিচ্ছক্তি হইতে লঘু। অতএব জীব মাত্রেই কৃষ্ণের শক্তি বিশেষ।

দি। কালীদাস! তুমি ভগবতীগীতা দেখিয়াছ?

অ। হাঁ আমি পূর্ব্বে সে গ্রন্থ পড়িয়াছিলাম।

দি। তাহাতে কেমন তত্ত্ব কথা?

অ। ভাই দিগম্বর! যে পর্য্যন্ত লোকে মিশ্রি না খায় সে পর্য্যন্ত গুড়ের অধিক প্রশংসা করে।

দি। ভাই! এটা তোমার গোঁড়ামী। দেবী ভাগবত ও দেবীগীতা সর্ব্ব লোকে আদর করে, কেবল তোমরাই সেই দুই গ্রন্থের নাম শুনিতে পার না।

অ। ভাই! তুমি দেবীগীতা পড়িয়াছ?

দি। না মিথ্যা কথা কেন বলিব, আমি ঐ দুইখানি গ্রন্থ নকল করিতে গিয়াছিলাম কিন্তু পাই নাই।

অ। যে গ্রন্থ পড় নাই, তাহা ভাল কি মন্দ কি করিয়া বলিবে? এটা আমার গোঁড়ামী হইল কি তোমার?

দি। ভাই! তোমাকে আমি চির দিন একটু ভয় করি। তুমি বড় বাচাল ছিলে। আবার এখন বৈষ্ণব হইয়া বিশেষ বাচাল হইয়া পড়িয়াছ। আমি যে কথা বলি তুমি কাটিয়া দিতেছ।

অ। আমি দীন হীন মুর্খ বটে, কিন্তু আমি দেখিয়াছি যে বৈষ্ণবধর্ম্ম ব্যতীত আর শুদ্ধ ধর্ম্ম নাই। তুমি চিরদিন বৈষ্ণব বিদ্বেষ করিয়া, নিজের মঙ্গল পথ দেখিলে না।

দি। (একটু চটিয়া) হাঁ আমি এত ভজন সাধন করি। তুমি বল কোন মঙ্গল পথ দেখিলে না। আমি কি এতদিন ঘোড়ার ঘাস কাটছি? এই দেখ তন্ত্র সংগ্রহ খানা কি কম পরিশ্রমে হইয়াছে। তুমি সভ্যতা ও বিজ্ঞানকে নিন্দা করিয়া বৈষ্ণবগিরি করিবে, ইহাতে আমি কি করিতে পারি। চল, সভ্যমগুলি তোমাকে ভাল বলে কি আমাকে, দেখা যাউক।

অ। (মনে মনে, প্রায় কুসঙ্গ ঘোচে) ভাল ভাই! তুমি যখন মরিবে, তোমার সভ্যতা ও প্রাকৃত বিজ্ঞান তোমার কি কাজ করিবে?

দি। কালীদাস! তুমিও যেমন মরণের পর কি আর কিছু আছে? যতক্ষণ বেঁচে থাক সভ্যতার সহিত লোকের যশ গ্রহণ কর, পঞ্চ মকারাদি দ্বারা আনন্দ কর, মা নিস্তারিণী মরণের সময়ে যথায় যেমন করিয়া থাকা উচিত সেইরূপ রাখিবেন। মরণ হইবে বলিয়া এখনকার ক্লেশ কেন সহ্য কর? যখন পঞ্চে পঞ্চ মিশাইবে, তখন আর তুমি কোথায় থাকিবে? এই সংসারই মায়া, যোগমায়া, মহামায়া। ইনিই তোমাকে সুখ দিতে পারেন এবং মরণান্তে অবশ্যই মুক্তি দিবেন। শক্তি ব্যতীত আর কিছুই নাই। শক্তি হইতে উঠিয়াছ, শক্তিতে পুনরায় যাইবে। শক্তি সেবা কর। বিজ্ঞানে শক্তির বল দেখ। যত্ন করিয়া নিজ যোগবল বৃদ্ধি কর। শেষে সেই অব্যক্ত শক্তি ব্যতীত আর কিছুই নাই। তোমরা কোথা থেকে এক গাঁজাখুরী চৈতন্য পুরুষের গল্প আনিয়াছ। সেই গল্প বিশ্বাস করিয়া ইহকালে কষ্ট পাইতেছ ও পরকালে আমাদের অপেক্ষা কি অধিক পাইবে তাহা জানি না। পুরুষের সহিত কাজ কি? শক্তি সেবা কর, শক্তিতে লয় হইয়া নিত্য অবস্থান করিবে।

অ। ভাই! তুমি ত জড়শক্তি লইয়া মুগ্ধ হইলে। যদি চৈতন্য পুরুষ থাকে তবে মরণের পর তোমার কি হইবে? সুখ কাহাকে বল। মনের

সন্তোষের নাম সুখ। আমি সমস্ত জড়ীয় সুখ বর্জ্জন করিয়া মনের সন্তোষরূপ সুখ পাইতেছি। যদি পরে কিছু থাকে তাহাও আমার। তুমি সন্তুষ্ট নও। যত ভোগ কর, ততই ভোগতৃষ্ণা বৃদ্ধি হয়। সুখ যে কি বস্তু তাহা বুঝিলে না। কেবল সুখ সুখ করিয়া ভাসিতে ভাসিতে একদিন পতন হইয়া দুঃখের সমুদ্রে পড়িবে।

দি। আমার যা হয় হবে। তুমি ভদ্র সঙ্গ ত্যাগ করিলে কেন?

অ। আমি ভদ্রসঙ্গ ত্যাগ করি নাই। বরং তাহাই লাভ করিয়াছি। অভদ্র সঙ্গ ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিতেছি।

দি। অভদ্র সঙ্গ কিরূপ?

অ। রাগ না করিয়া শুন আমি বলি;—

একাদশে;—

যাবত্তে মায়য়াস্পৃষ্টা ভ্রমাম ইহ কর্ম্মভিঃ।
তাবৎ ভবৎপ্রসঙ্গানাং সঙ্গঃ স্যান্নভবেভবে॥

হে ভগবন্! যে পর্য্যন্ত তোমার অপারমায়া দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া এই কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করিব সে পর্য্যন্ত তোমার প্রসঙ্গবিৎ সাধুদিগের সঙ্গ জন্মে জন্মে ঘটিবে না।

সপ্তমে;—

অসদ্ভিঃ সহ সঙ্গস্তু ন কর্ত্তব্যঃ কদাচন।
যস্মাৎসর্ব্বার্থহানিঃ স্যাদধঃপাতশ্চজায়তে॥

কাত্যায়ন বাক্যে;—

বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরি চিন্তা বিমুখ জনসন্তাস বৈশসং॥

বরং অগ্নিতে পুড়িয়া মরি বা পঞ্জর মধ্যে চির আবদ্ধ হইলেও ভাল তবুও কৃষ্ণচিন্তা বিমুখজনের সঙ্গ দুঃখ যেন না হয়। তৃতীয়ে;—

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধি র্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্ যাতি সংক্ষয়ং॥
তেষশান্তেষু মূঢ়েষু যোষিৎক্রীড়া মৃগেষু চ।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু॥

যে সকল লোক অশান্ত মূঢ় ও স্ত্রীলোকদিগের ক্রীড়া মৃগ তাহাদের সঙ্গে সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, যশ, ক্ষমা, শম, দম ও ভগ সমস্তই

ক্ষয়প্রাপ্ত হয় সেই সকল আত্মবিরোধী অসাধু শোচ্য পুরুষদিগের সহিত কখন সঙ্গ করিবে না। গারুড়ে ;—

অন্তং গতোপি বেদানাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্ত্যপি।
যো ন সর্ব্বেশ্বরে ভক্তস্তং বিদ্যাৎপুরুষাধমং॥

ষষ্ঠে ;—

প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণপরাঙ্মুখং।
ন নিষ্পুনন্তি রাজেন্দ্র সুরাকুম্ভমিবাপগাঃ॥

স্কান্দে ;—

হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতিনোহর্ষং দর্শনে পতনানিষট্॥

দিগম্বর! এই সকল অসৎসঙ্গ করিলে জীবের মঙ্গল হয় না। এই সকল লোকের সমাজ সংগ্রহে কি লাভ আছে?

দি। ভাললোকের সহিত আলাপ করিতে আসিয়াছিলাম। আমরা সকলেই অভদ্র হইয়া পড়িলাম। এখন তুমি শুদ্ধ বৈষ্ণব সঙ্গ কর, আমি নিজ গৃহে গমন করি।

অ। (মনে মনে, হয়ে এসেচে, এখন একটু মিষ্ট কথা ভাল) ঘরে ত অবশ্যই যাইবে। তুমি আমার বাল্য বন্ধু, তোমাকে ছাড়িতে ইচ্ছা করে না। কৃপা করিয়া যদি আসিয়াছ, তবে এখানে কিয়ৎকাল থাকিয়া কিছু প্রসাদাদি পাইয়া যাও।

দি। কালীদাস! তুমি ত জান, আমার কিছু খাওয়া দাওয়া সয় না। আমি হবিষ্যাশী। হবিষ্যান্ন পাইয়া আসিয়াছি। তোমাকে দেখিয়া আনন্দ লাভ করিলাম। আবার যদি অবকাশ হয় আসিব। রাত্রে থাকিতে পারিব না। গুরুদত্ত পদ্ধতিমত কিছু ক্রিয়া আছে। আজ ভাই বিদায় হইলাম।

অ। চল, আমি তোমাকে নৌকা পর্য্যন্ত উঠাইয়া দিয়া আসি।

দি। না না তুমি আপনার কর্ম্ম কর। আমার সঙ্গে কএকটী লোক আছে। এই বলিয়া দিগম্বর শ্যামা বিষয় গান করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। অদ্বৈতদাস আপন কুটীরে তখন নির্ব্বিঘ্নে নাম করিতে লাগিলেন।

দশম অধ্যায়।

নিত্যধর্ম্ম ও ইতিহাস।

অগ্রদ্বীপ নিবাসী অধ্যাপক শ্রীহরিহর ভট্টাচার্য্যের মনে একটী সন্দেহ উদয় হইল। অনেক লোকের সহিত বিচার করিয়াও তাঁহার সন্দেহটী গেল না, বরং তাঁহার চিত্তকে অধিক ক্লেশ দিতে লাগিল। তিনি একদিবস অর্কটীলা গ্রামে শ্রীচতুর্ভুজ ন্যায়রত্নকে জিজ্ঞাসা করিলেন; ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলুন দেখি বৈষ্ণব-ধর্ম্ম কতদিন হইয়াছে? হরিহর ভট্টাচার্য্য বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত ও গৃহে কৃষ্ণসেবা করেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় ন্যায়শাস্ত্রে প্রায় বিংশতি বৎসর পরিশ্রম করিয়া ধর্ম্মের প্রতি অনেকটা উদাসীন হইয়াছেন। ধর্ম্মের কচকচি ভাল বাসেন না। কেবল শক্তিপূজার সময়ে কিছু কিছু ভক্তি প্রকাশ করেন। হরিহরের প্রশ্নে তাঁহার মনে এই উদয় হইল যে হরিহর বৈষ্ণবধর্ম্মের পক্ষপাতিত্ব করিয়া আমাকে একটা লট খটিতে ফেলিবে। এ বিপদ দূর করাই ভাল; এই মনে করিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিলেন, হরিহর, আজ আবার এ কি প্রকার প্রশ্ন? তুমি মুক্তিপাদ পর্য্যন্ত পড়িয়াছ। দেখ ন্যায় শাস্ত্রে বৈষ্ণবধর্ম্মের কোন কথাই নাই। তবে আমাকে কেন ঐ প্রশ্ন করিয়া বিব্রত কর।

হরিহর বলিলেন, ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আমি পুরুষানুক্রমে বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত। কখনই বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। আপনি বিক্রমপুরের তর্কচূড়ামণিকে জানেন। তিনি আজকাল বৈষ্ণবধর্ম্মকে নির্ম্মূল করিবার অভিপ্রায়ে দেশ বিদেশে বিরুদ্ধ শিক্ষা দিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। কোন শাক্তপ্রধান সভায় তিনি বলিয়াছেন যে বৈষ্ণব ধর্ম্মটা নিতান্ত আধুনিক। ইহাতে কোন সার নাই, নীচ জাতীয় লোকেরাই বৈষ্ণব হয়। উচ্চ জাতীয় লোকেরা বৈষ্ণবধর্ম্মকে আদর করে না। সেরূপ বড়লোকের এইরূপ সিদ্ধান্ত শুনিয়া প্রথমে আমার মনে একটু বেদনা হইয়াছিল। পরে নিজে নিজে চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে বঙ্গভূমিতে প্রভু চৈতন্যদেব আসিবার পূর্ব্বে কোন স্থলেই বৈষ্ণবধর্ম্ম ছিল না। প্রায় সকলেই শক্তিমন্ত্রে উপাসনা করিতেন। আমাদের মত কতকগুলি বৈষ্ণবমন্ত্রের উপাসক ছিল বটে। কিন্তু সকলেই চরমে ব্রহ্মতত্ত্বকে লক্ষ্য করিত এবং মুক্তির জন্য বিশেষ ব্যস্ত থাকিত। সেরূপ বৈষ্ণবধর্ম্মে পঞ্চোপাসকদিগের সকলেরই সম্মতি ছিল। কিন্তু প্রভু চৈতন্যদেবের পর বৈষ্ণবধর্ম্ম একটী নূতন আকার লাভ করিয়াছে। বৈষ্ণবেরা

মুক্তি ও ব্রহ্ম এই দুইটী নাম শুনিতে পারেন না। ভক্তিকে যে কি বুঝিয়াছেন তাহা বলিতে পারি না। কানা গরুর ভিন্ন গোঠ, ইহাই এখনকার বৈষ্ণবদের ভিতর দেখিতেছি। আমার প্রশ্ন এই যে এরূপ বৈষ্ণবধৰ্ম্ম পূৰ্ব্ব হইতে আসিতেছে, না চৈতন্যদেবের সময় হইতে উদয় হইয়াছে?

ন্যায়রত্ন মহাশয় দেখিলেন যে হরিহরের মনের ভাব আর এক প্রকার। অর্থাৎ হরিহর বৈষ্ণবদের গোঁড়া নন। ইহা মনে করিয়া মুখটী প্রফুল্ল হইল। বলিলেন হরিহর! তুমি যথার্থ ন্যায়শাস্ত্রের পণ্ডিত বটে। তুমি যাহা মনে করিয়াছ, আমিও তাহাই বিশ্বাস করি। আজকাল নবীন বৈষ্ণবধর্ম্মের যে ঢেউ উঠিয়াছে তাহাতে তাহাদের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে গেলে ভয় হয়। কলিকাল আমাদের একটু সাবধান থাকা চাই। এখন অনেক ধনী ভদ্র লোক চৈতন্যমতে প্রবেশ করিয়াছে। তাহারা আমাদিগকে অত্যন্ত অশ্রদ্ধা করে। এমত কি আমাদিগকে শত্রু বলিয়া মনে করে। আমার বোধ হয়, অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের ব্যবসায় উঠিয়া যাইবে। আবার তেলী, তামলী, সুবর্ণবণিক সকলেই শাস্ত্রকথা লইয়া বিচার করে, তাহাতে আমাদের বড়ই কষ্ট হইয়াছে। দেখ অনেকদিন হইতে ব্রাহ্মণগণ এমত একটী কল করিয়াছিলেন, যে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর বর্ণের কোন লোকেই শাস্ত্র পড়িত না। এমত কি ব্রাহ্মণের নীচেই যে কায়স্থ বর্ণ তাহারাও প্রণব উচ্চারণ করিতে সাহস করিত না। আমাদের কথাই সকলে মানিত। কিন্তু আজকাল বৈষ্ণব হইয়া সকলেই তত্ত্ব বিচার করে। তাহাতে আমাদের অত্যন্ত পরাজয় হইতেছে। নিমাই পণ্ডিত হইতেই ব্রাহ্মণের ধৰ্ম্মটা লোপ হইল। হরিহর! তর্কচূড়ামণি পয়সার খাতিরেই বলুক আর দেখে শুনেই বলুক ভাল বলিয়াছে। বৈষ্ণবেটাদের কথা শুনিলে গা জ্বলিয়া যায়। এখন বলে কি যে শঙ্করাচার্য্য ভগবানের আজ্ঞায় মিথ্যা মায়াবাদ শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। বৈষ্ণবধৰ্ম্মই অনাদি। আজও শতবৎসর হয় নাই যে ধর্ম্মের উৎপত্তি, তাহা আবার অনাদি হইল। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে। বলুক যত বলিতে পারে। নবদ্বীপ যেমন ভাল ছিল তেমনই মন্দ হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষত নবদ্বীপের মধ্যে গাদিগাছায় কএকটা বৈষ্ণব বসিয়াছে। তাহারা আজ কাল পৃথিবীকে সরার মত দেখিতেছে। তাহাদের মধ্যে দুই তিনটা ভালরকম পণ্ডিত আছে। তাহাদের উৎপাতেই দেশটা উচ্ছন্ন গেল। বর্ণধৰ্ম্ম, নিত্য মায়াবাদ, দেবদেবীর পূজা সমস্তই লোপ করিতেছে। দেখ আজকাল আর শ্রাদ্ধ শান্তি অধিক হয় না। অধ্যাপকদিগের কিরূপে চলে?

হরিহর বলিলেন ভট্টাচার্য্য মহাশয়! ইহার কি প্রতিকার নাই? এখনও মায়াপুরে পাঁচ সাত জন বড় বড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আছেন। অপর পারে কুলিয়া গ্রামে অনেকগুলি স্মার্ত্ত ও নৈয়ায়িক আছেন। সকলে মিলিয়া গাদিগাছা আক্রমণ করিলে কি হয় না।

ন্যায়রত্ন বলিলেন হাঁ তাহা হইতে পারিত যদি ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের মধ্যে ঐক্য হয়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ব্যবসার ছলে পরস্পর হিংসা করিয়া থাকেন। শুনিয়াছি কয়েকটী পণ্ডিত কৃষ্ণচূড়ামণিকে লইয়া গাদিগাছায় বিচার উত্থাপন করিয়াছিলেন। পরাজয় হইয়া আপন আপন টোলে বসিয়া যাহা কিছু বলিতে হয়, তাহাই বলিতেছেন।

হরিহর বলিলেন, ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আপনি আমাদের অধ্যাপক এবং অনেক অধ্যাপকের অধ্যাপক। আপনার কৃত ন্যায় টীকা দেখিয়া অনেকে ফাঁকি শিক্ষা করেন। আপনি গিয়া একবার বৈষ্ণব পণ্ডিতদিগকে পরাজয় করুন। বৈষ্ণবধর্ম্ম যে আধুনিক ও বেদ সম্মত নয় ইহাই স্থাপন করুন। তাহা হইলে আমাদের পূর্ব্বসম্মত পঞ্চোপাসনা বজায় থাকে।

চতুর্ভুজ ন্যায়রত্নের মনে একটু ভয় আছে। কৃষ্ণচূড়ামণি প্রভৃতি যেখানে পরাজয় লাভ করিয়াছেন, সেখানে গেলে পাছে সেই দশা হইয়া পড়ে। তিনি বলিলেন হরিহর! আমি ছদ্মবেশে যাইব, তুমি অধ্যাপক হইয়া গাদিগাছায় তর্কানল উদ্দীপ্ত কর। হরিহর বলিলেন আমি অবশ্যই আপনার আজ্ঞা পালন করিব। আগামী সোমবারে ব্যোম মহাদেব বলিয়া গঙ্গাপার হইব।

সোমবার আসিয়া উপস্থিত। হরিহর, কমলাকান্ত, সদাশিব এই তিনজন অধ্যাপক, অর্কটীলা হইতে শ্রীচতুর্ভুজ ন্যায়রত্নকে লইয়া জাহ্নবী পার হইলেন। বেলা সার্দ্ধ তিন প্রহরের সময় শ্রীপ্রদ্যুম্নকুঞ্জে আসিয়া 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলিতে বলিতে দুর্ব্বাসা মুনির ন্যায় মাধবীমণ্ডপে বসিলেন। শ্রীঅদ্বৈতদাস বাহির হইয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ আসন দিয়া বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আপনাদের আজ্ঞা কি? হরিহর বলিলেন আমরা বৈষ্ণবদিগের সহিত কএকটী বিষয় আলোচনা করিতে আসিয়াছি। অদ্বৈতদাস বলিলেন অত্রস্থ বৈষ্ণবগণ কোন বিষয়ে বিতর্ক করেন না, তবে যদি আপনারা কোন কোন কথা সরলরূপে জিজ্ঞাসা করেন তবে ভাল। সে দিবস কএকটী অধ্যাপক জিজ্ঞাসা ছলে অনেক বিতর্ক করিয়া শেষে মনে মনে কষ্ট পাইয়াছিলেন। আমি পরমহংস

বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর দিব। এই বলিয়া বাবাজী মহাশয়ের কুটীরে প্রবেশ করিলেন।

অদ্বৈতদাস অল্পক্ষণের মধ্যেই আসিয়া আসন সকল পাতিয়া ফেলিলেন। পরমহংস বাবাজী মহাশয় শ্রীমণ্ডপে আসিয়া প্রথমে বৃন্দাদেবীকে, পরে আগন্তুক ভদ্র ব্রাহ্মণগণকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া করযোড়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাশয়গণ! আমরা আপনাদের কি সেবা করিতে পারি, আজ্ঞা করুন।

তখন ন্যায়রত্ন বলিলেন আমরা দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব, উত্তর করুন তাহা শুনিয়া পরমহংস বাবাজী মহাশয় শ্রীবৈষ্ণবদাস বাবাজী মহাশয়কে আকর্ষণ করিয়া আনাইলেন। বৈষ্ণব সকল স্থির হইয়া বসিলে ন্যায়রত্ন মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন যে বলুন দেখি, বৈষ্ণবধর্ম্ম পুরাতন কি আধুনিক?

পরমহংস বাবাজী মহাশয়ের ইচ্ছাক্রমে বৈষ্ণবদাস বলিলেন। শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্ম সনাতন ও নিত্য।

ন্যা। বৈষ্ণবধর্ম্ম দুই প্রকার দেখিতেছি। একপ্রকার বৈষ্ণবধর্ম্ম এই যে ব্রহ্ম নিরাকার। নিরাকার ভজন হয় না। একটী কল্পিত সাকার নিরূপণ করিয়া ভজন করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্ত শুদ্ধ হইলে নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান উদয় হয়। মায়া-কল্পিত রাধাকৃষ্ণরূপ বা রামরূপ বা নৃসিংহরূপ ভজিতে ভজিতে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। এই বুদ্ধির সহিত যাঁহারা বিষ্ণুমূর্ত্তি পূজা করেন ও তন্মন্ত্রে উপাসনা করেন, তাঁহারা পঞ্চোপাসকগণের মধ্যে আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেন। আর একপ্রকার বৈষ্ণবধর্ম্ম এই যে ভগবান বিষ্ণু বা রাম বা কৃষ্ণ নিত্য সাকার। সেই সেই মন্ত্রে উপাসনা করিয়া সেইরূপের নিত্য জ্ঞান ও প্রসাদ লাভ হয়। নিরাকার মত মায়াবাদ, অতএব শাঙ্করী ভ্রম। এই দুই প্রকার বৈষ্ণবের মধ্যে কোন প্রকারটী সনাতন ও নিত্য।

বৈ। আপনি যেটী শেষে উল্লেখ করিলেন তাহাই বৈষ্ণবধর্ম্ম। তাহা সনাতন। অপরটী নাম মাত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম অথচ বৈষ্ণবধর্ম্মের বিপরীত, অনিত্য এবং মায়াবাদের সহিত প্রচলিত হইয়াছে।

ন্যা। এখন বুঝিলাম যে আপনারা চৈতন্যদেব হইতে যে-মতটী লাভ করিয়াছেন তাহাই আপনাদের মতে বৈষ্ণবধর্ম্ম। কেবল রাধাকৃষ্ণ, রাম, নৃসিংহ উপাসনাদ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্ম হয় না। চৈতন্যের মত লইয়া রাধাকৃষ্ণাদি উপাসনা করিলে বৈষ্ণব ধর্ম্ম হয়। ভাল তাহাই হইল। কিন্তু এরূপ বৈষ্ণবধর্ম্মকে আপনারা কিরূপে সনাতন বলিয়া স্থাপন করেন।

বৈ। বেদশাস্ত্রে এই প্রকার বৈষ্ণবধর্ম্মের শিক্ষা আছে। সমস্ত স্মৃতি শাস্ত্রে এই প্রকার বৈষ্ণবধর্ম্মের উপদেশ। সমস্ত আর্য্য ইতিহাস এই বৈষ্ণবধর্ম্মের গুণ গান করিতেছে।

ন্যা। চৈতন্যদেবের জন্ম আজও দেড়শত বৎসর হয় নাই। তিনিই দেখিতেছি এই মতের প্রবর্ত্তক। তাহা হইলে এ মতটী কিরূপে সনাতন হইতে পারে?

বৈ। যে সময় হইতে জীব হইয়াছে সেই সময় হইতে এই মতও হইয়াছে। জড়ীয়কালে জীবের আদি পাওয়া যায় না; অতএব জীব অনাদি ও জৈবধর্ম্ম রূপ বৈষ্ণবধর্ম্মও অনাদি। ব্রহ্মা সকলের আদি জীব। ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূত হইবা-মাত্রই বৈষ্ণবধর্ম্মের ভিত্তি মূল যে বেদ সংজ্ঞিত বাণী, তাহা উদয় হয়। তাহাই চতুঃশ্লোকীতে লিপিবদ্ধ আছে। মুণ্ডক উপনিষদে এইরূপ কথিত আছে;—

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব
বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠাং
অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠ পুত্রায় প্রাহ॥

সে ব্রহ্ম বিদ্যা কি শিক্ষা দেয় তাহা ঋগ্বেদ সংহিতায় কথিত আছে এবং কঠাদি উপনিষদেও কথিত আছে;—

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততং। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং॥

শ্বেতাশ্বতরে;—

একো দেবো ভগবান্ বরেণ্যো
যোনি স্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥

তৈত্তিরীয়ে।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদনিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা॥

ন্যা। আপনি যে তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং বেদ বাক্যদ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিতে-ছেন তাহা মায়াবাদান্তর্গত বৈষ্ণবধর্ম্ম নয় ইহা কিরূপে বুঝাইতে পারেন?

বৈ। মায়াবাদান্তর্গত বৈষ্ণবধর্ম্মে নিত্য আনুগত্য নাই। জ্ঞানলাভ স্থলে নিজের ব্রহ্মতা লাভ স্বীকৃত হইয়া থাকে, কিন্তু কঠে বলিয়াছেন যে;—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং॥

আনুগত্য ধর্ম্মই একমাত্র ধর্ম্ম, তদ্দ্বারা সেই পরব্রহ্মের কৃপা হইলে তাঁহার নিত্য রূপ দেখা যায়। ব্রহ্ম জ্ঞানাদি দ্বারা সেরূপ লভ্য হয় না। এই এক দৃঢ় বেদ বাক্যের দ্বারা শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের বেদ মূলত্ব বুঝিতে পারিবেন। যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়াছেন তাহাই সর্ব্ব বেদ সম্মত ধর্ম্ম ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

ন্যা। চরমে ব্রহ্মজ্ঞান নয়, কৃষ্ণ ভজনই সাররূপে পাওয়া যায় এরূপ কি বেদ বাক্য পাওয়া যায়?

বৈ। রসো বৈ সঃ শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে, শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে এইরূপ বহুতর বেদ বাক্যে চরমে কৃষ্ণ ভজনই লভ্য, তাহা বলিয়াছেন।

ন্যা। কৃষ্ণনাম বেদে আছে কি?

বৈ। শ্যাম শব্দে কি কৃষ্ণ নয়? অপশ্যং গোপা মণিপদ্য মানমা ইত্যাদি বেদ বাক্যে গোপতনয় কৃষ্ণকেই উল্লেখ করেন।

ন্যা। এসব টেনে টুনে অর্থ হয় মাত্র।

বৈ। আপনি যদি বেদ ভালরূপে আলোচনা করেন তবে দেখিবেন যে সকল বিষয়েই বেদ এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। পরবর্ত্তী ঋষিগণ ঐ সকল বেদ বাক্যের যে অর্থ করিয়াছেন তাহাই আমাদের মান্য কর্ত্তব্য।

ন্যা। এখন বৈষ্ণবধর্ম্মের ইতিহাস বলুন।

বৈ। আমি বলিয়াছি যে বৈষ্ণবধর্ম্ম জীবের সঙ্গে সঙ্গে উদয় হইয়াছে। ব্রহ্মা প্রথম বৈষ্ণব। শ্রীমন্মহাদেব বৈষ্ণব। আদি প্রজাপতিগণ সকলেই বৈষ্ণব। ব্রহ্মার মানস পুত্র শ্রীনারদ গোস্বামী বৈষ্ণব। এখন দেখিলেন, বৈষ্ণবধর্ম্ম সৃষ্টির সময় হইতে ছিল কি না? মূল কথা এই যে সকলেই নির্গুণ প্রকৃতি হয় না। যে জীবের প্রকৃতি যতদূর নির্গুণ সে জীব ততদূর বৈষ্ণব। মহাভারত রামায়ণ ও পুরাণ এই সকল গ্রন্থই আর্য্যদিগের ইতিহাস। প্রথম সৃষ্টিকালে বৈষ্ণবধর্ম্ম দেখিলেন। আবার যখন দেব, নর, দৈত্য প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ বর্ণিত হইয়াছে তখন প্রথম হইতেই আমরা প্রহ্লাদ ও ধ্রুবকে পাই। যে সকল ব্যক্তিরা বিশেষ যশস্বী তাহাদেরই নাম ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে। বস্তুত প্রহ্লাদ ও ধ্রুবের সময় আরও কতশত বৈষ্ণব ছিলেন তাহা বলা যায় না। ধ্রুব মনু পুত্র এবং প্রহ্লাদ কশ্যপ প্রজাপতির পৌত্র। ইঁহারা অত্যন্ত আদিকালের লোক ইহাতে সন্দেহ নাই। ইতিহাসের আরম্ভ কালেই শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম দেখিতে পাইতেছেন। পরে চন্দ্র সূর্য্য বংশীয় রাজাগণ ও ভাল ভাল মুনি ও ঋষিগণ

সকলেই বিষ্ণু পরায়ণ হইয়াছিলেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর তিন যুগেই এরূপ উল্লেখ আছে। কলিকালে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বাচার্য্য ও শ্রীবিষ্ণু স্বামী এবং পাশ্চাত্য প্রদেশে শ্রীনিম্বাদিত্য স্বামী বহু সহস্র ব্যক্তিগণকে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মে আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কৃপায় বোধ হয় ভারতের অর্দ্ধ সংখ্যক মনুষ্য মায়া সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া ভগবচ্চরণাশ্রয় লাভ করিয়াছেন। এই বঙ্গদেশে আমার হৃদয়নাথ শ্রীশচীনন্দন দেখুন, কত দীন ও পতিত লোককে উদ্ধার করিলেন! এ সমস্ত দেখিয়াও আপনার বৈষ্ণবধর্ম্মের মাহাত্ম্য নয়ন গোচর হয় না!

স্বা। হাঁ কিন্তু প্রহ্লাদাদি কি প্রকার বৈষ্ণব বলা যায় না।

বৈ। শাস্ত্র বিচার করিলে অবশ্য জানা যায়। যখন ষণ্ডামার্কের শিক্ষিত মায়াবাদ দূষিত ব্রহ্মজ্ঞান ত্যাগপূর্ব্বক হরিনাম সার করিয়াছিলেন, তখন প্রহ্লাদ যে শুদ্ধ ভক্ত ছিলেন ইহাতে সন্দেহ নাই। মূল কথা এই যে একটু নিরপেক্ষ ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি ব্যতীত শাস্ত্র তাৎপর্য্য বুঝা যায় না।

স্বা। যদি বৈষ্ণবধর্ম্ম এইরূপে চিরকাল আসিতেছে তবে চৈতন্য মহাপ্রভু কি নূতন কথা শিক্ষা দিলেন, যাহাতে তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতে হইবে।

বৈ। বৈষ্ণবধর্ম্ম, পদ্মপুষ্পের ন্যায়, কাল সহকারে ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হইতেছেন। প্রথম কলিকা। পরে একটু বিকচিতভাবে লক্ষিত। ক্রমশঃ পূর্ণ বিকচিত ভাবপ্রাপ্ত পুষ্পবৎ প্রকাশিত। ব্রহ্মার সময়ে শ্রীভাগবতের চতুঃশ্লোকী সম্মত ভগবজ্জ্ঞান মায়াবিজ্ঞান, ভক্তিসাধন ও প্রেম কেবল অঙ্কুররূপে জীব হৃদয়ে প্রকাশ হইতেছিল। প্রহ্লাদাদির সময়ে কলিকা আকার দেখা গেল। ক্রমশঃ বাদরায়ণ ঋষির কালে কলিকা গুলি বিকচিত হইতে আরম্ভ হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের আচার্য্যগণের সময়ে পুষ্পাকারে দেখা গেল। শ্রীমন্মহাপ্রভু উদয় হইলে প্রেম পুষ্প সম্পূর্ণ বিকচিত হইয়া জগজ্জনের হার্দ্দ নাসিকায় পরম রমণীয় সৌরভ প্রদান করিতে লাগিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্মের পরম নিগূঢ় ভাব যে নাম প্রেম তাহাই জগজ্জীবের ভাগ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীনাম সংকীর্ত্তন যে পরম আদরের ধন তাহা কি আর কেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন? যদিও শাস্ত্রে ছিল তথাপি জীবচরিত গত হয় নাই। আহা! শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদয় হইবার পূর্ব্বে প্রেম রস ভাণ্ডার কি এরূপে কখন বিতরিত হইয়াছিল?

স্বা। ভাল যদি আপনাদের প্রেম কীর্ত্তনাদি এত উপাদেয় হয়, তাহা হইলে পণ্ডিত মণ্ডলীতে ইহার আদর হয় না কেন?

বৈ। কলিকালে পণ্ডিত শব্দের অর্থ বিপর্য্যয় হইয়াছে। শাস্ত্রে উজ্জ্বলা বুদ্ধির নাম পণ্ডা, তাহা যাঁহাদের আছে তাঁহাদিগকেই পণ্ডিত বলা যায়। কিন্তু এ সময়ে যিনি ন্যায়ের নিরর্থক ফাঁকি ও স্মৃতি শাস্ত্রের লোক রঞ্জক অর্থ করিতে পারেন তাঁহাকেই পণ্ডিত বলে। এরূপ পণ্ডিতগণ কিরূপে ধর্ম্মতাৎপর্য্য ও শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ বুঝিতে বা বুঝাইতে পারিবেন? নিরপেক্ষ ভাবে সর্ব্ব শাস্ত্র আলোচনা করিলে যাহা পাওয়া যায় তাহা কি ন্যায়ের ফাঁকি সিদ্ধান্তে লাভ হয়। বস্তুতঃ যাঁহারা আত্মবঞ্চনা জগদ্বঞ্চনায় পটু তাঁহারাই কলিকালে পণ্ডিত। এই সকল পণ্ডিত মণ্ডলীতে ঘট পট লইয়া বিতর্ক হয়। বস্তুজ্ঞান ও সম্বন্ধ তত্ত্ব এবং জীবের চরম প্রয়োজন ও তাহার উপায় লইয়া কোন বিচার উঠিবার সম্ভব নাই। তত্ত্ব বিচার হইলে, তবে প্রেম কীর্ত্তনাদি যে কি বস্তু তাহা জানা যায়।

ন্যা। ভাল, পণ্ডিত ভাল নাই তাহা মানিলাম; কিন্তু উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ কেন আপনাদের বৈষ্ণব ধর্ম্ম স্বীকার করেন না। ব্রাহ্মণবর্ণ সাত্ত্বিক। স্বভাবতঃ সত্যপথে ও উচ্চধর্ম্মেই ব্রাহ্মণের রুচি হয়। তবে কেন ব্রাহ্মণগণ অধিকাংশই বৈষ্ণবধর্ম্মের বিরোধী হন?

বৈ। আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন বলিয়া আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি। বৈষ্ণবগণ স্বভাবতঃ অন্য লোকের চর্চ্চা করেন না। দেখুন যদি আপনার মনে দুঃখ ও ক্রোধ না হয় এবং সত্য জানিবার ইচ্ছা জন্মে তবে আমি আপনকার শেষ প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করি।

ন্যা। যাহা হউক আমরা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া শম দম তিতিক্ষার পক্ষপাতী। আমরা আপনার কথা সহ্য করিতে পারিব না এমত নয়। আপনি স্পষ্টরূপে বলুন আমি অবশ্য ভাল কথা স্বীকার করিব।

বৈ। দেখুন শ্রীরামানুজ, মধ্ব, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বাদিত্য ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ শিষ্য। আবার গৌড়দেশে আমার মহাপ্রভু বৈদিক ব্রাহ্মণ। আমার নিত্যানন্দ প্রভু রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। আমার অদ্বৈতপ্রভু বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। আমার গোস্বামী ও মহান্তগণ অধিকাংশই ব্রাহ্মণ। সহস্র সহস্র ব্রহ্ম কুলতিলক শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া এই নির্ম্মল ধর্ম্ম জগতে প্রচার করিতেছেন। আপনি কেন বলেন যে উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা বৈষ্ণব ধর্ম্মে আদর করেন না? আমরা জানি, যে সকল ব্রাহ্মণগণ বৈষ্ণবধর্ম্ম আদর করেন, তাঁহারা অতি উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তবে কুল দোষে, সংসর্গ দোষে

ও অসৎশিক্ষা দোষে কতকগুলি ব্রাহ্মণ বংশীয় লোক বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ করেন। তদ্দ্বারা তাঁহারা যে ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় দেন তাহা নয়। নিজের নিজের অসৌভাগ্যের ও অপগতির পরিচয় দিয়া থাকেন। বিশেষতঃ শাস্ত্রমতে কলিকালে সদ্ব্রাহ্মণ অল্প। সেই অল্প ভাগই বৈষ্ণব। ব্রাহ্মণ যে সময়ে বেদ মাতা বৈষ্ণবী গায়ত্রী লাভ করেন, সেই সময় হইতেই তিনি দীক্ষিত বৈষ্ণব। কাল দোষ বশতঃ পুনরায় অবৈদিক দীক্ষা দ্বারা বৈষ্ণবতা পরিত্যাগ করেন। অতএব বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের সংখ্যা অল্প দেখিয়া কোন অপসিদ্ধান্ত করিবেন না।

ন্যা। নীচ জাতির মধ্যে অধিকাংশই কেন বৈষ্ণব ধর্ম্ম স্বীকার করে?

বৈ। তাহাতে কোন সন্দেহের কারণ নাই। নীচ জাতির মধ্যে অনেকে দৈন্য স্বীকার করায় বৈষ্ণব দিগের দয়ার পাত্র হন। বৈষ্ণব কৃপা ব্যতিত বৈষ্ণব হওয়া যায় না। জাতিমদ, ধনমদ ইত্যাদি মদে মত্ত থাকিলে দৈন্য হয় না। সুতরাং বৈষ্ণব কৃপা সে সকল লোকের পক্ষে দুর্ল্লভ।

ন্যা। এ বিষয় আর জানিতে ইচ্ছা করি না। আপনি দেখিতেছি ক্রমশঃ কলির ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে সকল কঠিন কথা আছে, তাহাই বলিবেন। রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্ম যোনিষু ইত্যাদি শাস্ত্র বাক্য শুনিলে আমাদের মনে বড় দুঃখ হয়। এইজন্য আর ও সব কথা উঠাইব না। এখন বলুন আপনারা অপার জ্ঞান সমূদ্র স্বরূপ শ্রীশঙ্কর স্বামীকে কেন আদর করেন না?

বৈ। এ কথা কেন বলেন? আমরা শ্রীশঙ্কর স্বামীকে শ্রীমন্মহাদেবের অবতার বলিয়া জানি। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে আচার্য্য বলিয়া সম্মান করিবার শিক্ষা দিয়াছেন। আমরা কেবল তাঁহার প্রকাশিত মায়াবাদ স্বীকার করি না। মায়াবাদ বেদোদিত ধর্ম্ম নয়। ইহা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত। আসুরিক প্রবৃত্তির লোকদিগকে ঐ মতে স্থির করিয়া রাখিবার জন্য ভগবানের আজ্ঞায় বেদ, বেদান্ত, গীতাদির অর্থান্তর করিয়া আচার্য্য অদ্বৈত বাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে আচার্য্যের দোষ কি, যে তাঁহাকে নিন্দা করা যাইবে? বুদ্ধদেব ও ভগবদবতার। তিনি বেদ বিরুদ্ধ মত প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছেন বলিয়া কোন্ আর্য্যসন্তান তাঁহাকে নিন্দা করিয়া থাকেন? যদি বলেন শ্রীভগবানের ও শ্রীমহাদেবের এরূপ কার্য্য সুন্দর নয়, কেন না ইহাতে বৈষম্য দোষ হইয়া পড়ে। তবে তদুত্তরে আমরা এই কথা বলি যে বিশ্বপাতা ভগবান ও তাঁহার কর্ম্ম সচিব শ্রীমহাদেব সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব মঙ্গল ময়। তাঁহাদের বৈষম্য দোষ হইতে পারে না। তাঁহাদের কার্য্যের গম্ভীরার্থ ক্ষুদ্র জীব বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদিগকে নিন্দা করে। যে বিষয়ে

মানবের চিন্তা শক্তি যাইতে পারে না, সে কথা উত্থাপন করিয়া ঈশ্বরের এরূপ কার্য্য ভাল হয় নাই, এরূপ হইলে ভাল হইত এমন কথা বলা সুবিজ্ঞ লোকের পক্ষে উচিত নয়। আসুরিক স্বভাব ব্যক্তিদিগকে মায়াবাদে আবদ্ধ রাখার যে কি প্রয়োজন তাহা সেই সর্ব্ব নিয়ন্তা পরমেশ্বরই জানেন। জীব সৃষ্টি করা ও প্রলয়ে সর্ব্ব জীবের ধ্বংশ করার যে কি প্রয়োজন তাহা আমাদের জানার উপায় নাই। সমুদায়ই ভগবল্লীলা। যাঁহারা ভগবৎ পরায়ণ তাঁহারা ভগবল্লীলা শ্রবণেই আনন্দ লাভ করেন। তাহাতে বিতর্ক করেন না।

ন্যা। ভাল, মায়াবাদ যে বেদ, বেদান্ত ও গীতা বিরুদ্ধ তাহা আপনারা কেন বলেন ?

বৈ। আপনি যদি উপনিষদ্‌গুলি ও বেদান্ত সূত্রগুলি ভাল করিয়া বিচার করিয়া থাকেন তবে বলুন কোন্ মন্ত্র ও কোন্ সূত্রে মায়াবাদ পাওয়া যায় ? আমি সেই সকল মন্ত্র ও সূত্রের যথার্থ অর্থ দেখাইয়া দিব। কোন কোন বেদ মন্ত্রে মায়াবাদের আভাস মাত্র পাওয়া যায়, কিন্তু অগ্র পশ্চাৎ দেখিলে সে অর্থ অতি অল্পক্ষণেই দূর হয়।

ন্যা। ভাই ! আমার উপনিষদ্ ও বেদান্ত সূত্র পড়া নাই। আমরা ন্যায় শাস্ত্রের কথা হইলে সকল বিষয়ে কোমর বাঁধিতে পারি। ঘটকে পট করিতে পারি, পটকে ঘট করিতে পারি। গীতা কিছু কিছু পড়া আছে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ প্রবেশ নাই। আমি কাযে কাযেই এখানে নিরস্ত হইলাম। ভাল আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আপনি বড় পণ্ডিত। ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবেন। বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুপ্রসাদ ব্যতীত অন্যান্য দেব দেবীর প্রসাদে কেন অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন।

বৈ। আমি পণ্ডিত নই। নিতান্ত মূর্খ। যাহা বলিতেছি, তাহা ঐ পরমহংস গুরুদেবের কৃপা বলে, ইহাই জানিবেন। শাস্ত্র অপার। কেহই সকল শাস্ত্র পড়েন নাই। গুরুদেব শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করিয়া যে সার অর্পণ করিয়াছেন তাহাই সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত বলিয়া জানি। আপনার প্রশ্নের উত্তর এই। বৈষ্ণবগণ অপর দেবদেবীর প্রসাদে অশ্রদ্ধা করেন না। শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র পরমেশ্বর। অন্যান্য দেবদেবী তাঁহার অধিকৃত ভক্ত। ভক্ত প্রসাদে শ্রদ্ধা ব্যতীত বৈষ্ণবের অশ্রদ্ধা নাই। ভক্তপ্রসাদ গ্রহণে শুদ্ধ ভক্তি লাভ হয়। ভক্তদিগের পদরজ, ভক্তদিগের চরণামৃত ও ভক্তদিগের অধরামৃত এই তিনটী

পরম উপাদেয় বস্তু। মূল কথা এই যে মায়াবাদী যে দেবতারই পূজা করুন ও অন্নাদি যে দেবতাকেই অর্পণ করুন, মায়াবাদ নিষ্ঠা দোষে সে দেবতা সে পূজা ও খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করেন না। ইহার ভূরি ভূরি শাস্ত্র প্রমাণ আছে, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারি। অন্যদেব পূজকগণ প্রায়ই মায়াবাদী। তাঁহাদের প্রদত্ত দেব প্রসাদ লইলে ভক্তির হানি হয় ও ভক্তি দেবীর নিকট অপরাধ হয়। কোন শুদ্ধবৈষ্ণব যদি কৃষ্ণার্পিত প্রসাদান্ন অন্য দেব দেবীকে দেন, সেই দেবদেবী বড় আনন্দের সহিত তাহা স্বীকার করিয়া নৃত্য করেন। পুনরায় তাঁহার প্রসাদ ও বৈষ্ণব জীব মাত্রেই পাইয়া আনন্দ লাভ করেন। আরো দেখুন, শাস্ত্র আজ্ঞাই বলবান। যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে যে যোগাভ্যাসী ব্যক্তি কোন দেবতার প্রসাদ গ্রহণ করিবেন না। ইহাতে এ কথা বলা যাইতে পারে না যে যোগাভ্যাসী ব্যক্তি, অন্য দেবতাদের প্রসাদে অশ্রদ্ধা করেন। যোগ কার্য্যে প্রসাদ পরিত্যাগ করিলে একান্ত ধ্যানের উপকার হয়। তদ্রূপ ভক্তি সাধনে উপাস্য দেব ব্যতীত অন্য দেবের প্রসাদাদি লইলে অনন্য ভক্তি সাধিত হয় না। ইহাতে অন্য দেব দেবীর প্রসাদে যে কেহ অশ্রদ্ধা করে, এরূপ নয়। শাস্ত্র আজ্ঞামতে আপন আপন প্রয়োজন সিদ্ধিতে যত্ন করে, এইমাত্র জানিবেন।

ন্যা। ভাল, একথাও বুঝিলাম। আপনারা কেন শাস্ত্র সম্মত যজ্ঞ পশু বধে আপত্তি করেন?

বৈ। পশু বধ করা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নয়। "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি" এই বেদ বাক্যের দ্বারা পশু হিংসার নিষেধ হইতেছে। মানব স্বভাব যে পর্য্যন্ত তামসিক ও রাজসিক থাকে, যে পর্য্যন্ত স্বভাবতই মানব স্ত্রী সঙ্গ লিপ্সা আমিষ ভোজন ও আসব সেবাতে রত থাকে। তাহাদের পক্ষে তত্তৎ কার্য্যে বেদের আজ্ঞার অপেক্ষা নাই। বেদের তাৎপর্য্য এই যে, যে পর্য্যন্ত মানবগণ সাত্ত্বিক হইয়া পশুবধ, স্ত্রীসঙ্গ লালসা ও আসব সেবা পরিত্যাগ না করে, ততদিন সেই সেই প্রবৃত্তি খর্ব্ব করিবার উপায় স্বরূপ বিবাহের দ্বারা স্ত্রীসঙ্গ, যজ্ঞে পশু হনন এবং বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াতে সুরা পান করুক। ঐ ঐ উপায় দ্বারা প্রবৃত্তি সঙ্কোচিত হইলে ক্রমশঃ ঐ সকল ক্রিয়া হইতে নিবৃত্তি হইবে। বেদের এইমাত্র তাৎপর্য্য। পশু বধ করা বেদের আদেশ নয়, যথা;—

লোকে ব্যবায়ামিষ মদ্য সেবা নিত্যাস্তু জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতি স্তেষু বিবাহ যজ্ঞ সুরাগ্রহৈ রাশু নিবৃত্তিরিষ্টা॥

বৈষ্ণবদিগের এইমাত্র সিদ্ধান্ত যে তামসিক রাজসিক লোকেরা যে পশু হনন করে, তাহাতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু সাত্ত্বিক ব্যক্তির এ কার্য্য কর্ত্তব্য নয়। জীব হিংসা পশুবৃত্তি যথা শ্রীনারদ বাক্যে ;—

অহস্তানি সহস্তানামপদানি চতুষ্পদাং।
লঘূনি তত্র মহতাং জীবো জীবস্য জীবনং ॥

মনুবাক্য যথা ;—

প্রবৃত্তি রেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা ॥

ন্যা। ভাল, পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য যে শ্রাদ্ধাদি করা যায় তাহাতে বৈষ্ণব কেন আপত্তি করেন ?

বৈ। কর্ম্মপর ব্যক্তিগণ যে কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধ করেন তাহাতে বৈষ্ণবের কোন আপত্তি নাই। শাস্ত্র এই কথা মাত্র বলেন ;—

দেবর্ষি ভূতাপ্ত নৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তং ॥

অর্থাৎ যাঁহারা সর্ব্বস্বরূপে ভগবানের শরণাগতি লইয়াছেন, তাঁহারা আর দেব, ঋষি ভূত, আপ্ত, মনুষ্য ও পিতৃলোকের কিঙ্কর নন অর্থাৎ তাঁহারা শরণাগতি দ্বারা তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন। অতএব শরণাগত ভক্তের পক্ষে পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধ নাই। ভগবৎ পূজা করিয়া পিতৃলোককে প্রসাদ অর্পণপূর্ব্বক স্বগণের সহিত প্রসাদ সেবন করাই তাঁহাদের পক্ষে বিধি।

ন্যা। এ অবস্থা ও অধিকার কোন সময় হইতে ধরা যায় ?

বৈ। হরিকথা ও হরিনামে যে দিবস হইতে শ্রদ্ধা হয়, সেই দিবস হইতে বৈষ্ণবের এই অধিকার জন্মে যথা ;—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে ॥

ন্যা। আমি বড় আনন্দিত হইলাম। পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্ম বিচার দেখিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে আমার শ্রদ্ধা হইল। মনে মনে আমি সুখলাভ করিলাম। হরিচর! আর কেন বিতর্ক! ইহাঁরা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত। শাস্ত্র বিচারে বিশেষ পটু। আমাদের ব্যবসা রক্ষার জন্য যাহাই বলি শ্রীনিমাই পণ্ডিতের ন্যায় যশস্বী পণ্ডিত ও সুবৈষ্ণব আর বঙ্গ ভূমিতে বা ভারতে জন্মিয়াছেন কি না সন্দেহ।

অস্ত্র চল জাহ্নবী পার হই। বেলা অবসান হইল। হরি বোল হরি বোল বলিয়া স্মার্ত্তরঙ্গের দল চলিলেন; বৈষ্ণবগণ জয় শচীনন্দন বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

একাদশ অধ্যায়।

নিত্যধর্ম্ম ও ব্যুৎপরস্ত অর্থাৎ পৌত্তলিকা।

ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে কুলিয়া পাহাড়পুরগ্রাম। শ্রীনবদ্বীপের অন্তর্গত কোল দ্বীপের মধ্যে ঐ প্রসিদ্ধ গ্রাম অবস্থিত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে তথায় শ্রীমাধবদাস চট্টোপাধ্যায় তস্য নামান্তর ছকড়ি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ সম্মান ও প্রাদুর্ভাব ছিল। ছকড়ি চট্টের পুত্র শ্রীল বংশীবদনানন্দ ঠাকুর। মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রীবংশীবদনানন্দের বিশেষ প্রভুতা জন্মিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের বংশীর অবতার বলিয়া তাঁহাকে সকলেই প্রভু বংশীবদনানন্দ বলিত। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মাতার একান্ত কৃপাপাত্র বলিয়া প্রভু বংশীবদন বিখ্যাত ছিলেন। শ্রীপ্রিয়াজীর অদর্শনে শ্রীমূর্ত্তির সেবা শ্রীমায়াপুর হইতে প্রভুবংশী কুলিয়া পাহাড়পুরে আনিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ যে সময়ে শ্রীজাহ্নবীমাতা ঠাকুরাণীর কৃপাবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীপাঠ বাঘনাপাড়া আশ্রয় করিলেন, তখন মালঞ্চবাসী সেবায়েতদিগের হস্তে শ্রীমূর্ত্তিসেবা কুলিয়া গ্রামেই রহিল।

প্রাচীন নবদ্বীপের অপর পারে কুলিয়া গ্রাম। কুলিয়া গ্রামের বহুতর পল্লীর মধ্যে চিনাডাঙ্গা প্রভৃতি কতিপয় প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। চিনাডাঙ্গার কোন ভক্ত বণিক্ কুলিয়া পাহাড়পুরের শ্রীমন্দিরে একটী পারমার্থিক মহোৎসব করিয়াছিলেন। বহুতর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ষোলক্রোশ নবদ্বীপস্থিত সমস্ত বৈষ্ণব বৃন্দ সেই মহোৎসবে আহুত। মহোৎসবের দিনে সর্ব্ব দিক হইতে বৈষ্ণব সকল আসিতেছেন। শ্রীনৃসিংহদেব পল্লী হইতে শ্রীঅনন্ত দাস প্রভৃতি শ্রীমায়াপুর হইতে গোরাচাঁদ দাস বাবাজী প্রভৃতি, শ্রীবিল্বপুষ্করণী হইতে শ্রীনারায়ণ দাস বাবাজী প্রভৃতি, শ্রীমোদদ্রুমের প্রসিদ্ধ নরহরি দাস প্রভৃতি শ্রীগোদ্রুম হইতে শ্রীপরমহংস বাবাজী ও শ্রীবৈষ্ণবদাস প্রভৃতি, শ্রীসমুদ্রগড় হইতে শ্রীশচীনন্দন দাস প্রভৃতি আসিতে লাগিলেন। ললাটে শ্রীহরিমন্দিরা, গলদেশে তুলসীমালা ও সর্ব্বাঙ্গে শ্রীগৌর নিত্যানন্দের মুদ্রা উজ্জ্বলিত হইতেছিল। সকলেরই হস্তে

শ্রীহরিনামের মালা কেহ কেহ উচ্চৈঃস্বরে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে"॥ এই মহামন্ত্র গান করিতেছেন। কেহ কেহ করতাল বাদ্যের সহিত "সংকীর্ত্তন মাঝে নাচে গোরা বিনোদিয়া" গাইতে গাইতে অগ্রসর হইতেছেন। কেহ কেহ বা "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ।" এই কথা বলিয়া নাচিতে নাচিতে চলিতেছেন। অনেকেরই চক্ষে দর দর ধারা। কাহার ও কাহার ও অঙ্গ পুলকিত হইতেছে। কেহ কেহ আকুতিপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতেছেন; হা গৌরকিশোর! তোমার নবদ্বীপের নিত্যলীলা কবে আমার নয়ন গোচর হইবে! কোন কোন বৈষ্ণবগণ মৃদঙ্গ বাদ্যের সহিত নাম গান করিতে করিতে চলিতেছেন। কুলিয়া নিবাসিনী গৌরনাগরীগণ বৈষ্ণবদিগের পরম ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেছেন! এইরূপে চলিতে চলিতে বৈষ্ণবগণ যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাট মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। বণিক যজমান গলবস্ত্র হইয়া বৈষ্ণবদিগের চরণে পড়িয়া অনেক মিনতিপূর্ব্বক দৈন্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবগণ নাট মন্দিরে উপবিষ্ট হইলেন সেবায়েতগণ প্রসাদী মালা আনিয়া তাঁহাদের গলদেশে অর্পণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গান হইতে লাগিল অমৃতময়ী চৈতন্যলীলা শ্রবণ করিতে করিতে বৈষ্ণবদিগের নানাপ্রকার সাত্বিক বিকার হইতে লাগিল। যখন সকলে এইরূপ প্রেমানন্দে নিমগ্ন ছিলেন, সেই সময় একটী প্রতিহারী আসিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইল যে, বহির্ম্মণ্ডপে সাতসইকা পরগণার প্রধান মোল্লাসাহেব স্বীয় দলবলে আসিয়া বসিয়াছেন; এবং তিনি কোন কোন পণ্ডিত বৈষ্ণবের সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা করেন। কর্ত্তৃপক্ষীয় মহান্তগণ সমাগত পণ্ডিত বাবাজীদিগকে সেই কথা জানাইলেন। জানাইবামাত্র বৈষ্ণব মণ্ডলীর রসভঙ্গ জনিত এক প্রকার বিবাদ উদয় হইল। শ্রীমধ্য দ্বীপের কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন মোল্লা-সাহেবের অভিপ্রায় কি? কর্ত্তৃপক্ষীয় মোল্লা-সাহেবের নিকট হইতে অভিপ্রায় জানিয়া বলিলেন মোল্লা-সাহেব পণ্ডিত বৈষ্ণবদিগের সহিত কোন পারমার্থিক বিষয়ে আলাপ করিতে ইচ্ছা করেন। তিনি আরও বলিলেন যে মোল্লা-সাহেব মুসলমানদিগের মধ্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত সর্ব্বদা স্বধর্ম্ম প্রচারে অনুরক্ত এবং অন্য ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার কোন অত্যাচার নাই। দিল্লী-শ্বরের নিকট তাঁহার বিশেষ সম্মান আছে। তিনি আর ও অনুনয় করিলেন যে দুই একটী পণ্ডিত বৈষ্ণব অগ্রসর হইয়া তাঁহার সহিত শাস্ত্রালাপ করুন,

যেহেতু তাহাতে পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্মের জয় হইবার সম্ভাবনা। বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার হইতে পারে শুনিয়া কএকটী বৈষ্ণবের মনে মোল্লা-সাহেবের সহিত কথোপকথন করিতে বাসনা জন্মিল। পরস্পর কথোপকথনের শেষে এই স্থির হইল যে শ্রীমায়াপুরের গোরাচাঁদ দাস পণ্ডিত বাবাজী ও শ্রীগোদ্রুমের বৈষ্ণব দাস পণ্ডিত বাবাজী ও জহ্নুনগরের প্রেমদাস বাবাজী এবং চম্পাহট্টের কলিপাবন দাস বাবাজী, ইহাঁরা মোল্লাজীর সহিত আলাপ করিবেন এবং আর সকলেই শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গীত সমাপ্ত হইলেই তথায় যাইবেন। তখন উক্ত বাবাজী চতুষ্টয় জয় নিত্যানন্দ বলিয়া বহির্ম্মণ্ডপে মহান্তের সহিত যাত্রা করিলেন। বহির্ম্মণ্ডপটী প্রশস্ত। অশ্বত্থচ্ছায়ায় স্নিগ্ধ। বৈষ্ণবগণের আগমন দর্শন করিয়া মোল্লাজী স্বীয় দলে সম্মানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। বৈষ্ণবগণ সর্ব্ব জীবকে কৃষ্ণদাস জানিয়া মোল্লাদিগের হৃদয়স্থিত বাসুদেবকে দণ্ডবৎ করিয়া পৃথক্ আসনে বসিলেন। তখন একটী অপূর্ব্ব শোভা হইল। একদিকে প্রায় পঞ্চাশটী শ্বেত শ্মশ্রু মুসলমান পণ্ডিত সজ্জীভূত হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাদের পশ্চাদ্ভাগে কয়েকটী সজ্জীভূত ঘোটক বাঁধা রহিয়াছে। আর একদিকে চারিজন দিব্য দর্শন ধারী বৈষ্ণব বিনীতভাবে বসিয়াছেন। তাঁহাদের পশ্চাদ্ভাগে বহুতর হিন্দু বিশেষ ঔৎসুক্যের সহিত ক্রমে আসিয়া বসিতেছেন। পণ্ডিত গোরাচাঁদ প্রথমেই বলিলেন, মহোদয়গণ! আপনারা এই অকিঞ্চনদিগকে কি জন্য স্মরণ করিয়াছেন। মোল্লা বদরুদ্দীন সাহেব বিনয়ের সহিত কহিলেন, আপনারা আমাদের সেলাম গ্রহণ করুন্। আমরা কএকটী কথা আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব বলিয়া আসিয়াছি। পণ্ডিত গোরাচাঁদ কহিলেন, আমরা কিবা জানি যে আপনাদিগের পাণ্ডিত্য পূর্ণ প্রশ্নের উত্তর করিব। বদরুদ্দীনসাহেব একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—হে ভাইগণ! হিন্দু সমাজে বহুদিন হইতে দেবদেবীর পূজা চলিয়া আসিতেছে। আমরা শ্রীকোরাণ শরিফে দেখিতেছি যে আল্লা এক বই দুই নয়। তিনি নিরাকার। তাঁহার প্রতিমা করিয়া পূজা করিলে অপরাধ হইয়া পড়ে। আমি এ বিষয়ে সন্দিহান হইয়া অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি; তাঁহারা বলেন, যে আল্লা নিরাকার বটে কিন্তু নিরাকার বস্তুর চিন্তা হইতে পারে না বলিয়া একটী কল্পিত আকারে আল্লাকে ধ্যান করিয়া পূজা করিতে হয়। আমরা এই কথায় সুখলাভ করিতে পারি না। কেন না কল্পিত আকার সয়তান নির্ম্মিত, তাহাকে বুত বলে। সেই বুত পূজা নিতান্ত নিষিদ্ধ। তদ্দ্বারা আল্লাকে সন্তোষ করা দূরে থাকুক তাঁহার নিকট হইতে দণ্ড পাইবার

যোগ্য হইতে হয়। আমরা শুনিয়াছি আপনাদের আদি প্রচারক চৈতন্যদেব হিন্দুধর্ম্মকে নির্দ্দোষ করিয়াছেন। তথাপি তাঁহার মতে বুৎপরস্তি অর্থাৎ ভূতপূজার ব্যবস্থা আছে। আমরা বৈষ্ণবদিগের নিকট জানিতে চাই যে এত শাস্ত্র বিচার করিয়াও আপনারা কেন বুৎ-পূজা পরিত্যাগ করিলেন না।

মোল্লাজীর প্রশ্ন শুনিয়া পণ্ডিত বৈষ্ণবগণ মনে মনে হাস্য করিলেন, কিন্তু প্রকাশ্যে কহিলেন, পণ্ডিত বাবাজী মহাশয় আপনি ইহার সদুত্তর দিন। যে আজ্ঞা বলিয়া পণ্ডিত গোরাচাঁদ বলিতেছেন।

আপনারা যাঁহাকে আল্লা বলিয়া বলেন তাঁহাকে আমরা ভগবান বলি। পরমেশ্বর একই পদার্থ। কোরাণে, পুরাণে, দেশভেদে ও ভাষাভেদে পৃথক পৃথক নামে উক্ত। মূল বিচার এই যে, যে নামটী পরমেশ্বরের সর্ব্বভাব ব্যক্ত করে তাহা বিশেষ আদরণীয়। এই কারণেই আমরা আল্লা, ব্রহ্ম, পরমাত্মা এই সকল নাম হইতে ভগবান এই নামটীর বিশেষ আদর করি। যাহা হইতে আর কিছুই বৃহৎ নাই সেই পদার্থই আল্লা। অতি বৃহৎ এই ভাবটীকেই আমরা পরম ভাব, বলিতে পারি না। যে ভাবে অধিকতর চমৎকারিতা সেই ভাবই বিশেষ আদরণীয়। অতি বৃহৎ বলিলে একপ্রকার চমৎকারিতা হয়; কিন্তু তাহার বিপরীত ভাব যে অতি সূক্ষ্ম, তাহাতেও একপ্রকার চমৎকারিতা আছে, অতএব আল্লানাম দ্বারা চমৎকারিতার সীমা হইল না। ভগবান এই শব্দে মানব চিন্তায় যত প্রকার চমৎকারিতা আছে সে সকলই একত্রীভূত হইয়াছে। সমগ্র ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ বৃহত্তার সীমা ও সূক্ষ্মতার সীমা ভগবানের একটী লক্ষণ। সর্ব্বশক্তিমত্তা ভগবানের দ্বিতীয় লক্ষণ। মানব বুদ্ধিতে যাহা অঘটনীয় তাহা তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির অধীন। তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তিতে তিনি যুগপৎ নিরাকার ও সাকার। সাকার হইতে পারেন না এ কথা বলিলে তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তি অস্বীকার করা হয়। সেই শক্তিক্রমে ভক্তগণের নিকট তিনি নিত্য লীলা মূর্ত্তিময়। আল্লা বা ব্রহ্ম পরমাত্মা কেবল নিরাকার বলিয়া বিশেষ চমৎকারিতা শূন্য। ভগবান সর্ব্বদা মঙ্গলময় ও যশ পূর্ণ। অতএব তাঁহার লীলা অমৃতময়ী। ভগবান সৌন্দর্য্য পূর্ণ। সমস্ত জীবগণ অপ্রাকৃত নয়নে তাঁহাকে সুন্দর পুরুষ দেখিয়া থাকেন। ভগবান অশেষ জ্ঞান অর্থাৎ বিশুদ্ধ পূর্ণ, চিৎস্বরূপ, জড়াতীত বস্তু। তাঁহার চিৎস্বরূপই তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি। বুৎ বা ভূত সকলের অতীত। ভগবান সকলের কর্ত্তা হইয়াও স্বতন্ত্র ও নির্লেপ। এই ছয়টী

লক্ষণে ভগবান লক্ষিত। সেই ভগবানের দুইটী প্রকাশ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ ও মাধুর্য্যপ্রকাশ। মাধুর্য্য প্রকাশই জীবের পরম বন্ধু, তাহাই আমাদিগের হৃদয়নাথ কৃষ্ণ বা চৈতন্য। ভগবানের কল্পিত মূর্ত্তি পূজাকে বুৎপরস্ত বা ভূত পূজা বলিলে আমাদের মতবিরুদ্ধ হয় না। তাঁহার নিত্য বিগ্রহ (যাহা সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়) পূজা করা বৈষ্ণবের ধর্ম্ম। অতএব বৈষ্ণবমতে বুৎপরস্ত হয় না। কোন পুস্তকে বুৎপরস্ত নিষেধ করিলেই যে তাহা নিষিদ্ধ হইবে এমন নয়। যে ব্যক্তি পূজা করে তাহার হৃদয় নিষ্ঠার উপর সকলই নির্ভর। তাহার হৃদয় যতদূর বুৎ বা ভূতের সংসর্গের অতীত হইতে পারে ততদূরই সে শুদ্ধ বিগ্রহ পূজা করিতে সক্ষম হয়। আপনি মোল্লা-সাহেব পরম পণ্ডিত আপনার হৃদয় ভূতাতীত হইতে পারে কিন্তু আপনার যে সকল অপণ্ডিত চেলা আছে তাহাদের হৃদয় কি বুৎ চিন্তা শূন্য হইয়াছে? যতদূর বুৎ চিন্তা আছে তাহারা ততদূর বুৎ পূজা করিয়া থাকে। মুখে নিরাকার বলে ভিতরে বুৎ চিন্তায় পরিপূর্ণ। শুদ্ধ বিগ্রহ পূজা সামাজিক হওয়া কঠিন। তাহা কেবল অধিকারী ব্যক্তি গত অর্থাৎ যাঁহার ভূতাতীত হইবার অধিকার জন্মিয়াছে তিনিই বুৎ চিন্তার অতিক্রম করিতে পারেন। আমার বিশেষ অনুরোধ যে আপনি এ বিষয়ে একটু বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখুন।

মোল্লাসাহেব। আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে আপনারা ভগবান শব্দে যেরূপ ছয় প্রকার চমৎকারিতা সংযুক্ত করিয়াছেন কোরাণ শরিফে আল্লা শব্দেও সেই সকল চমৎকারিতা আছে। আল্লা শব্দার্থ লইয়া বিতর্ক করিবার আবশ্যক নাই। আল্লাই ভগবান।

গোরাচাঁদ। ভাল, তাহা হইলে সেই পরম বস্তুর সৌন্দর্য্য ও শ্রী স্বীকার করিলেন। অতএব এই জড় জগৎ হইতে পৃথক্ চিজ্জগতে তাঁহার সুন্দর স্বরূপ স্বীকার করা হইল। ইহাই আমাদের শ্রীবিগ্রহ।

মোল্লাজী। পরাৎপর বস্তুর চিৎস্বরূপ শ্রীবিগ্রহ আমাদের কোরাণেও উল্লেখ আছে। তাহা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য। কিন্তু সেই চিৎস্বরূপের প্রতিমূর্ত্তি করিতে গেলে জড় স্বরূপ হইয়া পড়ে; তাহাকেই আমরা বুৎ বলি। বুৎ পূজা করিলে পরাৎপরের পূজা হয় না। এ সম্বন্ধে আপনাদের যে বিচার আছে তাহা বলুন।

গোরাচাঁদ। বৈষ্ণব শাস্ত্রে ভগবানের বিশুদ্ধ চিন্ময় মূর্ত্তির পূজাদির ব্যবস্থা আছে। উচ্চশ্রেণী ভক্তদিগের পক্ষে ভৌম বস্তু অর্থাৎ ভূম্যাদি ভূত জাত

বস্তুকে পূজা করিবার বিধান নাই। যথা ;—

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্
জনেষ্বভিজ্ঞেষু সএব গোখরঃ॥

"ভূতেজ্যা যান্তি ভূতানি" ইত্যাদি সিদ্ধান্ত বাক্যে ভূতপূজায় অপ্রতিষ্ঠাই দেখা যায়। কিন্তু ইহাতে একটী বিশেষ কথা আছে। মানব সকল জ্ঞান ও সংস্কারের তারতম্য ক্রমে অধিকার ভেদ লাভ করিয়া থাকে। যিনি শুদ্ধ চিন্ময় ভাব বুঝিয়াছেন তিনিই কেবল চিন্ময় বিগ্রহ উপাসনায় সক্ষম। সে বিষয়ে যাঁহারা যতদূর নিম্নে আছেন, তাঁহারা ততদূর মাত্রই বুঝিতে পারেন। অত্যন্ত নিম্নাধিকারীর চিন্ময় ভাবের উপলব্ধি হয় না। তিনি যখন মানসেও ঈশ্বরকে ধ্যান করেন, তখন জড়গুণ সমষ্টির একটী মূর্ত্তি কাজে কাজেই কল্পনা করিয়া থাকেন। মৃণ্ময়ী মূর্ত্তিকে ঈশ্বর মূর্ত্তি মনে করা যে রূপ, মানসে জড়ময়ী মূর্ত্তির ধ্যান করাও সেইরূপ। অতএব, সেই অধিকারীর পক্ষে প্রতিমাপূজা শুভকর। বস্তুতঃ প্রতিমাপূজা না থাকিলে সাধারণ জীবের বিশেষ অমঙ্গল হয়। সাধারণ জীব যখন ঈশ্বরের প্রতি উন্মুখ হয়, তখন সম্মুখে ঈশ্বরের প্রতিমা না দেখিলে হতাশ হইয়া পড়ে। যে সকল ধর্ম্মে প্রতিমা পূজা নাই সে ধর্ম্মাশ্রয়ী নিম্নাধিকারী ব্যক্তি নিতান্ত বিষয়ী ও ঈশ্বর পরাঙ্মুখ। অতএব, প্রতিমা পূজা মানব ধর্ম্মের ভিত্তিমূল। মহাজনগণ বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগে পরমেশ্বরের যে মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, তাঁহারা ভক্তিপূত চিত্তে সেই শুদ্ধ চিন্ময় মূর্ত্তির ভাবনা করেন। ভাবিতে ভাবিতে যখন ভক্তচিত্ত জড় জগতের প্রতি প্রসারিত হয়, তখনই জড়জগতে সেই চিৎ স্বরূপের প্রতিফলন অঙ্কিত হয়। ভগবৎ শ্রীমূর্ত্তি এইরূপে মহাজন কর্ত্তৃক প্রতিফলিত হইয়া প্রতিমা হইয়াছেন। সেই প্রতিমাই উচ্চাধিকারীর পক্ষে সর্ব্বদাই চিন্ময় বিগ্রহ। মধ্যমাধিকারীর পক্ষে মনোময় বিগ্রহ এবং নিম্নাধিকারীর পক্ষে প্রথমতঃ জড়ময় বিগ্রহ হইলেও, ক্রমশঃ ভাবশোধিত বুদ্ধিতে চিন্ময় বিগ্রহের উদয় হয়। অতএব সকল অধিকারীর পক্ষে শ্রীবিগ্রহের প্রতিমা ভজনীয়। কল্পিত মূর্ত্তির পূজার আবশ্যকতা নাই, কিন্তু নিত্য মূর্ত্তির প্রতিমা বিশেষ মঙ্গলময়। বৈষ্ণবদিগের মধ্যেও এইরূপ ত্রিবিধ অধিকারী পক্ষে প্রতিমা পূজা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে কোনও দোষ নাই। কেন না এই ব্যবস্থাতেই জীবের উত্তরোত্তর মঙ্গল আছে, যথা,—

যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ
মৎপুণ্যগাথা শ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং
চক্ষুর্যথৈবাঞ্জন সম্প্রযুক্তম্॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে, ১১ স্ক, ১৪অ, ২৬ শ্লোক]

জীবাত্মা এই জগতে জড় মনে আবৃত। আত্মা আপনাকে জানিতে অক্ষম এবং পরমাত্মাকে সেবা করিতে সক্ষম হন না। শ্রবণ কীর্ত্তনরূপ ভক্তি বিধান দ্বারা ক্রমশঃ আত্মার বল বৃদ্ধি হয়। বল বৃদ্ধি হইলে জড় বন্ধন শিথিল হয়। জড় বন্ধন শিথিল যতদূর হয়, ততদূর আত্মার স্বীয় বৃত্তি প্রবল হইতে থাকে এবং সাক্ষাৎ দর্শন ও সাক্ষাৎ ক্রিয়া উন্নতি লাভ করিতে থাকে ; কেহ কেহ বলেন যে অতদ্ বস্তু দূর করিয়া তদ্বস্তু লাভের চেষ্টা করিবে। ইহাকে শুষ্ক জ্ঞানালোচনা বলা যায়। অতদ্বস্তু পরিত্যাগ করিতে বদ্ধ জীবের শক্তি কোথায়? কারাগারে যে বদ্ধ আছে, সে কি স্বয়ং মুক্ত হইবার বাসনা করিলে হইতে পারে? যে অপরাধে বদ্ধ হইয়াছে সেই অপরাধ ক্ষয় করাই তাৎপর্য্য। জীবাত্মা যে ভগবানের নিত্য দাস, তাহা ভুলিয়া যাওয়াই মূল অপরাধ। প্রথমে যে কোন গতিকেই হউক একটু ঈশ্বরের দিকে মন হইলে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন, লীলা-কথা শ্রবণ, ইত্যাদি ক্রমে পূর্ব্ব স্বভাব বললাভ করিতে থাকে। যত বল পায় ততই চিৎ সাক্ষাৎকার করিতে সক্ষম হয়। শ্রীমূর্ত্তি সেবন ও তৎসম্বন্ধে শ্রবণ কীর্ত্তনই অতি নিম্নাধিকারির একমাত্র উপায়। মহাজনগণ এই জন্যই শ্রীমূর্ত্তি সেবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মোল্লাজী। জড়বস্তু দ্বারা একটী মূর্ত্তি কল্পনা অপেক্ষা মনে মনে ধ্যান করা ভাল কি না।

গোরাচাঁদ। দুইই সমান। মন জড়ের অনুগত, যাহা চিন্তা করিবে তাহাই জড়। কেন না, সর্ব্ব ব্যাপী ব্রহ্ম বলিলে, আকাশের ন্যায় সর্ব্ব ব্যাপীত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ব্রহ্ম চিন্তা করিতেছি, এ কথায় কালগত ব্রহ্মের উদয় অবশ্যই হইবে। দেশ কাল জড় বস্তু। যদি মানস ধ্যানাদি দেশ কালের অতীত হইল না তবে জড়াতীত বস্তু কোথায় পাওয়া গেল? মৃৎ জলাদি তিরস্কারপূর্ব্বক দিক্ দেশাদিতে ঈশ্বর কল্পিত হইল। এ সমস্তই ভূতপূজা। জড়ে একটী বস্তু নাই। তাহাকে অবলম্বন করিলে চিৎ বস্তু পাওয়া যায়। ঈশ্বরের প্রতি ভাবই সেই বস্তু। সে বস্তু কেবল জীবাত্মায় নিহিত আছে।

ঈশ্বরের নামোচ্চারণ, লীলাগান ও প্রতিমায় উদ্দীপন পাইলেই সে ভাব ক্রমশঃ বলবান হইয়া ভক্তি হইয়া পড়ে। ঈশ্বরের চিন্ময়স্বরূপ কেবল শুদ্ধ ভক্তি দ্বারা ব্যক্ত হয়। জ্ঞান ও কর্ম্ম দ্বারা ব্যক্ত হইতে পারে না।

মোল্লাজি। জড়বস্তু ঈশ্বর হইতে পৃথক্। কথিত আছে, সয়তান জীবকে জড়ে আবদ্ধ করিবার জন্য জড়পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। অতএব আমার মতে জড়পূজাটা না করাই ভাল।

গোরাচাঁদ। ঈশ্বর অদ্বিতীয়, তাঁহার সমস্পর্দ্ধী আর কেহ নাই। জগতে যত কিছু আছে সকলই তাঁহার সৃষ্ট ও অধীন। অতএব যে কিছু অবলম্বন করিয়া তাঁহার উপাসনা করা যায়, সকল বিষয়েই তাঁহার পরিতুষ্টি হইতে পারে। এমন কোন বস্তু নাই, যাহাকে উপাসনা করিলে তাঁহার হিংসা উদয় হইবে তিনি পরম মঙ্গলময়। অতএব সয়তান বলিয়া যদি কেহ থাকে, তাহার ঈশ্বর ইচ্ছার বিরুদ্ধ কার্য্য করিবার শক্তি নাই। সয়তান কেহ হইলেও তাঁহারই অধীন জীব বিশেষ। কিন্তু আমাদেব বিবেচনায় এরূপ একটা প্রকাণ্ড জীব সম্ভব হয় না; কেন না ঈশ্বরের ইচ্ছা বিরুদ্ধে কোন কার্য্যই জগতে হইতে পারে না। এবং ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্রও কোন ব্যক্তি নাই। পাপ কোথা হইতে সৃষ্ট হইল এ কথা আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। আমরা বলি জীব মাত্রেই ভগবদ্দাস এই জ্ঞানকেই বিদ্যা বলা যায় কিন্তু এই জ্ঞান ভুলিয়া যাইবার নাম অবিদ্যা। কোন গতিকে যে সকল জীব সেই অবিদ্যা আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারা সমস্ত পাপের বীজ হৃদয়ে বপন করিয়াছেন। যাঁহারা নিত্য পার্ষদ জীব, তাঁহাদের হৃদয়ে ঐ পাপ বীজ নাই। শয়তান বলিয়া একটা অদ্ভুত ব্যাপার কল্পনা না করিয়া, অবিদ্যা তত্ত্বকে ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। অতএব, ভৌতিক বিষয়ে ঈশ্বরে উপাসনা করিলে কিছু অপরাধ হয় না। নিম্নাধিকারীর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন এবং উচ্চাধিকারীর তাহাতে বিশেষ মঙ্গল উদয় হয়। আমাদের বিবেচনায় শ্রীবিগ্রহ পূজা করা ভাল নয়, এ কথাটী একটী মতবাদ মাত্র ইহার সাপক্ষে যুক্তি নাই ও সৎশাস্ত্র নাই।

মোল্লাজী। শ্রীমূর্ত্তি পূজা করিলে ঈশ্বরের ভাব প্রশান্ত হয় না। উপাসকের মনে সর্ব্বদা ভৌতিক ধর্ম্মের সঙ্কোচ উদয় হয়।

গোরাচাঁদ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ইতিহাস আলোচনা করিলে আপনার সিদ্ধান্তের দোষ পাওয়া যায়। অনেকেই নিম্নাধিকারী হইয়া শ্রীমূর্ত্তি পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সৎসঙ্গে যত তাঁহাদের উচ্চ ভাব হইতে থাকে ততই তাঁহারা

শ্রীমূর্ত্তির চিন্ময়ত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রেমসাগরে মগ্ন হইয়াছেন। স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, সৎসঙ্গই সকলের মূল। চিন্ময় ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ হইলে চিন্ময় ভগবদ্ভাব উদয় হয়। চিন্ময় ভগবদ্ভাব যত উদয় হইতে থাকে, শ্রীমূর্ত্তির ভৌতিক ভাব ততই লোপ পায়। ক্রমশঃ উচ্চ হওয়া সৌভাগ্যের ফল। পক্ষান্তরে আর্য্যেতর ধর্ম্মে সাধারণে শ্রীমূর্ত্তির বিরোধী কিন্তু বিচার করিয়া দেখুন তাহাদের মধ্যে কয়জন চিন্ময় ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিতর্কও হিংসাতেই তাঁহাদের দিন যাইতেছে ভগবদ্ভক্তি তাঁহারা কবে অনুভব করিলেন?

মোল্লাজী। ভাবের সহিত ভগবদ্ভজন ভিতরে থাকিলে শ্রীমূর্ত্তিপূজা স্বীকার করিলেও দোষ হয় না। কিন্তু কুকুর বিড়াল সর্প, লম্পট পুরুষ ইত্যাদির পূজা করিলে কি প্রকারে ভগবদ্ভজন হইতে পারে। পূজ্যপাদ পয়গম্বর সাহেব এরূপ বুৎপরস্তকে বিশেষ তিরস্কার করিয়াছেন।

গোরাচাঁদ। মনুষ্য মাত্রেই ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ। তাঁহারা যতই পাপ করুন না কেন, মাঝে মাঝে ঈশ্বর এক পরম বস্তু ইহা বিশ্বাস করিয়া জগতের অদ্ভুত বস্তু সকলকে নমস্কার করিয়া থাকেন। সূর্য্য, নদী, পর্ব্বত বৃহৎ বৃহৎ জন্তু এই সকল বস্তুকে মূঢ় জীবগণ ঈশ্বর কৃতজ্ঞতার দ্বারা উত্তেজিত হইয়া স্বভাবতঃ নমস্কার করেন। এবং তাহাদের হৃদয়ের কথাও সেই সকল বস্তুর নিকট বলিয়াও আত্ম নিবেদন করেন। চিন্ময় ভগবদ্ভক্তি ও এ প্রকার ভূত পূজা বিশেষ পৃথক্ হইলেও সেই সকল মূঢ় জীবের ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক নমস্কার হইতে ক্রমশঃ ভাল ফল হয়। অতএব যুক্তি করিয়া দেখিলে, তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। সর্ব্বব্যাপী নিরাকার ঈশ্বর ধ্যান ও তৎপ্রতি নমাজাদি ও শুদ্ধ চিন্ময় ভাব বর্জ্জিত, তাহা হইলে বিড়াল পূজকাদি হইতে তাঁহাদের পার্থক্য কি? আমাদের বিবেচনায় যে প্রকারেই হউক ঈশ্বরে ভাবোদয় ও ভাবালোচনা করার নিতান্ত প্রয়োজন। যদি ঐ সকল অধিকারীকে হাস্য বা তিরস্কার করা যায় তাহা হইলে জীবের ক্রমোন্নতি দ্বার একবারে রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। মতবাদ দ্বারা যাঁহারা সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়েন, তাহাদের উদারতা থাকে না। তাঁহারা নিজের উপাসনা প্রকার অন্যে দেখিতে পান না বলিয়া তাঁহাদিগকে হাস্য ও তিরস্কার করেন। এটী তাঁহাদের বিশেষ ভ্রম।

মোল্লাজী। তবে কি এরূপ বলিতে হইবে যে সকল বস্তুই ঈশ্বর এবং যাহা কিছু পূজা করা যায় তাহাই ঈশ্বর পূজা। পাপ বস্তু পূজা করাও ঈশ্বর

পূজা,—পাপ প্রবৃত্তি পূজা করাও ঈশ্বর পূজা। ঈশ্বর এরূপ সকল পূজাতেই সন্তুষ্ট।

গোরাচাঁদ। আমরা সকল বস্তুকে ঈশ্বর বলি না। সকল বস্তু হইতে ঈশ্বর এক বস্তু পৃথক্। সকল বস্তু ঈশ্বরের সৃষ্ট ও অধীন। সকল বস্তুতেই ঈশ্বরের সম্বন্ধ আছে। সম্বন্ধ সূত্রে সকল বস্তুতেই ঈশ্বর জিজ্ঞাসা হইতে পারে। সেই সমস্ত বস্তুতে ঈশ্বর জিজ্ঞাসা ক্রমে "জিজ্ঞাসাস্বাদনাবধি" এই সূত্রমতে ক্রমশঃ চিন্ময় বস্তুর আস্বাদন হয়। আপনারা পরম পণ্ডিত একটু কৃপা করিয়া উদার ভাব গ্রহণ পূর্ব্বক এ বিষয়টী বিচার করিয়া দেখিবেন। আমরা অকিঞ্চন বৈষ্ণব। অধিক বিতর্কে প্রবেশ করিতে বাসনা করি না। আপনি আজ্ঞা করিলে শ্রীচৈতন্য মঙ্গল গীত শ্রবণ করিতে পারি।

মোল্লাজী এই সব কথা শ্রবণ করিয়া কি স্থির করিলেন, তাহা বুঝা গেল না। একটু স্থির থাকিয়া বলিলেন, আমি আপনাদের বিচারে সুখী হইলাম। আর কোন দিন আসিয়া আর কিছু জিজ্ঞাসা করিব। অদ্য অধিক বেলা হইল স্বস্থানে যাইতে ইচ্ছা করি। এই কথা বলিয়া মোল্লাসাহেব সদল লইয়া অশ্বারোহণপূর্ব্বক সাতসইকা পরগণার দিকে যাত্রা করিলেন। বাবাজীগণ উল্লাসের সহিত হরিধ্বনি দিয়া শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গানে প্রবেশ করিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

নিত্যধর্ম্ম ও সাধন।

জগতে যত তীর্থ আছে তন্মধ্যে শ্রীনবদ্বীপমণ্ডল প্রধান। শ্রীবৃন্দাবনের ন্যায় শ্রীনবদ্বীপ ১৬ ক্রোশ। ১৬ ক্রোশে অষ্টদল পদ্ম। পদ্মের কর্ণিকার স্বরূপ শ্রীঅন্তর্দ্বীপ। অন্তর্দ্বীপের মধ্যভাগ শ্রীমায়াপুর। শ্রীমায়াপুরের উত্তরাংশে শ্রীসীমন্তদ্বীপ। সীমন্তদ্বীপে শ্রীসীমন্তিনীদেবীর মন্দির ছিল। মন্দিরের উত্তরভাগে বিল্বপুষ্করণী ও দক্ষিণভাগে ব্রাহ্মণপুষ্করণী। বিল্বপুষ্করণী ও ব্রাহ্মণপুষ্করণী লইয়া যে ভূমিখণ্ড তাহার নাম সাধারণে সিমুলিয়া বলিত। অতএব শ্রীনবদ্বীপের উত্তর অংশে একান্তে সিমুলিয়া গ্রাম। শ্রীমহাপ্রভুর সময়ে ঐ স্থানটী বহু বহু পণ্ডিতের বাসস্থান ছিল। শচীদেবীর পিতা শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয় ঐ গ্রামে বাস করিতেন।

তাঁহার বাটীর অনতিদূরে ব্রজনাথ ভট্টাচার্য্য নামক একটী বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। বিল্বপুষ্করণী টোলে পাঠ করিয়া ব্রজনাথ অল্পদিনের মধ্যেই ন্যায়-শাস্ত্রে অপার পাণ্ডিত্য লাভ করিলেন। বিল্বপুষ্করণী, ব্রাহ্মণপুষ্করণী, মায়াপুর, গোদ্রুম, মধ্যদ্বীপ, আম্রঘট্ট, সমুদ্রগড়, কুলিয়া, পূর্ব্বস্থলী প্রভৃতি স্থানে যে সকল প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই ব্রজনাথের নূতন নূতন ন্যায়ের ফাঁকির ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। যেখানে পণ্ডিতগণ সমাহূত হন ব্রজনাথ ন্যায় পঞ্চানন, করিমণ্ডলীতে পঞ্চাননের ন্যায়, সমবেত পণ্ডিতগণকে নূতন নূতন তর্ক উঠাইয়া জ্বালাতন করিতেন। সেই পণ্ডিতগণের মধ্যে কোন কঠিন হৃদয় নৈয়ায়িক তন্ত্র শাস্ত্রোক্ত মারণ বিদ্যার বলে ন্যায় পঞ্চাননকে বিনাশ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। রুদ্রদ্বীপের মেঢ়স্থলে শ্মশানবাসী হইয়া অহরহ মারণ মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন।

ঘোর অমাবস্যা নিশি, সর্ব্বদিক অন্ধকার হইয়াছে। অর্দ্ধরাত্রে নৈয়ায়িক চূড়ামণি শ্মশান মধ্যবর্ত্তী হইয়া ইষ্টদেবতাকে আহ্বান করতঃ বলিতে লাগিলেন। মাতঃ! এই কলিকালে তুমিই একমাত্র উপাস্যা। শুনিয়াছি অতি অল্প জপে সন্তুষ্ট হইয়া তুমি বরদান করিয়া থাক। করালবদনি! তোমার দাস বহু কষ্ট পাইয়া বহুদিন হইতে তোমার মন্ত্র জপ করিতেছে। একবার কৃপা কর। মা! আমি অনেক দোষে দোষী বটে, কিন্তু তুমি আমার মা, সমস্ত দোষ ক্ষমা করিয়া অদ্য সাক্ষাৎকার প্রদান কর। এইরূপ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ন্যায় চূড়ামণি ন্যায় পঞ্চাননের নামে মন্ত্রাহুতি প্রদান করিলেন। মন্ত্রের কি আশ্চর্য্য গতি! সেই সময় আকাশটীকে ঘোর মেঘে আচ্ছন্ন করিল। প্রবল বায়ু চলিতে লাগিল। বজ্রনিনাদে কর্ণ বধির হইয়া যাইতে লাগিল। মাঝে মাঝে বৈদ্যুতিক আলোকে কত বিকটাকার ভূত প্রেত দৃষ্টিপথে আসিতে লাগিল। চূড়ামণি কারণ বলে সমস্ত মায়বীয় শক্তি সঞ্চালন পূর্ব্বক বলিলেন, মা! আর বিলম্ব করিবেন না। তখন আকাশপথে একটী দৈববাণী হইল। চিন্তা নাই। ন্যায় পঞ্চানন অধিক দিন ন্যায় বিচার করিবেন না। স্বল্পদিনের মধ্যেই তিনি বিতর্ক পরিত্যাগ করিয়া নিস্তব্ধ হইবেন। তুমি আর তাঁহাকে প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে পাইবে না। এখন স্নিগ্ধ হইয়া ঘরে যাও। এই দৈববাণী শ্রবণ করতঃ চূড়ামণি সন্তুষ্ট হইয়া তন্ত্রকর্ত্তা দেবদেব মহাদেবকে বারবার দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ স্বীয় গৃহে গমন করিলেন।

ব্রজনাথ ন্যায় পঞ্চানন একবিংশতি বৎসর বয়সে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইয়া

পড়িলেন। অগোন্নাত্র শ্রীগঙ্গেশোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী বিচার করিয়া থাকেন। কাণভট্ট শিরোমণি যে দীধিতি লিখিয়াছেন তাহাতে অনেক দোষ দেখাইয়া স্বতন্ত্র টীপ্পনী করিতে লাগিলেন। বিষয় চিন্তা কিছুমাত্র নাই। পরমার্থ শব্দ কখনই কর্ণগত হয় না। ঘট পট অবচ্ছেদ ব্যবচ্ছেদ ইত্যাদি শব্দ যোজনা-পূর্ব্বক তর্ক সৃষ্টি করাই তাঁহার জীবনের কার্য্য হইয়া পড়িল। শয়নে স্বপনে ভোজনে গমনে তাঁহার জলীয় বিশেষ, পার্থিব বিশেষ, দ্রব্য কাল এই সকল চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে আরূঢ় ছিল। একদিন সন্ধ্যার সময় ব্রজনাথ গঙ্গাতীরে গৌতমোথ ষোড়শ পদার্থের বিচার করিতেছেন, এমত সময় একটী নবীন নৈয়ায়িক আসিয়া বলিল, ন্যায় পঞ্চানন মহাশয় আপনি কি নিমাই পণ্ডিতের পরমাণু খণ্ডন ফাঁকি শুনিয়াছেন? ন্যায় পঞ্চানন তখন সিংহের ন্যায় গর্জ্জন পূর্ব্বক কহিলেন, নিমাই পণ্ডিত কে? তুমি কি জগন্নাথ মিশ্রের পুত্রের উদ্দেশে বলিতেছ? তাহার ফাকি কি তাহা তুমি বল? নবীন বিদ্যার্থী বলিল যে এই নবদ্বীপে কিছু দিন পূর্ব্বে নিমাই পণ্ডিত নামক একটী মহাপুরুষ ন্যায়-শাস্ত্রের বহুবিধ ফাঁকি রচনা করতঃ কাণভট্ট শিরোমণিকে বিব্রত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি যেরূপ ন্যায়শাস্ত্র পারদর্শী ছিলেন সে সময়ে আর কেহ তদ্রূপ ছিল না; কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রে পারঙ্গত হইয়াও ঐ শাস্ত্রকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। কেবল ন্যায়শাস্ত্র নয় সমস্ত সংসারকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া পরিব্রাজক পদ গ্রহণ করতঃ দেশে দেশে হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন। এখনকার বৈষ্ণববর্গ তাঁহাকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া শ্রীগৌরহরি মন্ত্রে তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। ন্যায় পঞ্চানন মহাশয়! আপনি তাঁহার ফাঁকি গুলি একবার আলোচনা করিয়া দেখিবেন। ন্যায় পঞ্চানন নিমাই পণ্ডিত কৃত ফাঁকির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া কিয়ৎ পরিমাণ অনুসন্ধানের পর কাহারও কাহার নিকট হইতে কয়েকটী ফাঁকি সংগ্রহ করিলেন। মনুষ্যের স্বভাব এই যে, যে বিষয়ে যাহার শ্রদ্ধা তদ্বিষয়ের অধ্যাপকগণকে স্বভাবতঃ শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ জীবিত মহাপুরুষদিগের প্রতি সাধারণের নানা কারণে শ্রদ্ধা সহজে হয় না। পরলোক গত মহাজনের কার্য্যে মানবের অধিক শ্রদ্ধা হয়। তন্নিবন্ধন নিমাই পণ্ডিতের ফাঁকিগুলি আলোচনা করিয়া তাঁহার প্রতি ন্যায় পঞ্চাননের অচলা শ্রদ্ধা হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন হা নিমাই পণ্ডিত! আমি যদি সে সময় জন্মগ্রহণ করিতাম তাহা হইলে তোমার নিকট কতই জ্ঞান লাভ করিতে পারিতাম। হা নিমাই পণ্ডিত! তুমি একবার আমার হৃদয়ে প্রবেশ কর

তুমি সত্যাই পূর্ণব্রহ্ম, তাহা না হইলে কি এরূপ অপূর্ব্ব ন্যায় ফাঁকি সকল তোমার মস্তিষ্ক হইতে বাহির হইতে পারিত? তুমি সত্যাই গৌরহরি, কেন না এই সকল আশ্চর্য্য ফাঁকি সৃষ্টি করিয়া অজ্ঞান অন্ধকারকে ধ্বংস করিয়াছ। অজ্ঞান অন্ধকার কাল। তুমি গৌর হইয়া সেই কালিমা দূর করিয়াছ। তুমি হরি, কেন না জগতের চিত্ত হরণ করিতে পার। যে ন্যায় ফাঁকি করিয়াছ তাহাতে আমার চিত্ত হরণ করিলে। এই কথা বলিতে বলিতে ব্রজনাথ একটু উন্মত্ত ভাবে হে নিমাই পণ্ডিত! হে গৌরহরি! দয়া কর বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন। আমি কবে তোমার মত ফাকি সৃষ্টি করিতে পারিব! কি জানি তুমি দয়া করিলে আমার ন্যায় শাস্ত্রে কতক শক্তি হইতে পারে।

ব্রজনাথ মনে মনে চিন্তা করিলেন যাঁহারা গৌরহরির পূজা করিয়া থাকেন তাঁহারা বোধ হয় আমার ন্যায় নিমাইয়ের ন্যায়-পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হইয়াছেন; দেখা যাক্ তাঁহারা গৌরহরির কি কি ন্যায়গ্রন্থ রাখেন? এইরূপ বিচার করিয়া ব্রজনাথ গৌরাঙ্গ ভক্তদিগের সঙ্গ করিবার বাসনা করিলেন।

নিমাই পণ্ডিত, গৌরহরি প্রভৃতি শুদ্ধ ভগবন্নাম বারম্বার উচ্চারণ এবং গৌরভক্তের সঙ্গ বাসনা, এই দুইটী কার্য্য ব্রজনাথের পক্ষে মহৎ ফলোন্মুখ সুকৃতি হইয়া উঠিল। ব্রজনাথ এখন স্বীয় পিতামহীর নিকট ভোজন করিবার সময় জিজ্ঞাসা করেন ঠাকুর মা! তুমি কি গৌরহরিকে দেখিয়াছিলে। ব্রজনাথের পিতামহীর শ্রীগৌরাঙ্গের নাম শুনিবামাত্র তাঁহার বাল্য জীবন মনে পড়িল। তিনি বলিলেন আহা! সে মধুর মূর্ত্তি গৌরাঙ্গরূপ আর কি নয়ন গোচর হইবে? সেরূপ দেখিলে কি কেহ আর সংসার করিতে পারে? তিনি যখন হরি নাম কীর্ত্তন করিতেন তখন এই নবদ্বীপের পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা প্রভৃতি প্রেমে নিস্তব্ধ হইত। সেই ভাব মনে পড়িলে আমাদের চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যায়। ব্রজনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠাকুর মা! তুমি কি তাঁহার কোন গল্প জান? পিতামহী বলিলেন হাঁ, তিনি তাঁহার শচীমাতার সহিত যখন মাতুলালয়ে আসিতেন তখন আমাদের কুল বৃদ্ধাগণ তাঁহাকে শাকান্ন ভোজন করাইতেন। তিনি শাক ব্যঞ্জনকে বড়ই প্রশংসা করিয়া ভোজন করিতেন। সেই সময়ে ব্রজনাথের পাত্রে তদীয় জননী শাক ব্যঞ্জন অর্পণ করিলে ব্রজনাথ নৈয়ায়িক নিমাই পণ্ডিতের প্রিয় শাক বলিয়া আদর করিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। পরমার্থ বোধশূন্য ব্রজনাথ ন্যায়-পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে নিমাইর প্রতি যে কত অনুরক্ত হইলেন বলা যায় না। নিমাইকে ভাল

লাগিল। নিমাইয়ের নাম শুনিলে সুখী হন। অত্র শচীনন্দন বলিয়া কেহ ভিক্ষা করিতে আসিলে তাহাকে যত্ন করেন। মায়াপুরস্থ পণ্ডিত বাবাজীদিগের নিকট মধ্যে মধ্যে গমন করিয়া গৌরাঙ্গের নাম শ্রবণ করেন এবং তাঁহার বিদ্যা-বিজয় লীলা সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করেন। এইরূপে দুই চারিমাস গত হইল। ব্রজনাথ এখন আর এক প্রকার হইয়াছেন। ন্যায়-পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে নিমাইয়ের নাম ভাল লাগিত এখন সকল কথায় নিমাইকে ভাল লাগে। ন্যায়ের বিষয় আর যত্ন করেন না। এখন নৈয়ায়িক নিমাই আর তাঁহার হৃদয়ে স্থান পান না। ভক্ত নিমাই তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। খোল করতালের শব্দ শুনিলে তাঁহার হৃদয় নাচিয়া উঠে। শুদ্ধ ভক্ত দেখিলে মনে মনে প্রণাম করেন। শ্রীনবদ্বীপ ভূমিকে গৌরাঙ্গের আবির্ভাব ভূমি বলিয়া ভক্তি করেন। ব্রজনাথ শিষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দী পণ্ডিতগণ দেখিল ন্যায় পঞ্চানন এখন শীতল হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন। ফাঁকির বাণবর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে আর ব্যতিব্যস্ত করেন না। নৈয়ায়িক চূড়ামণি মনে করিলেন তাঁহার ইষ্ট দেবতা ব্রজনাথকে নিষ্কর্ম্মা করিয়াছেন ; এখন নির্ব্বিঘ্ন।

ব্রজনাথ একদিন নির্জ্জনে বসিয়া আপনাকে আপনি বলিতেছেন যদি নিমাইয়ের ন্যায় নৈয়ায়িক ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিপথ অবলম্বন করিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদের বা সেইরূপ করিতে কি দোষ? আমি যে পর্য্যন্ত ন্যায়ের ঘোরেতে ছিলাম ততদিন এত ভক্তি অনুশীলনের মধ্যে কখনও মনোনিবেশ করিয়া নিমাইয়ের নাম শুনি নাই। ন্যায় শাস্ত্রে আমার যেরূপ আগ্রহ ছিল তাহাতে তখন শয়ন ভোজনাদির অবকাশ হইত না। এখন তাহার বিপরীত দেখিতেছি। ন্যায় শাস্ত্রের বিষয় ত মনে পড়ে না, কেবল গৌরাঙ্গের নাম মনে পড়ে। বৈষ্ণবগণ যে নৃত্য করেন তাহা দেখিতে মনোহর বোধ হয়। কিন্তু আমি একজন প্রধান বৈদিক ব্রাহ্মণের সন্তান, কুলীন এবং সমাজে সম্মানিত। বৈষ্ণবদিগের ব্যবহার ভাল লাগে বটে, কিন্তু তাহাতে আমাদের প্রবেশ হওয়া উচিত নয়, কেবল মনে মনে গৌর ভক্তি করাই উচিত। শ্রীমায়াপুরে খোল ভাঙ্গার ডাঙ্গায় ও বৈরাগী ডাঙ্গায় যে কয়েকটী বৈষ্ণব আছেন তাঁহাদের মুখশ্রী দেখিলে আমার সুখবোধ হয়, তন্মধ্যে শ্রীরঘুনাথ দাস বাবাজী মহাশয় আমার চিত্তকে অত্যন্ত আকর্ষণ করিয়াছেন। আমার মনে হয় যে আমি সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট থাকিয়া ভক্তিশাস্ত্র অনুশীলন করি। বেদে বলিয়াছেন, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"

এই মন্ত্রে মন্তব্য শব্দে জ্ঞান শাস্ত্রের চর্চা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার পরামর্শ থাকিলেও শ্রোতব্য শব্দে এবং দ্রষ্টব্য শব্দে আরো কিছু অধিক বিষয়ের প্রয়োজন দেখা যায়। আমি বহুকাল বিতর্কে জীবন অতিবাহিত করিয়াছি, এখন শ্রীগৌরহরির চরণানুগত হইতে ইচ্ছা করি। সন্ধ্যার পর শ্রীরঘুনাথ দাস বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করাই শ্রেয়ঃ।

দিবাবসান সময়ে অংশুমালী অদর্শনপ্রায়। মন্দ মন্দ দক্ষিণ মারুত বহিতে লাগিল। দিগ্‌দিগন্তর হইতে পক্ষীগণ আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ দু একটী নক্ষত্র গগনমণ্ডলে উদয় হইতেছিল। এমত সময়ে শ্রীমায়াপুরে শ্রীবাস অঙ্গনে বৈষ্ণবগণ আরতি কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ব্রজনাথ ঐ সময়ে ধীরে ধীরে শ্রীবাস অঙ্গনের খোল ভাঙ্গা ডাঙ্গায় বকুল বৃক্ষের চবুতরার উপর উপবিষ্ট হইলেন। গৌরহরির আরতি কীর্ত্তন শুনিয়া চিত্ত সুকোমল হইল। বৈষ্ণবগণ কীর্ত্তনান্তে চবুতরার উপর আসিয়া ক্রমে ক্রমে উপবিষ্ট হইলেন। বৃদ্ধ রঘুনাথ দাস বাবাজী মহাশয়, জয় শচীনন্দন! জয় নিত্যানন্দ! জয় রূপসনাতন! জয় দাস গোস্বামী বলিতে বলিতে চবুতরায় আসিয়া বসিলেন। বৃদ্ধ বৈষ্ণবকে সকলেই দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। ব্রজনাথ সেইসময় তাঁহাকে প্রণাম না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ব্রজনাথের মুখশ্রী দেখিয়া তাঁহাকে বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় আলিঙ্গন করিয়া নিকটে বসাইলেন। বলিলেন বাবা আপনি কে? ব্রজনাথ উত্তর করিলেন আমি একজন তত্ত্বপিপাসু। আপনার নিকট কিছু শিক্ষা করিবার মানস করি। নিকটস্থ একটী বৈষ্ণব ব্রজনাথের পরিচয় জানিতেন। তিনি কহিলেন ইনি ব্রজনাথ ন্যায়পঞ্চানন; ন্যায় শাস্ত্রে ইঁহার তুল্য শ্রীনবদ্বীপে আর কেহ নাই। আজ কাল শচীনন্দনে ইঁহার কিছু শ্রদ্ধা হইয়াছে। ব্রজনাথের মাহাত্ম্য শুনিয়া বৃদ্ধ বাবাজী অনুনয় পূর্ব্বক কহিলেন, বাবা! তুমি পণ্ডিত আমরা, মূর্খ অকিঞ্চন। তুমি আমার শচীনন্দনের ধামবাসী। আমরা তোমাদের কৃপা পাত্র। আমরা তোমাকে কি শিক্ষা দিব! তোমরা কৃপা করিয়া তোমাদের গৌরাঙ্গের কথা বলিয়া আমাদিগকে শীতল কর। এইরূপ কথা হইতে হইতে বৈষ্ণব সকল নিজ নিজ কার্য্যে চলিয়া গেলেন। বৃদ্ধ বাবাজী ও ব্রজনাথ রহিলেন।

ব্রজনাথ বলিলেন বাবাজী মহাশয়, আমরা জাতিতে ব্রাহ্মণ, তাহাতে বিদ্যাভিমানী। অহঙ্কারে আমরা পৃথিবীকে সরার মত দেখি। সাধু মহাত্মের মর্য্যাদ জানি না। কি জানি কি ভাগ্যবলে আপনাদের কার্য্য, ও

চরিত্রে আমার একটু শ্রদ্ধা হইয়াছে। দু একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব, উত্তর প্রদান্ করুন্। আমি কপটভাবে আসি নাই। বলুন দেখি জীবের সাধ্য সাধন কি? ন্যায়শাস্ত্র পাঠকালে আমি স্থির করিয়াছি যে জীব ঈশ্বর হইতে নিত্য পৃথক্। ঈশ্বরের কৃপাই জীবের মুক্তির কারণ। ঈশ্বরের কৃপা যাহাতে লাভ করা যায় তাহাই সাধন। সাধন করিলা যাহা পাওয়া যায় তাহাই সাধ্য। আমি ন্যায়শাস্ত্রকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি, সাধ্য সাধন কি? কিন্তু সে শাস্ত্র আমাকে উত্তর দেয় না; সর্ব্বদা নিস্তব্ধ থাকে। আপনারা সাধ্য সাধন সম্বন্ধে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা আমাকে বলুন।

শ্রীরঘুনাথ দাস বাবাজী মহাশয় তিনি বহুদিন শ্রীরাধাকুণ্ডে অবস্থিত হইয়া শ্রীদাস গোস্বামীর চরণের আশ্রয় লইয়াছিলেন। প্রতিদিন অপরাহ্নে দাস গোস্বামীর মুখে গৌরলীলা শ্রবণ করিতেন। শ্রীরঘুনাথ দাস বাবাজী ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় ইঁহারা অনেক সময়ে পরস্পর তত্ত্বালোচনা করিয়া যখন যে সন্দেহ উদয় হইত তাহা শ্রীদাস গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়া মিটাইয়া লইতেন। এসময়ে শ্রীগৌড়মণ্ডলে শ্রীরঘুনাথ দাস বাবাজীই প্রধান পণ্ডিত বাবাজী ছিলেন। শ্রীগোদ্রুমের প্রেমদাস পরমহংস বাবাজী মহাশয়ের সহিত ইঁহার অনেক প্রেমালাপ হইত। শ্রীব্রজনাথের প্রশ্ন শুনিয়া তিনি পরমাহ্লাদে বলিতে লাগিলেন। ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়, ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়া যিনি সাধ্যসাধন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন তিনিই জগতে ধন্য। কেন না ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, বিচার করিয়া ন্যায্য বিষয় সংগ্রহ করা হয়। ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়া যাঁহারা কেবল বিতর্ক পর্য্যন্ত ফললাভ করিয়াছেন তাঁহাদের ন্যায় পাঠের অন্যায় ফল হইয়াছে বলিতে হইবে। তাঁহাদের শ্রম পণ্ডশ্রম। তাঁহাদের জীবন বৃথা। যে তত্ত্বকে সাধন করিলে পাওয়া যায়—তাহাই সাধ্য। সেই সাধ্য বস্তু পাইবার যে উপায় অবলম্বন করা যায় তাহারই নাম সাধন। মায়াবদ্ধ জীবগণ নিজ নিজ প্রবৃত্তি ও অধিকার অনুসারে সাধ্য বিষয়কে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখেন। বস্তুতঃ সাধ্যতত্ত্ব এক বই দুই নয়। প্রবৃত্তি ও অধিকার ভেদে সাধ্যবস্তু তিন প্রকার হইয়াছেন অর্থাৎ ভুক্তি, মুক্তি ও ভক্তি, যাঁহারা প্রাপঞ্চিক কর্ম্মে আবদ্ধ ও প্রাপঞ্চিক সুখের বাসনায় ব্যস্ত তাঁহারা ভুক্তিকে সাধ্য বলিয়া মনে করেন। শাস্ত্র কামধেনু; যিনি যাহা পাইবার বাসনা করেন শাস্ত্রমধ্যে তিনি তাহা লাভ করেন। প্রাপঞ্চিক সুখভোগাকাঙ্ক্ষীর শাস্ত্রে সাধ্য বলিয়া সেই সেই অধিকারীকে শিক্ষা দিয়াছে

প্রাপঞ্চিক জগতে যত প্রকার ভাবীসুখের আশা আছে সে সমস্ত ঐ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই জগতে প্রাপঞ্চিক দেহ ধারণ করিয়া জীব ইন্দ্রিয় সুখকে বিশেষ আদর করেন। সেই ইন্দ্রিয় সুখের ভোগায়তন এই জড় জগৎ। জন্ম গ্রহণ করিয়া মরণ পর্য্যন্ত যে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ হয়, তাহার নাম ঐহিক সুখ। মরণান্তে অবস্থান্তরে যে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ হয়, তাহার নাম আমুত্রিক সুখ। আমুত্রিক সুখ বহুবিধ। স্বর্গে, ইন্দ্রলোকে, অপ্সরাদির নৃত্য দর্শন, অমৃত ভোজন, নন্দনকাননের পুষ্পাদির ঘ্রাণ, ইন্দ্রপুরী ও নন্দনকাননের শোভা দর্শন, গন্ধর্ব্বদিগের গীত শ্রবণ ও বিদ্যাধরীদিগের সহিত সহবাস এই সকল সুখের নাম স্বর্গীয় সুখ। এই প্রকার জনলোকে কিয়ৎ পরিমাণ সুখের বর্ণন আছে। তপোলোকে ও ব্রহ্মলোকেও কিছু কিছু ইন্দ্রিয়সুখের বর্ণন আছে। ভূলোকের ইন্দ্রিয়সুখ অত্যন্ত স্থূল। পর পরলোকে ইন্দ্রিয় সকল ও তাহাদের বিষয় ক্রমশঃ সূক্ষ্ম, এই মাত্র ভেদ। কিন্তু সমস্তই ইন্দ্রিয়সুখ। ইন্দ্রিয়-সুখ বই আর কিছুই নয়। ঐ সমস্ত লোকে চিৎসুখ নাই। চিদাভাস যে মনোরূপ লিঙ্গ শরীর তদগত সুখই তথায় বর্ত্তমান। এই সব সুখভোগের নাম ভুক্তি। কর্ম্মচক্রগত জীবগণ ভুক্তির আশায় ভুক্তিসাধক যে কর্ম্মের আশ্রয় করেন তাহাকে তাঁহারা সাধন বলেন। স্বর্গকামোঽশ্বমেধং যজেত, অগ্নিষ্টোম, বিশ্বেদেবাবলি, ইষ্টাপূর্ত্ত, দর্শপৌর্ণমাসী ইত্যাদি বহুবিধ ভুক্তিসাধন শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে। ভোগ প্রবৃত্ত পুরুষদিগের ভুক্তিই সাধ্য। আবার কতকগুলি লোক এই সংসার ক্লেশে জ্বালাতন হইয়া প্রাপঞ্চিক ভোগায়তন-রূপ চতুর্দ্দশ লোককে তুচ্ছ জানিয়া কর্ম্মচক্র হইতে বিনির্গত হইতে বাসনা করেন। তাঁহাদের বিচারে মুক্তিই একমাত্র সাধ্য। ভুক্তিকে তাঁহারা বন্ধন মনে করেন। তাঁহারা বলেন যাঁহাদের ভোগপ্রবৃত্তি ক্ষয় হয় নাই, তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডাশ্রয় করিয়া ভুক্তিসাধন করুন্। কিন্তু 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি', এই মন্ত্র হইতে নিশ্চয় জানা যায় যে ভুক্তি কখন নিত্য নয় অর্থাৎ ক্ষয়িষ্ণু। যাহা অবশ্য ক্ষয় হইবে তাহা প্রাপঞ্চিক, আধ্যাত্মিক নহে। যাহা নিত্য তাহারই সাধন করা কর্ত্তব্য। মুক্তি নিত্য; অতএব তাহাই জীবের সাধ্য। তাহার জন্য যে বৈরাগ্যাদি সাধন চতুষ্টয় নির্ণীত হইয়াছে, তাহাই সাধন। জ্ঞানকাণ্ডীয় শাস্ত্রে এই প্রকার সাধ্য সাধনের বিচার দেখা যায়। জীব যেরূপ অধিকার লাভ করেন, কামধেনু রূপ শাস্ত্র সেই অধিকারে উপযোগী ব্যবস্থা দেখাইয়া দেন। মুক্তিলাভ করিয়া জীবের যদি সত্তা থাকে, তাহা হইলে মুক্তিই চরমসাধ্য হয় না। এই জন্য তাঁহারা

নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত মুক্তির সীমাবৃদ্ধি করেন। বস্তুতঃ জীব নিত্য। সেরূপ নির্ব্বাণ জীবের সম্বন্ধে অসম্ভব। নিত্যো নিত্যানাংশ্চেতনো চেতনানাং এই প্রকার বেদমন্ত্রে জীব সকলের নিত্যতা স্বীকৃত হইয়াছে। নিত্যবস্তুর নির্ব্বাণপ্রাপ্তি অসম্ভব। মুক্ত হইয়া জীবের সত্ত্বা অবশ্য থাকিবে, এরূপ যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা ভুক্তিমুক্তিকে চরমসাধ্য বলিয়া মনে করেন না। ঐ দুইটী অবান্তর সাধ্য বস্তু। সকল কার্য্যেই সাধ্য ও সাধন আছে। যে কার্য্যকে উদ্দেশ করেন, তাহাই সাধ্য; এবং যে কার্য্যের দ্বারা তাহাই সাধিত হয় তাহাই সাধন। বিবেচনা করিয়া দেখুন, সাধ্য সাধন জীবের পক্ষে একটী শৃঙ্খলময় তত্ত্ব। যাহা সাধ্য তাহাই তদুত্তর সাধ্যের সাধন। এইরূপ শৃঙ্খল অবলম্বন করিয়া ঐ শৃঙ্খলের চরমস্থলে যে সাধ্য পাওয়া যায় তাহাই চরমসাধ্য। তাহা আর সাধন হয় না। কেন না তদুত্তরে আর কিছু সাধ্য নাই। এই সাধ্য সাধন পর্ব্বরূপ শৃঙ্খলের বাহু অনুবন্ধ পার হইয়া ভক্তিরূপ অনুবন্ধকে শেষে পাওয়া যায়। অতএব ভক্তিই চরম সাধ্য। যেহেতু ভক্তিই জীবের নিত্যসিদ্ধ ভাব। মানব জীবনে যত কার্য্য আছে, সমস্তই সাধ্য সাধন শৃঙ্খলের একটী একটী অনুবন্ধ। অনেকগুলি অনুবন্ধ ক্রমে ক্রমে সাধ্য সাধন শৃঙ্খলের কর্ম্মরূপ পর্ব্বকে নির্ম্মাণ করিয়াছে। আবার অনেকগুলি অনুবন্ধ তদুত্তরে ক্রমাগত জ্ঞানরূপ পর্ব্বকে নির্ম্মাণ করিয়াছে। জ্ঞানরূপ পর্ব্বের পরিসমাপ্তিতে ভক্তিরূপ পর্ব্বের প্রারম্ভ। কর্ম্ম পর্ব্বের শেষ উদ্দেশ্য ভুক্তি। জ্ঞান পর্ব্বের শেষ উদ্দেশ্য মুক্তি। ভক্তি পর্ব্বের শেষ উদ্দেশ্য প্রেমভক্তি। জীবের সিদ্ধসত্ত্বা বিচার করিলে ভক্তিই সাধন ও ভক্তিই সাধ্য এইরূপ স্থির হয়। কর্ম্ম ও জ্ঞানের সাধ্য ও সাধকতা অবান্তর অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তি অবস্থা, চরমস্পর্শী অবস্থা নয়।

ব্রজনাথ। কঃ কং পশ্যেৎ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে, অহং ব্রহ্মাস্মি প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, তত্ত্বমসি প্রভৃতি মহাবাক্যে মুক্তির চরমতা ও সাধ্যতা দেখিতে পাওয়া যায় না অতএব মুক্তিকে চরমসাধ্য বলিলে দোষ কি হয়?

বাবাজী মহাশয়। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রবৃত্তি অনুসারে সাধ্য ভেদ পাওয়া যায়। ভুক্তিস্পৃহা যে পর্য্যন্ত থাকে, সে পর্য্যন্ত মুক্তি বলিয়া একটী তত্ত্ব স্বীকৃত হয় না। তদধিকারীর পক্ষে অক্ষয় স্বর্গকামো চাতুর্মাস্যং যজেত ইত্যাদি বহু বাক্য আছে। বাবা! তবে কি মুক্তি কথাটা ভাল নয়? কর্ম্মীগণ মুক্তির অনুসন্ধান পান না বলিয়া কি বেদশাস্ত্রে মুক্তি উল্লিখিত হয় নাই। দুই একজন কর্ম্মী ঋষি অক্ষম লোকের জন্য বৈরাগ্য এবং সক্ষম লোকের জন্য কর্ম্ম এরূপ

উপদেশ করিয়াছেন। এই সমস্ত ব্যবস্থা নিম্নাধিকারীদিগকে স্ব স্ব অধিকারে নিষ্ঠা দান করিবার জন্য লিখিত হইয়াছে। অধিকারচ্যুত হইলে জীবের কল্যাণ হয় না। অধিকার নিষ্ঠার সহিত কার্য্য করিলে সেই অধিকারের উপর যে অধিকার আছে তাহা অনায়াসে পাওয়া যায়। অতএব বেদ শাস্ত্রে এরূপ নিষ্ঠা উৎপাদক ব্যবস্থার নিন্দা নাই। নিন্দা করিলে অধোগতি হয়। জগতে যত জীব উন্নত হইয়াছে, সকলেই অধিকার নিষ্ঠা অবলম্বন করিয়া ফললাভ করিয়াছেন। কর্ম্মাধিকারে কর্ম্মের উপর যে মুক্তিসাধক জ্ঞান তাহা প্রদর্শিত না হইলেও জ্ঞানাধিকারে মুক্তির প্রশংসা স্থলে আপনার উল্লিখিত মন্ত্রবাক্য সকল প্রতিষ্ঠিত হয়। যেরূপ কর্ম্মাধিকারের উপর জ্ঞানাধিকার, সেইরূপ জ্ঞানাধিকারের উপর ভক্ত্যধিকার। তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি ইত্যাদি মন্ত্রবাক্যে ব্রহ্মনির্ব্বাণের প্রশংসাদ্বারা মুমুক্ষুকে তাহার অধিকারে নিষ্ঠা প্রদান করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহাতে গুণ বই দোষ নাই। তথাপি তাহাই যে চরম তাহা নয়। বেদমন্ত্র সিদ্ধান্তস্থলে ভক্তিকে সাধন ও প্রেমভক্তিকে সাধ্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।

ব্র। মহাবাক্যে কি অবান্তর সাধ্যসাধনের কথা থাকিতে পারে?

বা। আপনি যেগুলিকে মহাবাক্য বলিয়া বলিতেছেন সেগুলি যে মহাবাক্য এবং বেদের অন্যান্য বাক্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এরূপ কথিত হয় নাই। জ্ঞানাচার্য্যগণ স্বীয় মতের প্রাধান্য দেখাইবার জন্য ঐ গুলিকে মহাবাক্য বলিয়া লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রণবই মহাবাক্য আর সমস্ত বেদবাক্য প্রাদেশিক। বেদবাক্য মাত্রকেই মহাবাক্য বলিলে দোষ হয় না, কিন্তু বেদের একটী মন্ত্র মহাবাক্য দ্বিতীয়টী সামান্য বাক্য বলিলে মতবাদ হইয়া পড়ে এবং বেদের নিকট অপরাধী হইতে হয়। বেদে কর্ম্মকাণ্ডের প্রশংসা, মুক্তির প্রশংসা প্রভৃতি বহুবিধ অবান্তর সাধ্যসাধনের কথা আছে। সিদ্ধান্তস্থলে সেই সকলের চরমমীমাংসা দেখা যায়। বেদশাস্ত্র গাভীস্বরূপ এবং সেই গাভীর দোগ্ধা শ্রীনন্দনন্দন সিদ্ধান্তস্থলে বেদার্থ কিরূপ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা শ্রবণ করুন।

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন॥
যোগিনামপিসর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ত তমোমতঃ॥

শ্বেতাশ্বতরে "যস্য দেবে পরাভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা-হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ইতি। ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধি নৈরাস্যে-

নামুষ্মিন্ মনঃকল্পনং। আত্মানমেব লোকমুপাসীতেতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য ইতি এই সকল বেদবাক্য আলোচনা করিয়া দেখিলে ভক্তিকেই সাধন বলিয়া স্থির হইবে।

ব্র। কর্ম্মকাণ্ডে কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি করিবার বিধি আছে। জ্ঞান কাণ্ডেও সাধন চতুষ্টয়ের মধ্যে হরিতোষণরূপ ভক্তির ব্যবস্থা দেখিতেছি। ভক্তি যদি ভুক্তি ও মুক্তি সাধিনী হন তবে তাঁহার সাধ্যত্ব কোথায় রহিল? তিনি ভুক্তি ও মুক্তি সাধন করিয়া স্বয়ং নিরস্ত হইবেন ইহাই সাধারণের শিক্ষা। এ বিষয় আমাকে কিছু দৃঢ় শিক্ষা প্রদান করুন্।

বা। কর্ম্মকাণ্ডে ফলসাধিনী ভক্তি এবং জ্ঞানকাণ্ডে মুক্তিসাধিনী ভক্তির যে ব্যবস্থা আছে তাহা সত্যবটে। পরমেশ্বর সন্তুষ্ট না হইলে কোন ফলই হয় না। ঈশ্বর সর্ব্ব শক্তির আশ্রয়। জীবে বা জড় বস্তুতে যেটুকু শক্তি আছে তাহা ঈশ্বর শক্তির অণুপ্রকাশ মাত্র। কর্ম্ম বা জ্ঞান ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না; কিন্তু ঈশ ভক্তির আশ্রয়ে আপন আপন ফল দেয়। এতন্নিবন্ধন কর্ম্মে ও জ্ঞানে ভক্ত্যাভাসের ব্যবস্থা। তাহাতে যে ভক্তি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা শুদ্ধা ভক্তি নয়, ফলসাধক ভক্ত্যাভাস মাত্র। ভক্ত্যাভাসও দুইপ্রকার। শুদ্ধ ভক্ত্যাভাস ও বিদ্ধ ভক্ত্যাভাস। শুদ্ধ ভক্ত্যাভাসের বিষয় পরে বলিব। বিদ্ধ ভক্ত্যাভাস তিন প্রকার কর্ম্মবিদ্ধ ভক্ত্যাভাস, জ্ঞানবিদ্ধ ভক্ত্যাভাস এবং কর্ম্মজ্ঞান উভয় বিদ্ধ ভক্ত্যাভাস। যজ্ঞাদির সময় হে ইন্দ্র! হে পূষণ! তোমরা অনুগ্রহ করিয়া এই যজ্ঞ ফল দান কর এই প্রকার যত ভক্ত্যাভাস ক্রিয়া আছে সকলই কর্ম্মবিদ্ধ ভক্ত্যাভাস। এই কর্ম্মবিদ্ধ ভক্ত্যাভাসকে কোন কোন মহাত্মা কর্ম্ম মিশ্রা ভক্তি বলিয়াছেন। কেহ বা ইহাকে আরোপসিদ্ধা ভক্তি বলিয়াছেন। হে যদুনন্দন! আমি সংসার ভয়ে পতিত হইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি এবং তোমার হরেকৃষ্ণ নাম অহঃরহ করিতেছি তুমি কৃপা করিয়া আমাকে মুক্তিদান কর। হে পরমেশ তুমিই ব্রহ্ম। আমি মায়াগর্ত্তে পড়িয়াছি তুমি আমাকে উঠাইয়া লইয়া তোমার সহিত অভেদ কর এই প্রকার উচ্ছ্বাস সকল জ্ঞানবিদ্ধ ভক্ত্যাভাস। ইহাকে মহাত্মাগণ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বলিয়াছেন। ইহাও আরোপসিদ্ধা। এ সমস্তই শুদ্ধ ভক্তি হইতে পৃথক্। 'শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যোমাং' এই শ্রীমুখ বাক্যে যে ভক্তির উদ্দেশ আছে তাহা শুদ্ধ ভক্তি। সেই শুদ্ধ ভক্তিই আমাদের সাধন এবং সিদ্ধা-বস্থায় তাহা প্রেম। কর্ম্ম ও জ্ঞান যে দুইটী উপায় কথিত হইয়াছে তাহা কেবল ভুক্তি মুক্তির সাধন, জীবের নিত্যসিদ্ধ ভাবের সাধন নয়।

ব্রজনাথ এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সেদিন আর প্রশ্ন করিতে পারিলেন না। মনে মনে করিলেন ন্যায় শাস্ত্রের ফাঁকি অন্বেষণ করা অপেক্ষা এই সকল সূক্ষ্ম তত্ত্ব বিচার করা ভাল। বাবাজী মহাশয় এসব বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপন্ন। আমি ক্রমশঃ এ বিষয় প্রশ্ন করিয়া জ্ঞান লাভ করিব। অদ্য অধিক রাত্র হইল বাটী যাই এই মনে মনে করিয়া বলিলেন, বাবাজী মহাশয়! অদ্য আপনার নিকট অনেক সুজ্ঞান লাভ করিলাম। আমি মধ্যে মধ্যে আপনার নিকট আসিয়া এইরূপ শিক্ষা গ্রহণ করিব। আপনি মহামহোপাধ্যায় আমার প্রতি কৃপা করিবেন। আমার একটী বিষয় জিজ্ঞাসা আছে তাহার উত্তর শুনিয়া অদ্য বিদায় হইব। শ্রীশচীনন্দন গৌরাঙ্গ কি তাঁহার শিক্ষা সকল কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন? আমি সেই গ্রন্থখানি পাইতে বাসনা করি।

বাবাজী। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং কোন গ্রন্থ লেখেন নাই। তাঁহার অনুচরগণ তাঁহার আজ্ঞা ক্রমে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। মহাপ্রভু স্বয়ং জীব গণকে সূত্ররূপে শিক্ষাষ্টক নামক আটটী শ্লোক দিয়াছেন তাহাই ভক্তগণের কণ্ঠমণি হার। তাহাতে তাঁহার শিক্ষা সমস্তই আছে, গূঢ়রূপে আছে। ভক্তগণ সেই গূঢ়তত্ত্ব বিচার করিয়া দশমূল রচনা করিয়াছেন। সেই দশমূলে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন বিচারে সাধ্যসাধন সূত্ররূপে কথিত আছে। আপনি প্রথমে তাহাই বুঝিয়া লউন। ব্রজনাথ বলিলেন, যে আজ্ঞা কল্য সন্ধ্যার পর আসিয়া আপনার নিকট দশমূল শিক্ষা গ্রহণ করিব। আপনি আমার শিক্ষাগুরু আপনাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করি। বাবাজী মহাশয় সাদরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন বাবা! তুমি ব্রহ্মকুল পবিত্র করিয়াছ কল্য সন্ধ্যায় আসিয়া আমাকে আনন্দ প্রদান করিবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

নিত্যধর্ম্ম ও সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন।

(প্রমাণ বিচার ও প্রমেয় আরম্ভ)

পরদিন ব্রজনাথ সন্ধ্যার একটু পরেই শ্রীবাস-অঙ্গনের সম্মুখস্থিত বকুল বৃক্ষের চবুতরার উপর বসিলেন। বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয়ের ব্রজনাথের প্রতি কি

একপ্রকার বাৎসল্য উদয় হইয়াছে। তিনি মাঝে মাঝে ব্রজনাথের অপেক্ষা করিতেছিলেন। ব্রজনাথের আসিবার সাড়া পাইয়া সত্বরে অঙ্গনের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রজনাথকে আলিঙ্গন করিয়া অঙ্গনের এক পার্শ্বে কুন্দকানন বেষ্টিত স্বীয় ভজন কুটীরে লইয়া বসাইলেন। ব্রজনাথ বাবাজী মহাশয়ের পদধূলি লইয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ মানিলেন। তিনি তখন বিনীত ভাবে বলিলেন, বাবাজী মহাশয় আমাকে প্রভু নিমাইয়ের সিদ্ধান্তমূলক শ্রীদশমূল শিক্ষা প্রদান করুন।

বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় উপযুক্ত প্রশ্ন শ্রবন করিয়া প্রফুল্লচিত্তে বলিলেন, বাবা! আমি তোমাকে দশমূল বলিতেছি। তুমি পণ্ডিত এই শ্লোকগুলির তাত্ত্বিক অর্থ আলোচনা পূর্ব্বক বুঝিয়া লও।

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতিকবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদ প্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধন শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমদ্গৌরচন্দ্র শ্রদ্ধাবান্ জীবগণকে দশটী তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথমটী প্রমাণ তত্ত্ব ও শেষ নয়টী প্রমেয় তত্ত্ব। যে সকল বিষয় প্রমাণ করা যায় তাহারাই প্রমেয় এবং যদ্দ্বারা সেই প্রমেয় সকলকে প্রমাণ করা যায় তাহার নাম প্রমাণ। এই শ্লোকটী দশমূলের সমষ্টি। ইহার পরে যে শ্লোক বলা হইতেছে তাহাই দশমূলের প্রথম শ্লোক জানিবে। দ্বিতীয় হইতে অষ্টম শ্লোক পর্য্যন্ত সম্বন্ধ তত্ত্বের বিবৃতি। নবম শ্লোকে অভিধেয় তত্ত্ব। দশম শ্লোকে প্রয়োজন তত্ত্ব। এই সমষ্টি শ্লোকের অর্থ এই। গুরু পরম্পরা প্রাপ্ত বেদবাক্যই আম্নায়। বেদও তদনুগত শ্রীমদ্ভাগবতাদি স্মৃতিশাস্ত্র তথা তদনুগত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণই প্রমাণ। সেই প্রমাণ দ্বারা স্থির হয় যে হরিই পরম তত্ত্ব, তিনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, তিনি অখিল রসামৃত সিন্ধু, মুক্ত ও বদ্ধ দুইপ্রকার জীবই তাঁহার বিভিন্নাংশ, বদ্ধজীব মায়াগ্রস্ত, মুক্ত জীব মায়া মুক্ত, চিদচিৎ সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরির অচিন্ত্য ভেদাভেদ প্রকাশ, ভক্তিই একমাত্র সাধন এবং কৃষ্ণ প্রীতিই একমাত্র সাধ্য বস্তু।

সমষ্টি শ্লোকের অর্থ শুনিয়া ব্রজনাথ কহিলেন, বাবাজী মহাশয় এখনও আমার জিজ্ঞাসার অবসর হয় নাই। প্রথম মূল শ্লোক শুনিয়া যাহা চিত্তে উদয়

হইবে তাহা নিবেদন করিব। বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় তাহা শ্রবণ করিয়া ভাল ভাল আমি প্রথম মূল শ্লোক বলিতেছি। সমাহিত হইয়া শ্রবণ কর।

স্বতঃসিদ্ধো বেদো হরিদয়িত বেধঃ প্রভৃতিতঃ
প্রমাণং সৎপ্রাপ্তং প্রমিতি বিষয়ান্ তান্নববিধান্।
তথা প্রত্যক্ষাদি প্রমিতি সহিতং সাধয়তি নঃ
ন যুক্তিস্তর্কাখ্যা প্রবিশতি তথা শক্তি রহিতা॥

শ্রীহরির কৃপাপাত্র ব্রহ্মাদিক্রমে সম্প্রদায়ে যে স্বতঃ সিদ্ধ বেদ পাওয়া গিয়াছে সেই আম্নায় বাক্য তদনুগত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সাহচর্য্যে নববিধ প্রমেয় তত্ত্বকে সাধন করেন। যে যুক্তিতে কেবল তর্ক সে যুক্তি অচিন্ত্য বিষয় বিচারে অক্ষম, অতএব তর্ক সে বিচারে প্রবেশ করিতে পারে না।

ব্রজ। ব্রহ্মা যে শিষ্যানুক্রমে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার কি কোন বেদ প্রমাণ আছে।

বাবাজী। হাঁ আছে। মুণ্ডকে বলিয়াছেন।

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভুব
বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠাং
অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠ পুত্রায় প্রাহ॥

পুনশ্চ। যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাং।

ব্র। বেদ যাহা বলেন তাহার যথার্থ অর্থ ঋষিগণ স্মৃতিশাস্ত্রে করিয়া থাকেন। এরূপ স্মৃতি প্রমাণ কি পাইয়াছেন।

বা। সর্ব্বশাস্ত্রচূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবতে এ কথা আছে ;—

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদ সংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥
তেন পুত্রাঃ স্বপুত্রায়েত্যাদি—

ব্র। সম্প্রদায় কেন হইল ?

বা। জগতে অনেকেই মায়াবাদ দোষে কুপথগামী। মায়াবাদ দোষশূন্য যে সকল ভক্ত তাঁহাদের সম্প্রদায় না হইলে সৎসঙ্গ দুর্লভ্য হয়। এইজন্য পদ্ম পুরাণে লিখিত হইয়াছে ;—

সম্প্রদায় বিহীনাঃ যে মন্ত্রা স্তে বিফলা মতাঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাঃ বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥

এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রহ্ম সম্প্রদায় সর্ব্ব প্রাচীন। ব্রহ্মাদিক্রমে আজ পর্য্যন্ত সেই সম্প্রদায় চলিতেছে। বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত প্রভৃতি সমস্ত উপাদেয় শাস্ত্র প্রাচীনকাল হইতে যে আকারে গুরু পরম্পরা সম্প্রদায়ে চলিতেছে তাহাতে কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব সম্প্রদায় স্বীকৃত গ্রন্থে যে সকল বেদ মন্ত্র আছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সম্প্রদায় ব্যবস্থা নিতান্ত প্রয়োজন। অতএব আদিকাল হইতে সাধুলোকদিগের মধ্যে সৎ সম্প্রদায় চলিয়া আসিয়াছে।

ব্র। সম্প্রদায় প্রণালী কি সম্পূর্ণরূপে রাখা হইয়াছে।

বা। মধ্যে মধ্যে যে সকল প্রধান প্রধান আচার্য্য হইয়াছেন তাঁহাদের নাম সকল সম্প্রদায় প্রণালীতে আছে।

ব্র। ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের প্রণালিটী শুনিতে ইচ্ছা করি।

বা। পরব্যোমেশ্বরস্যাসীচ্ছিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ।
তস্য শিষ্যো নারদোঽভূদ্ব্যাস স্তস্যাপ শিষ্যতাং।
শুকো ব্যাসস্য শিষ্যত্বং প্রাপ্তো জ্ঞানাবরোধনাৎ।
ব্যাসাল্লব্ধ কৃষ্ণদীক্ষো মধ্বাচার্য্যো মহাযশঃ।
তস্য শিষ্যো নরহরি স্তাচ্ছিষ্যো মাধব দ্বিজঃ।
অক্ষোভ্য স্তস্য শিষ্যোঽভূত্তচ্ছিষ্যো জয়তীর্থকঃ।
তস্য শিষ্যো জ্ঞানসিন্ধু স্তস্য শিষ্যোমহানিধিঃ।
বিদ্যানিধি স্তস্য শিষ্যো রাজেন্দ্র স্তস্য সেবকঃ।
জয়ধর্ম্মা মুনি স্তস্য শিষ্যো যদ্গণ মধ্যতঃ।
শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী যস্য ভক্তিরত্নাবলী কৃতিঃ।
জয় ধর্ম্মস্য শিষ্যোঽভূদ্ব্রহ্মণ্যঃ পুরুষোত্তমঃ।
ব্যাস তীর্থ স্তস্য শিষ্যো যশ্চক্রে বিষ্ণুসংহিতাং।
শ্রীমাল্লক্ষ্মীপতি স্তস্য শিষ্যো ভক্তিরসাশ্রয়ঃ।
তস্য শিষ্যো মাধবেন্দ্রো যদ্ধর্ম্মোঽয়ং প্রবর্ত্তিতঃ।

ব্র। এই শ্লোকে বেদকে একমাত্র প্রমাণ বলা হইয়াছে এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ বেদের সাহচর্য্যে গৃহীত হইয়াছে কিন্তু ন্যায়, সাংখ্য প্রভৃতি দর্শনে কতিপয় অধিক প্রমাণ এবং পৌরাণিকগণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, ঐতিহ্য,

অনুপলব্ধি, অর্থাপত্তি ও সম্ভব এই প্রকার ৮টী পৃথক্ পৃথক্ প্রমাণ মানিয়াছেন! এস্থলে এরূপ পার্থক্যের কারণ কি? এবং প্রত্যক্ষ অনুমানকে সিদ্ধ প্রমাণ মধ্যে না গণ্য করিলে জ্ঞান ব্যাপ্তি কিরূপেই বা হইবে? আমাকে একটু বুঝাইয়া বলুন।

বা। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ সকল ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র। বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয় সকল ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব এই চারিদোষে সর্ব্বদা দূষিত। তাহারা যে জ্ঞানকে আনিয়া দেয় তাহা যে সত্যজ্ঞান, কিরূপে বলা যায়। সমাধি পূর্ণ ঋষিগণ ও মহান্তগণের হৃদয়ে স্বচ্ছন্দ শক্তি ভগবান্ উদিত হইয়া বেদরূপ যে সিদ্ধ জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন তাহা নির্ভয়ে স্বীকার করা যায়।

ব্র। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব এই চারিটির অর্থ বুঝাইয়া দিন।

বা। বিষয় জ্ঞান সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়ের যে ভুল হয় তাহার নাম ভ্রম। যথা দৃষ্টিভ্রমে মরিচিকায় জলবোধ ইত্যাদি। জীবের প্রাকৃত বুদ্ধি স্বভাবতঃ সীমাবিশিষ্ট। অসীম তত্ত্বে যাহা সিদ্ধান্ত করা যায় তাহাতে কাযে কাযেই ভুল থাকে, তাহার নাম প্রমাদ;—যথা দেশ ও কালের সীমা, বুদ্ধি এবং ঈশ্বরের কর্ত্তা জিজ্ঞাসা ইত্যাদি। সন্দেহের নাম বিপ্রলিপ্সা। ঘটনাক্রমে কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলের অপটুতা অপরিহার্য্য। অনেক সময়ে তন্নিবন্ধন ভুল সিদ্ধান্ত হইয়া পড়ে, তাহার নাম করণাপাটব।

ব্র। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের কি তবে কোন স্থল নাই।

বা। জড় জগতে জ্ঞান সম্বন্ধে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ব্যতীত আর উপায় কি আছে? চিজ্জগতের ব্যাপারে তাহারা অক্ষম। তৎসম্বন্ধে বেদই একমাত্র প্রমাণ। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা যে জ্ঞানলাভ করা যায়, তাহা যদি স্বতঃসিদ্ধ বেদ প্রমাণের অনুগত হয় তাহা হইলে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের ক্রিয়া আদরের সহিত স্বীকার করা কর্ত্তব্য। অতএব প্রত্যক্ষাদির সাহচর্য্যে স্বতঃসিদ্ধ বেদই একমাত্র প্রমাণ।

ব্র। গীতা ভাগবতাদি শাস্ত্র কি প্রমাণ নয়?

বা। গীতা শ্রীমুখ বাক্য বলিয়া তাঁহাকে গীতোপনিষদ্ বলা যায়, অতএব তাহা বেদ। শ্রীগৌরাঙ্গ শিক্ষিত দশমূল তত্ত্ব শ্রীমুখবাক্য তাহাও বেদ। সমস্ত বেদার্থসার সংগ্রহরূপ শ্রীমদ্ভাগবত, প্রমাণ চূড়ামণি। অন্যান্য স্মৃতিশাস্ত্রোক্তি যদি বেদানুগ হয় তাহা সুতরাং প্রমাণ। তন্ত্রশাস্ত্র ত্রিবিধ অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক

ও তামসিক। তন্মধ্যে পঞ্চরাত্র প্রভৃতি সাত্বিক তন্ত্র সকল গূঢ় বেদার্থ বিস্তার করায়, তন্ত্র বিস্তারে—এই ধাতুক্রমে তাহারাও প্রমাণমধ্যে গণিত।

ব্র। বেদ বহুতর গ্রন্থ। তাহার মধ্যে কোন্ গুলি স্বীকার্য্য ও কোন গুলি অস্বীকার্য্য তাহা বলুন।

বা। কালে কালে অসল্লোকে বেদের মধ্যে অনেক অধ্যায় মণ্ডল ও মন্ত্র প্রক্ষেপ করিয়া আসিতেছে। যে সে স্থানে একখানি বেদগ্রন্থ পাইলেই সব স্থানে মানা যাইবে তাহা নয়। কালে কালে সৎসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ যাহা স্বীকার করিয়াছেন তাহাই বেদ। যাহাকে প্রাক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা আমাদের অস্বীকার্য্য।

ব্র। কি কি বেদগ্রন্থ সম্প্রদায়াচার্য্যগণ স্বীকার করিয়াছেন ?

বা। ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মণ্ডুক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয় ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও শ্বেতাশ্বতর ; এই একাদশ তাত্ত্বিক উপনিষদ্ ও গোপালোপনিষদ্ ও নৃসিংহতাপনী প্রভৃতি কয়েক খানি উপাসনা সহায়রূপ তাপনি এবং ব্রাহ্মণ মণ্ডল প্রভৃতি ঋক্ সাম যজু ও অথর্ব্বান্তর্গত কাণ্ডবিস্তারক বেদগ্রন্থ সমূহ আচার্য্যগণ স্বীকার করিয়াছেন। আচার্য্যক্রমে এই সকল বেদগ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে বলিয়া ইহাদিগকে সৎপ্রাপ্ত প্রমাণ বলা যায়।

ব্র। যুক্তি যে চিদ্বিষয়ে শক্তিরাহিত্য প্রযুক্ত প্রবেশ করিতে পারে না ইহার প্রমাণ কি ?

বা। 'নৈষা তর্কেণ মতিরপনেয়া' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ বেদবাক্য, 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' ইত্যাদি বেদান্তাদি বাক্য, আলোচনা করিলে ইহার প্রমাণ পাইবে। 'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ন তাং স্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যো পরং যচ্চ তদচিন্তস্য লক্ষণং॥' এই মহাভারত বাক্যে যুক্তির সীমানির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব ভক্তিমীমাংসক শ্রীরূপাচার্য্য লিখিয়াছেন ;—

স্বল্পাপিরুচিরেবস্যাৎ ভক্তিতত্ত্বাববোধিকা।
যুক্তিস্তু কেবলানৈব যদস্যা অপ্রতিষ্ঠতা॥

যুক্তির দ্বারা নিশ্চয়রূপে সত্য জানা যায় না, তাহা প্রাচীন বাক্যে স্বীকৃত হইয়াছে যথা ;—

যত্নেনাপাদিতোঽপ্যর্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ।
অভিযুক্ততরৈ রন্যৈ রন্যথৈবোপ পাদ্যতে॥

বা। তুমি আজ যুক্তি করিয়া একটী সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলে, কাল তোমা অপেক্ষা অধিক যুক্তি কুশল আর একজন তাহা উড়াইয়া দিতে পারেন। অতএব যুক্তির ভরসা কি?

ব্র। বাবাজী মহাশয়, বেদের স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণত্ব উত্তমরূপে বুঝিলাম। তার্কিকগণ বৃথা বেদবিরুদ্ধ তর্ক করিয়া থাকেন। এখন দশমূলের দ্বিতীয় মূলটী বলুন।

হরিস্ত্বেকং তত্ত্বং বিধি-শিব-সুরেশ-প্রণমিতঃ
যদেবেদং ব্রহ্ম প্রকৃতি রহিতং তত্তনুমহঃ।
পরাত্মা তস্যাংশো জগদনুগতো বিশ্বজনকঃ
স বৈ রাধাকান্তো নবজলদকান্তিশ্চিদুদয়ঃ ॥ ২ ॥

ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র প্রণমিত শ্রীহরিই একমাত্র পরমতত্ত্ব। শক্তিশূন্য নির্বিশেষ যে ব্রহ্ম তিনি শ্রীহরির অঙ্গকান্তি মাত্র। জগৎ কর্ত্তা জগৎ প্রবিষ্ট যে পরমাত্মা তিনি শ্রীহরির অংশ মাত্র। সেই হরিই আমাদের নবনীরদ কান্তি চিৎস্বরূপ শ্রীরাধাবল্লভ।

ব্র। উপনিষদে প্রকৃতির অতীত ব্রহ্মকে সর্ব্বোত্তমতত্ত্ব বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্গৌরহরি কোন্ যুক্তিক্রমে সেই ব্রহ্মকে শ্রীহরির অঙ্গপ্রভা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, তাহা আমাকে বলুন।

বা। হরিই ভগবান। ছয়টী ঐশ্বর্য্যতত্ত্বই ভগবান। বিষ্ণুপুরাণে লিখিয়াছেন ;—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষন্নাং ভগ ইতীঙ্গনা ॥

সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশ, সমগ্র শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য এই ছয়টী অচিন্ত্য গুণ বিশিষ্ট তত্ত্বস্বরূপ ভগবান্। এই গুণগুলি পরস্পর অঙ্গ অঙ্গীভাবে ন্যস্ত। ইহার মধ্যে অঙ্গী কে? অঙ্গই বা কাহারা? অঙ্গী তাহাকেই বলি যাঁহাতে অঙ্গগুলি সুন্দররূপে ন্যস্ত থাকে, যথা— বৃক্ষ অঙ্গী, তাহার ডালপালা অঙ্গ। শরীর অঙ্গী, হস্তপদাদি অঙ্গ। এই গুণগুলি অঙ্গ স্বরূপে যাহাতে অবস্থিতি করে তাহাই অঙ্গী। ভগবানের চিন্ময় বিগ্রহের শ্রীই অঙ্গী এবং আর গুণগুলি অঙ্গ। ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ এই তিনটী অঙ্গ। যশ হইতে বিস্তৃত জ্যোতিঃস্বরূপ জ্ঞান ও বৈরাগ্য অঙ্গ কিরণরূপে প্রতীয়মান। যেহেতু উহারা গুণের গুণ, স্বয়ং গুণ নয়।

নির্ব্বিকার জ্ঞানই জ্ঞান ও বৈরাগ্য, তাহাই ব্রহ্মের স্বরূপ। সুতরাং ব্রহ্ম চিন্ময় ব্রহ্মাণ্ডের অঙ্গকান্তি। নির্ব্বিকার, নিষ্ক্রিয়, নিরবয়ব, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম স্বয়ং সিদ্ধতত্ত্ব নন। শ্রীবিগ্রহের আশ্রিত-তত্ত্ব। অগ্নির প্রকাশ গুণ স্বয়ং সিদ্ধতত্ত্ব নয়। অগ্নির স্বরূপাশ্রিত-গুণ-বিশেষ।

ব্র। বেদে স্থানে স্থানে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ গুণ উল্লেখ করিয়া শেষে সর্ব্বত্র 'ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ হরিঃ ওঁ' এই বাক্যে হরিকেই চরমতত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন সেই হরি কে?

বা। চিল্লীলা মিথুন রাধাকৃষ্ণই সেই হরি।

ব্র। একথা পরে তুলিব। এখন বলুন বিশ্বজনক পরমাত্মা কিরূপে ভগবানের অংশ হইলেন।

বা। ভগবানের ঐশ্বর্য্য ও বীর্য্য দুইগুণ ব্যাপ্ত হইয়া সমস্ত মায়িক জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্টি করিয়া ভগবান এক অংশে বিষ্ণুরূপে তাহাতে প্রবিষ্ট। ভগবান এক অংশ হইলেও সর্ব্বত্র পূর্ণ, যথা বৃহদারণ্যকে,—

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

অতএব পূর্ণস্বরূপ জগৎ প্রবিষ্ট, জগৎপাতা বিষ্ণুই পরমাত্মা। কারণোদক ক্ষীরোদক ও গর্ভোদকশায়ীরূপে তিনি ত্রিরূপধৃক্। চিজ্জগৎ ও মায়িক জগতের মধ্যবর্ত্তী কারণ সমুদ্র বা বিরজা। তাহাতে স্থিত হইয়া ভগবদংশ কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু হইয়াছেন। তিনি দূর হইতে মায়াকে দৃষ্টি করিয়া মায়া দ্বারা সৃষ্টি করাইতেছেন, যথা গীতাবাক্য ;—

ময়াঽধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরং।

বেদবাক্য,—স ঐক্ষত। স ইমান্ লোকান্ অসৃজৎ ইত্যাদি।

মায়াপ্রবিষ্ট ঈক্ষণশক্তিই গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু। সেই মহাবিষ্ণুর চিদীক্ষণগত কিরণ পরমাণু সমূহই বদ্ধজীব নিচয়। প্রত্যেক জীবের হৃদয়গত অঙ্গুষ্ঠ মাত্র ক্ষীরোদশায়ী হিরণ্যগর্ভাখ্য, ঈশ্বর ও জীব একত্রাবস্থান অবস্থায় "দ্বাসুপর্ণা সযুজাসখায়া" ইত্যাদি শ্রুতি বচন নির্দ্দিষ্ট পরমাত্মা সেই দুই পক্ষীর মধ্যে ঈশ্বররূপ-পক্ষী কর্ম্মফলদাতা, জীবরূপ পক্ষী কর্ম্মফল ভোক্তা॥ গীতাশাস্ত্রে ;—

যদ্যদ্বিভূতি মৎসত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশ সম্ভবং।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥

অতএব পরমপুরুষ ভগবানের পরমাত্মার অংশ জগদনুগত হইয়া বিশ্বজনক বিশ্বপালকাদি ঈশ্বরতা প্রকাশ করিয়াছে।

ব্র। আমি বুঝিতে পারিলাম যে, ব্রহ্ম ভগবান হরির অঙ্গকান্তি; এবং পরমাত্মা তাঁহার অংশ। এখন বলুন, সেই ভগবান হরি যে শ্রীকৃষ্ণ ইহার প্রমাণ কি?

বা। ভগবান সর্ব্বদা ঐশ্বর্য্যপর ও মাধুর্য্যপর। ঐশ্বর্য্যপর প্রকাশে তিনি মহাবিষ্ণুর অংশী পরব্যোমপতি শ্রীনারায়ণ। ঐশ্বর্য্যবিলাসে ভগবৎ তত্ত্ব নারায়ণ ভাবে পরিলক্ষিত। মাধুর্য্য প্রকাশে তিনি শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা। মাধুর্য্য তাঁহাতে এত প্রবল যে তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য সেখানে মাধুর্য্যের মধুর কিরণে আচ্ছাদিত। সিদ্ধান্ত স্থলে নারায়ণ ও কৃষ্ণে ভেদ নাই, কিন্তু চিজ্জগতের রসাস্বাদন স্থলে কৃষ্ণ সমস্ত রসের আধার এবং স্বয়ং রস হইয়া পরম উপাদেয় তত্ত্ব। অতএব ঋগ্বেদে "অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানমা চ পরাচ পথিভিশ্চরন্তং। স সধ্রীচীঃ। স বিষুচীর্বসান আবরীবর্ত্তি ভুবনেষ্বং তঃ॥" ছান্দোগ্যে,—শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাৎ শ্যামং প্রপদ্যে ইত্যাদি মুক্তান্তর জীব ক্রিয়ার উল্লেখ। শ্রীমদ্ভাগবতে—এতে চাংশ কলা পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। গীতোপনিষদে— মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়। গোপাল তাপনীতে— "একোবশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য একোঽপিশন বহুধা যোঽবভাতি।"

ব্র। শ্রীকৃষ্ণ মধ্যমাকার। কিরূপে সর্ব্বগ হইতে পারেন। তাঁহার শরীর স্বীকার করিলে তাঁহাকে এক স্থানে আবদ্ধ রাখিতে হয়। অনেক অভাব দোষ ঘটে। গুণের অধিকারে পড়িতে হয়। আর স্বেচ্ছাময় হওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণে এইরূপ দোষের পরিহার কিরূপে হইতে পারে।

বা। বাবা! তুমি মায়িক জড়তত্ত্বে আপনাকে অবদ্ধ করিয়া এই সকল সন্দেহ করিতেছ। বুদ্ধি যতদিন মায়িক গুণে আবদ্ধ ততদিন শুদ্ধ সত্ত্ব স্পর্শ করিতে পারে না। শুদ্ধ সত্ত্ব বিচার করিতে গিয়া মায়িক আকৃতি বিস্তৃতির গুণগণকে তাহাতে আরোপ করে। অরোপ করিয়া একটী প্রাকৃত মূর্ত্তি গড়িয়া ফেলে। আবার ভীত হইয়া তাহা হইতে নিরস্ত হয়। নিরস্ত হইয়া নিরাকার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম কল্পনা করতঃ পরমতত্ত্ব হইতে বঞ্চিত হয়। বস্তুতঃ চিন্ময় মধ্যমাকারে তোমার উল্লিখিত দোষের কোন সম্ভাবনা নাই। নিরাকার

নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয় এই সমস্ত গুণই মায়িক গুণের বিপরীত ভাব। সে সকলও এক প্রকার গুণ। আবার সুন্দর, উল্লাসময় বদন, কমল নয়ন, শান্তিপ্রদ পাদপদ্ম কলাবিলাসোপযোগী অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সমস্ত শুদ্ধ চিন্ময় স্বরূপাত্মক, একটী চিদ্বিগ্রহ আর এক প্রকার গুণ। এই দুই প্রকার গুণের আধাররূপ মধ্যম আকার শ্রীবিগ্রহ অত্যন্ত উপাদেয়।

শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে দেখা যায় ;—

নির্দ্দোষ গুণ বিগ্রহ আত্ম তন্ত্রো
নিশ্চেতনাত্মক শরীর গুণৈশ্চ হীনঃ।
আনন্দ মাত্র করপাদ মুখোদরাদিঃ
সর্ব্বত্র চ স্বগত ভেদ বিবর্জ্জিতাত্মা॥

শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ সচ্চিদানন্দ। তাহাতে জড়গুণ বা জড় কিছুমাত্র নাই। তাহা জড়ীয় দেশকালের বশীভূত নয় সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে যুগপৎ সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান। তাহা অখণ্ড অদ্বয় জ্ঞান স্বরূপ বস্তু। জড় জগতে দিক্ অপরিমেয় জড়বস্তু। তাহার ধর্ম্মানুসারে মধ্যমাকার বস্তু সর্ব্বগ হইতে পারে না। চিজ্জগতে ধর্ম্ম সকল অকুণ্ঠ। অতএব মধ্যমাকার শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ সর্ব্বব্যাপী। সর্ব্বব্যাপীত্ব একটী ধর্ম্ম। তাহা জড় জগতে মধ্যমাকার বস্তুতে থাকে না কিন্তু কৃষ্ণের চিদ্বিগ্রহে সুন্দররূপে থাকে ; ইহাই সেই বিগ্রহের অলৌকিক ধর্ম্ম। ইহাই চিদ্বিগ্রহের মহাত্ম্য। এই মহাত্ম্য কি সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মভাবে হইতে পারে? জড়ের দিগ্দেশকাল-গত ধর্ম্ম। কাল হইতে যে পদার্থ স্বভাবতঃ মুক্ত তাহাকে দিগ্দেশকালের অন্তবর্ত্তী সর্ব্বব্যাপী আকাশের সহিত সমান করিলে তাহার কি মহাত্ম্য হইল? শ্রীকৃষ্ণের ব্রজধাম ছান্দোগ্যোল্লিখিত ব্রহ্মপুর। তাহা পূর্ণরূপে চিৎতত্ত্ব। তাহাতে সর্ব্ব চিদ্গত বিচিত্রতা আছে। চিদ্গত প্রকরণ, চিদ্গত স্থান, চিদ্গত মৃত্তিকাদি, চিদ্গত নদী বৃক্ষাদি, চিদ্গত আকাশ, চিদ্গত সূর্য্য-চন্দ্র-নক্ষত্র সমস্তই সমাহিত ভাবে আছে। সেখানে জড় দোষ বিন্দুমাত্র নাই। তাহা চিৎসুখে পরিপূর্ণ। বাবা! তুমি যে এই মায়াপুর নবদ্বীপে আছ ইহাও সেই চিদ্ধাম। তবে তোমরা মায়ানির্ম্মিত জড় জালের উপর উপবিষ্ট হইয়া চিদ্বস্তু স্পর্শ করিতেছ না। সাধু কৃপাবলে চিদ্ভাব উদয় হইলে এই সকল ভূমি চিন্ময় দেখিবে এবং তোমাদের ব্রজবাস সিদ্ধ হইবে। মধ্যমাকার হইলেই যে জড় দোষ গুণ সকল তাহাতে থাকিবে এ কথা

তোমাকে কে শিখাইল। তোমাদের জড়কুণ্ঠ বুদ্ধির কুসংস্কার ফলে চিন্ময় মধ্যমাকার বিগ্রহের মাহাত্ম্য সুদূরবর্ত্তী থাকে।

ব্র। বাবাজী মহাশয়, শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ তাঁহাদের কান্তি, তাঁহাদের শরীর, তাঁহাদের লীলোপকরণ, তাঁহাদের সহচর সহচরীগণ, তাঁহাদের গৃহ, কুঞ্জবনাদি সকলই চিন্ময়। তাহা হইলে বুদ্ধিমান লোক কোন সন্দেহ করিতে পারে না। কিন্তু কোন কালে, কোন দেশমধ্যে সেই বিগ্রহ ও তাঁহার ধাম ও লীলা কিরূপে উদয় হয়?

বা। সর্ব্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সমস্ত অঘটন ঘটনা হওয়া আশ্চর্য্য নয়। তিনি লীলাময়, স্বেচ্ছাময় এবং সর্ব্ব-শক্তি-সম্পন্ন। ইচ্ছা করিলেই প্রপঞ্চের মধ্যে ধামসহ শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করিতে পারেন ইহাতে সন্দেহ কি?

ব্র। সন্দেহ এই যে তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহার স্বপ্রকাশ তত্ত্ব অবশ্য প্রকাশ হইবে বটে, কিন্তু যাঁহারা সেই প্রকাশ দর্শন করিতেছেন, তাঁহারা ত জড় বিশ্বের অংশ বলিয়া ধামকে, ও মায়িক নর শরীর বলিয়া শ্রীবিগ্রহকে এবং মায়িক ব্যবহার বলিয়া ব্রজলীলাকে দর্শন করিতেছেন, তাহার কারণ কি? যদি কৃষ্ণ কৃপা করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিলেন তাহা হইলে জগতে সকল লোক কেন চিল্লক্ষণে তাহা দেখিতে না পায়?

বা। কৃষ্ণের অনন্ত চিদ্‌গুণের মধ্যে ভক্তবাৎসল্য একটী গুণ। ভক্তগণকে হ্লাদিনীশক্তির ফলপ্রদান করিয়া চিল্লক্ষণের দ্বারা স্বপ্রকাশকে দেখিতে ভক্তগণকে শক্তি দিয়াছেন। ভক্তগণের নিকট তাঁহার লীলা সম্পূর্ণ চিল্লীলাগৌরবে প্রকাশ আছে। অভক্তগণের চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়, অপরাধ দোষে মায়িক থাকায় ভগবল্লীলা ও মানব ইতিহাসে কোন প্রভেদ দেখিতে পায় না।

ব্র। তবে কি তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) জীব সাধারণের প্রতি কৃপা করিয়া অবতীর্ণ হন নাই?

বা। তাঁহার অবতার জগন্মঙ্গল কর। অবতার লীলাকে ভক্তগণ শুদ্ধ চিল্লীলা স্বরূপে দর্শন করেন। অভক্তগণ জড়মিশ্র তত্ত্ব বলিয়া দেখিলেও তদ্দর্শনে বস্তু শক্তিবলে এক প্রকার সুকৃতি উদয় হয়। সেই সুকৃতি পুঞ্জ পুষ্ট হইলে অনন্য কৃষ্ণভক্তির প্রতি শ্রদ্ধারূপ অধিকার উদয় করায়। অতএব অবতার প্রকাশ দ্বারা জগজ্জীবের উপকার হইয়াছে।

ব্র। বেদ কেন সর্ব্বত্র স্পষ্টরূপে কৃষ্ণলীলার উল্লেখ করিলেন না।

বা। বেদ সর্ব্বত্র পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণলীলার গান করিয়াছেন। কোন স্থলে মুখ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কোন স্থলে গৌণবৃত্তি অবলম্বন করিয়া গান করিয়াছেন। শব্দের অভিধাবৃত্তিই মুখ্য। তাহা অবলম্বন করিয়া শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে ইত্যাদি এবং ছান্দোগ্যের শেষাংশে রসের নিত্যতা ব্যাখ্যাদি এবং মুক্ত জীবের স্ব স্ব রসানুসারে কৃষ্ণ সেবা বর্ণন করিয়াছেন। শব্দের লক্ষণাবৃত্তিই গৌণবৃত্তি। যাজ্ঞবল্ক্য, গার্গী ও মৈত্রেয়ী সম্বাদে প্রথমেই লক্ষণাবৃত্তিতে কৃষ্ণগুণ বর্ণিত হইয়াছে। অবশেষে মুখ্য বর্ণন দ্বারা তদ্বর্ণনের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইয়াছে বেদ কোন স্থলে অন্বয় পদ্ধতি আশ্রয় করিয়া ভগবানের নিত্যলীলার উদ্দেশ করিয়াছেন এবং অনেক স্থলে ব্যতিরেক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ম পরমাত্মার মহিমা বর্ণন করিয়াছেন। বস্তুতঃ কৃষ্ণকে বর্ণন করাই বেদের প্রতিজ্ঞা।

ব্র। বাবাজীমহাশয়! ভগবান শ্রীহরি যে পরমতত্ত্ব ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, সূর্য্য, গণেশ প্রভৃতি উপাস্য দেবগণের যথার্থ স্থিতি কি তাহা বলুন। ব্রাহ্মণবর্গ শ্রীমহাদেবকে সর্ব্বোপরি ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়া স্থির করেন। আমরা সেই ব্রাহ্মণ ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া বালককাল হইতে তাহাই শুনিতেছি ও বলিতেছি। ইহাতে যে তত্ত্ব নিহিত আছে তাহা বলুন।

বা। সাধারণ জীবগণ, উপাস্য দেব ও দেবীগণ এবং ভগবান ইহঁাদের মধ্যে যে গুণ তারতম্য তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। কৃষ্ণ গুণ বর্ণনে অন্যান্যের গুণ পরিমাণ নির্ণিত হইয়াছে। যথা মীমাংসক বাক্য ;—

অয়ং নেতাঃ সুরম্যাঙ্গঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।
রুচির স্তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ ॥
বিবিধাদ্ভুত-ভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ংবদঃ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ ॥
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ় ব্রতঃ।
দেশকাল সুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচি বশী ॥
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান সমঃ।
বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ ॥
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগত-পালকঃ।
সুখী ভক্ত-সুহৃৎ প্রেম-বশ্যঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ ॥

প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্ত লোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ।
নারীগণমনোহারী সর্ব্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্।
বরীয়ানীশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ॥
সমুদ্রা ইব পঞ্চাশদ্দুর্বিগাহ্যা হরেরমী।
জীবেষ্বেতে বসন্তোঽপি বিন্দু বিন্দু তয়া কচিৎ॥
পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে।
অথ পঞ্চগুণা যে স্যুরংশেন গিরিশাদিষু।
সদা স্বরূপ সংপ্রাপ্তঃ সর্ব্বজ্ঞো নিত্য-নূতনঃ।
সচ্চিদানন্দ সান্দ্রাঙ্গঃ সর্ব্বসিদ্ধি নিষেবিতঃ।
অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষ্মীশাদিবর্ত্তিনঃ।
অবিচিন্ত্য মহাশক্তিঃ কোটি ব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহঃ।
অবতারাবলীবীজং হতারি গতিদায়কঃ।
আত্মারামগণাকর্ষীত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ।
সর্ব্বাদ্ভুত চমৎকার-লীলা-কল্লোল-বারিধিঃ।
অতুল্য-মধুর-প্রেম-মণ্ডিত-প্রিয়মণ্ডলঃ।
ত্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলীকলকূজিতঃ।
অসমানোর্দ্ধরূপ শ্রী বিস্মাপিত চরাচরঃ।
লীলাপ্রেম্না প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যে বেণুরূপয়োঃ।
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ং॥

এই চতুঃষষ্ঠী গুণ সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ চিদ্ভাবে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণে নিত্য দেদীপ্যমান। শেষোক্ত চারিটী গুণ কেবল শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ ব্যতীত তাঁহার কোন বিলাস মূর্ত্তিতেও নাই। সেই চারিটী পরিত্যাগ করিয়া ষষ্ঠি সংখ্যক গুণ সম্পূর্ণরূপে চিদ্ভাবে চিদ্ঘন বিগ্রহ পরব্যোমপতি নারায়ণে দীপ্যমান। শেষোক্ত নয়টী গুণ বিযুক্তে অবশিষ্ট ৫৫টী গুণ অংশরূপে শিবাদি দেবতায় আছে। প্রথমোক্ত ৫০টী গুণ বিন্দু বিন্দুরূপে সমস্ত জীবে পরিলক্ষিত হয়। শিব, ব্রহ্মা, সূর্য্য, গণেশ ও ইন্দ্র ইহাঁরা সেই ভগবানের অংশ গুণবিশিষ্ট জগদ্ব্যাপারে অধিকার প্রাপ্ত ভগবদ্বিভূতিরূপ অবতার বিশেষ। স্বরূপতঃ তাঁহারা সকলেই ভগবদ্দাস। তাঁহাদের কৃপায় বহু বহুজন শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা ও জীবগণের অধিকার ভেদে উপাস্য দেবতা বলিয়া পরিগণিত। ভগবদ্ভক্তির অঙ্গস্বরূপে তাঁহাদের পূজা করা বিধি সিদ্ধ। তাঁহারা কৃপা করিয়া অনন্ত কৃষ্ণভক্তি

দান করিলে ও জীব গুরুরূপে নিত্য পূজিত হন। দেব দেব মহাদেব ভগবদ্ভক্তি পরিপূর্ণ হইয়া ভগবত্তত্ত্ব হইতে অভেদ হইয়া পড়িয়াছেন। ঐই জন্যই মায়াবাদ পরায়ণ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে চরম ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়া আশ্রয় করেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

নিত্যধর্ম্ম ও সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন।

(প্রমেয়ান্তর্গত শক্তিবিচার)

ব্রজনাথ বৃদ্ধ বাবাজীর নিকট পূর্ব্বরাত্রে যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা সমস্ত দিন বিচার করিয়া বিপুল আনন্দ লাভ করিলেন। মনে করিলেন, আহা শ্রীগৌরাঙ্গের কি অপূর্ব্ব শিক্ষা! শুনিয়া শুনিয়া আমার হৃদয় যেন অমৃতে পরিপূর্ণ হইতেছে। বাবাজী মহাশয়ের মুখে যতই শুনিতেছি ততই পিপাসা বৃদ্ধি হইতেছে। সিদ্ধান্তের কোন অংশই অসঙ্গত নয়। যথা শাস্ত্র বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। কেন যে ব্রাহ্মণসমাজে ইহার নিন্দা শুনিতে পাই তাহা বুঝিতে পারি না। বোধ হয় মায়াবাদের পক্ষপাতিত্বই ব্রাহ্মণমণ্ডলীর অপসিদ্ধান্তের কারণ। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে শ্রীরঘুনাথদাস বাবাজীর কুটীরে ব্রজনাথ পৌঁছিয়া প্রথমে কুটীরকে, পরে বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। বাবাজী মহাশয় পরমানন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া নিকটে বসাইলেন। ব্রজনাথ ব্যাকুলহৃদয়ে বলিলেন, প্রভো! শ্রীদশমূলের তৃতীয় মূল শ্লোক শুনিতে বাসনা করি। অনুগ্রহ করিয়া বলুন। বাবাজী মহাশয় পুলকিত শরীরে বলিতে লাগিলেন।

পরাখ্যায়াঃ শক্তেরপৃথগপি স স্বে মহিমনি
স্থিতো জীবাখ্যাং স্বামচিদভিহিতাং তাং ত্রিপদিকাং।
স্বতন্ত্রেচ্ছঃ শক্তিং সকলবিষয়ে প্রেরণপরঃ
বিকারাদ্যৈঃ শূন্যঃ পরমপুরুষোঽয়ং বিজয়তে ॥ ৩ ॥

তাঁহার অচিন্ত্য পরাশক্তি হইতে তিনি অভিন্ন হইয়াও স্বতন্ত্র ইচ্ছাময়। সেই পরমপুরুষ স্বমহিমা স্বরূপে নিত্য অবস্থিত। জীবশক্তি, চিচ্ছক্তি ও মায়া-

শক্তি রূপ ত্রিপাদিকা পরাশক্তিকে উপযুক্ত বিষয়ব্যাপারে সর্ব্বদা প্রেরণ করিতে-ছেন। তাহা করিয়াও স্বয়ং নির্ব্বিকার পরমতত্ত্বরূপ ভগবান পূর্ণরূপে নিত্য বিরাজমান।

প্র। ব্রাহ্মণমণ্ডলী বলেন যে পরমতত্ত্ব ব্রহ্মাবস্থায় লুপ্তশক্তি এবং ঈশ্বর অবস্থায় ব্যক্ত শক্তি। এ বিষয়ে বেদ-সিদ্ধান্ত কি?

বা। পরমবস্তুর সর্ব্বাবস্থায় শক্তির পরিচয় আছে। বেদ বলেন,—

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥

চিৎশক্তি বর্ণনে,—

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াং।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥

জীবশক্তি বর্ণনে,—

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাং।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥

মায়াশক্তি বর্ণনে,—

ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি
ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি।
যস্মান মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ
তাস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ॥

"পরাস্যশক্তিঃ" এই বাক্যে পরমতত্ত্বের অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ অবস্থাতেও একটী শ্রেষ্ঠ শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। নিঃশক্তি অবস্থা তাঁহার কোথাও বর্ণিত হয় নাই। সবিশেষ আবির্ভাবে তিনি ভগবান এবং নির্ব্বিশেষ আবির্ভাবে তিনি ব্রহ্ম। নির্ব্বিশেষ গুণটী সেই পরাশক্তি প্রকাশ করেন। অতএব নির্গুণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেও শক্তির পরিচয় দেখা যায়। সেই শ্রেষ্ঠ শক্তিকে পরাশক্তি, স্বরূপশক্তি

চিচ্ছক্তি ইত্যাদি নামে স্থানে স্থানে বর্ণন করা হইয়াছে। লুপ্তশক্তি ব্রহ্ম একটী জ্ঞান মাত্র। মায়াবাদীর কল্পিত তত্ত্ব। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বস্তুতঃ মায়াবাদের অতীত। সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম এইরূপ বেদে বর্ণিত হইয়াছেন।

"য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্
বর্ণাননেকান নিহিতার্থো দধাতি।"
"য একো জালবান ঈশিত ঈশানীভিঃ
সর্ব্বান্ লোকানীশিত ঈশানীভিঃ॥"

এখন দেখ পরমতত্ত্বের শক্তি কখনই লুপ্ত হয় না। তাহা সর্ব্বদা স্বপ্রকাশ সেই স্বপ্রকাশ তত্ত্বের শক্তির ত্রিবিধ পরিচয় নিত্যরূপে এই মন্ত্রে লক্ষিত হয়।

স বিশ্বকৃৎ বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ
কালকারো গুণী সর্ব্ববিদ্যঃ।
প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ
সংসার মোক্ষ স্থিতিবন্ধহেতুঃ॥

ত্রিপদিকা শক্তির বিবরণে এই মন্ত্রেই প্রধান শব্দে মায়াশক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দে জীবশক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞ পতিশব্দে চিৎশক্তি লক্ষিত হয়। ব্রহ্মাবস্থা ও ঈশ্বরাবস্থা ভেদে লুপ্তশক্তি ও ব্যক্তশক্তির পরিচয়ভেদ মায়াবাদান্তর্গত মতবাদ মাত্র। বস্তুতঃ তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বশক্তিমান্। সেই অবস্থাই তাঁহার স্বমহিমা ও স্বরূপ অবস্থান। সেই অবস্থাতেই তিনি পরমপুরুষ। শক্তিযুক্ত হইয়াও স্বেচ্ছাময়।

ব্র। সর্ব্বদা শক্তিযুক্ত হইলে শক্তি পরিচালিত হইয়া কার্য্য করেন। স্বতন্ত্রতা ও স্বেচ্ছাময়তা কিরূপে থাকিতে পারে?

বা। বেদান্তমতে 'শক্তি শক্তিমতোরভেদঃ' এই সূত্র বিচারে শ্রুতি সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে শক্তিমান্ পুরুষ ও শক্তি পরস্পর অপৃথক। কার্য্যসকল শক্তির পরিচয়। কার্য্য করিবার যে ইচ্ছা তাহা শক্তিমানের পরিচয়। জড়জগৎ মায়াশক্তির কার্য্য। জীব সমূহ জীবশক্তির কার্য্য। চিজ্জগৎ চিৎশক্তির কার্য্য। চিৎশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তিকে নিত্যরূপে স্বীয় স্বীয় কার্য্যে প্রেরণ করিয়াও তিনি স্বয়ং কার্য্য হইতে নির্লিপ্ত ও নির্ব্বিকার।

ব্র। স্বেচ্ছাক্রমে কার্য্য করিয়া স্বয়ং কি প্রকারে নির্ব্বিকার হইতে পারেন? ইচ্ছা কি বিকার নয়? স্বেচ্ছাময় বলিলেই সবিকার হইল।

বা। নির্ব্বিকার বলিলে মায়িক বিকারশূন্যতাকে বুঝাইবে। মায়া স্বরূপশক্তির ছায়া। তাঁহার যে কার্য্য তাহা সত্য হইলেও নিত্য সত্য নয়। মায়াবিকার

নিত্য নয়। অতএব পরমতত্ত্বে সে বিকার নাই। পরমতত্ত্বে যে ইচ্ছা বিলাসরূপ বিকার আছে, তাহা চিদ্বৈচিত্র্য অর্থাৎ চিন্ময় প্রেম বিকাশ বিশেষ। তাহাতে অশুদ্ধ দোষ নাই। তাহা অদ্বয় জ্ঞানের অন্তর্গত। স্বেচ্ছাক্রমে মায়িকশক্তি দ্বারা জড় জগৎকে উদিত করিয়াও, তাঁহার চিৎস্বরূপতা অখণ্ডরূপে আছে। চিদ্বৈচিত্র্যে মায়া সম্বন্ধ নাই। যাহাদের বুদ্ধি মায়িক তাহারা চিদ্বৈচিত্র্য বর্ণনকে মায়িকরূপে দেখে। যথা কামল রোগী সকল-বর্ণকেই নিজদোষ দূষিত হারিদ্রাবর্ণ বিশিষ্ট দেখে এবং যথা মেঘাচ্ছন্ন চক্ষু সূর্য্যকে মেঘাচ্ছন্ন দেখে। ইহার মূল তাৎপর্য্য এই যে মায়াশক্তি চিচ্ছক্তির ছায়া, অতএব চিৎকার্য্যে যে যে বৈচিত্র্য আছে তাহার হেয় প্রতিফলনই মায়া বৈচিত্র্য। বহির্দৃশ্যে সাম্য আছে কিন্তু বস্তু ব্যাপারে বিপর্য্যয়। আদর্শ নর শরীরের আকৃতি সমতল-কাচ-দর্পণে যেরূপ মোটের উপর সমান দৃশ্য প্রতিভাত হয়, কিন্তু অঙ্গ সকল বিপর্য্যয় ক্রমে লক্ষিত হয়, অর্থাৎ দক্ষিণ হস্তকে বাম হস্ত ও বাম হস্তকে দক্ষিণ হস্ত ইত্যাদি দেখা যায়; তদ্রূপ চিজ্জগতের বৈচিত্র্য ও মায়িক জগতের বৈচিত্র্য স্থূলদর্শনে সাম্য হইলেও সূক্ষ্ম দর্শনে বিপর্য্যয়। চিদ্বৈচিত্র্যই মায়া-বৈচিত্র্যের বিকৃত প্রতিফলন। অতএব তদুভয়ের বর্ণনে সাম্য ও বস্তুতে পার্থক্য আছে। মায়িক বিকার শূন্য সেই স্বেচ্ছাময় পুরুষ মায়ার অধ্যক্ষ স্বরূপ তাহাকে নিজকার্য্য করাইতেছেন।

ব্র। শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণের কোন শক্তি?

বা। কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান তত্ত্ব শ্রীমতী রাধিকা তাঁহার পূর্ণশক্তি। শ্রীমতীকে পূর্ণ স্বরূপ শক্তিও বলা যায়। মৃগমদ ও তাহার গন্ধ যেরূপ পরস্পর অবিচ্ছেদ অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি যেরূপ অপৃথক, রাধাকৃষ্ণ লীলারস আস্বাদন স্থলে নিত্য পৃথক্ হইয়াও সর্ব্বদা অপৃথক্। সেই স্বরূপশক্তি হইতে চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি তিন প্রকার ক্রিয়াশক্তি দেখা যায়। চিচ্ছক্তির অন্যতর নাম অন্তরঙ্গা শক্তি। জীবশক্তির অন্যতর নাম তটস্থা শক্তি। মায়াশক্তির অন্যতর নাম বহিরঙ্গাশক্তি। স্বরূপশক্তি এক হইলেও উক্ত তিনরূপে কার্য্য করিয়া থাকেন। স্বরূপশক্তিতে যে সকল নিত্য লক্ষণ আছে তাহা পূর্ণরূপে চিচ্ছক্তিতে প্রকাশিত। স্বরূপশক্তির লক্ষণ সকল অণু পরিমাণে জীবশক্তিতে প্রকাশিত। স্বরূপ শক্তির বিকৃতি মায়াশক্তিতে প্রকাশিত। স্বরূপশক্তির অন্য তিন প্রকার স্বভাব প্রকাশ আছে। হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ তাহাদের নাম দশমূলে এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

স বৈ হ্লাদিন্যাঃ প্রণয় বিকৃতে র্হ্লাদনরতঃ
তথা সম্বিচ্ছক্তি প্রকটিতরহোভাব রসিতঃ ॥
তয়া শ্রীসন্ধিন্যা কৃত বিশদ তদ্ধাম নিচয়ে
রসাম্ভোধৌ মগ্নো ব্রজরসবিলাসী বিজয়তে ॥ ৪ ॥

স্বরূপশক্তির তিনটী প্রভাব, হ্লাদিনী, সম্বিৎ ও সন্ধিনী। হ্লাদিনীর প্রণয়বিকারে কৃষ্ণ সর্ব্বদা অনুরক্ত। সম্বিচ্ছক্তি প্রকটিত অন্তরঙ্গ ভাবদ্বারা সর্ব্বদা রসিত স্বভাব। সন্ধিনীশক্তি প্রকটিত নির্ম্মল বৃন্দাবনাদিধামে সেই স্বেচ্ছাময় ব্রজরসবিলাসীকৃষ্ণ নিত্যরস সাগরে মগ্নভাবে বিরাজমান। ইহার ভাবার্থ এই যে, হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ স্বরূপশক্তির বৃত্তিত্রয় সর্ব্বত্র পরিচিত। স্বরূপশক্তির হ্লাদিনী শ্রীকৃষ্ণকে বৃষভানুনন্দিনীরূপে সম্পূর্ণ চিদাহ্লাদ প্রদান করিয়া থাকেন। স্বয়ং কৃষ্ণ প্রিয়ঙ্করী হইয়া মহাভাবস্বরূপা। নিজ কায়ব্যূহ স্বরূপে অষ্টপ্রকার ভাবকে অষ্টসখি ও প্রিয়সখি, নর্ম্মসখি, প্রাণসখি ও পরমপ্রেষ্ঠসখি এইরূপ চারিশ্রেণীর সেবাভাবকে, চারি প্রকার সখিরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাঁরা চিজ্জগৎরূপ ব্রজের নিত্যসিদ্ধা সখি। স্বরূপশক্তির সম্বিৎ ব্রজের সমস্ত সম্বন্ধভাব প্রকাশ করিয়াছেন। স্বরূপশক্তির সন্ধিনী ব্রজের ভূজলাদি বিশিষ্ট গ্রাম ও বন, নিকর তথা গিরি গোবর্দ্ধনাদি বিলাসপীঠ শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীরাধিকার ও তৎসখি, সখা, গোধন, দাসাদির চিন্ময়-কলেবর ও বিলাস উপকরণ সমস্তই প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ হ্লাদিনীর প্রণয় বিকারে সর্ব্বদা পরানন্দরত। সম্বিতের প্রকটিত রহস্যজনিত ভাবনিচয়ের সহিত ক্রিয়াবান। বংশীবাদন পূর্ব্বক গোপীজনকে আকর্ষণ, তথা গোচারণাদি এবং রাসলীলাদি সমস্তই সম্বিদাশ্রিত কৃষ্ণক্রিয়া। সন্ধিনীকৃত ধামে ব্রজবিলাসী কৃষ্ণ সর্ব্বদা রসমগ্ন। কৃষ্ণের যত লীলাধাম আছে সর্ব্বাপেক্ষা ব্রজলীলা ধামই উপাদেয়।

ব্র। আপনি বলিয়াছেন সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী ইহারা স্বরূপশক্তির বৃত্তি বিশেষ। স্বরূপশক্তির অণুঅংশে জীবশক্তি ছায়াঅংশে মায়াশক্তি। এই দুয়ে ঐ তিনবৃত্তি কিরূপে কার্য্য করেন একটু আভাস দিতে আজ্ঞা করুন।

বা। জীবশক্তি যেরূপ স্বরূপশক্তির অণু, স্বরূপশক্তির ঐ তিন বৃত্তি জীব-শক্তিতে অণুস্বরূপে বর্ত্তমান। হ্লাদিনীবৃত্তি জীবে ব্রহ্মানন্দ স্বরূপে নিত্যসিদ্ধ। সম্বিৎবৃত্তি জীবের ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপে বর্ত্তমান। সন্ধিনীবৃত্তি জীবের অণুচৈতন্য আকারে প্রকাশিত। এসব বিষয় জীবতত্ত্ব বিচারে জিজ্ঞাসা করিলে ভালরূপে

জানিতে পারিবে। স্বরূপশক্তির হ্লাদিনীবৃত্তি মায়াশক্তিতে জড়ানন্দ, সম্বিৎ-বৃত্তি জড়বিষয় জ্ঞান ও সন্ধিনী বৃত্তি হইতে চোদ্দলোকময় জড়ব্রহ্মাণ্ড জীবের জড়শরীর।

ব্র। শক্তিকার্য্য যদি এইরূপ চিন্তনীয় হইল, তবে শক্তিকে কেন অচিন্ত্যা বলা যায়?

বা। বিষয়গুলি পৃথক্ পৃথক্ চিন্তা করা যায় কিন্তু সম্বন্ধস্থলে সমস্তই অচিন্ত্য। জড়জগতে বিরুদ্ধ ধর্ম্মের একত্রাবস্থান অসম্ভব। যেহেতু বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সকল পরস্পর নষ্ট কারী। কৃষ্ণের শক্তি এরূপ অচিন্ত্য যে, চিজ্জগতে সমস্ত বিরুদ্ধধর্ম্ম সামঞ্জস্যের সহিত সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে। কৃষ্ণ যুগপৎ স্বরূপ ও অরূপ, বিভু ও মূর্ত্তিমান, নির্লেপ ও ক্রিয়াময়, অজ ও নন্দাত্মজ, সর্ব্বারাধ্য ও গোপ, সর্ব্বজ্ঞ ও নরভাবপ্রাপ্ত, সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ, চিন্তাতীত ও রসময়, অসীম ও সীমাবান, অত্যন্ত দূরস্থ ও অত্যন্ত নিকটস্থ, নির্ব্বিকার ও গোপীদিগের মানে ভীত, এই প্রকার অসংখ্য পরস্পর বিরোধী ধর্ম্ম সকল শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণধামে ও শ্রীকৃষ্ণলীলোপকরণে নিত্য সমঞ্জসভাবে চিল্লীলাপোষক। ইহাই শক্তির অচিন্ত্যত্ব।

ব্র। বেদ কি এরূপ স্বীকার করিয়াছেন?

বা। সর্ব্বত্র এই তত্ত্ব স্বীকৃত আছে। শ্বেতাশ্বতরে,—

অপাণি পাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তিবেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তং॥

ঈশাবাস্যে;—

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরেতদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বাস্যাস্য বাহ্যতঃ॥
সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায় মব্রণ
মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং।
কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভু
র্যাথাতথ্যোহর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥

ব্র। বেদে কি স্বচ্ছন্দশক্তি ভগবানের অবতীর্ণ হওয়ার উল্লেখ আছে?

বা। হাঁ। অনেক স্থানেই আছে। তলবকারে উমা-মহেন্দ্র সংবাদে কথিত হইয়াছে যে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ অসুর বিনাশ করিয়া অহঙ্কৃত হন। দেবতাগণ অহঙ্কারে পরস্পর দর্প প্রকাশ করিতেছিলেন এমত সময় পরব্রহ্ম ভগবান্ তাঁহার আশ্চর্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া উঁহাদের অহঙ্কারের বিষয় জিজ্ঞাসা করতঃ উঁহাদিগকে স্বশক্তিক্রমে একটী তৃণ ধ্বংশ করিতে দিলেন। দেবতারা ভগবানের রূপে ও সামর্থ্যে আশ্চর্য্য হইয়া পড়িলেন যথা ;—

তস্মৈতৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্ব-
জবেন তন্ন শশাক দগ্ধুং স তত এব নিববৃতে
নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি ॥

বেদের গূঢ়তাৎপর্য্য এই যে ভগবান অচিন্ত্য সুন্দর পুরুষ। স্বেচ্ছাক্রমে অবতীর্ণ হইয়া জীবের সহিত লীলা করেন।

ব্র। কথিত হইয়াছে যে ভগবান্ রসসমুদ্র ; তাহা বেদে কোন স্থলে বলেন।

বা। তৈত্তিরীয়ে স্পষ্ট বলিয়াছেন ;—

যদ্বৈতৎ সুকৃতং। রসো বৈ সঃ। রসংহ্যেবায়ং
লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কোহ্যেবান্যাৎ কঃপ্রাণ্যাৎ।
যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষহ্যেবানন্দয়তি ॥

ব্র। যদি তিনি রসস্বরূপ তবে বহির্ম্মুখলোক তাঁহাকে কেন না দেখিতে পায়?

বা। মায়াবদ্ধ জীবের দুইপ্রকার অবস্থিতি অর্থাৎ পরাগবস্থিতি ও প্রত্যগবস্থিতি। পরাক্ অবস্থিতি ক্রমে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ অতএব কৃষ্ণসৌন্দর্য্য দর্শনে অক্ষম। তিনি বিষয়মুখ হইয়া মায়িকবিষয় চিন্তন ও দর্শন করেন। প্রত্যগবস্থিত পুরুষ মায়ার প্রতি পরাক্ দৃষ্টি অর্থাৎ পরাঙ্মুখ। কৃষ্ণের প্রতি সাম্মুখ্য হইয়াছে অতএব কৃষ্ণের রসস্বরূপ দর্শনে সক্ষম।

কঠে বলিয়াছেন ;—

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভু স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্ত চক্ষুরমৃতত্ব মিচ্ছন্ ॥

ব্র। "রসো বৈ সঃ" এই বেদবাক্যে যে রসমূর্ত্তি কথিত আছে তাহা কি?

বা। গোপালতাপনী বলিয়াছেন ;—

গোপবেশং সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরং।
দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরং ॥

ব্র। এখন বুঝিতে পারিলাম যে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপই চিজ্জগতের নিত্য সিদ্ধ-স্বরূপ। তিনিই সর্ব্বশক্তিমান্। তিনি স্বয়ং রসস্বরূপ এবং সর্ব্বরসাশ্রয় ব্রহ্ম জ্ঞানাদির দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না। অষ্টাঙ্গযোগ তাঁহার অংশতত্ত্ব পর-মাত্মাকে অনুসন্ধান করে। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম তাঁহার অঙ্গকান্তি। নিত্য চিৎসবিশেষ হইয়া তিনি জগতের আরাধ্যতম বস্তু। কিন্তু সহজে তাঁহাকে পাইবার উপায় দেখি না। তিনি চিন্তাতীত। মানবের চিন্তা বই আর কি উপায় আছে। ব্রাহ্মণই হই বা চণ্ডালই হই, তাঁহার চিন্তাব্যতীত আর কি করিতে পারি। তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিবার উপায়কে দুরূহ বোধ হইতেছে।

বা। কঠে বলিয়াছেন ;—

তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরা
স্তেষাং শান্তিঃ। শাশ্বতীনেতরেষাং।

ব্র। তাঁহাকে আত্মস্থ করিয়া দেখিতে পারিলে শাশ্বতী শান্তি লাভ করা যায়। কি উপায়ে তাঁহাকে দেখিব তাহা বুঝিতে পারি না।

বা। কঠে বলিয়াছেন ;—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ;—

তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয় প্রসাদলেশানুগৃহীত এবহি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোপি চিরং বিচিন্বন্॥

বাবা! আমার প্রভু বড় কৃপাময়। আত্মার আত্মা সেই শ্রীকৃষ্ণ অনেক শাস্ত্র পড়িলে বা শাস্ত্রার্থ বিচার করিলে প্রাপ্য হন না। অনেক মেধা থাকিলে অথবা অনেক শুরুকরণ করিলেই যে তিনি লভ্য হইবেন এরূপ নয়। যিনি আমার কৃষ্ণ বলিয়া তাঁহাকে বরণ করেন, তাঁহাকেই সেই আত্মার আত্মা কৃষ্ণ তাঁহার সচ্চিদানন্দ ঘনস্বরূপ কৃপা করিয়া দেখান। এসব বিষয় অভিধেয় বিচারে তুমি সহজে বুঝিবে।

ব্র। বেদে কি কৃষ্ণধামের উল্লেখ আছে?

বা। অনেক স্থানে উল্লেখ আছে। কোন স্থানে পরব্যোম শব্দ, কোন স্থানে সংব্যোম শব্দ, কোন স্থলে ব্রহ্মগোপালপুরী, কোন স্থানে গোকুল এ প্রকার উল্লেখ আছে। শ্বেতাশ্বতরে ;—

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥

মুণ্ডকে,—

দিব্যেপুরে হ্যেষ সংব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ।

পুরুষবোধিনী শ্রুতিতে,—

গোকুলাখ্যে মাথুরমণ্ডলে দ্বেপার্শ্বে চন্দ্রাবলী রাধিকা চ।

গোপাল উপনিষদে,—

তাসাং মধ্যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মগোপাল পুরী হি।

ব্র। তান্ত্রিকব্রাহ্মণেরা শিবশক্তিকে আদ্যাশক্তি বলেন ইহার কারণ কি?

বা। শিবশক্তি মায়াশক্তি। মায়াতে সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিনটী গুণ আছে। যে সকল ব্রাহ্মণেরা সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট, তাঁহারা সেই গুণের অধিষ্ঠাত্রী মায়াকে একটু শুদ্ধভাবে আরাধনা করেন। যে সকল ব্রাহ্মণেরা রাজসিক, তাঁহারা রজগুণান্বিতা সেই মায়াকে আরাধনা করেন। যাঁহারা তমগুণাশ্রিত তাঁহারা অন্ধকার তমগুণাধিষ্ঠাত্রী মায়াকে বিদ্যা বলিয়া আরাধনা করেন। বস্তুতঃ মায়া ভগবচ্ছক্তির বিকার মাত্র। মায়া বলিয়া পৃথক শক্তি নাই। ভগবচ্ছক্তির ছায়া বিকারই মায়া। মায়াই জীবের বন্ধ মুক্তির হেতু। কৃষ্ণবহির্মুখ হইলে মায়া জীবকে জড়বিষয়ে আবদ্ধ করিয়া দণ্ড দেন। কৃষ্ণসাম্মুখ্য লাভ করিলে তিনি সত্ত্বগুণ প্রকাশ করিয়া জীবকে কৃষ্ণজ্ঞান দান করেন। এতন্নিবন্ধন মায়াগুণে আবদ্ধ ব্যক্তিগণ মায়ার আদর্শ স্বরূপশক্তিকে দেখিতে না পাইয়া মায়াকে আদ্যাশক্তি বলিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। মায়ামোহিত জীবের উচ্চ সিদ্ধান্ত কেবল সুকৃতিক্রমেই হইয়া থাকে। সুকৃত না থাকিলে হয় না।

ব্র। গোকুল উপাসনায় শ্রীদুর্গাদেবীকে পার্ষদমধ্যে গণনা করা হইয়াছে। গোকুলগত দুর্গা কে?

বা। তিনিই যোগমায়া। চিচ্ছক্তির বিকারবীজরূপে তাঁহার অবস্থিতি এতন্নিবন্ধন তিনি যখন চিদ্ধামে থাকেন, তখন স্বরূপশক্তির সহিত নিজের অভেদ বুদ্ধি রাখেন। তাঁহার বিকারই জড়মায়া। অতএব জড়মায়াস্থিত দুর্গা সেই দুর্গার পরিচারিকা। চিচ্ছক্তিগতা দুর্গা কৃষ্ণের লীলাপোষণ শক্তি। নিত্যধামে গোপীসকল যে পারকীয় ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক কৃষ্ণের রস বিলাস পুষ্টি করেন, তাহা যোগমায়া প্রদত্ত। রাসলীলায় "যোগমায়ামুপাশ্রিত" এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে স্বরূপশক্তির চিদ্বিলাসে অনেকগুলি কার্য্য হয়, যাহা অজ্ঞান

কার্য্যের ন্যায় প্রতীত হয়, কিন্তু বস্তুতঃ অজ্ঞান নয়। মহারসের পুষ্টির জন্য তদ্রূপ অজ্ঞান যোগমায়া কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়। এ সমস্ত বিষয় রস বিচারে জানিতে পারিবে।

ব্র। ধামতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার আর একটী কথা জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে, কৃপা করিয়া বলুন। বৈষ্ণবগণ এই নবদ্বীপকে শ্রীধাম বলেন কেন?

বা। শ্রীনবদ্বীপধাম শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে অপৃথক তত্ত্ব। এই মায়াপুর সর্ব্বোপরি। ব্রজে যেরূপ শ্রীগোকুল, শ্রীনবদ্বীপে সেইরূপ শ্রীমায়াপুর। মায়াপুর শ্রীনবদ্বীপধামের মহাযোগপীঠ। "ছন্নঃ কলৌ" এই ন্যায়ক্রমে ভগবানের পূর্ণাবতার যেরূপ প্রচ্ছন্ন, তাঁহার ধাম শ্রীনবদ্বীপও সেইরূপ প্রচ্ছন্ন ধাম। কলিকালে শ্রীনবদ্বীপের ন্যায় আর তীর্থ নাই। এই ধামের চিন্ময়ত্ব যাহার জ্ঞান গোচর হয়, সেই যথার্থ ব্রজবাসের অধিকারী। ব্রজই বল বা নবদ্বীপই বল বহির্ম্মুখ চক্ষে প্রপঞ্চময়। ভাগ্যক্রমে যাহাদের চিন্ময় চক্ষু উন্মীলিত হয়, তাঁহারাই ধাম দর্শন করিতে সক্ষম হন।

ব্র। এই নবদ্বীপধামের স্বরূপ জানিতে ইচ্ছা করি।

বা। গোলোক, বৃন্দাবন ও শ্বেতদ্বীপ পরব্যোমের অন্তঃপুর। গোলোকে কৃষ্ণের স্বকীয় লীলা। বৃন্দাবনে পারকীয় লীলা। শ্বেতদ্বীপে সেই লীলার পরিশিষ্ট। গোলোক, বৃন্দাবন, শ্বেতদ্বীপে তত্ত্বভেদ নাই। শ্রীনবদ্বীপ বস্তুতঃ শ্বেতদ্বীপ হইয়াও বৃন্দাবন হইতে অভেদ। শ্রীনবদ্বীপবাসীগণ পরমসৌভাগ্যবান। তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদ। অনেক পুণ্যপুঞ্জফলে শ্রীনবদ্বীপবাস লাভ হয়। শ্রীবৃন্দাবনে কোন রস অপ্রকাশ ছিল। তাহা শ্রীনবদ্বীপে প্রকটিত হইয়াছে। সে রসের অধিকারী হইলে, তাহার অনুভব হইবে।

ব্র। শ্রীনবদ্বীপধামের আয়তন কি?

বা। শ্রীনবদ্বীপধামের ষোল ক্রোশ পরিধি। ধামটী অষ্টদল পদ্মের আকার। অষ্টদলে অষ্টদ্বীপ ও মধ্যভাগে কর্ণিকার। সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ এবং রুদ্রদ্বীপ এই আটটী দ্বীপে অষ্টদল। অন্তর্দ্বীপ মধ্যভাগে। অন্তর্দ্বীপের মধ্যস্থল শ্রীমায়াপুর। এই নবদ্বীপ ধামে, বিশেষতঃ শ্রীমায়াপুরে, সাধন করিলে জীব অচিরে প্রেম সাক্ষাৎ লাভ করেন। শ্রীমায়াপুরের মধ্যভাগে মহাযোগপীঠরূপ শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের মন্দির। সেই যোগপীঠে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নিত্যলীলা ভাগ্যবানগণ দর্শন করেন।

ব্র। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলা কি স্বরূপ শক্তির ব্যাপার?

বা। শ্রীকৃষ্ণলীলা যেরূপ স্বরূপশক্তির ক্রিয়া, গৌরাঙ্গলীলা ও তদ্রূপ। শ্রীকৃষ্ণে ও শ্রীগৌরাঙ্গে কিছুমাত্র ভেদ নাই। শ্রীস্বরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন ;—

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং ॥

বাবা। কৃষ্ণ ও চৈতন্য নিত্যপ্রকাশ। কে অগ্রে কে পশ্চাৎ বলা যায় না। আগে চৈতন্য ছিল পরে রাধা কৃষ্ণ হইল। আবার সেই দুই একত্র হইয়া এখন চৈতন্য হইয়াছে। এ কথার তাৎপর্য্য এই যে কেহ আগে কেহ পাছে এরূপ নয়। দুই প্রকাশই নিত্য। পরমতত্ত্বের সমস্ত লীলাই নিত্য। যে ব্যক্তি ঐ দুই লীলার কোন লীলাকে অবান্তর মনে করে, সে অতিশয় অতত্ত্বজ্ঞ ও নীরস।

ব্র। শ্রীগৌরাঙ্গ যদি সাক্ষাৎ পরিপূর্ণ তত্ত্ব হইলেন, তবে তাঁহার পূজার ব্যবস্থা কি ?

বা। গৌরাঙ্গ নাম মন্ত্রে গৌরপূজা করিলে ও যাহা হয়, কৃষ্ণ নাম মন্ত্রে কৃষ্ণ পূজা করিলে ও তাহাই হয়। কৃষ্ণমন্ত্রে গৌরপূজা বা গৌরমন্ত্রে কৃষ্ণপূজা সকলই এক। ইহাতে যে ভেদ বুদ্ধি করে সে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ও কলির দাস।

ব্র। ছন্নাবতারের মন্ত্র কিরূপে পাওয়া যায় ?

বা। যে তন্ত্র প্রকাশ্য অবতারগণের মন্ত্র প্রকাশ্যরূপে বর্ণন করিয়াছেন, সেই তন্ত্র ছন্নাবতারের মন্ত্র ছন্নরূপে লিখিয়া রাখিয়াছেন। যাঁহাদের বুদ্ধি কুটীল নয় তাঁহারা বুঝিয়া লইতে পারেন।

ব্র। গৌরাঙ্গের যুগল কি প্রণালীতে হয় ?

বা। গৌরাঙ্গের যুগল দুই প্রকার। অর্চ্চনমার্গে এক প্রকার ও ভজন মার্গে অন্য প্রকার। অর্চ্চন মার্গে শ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়া পূজিত হন। ভজন মার্গে শ্রীগৌর গদাধর।

ব্র। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের কোন শক্তি ?

বা। সাধারণে তাঁহাকে ভূশক্তি বলিয়া ভক্তগণ বলেন। তত্ত্বতঃ তিনি হ্লাদিনীসারসমবেত সম্বিৎ শক্তি, অর্থাৎ ভক্তি স্বরূপিণী। শ্রীগৌরাবতারে শ্রীনাম প্রচারের সহায় স্বরূপে উদিত হইয়াছিলেন। শ্রীনবদ্বীপধাম যেরূপ নববিধ ভক্তির নয়টী দ্বীপ, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া তদ্রূপ নবধা ভক্তির স্বরূপ।

ব্র। তবে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে স্বরূপ শক্তি বলা যায় ?

বা। ইহাতে সন্দেহ কি? স্বরূপ শক্তির হ্লাদিনী সার সমবেত সম্বিচ্ছক্তি কি স্বরূপ শক্তি নন?

ব্র। প্রভো! সত্বরেই আমি অর্চ্চন সম্বন্ধে শ্রীগৌরাচ্চন পদ্ধতি শিক্ষা করিব। এখন আর একটী তত্ত্ব কথা মনে পড়িল, জিজ্ঞাসা করিতেছি। চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি ইহাঁরা স্বরূপশক্তির প্রভাব, আবার হ্লাদিনী, সন্ধিনী, সম্বিৎ ইহাঁরা প্রত্যেক প্রভাবের প্রবৃত্ত যত কিছু অনুভব হইতেছে, সকলই শক্তির কার্য্য চিজ্জগৎ, চিৎশরীর, চিৎসম্বন্ধ, চিল্লীলা সকলই শক্তির পরিচয়। শক্তিমান যে কৃষ্ণ তাঁহার পরিচয় কোথা?

বা। বাবা! এ বড় বিষম সমস্যা। ন্যায়ের ফাঁকিবাণ মারিয়া এই বৃদ্ধকে কি বধ করিবে? প্রশ্নটী যেমত সহজ, উত্তর ও তদ্রূপ বটে, কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর বুঝিবার অধিকারী পাওয়া কঠিন। আমি বলি তুমি বুঝিয়া লও। কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা সকলই শক্তি পরিচয় বটে, কিন্তু স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাময়তা ত শক্তির কার্য্য নয়। সেইটী কেবল পরম পুরুষের স্বরূপনিষ্ঠ কার্য্য। কৃষ্ণ ইচ্ছাময় ও শক্তির আশ্রয় রূপ পুরুষ বিশেষ; শক্তি ভোগ্যা, কৃষ্ণ ভোক্তা। শক্তি অধীন, কৃষ্ণ স্বাধীন। এই স্বাধীন পুরুষটীকে সর্ব্ব প্রকারে ঘেরিয়া রাখিয়াছে। তথাপি স্বাধীন পুরুষ সর্ব্বদা পূর্ণরূপে অনুভূত। সেই স্বাধীন পুরুষটী শক্তি পিহিত হইলেও তিনি শক্তির অধ্যক্ষ। মনুষ্য তাঁহাকে অনুভব করিতে গেলে শক্তির আশ্রয়েই অনুভব করে, অতএব শক্তি পরিচয়ের অতীত শক্তিমানের পরিচয় অনুভব করে না। কিন্তু ভক্ত পুরুষ যখন তাঁহাতে প্রেম করেন, তখন শক্তির অতীত শক্তিমান নেতার সাক্ষাৎকার হয়। ভক্তি শক্তিময়ী, অতএব স্ত্রীস্বরূপা। কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তির অনুগত হইয়া কৃষ্ণের ইচ্ছাময় পুরুষত্ব পরিচায়ক পৌরুষ বিলাস অনুভব করেন।

ব্র। যদি শক্তির অতীত কোন পরিচয়হীন তত্ত্ব হয়, তাহা ত উপনিষদ্ উক্ত ব্রহ্ম হইয়া পড়ে।

বা। উপনিষদুক্ত ব্রহ্ম ইচ্ছাহীন। ঔপনিষদ্ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ স্বেচ্ছাময়। উভয়ে অনেক প্রভেদ। ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ। কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি হইতে পৃথক্ হইলে ও সবিশেষ; যেহেতু তাহাতে পুরুষত্ব, ভোক্তৃত্ব, অধিকার ও স্বতন্ত্রতা আছে। বস্তুতঃ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণশক্তি অপৃথক্। শক্তি যে কৃষ্ণ পরিচয় দেন, তাহাও সাক্ষাৎ কৃষ্ণ কেননা কৃষ্ণকামিনী শক্তি শ্রীরাধারূপে নিজের পরিচয় স্ত্রীভাবে দিয়া

থাকেন। কৃষ্ণ সেব্য, পরমাশক্তি শ্রীমতী তাঁহার সেবাদাসী। পরস্পরের অভিমানই পরস্পরের ভেদকতত্ত্ব।

ব্র। কৃষ্ণের ইচ্ছা ও ভোক্তৃত্ব যদি পুরুষরূপী কৃষ্ণের পরিচয় হয়, তবে শ্রীমতীর ইচ্ছাটি কি?

বা। শ্রীমতীর ইচ্ছা কৃষ্ণাধীনা। কৃষ্ণ হইতে কোন স্বাধীন ইচ্ছা বা চেষ্টা নাই। ইচ্ছা কৃষ্ণের। সেই শক্তির অধীন যে কৃষ্ণসেবার ইচ্ছা তাহা রাধিকার। রাধিকা পূর্ণশক্তি বা আদ্যাশক্তি। কৃষ্ণ পুরুষ বা শক্তির অধীশ্বর ও প্রবর্ত্তক।

এই পর্য্যন্ত কথোপকথনের পর বাবাজী মহাশয়ের আজ্ঞা পাইয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করত ব্রজনাথ পরমাহ্লাদে বিল্বপুষ্করিণী গ্রামে নিজ বাটীতে গমন করিলেন। দিন দিন ব্রজনাথের ভাব পরিবর্ত্তন হইতেছে দেখিয়া তাঁহার ঠাকুরমা তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ করিতে লাগিলেন। ব্রজনাথ সে সব কথায় কর্ণপাত করেন না। দিবানিশি বাবাজী মহাশয়ের শিক্ষিত তত্ত্বগুলির আলোচনা করিতে লাগিলেন। কথাগুলি সমস্ত হৃদয়ঙ্গম হইলে আবার অমৃতময় নূতন উপদেশ লইব এরূপ মনে করিয়া আনন্দের সহিত শ্রীবাস অঙ্গনে গমন করেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

নিত্যধর্ম্ম ও সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন।

(প্রমেয়ান্তর্গত জীববিচার)

অদ্য ব্রজনাথ একটু শীঘ্রই শ্রীবাসঅঙ্গনে পৌঁছিলেন। সন্ধ্যা আরাত্রিক দেখিবার জন্য সে দিবস শ্রীগোদ্রুমবাসী ভক্তগণ শ্রীবাসঅঙ্গনে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পৌঁছিয়াছিলেন। শ্রীপ্রেমদাস পরমহংস বাবাজী, বৈষ্ণবদাস ও অদ্বৈতদাস প্রভৃতি সকলেই মাধবীবিতানের মণ্ডপে বসিলেন। ব্রজনাথ শ্রীগোদ্রুমবাসী বৈষ্ণবদিগের ভাব দেখিয়া মনে মনে করিলেন আমি সত্বরেই ইহাঁদের সঙ্গলাভ করিয়া চরিতার্থ হইব। ব্রজনাথের সুনম্র মুখশ্রী ও ভক্তিময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহারা দক্ষিণাভিমুখে শ্রীগোদ্রুম যাত্রা করিলে, বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় দেখিলেন যে ব্রজনাথের চক্ষু

হইতে দর দর ধারা পড়িতেছে। রঘুনাথদাস বাবাজী মহাশয়ের কি এক অপূর্ব্ব স্নেহ ব্রজনাথের প্রতি হইয়াছে যে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবা! তুমি কেন রোদন করিতেছ? ব্রজনাথ বিনীতভাবে বলিলেন প্রভো! আপনার উপদেশ ও সঙ্গ বলে আমার চিত্ত বিকলিত হইয়াছে। এ সংসারকে অসার বলিয়া বোধ হইতেছে। শ্রীগৌরপদ আশ্রয় করিতে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছি। অদ্য আমার মনে এই একটী জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইয়াছে। আমি তত্ত্বতঃ কে? এই জগতেই বা আমি কেন আসিয়াছি?

বা। ভাল, তুমি এই প্রশ্ন করিয়া আমাকে ধন্য করিলে। যে জীবের শুভ দিন উদয় হয় তিনি এই প্রশ্নটী সর্ব্বাগ্রে করিয়া থাকেন। দশমূলের শ্লোক ও শ্লোকার্থ শ্রবণ করিলে আর কিছু সন্দেহ থাকিবে না।

স্ফুলিঙ্গাঃ ঋদ্ধাগ্নেরিব চিদণবো জীবনিচয়াঃ
হরেঃ সূর্য্যস্যৈবাপৃথগপি তু তদ্ভেদবিষয়াঃ।
বশে মায়া যস্য প্রকৃতিপতিরেবেশ্বর ইহ
স জীবো মুক্তোপি প্রকৃতিবশযোগ্যঃ স্বগুণতঃ। ৫॥

উজ্জ্বলিত অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গ যেরূপ বাহির হয়, সেইরূপ চিৎসূর্য্যস্বরূপ শ্রীহরির কিরণ-কণ স্থানীয় চিৎ পরমাণুস্বরূপ অনন্ত জীব। শ্রীহরি হইতে অপৃথক হইয়াও জীব সকল নিত্য পৃথক্। ঈশ্বর ও জীবের নিত্য ভেদ এই যে, যে পুরুষের বিশেষ ধর্ম্ম হইতে মায়াশক্তি তাঁহার নিত্য বশীভূত দাসী আছেন ও যিনি স্বভাবতঃ প্রকৃতির অধীশ্বর, তিনিই ঈশ্বর। যিনি মুক্ত অবস্থাতে ও স্বভাব অনুসারে মায়া প্রকৃতির বশ-যোগ্য তিনি জীব।

ব্র। সিদ্ধান্ত অপূর্ব্ব! বেদপ্রমাণ জানিতে ইচ্ছা করি। প্রভুবাক্যই বেদ বটে, কিন্তু উপনিষদে ইহা দেখাইলে লোকে ইহাকে প্রভু বাক্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে।

বা। বহুতর বেদবাক্যে এই তত্ত্ব আছে। আমি দুই একটী বলি শ্রবণ কর। বৃহদারণ্যকে ;—

যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি
এবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি ॥
তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবতঃ
ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নং স্থানং ॥

তস্মিন সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে
পশ্যতীদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ ।

এই বাক্যে জীবশক্তির তটস্থ লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে। পুনর্ব্বার বৃহদারণ্যক বলেন ;—

তদ্যথা মহামৎস্য উভে কূলেঽনুসঞ্চরতি
পূর্ব্বঞ্চ পরঞ্চৈবমেবায়ং পুরুষ এতাবুভা-
বন্তাবনুসঞ্চরতি স্বপ্নান্তঞ্চ বুদ্ধান্তঞ্চ ॥

ব্র। তটস্থ শব্দের বৈদান্তিক অর্থ কি ?

বা। নদীর জল ও ভূমির মধ্যবর্ত্তী স্থানকে তট বলে। জলের সংলগ্নই ভূমি। তট কোথায় ? তট কেবল জল ও ভূমির মধ্যবর্ত্তী বিভাগকারী সূত্র-বিশেষ। তট অতি সূক্ষ্ম স্থান। স্থূল চক্ষে দেখা যায় না। চিজ্জগৎকে জলের সঙ্গে তুলনা করিলে এবং মায়িক জগৎকে ভূমির সহিত তুলনা করিলে তদুভয়ের বিভাগকারী সূক্ষ্মসূত্রই তট। সেই সান্ধ স্থলে জীব শক্তির অবস্থিতি। সূর্য্যের কিরণে যেরূপ পরমাণু সকল অবস্থিতি করে, জীব সকল সেইরূপ। জীব একদিকে চিজ্জগৎ দেখিতেছেন ও অপর দিকে মায়া রচিত ব্রহ্মাণ্ড দেখিতেছেন। ঈশ্বরের চিচ্ছক্তি অসীম। মায়াশক্তি ও প্রকাণ্ড। তদুভয়ের মধ্য স্থিত অনন্ত জীব সূক্ষ্ম। তটস্থশক্তি হইতে জীব। অতএব জীবের স্বভাব ও তটস্থ।

ব্র। তটস্থ স্বভাব কিরূপ ?

বা। উভয় জগতের মধ্যবর্ত্তী হইয়া দুইদিকেই দৃষ্টি চলে। উভয় শক্তির বশীভূত হইবার যোগ্যতাই তটস্থ স্বভাব। তট জলের জোরে কাটিয়া গিয়া নদী হয় আবার ভূমির দৃঢ়তা লাভ করিলে ভূমি হইয়া পড়ে। জীব যদি কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টি করেন, তবে তিনি কৃষ্ণ শক্তিতে দৃঢ় হন। যদি মায়ার প্রতি দৃষ্টি করেন, তবে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া মায়ার জালে পড়িয়া আবদ্ধ হন। এই স্বভাবই তটস্থ স্বভাব।

ব্র। জীবের গঠনে কি মায়ার কোন তত্ত্ব আছে ?

বা। না। জীব চিদ্বস্তুতে গঠিত। নিতান্ত অণুস্বরূপ হওয়ায় চিদ্বল অভাবে মায়ার অভিভাব্য অর্থাৎ মায়ার দ্বারা পরাজিত হইবার যোগ্য। জীবের সত্তায় মায়া সম্বন্ধ নাই।

ব্র। আমি আমার অধ্যাপকের নিকট শুনিয়াছিলাম যে ব্রহ্মের চিৎখণ্ড মায়া পরিবেষ্টিত হইয়া জীব হইয়াছে। আকাশ যেরূপ সর্ব্বদা মহাকাশ কিন্তু আবরিত হইলে ঘটাকাশ হয়। জীব সেইরূপ স্বভাবতঃ ব্রহ্ম, মায়া দ্বারা আবরিত হইয়া জীব হইয়াছে। এ কথা কি?

বা। এ কথাটা মায়াবাদ মাত্র। ব্রহ্ম বস্তুকে মায়া কিরূপে স্পর্শ করিতে পারে। ব্রহ্মকে যদি লুপ্ত শক্তি বলো, তবেই বা মায়াসান্নিধ্য কিরূপে হয়। মায়া শক্তিও যেখানে লুপ্ত, সেখানে মায়ার ক্রিয়া কিরূপে সম্ভব হয়। মায়ার আবরণে ব্রহ্মের দুর্দ্দশা কখনই সম্ভব হয় না। যদি ব্রহ্মের পরাশক্তিকে জাগরিত রাখ তবে মায়া তুচ্ছা শক্তি, সে কিরূপে চিচ্ছক্তিকে পরাজয় করিয়া ব্রহ্ম হইতে জীব সৃষ্টি করিবে? ব্রহ্ম অপরিমেয় তাঁহাকেই বা কিরূপে ঘটাকাশের ন্যায় খণ্ড খণ্ড করা যায়? ব্রহ্মের উপর মায়ার ক্রিয়া স্বীকার করা যায় না। জীবসৃষ্টিতে মায়ার অধিকার নাই। জীব অণু হইলেও মায়ার পরতন্ত্র।

ব্র। কোন সময়ে একটী অধ্যাপক বলিয়াছিলেন যে জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব। সূর্য্য যেরূপ জলে প্রতিবিম্বিত হন, ব্রহ্ম তদ্রূপ মায়ায় প্রতিবিম্বিত হইয়া জীব হইয়াছেন। এ কথাইবা কি?

বা। ইহাও মায়াবাদ। ব্রহ্মের সীমা নাই। অসীম বস্তু কখনই প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না। ব্রহ্মকে সীমাবশিষ্ট করা বেদসিদ্ধ মত নয়। প্রতিবিম্ববাদ নিতান্ত হেয়।

ব্র। আর একবার একজন দিগ্বিজয়ী সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন যে জীব বস্তুতঃ কিছুই নয়। ভ্রমবশতঃ জীববুদ্ধি হইয়াছে। ভ্রম দূর হইলে একমাত্র অখণ্ড ব্রহ্মই থাকেন। এ কথা কি?

বা। এ কথাও মায়াবাদ ও অমূলক। একমেবাদ্বিতীয়ং এই বেদবাক্যে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কি পাওয়া যায়। ব্রহ্ম ব্যতীত আর যদি কিছু নাই, তবে ভ্রম কোথা হইতে আসিল? কাহারই বা ভ্রম? যদি বল ব্রহ্মের ভ্রম তবে তুমি ব্রহ্মকে অকিঞ্চিৎকর করিয়া ব্রহ্ম রাখিলে না। ভ্রম বলিয়া যদি একটা পৃথক্ তত্ত্ব মানা যায়, তবে অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্বের ব্যাঘাত হয়।

ব্র। একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কোন সময় এই নবদ্বীপে বিচার করিয়া স্থাপন করেন যে জীবই আছেন। তিনি স্বপ্নে সমস্ত সৃষ্টি করিয়া তাহাতে সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছেন। স্বপ্নান্ত হইলে তিনি ব্রহ্মস্বরূপ। এবা কি কথা?

বা। ইহাও মায়াবাদ। ব্রহ্মাবস্থা হইতে জীবাবস্থা ও স্বপ্ন এ সকল কিরূপে সিদ্ধ হয়। শুক্তিতে রজত জ্ঞান ও রজ্জুতে সর্প জ্ঞান এ সকল উদাহরণদ্বারা মায়াবাদী কখনই অদ্বয় জ্ঞানকে স্থিরতর রাখিতে পারিবেন না। এ সমস্ত ফাঁকি জীবকে মোহিত করিবার জন্য জালস্বরূপ প্রস্তুত হইয়াছে।

ব্র। জীবের স্বরূপে মায়ার কার্য্য নাই ইহা অবশ্য স্বীকৃত হইবে। জীবের স্বভাবে মায়ার বিক্রম হইতে পারে ইহাও বুঝিলাম। এখন জিজ্ঞাসা করি চিচ্ছক্তি কি জীবকে তটস্থ স্বভাব দিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন?

বা। না। চিচ্ছক্তি কৃষ্ণের পরিপূর্ণশক্তি। তিনি যাহা উদ্ভব করেন সে সমস্তই নিত্য-সিদ্ধ বস্তু। জীব নিত্যসিদ্ধ নয়। সাধনদ্বারা জীব সাধনসিদ্ধ হইয়া নিত্যসিদ্ধের সমান আনন্দ ভোগ করেন। শ্রীমতীর চতুর্ব্বিধ সখীগণ নিত্যসিদ্ধা এবং চিচ্ছক্তিস্বরূপ শ্রীমতীর কায়ব্যূহ। জীব সকল কৃষ্ণের জীবশক্তি হইতে উদয় হইয়াছেন। চিচ্ছক্তি যেরূপ কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি, জীব শক্তি সেরূপ কৃষ্ণের অপূর্ণ শক্তি। পূর্ণ শক্তি হইতে সমস্ত পূর্ণতত্ত্বের পরিণতি। অপূর্ণ শক্তি হইতে অণু-চৈতন্যস্বরূপ জীব সকলের পরিণতি। কৃষ্ণ এক এক শক্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া তদনুরূপ স্বরূপ প্রকাশ করেন। চিৎস্বরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া কৃষ্ণ বা পরব্যোমনাথ নারায়ণের স্বরূপ প্রকাশ করেন। জীবশক্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া ব্রজের স্বীয় বিলাস মূর্ত্তিরূপ বলদেবস্বরূপ প্রকাশ করেন। মায়াশক্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া কারণোদকশায়ী, ক্ষীরোদকশায়ী ও গর্ভোদকশায়ীরূপ বিষ্ণুর স্বরূপত্রয় প্রকাশ করেন। ব্রজে কৃষ্ণস্বরূপে সমস্ত পূর্ণ চিদ্ব্যাপার প্রকট করেন। বলদেবস্বরূপে শেষতত্ত্ব হইয়া শেষীস্বরূপ কৃষ্ণের অষ্টপ্রকার সেবা নির্ম্মাণের জন্য নিত্যমুক্ত পার্ষদজীবনিচয়কে প্রকট করান। আবার পরব্যোমে শেষরূপ সঙ্কর্ষণ হইয়া শেষীরূপ নারায়ণের অষ্টপ্রকার সেবা নির্ব্বাহের জন্য নিত্য পার্ষদরূপ অষ্টপ্রকার সেবক প্রকট করান। সঙ্কর্ষণের অবতার রূপ মহাবিষ্ণু জীবশক্তির অধিষ্ঠান হইয়া পরমাত্মস্বরূপে জগদ্গত জীবাত্মা সকলকে প্রকট করেন। এই সমস্ত জীব মায়া-প্রবণ। যে পর্য্যন্ত ভগবৎ কৃপাবলে চিচ্ছক্তিগত হ্লাদিনীর আশ্রয় না পান, ততদিন তাঁহাদের মায়াকর্ত্তৃক পরাজিত হইবার সম্ভাবনা। মায়াবদ্ধ অনন্তজীব মায়াকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া মায়ার গুণত্রয়ের অনুগত। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে জীবশক্তিই জীবকে প্রকট করান। চিচ্ছক্তি জীবকে প্রকট করান না।

ব্র। পূর্ব্বে শুনিয়াছি চিজ্জগৎ নিত্য ও জীবও নিত্য। তাহা হইলে নিত্য বস্তুর উদ্ভব, সৃষ্টি ও প্রাকট্য কিরূপে সম্ভব হয়? কোন সময়ে যদি তাঁহারা প্রকট হন অথচ পূর্ব্বে অপ্রকট ছিলেন, তাহা হইলে তাঁহাদের নিত্যতা কিরূপে সম্ভব হয়?

বা। জড়জগতে যে দেশ ও কাল অনুভব করিতেছ, তাহা চিজ্জগতের দেশ ও কাল হইতে বিলক্ষণ। জড়জগতের কাল ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন বিভাগে বিভক্ত। চিজ্জগতের কাল অখণ্ডরূপে নিত্যবর্ত্তমান। চিদ্ব্যাপারে যত কিছু ঘটনা আছে, সমস্তই নিত্যবর্ত্তমানকালে প্রতীত। আমরা যে কিছু বর্ণন করি সকলই জড়কালও দেশের অধিকৃত। সুতরাং আমরা যখন 'জীব সৃষ্ট হইয়াছিলেন' 'জীব পরে মায়াবদ্ধ হইলেন' 'চিজ্জগৎ প্রকট হইল' 'জীবের গঠনে চিৎ বৈ মায়ার কার্য্য নাই' এইরূপ কথা বলি, তখন আমাদের বাক্যের উপর জড়ীয় কালের বিক্রম হইয়া থাকে। আমাদের বদ্ধাবস্থায় এপ্রকার বর্ণন অনিবার্য্য। এইজন্য জীববিষয়ে ও চিদ্বিষয়ে সমস্ত বর্ণনেই মায়িক কালের অধিকার ছাড়ান যায় না। ভূত ভবিষ্যৎ ভাব সুতরাং আসিয়া পড়ে। এই বর্ণন সকলের তৎপর্য্য অনুভব সময়ে শুদ্ধবিচারকগণ নিত্য বর্ত্তমান কাল প্রয়োগের অনুভব করিয়া থাকেন। বাবা! এ বিষয় বিচার সময়ে একটু বিশেষ সতর্ক থাকিবে। অনিবার্য্য বাক্যেরহেয়ত্ব পরিত্যাগ করিয়া চিদনুভব করিবে। কৃষ্ণের নিত্যদাস জীব স্বীয় স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া মায়াবদ্ধ হইয়াছেন, একথা সকল বৈষ্ণবেই বলিয়া থাকেন। কিন্তু সকলেই জানেন জীব নিত্যবস্তু, দুই প্রকার। নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্ত। এ বিষয়ে মানববুদ্ধি প্রমাদের বশীভূত বলিয়া এরূপ উক্তি হয়; কিন্তু ধীর ব্যক্তি চিৎসমাধি দ্বারা অপ্রাকৃত সত্যের অনুভব করেন। আমাদের বাক্য জড়ময়। যত কথা বলিব বাক্যমল আসিয়া উপস্থিত হইবে, কিন্তু বাবা! তুমি নির্ম্মলসত্য অনুভব করিয়া লইবে। এ বিষয় তর্ক স্থান পায় না, কেন না অচিন্ত্য ভাব সকলে তর্ককে নিযুক্ত করা বৃথা। আমি জানিতেছি তুমি এখনই এ ভাব হঠাৎ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। তোমার হৃদয়ে যত চিদনুশীলন বৃদ্ধি হইবে ততই জড় হইতে চিদের বৈলক্ষণ্য সহজে উদয় হইবে। তোমার শরীর জড়ময়, শরীরের সমস্ত ক্রিয়া জড়ময়; কিন্তু তুমি জড়ময় নও, তুমি অণুচৈতন্য বস্তু। আপনাকে আপনি যত জানিতে পারিবে, ততই নিজস্বরূপকে মায়িক জগৎ হইতে শ্রেষ্ঠতত্ত্ব বলিয়া অনুভব করিতে পারিবে। এ ফলটী আমি বলিয়া দিলে তোমার লাভ হইবে না, অথবা তুমি শুনিয়া লইলেও লাভ হইবে না। তুমি যত হরিনামের অনুশীলনে

নিজের চিন্ময়ত্ব উদয় করাইবে, ততই তোমার চিজ্জগতের প্রতীতি হইবে। বাক্য ও মন উভয়ই জড় সম্বন্ধে উৎপন্ন। তাহারা অধিক চেষ্টা করিয়াও চিদ্বস্তু স্পর্শ করিতে পারে না। যথা বেদ বলিয়াছেন ;—

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ।

আমার উপদেশ এই যে তুমি এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবে না, নিজে অনুভব করিবে। আমি প্রদেশমাত্র বলিলাম।

ব্র। আপনি বলিলেন জ্বলিত অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গস্বরূপ চিৎসূর্য্যের কিরণ পরমাণু স্বরূপ জীব। ইহাতে জীবশক্তির কার্য্য কি ?

বা। কৃষ্ণ—জ্বলিত অগ্নি বা সূর্য্যস্বরূপ স্বপ্রকাশ। জ্বলিত অগ্নির যতদূর স্বীয় সীমা তন্মধ্যে সমস্তই পরিপূর্ণ চিদ্ব্যাপার। তাহার রশ্মিমণ্ডলে সূর্য্যের কিরণ বিস্তৃত হইয়াছে। কিরণটী স্বরূপশক্তির অণুকার্য্য। সেই অণুকার্য্য মধ্যস্থ কিরণকণ সকল তাহার পরমাণু। জীব সকল সেই পরমাণু নিচয়। স্বরূপশক্তি সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তি জগৎ প্রকটয়িত্রী। রশ্মিমণ্ডলের ক্রিয়া চিচ্ছক্তির অণ্বংশরূপ জীবশক্তির ক্রিয়া। অতএব জীববিষয়ে কেবল জীবশক্তির ক্রিয়া আছে। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" এই শ্রুতিমতে পরাশক্তিস্বরূপ চিচ্ছক্তি নিজ মণ্ডল বহির্ভূত হইয়া জীবশক্তিরূপে চিন্মণ্ডল ও মায়ামণ্ডলের মধ্যতট ভূমিতে সূর্য্যকিরণরূপে নিত্যজীব সকলের প্রকটয়িত্রী হইয়াছেন।

ব্র। জ্বলিত অগ্নি জড় বস্তু, সূর্য্য জড়বস্তু, বিস্ফুলিঙ্গ ও জড়দ্রব্যবিশেষ, এই সকল জড় বস্তুর তুলনা কেন চিত্তত্ত্বে প্রয়োগ হইয়াছে।

বা। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জড়বাক্যে চিদ্বিষয়ের কথা বলিতে গেলেই জড়মল সুতরাং আসিয়া পড়িবে। অতএব বাধ্য হইয়া এরূপ উদাহরণ দেওয়া যায়। উপায়ান্তর নাই বলিয়া চিদ্বস্তুকে, অগ্নি, সূর্য্য এই সকল বাক্য প্রয়োগ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হই। বস্তুতঃ কৃষ্ণ সূর্য্য হইতে অতি শ্রেষ্ঠ পদার্থ। কৃষ্ণের চিন্মণ্ডল সূর্য্যের তেজ-মণ্ডল হইতে অতি শ্রেষ্ঠ। সূর্য্যের কিরণও তাহার কিরণকণসকল হইতে কৃষ্ণ কিরণ ও কৃষ্ণকিরণকণ সকল অতিশয় শ্রেষ্ঠ। এরূপ হইলেও সৌসাদৃশ্য স্থল বিচার করিয়া ঐ সকল উদাহরণ ব্যবহার করা যায়। উদাহরণ সকল প্রাদেশিক গুণমাত্র ব্যক্ত করে, সার্ব্বদেশিক গুণ ব্যক্ত করে না। সূর্য্যের ও সূর্য্যকিরণের স্বপ্রকাশসৌন্দর্য্যগুণ ও পর প্রকাশক গুণ এই দুইটী গুণই চিত্তত্ত্বের স্বপ্রকাশত্ব ও পরপ্রকাশত্ব গুণের উদ্দেশ করে। সূর্য্যের দাহকত্ব, জড়ত্ব ইত্যাদি গুণ চিদ্বিষয়ের উদাহরণ স্থলীয় নয়। তপ্ত জলের

মত বলিলে জলের তারল্য মাত্রই গ্রহণীয় হয়, নতুবা জলের সর্ব্বগুণ যে দুগ্ধে পাওয়া যায়, তাহা কি দুগ্ধ হইতে পারে? অতএব উদাহরণ সকল বস্তুর এক প্রদেশের গুণ ব্যাখ্যা করে। সম্পূর্ণ সত্তা ব্যাখ্যা করিতে পারে না।

ব্র। চিৎ সূর্য্যকিরণ ও তন্মধ্যবর্ত্তি পরমাণু সকল সূর্য্য হইতে অপৃথক হইয়াও তাহা হইতে নিত্য ভিন্ন। ইহা কিরূপে সম্ভব হয়?

বা। জড়জগতের কোন বস্তু হইতে কোন বস্তু নিঃসৃত হইলে, হয় একবারে পৃথক্ হইয়া যায়, নতুবা সেই বস্তুর সহিত একত্রে থাকে, এইটী জড়ধর্ম্মের পরিচয়। খগডিম্ব প্রসূত হইলে খগ হইতে ভিন্ন হয়। আর সেই খগের সহিত একত্রে বর্ত্তমান হয় না। মনুষ্যের নখরোমাদি যতদিন ছিন্ন না করা যায়, ততদিন প্রসূত হইয়াও মনুষ্যের সহিত একত্রে অবস্থিতি করে। চিদ্বিষয়ে এ ধর্ম্মের কিছু বিলক্ষণতা আছে। চিৎসূর্য্য হইতে যাহা যাহা নিঃসৃত হইয়াছে সমুদয়ই যুগপৎ ভেদাভেদ ব্যাপার। কিরণ ও কিরণকণ সূর্য্য হইতে নিঃসৃত হইয়া যেরূপ এক থাকে, সেইরূপ জীব শক্তিরূপ কৃষ্ণকিরণ এবং কিরণপরমাণুরূপ জীব নিচয় কৃষ্ণসূর্য্য হইতে নিঃসৃত হইয়া কৃষ্ণ হইতে অপৃথক থাকে। আবার অপৃথক্ হইয়াও স্বতন্ত্র ইচ্ছাকণ পৃথক্ পৃথক্ জীব লাভ করতঃ কৃষ্ণ হইতে নিত্য পৃথক্ থাকে। অতএব জীবের কৃষ্ণ হইতে অভেদ ও কৃষ্ণ হইতে ভেদ এই তত্ত্ব নিত্যসিদ্ধ। ইহাই চিদ্ব্যাপারের বিলক্ষণ পরিচয়। কেবল জড়ে একটী প্রাদেশিক উদাহরণ পণ্ডিতগণ দিয়া থাকেন তাহা এই ;—কনকের একটী বৃহৎ পিণ্ড আছে। সেই পিণ্ড হইতে একখণ্ড কনক লইয়া একটী বলয় গঠিত হইল। বলয়টী কনকাংশে কনকপিণ্ড হইতে অভেদ, কিন্তু বলয় অংশে কনকপিণ্ড হইতে পৃথক। এই উদাহরণটী সম্পূর্ণরূপে ক্রিয়া করে না, কিন্তু ইহার এক দেশে ক্রিয়া আছে। চিৎসূর্য্যের চিত্তত্ত্বে অভেদ। পূর্ণচিৎ ও অণুচিৎ উভয়ের অবস্থাভেদে ভেদ। ঘটাকাশ মহাকাশ এই উদাহরণটী চিত্তত্ত্বে নিতান্ত অসংলগ্ন।

ব্র। চিদ্বস্তু ও জড়বস্তু উভয় যদি জাতিতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে উদাহরণ কিরূপে শুদ্ধ হইতে পারে?

বা। জড়বস্তুতে যেরূপ পৃথক্ পৃথক্ জাতি আছে, যে জাতিকে নৈয়ায়িকগণ নিত্য বলেন, সেরূপ জাতিভেদ চিজ্জড়ের মধ্যে নাই। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চিদই বস্তু এবং জড় তাহার বিকার। বিকৃত বস্তুতে ও শুদ্ধ বস্তুতে অনেক বিষয়ের সৌসাদৃশ্য থাকে। শুদ্ধবস্তু হইতে বিকৃত বস্তু ভিন্ন হইয়া পড়ে কিন্তু অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্য যায় না। করকা জলের বিকার হওয়ায়, জল হইতে

করকা পৃথক বস্তু হইয়া পড়ে, কিন্তু শৈত্যাদি গুণের সাদৃশ্য থাকে। শীতলজল ও উষ্ণজলে শৈত্যাদি গুণ সাদৃশ্য থাকে না, কিন্তু তারল্যগুণের সাদৃশ্য থাকে। অতএব বিকৃত বস্তুতে শুদ্ধ বস্তুর কোন না কোন বিষয়ের সাদৃশ্য দেখা যায়। জড়জগৎ চিজ্জগতের বিকৃতি হইলেও জড়ে চিদ্‌গুণের যে সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তাহা অবলম্বনপূর্ব্বক জড়ীয় উদাহরণে চিদ্বিষয়ের আলোচনা চলে। আবার অরুন্ধতী দর্শন ন্যায় অবলম্বন করিলে চিত্তত্ত্বের সূক্ষ্মধর্ম্ম সকল জড়তত্ত্বের স্থূল ও বিপর্য্যস্ত তত্ত্বালোচনায় উপলব্ধ হয়। কৃষ্ণলীলাদি সম্পূর্ণরূপে চিল্লীলা; ইহাতে জড় গন্ধ নাই। শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত ব্রজলীলা সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত। বর্ণিত বিষয় সকল মানবমণ্ডলে যখন পঠিত হয় তখন শ্রোতৃবর্গের অধিকার ভেদে ফলোদয় হয়। নিতান্ত জড়াসক্ত শ্রোতৃবর্গ জড়বিষয়ালঙ্কার অবলম্বন পূর্ব্বক সামান্য নায়ক-নায়িকার কথা শ্রবণ করেন। মধ্যমাধিকারীগণ অরুন্ধতী দর্শনন্যায় অবলম্বন পূর্ব্বক জড়বর্ণনের সন্নিকটস্থিত চিদ্বিলাস দেখিতে থাকেন। উত্তমাধিকারীগণ জড়াতীত শুদ্ধ চিদ্বিলাসরসে মগ্ন হন। এই সমস্ত ন্যায় অবলম্বন ব্যতীত জীব শিক্ষার আর উপায় কি? যে বিষয়ে বাক্‌শক্তি চলে না, চিত্তবৃত্তি পরাভূত হয়, সে বিষয়ে বদ্ধজীবের কিরূপে সুন্দর গতি হইতে পারে? সৌসাদৃশ্যের উদাহরণ এবং অরুন্ধতী দর্শন ন্যায় ব্যতীত তার কোন উপায় দেখি না। জড় বিষয়ে হয় ভেদ, নয় অভেদ মাত্র লক্ষিত হইবে। পরমতত্ত্বে সেরূপ নয়। কৃষ্ণের সহিত কৃষ্ণের জীবশক্তি এবং তৎপ্রকটিত জীব নিচয়ের অচিন্ত্য যুগপৎ ভেদাভেদ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

ব। পরমেশ্বর ও জীবের ভেদ কোন স্থলে?

বা। জীব ও ঈশ্বরের নিত্যাভেদ অগ্রে বলিয়া নিত্য ভেদ দেখাইব। ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞাতাস্বরূপ, ভোক্তাস্বরূপ, মন্তাস্বরূপ, স্বপ্রকাশ ও পরপ্রকাশ। তিনি সমস্ত ক্ষেত্রজ্ঞ ও ইচ্ছাময়। জীবও জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞাতাস্বরূপ, ভোক্তাস্বরূপ, মন্তাস্বরূপ, স্বপ্রকাশ ও পরপ্রকাশ। তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ ও ইচ্ছা বিশিষ্ট। পূর্ণ শক্তিক্রমে ঈশ্বর সেই সমস্ত গুণের পরাকাষ্ঠা। অত্যন্ত অণুশক্তিক্রমে জীবের সেই সেই গুণ অণুমাত্রাতেই বর্ত্তমান। পূর্ণতা ও অণুতা প্রযুক্ত স্বরূপ ও স্বভাব ভেদ থাকিলেও সেই সেই গুণে ঈশ্বর ও জীবে ভেদাভাব। আত্মশক্তির পূর্ণতাক্রমে ঈশ্বর, স্বরূপশক্তি জীবশক্তি ও মায়াশক্তির পতি। শক্তি তাঁহার বশীভূতা দাসী। তিনি শক্তির প্রভু। তাঁহার ইচ্ছাতেই শক্তি ক্রিয়াবতী। ইহাই ঈশ্বরের স্বরূপ। জীবে ঈশ্বরের গুণ সকল বিন্দু বিন্দুরূপ

থাকিলেও জীব, শক্তির অধীন। দশমূলে মায়া শব্দে কেবল জড়মায়া নয়। মায়া-শব্দে এখানে স্বরূপ শক্তি। মীয়তে অনয়া ইতি মায়া এই ব্যুৎপত্তিক্রমে যে শক্তি কৃষ্ণের চিজ্জগতে জীব জগতে ও জড় জগতে পরিচয় দেয় তাহারই নাম মায়া অতএব মায়াশব্দে এখানে স্বরূপশক্তি, কেবল জড়শক্তি নয়। কৃষ্ণ মায়ার অধীশ্বর। জীব মায়াবশ, অতএব শ্বেতাশ্বতর বলিয়াছেন ;—

যস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ॥
মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরং।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥

এই বেদবাক্যে মায়ী শব্দে মায়াধীশ কৃষ্ণ, প্রকৃতি শব্দে সম্পূর্ণ শক্তি। এই সর্ব্ব বারণ্য গুণ ও স্বভাব ঈশ্বরের বিশেষ ধর্ম্ম; ইহা জীবে নাই। জীব মুক্ত হইলেও এ গুণ লাভ করিতে পারে না। জগদ্ব্যাপার বর্জ্জন এই ব্রহ্ম সূত্রের সিদ্ধান্ত বাক্যে ঈশ্বর হইতে জীবের নিত্য পার্থক্য বিদ্বদ্গণে স্বীকৃত হইয়াছে। এই নিত্যভেদ কাল্পনিক নয় নিত্য সিদ্ধ এ ভেদ জীবের কোন অবস্থাতেই বিনষ্ট হইবে না। অতএব কৃষ্ণের নিত্যদাস জীব এ কথাটী মহা বাক্য বলিয়া জানিবেন।

ব্র। নিত্য ভেদ যদি সিদ্ধ হইল তাহা হইলে অভেদ কখন মানা যায়? তবে কি নির্ব্বাণ বলিয়া একটা অবস্থা আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে?

বা। বাবা তাহা নয়। কোন অবস্থাতেই কৃষ্ণের সহিত জীব অভেদ নয়।

ব্র। তবে অচিন্ত্য ভেদাভেদ এ কথা কেন বলিলেন?

বা। জীব ও কৃষ্ণে চিদ্ধর্ম্ম বিষয়ে নিত্য অভেদ এবং স্বরূপে নিত্য ভেদ। নিত্য অভেদ সত্ত্বেও ভেদ প্রতীতি নিত্য। অভেদ স্বরূপের সিদ্ধি থাকিলেও তাহার অবস্থাগত পরিচয় নাই। অবস্থাগত পরিচয় স্থলে নিত্য ভেদ প্রকাশই বলবান। একটা গৃহকে যুগবৎ অদেবদত্ত ও সদেবদত্ত যদি বলা যায় তাহা হইলে কোন বিচারে অদেবদত্তত্ব থাকিলেও সদেবদত্তত্বের নিত্য পরিচয় থাকিবে। জড়জগতে আর একটী উদাহরণ দিব। আকাশ একটা জড়দ্রব্য বিশেষ। সেই আকাশেরও যদি কোন আধার থাকে সে আধার সত্ত্বেও আকাশ মাত্রের পরিচয়। তদ্রূপ অভেদ সত্ত্বায় যে নিত্যভেদের পরিচয় তাহাই সে বস্তুর পরিচয় মাত্র।

ব্র। তাহা হইলে জীবের নিত্য স্বভাব আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলুন।

বা। জীব অণুচৈতন্য, জ্ঞান গুণ সম্পন্ন, অহং শব্দ বাচ্য, ভোক্তা, মন্তা ও বোদ্ধা। জীবের একটী নিত্য স্বরূপ আছে। সেই স্বরূপটী সূক্ষ্ম। যেমত এই স্থূল শরীরে হস্তপদ চক্ষু নাসিকা কর্ণ প্রভৃতি অঙ্গ সকল সুন্দররূপে যুক্ত হইয়া স্থূল স্বরূপকে প্রকাশ করিয়াছে, সেইরূপ চিৎকণময় শরীরে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে একটী চিৎকণস্বরূপ প্রকাশ করিয়াছে। তাহাই জীবের নিত্য স্বরূপ। মায়াবদ্ধ হইয়া সেই শরীরের উপর আর দুইটী ঔপাধিক শরীর আচ্ছাদন করিতেছে। একটীর নাম লিঙ্গশরীর, আর একটীর নাম স্থূলশরীর। চিৎকণস্বরূপ শরীরের উপর লিঙ্গ শরীর উপাধি হইয়াছে। সেই লিঙ্গ শরীর বদ্ধ হইবার সময় হইতে মুক্ত হইবার কাল পর্য্যন্ত অপবর্গী। জন্মান্তর সময়ে স্থূল দেহের পরিবর্ত্তন হয়, লিঙ্গদেহের পরিবর্ত্তন হয় না। লিঙ্গদেহ একটী স্থূল শরীর পরিত্যাগের সময় সেই শরীর কৃত সমস্ত কর্ম্ম বাসনা সঙ্গে লইয়া দেহান্তর লাভ করেন। বৈদিক পঞ্চাগ্নি বিদ্যা ক্রমে জীবের দেহান্তর প্রাপ্তি ও অবস্থান্তর প্রাপ্তি সিদ্ধ হয়। চিতাগ্নি, বৃষ্ট্যাগ্নি, ভোজনাগ্নি, রেতহবনাগ্নি ইত্যাদি পঞ্চাগ্নি প্রণালী ছান্দোগ্যে ও ব্রহ্মসূত্রে কথিত হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বাসনা সংস্কার ক্রমে নূতন দেহ প্রাপ্ত জীবের স্বভাব গঠিত হয়। সেই স্বভাব অনুসারে বর্ণ লাভ হয়। বর্ণাশ্রম ক্রমে পুনরায় কর্ম্ম হয় এবং মরণান্তে পুনরায় সেইরূপ গতি হয়। নিত্যস্বরূপের প্রথম আবরণ লিঙ্গ শরীর ও দ্বিতীয় আবরণ স্থূল শরীর।

ব্র। নিত্য শরীর ও লিঙ্গ শরীরে প্রভেদ কি?

বা। নিত্য শরীর চিৎকণময় নির্দ্দোষ ও অহং পদার্থের প্রকৃত বাচ্য বস্তু। লিঙ্গ শরীর জড় সম্বন্ধ প্রাপ্ত মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই তিনটী বিকার দ্বারা গঠিত।

ব্র। মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার ইহারা কি প্রাকৃত বস্তু? যদি প্রাকৃত বলা যায় তবে তাহাদের জ্ঞান ক্রিয়া কিরূপে সিদ্ধ হয়।

বা। ভূমিরাপোঽনলোবায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেবচ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥
এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥

এই গীতোপনিষদ্ বচনে দেখ যে চিৎশক্তি পূর্ণভগবানের পরা ও অপরা নামে দুইটী প্রকৃতি আছে। পরা প্রকৃতির নাম জীবশক্তি ও অপরা প্রকৃতির নাম জড়া বা মায়াশক্তি। জীবশক্তি চিৎকণবিশিষ্টা, এইজন্য ইহাঁর নাম পরা বা শ্রেষ্ঠা। মায়াশক্তি জড়া এইজন্য তাঁহার নাম অপরা। অপরা-শক্তি হইতে জীব পৃথক্। অপরা শক্তিতে আটটী স্থূলতত্ত্ব আছে। পঞ্চ মহাভূত এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার। জড়া প্রকৃতির অন্তর্ব্বর্ত্তী মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার জড়দ্রব্য বিশেষ। তাহাদের একটু জ্ঞানাকার আছে, সে জ্ঞান চিৎস্বরূপ নয়, জড়স্বরূপ। মন জড় হইতে যে সকল প্রতিচ্ছবি গ্রহণ করে, তাহারই উপর বিষয়-জ্ঞান-কাণ্ডরূপ একটী ব্যাপার স্থাপন করে। এই ব্যাপারটী জড়মূলক, চিৎমূলক নয়। সেই জ্ঞান-কাণ্ডের উপর সদসৎবিচার যিনি করেন তাঁহার নাম বুদ্ধি, তিনিও জড়মূলক। সেই জ্ঞানকে অঙ্গীকারপূর্ব্বক যে অহংতা উদয় হয় তাহাও জড়মূলক, চিৎমূলক নয়। এই তিন ব্যাপার মিলিত হইয়া জীবের জড়সম্বন্ধমূলক একটী দ্বিতীয়স্বরূপ প্রকাশ করায়। সেই স্বরূপের নাম লিঙ্গশরীর। জড়াভিভূত জীবের লিঙ্গশরীরের অহংতা প্রবল হইয়া নিত্যস্বরূপের অহংতাকে আচ্ছাদন করে। নিত্য স্বরূপে চিৎসূর্য্যের যে সম্বন্ধজনিত অহংতা তাহাই নিত্য। মুক্ত অবস্থায় সেই অহঙ্কার পুনরুদিত হয়। যে পর্য্যন্ত লিঙ্গ শরীরে নিত্য শরীর লুপ্তপ্রায় থাকে সে পর্য্যন্ত জড়সম্বন্ধাভিমান প্রবল থাকে; চিৎসম্বন্ধাভিমান সুতরাং লুপ্তপ্রায়। লিঙ্গ শরীর সূক্ষ্ম, তজ্জন্য লিঙ্গ শরীরকে স্থূলশরীর আবরণ করিয়া কার্য্য করায়। স্থূলশরীর আসিয়া আবরণ করিতে করিতে স্থূল শরীরের বর্ণাদি অহঙ্কার উদয় হয়। মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার প্রাকৃত বটে, কিন্তু আত্মবৃত্তির বিকারস্বরূপ হইয়া তাহারা জ্ঞানের অভিমান করে।

ব্র। আমি বুঝিতে পারিলাম যে জীবের নিত্যস্বরূপ চিৎকণময় এবং সেই স্বরূপে চিৎকণ গঠিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সৌন্দর্য্য আছে। বদ্ধাবস্থায় লিঙ্গশরীর দ্বারা আবৃত হইয়া সে সৌন্দর্য্যের আচ্ছাদন হয় এবং স্থূলশরীরের আবরণের সহিত জীবস্বরূপের অত্যন্ত জড়বিকার উপস্থিত হয়। এখন আমার জিজ্ঞাসা এই যে মুক্ত অবস্থায় জীব কি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।

বা। চিৎকণস্বরূপ নির্দ্দোষ হইলেও অসম্পূর্ণ, কেন না অত্যন্ত অণুস্বরূপ ও দুর্ব্বল। সে অবস্থায় এইমাত্র দোষ দেখা যায় যে বলবতী মায়াশক্তি ক্রমে সেইস্বরূপ লুপ্ত হইবার যোগ্য থাকে। শ্রীভাগবতে বলিয়াছেন যথা;

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

অতএব মুক্তজীব যতই উৎকর্ষ লাভ করুন না কেন, তাঁহার গঠনের অসম্পূর্ণতা সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে; ইহারই নাম জীবত্ব। এইজন্যই বেদ বলিয়াছেন যে ঈশ্বর মায়াধীশ ও জীব সর্ব্বাবস্থায় মায়াবশযোগ্য।

ষোড়শ অধ্যায়।

নিত্যধর্ম্ম ও সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন।

(প্রমেয়ান্তর্গত মায়াকবলিত জীববিচার)

ব্রজনাথ জীবতত্ত্ব বিষয়ে দশমূলের উপদেশ শ্রবণ করতঃ স্বগৃহে শয়ন করিয়া গাঢ়রূপে চিন্তা করিতে লাগিলেন। আমি কে? এই প্রশ্নের উত্তর পাইলাম। আমি জানিতে পারিলাম যে আমি শ্রীকৃষ্ণরূপ চিৎসূর্য্যের কিরণগত একটী কণামাত্র। অণু হইলেও আমাতে অস্মদর্থ, জ্ঞানগুণ ও চিদগত একবিন্দু আনন্দ আছে। আমার চিৎকণ নির্ম্মিত একটী স্বরূপ আছে। অত্যন্ত অণু হইলেও তাহা কৃষ্ণের মধ্যমাকার স্বরূপের অনুরূপ। সেই স্বরূপ এখন প্রতীত হইতেছে না, ইহাই আমার দুর্ভাগ্য। সেই স্বরূপের প্রতীতি করিবার উন্মুখ হইলে আমার সৌভাগ্য উদয় হয়। কেন যে এ দুর্ভাগ্য আমার উপর পড়িয়াছে তাহা ভাল করিয়া জানা আবশ্যক। শ্রীগুরুদেবের চরণে ইহা কল্য জিজ্ঞাসা করিব। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দ্বিপ্রহর রাত্রে নিদ্রাদেবী চৌর্য্যবৃত্তিক্রমে তাঁহাকে অচেতন করিয়া ফেলিলেন। শেষরাত্রে ব্রজনাথ স্বপ্নে দেখিতেছেন যে তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণববেশ ধারণ করিয়াছেন। নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া বিচার করিতে লাগিলেন যে প্রভু বুঝি আমাকে সংসার হইতে বাহির করিবেন। নিজের চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া আছেন এমন সময় বিদ্যার্থীগণ আসিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করতঃ কহিতে লাগিল আমরা আপনার নিকট কত ন্যায়ের ফাঁকি শিক্ষা করিয়াছি আমাদের আশা এই যে আপনি আমাদিগকে কুসুমাঞ্জলি শিক্ষা দেন। ব্রজনাথ বিনয় করিয়া কহিলেন, আমি শ্রীনিমাই

পণ্ডিতের ন্যায় পুস্তকে দোষ দিয়াছি। আমি অন্য পন্থা দেখিব মানস করিয়াছি। তোমরা অন্য অধ্যাপকের নিকট গমন কর। বিদ্যার্থীগণ ক্রমশঃ প্রস্থান করিতেছেন, এমত সময়ে শ্রীচতুর্ভুজ মিশ্র ঘটক আসিয়া ব্রজনাথের পিতামহীর নিকট ব্রজনাথের বিবাহের একটী সম্বন্ধ প্রস্তাব করিলেন। কহিলেন, বিজয় নাথ ভট্টাচার্য্যের কৌলিন্য আছে। কন্যাটী সুরূপা, তোমাদের উপযুক্ত ঘরও বটে। ভট্টাচার্য্য ব্রজনাথকে কন্যা দিতে পারিলে কিছু পণ লইবেন না। ব্রজনাথের পিতামহী সম্বন্ধ প্রস্তাব শুনিয়া আহ্লাদিত হইলেন। ব্রজনাথ মনে মনে করিলেন এ কি বিপদ। কোথায় সংসার ছাড়িবার বাসনা করিতেছি, এমত সময় কি বিবাহের সম্বাদ ভাল লাগে। জননী ও পিতামহী এবং অন্যান্য কুলবৃদ্ধাগণ একদিকে এবং ব্রজনাথ একদিকে হইয়া নানাবিধ কথা কাটাকাটি চলিতে লাগিল। সে দিবসটা এইরূপেই গেল। সন্ধ্যার সময় হইতে মেঘাড়ম্বর হইয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সেদিন ব্রজনাথের মায়াপুর যাওয়া হইল না। রাত্র অতিবাহিত হইল। পর দিবসে বিবাহের কথা লইয়া নানা কুতর্ক হওয়ায় ভালরূপ আহারাদি হইল না। সন্ধ্যার পরেই বৃদ্ধ বাবাজীর কুটীরে উপস্থিত হইয়া ব্রজনাথ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। বাবাজী মহাশয় বলিলেন, গতরাত্রে বৃষ্টির দোরাত্ম্যে আসিতে পার নাই। অদ্য আসিয়াছ তাহাতে বড় আহ্লাদিত হইলাম। ব্রজনাথ বলিলেন, প্রভো! আমার অনেক উদ্বেগ উপস্থিত হইয়াছে সে বিষয় আমি পরে জানাইব। সম্প্রতি জিজ্ঞাস্য এই যে জীব যেরূপ শুদ্ধ চিৎ পদার্থ তাহার সংসাররূপ দুর্গতি কেন হয়? বাবাজী মহাশয় সহাস্য বদনে বলিলেন,—

> স্বরূপার্থৈর্হীনান্ নিজসুখপরান্ কৃষ্ণবিমুখান্
> হরের্মায়াদণ্ড্যান্ গুণনিগড়জালৈঃ কলয়তি।
> তথা স্থূলৈর্লিঙ্গৈর্দ্বিবিধবরণৈঃ ক্লেশনিকরৈ-
> র্মহাকর্ম্মালানৈর্নয়তি পতিতান্ স্বর্গনিরয়ৌ॥ ৬॥

স্বরূপতঃ জীব কৃষ্ণানুগত দাস। সেই স্বরূপধর্ম্মহীন নিজ সুখপর কৃষ্ণ বিমুখ দণ্ড্য জীব সকলকে মায়াশক্তি মায়িক সত্ত্ব রজ তম গুণ নিগড় সমূহদ্বারা কবলিত করেন। স্থূললিঙ্গ দেহরূপ দ্বিবিধ আবরণ ও ক্লেশ সমূহ পরিপূর্ণ কর্ম্ম বন্ধনের দ্বারা তাহাদিগকে নিপাতিত করিয়া স্বর্গ নরকে লইয়া বেড়ান।

গোলক বৃন্দাবনস্থ ও পরব্যোমস্থ বলদেব ও সঙ্কর্ষণ প্রকটিত নিত্য পার্ষদ জীব সকল অনন্ত। তাঁহারা উপাস্য সেবায় রসিক। সর্ব্বদা স্বরূপার্থে বিশিষ্ট। উপাস্য

সুখান্বেষী ; উপাস্যের প্রতি সর্ব্বদা সম্মুখ। জীব শক্তিতে চিচ্ছক্তির বললাভ করিয়া তাঁহারা সর্ব্বদা বলবান্। মায়ার সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। মায়াশক্তি বলিয়া কোন শক্তি আছেন, তাহাও তাঁহারা অবগত নন। যেহেতু তাঁহারা চিন্মণ্ডল মধ্যবর্ত্তি। মায়া তাঁহাদের নিকট হইতে অনেক দূরে। সর্ব্বদাই উপাস্য সেবাসুখে মগ্ন। দুঃখ, জড়সুখ ও নিজসুখ ইত্যাদি কখনই জানেন না। তাঁহারা নিত্য মুক্ত। প্রেমই তাঁহাদের জীবন ; শোক, মরণ, ভয় যে কি বস্তু তাহা তাঁহারা জানেন না। কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণুর মায়ার প্রতি ঈক্ষণরূপ কিরণগত অণুচৈতন্যগণ ও অনন্ত। তাঁহারা মায়াপার্শ্বস্থিত বলিয়া মায়ার বিচিত্রতা তাঁহাদের দর্শন পথারূঢ়। পূর্ব্বে যে জীব সাধারণের লক্ষণ বলিয়াছি সে সমস্ত লক্ষণ তাঁহাদের আছে, তথাপি অত্যন্ত অণুস্বভাব প্রযুক্ত সর্ব্বদা তটস্থ ভাবে চিজ্জগতের দিকে এবং মায়াজগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকেন। এ অবস্থায় জীব অত্যন্ত দুর্ব্বল কেননা জুষ্ট বা সেব্যবস্তুর কৃপালাভ করতঃ চিদ্বল লাভ করেন নাই। ইহাঁদের মধ্যে যে সব জীব মায়াভোগ বাসনা করেন তাঁহারা মায়িক বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া মায়াতে নিত্য বদ্ধ। যাঁহারা সেব্যবস্তুর চিদনুশীলন করেন তাঁহারা সেব্য তত্ত্বের কৃপার সহিত চিদ্বল লাভ করত চিদ্ধামে নীত হন। বাবা! আমরা দুর্ভাগা, কৃষ্ণের নিত্যদাস ইহা ভুলিয়া মায়াভিনিবেশ দ্বারা মায়াবদ্ধ আছি। অতএব স্বরূপার্থহীন হইয়া আমাদের এ দুর্দ্দশা।

ব্র। প্রভো! তটস্থ স্বভাবস্থিত সন্ধিস্থান হইতে কতকগুলি জীব কেন মায়াভিনিবিষ্ট হইল? কতকগুলিই বা কেন চিজ্জগতে আরূঢ় হইলেন?

বা। কৃষ্ণস্বরূপের লক্ষণগুলি জীবস্বরূপে অণুরূপে আছে। কৃষ্ণের স্বেচ্ছাময়তার অণুলক্ষণ যে স্বতন্ত্র বাসনা, তাহা জীবের স্বতঃসিদ্ধ। সেই স্বতন্ত্র বাসনার সুব্যবহার করিলে কৃষ্ণসাম্মুখ্য বজায় থাকে। তাহার অপব্যবহার করিলে কৃষ্ণবৈমুখ্য হয় এবং সেই বৈমুখ্যক্রমে মায়াকে ভোগ করিতে চায়। অহং জড়ভোক্তা এই তুচ্ছ অভিমান আসিয়া তখন স্থান পায়। অবিদ্যা, অস্মিতা, প্রভৃতি পঞ্চপর্ব্বা অবিদ্যার গুণ আসিয়া জীবের শুদ্ধ চিৎকণ স্বরূপকে আবরণ করে। স্বতন্ত্র বাসনার সুব্যবহার ও অপব্যবহারই আমাদের মুক্ত হওয়ার ও বদ্ধ হওয়ার একমাত্র হেতু।

ব্র। কৃষ্ণ পরম করুণাময়, তিনি জীবকে এরূপ দুর্ব্বল করিয়া কেন স্থাপন করিয়াছেন? যে দুর্ব্বলতাক্রমে জীব মায়াভিনিবেশে পতিত হয়?

বা। কৃষ্ণ করুণাময় বটে, তথাপি তিনি লীলাময়। নানা অবস্থায় জীবের সহিত নানারূপে লীলা হইবে এই ইচ্ছায় জীবকে আদি তটস্থ অবস্থা হইতে পরমোচ্চ মহাভাবাদি ব্যাপিয়া অনন্ত উন্নতি পদের উপযোগী করিয়াছেন এবং উপযোগীতার সুবিধা ও দৃঢ়তার জন্য অতি নিম্নে মায়া জড়ের সহিত অভেদ অহঙ্কার পর্য্যন্ত পরমানন্দ লাভের অনন্ত বাধা স্বরূপ মায়িক অধোমান সৃষ্টি করিয়াছেন। অধোমান গত জীব সকল স্বরূপার্থহীন, নিজসুখপর ও কৃষ্ণবিমুখ। এই অবস্থাতে জীব যত অধোগমন করিতে থাকেন পরম কারুণিক কৃষ্ণ সপার্ষদে ও স্বধামের সহিত তাহাদের সম্মুখীন হইয়া উচ্চগতির সুবিধা প্রদান করেন। যে জীব সেই সুবিধা গ্রহণপূর্ব্বক উচ্চগতি স্বীকার করে, তাহার ক্রমশঃ চিদ্ধাম পর্য্যন্ত গমন ও নিত্য পার্ষদদিগের অবস্থাসাম্য সম্ভব হয়।

ব্র। ঈশ্বরের লীলার জন্য জীব সকল কেন কষ্ট পায়?

বা। স্বতন্ত্র বাসনা লাভ জীবের পক্ষে বিশেষ অনুগ্রহ লাভ বলিতে হইবে কেন না স্বতন্ত্র বাসনা হীন জড়বস্তু নিতান্ত হেয় ও তুচ্ছ। জীব সেই স্বতন্ত্র বাসনা লাভ করিয়া জড় জগতের প্রভুতা লাভ করিয়াছে। ক্লেশ ও সুখ মনের গতি। যাহাকে আমরা ক্লেশ বলি, তদাসক্ত ব্যক্তি তাহাকে সুখ বলে। ইন্দ্রিয় তর্পণকে আমরা ক্লেশ মধ্যে পরিগণন করি। বিষয়াসক্ত ব্যক্তি তাহাকে সুখ বলে। সমস্ত বিষয়সুখের উদর্কফল অর্থাৎ চরমফল দুঃখ বই আর কিছুই নয়। চরমে বিষয়াসক্ত পুরুষ দুঃখ পায়। সেই দুঃখ কঠিনতর হইলেই অমিশ্র সুখের বাসনা জন্মায়। সেই বাসনা হইতে বিবেক, বিবেক হইতে জিজ্ঞাসা, জিজ্ঞাসার সময় সাধুসঙ্গ ও শ্রদ্ধোদয়, শ্রদ্ধোদয় হইলে ঊর্দ্ধমানে আরূঢ় হয়। অতএব ক্লেশটী চরমে শুভপ্রদ। মলযুক্তকাঞ্চনকে দগ্ধ করিলে ও পেষণ করিলে স্বর্ণ নির্ম্মল হয়। জীব সেইরূপ মায়া ভোগ ও কৃষ্ণ বহির্ম্মুখরূপ মলযুক্ত হইলে মায়িক জগৎরূপ পীঠের উপর তাহাকে নিষ্পীড়ন করিয়া সংস্কৃত করা হয়; অতএব বহির্ম্মুখ জীবের যে ক্লেশ তাহা সুখদ এবং করুণার ব্যবহার। এতন্নিবন্ধন কৃষ্ণ লীলায় যে জীবের ক্লেশ তাহা দূরদর্শীর নিকট মঙ্গলপ্রদ; অদূরদর্শীর নিকট ক্লেশমাত্র।

ব্র। জীবের বদ্ধাবস্থার ক্লেশ যদিও চরমে শুভদ তথাপি বর্ত্তমান অবস্থায় বিশেষ কষ্টদ। এই কষ্টপ্রদ পথ না করিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ কৃষ্ণ কি অন্য কোন পথ করিতে পারিতেন না।

বা। শ্রীকৃষ্ণলীলা বহুবিধ ও বিচিত্র। ইহাও একপ্রকার বিচিত্র লীলা। স্বেচ্ছাময় পুরুষ যখন সর্ব্বপ্রকার লীলা করিতেছেন তখন এ প্রকার লীলাটাই বা কেন না হইবে? সর্ব্বপ্রকার বিচিত্রতা বজায় রাখিতে হইলে কোন প্রকার লীলা পরিত্যক্ত হইতে পারে না আবার অন্যপ্রকার লীলা করিলেও লীলার উপকরণদিগের কোন প্রকার না কোন প্রকার কষ্ট স্বীকার অবশ্য করিতে হইবে। কৃষ্ণ পুরুষ ও কর্ত্তা। উপকরণ সকল পুরুষের ইচ্ছার অধীন এবং কর্ত্তারূপ পুরুষের কর্ম্মরূপ বিষয়। কর্ত্তার ইচ্ছার অধীন হইতে গেলেই কিছু না কিছু কষ্ট পাওয়া স্বাভাবিক। সে কষ্ট যদি চরমে সুখ দেয় তবে সে কষ্টই নয় তাহাকে তুমি কষ্ট কেন বল? কৃষ্ণলীলা পোষণের জন্য জীবের ক্লেশই সুখময়। কৃষ্ণলীলার যে সৌখ্যাংশ তাহার পারিহার করিয়া স্বতন্ত্র বাসনাময় জীব মায়াভিনিবেশজনিত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছে। ইহাতে যদি কোন দোষ থাকে তাহা জীবেরই দোষ কৃষ্ণের কিছু দোষ নাই।

ব্র। জীবকে স্বতন্ত্র বাসনা না দিয়া থাকিলে কি ক্ষতি হইত? কৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ, অতএব তিনি জানিতেন যে জীবকে স্বতন্ত্রতা দিলেই সে কষ্ট পাইবে। এস্থলে জীবের কষ্টের দরুণ কৃষ্ণ দায়ী হন কি না?

বা। স্বতন্ত্রতা একটী রত্ন বিশেষ। জড়জগতে অনেক বস্তু আছে সে সকল বস্তুকে এ রত্ন দেন নাই। এতন্নিবন্ধন তাহারা তুচ্ছ ও হেয়। জীবকে যদি স্বতন্ত্রতা না দেওয়া হইত তাহা হইলে জীব জড় বস্তুর ন্যায় হেয় ও তুচ্ছ হইত। বিশেষতঃ জীব চিৎকণ। চিদ্বস্তুতে যে ধর্ম্ম আছে তাহা জীব সুতরাং লাভ করিবে। চিদ্বস্তুতে স্বতন্ত্রতা রূপ একটী ধর্ম্ম নিহিত আছে। নিত্যধর্ম্ম হইতে বস্তুকে বিচ্ছেদ করা যায় না; অতএব জীব যে পরিমাণ অণু তাহার স্বতন্ত্রতা ধর্ম্ম সেই পরিমাণ অবশ্য থাকিবে। এই স্বতন্ত্রতা ধর্ম্মপ্রযুক্ত জীব জড়জগৎ হইতে উচ্চ পদার্থ এবং জড়জগতের প্রভু হইয়াছেন। এরূপ স্বতন্ত্রতা ধর্ম্ম বিশিষ্ট জীব কৃষ্ণের প্রিয়সেবক। সেই জীব যখন স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া মায়াতে অভিনিবেশ করে তখন করুণাময় কৃষ্ণ জীবের অমঙ্গল দেখিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে জীবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ উদ্ধার করিতে যান। জীব কৃষ্ণের অমৃতময় লীলা জড়জগতে পাইবে না বলিয়া কৃষ্ণ দয়া করিয়া স্বীয় অচিন্ত্যলীলা প্রপঞ্চে উদয় করেন। আবার জীব সেই লীলাতত্ত্ব তদবস্থায় বুঝিতে পারে না দেখিয়া শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া পরম উপায় স্বরূপ নাম রূপ গুণ ও লীলা গুরুরূপে ব্যাখ্যা করেন এবং নিজ ভক্ত চরিত্র দ্বারা

শিক্ষা দেন। বাবা! এমন দয়াময় কৃষ্ণকে কি কোন প্রকার দোষারোপ করিতে পারে। তাঁহার করুণা অপার, কিন্তু তোমার দুর্দ্দৈব অতিশয় শোচনীয়।

ব্র। তবে কি মায়াশক্তিই আমাদের দুর্দ্দৈব ও শত্রু? সর্ব্বশক্তিময় সর্ব্বজ্ঞ কৃষ্ণ মায়াকে দূর করিলে জীবের কষ্ট হইত না।

বা। মায়া স্বরূপশক্তির ছায়া অতএব শুদ্ধশক্তির বিকার। অনুপযুক্ত জীবকে সংস্কার করিবার তাপর অর্থাৎ উপযুক্ত করিবার উপায়। মায়া কৃষ্ণদাসী কৃষ্ণবিমুখজনকে দণ্ড দিয়া ও চিকিৎসা করিয়া শুদ্ধ করেন। কৃষ্ণের নিত্যদাস আমি এই কথাটী ভুলিয়া যাওয়া চিৎকণ স্বরূপ জীবের পক্ষে অনুচিত ও দোষ। সেই দোষে দুষ্ট হইলে জীব মায়া পিশাচীর দণ্ড্য হইয়া পড়েন। মায়িক জগৎটী দণ্ড্য জীবের কারাগার। রাজা যেমন প্রজাদিগের প্রতি দয়া করিয়া কারাগার স্থাপনা করেন, কৃষ্ণ তদ্রূপ জীবের প্রতি অপার করুণা প্রকাশ করতঃ জড় জগৎরূপ কারাগার এবং জড়মায়ারূপ কারাকর্ত্রীকে স্থাপন করিয়াছেন।

ব্র। জড়জগৎ যদি কারাগার হইল তবে তদুচিত নিগড় কাহাকে বলি?

বা। মায়ার নিগড় তিন প্রকার। সত্ত্বগুণ নির্ম্মিত নিগড়, রজগুণ নির্ম্মিত নিগড় ও তমগুণ নির্ম্মিত নিগড়। দণ্ড্যজীব সকলকে যথাযথ ঐ তিন নিগড়ে আবদ্ধ করেন। জীব সাত্ত্বিকই হউন, রাজসিক হউন বা তামস হউন সকলেই নিগড়-বদ্ধ। স্বর্ণনিগড়, রৌপ্যনিগড় ও লৌহনিগড়, ইহারা ধাতুতে ভেদ হইলেও, সকলেই নিগড় বই আর ভাল দ্রব্য নয়।

ব্র। চিৎকণ বিশিষ্ট জীবকে মায়িক নিগড় কি প্রকারে বাঁধিতে পারে।

বা। মায়িক বস্তু চিদ্বস্তুকে স্পর্শ করিতে অক্ষম। জীব আমি মায়াভোক্তা এই অভিমান করিবামাত্র জীবের জড়াহঙ্কাররূপ লিঙ্গাবরণ হইয়া পড়ে। সেই লিঙ্গাবৃত জীবের পদদ্বয়ে মায়িক নিগড় প্রযুক্ত হয়। সাত্ত্বিক অহঙ্কারবিশিষ্ট জীবসকল লোকবাসীদেবতা। তাহাদের পদদ্বয়ে সাত্ত্বিকনিগড় বা স্বর্ণনিগড় প্রযুক্ত হয়। রাজসজীবসকল দেবতা ও মনুষ্য ভাবমিশ্র। তাহাদের পদে রৌপ্যনিগড় বা রাজসনিগড়। তামসজীবসকল পঞ্চ মকারীয় জড়ানন্দে মত্ত। তাহাদের পদে তামসিক লৌহ নিগড় প্রযুক্ত আছে। সেই নিগড়বদ্ধজীবসকল কারাগৃহের বাহিরে যাইতে পারে না। বহুপ্রকার ক্লেশ নিকর দ্বারা আবদ্ধ থাকে।

ব্র। মায়ার কারাগারে বদ্ধজীব কি কি প্রকার কর্ম্ম করেন?

বা। আদৌ জীবের মায়িক বিষয় ভোগবাসনানুসারে সেই ফললাভের উপযোগী যে সকল কর্ম্ম তাহা করেন। দ্বিতীয়তঃ নিগড়বদ্ধ হইলে যে সকল ক্লেশ উদয় হয় তাহার নিবৃত্তির চেষ্টা করেন।

ব্র। যে দুই প্রকার কর্ম্ম করেন তন্মধ্যে প্রথম প্রকার কর্ম্ম একটু বিস্তৃতরূপে বলুন।

বা। স্থূল আবরণটী জড়ীয় স্থূলশরীর। তাহার ছয়টী অবস্থা জড়শরীরের জন্ম, তাহার অস্তিত্ব, তাহার হ্রাস, তাহার বৃদ্ধি, তাহার পরিণাম ও তাহার অপক্ষয় এই ছয়টী বিকার স্থূলদেহের ধর্ম্ম। ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি জড়দেহের অভাব জড়দেহস্থিত জীব ভোগবাসনার দ্বারা চালিত হইয়া আহার, নিদ্রা, সঙ্গ ইত্যাদির বশীভূত। বিষয় ভোগ করিবার জন্য নানাবিধ কাম্যকর্ম্ম করেন। দেহের জন্ম হইতে চিতারোহণ পর্য্যন্ত দশবিধ কর্ম্ম করেন। বেদবিহিত অষ্টাদশ প্রকার অবরযজ্ঞস্বরূপ কর্ম্মাচরণ করেন আশা করেন এই যে এই স্থূলশরীরে কর্ম্মমার্গীয় পুণ্যসঞ্চয় করতঃ স্বর্গে দেবভোগ্য বিষয়লাভ করিব; এবং মর্ত্ত্য লোক প্রবেশে ব্রাহ্মণাদির গৃহে জন্মগ্রহণ করতঃ সর্ব্বপ্রকার সুখলাভ করিব অথবা বদ্ধজীব অধর্ম্মাশ্রয় করতঃ পাপাচরণ দ্বারা ইন্দ্রিয়সুখভোগ করেন। প্রথমোক্ত ধর্ম্মকার্য্যের দ্বারা স্বর্গাদিলাভ করতঃ তথায় ভোগসমাপ্তি সময়ে পুনরায় মর্ত্ত্যদেহ লাভ করেন। শেষোক্ত পাপাচরণ দ্বারা বহুবিধ নরক প্রবেশ করতঃ ভোগান্তে মর্ত্ত্যদেহ লাভ করেন। এই প্রকার কর্ম্মচক্রে পড়িয়া মায়াবদ্ধ জীব অহরহঃ বিষয়ভোগযত্নে ও আস্বাদনে অনাদিকাল হইতে ভ্রমণ করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে পুণ্যকর্ম্মফলে ক্ষণিক সুখ ও পাপকর্ম্মফলে ক্ষণিক দুঃখভোগ করিতেছেন।

ব্র। দ্বিতীয়প্রকার কর্ম্ম ভালরূপে বলুন।

বা। স্থূলদেহস্থিত জীব স্থূলদেহের অভাবজালে কষ্ট পাইয়া তন্নিবারণে অনেক প্রকার কর্ম্ম করিয়া থাকেন। ক্ষুত্তৃষ্ণা নিবারণের জন্য আহার্য্য ও পেয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিবার যত্ন করেন। সেই সেই দ্রব্য সহজে সংগ্রহ করিবার জন্য বহু পরিশ্রমদ্বারা অর্থ সঞ্চয় করেন। শীত নিবারণের জন্য বস্ত্র সংগ্রহ করিতে থাকেন। ইন্দ্রিয় সুখপিপাসা নিবৃত্তির জন্য বিবাহাদি কার্য্যে নিযুক্ত হন। কুটুম্ব ও সন্তানাদি সুখসমৃদ্ধি ও অভাব নিবৃত্তির জন্য বহুবিধ পরিশ্রম করেন। স্থূলদেহ রোগাক্রান্ত হইলে তন্নিবৃত্তি করিবার অভিপ্রায়ে ঔষধ পাঁচনাদি প্রয়োগ করেন। বিষয় রক্ষার জন্য রাজদ্বারে বাদ বিবাদে প্রবৃত্ত

হন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এই ষড়োর্ম্মির বশীভূত হইয়া যুদ্ধ, বিবাদ, পরহিংসা, পরপীড়ন, পরধন গ্রহণ, ক্রূরতা, বৃথাহঙ্কার প্রভৃতি দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। স্বচ্ছন্দে থাকিবার জন্য গৃহাদি নির্ম্মাণকার্য্য করিয়া থাকেন। এই সমস্ত অভাব নিবৃত্তির কার্য্য। ভোগ প্রবৃত্তির কার্য্য ও অভাব নিবৃত্তির কার্য্যে মায়াবদ্ধ জীবের দিবারাত্রি অতিবাহিত হয়।

ব্র। মায়া যদি কেবল লিঙ্গ আবরণ দিয়া রাখিতেন তাহা হইলেই কি তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না ?

বা। না। লিঙ্গদেহে কার্য্য হয় না, এইজন্য স্থূলাবরণের প্রয়োজনতা। স্থূলদেহের কার্য্য ফলে লিঙ্গদেহে বাসনা নির্ম্মিত হয়। সেই বাসনাক্রমে তদুপযোগী স্থূলদেহ পুনরায় হয়।

ব্র। কর্ম্ম ও ফল কিরূপে সংযুক্ত আছে। মীমাংসকেরা বলেন ফলদাতা ঈশ্বর কল্পিত। যে কর্ম্ম কৃত হয় তাহা অপূর্ব্ব নামে একটী তত্ত্ব উৎপন্ন করে। সেই অপূর্ব্ব কৃত-কর্ম্মের ফলদান করেন। ইহা কি সত্য ?

বা। কর্ম্ম মীমাংসক বেদের জ্ঞান সিদ্ধান্ত অবগত নন। তিনি কেবল মোটামুটি যজ্ঞাদিরূপ কর্ম্মের ভাব দেখিয়া একটী যে সে সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। বস্তুতঃ বেদ সিদ্ধান্ত স্থলে তাহা স্বীকার করেন না। বেদ বলেন ;—

দ্বাসুপর্ণা সযুজাসখায়াসমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যা নশ্নন্নন্যোভিচাকশীতি॥

এই বেদ বাক্য দ্বারা বুঝিতে হইবে এই সংসাররূপ অশ্বত্থ বৃক্ষে দুইটী পক্ষী। একটী বদ্ধজীব আর একটী তাঁহার সখা ঈশ্বর। বদ্ধজীব সংসাররূপ পিপ্পলের ফল আস্বাদন করিতেছেন এবং ঈশ্বররূপ পক্ষিটী পিপ্পল ফল আস্বাদন না করিয়া অপরপক্ষীর আস্বাদন দেখিতেছেন। তাৎপর্য্য এই যে জীব মায়াবদ্ধ হইয়া কর্ম্ম করিতেছেন এবং কর্ম্মের ফলভোগ করিতেছেন এবং মায়াধীশ্বর তাঁহার কর্ম্মানুরূপ ফল দিয়া যে পর্য্যন্ত সে ভগবৎ সান্মুখ্য লাভ না করে তাহার সহিত তদ্রূপ লীলা করিতেছেন। মীমাংসকের অপূর্ব্ব এস্থলে কোথায় গেল ? নিরীশ্বর সিদ্ধান্তের সর্ব্বাঙ্গ সৌষ্ঠব লাভ হয় না।

ব্র। কর্ম্মকে অনাদি কেন বলিলেন ?

বা। সমস্ত কর্ম্মের মূল কর্ম্মবাসনা। কর্ম্ম বাসনার মূল অবিদ্যা। কৃষ্ণেরদাস আমি এই কথা ভুলিয়া যাওয়ার নাম অবিদ্যা। সেই অবিদ্যা জড়কালের মধ্যে

আরম্ভ হয় নাই। সৃষ্টির সন্ধ্যাস্থলে জীবের সেই কর্ম্মমূল উদয় হইয়াছিল। অতএব জড়কালে কর্ম্মের আদি পাওয়া যায় না, সুতরাং কর্ম্ম অনাদি।

ব্র। মায়া ও অবিদ্যার ভেদ কি?

বা। মায়া কৃষ্ণের শক্তি। সেই শক্তি দ্বারা তিনি এই জড়ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াছেন। বহির্ম্মুখ জীবকে সংশোধন করিবার অভিপ্রায়ে মায়াশক্তিকে ক্রিয়াবতী করিয়াছেন। মায়ার দুইটী বৃত্তি, অবিদ্যা ও প্রধান। অবিদ্যাবৃত্তি জীবনিষ্ঠ ও প্রধান জড়নিষ্ঠ। প্রধান হইতেই জড় জগৎ। অবিদ্যা হইতে জীবের কর্ম্মবাসনা। মায়ার আর দুই প্রকার বিভাগ আছে অর্থাৎ বিদ্যা ও অবিদ্যা। তদুভয়ই জীবনিষ্ঠ। অবিদ্যা বৃত্তিক্রমে জীবের বন্ধন, বিদ্যা বৃত্তিক্রমে জীবের মুক্তি। বদ্ধ জীব আবার কৃষ্ণোন্মুখ হইলে বিদ্যাবৃত্তির ক্রিয়া আরম্ভ হয়। যে পর্য্যন্ত জীব কৃষ্ণকে ভুলিয়া থাকে ততদিন অবিদ্যার ক্রিয়া। ব্রহ্মজ্ঞানাদি বিদ্যাবৃত্তির ক্রিয়া বিশেষ। বিবেকের প্রথমাংশ জীবের শুভচেষ্টা ও চরমাংশ জীবের সুজ্ঞানলাভ। অবিদ্যাই জীবের আবরণ এবং বিদ্যাই জীবের আবরণ-মোচন।

ব্র। প্রধানের ক্রিয়া কিরূপ?

বা। মায়াপ্রকৃতি ঈশ্বর চেষ্টারূপ কাল দ্বারা ক্ষোভিত হইলে প্রথমে মহত্তত্ত্ব হয়। মায়ার যে বৃত্তির নাম প্রধান তাহাই ক্ষোভিত হইয়া দ্রব্য সৃষ্টি করে। মহত্তত্ত্বের বিকার উৎপন্ন হইলে অহঙ্কার হয়। অহঙ্কারের তামস বিকার হইতে আকাশ হয়। আকাশ বিকৃত হইলে বায়ু হয়। বায়ুর বিকার দ্বারা তেজ উৎপন্ন হয়। তেজের বিকার জল এবং জল বিকৃত হইয়া ক্ষিতি হয়। জড়দ্রব্য সকল এইরূপে সৃষ্ট হইয়াছে। ইহাদিগের নাম পঞ্চমহাভূত। এখন পঞ্চ তন্মাত্রের সৃষ্টি প্রক্রিয়া শুন। কাল, প্রকৃতির অবিদ্যারূপবৃত্তিকে ক্ষোভিত করিয়া মহত্তত্ত্বের জ্ঞান ও কর্ম্মভাব উৎপন্ন করে। মহত্তত্ত্বের কর্ম্মভাব বিকৃত হইয়া সত্ত্বরজ গুণ হইতে জ্ঞান ও ক্রিয়াকে সৃষ্টি করে। মহত্তত্ত্ব সেইরূপে বিকৃত হইয়া অহঙ্কার হয়। অহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধি হয়। বুদ্ধি বিকৃত হইয়া আকাশের শব্দগুণ উপলব্ধি করে। শব্দ গুণবিকারে স্পর্শগুণ তাহাতে বায়ু ও আকাশের স্পর্শ ও শব্দগুণ দুই থাকে। ইহাতে প্রাণ ওজ ও বল সৃষ্টি হয়। সেইগুণ বিকৃত হইলে তেজ পদার্থে রূপ স্পর্শ ও শব্দগুণ উদয় হয়। সেই গুণের কাল বিকার দ্বারা জলের রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ গুণ উদয় হয়। তাহার বিকার ক্রমে পৃথিবীর গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ অনুভব হয়। এই সকল বিকার

ক্রিয়ায় চৈতন্যরূপ পুরুষের ক্রমমত আনুকূল্য থাকে। অহঙ্কার তিন প্রকার, বৈকারিক, তৈজস ও তামস। বৈকারিক অহঙ্কার হইতে দ্রব্যজাত। তৈজস অহঙ্কার হইতে দশটী ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় দুই প্রকার, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ ইহারা জ্ঞানেন্দ্রিয়। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ ইহারা কর্ম্মেন্দ্রিয়। এই প্রকারে মহাভূত ও সূক্ষ্ম ভূত সকল সম্পন্ন হইলেও যে পর্য্যন্ত চৈতন্যরূপজীব তাহাতে প্রবিষ্ট না হইলেন, সে পর্য্যন্ত কোন কার্য্য চলিল না। ভগবদীক্ষণরূপ কিরণ কণস্থিত জীব যখন মহাভূত ও স্থূলভূত নির্ম্মিত দেহে সঞ্চারিত হইল, তখনই সমস্ত কার্য্য হইতে লাগিল। বৈকারিক তৈজস গুণ, প্রধান-বিকৃত তামস বস্তুতে সংযুক্ত হইয়া কার্য্যোপযোগী হয়। এইরূপে অবিদ্যা ও প্রধানের ক্রিয়া আলোচনা করিবে। মায়িক তত্ত্ব চতুর্ব্বিংশতি অর্থাৎ ক্ষিত্যপ্তেজমরুদ্ব্যোম এই পাঁচটী পঞ্চমহাভূত গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটী তন্মাত্র। পূর্ব্বোক্ত দশটী জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন, চিত্ত, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই চারিটী একত্র হইলে ২৪টী প্রাকৃত তত্ত্ব হয়। জীবচৈতন্য এই শরীরে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। পরমাত্মা ঈশ্বরই ষড়্বিংশ তত্ত্ব।

প্র। এই সপ্ত বিতস্তি মানবদেহে লিঙ্গ ও স্থূল পদার্থ কতটা ও জীবচৈতন্য এই দেহের কোন অংশে আছেন ইহা বলুন।

বা। পঞ্চমহাভূত, পঞ্চতন্মাত্র ও দশটী ইন্দ্রিয় এ সমস্ত স্থূল দেহ। মন, চিত্ত, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই চারিটী লিঙ্গদেহ। যিনি এই দেহে আমি ও আমার এই মিথ্যা অভিমান করেন এবং ঐ অভিমানবশতঃ স্বরূপার্থ হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন, তিনিই জীবচৈতন্য। তিনি অতিশয় সূক্ষ্ম। জড়ীয় দেশ কাল গুণের অতীত। এতন্নিবন্ধন তাঁহার সূক্ষ্মতাসত্ত্বেও সমস্ত দেহব্যাপী সত্ত্বা আছে। হরিচন্দনবিন্দু শরীরের একদেশে দিলে দেহের সর্ব্বদেশে সুখব্যাপ্ত হয়, তদ্বৎ অণুমাত্র জীব দেহের ক্ষেত্রজ্ঞ ও সুখদুঃখের অনুভব কর্ত্তা।

প্র। জীব যদি কর্ম্মের ও সুখদুঃখানুভবের কর্ত্তা হন তাহা হইলে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব কোথায় থাকে ?

বা। জীব হেতুকর্ত্তা এবং ঈশ্বর প্রয়োজক কর্ত্তা। জীব নিজ কর্ম্মের কর্ত্তা হইয়া যে ফলভোগের অধিকারী হন এবং যে ভাবী কর্ম্মের উপযোগী হন সেই সকল ফলভোগে ও কার্য্য করণে প্রয়োজক কর্ত্তা হইয়া ঈশ্বরের কর্তৃত্ব আছে। ঈশ্বর ফলদাতা, জীব ফলভোক্তা।

প্র। মায়াবদ্ধ জীবের কত প্রকার অবস্থা ?

বা। মায়াবদ্ধ জীবগণ পাঁচ প্রকার অবস্থায় অবস্থিত অর্থাৎ ঐ অবস্থাক্রমে স্থলবিশেষে জীব আচ্ছাদিত চেতন, সঙ্কুচিত চেতন, মুকুলিত চেতন, বিকচিত চেতন ও পূর্ণ বিকচিত চেতন।

ব্র। কোন্ কোন্ জীব আচ্ছাদিত চেতন ?

বা। বৃক্ষ তৃণ ও প্রস্তরগতি প্রাপ্ত জীব সকল আচ্ছাদিত-চেতন। ইহাদিগের চেতনধর্ম্মের পরিচয় লুপ্তপ্রায়। কৃষ্ণদাস্য ভুলিয়া মায়ার জড়গুণে এত দূর অভিনিবিষ্ট যে স্বীয় চিদ্ধর্ম্মের পরিচয়মাত্র নাই। ষড়বিকার দ্বারা তাহাদের একটুমাত্র পূর্ব্ব পরিচয় আছে। ইহাই জীবের পতনের পরাকাষ্ঠা। অহল্যা, যমলার্জ্জুন ও সপ্ততাল প্রভৃতি পৌরাণিক ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে ইহা প্রতীত হইবে। বিশেষ অপরাধে সেরূপ গতি হয় এবং কৃষ্ণকৃপাক্রমে তাহা হইতে পুনরুদ্ধার হয়।

ব্র। সঙ্কোচিত চেতন কাহারা ?

বা। পশু, পক্ষী, সরিসৃপ, মৎস্যাদি জলচর, কীট পতঙ্গ ইহারা সঙ্কোচিত চেতন। আচ্ছাদিত চেতনের চেতনত্ব পরিচয় প্রায়ই উপলব্ধি হয় না। সঙ্কোচিত চেতনের কিয়ৎ পরিমাণে চেতনত্ব আছে। আহার, নিদ্রা, ভয়, ইচ্ছাপূর্ব্বক গমনাগমন, নিজের সত্ববোধে পরের সহিত বিবাদ, অন্যায় দেখিলে ক্রোধ এ সকল সঙ্কোচিত চেতনে পাওয়া যায়। ইহাদের পরলোকজ্ঞান হয় না। বানরের দুষ্টবুদ্ধিতে স্বল্প পরিমাণে বিজ্ঞান বিচারও আছে। পরে কি হইবে না হইবে এ সকল বিষয়ও তাহারা ভাবনা করে। কৃতজ্ঞতাদি চিহ্নও তাহাদের মধ্যে দেখা যায়। দ্রব্যগুণজ্ঞানও কোন কোন জন্তুর বেশ আছে। ঈশ্বরকে তাহারা অনুসন্ধান করে না। অতএব চেতনধর্ম্ম তাহাদের সঙ্কোচিত। ভক্ত ভরতের মৃগশরীর প্রাপ্তিসত্বেও যে ভগবান্নামজ্ঞান থাকা শাস্ত্রে লিখিত আছে, তাহা বিশেষ স্থল, সাধারণ বিধি নয়। অপরাধক্রমেই ভরতের ও নৃগরাজের পশুত্ব প্রাপ্তি। ভগবৎকৃপায় অপরাধ ক্ষয় হইলে পুনরায় সদ্গতি হইয়াছিল।

ব্র। মুকুলিত চেতন কাহারা ?

বা। নরদেহে বদ্ধজীবের তিনটী অবস্থা লক্ষিত হয়, মুকুলিত চেতন অবস্থা, বিকচিত চেতন অবস্থা ও পূর্ণ বিকচিত চেতন অবস্থা। মানবগণকে পাঁচ প্রকারে বিভাগ করা যাইতে পারে। নীতিশূন্য মানব, নিরীশ্বর নৈতিক মানব, সেশ্বর নৈতিক মানব, সাধনভক্ত মানব ও ভাবভক্ত মানব। যে সব মানব অজ্ঞানক্রমে বা জ্ঞান বিকারক্রমে নিরীশ্বর, তাহারা হয় নীতিশূন্য বা নিরীশ্বর-

নৈতিক মানব। নীতির সহিত একটু ঈশ্বর বিশ্বাস উপস্থিত হইলে সেশ্বর নৈতিক হয়। শাস্ত্র বিধিক্রমে সাধনভক্তিতে যাহাদের মতি হইয়াছে, তাহারা সাধনভক্ত। যাঁহারা ঈশ্বর সম্বন্ধে একটু রাগপ্রাপ্ত তাঁহারা ভাবভক্ত। নীতিশূন্য মানব ও নিরীশ্বর-নৈতিক এই দুইপ্রকার মুকুলিত চেতন। সেশ্বর নৈতিক ও সাধন ভক্ত বিকচিত চেতন। ভাবভক্ত মানবই পূর্ণ বিকচিত চেতন।

ব্র। ভাবভক্তের মায়াবদ্ধ থাকা কত দিন সম্ভব?

বা। সপ্তম শ্লোকবিচারে এ প্রশ্নের উত্তর হইবে। এখন রাত্র হইয়াছে, নিজ গৃহে গমন কর। ব্রজনাথ চিন্তা করিতে করিতে বাটী গেলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

নিত্যধর্ম্ম ও সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন।

(প্রমেয়ান্তর্গত মায়ামুক্ত জীববিচার)

ব্রজনাথের পিতামহী ব্রজনাথের বিবাহের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ব্রজনাথকে রাত্রে সব কথা বলিলেন। ব্রজনাথ সে সব কথায় কোন উত্তর না দিয়া আহারাদির পর শয়ন করতঃ বদ্ধজীবের অবস্থা চিন্তা করিতে করিতে একটু অধিক রাত্রে নিদ্রা গেলেন। বৃদ্ধা পিতামহী চিন্তা করিতে লাগিলেন, ব্রজনাথকে কিসে বিবাহ কার্য্যে প্রযুক্ত করা যায়। সেই সময় ব্রজনাথের মাসতুতো ভ্রাতা বাণীমাধব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যে কন্যার সহিত বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে সেটী বাণীমাধবের পিস্তুতো ভগ্নী। বিজয় বিদ্যারত্ন বাণীমাধবকে কন্যার সম্বন্ধ পাকাইবার জন্য পাঠাইয়াছেন। বাণীমাধব আসিয়া কহিলেন দিদিমা আর বিলম্ব কেন? ব্রজ দাদার যাহাতে শীঘ্র বিবাহ হয় তাহা করুন্। ব্রজনাথের পিতামহী একটু দুঃখিত হইয়া বলিলেন ভাই! তুই কাযের লোক, ব্রজনাথকে বুঝাইয়া সুজাইয়া বিবাহটা দে। আমি যত বলি ব্রজ কথা কয় না।

বাণীমাধব একটু খর্ব্বাকৃতি, ঘাড় ছোট, রঙ্ কাল, চোক্ মিট্ মিটে। সকল কথায় থাকে অথচ কোন কথায় থাকে না। বৃদ্ধার কথা শুনিয়া কহিল কুছ্ পরওয়া নাই। তুমি আমাকে আজ্ঞা করিলে আমি কি না করিতে পারি।

আমার কর্ম্মত জান; আমি চেউ গুণে পয়সা আদায় করি। ভাল আমি একবার ব্রজনাথের সহিত কথাটা কহিয়া দেখি। কিন্তু দিদমা কায করিয়া তুলিলে আমাকে পেটভরে লুচি দেবাত? দিদিমা বলিলেন, ব্রজনাথ খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়েছে। তাহা শুনিয়া বাণীমাধব কল্য প্রাতে আসিয়া কার্য্য করিব এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন। অতি প্রত্যূষে ঘটী হাতে করিয়া উপস্থিত। ব্রজনাথ বহির্দেশ হইতে আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া বসিয়াছেন। বাণীমাধবকে দেখিয়া বলিলেন ভাই কি মনে করে। বাণীমাধব বলিলেন দাদা! ন্যায়শাস্ত্রত অনেকদিন পড়িলে ও পড়াইলে। তুমি হরিনাথ চূড়ামণির পুত্র। তোমার নাম সর্ব্বদেশে প্রচারিত হইয়াছে। তোমার ঘরে তুমি একমাত্র পুরুষ। সন্তান সন্ততি না হইলে তোমার এত বড় ঘর কে বজায় রাখিবে। দাদা আমাদের সকলের অনুরোধ, তুমি বিবাহ কর। ব্রজনাথ বলিলেন ভাই আমাকে তুমি কেন বৃথা জ্বালাও। আমি আজকাল গৌরসুন্দরের ভক্তগণের আশ্রয় লইতেছি, সংসার করিব বলিয়া ইচ্ছা নাই। শ্রীমায়াপুরে বৈষ্ণবদের নিকট বসিয়া বড় আনন্দ লাভ করি। সংসার আমার ভাল লাগে না। আমি হয় সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিব, নয় বৈষ্ণবদিগের পদাশ্রিত হইয়া থাকিব। তোমাকে অন্তরঙ্গ জানিয়া একথা বলিলাম। তুমি কাহারোও নিকট একথা প্রকাশ করিবে না। বাণীমাধব ভাব দেখিয়া মনে মনে করিল ইহাকে সোজা পথে পাওয়া যাইবে না। ইহার সহিত একটা চাল চালিতে হইবে। ধূর্ত্ততাক্রমে মনের ভাব সমস্ত গোপন করিয়া বাণীমাধব কহিল আমি তোমার সমস্ত কার্য্যের সহায়। তুমি যখন টোলে পড়িতে আমি তোমার পুঁথি বহিয়া যাইতাম, তুমি এখন সন্ন্যাস করিবে আমি তোমার দণ্ডকরঙ্গ বহিব।

ধূর্ত্ত লোকের দুইটী জিহ্বা; একজনের কাছে একরকম বলে এবং অন্যের নিকট অন্য রকম বলিয়া অমঙ্গল উৎপত্তি করে। তাহাদের হৃদয়ের কথা শীঘ্র পাওয়া যায় না। মুখটী মধুমাখা, হৃদয়টী বিষে ভরা। বাণীমাধবের মিষ্ট কথা শুনিয়া ব্রজনাথ কহিলেন, ভাই! চিরদিন তোমাকে হৃদয়সুহৃদ্ বলিয়া জানি। ঠাকুর মা স্ত্রীবুদ্ধি। গম্ভীর বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। কন্যা যুটাইয়া আমাকে সংসার-নিরয়ে ফেলিবেন এই মানসে অনেক ছন্দবন্দ করিতেছেন, তুমি তাঁহাকে বুঝাইয়া নিবৃত্ত করিতে পারিলে আমি তোমার নিকট চিরঋণী হই। বাণীমাধব বলিল শর্ম্মারাম থাকিতে তোমার ইচ্ছার বিরোধে কেহ কিছু করিতে পারিবে না। দাদা, একটা কথা আমাকে হৃদয় খুলিয়া বল তবে আমি তোমার

পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য তাহা করি। আমি জিজ্ঞাসা করি সংসারে তোমার ঘৃণা কেন হইতেছে। কাহার পরামর্শে তুমি এরূপ বিরক্ত ভাব ধারণ করিয়াছ। ব্রজনাথ আপনার বিরাগের সমস্ত ঘটনা বাণীমাধবকে বলিলেন। আরও কহিলেন, মায়াপুরের বৃদ্ধ রঘুনাথদাস বাবাজী আমার উপদেষ্টা। সন্ধ্যার পর তাঁহার নিকট গিয়া সংসার-জ্বালা হইতে শান্তি লাভ করি। তিনি আমাকে বিশেষ কৃপা করিতেছেন। দুরভিসন্ধিযুক্ত বাণীমাধব মনে মনে করিল, হাঁ ব্রজদাদার যে বিষয়ে দৌর্ব্বল্য তাহা পাইলাম। এখন ছলে কৌশলে ইহাঁর গতি ফিরাইয়া দিতে হইবে। প্রকাশ্যে বলিলেন দাদা, আজ আমি গোপনে দিদিমার চিত্ত ফিরাইয়া দিব, এখন গৃহে চলিলাম। এই কথা বলিয়া প্রথমে নিজগৃহে গমন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে অন্য পথ দিয়া শ্রীমায়াপুরে শ্রীবাস অঙ্গনের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। বকুলতলায় বসিয়া মনে মনে করিতেছেন এই বৈষ্ণব ব্যাটারাই জগতের মজা লুটিতেছে। কেমন ঘর, কেমন কুঞ্জ, কেমন চবুতরা, কেমন সুন্দর প্রাঙ্গণ, একটী একটী ভজন কুটীরে একটী একটী বৈষ্ণব বসিয়া মালা জপ করিতেছে। ধর্ম্মের ষাঁড়ের ন্যায় ইহারা নিশ্চিন্ত। পল্লীর কুলকামিনীগণ গঙ্গাস্নান করিয়া ইহাদিগকে জল, ফল ও নানাবিধ খাদ্য দিয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মণেরা কর্ম্মকাণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া এইরূপ লাভের পন্থা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আজকাল বাবাজীর দলেই তাহার সার ভোগ করিতেছে। ধন্য কলিকাল! "ঘুঘো, চতে, বলা, তিন কলির চেলা," একথা আজ এইখানে আসিয়া ঠিক বুঝিতে পারিতেছি। হায়! আমার কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করা বৃথা হইয়াছে। আজকাল আমাদিগকে কেহ জলও দেয় না, ফলও দেয় না। বৈষ্ণব বেটারা নৈয়ায়িক দিগকে ঘটপটিয়া মূর্খ বলে, সে কথাটা ব্রজদাদার সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয়। এত পড়ে শুনে এই লেঙ্গুটীয়া দুষ্ট লোকদিগের হাতে পড়ে গিয়াছেন। আমি বাণীমাধব; দাদাকেও দোরস্ত করিব, এব্যাটাদিগকেও দোরস্ত করিব; এই কথা মনে করিতে করিতে তিনি একটী কুটীরে প্রবেশ করিলেন। ঘটনাক্রমে সেই কুটীরে শ্রীরঘুনাথদাস বাবাজী মহাশয় কলার পেটোর আসনে বসিয়া হরিনাম করিতেছিলেন। মনুষ্যের যে স্বভাব তাহা তাহাদের মুখে দেখিতে পাওয়া যায়। বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় দেখিলেন যে, কলি মূর্ত্তিমান হইয়া এই ব্রাহ্মণকুমারের বেশ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। বৈষ্ণবেরা স্বভাবতঃ আপনাদিগকে তৃণ অপেক্ষা হীন বলিয়া জানেন, সমস্ত শত্রুপীড়ন সহ্য করিয়া তাঁহাদের মঙ্গল কামনা করেন, নিজে অমানী হইয়া অন্য সকলকে মান বিধান করেন, সুতরাং, রঘুনাথদাস বাবাজী

মহাশয় আদর করিয়া বাণীমাধবকে বসাইলেন। বাণীমাধব নিতান্ত অবৈষ্ণব। বৈষ্ণবের মর্য্যাদা না জানিয়া বৃদ্ধ বাবাজীকে শূদ্রবোধে আশীর্ব্বাদ করিয়া বসিলেন। বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসা ক'রলেন, বাবা তোমার নাম কি? এবং কি নিমিত্ত আসিয়াছ? বৃদ্ধ বাবাজী তুমি আমি বলিয়া কথা কহিলেন, তাহাতে বাণীমাধবের চক্ষে একটু রোষ আসিয়া উপস্থিত হইল। বাণীমাধব একটু বক্রতার সহিত বলিতে লাগিলেন। ওহে বাবাজী কৌপীন পরিলেই কি ব্রাহ্মণের সমান হওয়া যায়? সে যাহা হউক, একটা কথা তোমাকে বলি। ব্রজনাথ ন্যায়পঞ্চাননকে তোমরা জান।

বাবাজী। অপরাধ ক্ষমা করুন। বৃদ্ধলোকের বাগ্‌দোষ ধরিবেন না। ব্রজনাথ কথন কথন কৃপা করিয়া আসেন।

বাণী। সে লোকটী বড় সহজ নয়। দুই চারিদিন আসিলে বিনয়াদির দ্বারা তোমাকে বশীভূত করিয়া তোমার যাহা করিবার তাহা করিবে। বেলপুখুরের ভট্টাচার্য্যেরা তোমাদের ব্যবহার দেখিয়া অত্যন্ত বিরোধী। তাহারা পরামর্শ করিয়া ব্রজনাথকে তোমাদের নিকট পাঠাইয়াছে। তুমি বৃদ্ধলোক একটু সাবধানে থাকিবে। আমি মাঝে মাঝে আসিয়া তাহাদের কু-পরামর্শ সকল তোমাদের বলিয়া যাইবো। তুমি আমার বিষয় তাহাকে কিছু বলিবে না। বলিলে তোমার আরও অনিষ্ট করিবে। আমি অদ্য চলিলাম। এই বলিয়া বাণীমাধব স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন।

মধ্যাহ্নে আহার করিয়া বাণীমাধব ব্রজনাথের কাছে গিয়া কথায় কথায় বলিলেন দাদা আমি কার্য্যগতিকে অদ্য প্রাতে মায়াপুরে গিয়াছিলাম। সেখানে একটী বৃদ্ধ বৈষ্ণব দেখিলাম। সেই বা রঘুনাথ দাস বাবাজী হয়। তাহার সহিত একটু কথোপকথন করিতে করিতে তোমার প্রসঙ্গ হইল। তোমার সম্বন্ধে সে একটা এমত ঘৃণিত কথা বলিল যে সেরূপ বাক্য কেহ ব্রাহ্মণের প্রতি প্রয়োগ করে না। অবশেষে বলিল ব্রজনাথকে ৩৬ জাতির প্রসাদাবশিষ্ট খাওয়াইয়া তাহার বামনাই শেষ করিয়া দিব। ছি! তোমার মত পণ্ডিত লোক সেরূপ লোকের নিকট গেলে আর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের মান থাকিবে না। বাণীমাধবের এই সকল কথা শুনিয়া ব্রজনাথ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বৈষ্ণবদিগের প্রতি তাঁহার যে দৃঢ় শ্রদ্ধা হইয়াছিল এবং বৃদ্ধ বাবাজীর প্রতি তাঁহার যে ভক্তি হইয়াছিল তাহা না জানি কি কারণে দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। ব্রজনাথ বলিলেন ভায়া

আজ আমি একটী বিশেষ বিষয়ে ব্যস্ত আছি, তুমি ঘরে যাও। কাল তোমার কথা শুনিয়া আলোচনা করিব। বাণীমাধব চলিয়া গেলেন।

বাণীমাধবের বিজ্ঞদয় চরিত্র ব্রজনাথ ভালরূপ জানিতেন। ব্রজনাথ অনেক ন্যায় পড়িয়াছিলেন, তথাপি স্বভাবতঃ অসচ্চেষ্টা ভাল বাসিতেন না। সন্ন্যাসের সহায়তা করিবে বলিয়া বাণীমাধবকে একটু বন্ধুত্ব ভাব দেখাইয়াছিলেন এখন বুঝিতে পারিলেন যে বাণীমাধব কোন প্রকার দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার বৈরাগ্যের অনুকূল বাক্য বলিয়াছিল। ভাবিতে ভাবিতে স্মরণ হইল যে প্রস্তাবিত বিবাহের সম্বন্ধে বাণীমাধবের লভ্য আছে। তজ্জন্যই শ্রীমায়াপুর গিয়া সে কোন দুরভিসন্ধির ভিত্তি পত্তন করিয়া আসিয়া থাকিবেক। মনে মনে ভগবানকে বলিলেন, হে ভগবন্ গুরু বৈষ্ণবে যেন আমার শ্রদ্ধা দৃঢ় হইতে থাকে। ধূর্ত্ত লোকের দৌরাত্ম্যে যেন কোন প্রকারে লঘু না হয়। এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে দিনটী অবশেষ হইল। সন্ধ্যার পরে ব্যাকুলচিত্তে শ্রীবাস অঙ্গনে গমন করিলেন।

এদিকে বাণীমাধব উঠিয়া গেলে বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় মনে মনে করিলেন যে এই লোকটা ঠিক ব্রহ্মরাক্ষস। "রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু" এই শাস্ত্র বাক্যটী এই লোকে ফলিয়াছে ইহার বর্ণাহঙ্কার, বৃথাভিমান, বৈষ্ণববিদ্বেষ ও ধর্ম্মধ্বজিত্ব ইহার মুখশ্রীতে চিত্রিত আছে। ইহার সঙ্কীর্ণ স্কন্ধ, মিটমিটে চক্ষু ও কথার চালাকি ইহার অন্তরের পরিচয়। আহা! ব্রজনাথ কি মধুর স্বভাব ব্যক্তি আর এ ব্যক্তিই বা কি অসুর স্বভাব পুরুষ। হে কৃষ্ণ! হে গৌরাঙ্গ! যেন এইরূপ লোকের সহিত সঙ্গ আর না করিতে হয়। অদ্য ব্রজনাথ আসিলে তাহাকেও সতর্ক করিয়া দিব।

ব্রজনাথ কুটীরে প্রবিষ্ট হইলে বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় দ্বিগুণ স্নেহাবিষ্ট হইয়া 'এস বাবা এস' বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। ব্রজনাথ চক্ষে দর দর ভক্তি ধারার সহিত বাবাজীর চরণ রেণু চুম্বন করিয়া বসিলেন। তিনি লজ্জায় কোন কথা উত্থাপন করিতে পারিলেন না। বাবাজী মহাশয় বলিলেন একটী কৃষ্ণবর্ণ ব্রাহ্মণ অদ্য প্রাতে আসিয়া কতকগুলি উদ্বেগদায়ক বাক্য বলিয়া গেলেন। তুমি কি তাহাকে চেন।

ব্র। প্রভো! জগতে জীব অনেক প্রকার, আপনিই বলিয়াছেন। তন্মধ্যে পূর্ণ মৎসরতা নিবন্ধন কতকগুলি লোক অন্য জীবে উদ্বেগ জন্মাইয়া সুখী হয়। আমাদের বাণীমাধব ভায়া (ভায়া বলিতে লজ্জা বোধ হয়) তন্মধ্যে একজন

প্রধান। তাহার কথা আর যদি কিছুমাত্র উল্লেখ না হয় তাহা হইলে আমি সুখী হই। আসল কথা এই যে আমার নিন্দা আপনার কাছে ও আপনার নিন্দা আমার কাছে করা এবং মিথ্যা দোষারূপ করিয়া সুহৃদ্ ভেদ জন্মাইয়া দেওয়া তাহার প্রকৃতি। তাহার কথা শুনিয়া আপনিত কিছুই মনে করেন নাই?

বা। হা কৃষ্ণ! হা গৌরাঙ্গ! আমি বহুকাল বৈষ্ণব সেবায় নিযুক্ত; আমি বৈষ্ণবাবৈষ্ণব ভেদ করিতে তাঁহাদের কৃপায় শক্তি লাভ করিয়াছি। আমি সমস্ত বিষয় বুঝিতে পারিয়াছি। সে বিষয় তোমার আর কিছু বলিতে হইবে না।

ব্র। সে সব কথা বিস্মরণ হইয়া আমাকে বলুন, মায়াবদ্ধ জীব কিরূপে মুক্ত হয়?

বা। শ্রীদশমূলের সপ্তম শ্লোক শুনিলে তোমার প্রশ্নের উত্তর পাইবে।

যদা ভ্রামং ভ্রামং হরিরসগলদ্ বৈষ্ণবজনং
কদাচিৎ সংপশ্যন্ তদনুগমনে স্যাদ্রুচিরিহ।
তদা কৃষ্ণাবৃত্ত্যা ত্যজতি শনকৈর্মায়িকদশাং
স্বরূপং বিভ্রাণো বিমলরসভোগং স কুরুতে ॥ ৭ ॥

সংসারে উচ্চাবচ যোনি সমূহে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন হরিরস গলিত বৈষ্ণব দর্শন হয়, তখন মায়াবদ্ধ জীবের বৈষ্ণবানুগমনে রুচি জন্মিয়া পড়ে। কৃষ্ণনামাদি আবৃত্তি ক্রমে অল্পে অল্পে মায়িক দশা দূর হইতে থাকে। জীব ক্রমশঃ স্বরূপ লাভ করতঃ বিমল কৃষ্ণ সেবা রসভোগ করিতে যোগ্য হন।

ব্র। এ সম্বন্ধে দু একটী বেদ প্রমাণ শুনিতে ইচ্ছা করি।

বা। বেদ বলিয়াছেন।

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো হ্যনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ ॥

ব্র। যখন সেবনীয় ঈশ্বরকে দেখিতে পান তখন বীতশোক হইয়া জীব তাঁহার মহিমা লাভ করেন। এই বাক্যদ্বারা কি মুক্তিকে বুঝিতে হইবে?

বা। মায়াবন্ধন মোচনের নাম মুক্তি। তাহা সাধুসঙ্গ প্রাপ্ত পুরুষের অবশ্যই লভ্য কিন্তু মুক্তি হইলে জীবের যে মহিমা লাভ হয় তাহাই অন্বেষণীয়। 'মুক্তি-হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ, এই বাক্যে অন্যথারূপ পরিত্যাগ করিয়া জীবের স্বরূপাবস্থিতিই প্রয়োজন। বন্ধন মোচন যে মুহূর্ত্তে হয় সেই মুহূর্ত্তে মুক্তির কার্য্য হইয়া গেল। কিন্তু স্বরূপে ব্যবস্থিত হইয়া জীবের অনন্ত ক্রিয়া আরম্ভ হইল। তাহাই তাহার মূল প্রয়োজন। অত্যন্ত দুঃখহানিকে মুক্তি

বলা যায় কিন্তু মুক্তির পর চিৎসুখ প্রাপ্তিরূপ একটী অবস্থা আছে, তাহা ছান্দোগ্যে বলিয়াছেন।

এবমেবৈষঃ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং
জ্যোতিরূপং সম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে।
স উত্তমঃ পুরুষঃ স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়নমমাণঃ॥

প্র। মায়ামুক্ত পুরুষদিগের লক্ষণ কি?

বা। তাঁহাদের আটটী লক্ষণ ছান্দোগ্যে কথিত হইয়াছে।

আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো
বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ॥

প্র। মূলে কথিত হইয়াছে যে সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে জীব যখন হরিরস রসিক বৈষ্ণবের সঙ্গ লাভ করেন, তখনই তাঁহার মঙ্গলোদয় হয় একথায় আমার একটি পূর্ব্ব পক্ষ এই যে ব্রহ্মজ্ঞান অষ্টাঙ্গ যোগ ইত্যাদি শুভ কর্ম্ম দ্বারা কি চরমে হরিভক্তি লাভ হয় না।

বা। ভগবান শ্রীমুখে বলিয়াছেন।

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব বা।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা॥
ব্রতানি যজ্ঞাশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাং॥

তাৎপর্য্য এই যে যোগ, সাংখ্যজ্ঞান, স্মার্ত্তধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, সন্ন্যাস, ইষ্টাপূর্ত্ত, দাক্ষিণ্য, ব্রতসকল, যজ্ঞ সকল, তীর্থ ভ্রমণ ও যমনিয়ম আমাকে তত দূর বাধ্য করিতে পারে না, সর্ব্বসঙ্গবিনাশক সৎসঙ্গ যেরূপ অবরোধ করিতে পারে। অষ্টাঙ্গ যোগাদির দ্বারা আমাকে গৌণরূপে সন্তুষ্ট করিতে পারে কিন্তু সাধুসঙ্গই আমাকে একান্ত অবরোধ করিবার একমাত্র হেতু। হরিভক্তি সুধোদয়ে বলিয়াছেন।

যস্য যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ স তদ্গুণঃ।
স্বকুলোর্দ্ধ্যৈস্ততো ধীমান স্বযূথ্যানেব সংশ্রয়েৎ॥

যে পুরুষের যেরূপ সঙ্গ তাহার সেইরূপ মণিস্পর্শের ন্যায় গুণ হয় অতএব শুদ্ধ সাধু লোকের সঙ্গ দ্বারা শুদ্ধ সাধু হওয়া যায়। সাধুসঙ্গই সকল প্রকার শুভদ। শাস্ত্রে নিঃসঙ্গ হইবার যে পরামর্শ আছে তাহা কেবল সাধুসঙ্গকেই

বলে। সাধুসঙ্গ অজ্ঞাতরূপে কৃত হইলেও তাহাতে বিশেষ উপকার যথা ভাগবতে,—

সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে॥

অজ্ঞানক্রমে অসাধুসঙ্গ করিলেও সংসাররূপ অসৎ ফললাভ হয়; সেই সঙ্গ অজ্ঞানেও যদি সাধুতেও কৃত হয় তাহাই নিঃসঙ্গী। ভাগবতে।

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থোপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

যে পর্য্যন্ত জীব নিষ্কিঞ্চন মহাত্মা ভগবদ্ভক্তের পাদরজদ্বারা অভিষেক স্বীকার না করেন সে পর্য্যন্ত সমস্ত অনর্থের অপগম স্বরূপ ভগবচ্চরণে তাঁহার মতি হয় না।

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥

গঙ্গাদি জলময় তীর্থ সকল এবং মৃৎ শিলাময় দেবতা সকলকে বহুদিন সেবা করিলে তাঁহারা পবিত্র করেন কিন্তু সাধুগণ দর্শনমাত্রেই পবিত্র করিয়া থাকেন। অতএব

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ জনস্য তর্হ্যচ্যুতসৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ॥

বাবা এই সংসারে অনাদি মায়া-বদ্ধজীব কখন দেবযোনিতে, কখন পশু যোনিতে স্মরণাতীত কাল হইতে কর্ম্মচক্রে ভ্রমণ করিতেছেন। যদি কখন সুকৃতি বলে সাধুসঙ্গ হয় সেই সময় হইতেই পরাবরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে মতি জন্মে।

ব্র। সুকৃতি হইতে সাধুসঙ্গ লাভ হয়। সুকৃতি কি? তাহা কি কর্ম্ম না জ্ঞান?

বা। শাস্ত্রে শুভকর্ম্মকে সুকৃতি বলেন। সেই শুভকর্ম্ম দুইপ্রকার। ভক্তি-প্রবর্ত্তক ও অবান্তরফলপ্রবর্ত্তক। নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম, সাংখ্যাদিজ্ঞান এ সমস্তই অবান্তরফলপ্রদ সুকৃতি। সাধু সন্নিকর্ষ ও ভক্তিজনক দেশ কালও দ্রব্য সংস্পর্শই ভক্তিপ্রদ সুকৃতি। ভক্তিপ্রদ সুকৃতি লাভ করিতে করিতে তাহা বলবান্ হইয়া কৃষ্ণে ভক্তি উৎপন্ন করে। অবান্তর ফলপ্রদ সুকৃতি সকল সেই সেই ফল দিয়া নিবৃত্ত হয়। সংসারে যে প্রকার দানাদি শুভকর্ম্ম হইতেছে, তাহারা ভুক্তিফল দান

করে। ব্রহ্মজ্ঞানাদি সুকৃতি মুক্তিফল দান করে ; তাহারা ভক্তিফল দান করিতে সক্ষম নয়। সাধুভক্ত ব্যক্তির সঙ্গ, একাদশী, জন্মাষ্টমী, গৌর পৌর্ণমাস্যাদি, সাধুভাবজনক কাল, তুলসী, শ্রীমন্দির, মহাপ্রসাদ, তীর্থাদি সাধু বস্তুর দর্শন ও স্পর্শনরূপ ক্রিয়া সকল ভক্তিপ্রদ সুকৃতি।

ব্র। কোন ব্যক্তি সংসারের ক্লেশে অর্দ্দিত হইয়া অবিদ্যা যন্ত্রণা দূরীকরণার্থ বিবেক ক্রমে হরিচরণে যদি শরণাপত্তি গ্রহণ করেন তাহার কি ভক্তি লাভ হইবে না ?

বা। যদি মায়া যন্ত্রণায় পীড়িত হইয়া বিবেক দ্বারা জানিতে পারে যে সংসার ধর্ম্ম সকলই অসাধু, ভগবচ্চরণ ও তন্নিকটস্থিত শুদ্ধ ভক্তগণই আমার একমাত্র আশ্রয় ; এরূপ অনন্যগতি হইয়া ভগবচ্চরণের প্রতি ধাবিত হয়, তাহা হইলে সেই চরণাশ্রিত ভক্তদিগের পদাশ্রয় অগ্রেই গ্রহণ করেন। সেই পদাশ্রয় গ্রহণই তাহার ভক্তিপ্রদ মুখ্য সুকৃতি হয়। তাহাতেই তিনি ভগবচ্চরণ লাভ করেন। প্রথমে যে বৈরাগ্য ও বিবেক লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কেবল গৌণরূপে ভক্তি-সাধক হইয়াছে। অতএব সাধুসঙ্গ ব্যতীত ভক্তিলাভের মুখ্য উপায় আর নাই।

ব্র। গৌণ ভক্তিসাধক হইলেও কর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও বিবেককে ভক্তিপ্রদ সুকৃতি বলিবার আপত্তি কি ?

বা। তাহাতে বিশেষ আপত্তি আছে। উহারা প্রায়ই জীবকে একটী অবান্তর ফলে আবদ্ধ রাখিয়া সরিয়া পড়ে। কর্ম্ম ভুক্তিফলে জীবকে বসাইয়া নিরস্ত হয়। বৈরাগ্য ও বিবেক প্রায়ই অভেদ ব্রহ্মজ্ঞানে জীবকে প্রোথিত করিয়া রাখে, ব্রহ্মজ্ঞান প্রায়ই জীবকে ভগবচ্চরণ হইতে বঞ্চিত করে। এইজন্য ইহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া ভক্তিপ্রদ সুকৃতি বলা যায় না। কদাচ কাহারো পক্ষে উহারা ভক্তি পর্য্যন্ত বাহক হয়। তাহা সাধারণ বিধি নয়। শুদ্ধভক্তসঙ্গের অবান্তর ফল নাই। তাহা অবশ্যই প্রেম পর্য্যন্ত লইয়া যাইবে। যথা ভাগবতে ;

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসম্বিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥

ব্র। সাধুসঙ্গই একমাত্র ভক্তিপ্রদ সুকৃতি। সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ ও পরে ভক্তিলাভ, ইহাকেই কি ক্রম বলিব ?

বা। ক্রম যথাযথ বলিতেছি শ্রবণ কর। সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে জীবের দৈবাৎ ভক্তিপ্রদ সুকৃতি হয়। শুদ্ধ ভক্তির যে সকল অঙ্গ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার কোনটী না কোনটী কার্য্য নরজীবনে দৈবাৎ কৃত হয়। যথা ঘটনাক্রমে

একাদশ্যাদি দিবসে উপবাস। ভগবল্লীলাতীর্থ দর্শন ও সংস্পর্শ। অতিথি বোধে শুদ্ধভক্তের উপকার। নিষ্কিঞ্চন সাধুদিগের বদননির্গত হরিনামাদির কথা বা গীত শ্রবণ। উক্ত সমস্ত কার্য্যে যাহাদের ভুক্তিমুক্তি স্পৃহা থাকে, তাহাদের সম্বন্ধে উহারা ভক্তিপ্রদ সুকৃতি হয় না। অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি সকল ঘটনাক্রমে বা লোক দৃষ্টিতে যদি ভুক্তিমুক্তি স্পৃহা রহিত হইয়া ঐ সমস্ত কার্য্য করে তাহা হইলে ঐ সকল কার্য্য ভক্তিপ্রদ সুকৃতি হয়। সেই ভক্তিপ্রদ সুকৃতি বহুজন্মে পুঞ্জ পুঞ্জ হইলে বল লাভ করিয়া অনন্য ভক্তিতে শ্রদ্ধা উদয় করে। অনন্য ভক্তিতে শ্রদ্ধা হইলে শুদ্ধভক্তসাধুসঙ্গ করিবার স্পৃহা জন্মে। ভক্তসাধুগণের সঙ্গ হইলে সাধন ও ভজন ক্রমে ক্রমে হয়। ভজন করিতে করিতে অনর্থ সকল দূর হয়। অনর্থ দূর হইলে পূর্ব্বে যে শ্রদ্ধা ছিল তাহা নির্ম্মল হইয়া নিষ্ঠারূপে পরিণত হয়। নিষ্ঠা ক্রমশঃ অধিকতর নির্ম্মল হইয়া রুচি হইয়া পড়ে। রুচি, ভক্তির সৌন্দর্য্যে বদ্ধ হইয়া আসক্তি রূপে পরিণত হয়। আসক্তি ক্রমশঃ পূর্ণতা লাভ করিলে ভাব বা রতি হয়। রতি সামগ্রীযোগে রস হয়। ইহাই প্রেমোৎপত্তির একমাত্র ক্রম। মূল কথা এই যে শুদ্ধ সাধু দর্শনে সুকৃত পুরুষের সাধু অনুগমনের প্রবৃত্তি জন্মে। সিদ্ধান্ত এই যে ঘটনাক্রমে প্রথমে সাধুসঙ্গ, পরে শ্রদ্ধা ও পরে দ্বিতীয় সাধুসঙ্গ হয়। প্রথম সাধুসঙ্গের ফল শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধার অপর নাম শরণাপত্তি। হরিপ্রিয় দেশ, কাল, দ্রব্য ও পাত্র এই সকলের সান্নিকর্ষই প্রথম সাধুসঙ্গ। প্রথম সাধুসঙ্গের ফলে যে শরণাপত্তিরূপ শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাহার লক্ষণ গীতার চরম শ্লোকে দেখিবে।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

স্মার্ত্তধর্ম্ম, অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্য, জ্ঞান, বৈরাগ্যাদি ধর্ম্ম সকল সর্ব্ব ধর্ম্ম শব্দে উক্ত হইয়াছে। সেই সকল ধর্ম্মের দ্বারা জীবের প্রয়োজন সাধন হইতে পারে না, এইরূপ বুদ্ধির উদ্দেশে সেই সেই ধর্ম্মত্যাগের কথার উল্লেখ। সচ্চিদানন্দ-ঘনস্বরূপ আমি ব্রজবিলাসী কৃষ্ণই জীবের একমাত্র গতি, ইহা জানিয়া অনন্য-ভাবে ভোগ-মোক্ষাদি চিন্তারহিত হইয়া আমার শরণাগত হওয়াই প্রপত্তিরূপ শ্রদ্ধা। সেই শ্রদ্ধা উদয় হইলে জীব কাঁদিতে কাঁদিতে বৈষ্ণব সাধুর অনুগমনে রত হয়। এইবার যে সাধুর আশ্রয় করেন তিনিই গুরু।

ব্র। জীবের অনর্থ কয় প্রকার ?

বা। অনর্থ চারি প্রকার। ১। স্বস্বরূপের অপ্রাপ্তি ২। অসতৃষ্ণা ৩। অপরাধ ৪। হৃদয় দৌর্ব্বল্য। আমি শুদ্ধ চিৎকণ কৃষ্ণদাস ইহা ভুলিয়া স্বস্বরূপ হইতে বদ্ধজীব দূরে পড়িয়াছেন, সেই স্বস্বরূপের অপ্রাপ্তি জীবের প্রথম অনর্থ। জড় বস্তুতে অহং মমাদি বুদ্ধি করিয়া অসৎ বিষয় সুখাদির তৃষ্ণাকে অসতৃষ্ণা বলি। পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, স্বর্গৈষণা এই তিন প্রকার অসতৃষ্ণা। অপরাধ দশবিধ তাহা পরে বলিব। হৃদয় দৌর্ব্বল্য হইতেই শোকাদির উদ্ভব। এই চারি প্রকার অনর্থ অবিদ্যাবদ্ধ জীবের নৈসর্গিক ফল। সাধুসঙ্গে শুদ্ধ কৃষ্ণানুশীলন দ্বারা ঐ সমস্ত অনর্থ ক্রমে দূর হয়। যোগাদি অন্যান্য পন্থায় প্রত্যাহার, যম, নিয়ম, বৈরাগ্যাদি সাধন চতুষ্টয়ের যে ব্যবস্থা আছে তাহা উদ্বেগরহিত উপায় নয়। তাহাতে অনেক পতনের আশঙ্কা আছে এবং তদ্দ্বারা চরমে শুভ হওয়া নিতান্ত কঠিন। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলনই উদ্বেগশূন্য উপায়। অনর্থগুলি যত যায়, মায়িক দশা ততই তিরোহিত হয়। মায়িক দশা যে পরিমাণে তিরোহিত হয়, জীবের স্বরূপ সেই পরিমাণে উদয় হইতে থাকে।

ব্র। অনর্থহীন ব্যক্তিদিগকে কি মুক্ত বলা যায়?

বা। ভাগবতের এই পদ্যটী বিচার কর।

রজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ পার্থিবৈরিহ জন্তবঃ।
তেষাং যে কেচনেহন্তে শ্রেয়ো বৈ মনুজাদয়ঃ॥
প্রায়ো মুমুক্ষবস্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোত্তম।
মুমুক্ষূণাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিদ্ধ্যতি॥
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥

অনর্থমুক্ত ব্যক্তিগণই শুদ্ধভক্ত। ভক্ত অতি দুর্লভ। কোটি কোটি মুক্ত লোকের মধ্যে অন্বেষণ করিলে একটি কৃষ্ণভক্ত পাওয়া যায়। অতএব কৃষ্ণ ভক্তের অপেক্ষা আর দুর্লভসঙ্গ জগতে মিলিবে না।

ব্র। বৈষ্ণবজন বলিলে কি গৃহত্যাগী বৈষ্ণবকে বুঝিতে হইবে?

শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তই বৈষ্ণব। গৃহস্থ হউন বা গৃহত্যাগী হউন, ব্রাহ্মণ হউন বা চণ্ডাল হউন, ধনীমানী হউন বা দরিদ্র হউন তাঁহার যে পরিমাণে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি আছে সেই পরিমাণে তিনি কৃষ্ণভক্ত।

ব্র। মায়াকবলিত জীব পঞ্চ প্রকার তাহা আপনি বলিয়াছেন। সাধন ভক্ত ও ভাবভক্তগণকেও মায়াবদ্ধ মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। ভক্তগণ কি অবস্থা পর্য্যন্ত পৌঁছিলে মায়ামুক্ত মধ্যে গণিত হন ?

বা। ভক্তজীবন আরম্ভ হইলেই মায়ামুক্ত বলিয়া জীব অভিহিত হন, কিন্তু বস্তুগত মায়ামুক্তি ভক্তি সাধন পরিপক্ক অবস্থায় আসিলে ঘটিতে পারে তাহার পূর্ব্বে কেবল স্বরূপগত মায়ামুক্তি ঘটিয়া থাকে। জীবের স্থূল ও লিঙ্গশরীর সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইলে বস্তুগত মায়ামুক্তি হয়। সাধন ভক্তির অনুশীলন করিতে করিতে ভাব ভক্তির উদয় হয়। ভাবভক্তিতে জীব দৃঢ়রূপে অবস্থিত হইয়া জড়দেহ পরিত্যাগানন্তর লিঙ্গদেহকে বিসর্জ্জন দিয়া চিচ্ছরীরে অবস্থিত হন। অতএব সাধনভক্তিকালে মায়িক দশা থাকে। ভাবভক্তির প্রারম্ভেও সে দশা সম্পূর্ণরূপে বিগত হয় না। এই দুই অবস্থা বিচার করিয়া সাধনভক্ত ও ভাবভক্তকে মায়াকবলিত পঞ্চ প্রকার জীবের মধ্যে রাখা হইয়াছে। বিষয়ী ও মুমুক্ষুগণ এই পঞ্চ প্রকারের মধ্যে অবশ্য পরিগণিত। মুক্তগণের মধ্যে মায়ামুক্তি হরিভক্তি দ্বারা সিদ্ধ হয়। জীব অপরাধী হইয়া মায়াবদ্ধ হইয়াছেন, আমি কৃষ্ণদাস এই কথা বিস্মৃত হওয়াই মূল অপরাধ। কৃষ্ণকৃপা ব্যতীত অপরাধ যায় না সুতরাং তদ্ব্যতীত মায়ামুক্তিরও সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানী সম্প্রদায়ে এরূপ বিশ্বাস করেন যে কেবল জ্ঞানে মুক্তি হইবে। সেটী অমূলক বিশ্বাস। কৃষ্ণকৃপা ব্যতীত মায়া মোচন কখনই হইবে না। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে দেবতাদিগের দুইটী সিদ্ধান্তযুক্ত শ্লোক পাওয়া যায়।

> যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
> আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥
> তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্ ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
> ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥

ব্র। মায়ামুক্তজীব কত প্রকার ?

বা। মায়ামুক্ত জীব আদৌ দুই প্রকার। নিত্যমুক্ত ও বদ্ধমুক্ত। যে সকল জীব মায়াবদ্ধ হন নাই তাঁহারা নিত্যমুক্ত। তাঁহারাও দুই প্রকার। ঐশ্বর্য্যগত নিত্যমুক্তজীব ও মাধুর্য্যগত নিত্যমুক্তজীব। ঐশ্বর্য্যগত নিত্যমুক্ত-জীবেরা পরব্যোমপতির পার্ষদ এবং পরব্যোমস্থ মূল সঙ্কর্ষণের কিরণকণ। মাধুর্য্যগত নিত্যমুক্তজীবগণ গোলোকবৃন্দাবননাথের পার্ষদ। তাঁহারা তদ্ধামস্থ বলদেবের কিরণকণ। বদ্ধমুক্তজীবগণ তিন প্রকার ঐশ্বর্য্যগত, মাধুর্য্যগত

ও ব্রহ্মজ্যোতিগত। যাঁহারা সাধনকালে ঐশ্বর্য্যপ্রিয়, তাঁহারা পরব্যোমনাথের নিত্যপার্শ্বদগণের সহিত সালোক্য লাভ করেন। সাধন কালে যাঁহারা মাধুর্য্য-প্রিয় মোক্ষলাভের পর নিত্য বৃন্দাবনাদি ধামে সেবা-সুখ ভোগ করেন। যাহারা সাধনকালে অভেদ অনুসন্ধানে রত তাঁহারা মোক্ষলাভের সহিত ব্রহ্ম-সাযুজ্যরূপ সর্ব্বনাশ প্রাপ্ত হন।

ব্র। যাঁহারা গৌরকিশোরের একান্ত ভক্ত তাঁহাদের চরম গতি কি?

বা। কৃষ্ণ ও গৌরকিশোর ইহাঁরা পৃথক্ তত্ত্ব নন। উভয়ই মধুর রসের আশ্রয়। একটু ভেদ এইমাত্র যে মাধুর্য্য রসে যে দুইটী প্রকার আছে অর্থাৎ মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য তন্মধ্যে মাধুর্য্য যেখানে বলবৎ সেই খানে কৃষ্ণস্বরূপ ও ঔদার্য্য যেখানে বলবৎ সেখানে শ্রীগৌরাঙ্গস্বরূপ। মূল বৃন্দাবনেও কৃষ্ণপীঠ ও গৌরপীঠ এং দুইটী পৃথক্ প্রকোষ্ঠ আছে। কৃষ্ণপীঠে যে সমস্ত নিত্যসিদ্ধ ও নিত্যমুক্ত পার্শ্বদ মাধুর্য্য-প্রধান-ঔদার্য্য লাভ করিয়াছেন তাঁহারা কৃষ্ণগণ। শ্রীগৌরপীঠে সেই সকল নিত্যসিদ্ধ ও নিত্যমুক্ত পার্শ্বদগণ ঔদার্য্য প্রধান-মাধুর্য্য ভোগ করিতেছেন। কোন স্থলে উভয় পীঠে স্বরূপব্যূহ দ্বারা তাঁহারা বর্ত্তমান। আবার কোনস্থলে এক স্বরূপেই এক পীঠে আছেন অন্য পীঠে থাকেন না। সাধনকালে যাহারা কেবল গৌরোপাসক, সিদ্ধকালে তাঁহারা কেবল গৌরপীঠে সেবা করেন। সাধনকালে যাঁহারা কেবল কৃষ্ণোপাসক সিদ্ধকালে তাঁহারা কৃষ্ণপীঠ অবলম্বন করেন। সাধনকালে যাহারা কৃষ্ণ ও গৌর উভয়ের উপাসক সিদ্ধকালে তাঁহারা কায়দ্বয় অবলম্বনপূর্ব্বক উভয় পীঠে যুগপৎ বর্ত্তমান। ইহাই গৌরকৃষ্ণের অচিন্ত্য ভেদাভেদের পরম রহস্য।

এতাবৎ মায়ামুক্ত অবস্থাবিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করতঃ ব্রজনাথ আর থাকিতে না পারিয়া ভাবাবেশে বৃদ্ধ বৈষ্ণবের চরণে পড়িয়া কিয়ৎক্ষণ থাকিলেন। বাবাজী মহাশয় কাঁদিতে কাঁদিতে ব্রজনাথকে তুলিয়া সুদৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন। রাত্র অনেক হইল বাবাজী মহাশয়ের নিকট হইতে বিদায় হইয়া ব্রজনাথ বাটী চলিলেন। পথে জীবের গতি-চিন্তা প্রবল হইয়া উঠিল। গৃহে আসিয়া ভোজন করিবার সময় পিতামহীকে কহিলেন, দিদিমা, তোমরা যদি আমাকে দেখিতে চাও তবে আমার বিবাহের সম্বন্ধটা স্থগিত কর ও বাণীমাধবকে আর আশ্রয় দিবে না। সে আমার পরম শত্রু। কল্য হইতে আমি আর তাহার সহিত কথোপকথন করিব না। তোমরাও আর তাহার যত্ন করিও না।

ব্রজনাথের পিতামহী বড় বুদ্ধিমতী। দিবসে বাণীমাধবের সহিত যে কথোপকথন হইয়াছিল সেই সব কথা ও ব্রজনাথের কথা আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন বিবাহের প্রস্তাবটা এখন থাকুক। ব্রজনাথের যেরূপ ভাব দেখিতেছি তাহাতে অধিক পীড়াপীড়ি করিলে সে হয় কাশী, না হয় বৃন্দাবন চলিয়া যাইবে। ঠাকুরের যাহা ইচ্ছা তাহাই হোক্।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

নিত্যধর্ম্ম ও সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন।

(প্রমেয়ান্তর্গত ভেদাভেদ বিচার)

বাণীমাধব অতিশয় নষ্ট প্রকৃতি। ব্রজনাথের দ্বারা তিরস্কৃত হইয়া মনে মনে করিল, ব্রজনাথ ও বাবাজীদের উভয়ের অমঙ্গল সাধন করা চাই। আর কতকগুলি নষ্ট প্রকৃতি ব্যক্তির সহিত জটলা করিয়া স্থির করিল যে ব্রজনাথ রাত্রে শ্রীবাস অঙ্গন হইতে আসিবে তখন লক্ষণ টীলার নিকট নির্জ্জন প্রদেশে তাহাকে প্রহার করিতে হইবে। ব্রজনাথ সে কথা একটু বুঝিতে পারিয়া দিবাভাগে বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয়ের সহিত যুক্তি করিয়া স্থির করিলেন যে আমার শ্রীবাস অঙ্গনে প্রতিদিন আসা হইবে না এবং যখন আসতে হইবে তখন দিবাভাগেই আসিতে হইবে। আর একটা মজবুদ্ লোক সঙ্গে সঙ্গে রাখা চাই। ব্রজনাথের কতকগুলি প্রজা ছিল। তন্মধ্যে হরিশ ডোম বলিয়া একজন পাকা লাঠিয়াল ছিল। হরিশকে বলিলেন আমি আজকাল একটা বিষয়ে বিপদগ্রস্ত হইয়াছি তুমি যদি আমার কিছু সহায়তা কর তবে আমি রক্ষা পাই। হরিশ বলিল ঠাকুর, তোমার জন্যে আমি পেরাণ দিতে পারি। আমাকে বলিলে আমি তোমার শত্রুকে মেরে ফ্যাল্‌বো। ব্রজনাথ বলিলেন বাণীমাধব আমার অমঙ্গল চেষ্টা করিতেছে। তাহার উৎপাতে আমি শ্রীবাস অঙ্গনে বৈষ্ণবদিগের নিকট যাইতে সাহস করি না। পথে আমাকে মারিবে এরূপ যুক্তি করিয়াছে। হরিশ উত্তর করিল ঠাকুর! তোমার কর্শে থাক্‌তে পরওয়া কি? এই লাঠি গাছটা বাণীমাধব ঠাকুরের মুণ্ডে পড়িবে বোধ হচ্ছে। যাহোক্, ঠাকুর যেখন যেখন তুমি ছিরিবাস আঙ্গিনায় যাবা তেখন তেখন মোকে সঙ্গে ন্যাবা। দেখবো কোন্ ব্যাটা কি করে। মুঞি একা একশো জন।

হরিশ ডোমের সহিত এইরূপ স্থির করিয়াও ব্রজনাথ দুই চারি দিন অন্তর শ্রীবাস অঙ্গনে যান। অধিকক্ষণ থাকিতে পারেন না। তত্ত্ব কথা হয় না বলিয়া মনে অত্যন্ত দুঃখিত আছেন। ১০।২০ দিন এইরূপে অতিবাহিত না হইতে হইতে নষ্ট প্রকৃতি বাণীমাধবের সর্পাঘাত হইল। বাণীমাধবের মৃত্যু সংবাদে বৈষ্ণব ব্রজনাথ মনে মনে করিলেন বৈষ্ণব বিদ্বেষের কি তাহার এই ফল হইল। আবার মনে মনে করিলেন "অদ্য বাব্দ শতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবং" পরমায়ু নাই মরিয়া গেল। এখন আমার প্রত্যহ শ্রীবাস অঙ্গনে গমনের আর ব্যাঘাত কি? সেই দিনই ব্রজনাথ সন্ধ্যার পর শ্রীবাস অঙ্গনে গিয়া বাবাজী মহাশয়কে দণ্ডবৎ করতঃ বলিলেন আজ হইতে আমি আবার প্রত্যহ আপনার চরণে আসিব। প্রতিবন্ধক বাণীমাধব এ জগৎকে ছাড়িয়া গিয়াছে। পরম কারুণিক বাবাজী মহাশয় অনুদিত-বিবেক জীবের মৃত্যু সংবাদে প্রথমে দুঃখিত হইলেন। একটু স্থির থাকিয়া বলিলেন "স্বকর্ম্ম ফলভুক্ পুমান্"। কৃষ্ণের জীব কৃষ্ণ যথায় পাঠাইবেন তথায় যাইবে। বাবা! তোমার মনে আর কিছু ক্লেশ আছে।

ব্র। আমার মনে এই মাত্র ক্লেশ যে কয়েক দিবস আমি আপনকার উপদেশামৃত পান করিতে না পাইয়া ব্যাকুল হৃদয় হইয়াছি। অদ্য শ্রীদশমূলের অবশিষ্ট উপদেশ শুনিতে ইচ্ছা করি।

বা। আমি তোমার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত আছি। তুমি কি পর্য্যন্ত শুনিয়াছিলে এবং তাহা শুনিয়া তোমার কি প্রশ্ন মনে উদয় হইয়াছে তাহা বল।

ব্র। শ্রীশ্রীগৌরকিশোর জগৎকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন সে শুদ্ধ মতের নামটী কি? অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এই সকল মত পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ শিখাইয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ দেব কি ঐ সকল মতের মধ্যে কোন একটী মত স্বীকার করিয়াছেন কি অন্য প্রকার মত শিক্ষা দিয়াছেন? সম্প্রদায় প্রণালীতে আপনি বলিয়াছেন যে শ্রীগৌরাঙ্গ, ব্রহ্ম-সম্প্রদায় ভুক্ত। তাহা হইলে তাঁহাকে কি শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য প্রকাশিত দ্বৈতবাদের আচার্য্য বলিয়া মানিব, না আর কিছু?

বা। বাবা! তুমি শ্রীদশমূলের অষ্টম শ্লোক শ্রবণ কর।

হরেঃ শক্তেঃ সর্ব্বং চিদচিদখিলং স্যাৎ পরিণতিঃ
বিবর্ত্তং নো সত্যং শ্রুতিমিতি বিরুদ্ধং কলিমলং।

হরের্ভেদাভেদৌ শ্রুতিবিহিততত্ত্বং সুবিমলং
ততঃ প্রেম্ণঃ সিদ্ধির্ভবতি নিতরাং নিত্যবিষয়ে ॥ ৮ ॥

সমস্ত চিদচিজ্জগৎ কৃষ্ণশক্তির পরিণতি। বিবর্ত্তবাদ সত্য নয়। তাহা কলিকালের মল ও শ্রুতিজ্ঞান বিরুদ্ধ। অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বই শ্রুতিসম্মত সুবিমলতত্ত্ব। অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব হইতে সর্ব্বদা নিত্যতত্ত্বে প্রেম সিদ্ধি হয়।

উপনিষদ্ বাক্য গুলিকে বেদান্ত বলা যায়। সেই বেদান্তকে সুন্দররূপে অর্থ করিবার জন্য বিষয়বিভাগক্রমে অধ্যায় চতুষ্টয় সংযুক্ত ব্রহ্মসূত্র নামে শ্রীবেদব্যাস যে সূত্র সকল রচনা করিয়াছেন, তাহাকেই বেদান্ত সূত্র বলা যায়। বিদ্বজ্জগতে বেদান্ত সূত্র গুলি বিশেষ সম্মানের সহিত স্বীকৃত হইয়াছে। সাধারণ সিদ্ধান্ত এই যে ঐ সকল বেদান্ত সূত্রে যাহা উপদিষ্ট আছে তাহাই যথার্থ বেদার্থ। মতাচার্য্যগণ বেদান্ত সূত্র হইতে স্বীয় স্বীয় মতপোষক সিদ্ধান্ত বাহির করেন। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য সেই সকল সূত্র হইতে বিবর্ত্তবাদ উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলেন যে ব্রহ্মের পরিণতি করিলে ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব থাকে না। অতএব পরিণামবাদ ভাল নয়। বিবর্ত্তবাদই ভাল। বিবর্ত্তবাদের অন্য নাম মায়াবাদ। বেদমন্ত্র সকল আবশ্যক মত সংগ্রহ করতঃ বিবর্ত্তবাদের পোষকতা করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয় পরিণামবাদ পূর্ব্বকাল হইতে প্রচলিত। শ্রীমদাচার্য্য বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়া পরিণামবাদকে কুণ্ঠিত করিয়াছিলেন। বিবর্ত্তবাদ একটী মতবাদ। তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য দ্বৈতবাদ সৃষ্টি করেন। দ্বৈতবাদ স্থাপক বেদমন্ত্র সকল সজ্জিত হইয়া তাঁহার মতের পোষকতা করিয়াছে। এইরূপে শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য কতকগুলি বেদমন্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন। আবার শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য্য অনেক গুলি শ্রুতি বচন অবলম্বন পূর্ব্বক দ্বৈতাদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন। পুনরায় শ্রীবিষ্ণুস্বামী কতকগুলি শ্রুতি বচন অবলম্বন পূর্ব্বক সেই বেদান্ত সূত্র হইতে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতে যে মায়াবাদ প্রচলিত হইয়াছে, তাহা ভক্তিতত্ত্ব বিরুদ্ধ। শ্রীমদ্রামানুজাদি আচার্য্য চতুষ্টয় পৃথক্ পৃথক মত প্রচার করিয়াও তাঁহাদের সিদ্ধান্তকে ভক্তিমূলক করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সমস্ত শ্রুতি বচনের সম্মান পূর্ব্বক যেমত সিদ্ধ হয় তাহাই শিক্ষা দিয়াছেন। তাহার নাম অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়াও তাঁহার মতের সারমাত্র স্বীকার করিয়াছেন।

ব। পরিণামবাদ কি প্রকার?

বা। পরিণামবাদ দুই প্রকার অর্থাৎ ব্রহ্ম পরিণামবাদ ও তৎশক্তি পরিণামবাদ। ব্রহ্ম পরিণামবাদের শিক্ষা এই যে অচিন্ত্য নির্বিশেষ ব্রহ্ম পরিণত হইয়া এক অংশে জীব সকল ও অপরাংশে জড় জগৎ হইয়াছেন। সেমতে একমেবাদ্বিতীয়ং এই শ্রুতি বাক্য অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্ম বলিয়া একটী মাত্র বস্তু স্বীকৃত আছে। অতএব ঐ মতকেও অদ্বৈতবাদ বলা যায়। দেখ বিকারকেই পরিণাম বলা হইল। শক্তি-পরিণামবাদীগণ বলেন ব্রহ্মের বিকার সম্ভব নয়। ব্রহ্মের যে অবিচিন্ত্য শক্তি তাহাই পরিণত হইয়া জীবশক্ত্যংশে জীব নিচয়কেও মায়াশক্ত্যংশে জড় জগৎকে প্রকাশ করিয়াছেন। এরূপ মানিলে পরিণামবাদেও ব্রহ্ম বিকৃত হন না।

সতত্ত্বতোঽন্যথাবুদ্ধির্বিকার ইত্যুদাহৃতঃ।

বিকার কি? ইহা সতত্ত্ব হইতে একটী অন্যথা বুদ্ধি মাত্র। দুগ্ধ দধিরূপে বিকৃত হয়; ইহাতে একটী দুগ্ধরূপকত্ব আছে। দধিরূপে তাহার অন্যথা হইল সেই অন্যথা বুদ্ধিকে তাহার বিকার বলে। ব্রহ্ম পরিণামবাদে জগৎ ও জীব ব্রহ্মের বিকার। এই মতটী নিতান্ত অবিশুদ্ধ, ইহাতে সন্দেহ নাই। নির্বিশেষ ব্রহ্ম এক বস্তু; তাঁহার বিকারের স্থল পাওয়া যায় না। তাঁহাকে বিকারী বলিলে বস্তু সিদ্ধি হয় না। অতএব ব্রহ্ম পরিণামবাদ কোন মতেই ভাল নয়। শক্তি পরিণামবাদে সেরূপ দোষ ঘটে না। ব্রহ্ম অবিকৃত আছেন তাঁহার অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি কোন স্থলে অনুকল্পে জীবরূপে পরিণত হইতেছেন, কোন স্থলে ছায়া কল্পে জড় ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হইতেছেন। ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন যে জীব জগৎ হউক, অমনি তাঁহার পরাশক্তিগত জীবশক্তি অনন্ত জীব প্রকট করিল। ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন যে জড় জগৎ হউক অমনি পরাশক্তির ছায়ারূপ মায়াশক্তি এই অসীম জড় জগৎকে প্রকট করিল। ইহাতে ব্রহ্মের নিজ বিকার নাই। যদি বল ইচ্ছাই তাঁহার বিকার। তবে বিকার ব্রহ্মে কিরূপে থাকে? তাহার উত্তর এই তুমি জীবের ইচ্ছা লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মের ইচ্ছাকে বিকার বলিতেছ। জীব ক্ষুদ্র, তাঁহার যে ইচ্ছা হয় তাহা অন্য শক্তি সংস্পর্শী। এই জন্য জীবের ইচ্ছাটা বিকার। ব্রহ্মের ইচ্ছা সেরূপ নয়। ব্রহ্মের নিরঙ্কুশ ইচ্ছাই ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ। ব্রহ্মের শক্তি হইতে অপৃথক্ হইয়াও তাহা পৃথক্। অতএব ব্রহ্মের ইচ্ছা ব্রহ্মের স্বরূপ; তাহাতে বিকারের স্থল নাই এবং তাহারও পরিণতি নাই। ইচ্ছা হইবামাত্র শক্তি ক্রিয়াবতী হন। শক্তিরই পরিণাম। এই সূক্ষ্ম বিভাগ জীবের ক্ষুদ্র

বুদ্ধির অতীত। কেবল বেদ প্রমাণ দ্বারাই জানা যাইতেছে। এখন শক্তির পরিণাম কিরূপ তাহাই বিচার্য্য। দুগ্ধ যেরূপ দধি হইয়াছে, তাহাই যে শক্তিপরিণামের একমাত্র পরিচয় তাহা নয়। যদিও প্রাকৃতবস্তু অপ্রাকৃত তত্ত্বের উদাহরণ সম্পূর্ণরূপে হয় না, তথাপি কোন অংশে উদাহৃত হইয়া অপ্রাকৃত তত্ত্বকে স্পষ্ট করিতে পারে। একরূপ কথিত আছে যে প্রাকৃত চিন্তামণি নানারত্ন-রাশি প্রসব করিয়াও অবিকৃত থাকে। অপ্রাকৃত তত্ত্বে ঈশ্বরের সৃষ্টিকে সেইরূপ মনে কর। অনন্ত জীবময় জৈব জগৎ এবং চতুর্দ্দশ লোকান্তর্গত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অচিন্ত্য শক্তিদ্বারা ইচ্ছামাত্র সৃজন করিয়াও পরমেশ্বর সম্পূর্ণ বিকার শূন্য থাকেন। বিকার শূন্য শব্দ দ্বারা এরূপ মনে করিও না যে তিনি কেবল নির্ব্বিশেষ। বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম সর্ব্বদা ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবৎস্বরূপ। কেবল নির্ব্বিশেষ বলিলে তাঁহার চিচ্ছক্তি স্বীকৃত হয় না। অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা তিনি নিত্য সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ। কেবল নির্ব্বিশেষ মানিলে অর্দ্ধস্বরূপ মাত্র মানা হয় এবং তাহাতে পূর্ণতার হানি হয়। সেই পরতত্ত্বে অপাদান, করণ ও অধিকরণ রূপ তিনটী কারকত্ব বিশেষরূপে শ্রুতিগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে।—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি।
যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম।

যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূতজাত হইয়াছে এতদ্দ্বারা ঈশ্বরের অপাদান কারকত্ব সিদ্ধ হয়। যাঁহা কর্ত্তৃক জাত হইয়া সমস্ত জীবিত আছে এই বাক্য দ্বারা করণ কারকত্ব লক্ষিত হয়। যাঁহাতে গমন ও প্রবেশ করে এই বাক্য দ্বারা ঈশ্বরের অধিকরণ কারকত্ব বিচারিত হইয়া থাকে। এই তিন লক্ষণ দ্বারা পরতত্ত্ব বিশিষ্ট হইয়াছেন। ইহাই তাঁহার বিশেষ অতএব ভগবান সর্ব্বদা সবিশেষ। শ্রীজীব গোস্বামী ভগবত্তত্ত্ব বিচারে বলিয়াছেন ;—

একমেব পরমং তত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈবস্বরূপ,
তদ্রূপবৈভব-জীব-প্রধানরূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে,
সূর্য্যান্তরমণ্ডলস্থিত তেজ ইব মণ্ডল তদ্বহির্গত তদ্রশ্মি তৎ-
প্রতিচ্ছবিরূপেণ।

পরমতত্ত্ব এক। তিনি স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন। সেই শক্তিক্রমে সর্ব্বদাই তিনি স্বরূপ, তদ্রূপ বৈভব, জীব ও প্রধান রূপে চতুর্দ্ধা অবস্থান করেন। সূর্য্যমণ্ডলস্থ তেজ, মণ্ডল, তাহার বাহিরে স্থিত সূর্য্যরশ্মি ও তাঁহার প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ দূরগত প্রতিফলন এই অবস্থার কথঞ্চিৎ উদাহরণ স্থল। সচ্চিদানন্দ

মাত্র বিগ্রহই তাঁহার স্বরূপ। চিন্ময় ধাম, নাম, সঙ্গী ও সমস্ত ব্যবহার্য্য উপকরণই স্বরূপবৈভব। নিত্যমুক্ত নিত্যবদ্ধ অনন্ত জীবগণই জীব। মায়াপ্রধান ও তৎকৃত সমস্ত জড়ীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতই প্রধান শব্দবাচ্য। এই চতুর্দ্ধাপ্রকাশ যেরূপ নিত্য, পরমতত্ত্বের একত্বও সেইরূপ। নিত্যবিরুদ্ধ ব্যাপার কিরূপে যুগপৎ থাকিতে পারে? উত্তর এই যে জীববুদ্ধিতে ইহা অসম্ভব কেন না জীববুদ্ধি সসীম। পরমেশ্বরের অচিন্ত্য শক্তিতে ইহা অসম্ভব নয়।

ব্র। বিবর্ত্তবাদ কাহাকে বলি?

বা। বেদে যে বিবর্ত্ত সম্বন্ধে বিচার আছে তাহা বিবর্ত্তবাদ নয়। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বিবর্ত্ত শব্দের যে প্রকার অর্থ বিচার করিয়াছেন তাহাতে বিবর্ত্তবাদ ও মায়াবাদ এক হইয়া গিয়াছে। বিবর্ত্ত শব্দের বৈজ্ঞানিক অর্থ এইরূপ

অতত্ত্বতোঽন্যথা বুদ্ধিবিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ।

যে বস্তু যাহা নয় তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া প্রতীতি করার নাম বিবর্ত্ত, জীব চিৎকণ বস্তু। জড়ীয় স্থূল লিঙ্গে আবদ্ধ হইয়া তত্ত্বভ্রমে আপনাকে লিঙ্গ ও স্থূল শরীরের সহিত এক মনে করিয়া দেহকে আমি বলিয়া যে পরিচয় দেন, তাহাই তত্ত্বজ্ঞান শূন্য অন্যথা বুদ্ধি। ইহাই বেদ সম্মত একমাত্র বিবর্ত্তের উদাহরণ। যথা কেহ এরূপ বুদ্ধি করিতেছেন যে আমি সনাতন ভট্টাচার্য্যের পুত্র রমানাথ ভট্টাচার্য্য। কেহ বা মনে করিতেছেন আমি বিশে চাঁড়ালের পুত্র সাধু চাঁড়াল। এই বুদ্ধি নিতান্ত ভ্রম। চিৎকণ জীব রমানাথ ভট্টাচার্য্য বা সাধু চাঁড়াল নন; তথাপি দেহে আত্ম বুদ্ধি করিয়া সেরূপ প্রতীতি হইতেছে। রজ্জুতে সর্প ভ্রম ও শুক্তিতে রজত ভ্রম ঐ প্রকার। অতএব এই সমস্ত উদাহরণ দ্বারা মায়িক দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ বিবর্ত্তভ্রমকে দূর করিবার পরামর্শ বেদে দেখা যায়। মায়াবাদীগণ বেদের যথার্থ তাৎপর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক প্রকার কৌতুকাবহ বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন।" আমি ব্রহ্ম ইহাই তাত্ত্বিক বুদ্ধি। তাহার অন্যথা আমি জীব এই বুদ্ধিকে তাহারা বিবর্ত্ত বলিয়াছেন। বস্তুতঃ ওরূপ বিবর্ত্তবাদে সত্যের নির্ণয় হয় না। বিবর্ত্তবাদ বস্তুতঃ শক্তি পরিণামবাদের বিরোধী নয় কিন্তু মায়াবাদীয় বিবর্ত্তবাদ নিতান্ত হাস্যাস্পদ। মায়াবাদীয় বিবর্ত্তবাদ কয়েক প্রকার। তন্মধ্যে জীবভ্রমক্রমে ব্রহ্মের জীবত্ব, প্রতিবিম্বিত হইয়া ব্রহ্মের জীবত্ব এবং স্বপ্নে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ জীব ও জড় জগতের ব্রহ্মেতর বুদ্ধি এই তিন প্রকার বিবর্ত্তবাদ

বিশেষরূপে প্রচারিত আছে। এ প্রকার বিবর্ত্তবাদ সত্য নয় বেদ প্রমাণ বিরুদ্ধ।

ব্র। মায়াবাদ ব্যাপারটা কি ইহা আমার বুদ্ধিতে আসে না।

বা। একটু স্থির হইয়া বুঝিয়া লও। মায়াশক্তি স্বরূপশক্তির ছায়ামাত্র। তাহার চিজ্জগতে প্রবেশ নাই। জড় জগতের সেই মায়া অধিকর্ত্রী। জীব অবিদ্যা ভ্রমে জড় জগতে প্রবিষ্ট। চিদ্বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা ও স্বতন্ত্র শক্তি অবশ্য আছে। মায়াবাদ তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে মানে না। মায়াবাদ বলে যে চিৎকণ জীব, ব্রহ্মের অংশ। মায়ার ক্রিয়া শক্তিকে তাহা পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। মায়াসম্বন্ধ পর্য্যন্ত জীবের জীবত্ব। মায়াসম্বন্ধ শূন্য হইলে জীবের ব্রহ্মত্ব। মায়া হইতে পৃথক্ হইয়া চিৎকণের অবস্থিতি নাই। অতএব জীবের মোক্ষ ব্রহ্মের সহিত নির্ব্বাণ। মায়াবাদ জীবকে ত এইরূপ অবস্থায় রাখিয়া শুদ্ধ জীবের সত্তা স্বীকার করিলেন না। আবার বলেন যে, ভগবান্‌কে মায়াশ্রিত বলিয়া তাঁহাকে জড় জগতে আসিতে হইলে মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। তিনি একটী মায়িক স্বরূপ গ্রহণ না করিলে প্রপঞ্চে উদয় হইতে পারেন না। কেন না ব্রহ্মাবস্থায় তাঁহার বিগ্রহ নাই, ঈশ্বরাবস্থায় তাঁহার মায়িক বিগ্রহ হয়। অবতার সকল মায়িক শরীর গ্রহণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়া বৃহৎ বৃহৎ কার্য্য করেন। আবার মায়িক শরীরকে এই জগতে রাখিয়া স্বধাম গমন করেন। মায়াবাদী ভগবানের প্রতি এক টুকু অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক বলিয়াছেন যে জীব ও ঈশ্বরের অবতারে একটী ভেদ আছে। সেই ভেদ এই যে জীব কর্ম্ম পরতন্ত্র হইয়া স্থূল দেহ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছার বিরোধে কর্ম্মের স্রোতবেগে জরা, মরণ, জন্ম, প্রাপ্ত হইতে বাধ্য হন। ঈশ্বর স্বেচ্ছাক্রমে মায়িক শরীর, মায়িক উপাধি, মায়িক নাম, মায়িক গুণাদি গ্রহণ করেন। তাঁহার যখন ইচ্ছা হয় তিনি সেই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ চৈতন্য হইতে পারেন। ঈশ্বর কর্ম্ম করেন বটে কিন্তু কর্ম্মফলের পরতন্ত্র নয়। এই সমস্ত মায়াবাদীর অসৎ সিদ্ধান্ত।

ব্র। বেদে কি কোন স্থলে এরূপ মায়াবাদের উপদেশ আছে?

বা। না। বেদের কোন স্থলে মায়াবাদ নাই। মায়াবাদ বৌদ্ধমত। পুরাণে লিখিয়াছেন;—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥

উমাদেবীর জিজ্ঞাসামতে শ্রীমহাদেব বলিয়াছেন হে দেবি। মায়াবাদ অত্যন্ত অসৎ শাস্ত্র,—বৌদ্ধমত, বৈদিক বাক্যের আবরণে প্রচ্ছন্ন ভাবে আর্য্যদিগের ধর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে। কলিকালে আমি ব্রাহ্মণ মূর্ত্তিতে এই মায়াবাদ প্রচার করিব।

ব্র। প্রভো! দেব দেব মহাদেব বৈষ্ণব প্রধান। তিনি কি জন্য এরূপ-কদর্য্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন?

বা। শ্রীমহাদেব ভগবানের গুণাবতার। অসুরগণ ভক্তিপথ গ্রহণ করতঃ সকামভাবে ভগবদুপাসনা করিয়া নিজ নিজ দুষ্ট উদ্দেশ্য সফল করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া করুণাময় ভগবান্ সরল হৃদয়ে জীবদিগের প্রতি ভক্তবাৎসল্য প্রযুক্ত ঐ অসুরগণ যাহাতে ভক্তিপথকে ভ্রষ্ট না করিতে পারে তাহা চিন্তা করিয়া শ্রীমহাদেবকে আহ্বান করিয়া বলিলেন হে শম্ভো! তামস প্রবৃত্তি অসুরগণের নিকট আমার শুদ্ধ ভক্তি প্রচার করিলে জৈব জগতের মঙ্গল হইবে না। তুমি অসুরদিগকে মোহিত করিবার জন্য এমত একটি শাস্ত্র প্রচার কর, যাহাতে আমাকে গোপন রাখিয়া মায়াবাদ প্রকাশ হয়। অসুর প্রবৃত্তিগণ শুদ্ধ ভক্তিপথ পরিত্যাগ করিয়া সেই মায়াবাদ আশ্রয় করিলে আমার সহৃদয় ভক্তগণ শুদ্ধ ভক্তি নিঃসংশয়ে আস্বাদন করিবেন। পরম বৈষ্ণব শ্রীমহাদেব এরূপ দারুণ ভার গ্রহণ করিতে প্রথমে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভগবদাজ্ঞা শিরোধার্য্য করতঃ মায়াবাদ প্রচার করিলেন। অতএব জগদ্গুরু শ্রীমন্মহাদেবের ইহাতে দোষ কি? যে পরমেশ্বরের কৌশলে জগচ্চক্র চলিতেছে এবং যিনি জগতের সমষ্টি জীবের মঙ্গল সাধনের জন্য কৌশলরূপ সুদর্শনচক্র হস্তে ধারণ করিয়াছেন তাঁহার আজ্ঞায় যে জীবের কি ভাবী মঙ্গল আছে তাহা তিনিই জানেন। অধিকৃত দাসদিগের আজ্ঞা পালন করাই কার্য্য। এতন্নিবন্ধন শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ মায়াবাদ প্রচারক শিবাবতার শঙ্করাচার্য্যের কোন দোষ দৃষ্টি করেন না। ইহার শাস্ত্র প্রমাণ বলিতেছি শ্রবণ কর;—

ত্বমারাধ্য যথা শম্ভো গ্রহিষ্যামি বরং সদা।
দ্বাপরাদৌ যুগে ভূত্বা কলয়া মানুষাদিষু ॥
স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা ॥

বারাহে;— এষমোহং সৃজাম্যাশু যো জনান্ মোহয়িষ্যতি।
ত্বঞ্চ রুদ্রমহাবাহো মোহশাস্ত্রাণি কারয়।

অতথ্যানি বিতথ্যানি দর্শয়স্ব মহাভুজ।
প্রকাশং কুরু চাত্মানমপ্রকাশঞ্চ মাং কুরু।

ব্র। মায়াবাদ বিরুদ্ধে বেদ প্রমাণ কিরূপ পাওয়া যায়?

বা। অখিল বেদশাস্ত্রই মায়াবাদ বিরুদ্ধ প্রমাণ। অখিল বেদ অন্বেষণ করিয়া মায়াবাদী তাঁহার পক্ষপাতী চারিটী মহাবাক্য বাহির করিয়াছেন যথা সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম। তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো। অহং ব্রহ্মাস্মি। প্রথম মহাবাক্যে কি পাওয়া যায়। এই জীব-জড়াত্মক বিশ্বে সমস্তই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই। সেই ব্রহ্মের কি পরিচয় অন্যত্র দিয়াছেন।

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্যশক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকীজ্ঞানবলক্রিয়া চ॥

সেই ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি একত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। সেই শক্তিকে স্বাভাবিকী শক্তি বলা হইয়াছে। সেই শক্তিতে বিচিত্রতা আছে। শক্তি, শক্তিমানকে একত্রে বিচার করিলে ব্রহ্মের নানাত্ব হয় না। কিন্তু যখন ব্রহ্মকে ও শক্তিকে পৃথক্ করিয়া জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তখন নানাত্ব কাজে কাজেই সিদ্ধ হয়। নিত্যো নিত্যানাংশ্চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্ এই কঠবাক্যে বস্তুর নানাত্ব এবং অনেক নিত্যবস্তু স্বীকৃত হইয়াছে। এইরূপ বাক্যে শক্তিকে পৃথক্ করিয়া তাঁহার জ্ঞান, বলও ক্রিয়া বিচারিত হইয়াছে। প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম এই বাক্যে যে প্রজ্ঞানকে ব্রহ্মের সহিত ঐক্য করিলেন সেই প্রজ্ঞাকে বৃহদারণ্যক শ্রুতি "তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ" এই বাক্য দ্বারা প্রজ্ঞাশব্দে প্রেমভক্তির শিক্ষা দিয়াছেন। তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো এই বাক্যে যে ব্রহ্মের সহিত ঐক্য শিক্ষা দিলেন তদ্বিষয়ে বৃহদারণ্যকে এইরূপ বলিয়াছেন;—

এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণোঽথ
য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বা ঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ॥

তত্ত্বমসিজ্ঞান প্রাপ্ত ব্যক্তি অবশেষে ভগবদ্ভক্তিলাভ করিয়া ব্রাহ্মণ হন। অহং ব্রহ্মাস্মি এই বাক্যে যে বিদ্যার প্রতিষ্ঠা সেই বিদ্যা যদি চরমে ভক্তি-রূপিণী না হন তাঁহার নিন্দা ঈশাবাস্যে এইরূপ কথিত হইয়াছে।

অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

অবিদ্যা উপাসনা পূর্ব্বক যিনি আত্মার চিন্ময়ত্ব না জানেন, তিনি সুতরাং ঘোর অন্ধকারে প্রবিষ্ট। যাঁহারা অবিদ্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবকে চিৎকণ না জানিয়া ব্রহ্ম মনে করেন, তাঁহারা অতিবিদ্যায় পড়িয়া তাহা হইতে অধিক অন্ধকারে প্রবিষ্ট হন। বাবা! বেদশাস্ত্র অপার। প্রত্যেক উপনিষদের প্রত্যেক মন্ত্র পৃথক্ পৃথক্ বিচার করিয়া সমষ্টি বিচার করিতে পারিলে বেদের যথার্থ অর্থ অবগত হওয়া যায়। প্রাদেশিক বাক্য লইয়া টানাটানি করিতে গেলে সুতরাং একটা একটা কদর্য্য মত বাহির হইয়া পড়ে। অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভু বেদের সর্ব্বাঙ্গ বিচার পূর্ব্বক জীব ও জড়ের শ্রীহরি হইতে যুগপৎ ভেদাভেদ রূপ পরমতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন।

ব্র। অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্ব যে শ্রুতিবিহিত তাহা আমাকে একটু ভাল করিয়া দেখাইয়া দিন্।

বা। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি, সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং, একঃ দেবো ভগবান্ বরেণ্যো যোনিস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ ইত্যাদি বহুবিধ অভেদ পক্ষীয় শ্রুতি পাওয়া যায়; আবার "ও ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং;" "মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি," "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" "যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্।" "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।" "যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্" "যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কিঞ্চিৎ" "তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বং" "প্রধানক্ষেত্রজ্ঞ পতির্গুণেশ" "তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং" তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তং" যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ" "নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতং যক্ষমিতি" "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়ং অকুরুত। তস্মাৎ তৎ সুকৃতমুচ্যতে।" "নিত্যো নিত্যানাং" "সর্ব্বংহ্যেতদ্ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্মসোঽয়মাত্মা চতুষ্পৎ। অয়ং আত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু ইত্যাদি অসংখ্য বেদবচন দ্বারা নিত্যভেদ সিদ্ধ হয়। বেদশাস্ত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। বেদের কোন অংশ পরিত্যাগ করা যায় না। নিত্যভেদ সত্য। নিত্য অভেদও সত্য। যুগপৎ উভয় তত্ত্ব সত্য হওয়ায়, ভেদ ও অভেদ উভয় নিষ্ঠ শ্রুতি সকল বিদ্যমান। এই যুগপৎ ভেদাভেদ অচিন্ত্য অর্থাৎ মানবচিন্তার অতীত। ইহাতে বিতর্ক করিতে গেলে প্রমাদ উপস্থিত হয়। বেদবাক্য যেখানে যেরূপ বলিতেছেন তাহাই সত্য। আমাদের বুদ্ধির পরিমাণ অল্প বলিয়া বেদার্থের অবমাননা করা উচিত নয়। "নৈষা তর্কেণ মতিরপনেয়া," "নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।"

এই সকল শ্রুতি বাক্যে স্পষ্টই বলিতেছেন যে, পরমেশ্বরের শক্তি অচিন্ত্য। তাহাতে যুক্তি যোগ করিবে না। শ্রীমহাভারতে বলিয়াছেন ;—

পুরাণং মানবো ধর্ম্মঃ সাঙ্গো বেদং চিকিৎসিতং।

আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ ॥

অতএব অচিন্ত্য ভেদাভেদ সিদ্ধান্তই শ্রুতিবিহিত সুবিমল তত্ত্ব। জীবের চরম প্রয়োজন বিচারস্থলেও অচিন্ত্য ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত ব্যতীত আর সত্য সিদ্ধান্ত দেখা যায় না। অচিন্ত্য ভেদাভেদ মানিলে ভেদ প্রতীতি নিত্য হইবে। সেই প্রতীতি ব্যতীত জীবের চরম প্রয়োজন যে প্রীতি তাহা কোনমতেই সিদ্ধ হইবে না।

ব্র। প্রীতিই যে চরম প্রয়োজন ইহার যুক্তি ও প্রমাণ কি ?

বা। বেদ বলিয়াছেন ;—

প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান ভবতে নাতিবাদী।

আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥

ব্রহ্মবিদ্দিগের বরিষ্ঠ ব্যক্তি আত্মরতি ও আত্মক্রীড় হইয়া প্রেমের ক্রিয়া দ্বারা লক্ষিত হন। সেই রতিই প্রীতি।

ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।

আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি ॥

এই বৃহদারণ্যক বাক্যে প্রীতিই যে জীবের মুখ্য প্রয়োজন তাহা জানিতে পারা যায়। বাবা, এরূপ বেদ ও ভাগবত পুরাণ প্রমাণ বহুতর আছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ স্পষ্ট বলিয়াছেন ;—

কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ

আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়তি ॥

আনন্দ প্রীতি পর্য্যায়। সকল জীবই আনন্দের জন্য চেষ্টা করেন। মুমুক্ষু ব্যক্তিরা মোক্ষকেই আনন্দ মনে করেন। এইজন্যই তাঁহারা মোক্ষ মোক্ষ করিয়া উন্মত্ত। বুভুক্ষু ব্যক্তিরা বিষয় ভোগকেই আনন্দ বলেন। এইজন্যই তাঁহারা ভুক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত। আনন্দ লাভের আশাই তাঁহাদিগকে সেই সেই কার্য্যে প্রবৃত্তি দেয়। ভক্তগণ কৃষ্ণসেবানন্দ জন্য চেষ্টাবান্। অতএব সর্ব্বপ্রকার লোকে প্রীতিকে অন্বেষণ করিতেছেন। এমত কি প্রীতির জন্য দেহ পরিত্যাগেও প্রস্তুত। সিদ্ধান্ত এই যে প্রীতিই সকলের মুখ্য প্রয়োজন। ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। নাস্তিকই হউন বা আস্তিকই হউন, কর্ম্মবাদীই হউন বা জ্ঞানবাদীই হউন, কামী হউন বা নিষ্কামীই হউন সকলেই একমাত্র

প্রীতিকে অন্বেষণ করিতেছেন। অন্বেষণ করিলেই যে প্রীতিকে পাওয়া যায় এমত নয়। কর্ম্মবাদী স্বর্গলাভকে প্রীতিপ্রদ মনে করেন, কিন্তু "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" এই ন্যায়ানুসারে যখন স্বর্গ হইতে চ্যুত হন, তখন নিজের ভ্রম বুঝিতে পারেন। মনুষ্যলোকে ধন, পুত্র, যশ ও বল লাভ করিয়াও তাহাতে প্রীতি না পাইয়া স্বর্গসুখ কল্পনা করেন। স্বর্গচ্যুতি সময়ে তদুত্তর লোক সকলের সুখকে বহু সম্মান করিয়া থাকেন। যখন জানিতে পারেন যে মর্ত্তালোকে স্বর্গে বা ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সুখ অস্থায়ী ও অনিত্য তখন বিরাগ লাভ করিয়া ব্রহ্ম নির্ব্বাণকে অনুসন্ধান করেন। ব্রহ্মনির্বৃত্তি লাভ করিয়া যখন আর সুখসম্ভোগ হয় না, তটস্থ হইয়া পন্থান্তর অন্বেষণ করেন। নির্ভেদ ব্রহ্মনির্ব্বাণে আনন্দ বা প্রীতি কিরূপে সম্ভব হয়। যখন আমিত্ব একেবারে লোপ হইল, তখন আনন্দের ভোক্তা কে? আবার যখন সমস্ত বস্তু এক হইয়া গেল, তখন আনন্দই বা কোথায়? আনন্দের অনুভবই বা কে করিবে। আমার আমিত্ব গেলে ব্রহ্মকেই বা কে অনুভব করিবে। ব্রহ্ম আনন্দ হইলেও ভোক্তার অভাবে নিরর্থক; তখন আনন্দ আছে কি না, এ বিষয়ের সিদ্ধান্তই বা কি? আমিত্ব নাশের সহিত আমার সর্ব্বনাশ। আমার আর তখন কি রহিল যে, আমার প্রয়োজন লাভের অনুভব হইবে। আমি নাই ত কিছুই নাই। যদি বল, ব্রহ্মরূপ আমি রহিলাম, তাহাও অকিঞ্চিৎকর কেন না ব্রহ্মরূপ আমি ত নিত্য আছে, তাহার সাধন ও সিদ্ধি অকর্ম্মণ্য ও অযুক্ত। অতএব ব্রহ্মনির্ব্বাণটা প্রীতিসিদ্ধি নয়। জীবের পক্ষে একটা ভাণ মাত্র। সত্য হইলেও খপুষ্পের ন্যায় অননুভূত। ভক্তিতত্ত্বেই কেবল প্রয়োজন সিদ্ধি দেখা যায়। ভক্তির চরম অবস্থাই প্রীতি। সেই প্রীতি নিত্য। শুদ্ধজীব নিত্য, শুদ্ধকৃষ্ণও নিত্য, শুদ্ধ প্রীতিও নিত্য। অতএব অচিন্ত্য ভেদাভেদ অঙ্গীকারে প্রেমের নিত্যতা সিদ্ধ হয়, নতুবা জীবের চরম প্রয়োজন যে প্রীতি তাহাতে অনিত্যতা আসিয়া তাহার সত্তাকে নাশ করে। এতন্নিবন্ধন সর্ব্বশাস্ত্রই অচিন্ত্যভেদাভেদরূপ সত্যসিদ্ধান্তকে দৃঢ় করিতেছেন। আর সমস্ত বাদই মতবাদ।

ব্রজনাথ প্রেমতত্ত্ব বিচার করিতে করিতে পরমানন্দে পরিপ্লুত হইয়া গৃহে গমন করিলেন।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

নিত্যধর্ম্ম ও সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন।

(প্রমেয়ান্তর্গত অভিধেয় বিচার)

ব্রজনাথ আহারান্তে শয়ন করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিচারের ঢেউ উঠিতে লাগিল। কখন কখন মনে করিতে লাগিলেন যে, অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বটী ও একটী মত-বাদ। আবার গম্ভীর রূপে বিচার করিয়া দেখিলেন যে এই মতের বিরুদ্ধ-শাস্ত্র নাই। সকল শাস্ত্রেরই মীমাংসা ইহাতে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্গৌরকিশোর সাক্ষাৎ পূর্ণ ভগবান্। তাঁহার গম্ভীর-শিক্ষাতে কখনই দোষ থাকিতে পারে না। আমি আর সেই পরম প্রেমময় গৌরকিশোরের চরণ পরিত্যাগ করিব না। কিন্তু হায়, আমি কাজে কি লাভ করিয়াছি! অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বই যে সত্য এইমাত্র জানিলাম। এরূপ জ্ঞানেই বা আমার কি লাভ হইল। বাবাজী মহাশয় বলিলেন যে, প্রীতিই জীব-জীবনের চরম তাৎপর্য্য। কর্ম্মীজ্ঞানীরাও প্রীতিকে অন্বেষণ করেন। কিন্তু সেই প্রীতির শুদ্ধাবস্থা যে কি তাহা জানেন না। অতএব সেই প্রীতির শুদ্ধাবস্থাকে লাভ করা আবশ্যক। কি উপায়ে তাহা লাভ করা যায় এই প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করিয়া বাবাজী মহাশয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিব। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রাদেবী ধীরে ধীরে তাঁহার চেতন অপহরণ করিলেন।

অধিক রাত্রে নিদ্রা হইয়াছিল বলিয়া ব্রজনাথের নিদ্রা একটু বেলা হইলে ভঙ্গ হইল। শয্যা পরিত্যাগ করতঃ শৌচক্রিয়াদি সমাপ্ত করিতে করিতে তাঁহার মাতুল বিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় উপস্থিত হইলেন। অনেক দিনের পর শ্রীমোদদ্রুম হইতে মাতুল মহাশয় আসিয়াছেন দেখিয়া ব্রজনাথ তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।

বিজয় কুমার ভট্টাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন। শ্রীমন্নারায়ণীর কৃপায় তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গে অতিশয় প্রীতি জন্মিয়াছিল। তিনি দেশে দেশে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া বেড়াইতেন। দেনুড় গ্রামে শ্রীমদ্বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি বিজয় কুমারকে শ্রীমায়াপুরের অচিন্ত্য যোগপীঠ দর্শনের উপদেশ দিয়াছিলেন। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁহাকে কহিয়া-

ছিলেন যে কিছু দিনের মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা স্থল সকল গুপ্তপ্রায় হইবে। আবার চারিশত বৎসরের পর সেই সব লীলা স্থান পুনঃ প্রকটিত হইবে। গৌরলীলা-স্থল শ্রীবৃন্দাবন হইতে অভিন্ন তত্ত্ব এবং যাঁহারা শ্রীমায়াপুর আদি স্থানের চিন্ময়ত্ব দর্শন করিতে সক্ষম হন, তাঁহারাই কেবল ব্রজধাম দর্শন করেন। ব্যাসাবতার বৃন্দাবন ঠাকুরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিজয় কুমার শ্রীমায়াপুর দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইলেন। মনে মনে করিলেন বিল্বপুষ্করণীতে স্বীয় ভগিনীও ভাগিনেয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শ্রীমায়াপুর যাইব। তখন বিল্বপুষ্করণী ও ব্রাহ্মণ পুষ্করণী সংলগ্ন গ্রাম ছিল। এখনকার মত বিল্বপুষ্করণী ব্রাহ্মণ পুষ্করণী হইতে সুদূরস্থিত ছিল না। শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ হইতে অর্দ্ধ ক্রোশের মধ্যেই বিল্বপুষ্করণীর সীমা পাওয়া যাইত। পরিত্যক্ত বিল্বপুষ্করণী আজকাল টোটা ও তারণ বাস নামে প্রচলিত।

বিজয় কুমার ভাগিনেয়কে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, বাবা, আমি শ্রীমায়াপুর দর্শন করিয়া আসিতেছি। দিদি ঠাকুরাণীকে বলিবে যে আমি প্রত্যাগমন করিয়া এই বাটীতে মধ্যাহ্ন ভোজন করিব। ব্রজনাথ বলিলেন, মামা, আপনি কেন শ্রীমায়াপুর দর্শন করিবেন। বিজয় কুমার ব্রজনাথের বর্ত্তমান অবস্থা জানিতেন না। তিনি জানিতেন যে, ব্রজনাথ ন্যায়শাস্ত্রের অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া আজকাল বেদান্ত আলোচনা করেন। অতএব নিজ ভজন কথা ব্রজনাথকে সহসা বলা উচিত নহে। এই ভাবিয়া বলিলেন, মায়াপুরে একটী লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেছি। ব্রজনাথ জানিতেন যে তাঁহার মাতুল মহাশয় গৌরাঙ্গ ভক্ত ও ভাগবতে ব্যুৎপন্ন। তিনি চিন্তা করিলেন যে, মাতুল মহাশয় কোন পারমার্থিক অনুসন্ধানে শ্রীমায়াপুর যাইতেছেন। তখন বলিলেন মামা, শ্রীমায়াপুরে শ্রীরঘুনাথ দাস বাবাজী মহাশয় পরম শ্রদ্ধাস্পদ বৈষ্ণব। তাঁহার সহিত একটু আলাপ করিয়া আসিবেন। বিজয় কুমার ব্রজনাথের এই কথা শ্রবণ করতঃ বলিলেন, বাবা, তুমি কি এখন বৈষ্ণবদিগকে শ্রদ্ধা কর? আমি শুনিয়াছিলাম যে তুমি ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া বেদান্তাদি দেখিতেছ। এখন বুঝিতেছি যে তুমি ভক্তিমার্গে প্রবেশ করিতেছ। অতএব তোমার নিকট আর আমার কিছু গোপন করার আবশ্যক নাই। বৃদ্ধ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর আমাকে শ্রীমায়াপুরের যোগপীঠ দর্শন করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। আমি মানস করিয়াছি যে, শ্রীমায়াপুরের ঘাটে গঙ্গাস্নান করিয়া শ্রীযোগপীঠ দর্শন ও প্রদক্ষিণ করতঃ শ্রীবাস অঙ্গনে বৈষ্ণবদিগের চরণ-রেণুতে একবার গড়াগড়ি

দিব। ব্রজনাথ কহিলেন, মামা, কৃপা করিয়া আমাকেও সঙ্গে গ্রহণ করুন, চলুন একবার মার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমরা উভয়েই শ্রীমায়াপুরে গমন করি। এরূপ কথোপকথনানন্তর উভয়ে ব্রজনাথের জননীকে বলিয়া শ্রীমায়াপুর গমন করিলেন। প্রথমে উভয়েই পরমানন্দে গঙ্গাস্নান করিলেন। স্নান সময়ে বিজয় কুমার বলিলেন, বাপু, আজ আমি ধন্য হইলাম যে ঘাটে শ্রীশচীনন্দন জাহ্নবী দেবীর প্রতি অপার করুণা প্রদর্শন পূর্ব্বক চব্বিশ বৎসর পর্য্যন্ত জল ক্রীড়া করিয়াছিলেন, সেই জলে আজ মজ্জন করিয়া পরম সুখ লাভ করিলাম। ব্রজনাথ সেই উদ্দীপন বাক্যে আর্দ্র হইয়া বলিলেন, মামা, আজ আমি আপনার চরণানুগত হইয়া ধন্য হইলাম। উভয়ে স্নান সমাপন করতঃ শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবনে উঠিয়া মহাপ্রেমে অশ্রুধারায় বিভূষিত হইলেন। বিজয় কুমার বলিলেন, যিনি গৌড় ভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া এই মহাযোগপীঠ সংস্পর্শ না করিয়াছেন, তাঁহার জন্মটী বৃথা গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দেখ এই ভূমি জড়চক্ষে সামান্য ভূমির ন্যায় পরিদৃশ্য হইতেছে এবং জীর্ণ কুটীরে আচ্ছাদিত কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপায় আজ আমরা কি বৈভব দেখিতেছি বৃহৎ রত্নময় অট্টালিকা, পরম রমণীয় উদ্যান, তদুচিত তোরণ ইত্যাদি শোভা পাইতেছে। ঐ দেখ শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া গৃহাভ্যন্তরে দণ্ডায়মান। কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি!! বলিতে বলিতে মাতুল ও ভাগিনেয় স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। অনেক ক্ষণের পর অন্যান্য ভক্তদিগের সহায়তায়, তাঁহারা উঠিয়া অশ্রুধারা নিক্ষেপ করিতে করিতে শ্রীবাস অঙ্গনে প্রবিষ্ট হইলেন। উভয়ে শ্রীবাস অঙ্গনে লুণ্ঠন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন হা শ্রীবাস! হা অদ্বৈত! হা নিত্যানন্দ! হা গদাধর গৌরাঙ্গ! তোমরা আমাদিগকে দয়া কর,—আমাদিগকে অভিমান শূন্য করিয়া তোমাদিগের চরণে গ্রহণ কর।

ব্রাহ্মণদ্বয়ের এরূপ ভাব দেখিয়া তত্রস্থ বৈষ্ণবগণ জয় মায়াপুরচন্দ্র! জয় অজিত গৌরাঙ্গ! জয় নিত্যানন্দ বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল মধ্যে ব্রজনাথ স্বীয় ইষ্টদেব শ্রীরঘুনাথ দাসের চরণে দেহ সমর্পণ করিলেন। বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় তাঁহাকে তুলিয়া আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, বাবা, আজ এ সময়ে কিরূপে আইলে এবং তোমার সঙ্গী মহাজনই বা কে? ব্রজনাথ বিনীত ভাবে সকল কথা জানাইলে বৈষ্ণবগণ বকুল চবুতরার উপর তাঁহাদিগকে যত্ন পূর্ব্বক বসাইলেন। বিজয়-কুমার শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস বাবাজী মহাশয়ের নিকট বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন প্রভো, কি প্রকারে প্রয়োজন লাভ করিব।

বা। আপনারা পরমভক্ত। আপনারা সমস্ত লাভ করিয়াছেন। তথাপি আমাকে অনুগ্রহ করিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন আমি যাহা জানি তাহা বলি। জ্ঞানকর্ম্মশূন্যা কৃষ্ণভক্তিই জীবনের প্রয়োজন এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধির উপায়। সাধনাবস্থায় তাহার নাম সাধনভক্তি ও সিদ্ধাবস্থায় তাহার নাম প্রেমভক্তি।

বিজয়। বাবাজী মহাশয় ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ কি?

বা। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীমদ্রূপগোস্বামী শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাহাতে ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ নিরূপিত হইয়াছে যথা,—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

এই সূত্রে স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। উত্তমা ভক্তি শব্দে শুদ্ধাভক্তি। জ্ঞানবিদ্ধা ও কর্ম্মবিদ্ধাভক্তি শুদ্ধাভক্তি নয়। কর্ম্মবিদ্ধা ভক্তিতে ভুক্তি ফলের উদ্দেশ্য আছে। জ্ঞানবিদ্ধা ভক্তিতে মুক্তি ফলের উদ্দেশ্য আছে। ভুক্তি মুক্তি স্পৃহাশূন্যা যে ভক্তি তাহাই উত্তমা। তাহা অবলম্বন করিলে প্রীতি ফললাভ করা যায়। সেই ভক্তি কি? কায়-মনোবাক্যে কৃষ্ণানুশীলনরূপ চেষ্টা ও প্রীতিময় মানসভাবই ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ। সেই চেষ্টা ও ভাব আনুকূল্যের সহিত নিয়ত ক্রিয়মাণ। জীবের যে নিজশক্তি আছে, তাহাতে কৃষ্ণকৃপা ও ভক্তকৃপাক্রমে ভগবানের স্বরূপশক্তি বৃত্তি-বিশেষ উদিত হইলে ভক্তির স্বরূপ উদয় হয়। জীবের শরীর, বাক্য ও মন সকলই বর্ত্তমান অবস্থায় জড়ভাবাপন্ন। স্বীয় বিবেকশক্তি দ্বারা জীব যখন তাহাদিগকে চালিত করেন, তখন জড় সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও বিরাগরূপ কোন শুষ্ক ব্যবহার উদয় হয় মাত্র। ভক্তিবৃত্তির উদয় হইতে পারে না। কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তিবৃত্তি আবির্ভূত হইয়া তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে ক্রিয়াবতী হইলেই শুদ্ধ ভক্তিবৃত্তির প্রকাশ হয়। শ্রীকৃষ্ণই ভগবত্তার ইয়ত্তা, অতএব কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি চেষ্টা। ব্রহ্মানুশীলন ও পরমাত্মানুশীলনরূপ চেষ্টাসমূহ জ্ঞানকর্ম্মের অঙ্গবিশেষ,—ভক্তি নয়। চেষ্টা প্রাতিকূল্য সম্বন্ধেও দেখা যায়, অতএব আনুকূল্য-ভাব ব্যতীত ভক্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। আনুকূল্য শব্দে কৃষ্ণোদ্দেশে একটী রোচমানা প্রবৃত্তি আছে, তাহাই বুঝিতে হইবে। এই অবস্থা সাধনকালে কিছু স্থূল সম্বন্ধ রাখে। সিদ্ধি কালে স্থূল জগতের সম্বন্ধ রহিত হইয়া পরিষ্কৃত হয়। উভয় অবস্থায় ভক্তির লক্ষণ একই প্রকার। অতএব আনুকূল্য ভাবের সহিত কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ! স্বরূপ লক্ষণ

বলিতে গেলে তটস্থ লক্ষণও বলিতে হয়। শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী ভক্তির দুইটী তটস্থ লক্ষণ বলিয়াছেন। অন্যাভিলাষিতা শূন্যতা একটী তটস্থলক্ষণ এবং জ্ঞান কর্ম্মাদি-দ্বারা অনাবৃত দ্বিতীয় তটস্থলক্ষণ। ভক্তির উন্নতি অভিলাষ ব্যতীত অন্য যে কোন অভিলাষ হৃদয়ে উদিত হয়, তাহাই ভক্তিবিরোধী। জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ, বৈরাগ্য ইত্যাদি প্রবলতা লাভ করিয়া হৃদয়কে আবৃত করিলে ভক্তির সহিত বিরোধ হয়। অতএব উক্ত দুইটী বিরোধ লক্ষণ শূন্য হইলেই আনুকূল্য ভাবে যে কৃষ্ণানুশীলন তাহাকেই শুদ্ধাভক্তি বলা যায়।

বিজয়। ভক্তির বৈশিষ্ট্য কি? অর্থাৎ ভক্তির কি কি বিশেষ পরিচয় আছে?

বাবাজী। শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী বলিয়াছেন শুদ্ধ ভক্তিতে ছয়টী বৈশিষ্ট্য দেখা যাইবে অর্থাৎ ;—

ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্লভা।
সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী চ সা॥

ভক্তি স্বভাবতঃ (১) ক্লেশঘ্নী, (২) শুভদা, (৩) মোক্ষকে তুচ্ছ জ্ঞান করান, (৪) অতিশয় দুর্লভা, (৫) সান্দ্রানন্দবিশেষ স্বরূপা ও (৬) শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী।

বিজয়। ক্লেশঘ্নী কিরূপ?

বাবাজী। ক্লেশ তিন প্রকার,—পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা। পাতক মহা-পাতক ও অতি পাতক প্রভৃতি ক্রিয়া সকল পাপ। যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধাভক্তি আবির্ভূতা হন, তাঁহার পাপকার্য্য স্বভাবত থাকে না। পাপ করিবার বাসনা সকল পাপবীজ। ভক্তিপূত হৃদয়ে সে সমস্ত বাসনা স্থানলাভ করে না। জীবের স্বরূপ ভ্রমের নাম অবিদ্যা। শুদ্ধাভক্তির উদয়ে আমি কৃষ্ণদাস এই বুদ্ধি সহজে উদয় হয়। অতএব স্বরূপ ভ্রমস্বরূপ অবিদ্যা থাকে না। ভক্তিদেবীর আলোক হৃদয়ে প্রবেশ হইবা মাত্রই পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যারূপ অন্ধকার সুতরাং বিনষ্ট হয়। ভক্তির আগমনে ক্লেশের অদর্শন। সুতরাং ক্লেশঘ্নত্বই ভক্তির একটী বিশেষ ধর্ম্ম।

বিজয়। ভক্তি শুভদা কিরূপে?

বাবাজী। সর্ব্ব জগতের অনুরাগ সমস্ত সদ্‌গুণ ও যত প্রকার সুখ আছে এই সমস্তই শুভ শব্দের অর্থ। যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধাভক্তির উদয়, তিনি দৈন্য, দয়া, মানশূন্যতা ও সকলের সম্মানদাতৃত্ব এই চারিটী গুণে অলঙ্কৃত। অতএব জগতের সকলেই তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেন। জীবের যত প্রকার সদ্‌গুণ আছে, ভক্তিমান পুরুষের সে সকল অনায়াসে উদয় হয়। ভক্তি

সর্ব্বপ্রকার সুখ দিতে পারেন। ইচ্ছা করিলে বিষয়গত সুখ, নির্বিশেষ-ব্রহ্মগত সুখ, সমস্ত সিদ্ধি, ভুক্তি, মুক্তি প্রভৃতি সকলই দিতে পারেন, কিন্তু ভক্ত চতুর্বর্গের কিছুই চান না বলিয়া নিত্য পরমানন্দ ভক্তির নিকট হইতে পাইয়া থাকেন।

বিজয়। ভক্তি কিরূপে মোক্ষকে তুচ্ছ জ্ঞান করান?

বাবাজী। ভগবদ্ রতি সুখ হৃদয়ে কিছুমাত্র উদয় হইলেই ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সহজে লঘু হইয়া পড়ে।

বিজয়। ভক্তিকে সুদুর্লভা বলা হয় কেন?

বাবাজী। এই বিষয়টী একটু ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। সহস্র সহস্র সাধন করিলেও ভজন চাতুর্য্যাভাবে সহজে ভক্তি লাভ করা যায় না। হরি ভুক্তি মুক্তি দিয়া অধিকাংশ লোককে সন্তুষ্ট করেন। বিশেষ অধিকার না দেখিলে ভক্তি দেন না। এই দুই প্রকারে ভক্তি সুদুর্লভা হইয়াছেন। জ্ঞান-চেষ্টা দ্বারা অভেদ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ মুক্তি নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। যজ্ঞাদি পুণ্যদ্বারা ভুক্তি অনায়াসে লাভ হয়। কিন্তু ভক্তিযোগ-সংযোগরূপ নৈপুণ্য যে পর্য্যন্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র সাধন করিলেও হরিভক্তি লাভ হয় না।

বিজয়। ভক্তির সান্দ্রানন্দবিশেষ স্বরূপ কিরূপ?

বাবাজী। ভক্তি চিৎসুখ, অতএব আনন্দ সমুদ্র। জড়জগতে বা তাহার বিপরীত চিন্তাময় জগতে যে ব্রহ্মানন্দ আছে, তাহা পরার্দ্ধগুণীকৃত হইলেও ভক্তিসুখসমুদ্রের একবিন্দুর সহিত তুলনার স্থল হয় না। জড়সুখ তুচ্ছ। জড় বিপরীত সুখ নিতান্ত শুষ্ক। সেই দুই প্রকার সুখই চিৎসুখ হইতে বিজাতীয় ও বিলক্ষণ। বিজাতীয় বস্তুর পরস্পর তুলনা নাই। এতন্নিবন্ধন যাঁহারা ভক্তিসুখলাভ করিয়াছেন তাঁহারা এরূপ একটী গাঢ় আনন্দের স্বরূপ ভোগ করিতে পান যে ব্রাহ্ম্যাদি সুখ তাঁহার নিকট গোষ্পদ বলিয়া বোধ হয়। সে সুখ যে অনুভব করিতেছে সেই জানে, অপরকে বলিতে পারে না।

বিজয়। ভক্তি কিরূপে শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী।

বাবাজী। যাঁহার হৃদয়ে ভক্তির আবির্ভাব হয়, তাঁহার নিকটে সমস্ত প্রিয়বর্গ সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণ প্রেমদ্বারা বশীভূত হইয়া আকৃষ্ট হন। অন্য কোন উপায়ে তাঁহাকে বশীভূত করা যায় না।

বিজয়। ভক্তি যদি এরূপ উপাদেয় তাহা হইলে যে সকল ব্যক্তি অধিক শাস্ত্র পড়েন, তাঁহারা কেন ভক্তি সংগ্রহে যত্ন পান না।

বাবাজী। মূল কথা এই যে মানবের বুদ্ধি সীমাবিশিষ্ট। তাহার দ্বারা

বুঝিয়া লইতে গেলে, ভক্তি ও কৃষ্ণতত্ত্ব, স্বভাবতঃ জড়াতীতত্ব নিবন্ধন, সুদূরবর্ত্তী হইয়া পড়েন। কিন্তু পূর্ব্বসুকৃতিবলে যাঁহার বিন্দুমাত্র রুচির উদয় হয় তিনি ভক্তিতত্ত্ব সহজে বুঝিতে পারেন। সৌভাগ্যবান্ ব্যতীত ভক্তিতত্ত্ব বুঝিবার শক্তি কেহ লাভ করেন না।

বিজয়। যুক্তি কেন অপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে?

বাবাজী। চিৎসুখ বিষয়ে যুক্তির অধিকার নাই। এই জন্য "নৈষা তর্কেণ" বেদবাক্যে এবং "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" ইত্যাদি বেদান্ত বাক্যে যুক্তিকে চিদ্বিষয়ে অকর্ম্মণ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

ব্রজনাথ। সাধনভক্তি ও প্রেমভক্তির মধ্যবর্ত্তী কোন প্রকার ভক্তি আছে কি না?

বাবাজী। হাঁ আছে। সাধন ভক্তি, ভাব ভক্তি ও প্রেম ভক্তি ইহারা ভক্তির অবস্থা ভেদে ত্রিবিধ।

ব্রজনাথ। সাধন ভক্তির বিশেষ লক্ষণ কি?

বাবাজী। যে ভক্তি সাধ্যভাবসম্পন্না তাহাই প্রেমভক্তি। তাহাকে বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা যে কাল পর্য্যন্ত সাধন করা যায় সেই কাল পর্য্যন্ত সেই ভক্তিকে সাধন ভক্তি বলা যায়।

ব্রজনাথ। আপনি বলিয়াছেন, প্রেমভক্তি নিত্য সিদ্ধভাব। তবে নিত্য-সিদ্ধভাবের সাধ্যতা কিরূপ?

বাবাজী। নিত্য সিদ্ধভাব বস্তুতঃ সাধ্য নয়। হৃদয়ে তাহাকে প্রকট করার নাম সাধন। হৃদয়ে এ পর্য্যন্ত উদয় হন নাই বলিয়া তটস্থ ভাবে কিয়দ্দিনের জন্য তাহার সাধ্যতা আছে,— স্বরূপতঃ তাহা নিত্য সিদ্ধ ভাব।

ব্রজনাথ। এই সিদ্ধান্তটী আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলুন।

বাবাজী। প্রেমভক্তি স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ। তাহা অবশ্যই নিত্য সিদ্ধ। জড়বদ্ধ-জীবের হৃদয়ে তাহা প্রকট হয় নাই। কায়মনোবাক্যে তাঁহাকে হৃদয়ে প্রকট করিবার যে চেষ্টা করা যায়, তাহাই তাহার সাধনা। যে কাল পর্য্যন্ত তাহা সাধিত হইতেছে, সে কাল পর্য্যন্ত তাহা সাধ্যভাব প্রাপ্ত। প্রকট হইবামাত্র তাহার নিত্য সিদ্ধতা স্পষ্ট হয়।

ব্রজনাথ। সাধনার লক্ষণ কি?

বাবাজী। যে কোন উপায়ে কৃষ্ণে মনোনিবেশ করান যায়, তাহাই সাধন ভক্তির লক্ষণ।

ব্রজনাথ। সেই সাধন ভক্তি কয় প্রকার?

বাবাজী। দুই প্রকার অর্থাৎ বৈধী ও রাগানুগা।

ব্রজনাথ। কাহাকে বৈধী সাধন ভক্তি বলে?

বাবাজী। জীবের দুই প্রকারে প্রবৃত্তি উদয় হয়। বিধি অনুসারে যে প্রবৃত্তি উদয় হয় তাহাকে বৈধী প্রবৃত্তি বলে। শাস্ত্রই বিধি। শাস্ত্র শাসনক্রমে যে ভক্তি উদয় হয় তাহা বৈধী প্রবৃত্তি হইতে জাত হওয়ায় বৈধী ভক্তি বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

ব্রজনাথ। রাগের লক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিব। এখন আজ্ঞা করুন বিধির লক্ষণ কি?

বাবাজী। শাস্ত্র যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন তাহাই বিধি। শাস্ত্র যাহাকে অকর্ত্তব্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার নাম নিষেধ। বিধি পালন ও নিষেধ পরিহারই জীবের পক্ষে বৈধ ধর্ম্ম।

ব্রজনাথ। আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, তাহাতে বুঝিতেছি যে, সমস্ত ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিধানই বৈধধর্ম্ম। সমস্ত বিধি নিষেধ পড়িয়া নির্ণয় করিতে হইলে, কলির জীবের অবসর থাকে না। অতএব সংক্ষেপে বিধি নিষেধ নির্ণয় করিবার শাস্ত্র-সঙ্কেত কি?

বাবাজী। পদ্মপুরাণে লিখিয়াছেন;—

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥

ভগবান বিষ্ণুকে জীবনের সর্ব্বসময়ে স্মরণ করিবে ইহাই মূল বিধি। জীবের জীবনযাত্রায় বর্ণাশ্রমাদি ব্যবস্থা এই বিধির অনুগত। ভগবানকে কখনই বিস্মরণ করা যাইবে না, ইহাই মূলবিধি। পাপ নিষেধ ও বহির্ম্মুখতা বর্জ্জন ও পাপের প্রায়শ্চিত্তাদি ঐ নিষেধ বিধির অনুগত। অতএব শাস্ত্রোক্ত সমস্ত বিধি নিষেধই ভগবৎ-স্মরণ-বিধি ও বিস্মরণ-নিষেধের চির কিঙ্কর। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, বর্ণাশ্রমাদি সমস্ত বিধির মধ্যে ভগবৎ-স্মরণ বিধিই নিত্য। যথা একাদশে;—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥

ব্রজনাথ। বর্ণাশ্রমবিধিগত পুরুষেরা সকলেই কেন কৃষ্ণভক্তির সাধনা না করেন?

বাবাজী। শ্রীরূপগোস্বামী বলিয়াছেন যে, শাস্ত্রবিধি পরিচালিত নরগণের মধ্যে যাঁহার ভক্তিবিষয়ে শ্রদ্ধা জন্মে, তাঁহারই ভক্তিতে অধিকার হয়। তিনি বৈধজীবনে আসক্তি করেন না ও বৈরাগ্যও করেন না। জীবনযাত্রার জন্য সংসার-বিধি রাখেন এবং জাতশ্রদ্ধ হইয়া শুদ্ধভক্তির সাধনে প্রবৃত্ত হন। এইরূপ অধিকার বহু জন্মের সুকৃতি ফলেই বৈধ জীবদিগের মধ্যে উদয় হয়। শ্রদ্ধাবান্ ভক্ত্যধিকারী উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে ত্রিবিধ।

ব্রজনাথ। গীতা-শাস্ত্রে আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চারিবিধ ব্যক্তি ভক্তি করিয়া থাকেন, এরূপ কথা আছে। তাঁহারা কি ভক্তির অধিকারী?

বাবাজী। আর্ত্তি, জিজ্ঞাসা, অর্থার্থিতা ও জ্ঞান এই চারিটী যখন সাধুসঙ্গ-বলে দূর হইয়া অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধা জন্মে, তখনই তাঁহারা ভক্তির অধিকারী হন। গজেন্দ্র, শৌনকাদি, ধ্রুব ও চতুঃসন ইহার উদাহরণ।

ব্রজনাথ। ভক্তদিগের কি মুক্তি হয় না?

বাবাজী। সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য এই পঞ্চবিধ মুক্তির মধ্যে সাযুজ্য মুক্তিই ভক্তিতত্ত্বের নিতান্ত বিরোধী। অতএব ভক্তগণ তাহা কখনই স্বীকার করেন না। সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সারূপ্য এই চারিবিধ মুক্তি ভক্তির অত্যন্ত বিরোধী না হইলেও কোন অংশে তাহাদের প্রতিকূলতা আছে। কৃষ্ণভক্তগণ নারায়ণ-ধাম-গত ঐ চারি প্রকার মুক্তিও কদাচ স্বীকার করে না। ঐ মুক্তি সকল কোন কোন স্থলে সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা এবং কোন কোন স্থলে প্রেমসেবোত্তরা। যে স্থলে সুখৈশ্বর্য্যই তাহাদের চরম ফল, সেই স্থলে তাহারা ভক্তদিগের ত্যাজ্য। মুক্তির কথা দূরে থাকুক, কৃষ্ণাকৃষ্ট-মানসরূপ ঐকান্তিক ভক্তদিগের পক্ষে শ্রীনারায়ণের প্রসাদও মন হরণ করিতে পারে না; কেন না, শ্রীনারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে সিদ্ধান্ত স্থলে কোন ভেদ না থাকিলেও কৃষ্ণরূপে রসের উৎকর্ষ আছে।

ব্রজনাথ। আর্য্যকুলজাত বর্ণাশ্রমবিধিব্যবস্থিত শিষ্টপুরুষেরাই কি ভক্তির অধিকারী হইতে পারেন?

বাবাজী। ভক্তিতে নরমাত্রেরই অধিকার লাভের যোগ্যতা আছে।

ব্রজনাথ। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থিত ব্যক্তিদিগের বর্ণাশ্রম বিধিপালন ও শুদ্ধ-

ভক্তিধর্ম্মের যাজন এই দুইটী কর্ত্তব্য দেখিতেছি। যাহারা বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থিত নয়, তাহারা কেবল ভক্তির অঙ্গ পালন করিতে বাধ্য। এরূপ হইলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম-ব্যবস্থিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে কর্ম্মাঙ্গ ভক্ত্যঙ্গ উভয়ই পালনীয় হওয়ায় কষ্টাধিক্য দেখিতেছি। এরূপ কেন ?

বাবাজী। শুদ্ধভক্ত্যধিকারী ব্যক্তি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে ব্যবস্থিত থাকিলেও কেবল ভক্ত্যঙ্গ পালন করিতে বাধ্য। ভক্ত্যঙ্গ পালনেই সুতরাং কর্ম্মাঙ্গপালিত হয়। যে স্থলে কর্ম্মাঙ্গ ভক্ত্যঙ্গ হইতে স্বতন্ত্র ও বিরোধী হয়, সে স্থলে কর্ম্মাঙ্গের অননুষ্ঠানের জন্য কোন দোষ হইবে না। ভক্ত্যধিকারীর অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম স্পৃহা স্বভাবতঃ থাকে না। তবে যদি দৈবাৎ কোন নিষিদ্ধাচার উপস্থিত হয় তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্তরূপ কর্ম্মাঙ্গ তাঁহার পালনীয় নয়। যাঁহার হৃদয়ে ভক্তি আছে, তাঁহার দৈবাৎ কৃত কোন পাপ, তাঁহার হৃদয়ে স্থির হইতে পারে না। শীঘ্র সহজে বিনষ্ট হয়। অতএব প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নাই।

ব্রজনাথ। ভক্ত্যধিকারীর দেবঋণ ঋষিঋণ প্রভৃতি ঋণ সকল কিরূপে পরিশোধ হইবে ?

বাবাজী। বাবা, একাদশ স্কন্ধের একটী শ্লোকার্থ বিচার কর।—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তং॥

সমস্ত ভগবদ্গীতার চরম তাৎপর্য্য এই যে, যিনি সমস্ত ধর্ম্মের ভরসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার শরণাপন্ন হন, আমি তাঁহাকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করি। গীতার তাৎপর্য্য এই যে, অনন্য ভক্তিতে যখন অধিকার জন্মে তখন জ্ঞানশাস্ত্র ও কর্ম্মশাস্ত্রের বিধির তিনি বাধ্য হন না। ভক্তির অনুশীলন মাত্রই তাঁহার সর্ব্বসিদ্ধি হয়। অতএব, "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" এই ভগবৎ প্রতিজ্ঞা সর্ব্বোপরি বলিয়া জানিবে।

এই পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়া ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার উভয়েই এক বাক্যে কহিলেন আমাদের হৃদয়ে ভক্তি সম্বন্ধে আর সন্দেহ নাই। জানিলাম, জ্ঞান ও কর্ম্ম অতি তুচ্ছ বস্তু। ভক্তি দেবীর কৃপা ব্যতীত জীবের কোন প্রকার মঙ্গল সাধন হয় না। প্রভো, কৃপা করিয়া শুদ্ধাভক্তির অঙ্গ সকল বর্ণন করুন্। আমরা কৃতার্থ হই।

বাবাজী। ব্রজনাথ, তুমি শ্রীদশমূলের অষ্টম শ্লোক পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়াছ। সেই সকল তোমার পূজনীয় মাতুল-মহাশয়কে সময়ান্তরে বলিবে। উহাঁকে

দেখিয়া আমার চিত্ত প্রফুল্ল হইয়াছে। এখন নবম শ্লোক শ্রবণ কর,—

শ্রুতিঃ কৃষ্ণাখ্যানং স্মরণনতিপূজাবিধিগণাঃ
তথা দাস্যং সখ্যং পরিচরণমপ্যাত্মদদনং।
নবাঙ্গান্যেতানীহ বিধিগতভক্তেরনুদিনং
ভজন্ শ্রদ্ধাযুক্তঃ সুবিমলরতিং বৈ স লভতে॥

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন, অর্চ্চন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নববিধ বৈধীভক্তি যিনি শ্রদ্ধা সহকারে অনুদিন অনুশীলন করেন তিনি বিমল কৃষ্ণরতি প্রাপ্ত হন।

শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা সম্বন্ধীয় অপ্রাকৃত বর্ণনাদির শ্রোত্র স্পর্শের নাম শ্রবণ। শ্রবণের দুই অবস্থা; শ্রদ্ধা উদয়ের পূর্ব্বে সাধুগণের মুখে যে কৃষ্ণ গুণানুবাদ শ্রবণ করা যায় তাহা এক প্রকার শ্রবণ সেই শ্রবণ হইতেই শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধা উদিত হইলে গাঢ় পিপাসার সহিত কৃষ্ণনামাদি শ্রবণ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। তদনন্তর গুরু বৈষ্ণবের মুখ নিঃসৃত যে কৃষ্ণনামাদি শ্রবণ করা যায়, তাহারই নাম দ্বিতীয় শ্রবণ। শ্রবণই শুদ্ধভক্তির একটী অঙ্গ। সাধন কালে গুরু বৈষ্ণবের মুখ হইতে শ্রবণ করিতে করিতে সিদ্ধকালের শ্রবণ উদয় হয়। শ্রবণই ভক্তির প্রথমাঙ্গ।

ভগবন্নাম, রূপ, গুণ ও লীলাময় শব্দ সকলের জিহ্বা স্পর্শের নাম কীর্ত্তন। কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম সামান্যত বর্ণন, শাস্ত্র পাঠ দ্বারা অপরকে শুনান ও গীত দ্বারা সকলকে আকর্ষণ, তথা দৈন্যোক্তি, বিজ্ঞপ্তি, স্তব পাঠ ও প্রার্থনাদি এই সকল কীর্ত্তনের প্রকার। অন্য সকল অঙ্গ অপেক্ষা কীর্ত্তনকে শ্রেষ্ঠাঙ্গ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষতঃ কলিযুগে কীর্ত্তনই সকল জীবের মঙ্গল সম্পাদনে সক্ষম ইহা শাস্ত্রে ভূয়ো ভূয়ঃ কথিত হইয়াছে।

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্য কেশবং॥

হরি কীর্ত্তনে যেরূপ চিত্তের নৈর্ম্মল্য সাধিত হয় এরূপ আর কোন উপায়েই হয় না। অনেক ভক্ত একত্রিত হইয়া যখন কীর্ত্তন করেন তখন সংকীর্ত্তন হয়।

কৃষ্ণের নাম রূপ গুণ লীলা স্মরণের নাম স্মরণ। স্মরণ পঞ্চবিধ। যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধানের নাম স্মরণ। পূর্ব্ব বিষয় হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করতঃ সামান্যাকারে মনো-ধারণের নাম ধারণা। বিশেষরূপে রূপাদি চিন্তনের নাম ধ্যান অমৃত ধারার ন্যায় অনবচ্ছিন্ন ধ্যানের নাম ধ্রুবানুস্মৃতি। ধ্যেয়মাত্র স্ফূর্ত্তির নাম

সমাধি। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, এই তিনটী ভক্তির প্রধানাঙ্গ। অন্য সকল অঙ্গ ইহার অন্তর্ভূত। শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ এই তিন অঙ্গের মধ্যে কীর্ত্তন সর্ব্বপ্রধান। যেহেতু, শ্রবণ ও স্মরণ কীর্ত্তনের অন্তর্ভূত হইয়া থাকিতে পারে।

শ্রীভাগবতোক্ত "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোরিতি" বচনানুসারে পাদসেবা বা পরিচর্য্যা ভক্তির চতুর্থ অঙ্গ। শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ সহকারে পাদসেবা কর্ত্তব্য। পাদসেবা কার্য্যে নিজের অকিঞ্চনত্ব ও সেবা-যোগ্যত্ব বুদ্ধি এবং সেব্য বস্তুর সচ্চিদানন্দঘনত্ব বুদ্ধি নিতান্ত প্রয়োজন। পাদ-সেবা-কার্য্যে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন, স্পর্শন, পরিক্রমা, অনুব্রজন, ভগবন্মন্দির-গঙ্গা-পুরুষোত্তম-দ্বারকা-মথুরা-নবদ্বীপাদি-তীর্থস্থান দর্শনাদি অন্তর্ভাব্য। শ্রীরূপগোস্বামী ভক্তির ৬৪ অঙ্গ প্রসঙ্গে এই বিষয় সকল পরিষ্কার করিয়া লিখিয়াছেন। শ্রীতুলসীসেবা ও সাধুসেবা এই অঙ্গের অন্তভূত।

পঞ্চম অঙ্গ অর্চ্চন। অর্চ্চনমার্গে অধিকার ও প্রক্রিয়া বিচার অনেক। শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণে নিযুক্ত হইয়াও যদি অর্চ্চনমার্গে শ্রদ্ধা উদয় হয়, তাহা হইলে শ্রীগুরু-পাদপদ্মাশ্রয়-পূর্ব্বক মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করতঃ অর্চ্চন প্রক্রিয়া করিবে।

ব্রজনাথ। নাম ও মন্ত্রে ভেদ কি ?

বাবাজী। শ্রীভগবন্নামই মন্ত্রের জীবন। নামে নমঃ শব্দাদি সংযোগ করতঃ ভগবানের সহিত কোন সম্বন্ধ বিশেষ স্থাপন পূর্ব্বক ঋষিগণ কোন শক্তিবিশেষ নাম হইতে উদ্ঘাটন করিয়াছেন। নামই নিরপেক্ষ তত্ত্ব, তথাপি দেহাদি সম্বন্ধে জীব কদর্য্য বিষয়ে বিক্ষিপ্ত চিত্ত হওয়ায় সেই চিত্ত সঙ্কোচ করণাভিপ্রায়ে মর্য্যাদামার্গে সমন্ত্রার্চ্চন বিধি নিরূপিত হইয়াছে। বিষয়ীলোকের পক্ষে দীক্ষার নিতান্ত প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্রে "সাধ্য সিদ্ধ সুসিদ্ধারি" বিচারের প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষাই জীবের পক্ষে অত্যন্ত শুভকর। জগতে যত মন্ত্র আছে, সকল মন্ত্র অপেক্ষা কৃষ্ণমন্ত্র প্রবল। সদ্গুরুর নিকট মন্ত্র লাভ করিবামাত্র অধিকারী জীবের কৃষ্ণবল লাভ হয়। শ্রীগুরুদেব জিজ্ঞাসুকে অর্চ্চনাঙ্গ সকল বলিয়া থাকেন। সে সমস্ত এস্থলে বলিবার প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপতঃ ইহাই জ্ঞাতব্য যে শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম, কার্ত্তিক ব্রত, একাদশী ব্রত, মাঘ স্নানাদি অর্চ্চনমার্গের অন্তর্গত। কৃষ্ণার্চ্চন বিষয়ে একটী বিশেষ কথা আছে। কৃষ্ণের সহিত কৃষ্ণভক্তের অর্চ্চন নিতান্ত প্রয়োজন।

বন্দনই বৈধ ভক্তির ষষ্ঠাঙ্গ। পাদসেবা কীর্ত্তনাদির মধ্যে বন্দন অন্তর্ভূত থাকিলেও তাহা পৃথক্ অঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে। নমস্কারই বন্দন। সেই নমস্কার দ্বিবিধ,—একাঙ্গ নমস্কার ও অষ্টাঙ্গ নমস্কার। নমস্কারে এক হস্ত কৃত

নমস্কার, বস্ত্রাবৃতদেহের সহিত নমস্কার, ভগবানের অগ্রে, পৃষ্ঠে ও বামভাগে এবং মন্দিরের অত্যন্ত নিকট গর্ভে নমস্কার অপরাধ রূপে গণ্য হইয়াছে।

দাস্যই সপ্তম অঙ্গ। আমি কৃষ্ণদাস এইরূপ অভিমানই দাস্য। দাস্য সম্বন্ধের সহিত যে ভজন তাহাই শ্রেষ্ঠ। নমঃ, স্তুতি, সর্ব্বকর্ম্মার্পণ, পরিচর্য্যা, আচরণ, স্মৃতি, কথা শ্রবণ ইত্যাদি দাস্যের অন্তর্ভাব্য।

সখ্যই অষ্টমাঙ্গ। কৃষ্ণের হিত চেষ্টাময় বন্ধুভাব লক্ষণই সখ্য। সখ্য দুই প্রকার। বৈধাঙ্গ সখ্য ও রাগাঙ্গ সখ্য। এস্থলে কেবল বৈধাঙ্গ সখ্য গ্রহণ করিতে হইবে। অর্চ্চামূর্ত্তি সেবায় যে সখ্য সম্ভব হয় তাহাই বৈধ সখ্য।

আত্মনিবেদনকে নবমাঙ্গ বলা যায়। দেহাদি শুদ্ধাত্মা পর্য্যন্ত কৃষ্ণার্পণ করার নাম আত্মনিবেদন। নিজের জন্য চেষ্টা শূন্য হইয়া কৃষ্ণের জন্য চেষ্টাময় হওয়া আত্মনিবেদনের লক্ষণ। বিক্রীত-গো যেরূপ স্বীয় পালনের চেষ্টা করে না, তদ্রূপ। কৃষ্ণের ইচ্ছার অনুগত থাকা এবং স্বীয় ইচ্ছাকে তদধীন করাও তল্লক্ষণ; বৈধ আত্ম নিবেদনের উদাহরণ যথা,—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরেমন্দিরমার্জ্জনাদিষু শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঙ্গসঙ্গমং।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে শ্রীমত্তুলস্যাং রসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া যথোত্তমশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥

ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার এতাবৎ শ্রবণ করিয়া পরমানন্দে বাবাজী মহাশয়কে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিলেন, প্রভো, আপনি সাক্ষাৎ ভগবৎ পার্ষদ, আপনার উপদেশামৃত পান করিয়া আমরা ধন্য হইলাম। বৃথা বর্ণাহঙ্কারে ও বিদ্যাহঙ্কারে আমাদের দিন যাপন হইতেছিল। বহু জন্মের পুঞ্জ পুঞ্জ সুকৃতিবলে আপনার চরণাশ্রয় লাভ করিয়াছি। বিজয়কুমার বলিলেন হে ভাগবত প্রবর! শ্রীবৃন্দাবন-দাস ঠাকুর আমাকে শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ দর্শনের জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার কৃপাতে অদ্য ভগবদ্ধাম দর্শন ও ভগবৎ পার্ষদ দর্শন রূপ সুফল লাভ হইল। কৃপা হয় ত আগামী কল্য সন্ধ্যার সময় এখানে পুনরায় আসিব।

বৃদ্ধ বাবাজী বৃন্দাবন-দাস ঠাকুরের নাম শ্রবণ করিবামাত্র দণ্ডবৎ পড়িয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন ও বলিলেন আমার শ্রীচৈতন্য লীলার যিনি ব্যাসাবতার তাঁহাকে আমি বার বার প্রণাম করি।

বেলা অধিক হইল। ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার ব্রজনাথের বাটীতে গমন করিলেন।

বিংশ অধ্যায়।

নিত্যধর্ম্ম ও সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন।

প্রমেয়ান্তর্গত অভিধেয় বিচার—বৈধসাধনভক্তি

ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার দুই প্রহরের মধ্যে বাটীতে পৌঁছিলেন। ব্রজনাথের মাতা ভ্রাতাকে বিশেষ যত্নসহকারে সুসেব্য প্রসাদান্ন সেবন করাইলেন। আহারান্তে মাতুল ও ভাগিনেয় পরস্পর অনেকপ্রকার প্রেমালাপ করিতে লাগিলেন। ব্রজনাথ যে সকল উপদেশ পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছেন, সে সমস্তই ক্রমে ক্রমে স্বীয় মাতুলমহাশয়কে বলিলেন। বিজয়কুমার তৎশ্রবণে আনন্দময় হইয়া ভাগিনেয়কে বলিলেন, তোমার বড় সৌভাগ্য। এই সকল তত্ত্বকথা তুমি মহজ্জনের নিকট শ্রবণ করিয়াছ। ভক্তিকথা ও হরিকথা শ্রবণে মঙ্গল উদয় হয় বটে কিন্তু মহৎ মুখনিঃসৃত ঐ সকল কথা কর্ণে প্রবেশ করিলে অতি শীঘ্র ফলদ হয়। বাবা, তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত, বিশেষতঃ ন্যায়শাস্ত্রে অদ্বিতীয়; বৈদিক ব্রাহ্মণের মধ্যে কুলীন; নির্ধনী নও; এই সমস্ত সম্পত্তি এখন তোমার অলঙ্কারস্বরূপ হইয়াছে। যেহেতু সাধুবৈষ্ণব পাদাশ্রয় পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকথায় তুমি রতিলাভ করিতেছ।

চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া মাতুল ও ভাগিনেয় পরমার্থ বিষয়ে এইরূপ আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় ব্রজনাথের মাতা পার্শ্বগৃহে আসিয়া ধীরে ধীরে বিজয়কুমারকে বলিতে লাগিলেন, ভাই, অনেকদিন পরে তুমি আসিয়াছ, তোমার ভাগিনেয়কে যত্ন করিয়া গৃহস্থ করিয়া দেও। ব্রজনাথের ব্যবহার দেখিয়া আমার বিশেষ ভয় হইয়াছে যে ব্রজনাথ গৃহস্থ হইবে না। ঘটক ভট্টাচার্য্য অনেক সম্বন্ধ আনিতেছেন কিন্তু ব্রজনাথের ধর্ম্মভঙ্গপণ যে সে বিবাহ করিবে না। শাশুড়ী ঠাকুরাণী ও এ বিষয়ে যত্ন করিলেন, কিছু করিতে পারিলেন না। ভগ্নীর ঐ সকল কথা শুনিয়া বিজয়কুমার কহিলেন, আমি

এখানে ১০।১৫ দিন থাকিব। ক্রমশঃ যুক্তি করিয়া তোমাকে এ বিষয়ে যাহা হয় তাহা বলিব। এখন তুমি অন্দরে প্রবেশ কর।

ব্রজনাথের জননী অন্দরে প্রবেশ করিলে বিজয়কুমার পুনরায় পরমার্থ আলোচনা করিতে লাগিলেন। আলোচনা করিতে করিতে সে দিবস অতি-বাহিত হইল। পরদিন আহারান্তে বিজয়কুমার ব্রজনাথকে কহিলেন, অদ্য সন্ধ্যার সময় শ্রীবাস অঙ্গনে গিয়া পূজ্যপাদ বাবাজী মহাশয়ের শ্রীমুখ হইতে শ্রীরূপ-গোস্বামীর চতুঃষষ্টি অঙ্গ ভক্তির বিবরণ শ্রবণ করিতে হইবে। ব্রজনাথ, তোমার সাধুসঙ্গ যেন আমার জন্মে জন্মে হয়। তোমার সঙ্গ না পাইলে বোধ হয় আমার উপদেশামৃত লাভ হইত না। দেখ বাবাজী মহাশয় বলিয়াছেন যে, বৈধমার্গ ও রাগমার্গ দুই প্রকার সাধন ভক্তির মার্গ আছে। আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে বৈধমার্গের অধিকারী, রাগমার্গ সম্বন্ধে উপদেশ শ্রবণ করিবার পূর্ব্বেই বৈধমার্গ ভালরূপে বুঝিয়া লইয়া সাধন কার্য্য আরম্ভ করিব। গত কল্য বাবাজী মহাশয় যে নববিধ ভক্তির বিচার করিয়াছেন তাহা শ্রবণ করিয়া কিরূপে কার্য্যারম্ভ করিব তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। অদ্য সে সব কথা ভালরূপে বুঝিয়া লইতে হইবে। এইরূপে নানাবিধ কথোপকথন হইতে হইতে অংশুমালী অস্তাচলে গমন করিবার উদ্যোগ করিলেন। আমাদের ভক্তযুগল ধীরে ধীরে "হরিবোল" "হরিবোল" এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীবাস অঙ্গনে উপস্থিত হইয়া বৈষ্ণব মণ্ডলীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করণানন্তর বৃদ্ধ বাবাজীর কুটীরে প্রবেশ করিলেন।

বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসু ভক্তদিগকে দর্শন করতঃ পরমানন্দে তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া কলার পেটোর আসনের উপর বসাইলেন। ভক্তদ্বয় দণ্ডবৎ প্রণামানন্তর উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের অন্যান্য কথার পর অভীষ্ট প্রশ্ন করিলেন।

বিজয়। প্রভো, আমরা আপনাকে অনেক কষ্ট দিতেছি। আপনি ভক্তবৎসল। কৃপা করিয়া সে কষ্ট স্বীকার করিতেছেন। আমরা অদ্য আপনকার শ্রীমুখ হইতে শ্রীরূপ গোস্বামীর ভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গ বুঝিয়া লইব। যদি কৃপা করিলেন, তবে ভাল করিয়া কৃপা করুন। যাহাতে আমরা অনায়াসে শুদ্ধাভক্তি অনুভব করিতে পারি।

বাবাজী মহাশয় সহাস্য বদনে বলিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী লিখিত ভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গ বলিতেছি। চতুঃষষ্টি অঙ্গের মধ্যে প্রথম দশটী প্রারম্ভরূপ যথা—

১। গুরুপাদাশ্রয়।

২। গুরুর নিকট হইতে কৃষ্ণদীক্ষাদি শিক্ষা।

৩। বিশ্বাসের সহিত গুরুসেবা।

৪। সাধুবর্ত্মের অনুবর্ত্তন।

৫। সদ্ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা।

৬। কৃষ্ণ উদ্দেশে ভোগাদি পরিত্যাগ।

৭। দ্বারকা প্রভৃতি ধাম ও গঙ্গার সন্নিকটে বাস।

৮। ব্যবহার বিষয়ে যাবদর্থানুবর্ত্তিতা।

৯। হরিবাসর সম্মান।

১০। ধাত্রী-অশ্বত্থাদির গৌরব।

ইহার পরে যে দশটী অঙ্গের কথা বলিতেছি সে গুলি ব্যতিরেক ভাবে নিষেধরূপে নিতান্ত পালনীয়।

১১। কৃষ্ণ বহিম্মুখ ব্যক্তির সঙ্গ দূরে পরিত্যাগ করিবে।

১২। শিষ্যাদির অনুবন্ধ পরিত্যাগ।

১৩। মহারম্ভাদির উদ্যম ত্যাগ।

১৪। বহু গ্রন্থের কলাভ্যাস ও ব্যাখ্যাবাদ পরিত্যাগ।

১৫। ব্যবহারে অকার্পণ্য।

১৬। শোকাদি দ্বারা অবশ না হওয়া।

১৭। অন্য দেবতাকে অবজ্ঞা না করা।

১৮। ভূতগণকে উদ্বেগ না দেওয়া।

১৯। সেবা ও নামাপরাধের উদ্ভব না হয় এরূপ সাবধান হওয়া।

২০। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের বিদ্বেষ ও নিন্দা সহিতে না পারা।

এই বিংশতি অঙ্গ ভক্তি প্রবেশের দ্বার স্বরূপ জানিবে। তন্মধ্যে গুরু-পাদাশ্রয়াদি প্রথম তিনটী প্রধান কার্য্য।

২১। বৈষ্ণব চিহ্ন ধারণ।

২২। হরিনামাক্ষর ধারণ।

২৩। নির্ম্মাল্যাদি ধারণ।

২৪। কৃষ্ণাগ্রে নৃত্য।

২৫। দণ্ডবন্নতি।

২৬। অভ্যুত্থান।

২৭। অনুব্রজ্যা।

২৮। কৃষ্ণস্থানে গমন।

২৯। পরিক্রমা।

৩০। অর্চ্চন।

৩১। পরিচর্য্যা।

৩২। গান।

৩৩। সংকীর্ত্তন।

৩৪। জপ।

৩৫। বিজ্ঞপ্তি।

৩৬। স্তবপাঠ।

৩৭। নৈবেদ্যাস্বাদন।
৩৮। পাদ্যের আস্বাদন।
৩৯। ধূপমাল্যাদির সৌরভগ্রহণ।
৪০। শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শন।
৪১। শ্রীমূর্ত্তি ঈক্ষণ।
৪২। আরাত্রিকোৎসবাদি।
৪৩। শ্রবণ।
৪৪। কৃষ্ণের কৃপোন্মুখতা দর্শন।
৪৫। স্মরণ।
৪৬। ধ্যান।
৪৭। দাস্য।
৪৮। সখ্য।
৪৯। আত্মনিবেদন।
৫০। প্রিয়বস্তু কৃষ্ণকে সমর্পণ।
৫১। কৃষ্ণোদ্দেশে অখিল চেষ্টা।
৫২। সর্ব্বভাবে শরণাপত্তি।
৫৩। তদীয় জ্ঞানে তুলসী সেবন।
৫৪। তদীয় জ্ঞানে ভাগবত শাস্ত্রাদি সম্মান।
৫৫। তদীয় জ্ঞানে জন্মস্থান অর্থাৎ মথুরাদিসেবন।
৫৬। তদীয় জ্ঞানে বৈষ্ণব সেবা।
৫৭। যথা বৈভব সামগ্রীর সহিত সাধুগোষ্ঠী লইয়া মহোৎসব।
৫৮। কার্ত্তিক মাসের সমাদর।
৫৯। জন্মাদনা দর্শ যাত্রা।
৬০। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তিপরিচর্য্যা।
৬১। রসিকজনের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থাস্বাদন।
৬২। স্বজাতীয়াশয় স্নিগ্ধ অথচ আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ।
৬৩। নাম সংকীর্ত্তন।
৬৪। মথুরা অর্থাৎ ভগবজ্জন্মস্থানে অবস্থিতি।

শেষ পাঁচটী যদিও পূর্ব্ব পূর্ব্বাঙ্গে বর্ণিত আছে। কিন্তু তাহারা অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাহাদিগকে পৃথক্ অঙ্গে নির্ণয় করা গেল। এই সমস্ত অঙ্গ শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের দ্বারা কৃষ্ণোপাসনা বলিয়া জানিবে। ২১ হইতে ৪৯ এই উনত্রিশটী অঙ্গ কৃষ্ণদীক্ষাদি শিক্ষণরূপ দ্বিতীয়াঙ্গের অন্তর্গত।

বিজয়। প্রভো শ্রীগুরু পাদাশ্রয় সম্বন্ধে আমাদিগকে একটু বিশেষ করিয়া উপদেশ করুন্।

বাবাজী। [১]। শিষ্য অনন্য কৃষ্ণ ভক্তির অধিকারী হইয়া, উপযুক্ত গুরুদেবের নিকট কৃষ্ণতত্ত্ব জানিবার জন্য শ্রীগুরুচরণাশ্রয় করিবেন। শ্রদ্ধাবান্ হইলেই জীব কৃষ্ণভক্তির অধিকারী হন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি বলে সাধুদিগের মুখ হইতে হরিকথা শ্রবণানন্তর হরিবিষয়ে যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে তাহাই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা উদয় হইতে হইতেই একটু শরণাপত্তির উদয় হয়। শ্রদ্ধা ও শরণাপত্তি প্রায় একই তত্ত্ব। জগতে কৃষ্ণভক্তি সর্ব্বোপরি। কৃষ্ণভক্তির অনুকূল যাহা, তাহাই আমার কর্ত্তব্য, শ্রীকৃষ্ণ ভক্তির প্রতিকূল যাহা তাহাই আমার বর্জ্জনীয়,

কৃষ্ণই আমার একমাত্র রক্ষা কর্ত্তা, আমি কৃষ্ণকে একমাত্র পালন কর্ত্তা বলিয়া বরণ করিলাম; আমি অত্যন্ত দীন ও আকিঞ্চন এবং আমার স্বতন্ত্র ইচ্ছা ভাল নয়। কৃষ্ণের ইচ্ছার আনুগত্যই ভাল এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস যাহার হইয়াছে, তিনিই অনন্য ভক্তির অধিকারী। অধিকার লাভ করিবামাত্রই ভক্তিশিক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া যেখানে সদ্‌গুরু পান তাঁহার চরণাশ্রয় করেন। বেদ বলিয়াছেন,—

তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্‌গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। সমিৎপাণিঃ
শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং। আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে সদ্‌গুরু লক্ষণ ও শিষ্য লক্ষণ বিস্তৃত রূপে বলিয়াছেন। মূল কথা এই শুদ্ধ চরিত্র শ্রদ্ধাবান্ পুরুষই শিষ্য হইবার যোগ্য এবং শুদ্ধ ভক্তি-বিশিষ্ট, ভক্তি-তত্ত্ব-অবগত, সাধু-চরিত্র, সরল, নির্লোভী, মায়াবাদ শূন্য ও কার্য্যদক্ষ ব্যক্তিই সদ্‌গুরু। এবম্ভূত গুণবিশিষ্ট সর্ব্বসমাজ মান্য ব্রাহ্মণ হইলে অন্য বর্ণদিগের গুরু হইতে পারেন। ব্রাহ্মণাভাবে শিষ্য হইতে অন্যবর্ণে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিও গুরু হইতে পারেন। এই সমস্ত বিধানের মূল তাৎপর্য্য এই যে, বর্ণাশ্রম বিচার পৃথক্ রাখিয়া যেখানে কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা পাওয়া যায়, তাঁহাকেই গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়। ব্রাহ্মণ মধ্যে সেরূপ পাইলে আর্য্যবংশজাত বর্ণাভিমানী সংসারে কিছু সুবিধা হয় এই মাত্র। বস্তুতঃ উপযুক্ত ভক্তই গুরু। শাস্ত্রে গুরু শিষ্য পরীক্ষার নিয়ম ও কাল নির্ণয় করিয়াছেন। তাহার তাৎপর্য্য এই যে গুরু যখন শিষ্যকে অধিকারী বলিয়া জানিবেন এবং শিষ্য যখন গুরুকে শুদ্ধ ভক্ত বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে পারিবেন, তখনই গুরু শিষ্যকে কৃপা করিবেন।

গুরু দুই প্রকার, দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু। দীক্ষাগুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ ও অর্চ্চন প্রণালী শিক্ষা করিবে। দীক্ষাগুরু একমাত্র, শিক্ষাগুরু অনেক হইতে পারেন। দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুরূপে শিক্ষা দিতে সক্ষম।

বিজয় কুমার। দীক্ষাগুরু অপরিত্যাজ্য। তিনি যদি সৎশিক্ষাদানে অপারক হন, তবে কিরূপে শিক্ষা দিবেন।

বাবাজী। গুরুবরণকালে গুরুকে শব্দোক্তত্ত্বে ও পরতত্ত্বে পারঙ্গত দেখিয়া পরীক্ষা করা হয়। সেরূপ গুরু অবশ্য সর্ব্বপ্রকার তত্ত্বোপদেশে সক্ষম। দীক্ষাগুরু অপরিত্যাজ্য বটে, কিন্তু দুইটী কারণে তিনি পরিত্যাজ্য হইতে পারেন। শিষ্য যখন গুরুবরণ করিয়াছিলেন, তখন যদি তত্ত্বজ্ঞ ও বৈষ্ণব গুরু পরীক্ষা না করিয়া থাকেন তাহা হইলে কার্য্যকালে সেই গুরুর দ্বারা কোন কার্য্য হয় না বলিয়া

তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। ইহার বহুতর শাস্ত্র প্রমাণ আছে। যথা শ্রীনারদ পঞ্চরাত্র—

যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ং॥

অন্যত্র,—গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥

পুনশ্চ,—অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥

দ্বিতীয় কারণ এই যে গুরুবরণ সময়ে গুরু, বৈষ্ণব ও তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন কিন্তু সঙ্গদোষে পরে মায়াবাদী বা বৈষ্ণব-দ্বেষী হইয়া যান; এরূপ গুরুকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। গৃহীতগুরু যদি মায়াবাদী বা বৈষ্ণবদ্বেষী বা পাপাসক্ত না হন, তবে তাঁহাকে অল্পজ্ঞান প্রযুক্ত পরিত্যাগ করা উচিত নয়। সে স্থলে তাঁহাকে গুরু সম্মানের সহিত তাঁহার অনুমতি লইয়া অন্য ভাগবত জনের যথাযথ সেবা পূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে তত্ত্বশিক্ষা করিবেন।

বিজয়। (২) কৃষ্ণদীক্ষাদি শিক্ষা কিরূপ?

বাবাজী। শ্রীগুরুর নিকট হইতে ভগবদর্চ্চন ও বিশুদ্ধ ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা করতঃ সরলভাবে অনুবৃত্তির সহিত কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণানুশীলন করিবে। পরে অর্চ্চনের অঙ্গ সকল পৃথক্ পৃথক্ উপদিষ্ট হইবে। সম্বন্ধ জ্ঞান, অভিধেয়জ্ঞান ও প্রয়োজন জ্ঞান শ্রীগুরুচরণে শিক্ষাকরার নিতান্ত প্রয়োজন।

বিজয়। (৩) বিশ্বাসের সহিত গুরুসেবা কিরূপ?

বাবাজী। শ্রীগুরুকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি অর্থাৎ সামান্য জীববুদ্ধি না করিয়া তাঁহাকে সর্ব্ব-দেবময় জানিবে। তাঁহাকে কখন ও অবজ্ঞা করিবে না। তাঁহাকে বৈকুণ্ঠ-তত্ত্বান্তরবর্ত্তী বলিয়া জানিবে।

বিজয়। [৪] সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তন কিরূপ?

বাবাজী। যে কোন উপায়ে কৃষ্ণে মনোনিবেশ করা যায় তাহাই সাধন ভক্তি বটে, কিন্তু পূর্ব্বমহাজনগণ যে পন্থা অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন তাহাই অনুসন্ধেয়। যেহেতু সেই পন্থা সর্ব্বদা সন্তাপশূন্য ও সমস্ত মঙ্গলের হেতু। অথচ বিনা শ্রমে পাওয়া যায়। যথা স্কান্দে,—

স মৃগ্যঃ শ্রেয়সাং হেতুঃ পন্থাঃ সন্তাপবর্জ্জিতঃ।
অনবাপ্তশ্রমং পূর্ব্বে যেন সন্তঃ প্রতস্থিরে॥

এক ব্যক্তি দ্বারা পন্থা সুন্দররূপে নির্ণীত হয় না। পূর্ব্বমহাজনগণ পর পরক্রমে সেই ভক্তিযোগরূপ পন্থাকে পরিষ্কার করিয়াছেন। তাহাই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মযামলে বলিয়াছেন ;—

শ্রুতি-স্মৃতিপুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥

বিজয়। হরিতে ঐকান্তিকী ভক্তি কিরূপে উৎপাতের হেতু হয়, স্পষ্ট করিয়া আজ্ঞা করুন্।

বাবাজী। শুদ্ধ ভক্তির ঐকান্তিক ভাব পূর্ব্বমহাজনকৃত পন্থা অবলম্বনেই লভ্য হয়। পন্থান্তর সৃষ্টি করিলে বস্তুতঃ তাহা পাওয়া যায় না। এই জন্যই দত্তাত্রেয়, বুদ্ধ প্রভৃতি অর্ব্বাচীন প্রচারকগণ শুদ্ধভক্তি বুঝিতে না পারিয়া কিয়ৎপরিমাণ ভাবাভাসের সহিত কেহ মায়াবাদমিশ্র কেহ নাস্তিকতা মিশ্র এক এক প্রকার কদর্য্য পন্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাতেই ঐকান্তিকী হরিভক্তি কল্পনা মাত্র করেন, তাহা বস্তুতঃ হরিভক্তি নয় ;— কিন্তু উৎপাত বিশেষ। রাগমার্গের ভজনে শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ পঞ্চরাত্রাদি বিধির অপেক্ষা নাই, কেবল ব্রজজনানুগমনের অপেক্ষা আছে, কিন্তু বিধিমার্গের অধিকারীদিগকে ধ্রুব-প্রহ্লাদ-নারদ-ব্যাস-শুক প্রভৃতি পূর্ব্বমহাজন নির্দ্দিষ্ট একমাত্র ভক্তিযোগরূপ পন্থা অবশ্য অবলম্বন করিতে হইবে। অতএব সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তন ব্যতীত বৈধ ভক্তদিগের কোন উপায় নাই।

বিজয়। [৫] সদ্ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা কিরূপ?

বাবাজী। সদ্ধর্ম্ম বুঝিবার জন্য যাঁহাদের নির্ব্বন্ধিনী মতি তাঁহাদের অতি শীঘ্র সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হয়। নির্বন্ধিনী মতির অর্থ এই, বিশেষ আগ্রহ সহকারে সাধুদিগের ধর্ম্ম জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করা।

বিজয়। [৬] শ্রীকৃষ্ণউদ্দেশে ভোগাদি পরিত্যাগ কিরূপ?

বাবাজী। আহার-বিহারাদি দ্বারা সুখভোগের নাম ভোগ। সেই সমস্ত ভোগ অনেক স্থলে ভজন বিরোধী। কৃষ্ণভজনোদ্দেশে তাহা পরিত্যাগ করিলে ভজন সুলভ হয়। ভোগাসক্ত পুরুষের, আসবাসক্ত ব্যক্তির ন্যায় ভোগলিপ্সা প্রবল হইয়া শুদ্ধভজন করিতে দেয় না। অতএব ভগবৎ প্রসাদ মাত্র সেবন ও সেবোপযোগী শরীর সংরক্ষণ এবং হরিবাসরাদিতে সমস্ত ভোগ ত্যাগ এই সকল আকারে ভোগত্যাগ কর্ত্তব্য।

বিজয়। [৭] দ্বারকা প্রভৃতি ধাম ও গঙ্গার নিকট বাস কিরূপ?

বাবাজী। যে স্থানে ভগবানের জন্মলীলাদি হইয়াছে, সেই স্থানে এবং গঙ্গাদি পুণ্য নদীর নিকট বাস করিলে ভক্তিনিষ্ঠা জন্মে।

বিজয় শ্রীনবদ্বীপে নিবাস কেবল গঙ্গার সান্নিধ্য জন্য পবিত্র না আর কিছু আছে ?

বাবাজী। আহা ! শ্রীনবদ্বীপের ষোলক্রোশের মধ্যে যেখানেই বাস করা যায় তাহাতে শ্রীবৃন্দাবন বাস হয় ;—বিশেষতঃ শ্রীমায়াপুরে। অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চি, অবন্তী ও দ্বারাবতী এই সাতটী মোক্ষদায়িকা পুরীর মধ্যে এই শ্রীমায়াপুর অতি প্রধান তীর্থ। বিশেষতঃ শ্রীমহাপ্রভু স্বীয় শ্বেতদ্বীপকে এই-স্থানে প্রকটকালে অবতীর্ণ করিয়াছেন। শ্রীমহাপ্রভুর চতুর্থ শতাব্দীর পরে জগতের সকল তীর্থ অপেক্ষা এই শ্বেতদ্বীপ তীর্থ সকলের প্রধান হইবে। এ স্থলে বাস করিলে সমস্ত অপরাধ দূর হইয়া শুদ্ধভক্তি লাভ হয়। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী এই ধামকে বৃন্দাবন হইতে অভিন্ন বলিয়াও কোন বিষয়ে ইহার মাহাত্ম্য অধিক করিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

বিজয়। [৮] যাবদর্থানুবর্ত্তিতা কিরূপ ?

বাবাজী। নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে ;—

যাবতা স্যাৎ স্বনির্ব্বাহঃ স্বীকুর্য্যাত্তাবদর্থবিদ্ ।
আধিক্যে ন্যূনতায়াং চ চ্যবতে পরমার্থতঃ ॥

বৈধী-ভক্তির অধিকারী সংসারে ধর্ম্মজীবনের সহিত বর্ণাশ্রমসম্মত সদুপায় দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করতঃ স্বনির্ব্বাহ করিবেন। আবশ্যকমত স্বীকার করিলে তাঁহার মঙ্গল হয়। অধিক গ্রহণ করিবার লালসা করিলে আসক্তিক্রমে ভজন খর্ব্ব হয়। আবশ্যকের ন্যূন স্বীকার করিলে অভাব ক্রমেও সেই দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং যে পর্য্যন্ত নিরপেক্ষ হইবার অধিকার না হয় সে পর্য্যন্ত যাবদর্থানুবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্মজীবনে শুদ্ধভক্তির অনুশীলন করিবে।

বিজয়। (৯) হরিবাসর সম্মান কিরূপ ?

বাবাজী। শুদ্ধা একাদশীর নাম হরিবাসর। বিদ্ধা একাদশী পরিত্যাজ্য। মহাদ্বাদশী উপস্থিত হইলে একাদশী পরিত্যাগ করিয়া মহাদ্বাদশী করিবে। পূর্ব্বদিবসে ব্রহ্মচর্য্য ; হরিবাসর দিবসে নিরম্বু উপবাস ও রাত্রি জাগরণের সহিত নিরন্তর ভজন ও পরদিবসে ব্রহ্মচর্য্য ও উপযুক্ত সময়ে পারণ ইহাই হরিবাসরের সম্মান। মহাপ্রসাদ পরিত্যাগ ব্যতীত নিরম্বু উপবাস হয় না। অশক্ত স্থলে

প্রতিনিধি ও অনুকল্পের ব্যবস্থা। "নক্তং হবিষ্যান্ন" প্রভৃতি বচনে অনুকল্পের ক্রম আছে।

বিজয়। [১০] ধাত্রী অশ্বত্থাদির গৌরব কিরূপ ?

বাবাজী। স্কান্দে লিখিত আছে,—

অশ্বত্থ তুলসী-ধাত্রী-গো-ভূমিশূর-বৈষ্ণবাঃ।
পূজিতাঃ প্রণতা ধ্যাতাঃ ক্ষপয়ন্তি নৃণামঘং॥

বৈধী ভক্তির অধিকারী সংসারে অবস্থিত হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী অশ্বত্থাদি ছায়াবৃক্ষ, ধাত্রীত্যাদি ফলবৃক্ষ, তুলসীভজন বৃক্ষ, গো জগদুপকারী পশু, ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ধর্ম্ম শিক্ষক ও সমাজ রক্ষক এবং ভক্ত বৈষ্ণবদিগের পূজা, প্রণাম, ধ্যান করিতে বাধ্য। এই সকল কার্য্য দ্বারা তিনি সংসার সংরক্ষণ করিবেন।

বিজয়। [১১] কৃষ্ণ বহির্ম্মুখের সঙ্গত্যাগ কিরূপ ?

বাবাজী। ভাব উদয় হইলে ভক্তি গাঢ় হয়। যে পর্য্যন্ত ভাব উদয় হয় নাই সে পর্য্যন্ত ভক্তির বিরোধী সঙ্গ পরিত্যাগ করা আবশ্যক। সঙ্গ শব্দে আসক্তি; কায্যগতিকে অন্যান্য ব্যক্তির সহিত যে সন্নিকর্ষ হয়, তাহাকে সঙ্গ বলে না। অন্যের সন্নিকর্ষে স্পৃহা জন্মিলে সঙ্গ হয়। ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তির সঙ্গ নিতান্ত বর্জ্জনীয়। ভাবোদয়ে বহির্ম্মুখ সঙ্গ স্পৃহা কখনই জন্মে না। বৈধীভক্তি অধিকারীর পক্ষে সেরূপ সঙ্গ যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করা চাই। বৃক্ষলতা যেরূপ মন্দ বায়ুতে ও বিশেষ উত্তাপে বিনষ্ট হয়, কৃষ্ণ বিমুখ সঙ্গ ক্রমে সেইরূপ ভক্তিলতা শুষ্ক হইয়া পড়ে।

বিজয়। কৃষ্ণ বিমুখ কাহারা ?

বাবাজী। কৃষ্ণে ভক্তিশূন্য ব্যক্তি, বিষয় ও স্ত্রী সঙ্গী অর্থাৎ বিষয়ে ও স্ত্রীলোক সঙ্গে আসক্তি যাহাদের, মায়াবাদ ও নাস্তিক্য দোষে দূষিত হৃদয় এবং কর্ম্মজড়, এই চারি প্রকার ব্যক্তি কৃষ্ণ বিমুখ। ইহাদের সঙ্গ দূরে পরিত্যাগ করিবে।

বিজয় [১২] শিষ্যাদির অনুবন্ধ পরিত্যাগ কিরূপ ?

বাবাজী। অর্থলোভে বহু শিষ্য সংগ্রহ একটী প্রধান দোষ। বহুশিষ্য সংগ্রহ করিতে গেলে অজাতশ্রদ্ধ ব্যক্তিকে শিষ্য করিতে হয়, তাহাতে একটী অপরাধ হইয়া উঠে। জাতশ্রদ্ধ পুরুষ ব্যতীত আর কেহ শিষ্য হইবার যোগ্য হন না।

বিজয়। [১৩] মহারম্ভাদির উদ্যমত্যাগ কিরূপ ?

বাবাজী। সংক্ষেপে জীবন নির্ব্বাহ করিয়া ভগবদ্ভজন করিবে। বৃহৎ ব্যাপার আরম্ভ করিলে তাহাতে এরূপ আসক্তি হয় যে ভজনে আর মন যায় না।

বিজয়। [১৪] বহুগ্রন্থের কলাভ্যাস ও ব্যাখ্যাবাদ পরিত্যাগ কিরূপ?

বাবাজী। শাস্ত্র সমুদ্র বিশেষ। যে বিষয়ে শিক্ষা করিতে হইবে, সে বিষয়ের গ্রন্থগুলি আদ্যোপান্ত বিচার পূর্ব্বক পাঠ করা ভাল। বহু গ্রন্থের একটু একটু পাঠ করিলে কোন বিষয়েই ব্যুৎপন্ন হওয়া যায় না। বিশেষতঃ ভক্তি-শাস্ত্রের গ্রন্থগুলি বিশেষ যত্ন সহকারে সম্পূর্ণ পাঠ না করিলে সম্বন্ধ তত্ত্ববুদ্ধি উদয় হয় না। আবার গ্রন্থের সরল অর্থ করাই ভাল; অর্থবাদ করিতে গেলে বিপরীত সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে।

বিজয়। [১৫] ব্যবহারে অকার্পণ্য কাহাকে বলে?

বাবাজী। শরীর যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য ভক্ষ্যাচ্ছাদনোপযোগী দ্রব্যের আবশ্যক। দ্রব্য না পাইলে কষ্ট,— পাইয়া বিনষ্ট হইলেও কষ্ট। এরূপ কষ্ট উপস্থিত হইলে ভক্তজন ব্যাকুলচিত্ত না হইয়া মনে মনে হরিকে স্মরণ করিবেন।

বিজয়। [১৬] কিরূপে শোকাদির বশবর্ত্তী না হইয়া থাকা যায়?

বাবাজী। শোক, ভয়, ক্রোধ, লোভ ও মাৎসর্য্য ইত্যাদি দ্বারা যে চিত্ত আক্রান্ত থাকে, সেই চিত্তে কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি হইতে পারে? সাধকের আত্মীয়-বিচ্ছেদ, কামনা-বিরোধ, প্রভৃতি কারণ হইতে শোক-মোহ ইত্যাদি উদয় হইতে পারে, কিন্তু সেই শোক মোহ ইত্যাদি দ্বারা অবশ হইয়া পড়া ভাল নয়। পুত্রবিয়োগাদি উপস্থিত হইয়াছে, শোক অবশ্য হইবে। হরিচিন্তা দ্বারা তাহাকে শীঘ্র দূর করা প্রয়োজন। এইরূপে চিত্তকে হরিপাদপদ্মে স্থির করিতে অভ্যাস করা উচিত।

বিজয় [১৭] অন্য দেবতাকে অবজ্ঞা না করা উচিত এই বাক্য দ্বারা সেই সেই অন্য দেবতার পূজা করা উচিত ইহাই কি সিদ্ধান্ত?

বাবাজী। কৃষ্ণে অনন্য ভক্তির প্রয়োজন। কৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞানে অন্য দেবতার পূজা করিবে না। কিন্তু, অপর লোকে অন্য দেবতার পূজা করিতেছে দেখিয়া সেই সেই দেবতার প্রতি অবজ্ঞা করিবে না। সকল দেবতাকে সম্মান পূর্ব্বক তাঁহাদের উপাস্য একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বদা স্মরণ করিবে। যতদিন জীবচিত্ত নির্গুণ না হয় ততদিন অনন্য ভক্তি উদয় হয় না। যাঁহাদের চিত্ত সত্ত্ব রজ তম গুণের বশীভূত, তাঁহারাই সগুণ দেবতার পূজা সুতরাং করিয়া থাকেন। সেই সেই দেবতার নিষ্ঠা করায় তাঁহাদের পক্ষে অধিকার। অতএব তাঁহাদের

উপাস্য ব্যাপারে কোন প্রকার অসম্মান প্রদর্শন করিবে না। সেই সেই দেবতার কৃপায় ক্রমোন্নতি অবলম্বনে তাঁহাদের চিত্ত কোন সময়ে নির্গুণ হইবে।

বিজয়। (১৮) ভূতগণকে উদ্বেগ না করা কিরূপ?

বাবাজী। অন্য জীবের প্রতি কৃপাবিষ্ট হইয়া যিনি অন্য জীবের উদ্বেগ দানে বিরত থাকেন, তাঁহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্র সন্তুষ্ট হন। দয়াই বৈষ্ণবের প্রধান ধর্ম্ম।

বিজয়। (১৯) সেবা ও নামাপরাধের বর্জ্জন কিরূপ?

বাবাজী। অর্চ্চন বিষয়ে সেবাপরাধ ও সাধারণ ভক্তি বিষয়ে নামাপরাধ বিশেষরূপে বর্জ্জনীয়। যানারোহণে, পাদুকা গ্রহণে, ভগবন্মন্দিরাদি প্রবেশ প্রভৃতি বত্রিশটী সেবাপরাধ। সাধুনিন্দা প্রভৃতি দশটী নামাপরাধ অবশ্য বর্জ্জন করিবে।

বিজয়। (২০) কৃষ্ণ ও বৈষ্ণবের নিন্দা শ্রবণ করিয়া সহ্য করিবে না এই উপদেশ দ্বারা কি তৎক্ষণাৎ বিবাদ করিবার বিধি হইয়াছে?

বাবাজী। যাহারা কৃষ্ণ ও বৈষ্ণবের নিন্দা করে তাহারা কৃষ্ণ বিমুখ। কোন উপরোধে তাহা সহ্য না করিয়া তাহাদের সঙ্গ দূরে বর্জ্জন করিবে।

বিজয়। প্রথম বিংশতি অঙ্গের সহিত অন্য অঙ্গের কি সম্বন্ধ?

বাবাজি। তাহার পর যে ৪৪টী অঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে, সে সমুদয়ই এই বিংশতি অঙ্গের অন্তর্ভূত। বিস্তৃতরূপে বুঝিবার জন্য সে সকলকে পৃথক্ অঙ্গ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ হইতে প্রিয়বস্তু শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ পর্য্যন্ত ত্রিশটী অঙ্গ, অর্চ্চন মার্গের অন্তর্ভূত (২১) সাধক কণ্ঠে ত্রিকণ্ঠি তুলসী মালা ও দেহে দ্বাদশ তিলক ধারণ করিবেন। ইহারই নাম বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ। [২২] হরে কৃষ্ণাদি নাম অথবা পঞ্চতত্ত্বের নাম ইত্যাদি চন্দনের দ্বারা উত্তমাঙ্গে ধারণ করার নাম হরিনামাক্ষর ধারণ। [২৩] "ত্বয়োপযুক্তঃ স্রগ্ গন্ধ বাসোহলঙ্কারঃ চর্চ্চিতাঃ। উচ্ছিষ্ট-ভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি।" এই ভাগবত শ্লোকে শ্রীউদ্ধব বচনে নির্ম্মাল্য ধারণের প্রক্রিয়া আছে [২৪] কৃষ্ণাগ্রে নৃত্য, [২৫] দণ্ডবন্নতি [২৬] অভ্যুত্থান অর্থাৎ শ্রীপ্রতিমার আগমন দৃষ্টে উঠিয়া দণ্ডায়মান হওয়া, (২৭) অনুব্রজ্যা অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তির পশ্চাৎ গমন (২৮) কৃষ্ণ মন্দিরে গমন (২৯) পরিক্রমা অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তিকে দক্ষিণে রাখিয়া বারত্রয় প্রদক্ষিণ করণ, (৩০) অর্চ্চন অর্থাৎ উপচার দ্বারা শ্রীমূর্ত্তির পূজা করণ, এই কয়েকটী অঙ্গের পৃথক্ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই (৩১) পরিচর্য্যা তু সেবোপকরণাদি পরিষ্ক্রিয়া। তথা প্রকীর্ণকচ্ছত্রবাদিত্রাদ্যৈ রুপাসনা।" এই শ্লোকে পরিচর্য্যার ব্যাখ্যা হইয়াছে। [৩২] গান, [৩৩] সঙ্কীর্ত্তন,

[৩৪] জপ, [৩৫] বিজ্ঞপ্তি অর্থাৎ দৈন্যদ্যোতক বাক্য প্রয়োগ, [৩৬] স্তব পাঠ, [৩৭] নৈবেদ্যাস্বাদন, [৩৮] পাদ্যের আস্বাদন অর্থাৎ চরণামৃত ধারণ [৩৯] ধূপমাল্যাদির সৌরভগ্রহণ, [৪০] শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শন, [৪১] শ্রীমূর্ত্তি নিরীক্ষণ, [৪২] আরাত্রিকোৎসবাদি [৪৩] কৃষ্ণ নাম চরিত গুণাদি শ্রবণ, [৪৪] কৃষ্ণ কৃপা দর্শন, [৪৫] স্মরণ, [৪৬] ধ্যান, এই কএকটী অঙ্গ স্পষ্ট। [৪৭] কর্ম্মার্পণ ও কৈঙ্কর্য্য এই দুই প্রকার দাস্য [৪৮] বিশ্বাস ও মিত্রবৃত্তি এই দুই প্রকার সখ্য। [৪৯] আত্মনিবেদন শব্দের অর্থ এই যে, আত্মশব্দে দেহী নিষ্ঠ অহংতা ও দেহনিষ্ঠ মমতা এই দুইটী কৃষ্ণে নিবেদন করিবে।

বিজয়। দেহী-নিষ্ঠ অহংতা ও দেহনিষ্ঠ মমতা এই দুইটী আরও স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করুন্।

বাবাজী। দেহের মধ্যে যে জীব আছেন তিনি দেহী ও অহং পদবাচ্য। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া যে, আমি বুদ্ধি তাহাই দেহীনিষ্ঠ অহংতা। দেহেতে যে আমার বলিয়া বুদ্ধি তাহাই দেহনিষ্ঠ মমতা। এই দুইটী শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিবে। দেহী অর্থাৎ দেহীগত আমি ও দেহগত আমার এই বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, আমি কৃষ্ণপ্রসাদভোজী কৃষ্ণদাস এই দেহ কৃষ্ণের দাস্য উপযোগী যন্ত্র বিশেষ এইরূপ বুদ্ধির সহিত শরীর যাত্রানির্ব্বাহ করার নাম আত্মনিবেদন।

বিজয়। প্রিয়বস্তু কিরূপে কৃষ্ণকে সমর্পণ করিতে হয়?

বাবাজী (৫০) জগতে যে বস্তুতে প্রীতি জন্মে তাহাই কৃষ্ণ সম্বন্ধী করিয়া স্বীকার করার নাম প্রিয়োপহরণ।

বিজয়। (৫১) কৃষ্ণোদ্দেশে অখিল চেষ্টা কিরূপে করিতে হয়?

বাবাজী। লৌকিকী ও বৈদিকী যত প্রকার ক্রিয়া আছে, সে সমস্ত ক্রিয়াকে হরিসেবানুকূল করিলে, কৃষ্ণের জন্য অখিল চেষ্টা হইয়া থাকে।

বিজয়। (৫২) সর্ব্বভাবে শরণাপত্তি কিরূপ?

বাবাজী। হে ভগবন্! "আমি তোমার" ঐরূপ মনোবাক্যের দ্বারা বলা এবং "হে ভগবন্ আমি তোমাতে প্রপন্ন হইলাম" এইরূপ ভাবকে শরণাপত্তি বলে।

বিজয়। (৫৩) তুলসী সেবন কিরূপ?

বাবাজী। তুলসী সেবা নয় প্রকার। তুলসী দর্শন, তুলসী স্পর্শন, তুলসী ধ্যান, তুলসী কীর্ত্তন, তুলসী নমস্কার, তুলসী মাহাত্ম্য শ্রবণ, তুলসী রোপণ, তুলসী সেবন ও তুলসীকে নিত্যপূজন এই নয় প্রকার হরিসেবার উদ্দেশে তুলসীমাহাত্ম্য।

বিজয়। শাস্ত্র সম্মান কিরূপ?

বাবাজী। ভগবদ্ভক্তি প্রতিপাদক শাস্ত্রই শাস্ত্র। তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বোপরি। যেহেতু ইনি সর্ব্ব বেদান্তসার। ইহাঁর রসামৃত-তৃপ্তপুরুষের অন্য কোন শাস্ত্রে রতি হয় না।

বিজয়। (৫৫) হরিজন্মস্থান মথুরার কিরূপ মাহাত্ম্য?

বাবাজী। মথুরা বিষয় শ্রবণ, স্মরণ, কীর্ত্তন, তত্র গমন বাসনা ও তীর্থ দর্শন, স্পর্শন, তথায় বাস ও তাঁহার সেবা এই সকল ক্রিয়া দ্বারা অভীষ্ট লাভ হয়। শ্রীমায়াপুরও তদ্রূপ জানিবে।

বিজয় (৫৬) বৈষ্ণব সেবা কিরূপ?

বাবাজী। বৈষ্ণব ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। বৈষ্ণবসেবা করিলে ভগবানে ভক্তি হয়। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, সর্ব্বদেব আরাধন অপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধন শ্রেষ্ঠ। তাঁহার আরাধনা অপেক্ষাও তাঁহার দাস বৈষ্ণবের সমর্চ্চন সমধিক।

বিজয় (৫৭) যথা বৈভব মহোৎসব কিরূপে করা যায়?

বাবাজী। হরিগৃহে যথাসাধ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া ভগবৎসেবা পূর্ব্বক শুদ্ধ বৈষ্ণব সেবার নাম মহোৎসব। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উৎসব আর জগতে নাই।

বিজয়। [৫৮] কার্ত্তিকমাসের সমাদর কিরূপে হয়?

বাবাজী। কার্ত্তিকমাসের নাম উর্জ্জা। সেই মাসে নিয়মিতরূপে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি অঙ্গের দ্বারা শ্রীদামোদরের সেবা করার নাম উর্জ্জাদর।

বিজয় [৫৯] জন্মদিন যাত্রা কিরূপে পালনীয়?

বাবাজী। যে দিবসে কৃষ্ণের জন্ম সেই ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী ও ফাল্গুনী পৌর্ণমাসীতে যথাযথ উৎসব করার নাম শ্রীজন্মযাত্রা। প্রপন্নদিগের ইহা পালনীয়।

বিজয়। (৬০) শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তির পরিচর্য্যা কিরূপ?

বাবাজী। শ্রীমূর্ত্তির পরিচর্য্যা কার্য্যে প্রীতিময় উৎসাহ সর্ব্বদা হৃদয়ে রাখা আবশ্যক। যিনি এরূপ করেন, কৃষ্ণ তাঁহাকে কেবল মুক্তিরূপ তুচ্ছফল না দিয়া, ভক্তিরূপ মহাফল পর্য্যন্ত দান করেন।

বিজয়। (৬১) কিরূপে রসিকজনের সহিত ভাগবতার্থ আস্বাদন করিতে হয়, তাহা বলুন?

বাবাজী। নিগম কল্পতরুর সুমিষ্ট রসই শ্রীভাগবত। রস বহির্ম্মুখ ব্যক্তির সহিত ইহার আস্বাদনে ইহার রসোদয় হয় না। বরং অপরাধ হয়। যাঁহারা শ্রীভাগবত রসজ্ঞ অর্থাৎ শুদ্ধভক্তির অধিকারী হইয়া কৃষ্ণলীলারসের পিপাসু

তাঁহাদের সহিত বসিয়া শ্রীভাগবত শ্লোক পাঠ পূর্ব্বক রসাস্বাদন করিবে। সাধারণ সভায় শ্রীভাগবতের পাঠ বা শ্রবণ করিলে শুদ্ধ ভক্তির কার্য্য হয় না।

বিজয় (৬২) স্বজাতীয়াশয় স্নিগ্ধভক্তসঙ্গ কিরূপ হয়?

বাবাজী। ভক্তসঙ্গের নাম করিয়া অভক্ত সঙ্গ করিলে ভক্তির উন্নতি হয় না। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃতলীলায় সেবা প্রাপ্ত হওয়াই ভক্তদিগের বাসনা। সেই জাতীয় বাসনা যে সকল লোকের আছে, তাহাদিগকে ভক্ত বলা যায়। তন্মধ্যে যাঁহারা আমা হইতে শ্রেষ্ঠভক্ত তাঁহাদের সঙ্গ করিলে আমাদের ভক্ত্যুন্নতি হয়। নতুবা ভক্তি স্তম্ভিত হইয়া যে শ্রেণীর লোকের সহিত সঙ্গ করা যায় তাহার ন্যায় হইয়া পড়ে। শাস্ত্রে লিখিয়াছেন ;—

যস্য যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ স তদ্গুণঃ।
স্বকুলর্দ্ধ্যৈ ততো ধীমান্ স্বযূথ্যানেব সংশ্রয়েৎ॥

বিজয়। (৬৩) নাম সঙ্কীর্ত্তন কিরূপ?

বাবাজী। নাম অপ্রাকৃত চৈতন্য রস। তাহাতে জড়গন্ধ নাই। ভক্ত জীবের সেবাস্পৃহা হইতে ভক্তি-শোধিত জিহ্বাদিতে নাম স্বয়ং স্ফূর্ত্তি লাভ করেন। নাম ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে। এইরূপ নাম সর্ব্বদা স্বয়ং ও অপরের সহিত মিলিত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিবে।

বিজয়। (৬৪) মথুরা অর্থাৎ জন্মস্থানে অবস্থিতি সম্বন্ধে আমারা আপনার কৃপায় বুঝিয়াছি। এখন ইহার সার বলুন।

বাবাজী। শেষোক্ত পাঁচটী অঙ্গ সর্ব্বোপরি। ইহাতে অপরাধ শূন্য হইয়া স্বল্পমাত্র সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিলে, ইহাদের অদ্ভুত বীর্য্যক্রমে ভাব অবস্থা উদয় হয়।

বিজয়। এই সমস্ত সাধন সম্বন্ধে আর যাহা কিছু জ্ঞাতব্য তাহা আজ্ঞা করুন্?

বাবাজী। এই সকল ভক্ত্যঙ্গের কিছু কিছু অবান্তর ফল শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। তাহা কেবল বহির্ম্মুখ জনের প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য। কৃষ্ণরতিই এই সকল অঙ্গের মুখ্যফল। ভক্তি বিজ্ঞদিগের সকল কার্য্যের ভক্ত্যঙ্গত্বই সম্মত, কর্ম্মাঙ্গত্ব পরিত্যজ্য। জ্ঞান বৈরাগ্য দ্বারা কাহারও ভক্তি মন্দির প্রবেশের উপযোগিতা হয়, তথাপি জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গ মধ্যে পরিগণিত নয় যেহেতু, তাহারা চিত্তের কাঠিন্য উৎপত্তি করে। ভক্তি সুকুমার স্বভাবা। অতএব ভক্তি হইতে যে জ্ঞান ও বৈরাগ্য উপস্থিত হয় তাহাই স্বীকৃত। জ্ঞান ও বৈরাগ্য

ভক্তির হেতু হইতে পারে না। জ্ঞান ও বৈরাগ্য যাহা দিতে পারে না, ভক্তি দ্বারা তাহা অনায়াসে লব্ধ হয়। সাধন ভক্তি হরিভজনে এরূপ রুচি উৎপন্ন করেন যে অত্যন্ত গরিষ্ঠ বিষয় রাগও বিলীন হয়। সাধকের যুক্ত-বৈরাগ্যই প্রয়োজন। ফল্গু বৈরাগ্য পরিত্যাজ্য। সকল বিষয়ই কৃষ্ণ সম্বন্ধ যুক্ত করিয়া অনাসক্তরূপে যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার করার নাম যুক্ত-বৈরাগ্য। হরি সম্বন্ধী বস্তু সকলকে প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিতে মুক্তি লোভে পরিত্যাগ করার নাম ফল্গু বৈরাগ্য। অতএব আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও ফল্গু বৈরাগ্য পরিত্যাগ করা উচিত। ধন শিষ্যাদির উদ্দেশে যে ভক্তি প্রদর্শিত হয় তাহা শুদ্ধ ভক্তি হইতে সুদূরবর্ত্তী, অতএব তাহা ভক্তির অঙ্গ নহে। বিবেকাদি গুণগণ ভক্ত্যধিকারীর বিশেষণ, অতএব তাহারা ভক্তির অঙ্গ নয়। যম, নিয়ম, শৌচাচার প্রভৃতি কৃষ্ণোন্মুখী পুরুষের স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা ভক্তির অঙ্গ নয়। অন্তঃশুদ্ধি, বাহ্যশুদ্ধি, তপ শান্ত্যাদি যে গুণ সকল তাহা কৃষ্ণভক্তকে স্বয়ং আশ্রয় করে, যত্ন করিয়া সংগ্রহ করিতে হয় না। ভক্তির যে সকল অঙ্গ কথিত হইল তাহার মুখ্য একাঙ্গ সাধনে বা অনেকাঙ্গ সাধনে নিষ্ঠা থাকিলে সিদ্ধি লাভ হয়। আমি বৈধী-সাধন-ভক্তির সমস্ত কথাই সংক্ষেপে বলিলাম। তোমরা হৃদয়ে ভাবনাপূর্ব্বক ভালরূপে বুঝিয়া লইবে এবং সাধ্যমত অনুষ্ঠান করিবে।

ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার এতাবদ্ উপদেশ শ্রবণপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে গুরুপাদপদ্মে পড়িয়া জানাইলেন। প্রভো! আপনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করুন্। আমরা অভিমান গর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি। বাবাজী বলিলেন, কৃষ্ণ অবশ্যই তোমাদিগকে কৃপা করিবেন। রাত্র অধিক হইল, মাতুল ও ভাগিনেয় স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

একবিংশ অধ্যায়।

নিত্যধর্ম্ম ও সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন।

প্রমেয়ান্তর্গত অভিধেয় বিচার—রাগানুগ সাধনভক্তি।

বিজয় কুমার ও ব্রজনাথের চিত্তে একপ্রকার আশ্চর্য্য ভাব উদয় হইল। উভয়ই এক মনে স্থির করিলেন, যে সিদ্ধ বাবাজী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা আবশ্যক। বিজয় কুমার শিশুকালে কুলগুরুর নিকট দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ব্রজনাথের গায়ত্রী দীক্ষার পর অন্য কোন মন্ত্রদীক্ষা হয় নাই।

বাবাজী মহাশয়ের উপদেশে জানিতে পারিলেন, যে অবৈষ্ণব গুরুপ্রদত্ত মন্ত্র জপ করিতে করিতে জীব নরক গমন করে। বিবেক হইলে পুনরায় সম্যক বিধি অনুসারে বৈষ্ণব গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা উচিত। বিশেষতঃ সিদ্ধভক্তের শিষ্যতা লাভ করিলে অতিশীঘ্র মন্ত্র সিদ্ধি হয়। এই বিবেচনায় উভয়েই স্থির করিলেন যে, কল্য প্রাতে শ্রীমায়াপুরে গঙ্গাস্নান করতঃ পরমারাধ্য বাবাজী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা লাভ করিব। এই বিষয় মনে মনে করিয়া উভয়ে পরদিন প্রাতে গঙ্গাস্নান সমাপ্তি করতঃ পূর্ব্বোপদিষ্ট দ্বাদশ তিলক ধারণ পূর্ব্বক শ্রীল রঘুনাথ দাস বাবাজী মহাশয়ের চরণে গিয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। বাবাজী মহাশয় সিদ্ধবৈষ্ণব; তাঁহাদের মনের কথা জানিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অদ্য প্রাতে কি মনে করিয়া আসিয়াছ? উভয়ে বলিলেন, প্রভো আমাদিগকে দীন অকিঞ্চন জানিয়া কৃপা করুন। বাবাজী মহাশয় তাঁহাদিগকে পৃথক পৃথক করিয়া কুটীরে লইয়া শ্রীমদষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র দান করিলেন। মন্ত্র জপ করিতে করিতে উভয়ে মহাপ্রেমে মত্ত হইয়া "জয় গৌরাঙ্গ" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের গলদেশে তুলসীমালা ও সুন্দর যজ্ঞোপবীত, দ্বাদশতিলক, উজ্জ্বল মুখশ্রী, কিছু কিছু সাত্ত্বিক বিকার, চক্ষে দর দর অশ্রু দেখিয়া বাবাজী মহাশয় তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, আজ তোমরা আমাকে পবিত্র করিলে। তাঁহারা বারম্বার বাবাজী মহাশয়ের পদধূলি আস্বাদন পূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিতে লাগিলেন। ব্রজনাথ বাটী হইতে আসিবার পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগ সামগ্রী আনিবার যে ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছিলেন, তদনুসারে তাঁহার গৃহভৃত্যদ্বয় অনেক সুখাদ্য দ্রব্যাদি আনিয়া উপস্থিত করিল। বিজয় কুমার ও ব্রজনাথ করযোড় পূর্ব্বক বৈষ্ণবদিগকে জানাইলেন যে তাঁহাদের আনীত ভোগ দ্রব্য সকল মহাপ্রভুকে নিবেদন করুন। শ্রীবাস অঙ্গনের অধিকারী মহাশয় পূজারী দ্বারা ভোগ পাক করাইয়া শ্রীপঞ্চতত্ত্বকে সমর্পণ করিলেন।

শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। বৈষ্ণবগণ করতাল মৃদঙ্গ লইয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সম্মুখে ভোগারত্রিক গান করিতে লাগিলেন। অনেক বৈষ্ণবগণ ক্রমশঃ আসিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মহাসমারোহে ভোগ হইয়া গেল। নাট-মন্দিরে বৈষ্ণবদিগের প্রসাদ পাইবার স্থান হইল। "হরের্নম" এই শব্দ উচ্চৈঃস্বরে পঠিত হইল। সমস্ত বৈষ্ণব আপন আপন জলপাত্র লইয়া একত্রিত হইলেন। প্রসাদ সেবার কবিতা সকল পাঠ হইতে লাগিল। বৈষ্ণবগণ সেবায় বসিলেন। ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার পরে অধরামৃত পাইব মনে করিয়া বসিতে চান না। প্রধান

প্রধান বাবাজীগণ তাঁহাদিগকে বলপূর্ব্বক বসাইয়া দিয়া বলিলেন, যে, তোমরা গৃহস্থ বৈষ্ণব; তোমাদের চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে পারিলে ধন্য হই। বিজয় কুমার ও ব্রজনাথ বলিলেন, আপনারা মহান্ত, ত্যাগী বৈষ্ণব। আপনাদের অধরামৃত পাওয়াই আমাদের সৌভাগ্য। আপনাদের সঙ্গে বসিলে আমাদের অপরাধ হয়। বৈষ্ণবগণ বলিলেন বৈষ্ণবতায় গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী কোন ভেদ নাই। কেবল ভক্তির পরিমাণ অনুসারে বৈষ্ণবের তারতম্য। এরূপ কথাবার্ত্তার সঙ্গে সকলেই প্রসাদ সেবায় বসিলেন। গুরুদেবের প্রসাদ লাভ করিবার আশায়, বিজয় ও ব্রজনাথ প্রসাদ কোলে করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবগণ প্রসাদ পাইতে পাইতে তাহা দেখিতে পাইয়া শ্রীল রঘুনাথদাস বাবাজীকে কহিলেন হে বৈষ্ণবপ্রবর! আপনার শিষ্যদ্বয়কে কৃপা করুন, নতুবা তাঁহারা প্রসাদসেবা করিতেছেন না। তচ্ছ্রবণে বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় তাঁহার শিষ্যদ্বয়ের হস্তে ভুক্ত প্রসাদ অর্পণ করিলে তাঁহারা পরমার্থ জ্ঞানে তাহা প্রাপ্ত হইলেন। "শ্রীগুরবে নমঃ" বলিয়া তাঁহারা প্রসাদ সেবা করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে "সাধু সাবধান" ও প্রসাদমাহাত্ম্য বচন সকল উচ্চারিত হইতে লাগিল। আহা! তখন শ্রীবাসাঙ্গনের নাট মন্দিরে কি শোভা উদয় হইল। তখন ভক্তগণ দেখিতে লাগিলেন যেন শ্রীশচী, সীতা, মালিনী প্রসাদ আনয়ন করিতেছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু সপরিকরে প্রসাদ সেবা করিতেছেন। "মায়াপুরে নিত্যলীলা করে গৌররায়, সুকৃতির বলে কোন কোন ভক্ত দেখিবারে পায়।" এই শ্রীজগদানন্দকৃত প্রেমবিবর্ত্তের পদ্য বৈষ্ণবগণের স্মরণপথে আসিল। যে পর্য্যন্ত সেই লীলা দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল সে পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া বৈষ্ণবগণের প্রসাদসেবা বন্ধ ছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, সেই লীলা অপ্রকট হইলে ভক্তগণ পরস্পরের মুখ দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন প্রসাদান্নের কি অপূর্ব্ব আস্বাদন হইয়াছে তাহা ব্যক্ত করা যায় না। সকলেই বলিতে লাগিলেন এই দুই ব্রাহ্মণকুমার মহাপ্রভুর নিতান্ত কৃপাপাত্র। ইহাঁদের মহোৎসবে গৌরলীলা পুনঃপ্রকট হইল। ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, আমরা দীন, অকিঞ্চন, কিছুই জানিনা; এ সমস্ত শ্রীগুরু ও বৈষ্ণবকৃপায় আমরা দেখিতে পাইলাম।

প্রসাদ-সেবান্তে বৈষ্ণবদিগের আজ্ঞা পাইয়া বিজয় ও ব্রজনাথ গৃহে গমন করিলেন। সেই দিন হইতে প্রত্যহ গঙ্গাস্নানানন্তর গুরুচরণে প্রণাম ও ভগবদ্দর্শন, তুলসী পরিক্রমণ ইত্যাদি দৈনিক নিয়ম করিয়া তাঁহারা পালন করিতে লাগিলেন। এইরূপ প্রত্যহই কিছু না কিছু শিক্ষা করেন। ৪।৫ দিবস পরে সন্ধ্যার

সময়ে উভয়ে শ্রীবাসঅঙ্গনে সন্ধ্যাকৃত্য সমাপ্ত করিয়া আরাত্রিক নাম সংকীর্ত্তনের পর বৃদ্ধবাবাজী মহাশয়কে তাঁহার কুটীরে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; প্রভো আমরা বৈধীভক্তিসাধন ভালরূপে, আপনার কৃপায়, জানিতে পারিয়াছি। এখন আমাদের প্রার্থনা, যে আপনি কৃপা করিয়া রাগানুগাভক্তির বিষয়টী এই নরাধমদিগকে বুঝাইয়া দেন। বাবাজী আনন্দের সহিত বলিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ তোমাদিগকে অঙ্গীকার করিয়াছেন। তোমাদিগকে অদেয় কিছুই নাই, বিশেষ যত্ন সহকারে শ্রবণ কর। আমি রাগানুগাভক্তি ব্যাখ্যা করিতেছি।

যাঁহাকে সেই পরাৎপর প্রভু যবন সঙ্গ হইতে উদ্ধার করিয়া প্রয়াগক্ষেত্রে রসতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন সেই শ্রীরূপগোস্বামীর চরণে আমি বারবার প্রণাম করি। যাঁহাকে সেই করুণাময়প্রভু বিষয়গর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিয়া শ্রীস্বরূপগোস্বামীর হস্তে সমর্পণ করতঃ সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করিয়াছিলেন, সেই ব্রজরসভ্রমর গোস্বামীরঘুনাথের চরণে আমি একান্ত শরণাপন্ন হইলাম। রাগানুগাভক্তি ব্যাখ্যা করিতে হইলে প্রথমে রাগাত্মিকাভক্তিস্বরূপ বর্ণন করিতে হয়।

ব্রজনাথ। রাগ কাহাকে বলে পূর্ব্বে জানিতে ইচ্ছা করি?

বাবাজী। বিষয়ীদিগের স্বাভাবিক বিষয়সংসর্গেরই আতিশয্যক্রমে বিষয় প্রেমাকারে রাগ হয়। সৌন্দর্য্যাদি দর্শনে যেরূপ চক্ষু আদির হইয়া থাকে। এস্থলে বিষয়ে রঞ্জকতা থাকে ও চিত্তে রাগ থাকে। সেই রাগের যখন শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র বিষয় হন তখন তাহাকে রাগভক্তি বলা যায়। শ্রীরূপগোস্বামী বলিয়াছেন যে ইষ্ট বিষয়ে স্বারসিকী পরমাবিষ্টতাকেই রাগ বলা যায়। কৃষ্ণভক্তি যখন সেই রাগময়ী হন, সেই ভক্তিকে রাগাত্মিকাভক্তি বলে। স্বল্পাক্ষরে বলিতে গেলে কৃষ্ণের প্রতি প্রেমময় তৃষ্ণাকেই রাগাত্মিকাভক্তি বলা যায়। যে ব্যক্তিতে এরূপ রাগ উদয় হয় নাই, তাহার পক্ষে শাস্ত্রবিধিই ভক্তির প্রবর্ত্তক। সম্ভ্রম, ভয় ও শ্রদ্ধা ইহারা বৈধী-ভক্তিতে ক্রিয়া করে। কৃষ্ণলীলায় লোভ রাগাত্মিকাভক্তিতে ক্রিয়া করে।

ব্রজনাথ। রাগময়ীভক্তির অধিকারী কে?

বাবাজী। বৈধীশ্রদ্ধা যেরূপ বৈধীভক্তির অধিকার উৎপন্ন করে, লোভময়ী-শ্রদ্ধা সেইরূপ রাগাত্মিকাভক্তির অধিকার উৎপন্ন করে। ব্রজবাসীগণের নিজ-নিজ রসভেদে রাগাত্মিকা নিষ্ঠা প্রবল। ব্রজবাসীদিগের শ্রীকৃষ্ণে যে ভাব তাহা লক্ষ্য করিয়া যিনি সেই ভাব প্রাপ্তির জন্য লুব্ধ হন তিনিই রাগানুগাভক্তির অধিকারী।

ব্রজনাথ। এস্থলে সেই লোভের লক্ষণ কি ?

বাবাজী। ব্রজবাসীদিগের ভাবাদি মাধুর্য্য শ্রবণ করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিবার জন্য বুদ্ধি যাহা অপেক্ষা করে তাহাই তল্লোভোৎপত্তি লক্ষণ। বৈধভক্ত্যধিকারী কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিয়া বুদ্ধি, শাস্ত্র ও যুক্তিকে অপেক্ষা করে। কিন্তু রাগানুগামার্গে শাস্ত্র ও যুক্তিকে বুদ্ধি অপেক্ষা করে না। কেবল সেই ব্রজবাসীদিগের ভাবের প্রতি যে লোভ তাহাকেই অপেক্ষা করে।

ব্রজনাথ। রাগানুগাভক্তির প্রক্রিয়া কি ?

বাবাজী। সাধক, ব্রজজনের মধ্যে যাঁহার সেবা চেষ্টাতে তাঁহার লোভ হইয়াছে তাঁহাকে সর্ব্বদা স্মরণ করা এবং তাঁহার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাহাদের পরস্পর লীলাকথায় রত হইয়া সশরীরে বা মানসে সর্ব্বদা ব্রজে বাস করেন। সেই ভাব প্রাপ্ত হইবার লোভে ব্রজজনের অনুগত হইয়া সর্ব্বদা দুইপ্রকার সেবা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ বাহ্যে সাধকরূপে সেবা করেন ; অন্তরে সিদ্ধদেহ অভিমানে সেবা করেন।

ব্রজ। বৈধীভক্ত্যঙ্গ সকলের সহিত রাগানুগাভক্তির কি সম্বন্ধ ?

বাবাজী। বৈধীভক্তিতে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি যাহা যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, সে সমস্তই রাগানুগাসাধকের সাধকরূপ ক্রিয়ায় বর্ত্তমান থাকে। অন্তরে ব্রজজনের অনুগত হইয়া যে সময়ে নিত্যসেবার আস্বাদন করিতে থাকেন সেই সময়েই বাহ্য-দেহে বৈধী-ভক্তির অঙ্গ সকল লক্ষিত হয়।

ব্রজনাথ। রাগানুগাভক্তির মাহাত্ম্য কি ?

বাবাজী। বৈধীনিষ্ঠার সহিত বহুকাল সেবা করিলে যে ফল না হয়, রাগানুগাভক্তিতে স্বল্পকালেই সেই ফল উদয় হয়। বৈধমার্গের ভক্তি বিধি-সাপেক্ষ হওয়ায় দুর্ব্বলা। রাগানুগাভক্তির স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি থাকায় স্বভাবতঃ প্রবলা। অতএব ব্রজজনের আনুগত্যাভিমান লক্ষণ ভাব বিশেষের দ্বারায় যে রাগ উদিত হয় তাহা হইতে শ্রবণকীর্ত্তন-স্মরণ-পাদ-সেবন-বন্দনাত্ম-নিবেদনাত্মক প্রক্রিয়া সর্ব্বদাই অবলম্বিত হয়। যাঁহার হৃদয় নির্গুণ তাঁহারই ব্রজজনের আনুগত্যে রুচি জন্মে। অতএব রাগানুগা ভক্তিতে লোভ বা রুচি একমাত্র সদ্ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। রাগাত্মিকাভক্তি যতপ্রকার, রাগানুগাভক্তিও ততপ্রকার।

ব্রজনাথ। রাগাত্মিকাভক্তি কতপ্রকার ?

বাবাজী। রাগাত্মিকাভক্তি দুই প্রকার। কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা।

ব্রজনাথ। কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা ভেদ বলুন ?

বাবাজী। সপ্তম স্কন্ধে লিখিত আছে,—

কামাদ্দ্বেষাদ্ভয়াৎ স্নেহাদ্যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্‌গতিং গতাঃ॥
কামাদ্গোপ্যো ভয়াৎ কংসো দ্বেষাৎ চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাৎ বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাৎ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কাম, দ্বেষ, ভয় ও স্নেহ ক্রমে ঈশ্বরে মনকে ভক্ত্যাবেশ করিয়া তত্তদ্ভাবগত দোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনেকেই ভগবদ্গতি লাভ করিয়াছেন। কামদ্বারা গোপী সকল, ভয় দ্বারা কংস, দ্বেষ দ্বারা শিশু পালাদি নৃপগণ, সম্বন্ধ দ্বারা বৃষ্ণিবংশীয় মহাত্মাগণ, স্নেহ দ্বারা তোমরা পাণ্ডবা'দ এবং আমরা যে ঋষিগণ ভক্তি দ্বারা তদ্‌গতি লাভ করিতেছি। কাম, ভয়, দ্বেষ, সম্বন্ধ, স্নেহ ও ভক্তি এই ছয়টীর মধ্যে আনুকূল্য ভাবের বিপরীত হওয়ায়, ভয় ও দ্বেষ অনুকরণ যোগ্য হয় না। স্নেহ একাংশে সখ্যভাব যুক্ত হওয়ায় বৈধভক্তির অনুবর্ত্তী; অপরাংশে প্রেমভাবযুক্ত হওয়ায় সাধনপক্ষে তাহার উপযোগিতা নাই। অতএব, স্নেহ রাগমার্গীয় সাধনভক্তিতে স্থান পায় না। "ভক্ত্যা বয়ং" এই শব্দে বৈধীভক্তি বুঝিতে হইবে। ভক্তি শব্দে ঋষিদিগের অবলম্বিত কোন স্থলে বৈধভক্তি কোন স্থলে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বুঝিতে হইবে। অনেকে তদ্গতি লাভ করিয়াছেন এই বাক্য দ্বারা কিরণ ও অর্কস্থলীয় ব্রহ্ম ও কৃষ্ণের একতা নিবন্ধন, জ্ঞানী ভক্তগণ ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণশত্রুগণও ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে কেহ কেহ সারূপ্যাভাস প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্ম সুখে মগ্ন থাকে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে মায়া পারে সিদ্ধ লোক বাস করেন। সিদ্ধ লোক দুইপ্রকার। যথার্থ সিদ্ধ লোক ব্রহ্ম সুখে মগ্ন, হরিকর্ত্তৃক বিনষ্ট অসুর সকলও সেই সিদ্ধ লোকে বাস করে। ইহার মধ্যে কেহ কেহ রাগবন্ধ ক্রমে কৃষ্ণ-পাদ-পদ্ম ভজন করিয়া তাঁহার প্রিয়জন-রূপে প্রেমলাভ করেন। কিরণ ও সূর্য্য একই বস্তু। সেইরূপ কৃষ্ণকিরণ ব্রহ্ম ও কৃষ্ণে বস্তু ভেদ নাই। তদ্গতি শব্দে কৃষ্ণগতি। সাযুজ্য প্রাপ্তজ্ঞানী ও অসুরগণ সেই বস্তুর কিরণাংশরূপ ব্রহ্মকে লাভ করে। প্রেম প্রাপ্ত ভক্তগণ সেই বস্তুর মূল-সূর্য্যরূপ কৃষ্ণের পরিচর্য্যা লাভ করেন। ভয়, দ্বেষ, স্নেহ ও ভক্তি এই চারিটীকে পৃথক্ করিয়া দিলে কাম ও সম্বন্ধ অবশিষ্ট থাকে অতএব রাগমার্গে কাম ও সম্বন্ধ এই দুইটী পৃথক্‌রূপে বলবান্। রাগময়ীভক্তি কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা।

ব্রজনাথ। কামরূপা ভক্তির স্বরূপ কি?

বাবাজী। কামশব্দে সম্ভোগতৃষ্ণাকে বুঝায়। কামরূপা রাগাত্মিকা ভক্তি স্বরূপে সম্ভোগতৃষ্ণার স্বরূপ পরিণত হইয়া অহৈতুকী প্রীতি স্বভাবে নীত হয়, অর্থাৎ প্রীতি সম্ভোগ তৃষ্ণাময়ী হয়; কৃষ্ণের সুখ সমৃদ্ধির জন্য সমস্ত চেষ্টার উদয় হয়। নিজসুখচেষ্টা রহিত হয়। তবে যদি নিজসুখচেষ্টা থাকে তাহাও কৃষ্ণসুখ সমৃদ্ধির জন্যই স্বীকৃত হয়। এই অপূর্ব্ব প্রেম ব্রজদেবীগণেই সুপ্রসিদ্ধরূপে বিরাজমান। ব্রজগোপীদের এই প্রেম-বিশেষ কোন একটী আশ্চর্য্য মাধুরী লাভ করিয়া, সেই সেই ক্রীড়াকে উৎপন্ন করে। তৎ-প্রযুক্ত সেই প্রেম-বিশেষ তত্ত্বকে পণ্ডিতগণ কাম বলিয়া বলেন। বস্তুতঃ ব্রজগোপীদিগের কাম অপ্রাকৃত ও দোষগন্ধরহিত। বদ্ধজীবের কাম সদোষ ও তুচ্ছ। এই ব্রজগোপীদিগের কাম দর্শন করিয়া ভগবৎ-প্রিয় উদ্ধবাদি তাহা পাইবার জন্য বাঞ্ছা করেন। ব্রজগোপীদিগের কামের অন্য তুলনা স্থল নাই। সেই কামই নিজ তুলনা স্থল। সেই কামরূপা রাগাত্মিকা-ভক্তি ব্রজব্যতীত অন্য কোন স্থলে নাই। মথুরায় কুব্জার যে কাম দেখা যায়, তাহা কাম প্রায় রতি মাত্র—যে কামের উল্লেখ করা হইল সে কাম নয়।

ব্রজনাথ। সম্বন্ধরূপা রাগময়ী ভক্তি কিরূপ ?

বাবাজী। শ্রীকৃষ্ণের পিতৃত্বাদি অভিমানিতা সম্বন্ধরূপা রাগময়ীভক্তি। আমি কৃষ্ণের পিতা, আমি কৃষ্ণের মাতা, ইত্যাদি অভিমান হইতে সম্বন্ধরূপাভক্তি। বৃষ্ণিবংশে মাতা পিতার এইরূপ ভাব। উপলক্ষণে ব্রজে বল্লভনন্দযশোদাদির ও সম্বন্ধরূপাভক্তি। যাহা হউক কাম ও সম্বন্ধ ভাবে শুদ্ধ প্রেমের স্বরূপ পাওয়া যায়। অতএব তাহা নিত্যসিদ্ধগণের আশ্রয়। রাগানুগা ভক্তি বিচারে তাহার উল্লেখ মাত্র করা গেল। এখন দেখ কামানুগা ও সম্বন্ধানুগা দুই প্রকার সাধন ভক্তি।

ব্রজনাথ। কামানুগা, রাগানুগা সাধন ভক্তি কিরূপ ?

বাবাজী। কামরূপাভক্তির অনুগামিনী যে তৃষ্ণা তাহাই কামানুগা। তাহা দুই প্রকার। সম্ভোগেচ্ছাময়ী ও তত্তদ্ভাবেচ্ছাময়ী।

ব্রজনাথ। সম্ভোগেচ্ছাময়ী কিরূপ ?

বাবাজী। সম্ভোগেচ্ছাময়ী কেলিতাৎপর্য্যবতী। কেলি অর্থে ক্রীড়া। ব্রজদেবীদের সহিত কৃষ্ণের যে অপ্রাকৃত ক্রীড়া তাহাই সম্ভোগ শব্দের তাৎপর্য্য।

ব্রজনাথ। তত্তদ্ভাবেচ্ছাময়ী কিরূপ ?

বাবাজী। ব্রজ যূথেশ্বরীদিগের কৃষ্ণের প্রতি যে ভাবমাধুর্য্য সেইরূপ ভাব মাধুর্য্যের কামনাকে তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা বলা যায়।

ব্রজ। এই দুই প্রকার রাগানুগসাধনভক্তি কিরূপে উদয় হয়?

বাবাজী। শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির মাধুরী দর্শন করিয়া এবং কৃষ্ণের লীলা শ্রবণ করিয়া সেই সেই ভাবের আকাঙ্ক্ষা যাঁহাদের হয় তাঁহারাই কামানুগা ও সম্বন্ধানুগারূপ রাগানুগা ভক্তির সাধনে প্রবৃত্ত হন।

ব্রজনাথ। শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, ব্রজদেবী সকল প্রকৃতি। স্ত্রীলোকদিগেরই কেবল রাগানুগাভক্তিতে অধিকার দেখিতেছি। পুরুষ দিগের কিরূপে এই ভাব হইতে পারে?

বাবাজী। জগতে বর্ত্তমান জীব সকল স্বীয় স্বীয় স্বভাবভেদে পঞ্চবিধরসের আশ্রয়। তন্মধ্যে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিবিধ রসের আশ্রয় ব্রজজনের মধ্যে আছে। পুরুষ ব্যবহারের দাস্য,সখ্য, পিতৃত্বাভিমানী বাৎসল্য এই তিন প্রকার রসে যাঁহাদের চিত্ত ধাবিত, তাঁহারা পুরুষ ভাবে কৃষ্ণ সেবা করেন। যাঁহারা মাতৃত্বভাবাশ্রিত ও শৃঙ্গার-রসে ভাবিত তাঁহারা স্ত্রী ভাবে কৃষ্ণ সেবা করেন। সিদ্ধগণ মধ্যে যেরূপ স্ত্রী পুরুষ স্বভাব পৃথক্, তাঁহাদের অনুগত সাধক-গণের মধ্যেও সেইরূপ।

ব্রজনাথ। যাঁহারা পুরুষাকারে বর্ত্তমান, তাঁহারা কিরূপে ব্রজদেবীর ভাবে সাধন করিবেন?

বাবাজী। অধিকারভেদে যাঁহারা শৃঙ্গার রসের রুচি লাভ করিয়াছেন তাঁহারা স্থূল দেহে পুরুষাকারে বর্ত্তমান হইলেও সিদ্ধদেহে স্ত্রী-আকারবিশিষ্ট। রুচি ও স্বভাব অনুসারে যে ব্রজদেবীর অনুগত হইবার যাঁহারা উপযোগী তাঁহার অনুগত হইয়া তাঁহারা সিদ্ধদেহে কৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। পদ্মপুরাণে পুরুষ-দিগের এরূপ ভাব হইয়াছিল কথিত আছে, যথা,—দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিগণ, শ্রীরামের সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহাকে পতি বলিয়া বরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; তাঁহারাই শ্রীগোকুল লীলায় স্ত্রীত্ব লাভ করিয়া কামরূপ-রাগময়ী ভক্তিতে হরিসেবা করিয়াছিলেন।

ব্রজনাথ। আমরা শুনিয়াছি যে গোকুলবাসিনী স্ত্রীগণনিত্যসিদ্ধা; তাঁহারা কৃষ্ণলীলার পুষ্টির জন্য ব্রজে অবতীর্ণ হন। সেস্থলে গোকুলে সমুদ্ভূতা গোপীদিগের এরূপ বর্ণন পদ্মপুরাণে কেন হইল?

বাবাজী। নিত্যসিদ্ধাগণের শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলায় সহজে গমন হইয়াছিল। যাঁহারা সাধনসিদ্ধা হইলেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে কামরূপাভক্তির সহিত ভজন যোগ্য হইয়া গোকুলে সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহারা, "অবার্য্যমানা পতিভিঃ ইত্যাদি

শ্লোক উল্লিখিত গোপীগণ মানসে কৃষ্ণসেবা করিয়া অপ্রাকৃত স্বরূপলাভ করিলেন। সেই গোপীসকলেই প্রায় দণ্ডকারণ্য-বাসী ঋষিগণ।

ব্রজনাথ। নিত্যসিদ্ধা কাহারা? এবং সাধন সিদ্ধাই বা কাঁহাদিগকে বলা যায়?

বাবাজী। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি শ্রীমতী রাধিকা। তাঁহার প্রথম কায়ব্যূহ অষ্ট সখী এবং অন্যান্য সখীগণ তাঁহার পরপর কায়ব্যূহ স্বরূপ জানিবে। ইহাঁরা নিত্যসিদ্ধ। ইহাঁরা জীবশক্তিগত তত্ত্ব নহেন, স্বরূপশক্তিগত তত্ত্ব বিশেষ। ব্রজের সামান্যা, সখি সকল সাধন ক্রমে সিদ্ধ হইয়া শ্রীমতীর পরিকরের অনুগতা হইয়াছেন। ইহাঁরাই সাধনসিদ্ধজীব। হ্লাদিনীশক্তিবলে ব্রজদেবীদের সহিত সালোক্য লাভ করিয়াছেন। যাঁহারা রাগানুগামার্গে শৃঙ্গাররসে সাধনা করিবেন তাঁহাদের সাধন সিদ্ধ হইলে সেই সখীদিগের শ্রেণী লাভ হইবে। ইহার মধ্যে যাঁহারা রিরংসা অর্থাৎ কৃষ্ণরমণ ইচ্ছাকে সুষ্ঠু করিবার অভিপ্রায়ে কেবল বিধিমার্গে সেবা করেন, তাঁহারা দ্বারকাপুরে মহিষীত্ব লাভ করিবেন। বিধিমার্গে ব্রজদেবীর অনুগত হওয়া যায় না। তবে যাঁহাদের অন্তরে রাগানুগামার্গ, বাহ্যে মাত্র বিধিমার্গ, তাঁহাদের ব্রজসেবা লাভ হইবে।

ব্রজনাথ। রিরংসা অর্থাৎ রমণবাসনাকে কিরূপে সুষ্ঠু করা যায়?

বাবাজী। কৃষ্ণের প্রতি মহিষীবৎ ভাব যাঁহাদের ভাল লাগে; তাঁহারা ধৃষ্টতা পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণসেবাকে গৃহিণীবৎ সেবার ন্যায় সুষ্ঠু করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু তাঁহারা ব্রজদেবীর ভাবেচ্ছা গ্রহণ করেন না।

ব্রজনাথ। আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে আজ্ঞা করুন।"

বাবাজী। স্বকীয়পতি জ্ঞানে কৃষ্ণসেবা সাধনকে মহিষীভাব বলে। সাধন-কালে যাহাদের সেই ভাব তাঁহারা ব্রজদেবীর পারকীয় অপার রসকে অনুভব করিতে পারেন না এবং তাহাদের অনুগমন করিতে অক্ষম। অতএব পারকীয় ভাবে রাগানুগা ভক্তির সাধন করাই ব্রজরস পাইবার হেতু।

ব্রজনাথ। এ পর্য্যন্ত আপনার কৃপায় কিছু বুঝিতে পারিলাম। এখন একটী বিষয় অনুগ্রহ করিয়া বলুন। কাম ও প্রেমে ভেদ কি? যদি ভেদ না থাকে তবে প্রেমরূপা বলিলেই কি হইত না? কাম শব্দটী শুনিতে কর্ণে কষ্টকর বোধ হয়।

বাবাজী। কাম ও প্রেমের কিছু ভেদ আছে। কেবল প্রেম বলিলে সম্বন্ধরূপা রাগময়ীভক্তির সহিত ঐক্য হইয়া যায়। সম্বন্ধরূপাতে কাম নাই,

অর্থাৎ সম্ভোগেচ্ছা নাই। সম্বন্ধরূপা ভক্তি কেলিতাৎপর্য্যবতী নহে, অথচ তাহা প্রেম। প্রেমসামান্যে সম্ভোগেচ্ছা রূপ আর একটী প্রবৃত্তি সুন্দররূপে মিশ্রিত হইলে কামরূপা ভক্তি হয়। অন্যান্য রসে কামরূপা ভক্তি নাই। কেবল শৃঙ্গাররসে আছে। আবার ব্রজদেবী ব্যতীত কাহারও কামরূপা ভক্তি নাই। জগতে ইন্দ্রিয়প্রীতিরূপ যে কাম আছে, সে কাম একাম হইতে পৃথক্। সে কাম এই নির্দ্দোষ কামের বিকৃতি। কৃষ্ণ প্রতি নিযুক্ত হইয়াও কুব্জার ভাব সাক্ষাৎ কাম বলিয়া আখ্যা লাভ করে না। ইন্দ্রিয় তর্পণাঙ্গের কাম যেরূপ অকিঞ্চিৎকর ও অপকৃষ্ট, প্রেমাঙ্গের কাম সেইরূপ আনন্দপূর্ণ ও উৎকৃষ্ট। প্রাকৃত কাম অপকৃষ্ট বলিয়া অপ্রাকৃত কাম শব্দ ব্যবহারে কেন বিরত হইবে?

ব্রজনাথ। এখন সম্বন্ধরূপা রাগানুগা ভক্তির ব্যাখ্যা করুন।

বাবাজী। আপনাতে কৃষ্ণের পিতৃত্বাদি সম্বন্ধ মনন ও আরোপ করার নাম সম্বন্ধানুগাভক্তি। ইহাতে দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য এই তিনটী রসের ক্রিয়া আছে। আমি দাস, কৃষ্ণ প্রভু; আমি কৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী, আমি কৃষ্ণের সখা, আমি কৃষ্ণের পিতা বা মাতা; এই সকল সম্বন্ধ। সম্বন্ধানুগাভক্তি ব্রজবাসী-জনের মধ্যেই সুনির্ম্মল।

ব্রজনাথ। দাস্য, সখ্য বাৎসল্যে কিরূপে রাগানুগা ভক্তির অনুশীলন হয়?

বাবাজী। যিনি দাস্যরসে রুচিবিশিষ্ট তিনি রক্তক, পত্রক প্রভৃতি নিত্য সিদ্ধ দাসদিগের অনুগত হইয়া তাঁহাদের ভাবমাধুর্য্যের অনুকরণপূর্ব্বক কৃষ্ণসেবা করিবেন। যিনি সখ্যরসে রুচিবিশিষ্ট, তিনি সুবল প্রভৃতি কোন কৃষ্ণসখার ভাব চেষ্টিত মুদ্রার দ্বারা কৃষ্ণ সেবা করিবেন। যিনি বাৎসল্যরসে রুচিবিশিষ্ট তিনি নন্দ-যশোদার ভাবচেষ্টিত মুদ্রা অবলম্বনপূর্ব্বক সেবা করিবেন।

ব্রজনাথ। ভাবচেষ্টিত-মুদ্রা কিরূপ?

বাবাজী। কৃষ্ণের প্রতি যাহার যে সিদ্ধ ভাব তদনুসারে বিশেষ বিশেষ চেষ্টা উদয় হয়। সেই চেষ্টা সকলের সঙ্গে সঙ্গে যে বাহ্য ক্রিয়া লক্ষিত হয়, তাহার নাম মুদ্রা। উদাহরণের স্থল এই যে, নন্দমহারাজ যেরূপ ভাবাবিষ্ট, সেই ভাব হইতে তাঁহার কৃষ্ণের প্রতি যে সকল চেষ্টা উদয় হয়, তাহার অনুকরণ করিবে। আমি নন্দ, আমি সুবল, আমি রক্তক এরূপ ভাব গ্রহণ করিবে না। সেই সেই মহাজনের অনুগত হইয়া তাঁহার ভাবের অনুকরণ করিবে। নতুবা অপরাধ হইবে।

ব্রজ। আমাদের কি প্রকার রাগানুগাভক্তির অধিকার আছে?

বাবাজী। বাবা, নিজের স্বভাব বিচার করিয়া দেখ। যে স্বভাব হইতে যে রুচি উদয় হয়, তদনুসারে রসকে স্বীকার কর সেই রসাবলম্বন পূর্ব্বক তাহার নিত্যসিদ্ধাধিকারীর অনুগমন কর ইহাতে কেবল নিজের রুচির পরীক্ষা করা আবশ্যক। যদি রাগমার্গে রুচি হইয়া থাকে, তবে সেই রুচি অনুসারে কার্য্য কর। যে পর্য্যন্ত রাগমার্গে রুচি হয় নাই, কেবল বিধিমার্গে নিষ্ঠা কর।

বিজয় কুমার। প্রভো, আমি বহুদিন হইতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করি এবং যেখানে সেখানে কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করি। যখন যখন কৃষ্ণলীলা অনুশীলন করি, তখন তখনই আমার হৃদয়ে এরূপ একটী ভাব উদয় হয় যে আমি শ্রীমতী ললিতা দেবীর ন্যায় যুগল সেবা করি।

বাবাজী। তোমার আর বলিতে হইবে না, তুমি শ্রীললিতাদেবীর অনুগতা মঞ্জরী-বিশেষ। তোমার কি সেবা ভাল লাগে?

বিজয়। আমার মনে এরূপ হয় যে, শ্রীললিতাদেবী আমাকে পুষ্পমালা গুম্ফন করিতে আজ্ঞা দেন। আমি সুন্দর পুষ্প চয়ন করিয়া মালা গুম্ফন করতঃ তাঁহার শ্রীহস্তে দিব। তিনি আমার প্রতি কৃপা হাস্য করিয়া রাধাকৃষ্ণের গলদেশে অর্পণ করিবেন।

বাবাজী। তোমার সেই সেবাসাধন সিদ্ধ হউক্ আমি আশীর্ব্বাদ করি।

বিজয় কুমার অমনি শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে পড়িয়া অজস্র রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া বাবাজীমহাশয় তাঁহাকে কহিলেন, বাবা তুমি নিরন্তর এই ভাবে রাগানুগা ভক্তির সাধন কর। বাহ্যে নিরন্তর বৈধী ভক্তির সাধন অঙ্গ সকল শোভা পাইতে থাকুক। বিজয় কুমারের সম্পত্তি দেখিয়া ব্রজনাথ গুরুদেবের চরণে নিবেদন করিলেন, "প্রভো, আমি যখন যখন কৃষ্ণলীলা অনুশীলন করি, তখন তখনই সুবলের অনুগত হইয়া থাকিতে বাসনা জন্মায়।"

বাবাজী। তোমার কি কার্য্যে রুচি হয়?

ব্রজনাথ সুবলের সঙ্গে সঙ্গে সুদূরগত গাভীবৎসকে ফিরাইয়া আনিতে আমার বড় ভাল লাগে। কৃষ্ণ একস্থলে বসিয়া বাঁশী বাজাইবেন, আমি সুবলের অনুগ্রহে গোবৎসগণকে জল পান করাইয়া ভাই কৃষ্ণের নিকট আনিয়া দিব এইরূপ আমার সাধ হয়।

বাবাজী। আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সুবলের অনুগত হইয়া কৃষ্ণ সেবা করিতে থাক। তুমি সখ্যরসের অধিকারী।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেইদিন হইতে বিজয় কুমারের চিত্তে শ্রীমতী ললিতার দাসী ভাব আসিয়া উপস্থিত হইল, তিনি বৃদ্ধ বাবাজীকে শ্রীললিতারূপে দর্শন করিতে লাগিলেন। বিজয় কুমার বলিলেন, "প্রভো, এ সম্বন্ধে আপনকার কৃপায় আর কি বাকি রহিল?" বাবাজী মহাশয় কহিলেন, "বাকি আর কিছুই নাই, কেবল তোমার সিদ্ধ শরীরের নাম, রূপ, পরিচ্ছদ ইত্যাদি তোমার জানা আবশ্যক। তুমি একক আমার নিকট আসিলে আমি তাহা বলিয়া দিব। "যে আজ্ঞা" বলিয়া বিজয়-কুমার সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন।

ব্রজনাথ সেইদিন হইতে বৃদ্ধবাবাজীর স্বরূপে সুবলকে দেখিতে লাগিলেন। বাবাজী আজ্ঞা করিলেন যে "তুমি কোন সময়ে একক আসিলে আমি তোমার সিদ্ধশরীরের নাম, রূপ, পরিচ্ছদাদি বলিয়া দিব।" ব্রজনাথ "যে আজ্ঞা" বলিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।

ব্রজনাথ ও বিজয় সেই দিন আপন আপনকে কৃত কৃতার্থ জানিয়া পরমানন্দে রাগানুগা মার্গের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। বাহ্যে পূর্ব্ববৎ সমস্তই রহিল। পুরুষের ন্যায় সমস্ত ব্যবহারই রহিল, কিন্তু বিজয় কুমার অন্তরে স্ত্রী স্বভাব হইয়া পড়িলেন;—ব্রজনাথ গোপবালকের স্বভাব লাভ করিলেন।

অনেক রাত্র হইল হরিনামের মালায় "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে। হরেরাম হরেরাম রামরাম হরে হরে॥" এই গুরুদত্ত নামরূপ মহামন্ত্র জপ করিতে করিতে বিল্ব পুষ্করণীর অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। প্রায় অর্দ্ধরাত্র, চন্দ্রোদয় হইয়াছে, কালোচিত ঋতু সর্ব্বদিকে সুখ বিস্তার করিতেছে। লক্ষ্মণটীলার নিকটবর্ত্তী হইয়া দুই জনে নিভৃতে আমলকি বৃক্ষের তলে বসিলেন। বিজয় কুমার ব্রজনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে ব্রজনাথ আমাদের যাহা মানস ছিল তাহা সম্পূর্ণ হইল। বৈষ্ণব কৃপা ক্রমে অবশ্যই কৃষ্ণ কৃপা হইবে। এখন ভবিষ্যতে যাহা যাহা করিতে হইবে তাহা বিচার করিয়া লওয়া যাউক। ব্রজনাথ তুমি সরল চিত্তে আমাকে বল, তুমি কি করিতে চাও। বিবাহ করিবে, কি পরিব্রাজক হইবে? আমি তোমাকে কোন বিষয়ের অনুরোধ করি না। তোমার মাতাঠাকুরাণীকে বুঝাইবার জন্য তোমার মনের কথা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি।

ব্রজনাথ। মামা, আপনি আমার ভক্তির পাত্র তাহাতে পণ্ডিত ও বৈষ্ণব। পিতার অভাবে আপনিই কর্ত্তা, আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমি সেই পথ লইতে প্রস্তুত। পাছে আসক্ত হইয়া পরমার্থ ভুলিয়া যাই, এই জন্য বিবাহ করিতে চাই না, আপনার মত কি?

বিজয়। আমি তোমাকে কোন বিষয়ে বাধ্য করিব না। তুমি নিজে একটী সিদ্ধান্ত করিয়া বল।

ব্রজনাথ। আমার বিবেচনায় শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা লইয়া কার্য্য করা ভাল।

বিজয়। ভাল আগামী কল্য প্রভুপাদের নিকট হইতে এ বিষয়ের আজ্ঞা লইব।

ব্রজনাথ। মাতুল মহাশয়, আপনার ভাব কি? আপনি কি গৃহস্থ থাকিবেন না পরিব্রাজক হইবেন?

বিজয়। বাবা, তোমারই ন্যায় আমিও অস্থির সিদ্ধান্ত। একবার মনে করিতেছি এই যাত্রায় পরিব্রাজক হইয়া গৃহস্থ ধর্ম্মের অগ্নি নির্ব্বাণ করি। আবার ভাবিতেছি তাহা করিলে পাছে হৃদয় শুষ্ক হইয়া ভক্তিরস হইতে বঞ্চিত হয়। আমারও ইচ্ছা যে শ্রীপ্রভুপাদের আজ্ঞা লইয়া এ বিষয়ে কার্য্য করি।

রাত্র অনেক হইল এখন ঘরে যাওয়া উচিত, ইহা স্থির করিয়া মাতুল ও ভাগিনেয় উভয়ে হরিগুণ গান করিতে করিতে বাটীতে পৌঁছিলেন। প্রসাদান্ন সেবন পূর্ব্বক শয্যাগত হইলেন।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

নিত্যধর্ম্ম ও সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন।

প্রমেয়ান্তর্গত প্রয়োজনবিচারারম্ভ।

আজ হরিবাসর। শ্রীবাসঅঙ্গনের বকুল চবুতরার উপর বসিয়া বৈষ্ণবগণ কীর্ত্তন করিতেছেন। হা গৌরাঙ্গ! হা নিত্যানন্দ বলিয়া কেহ কেহ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। আমাদের বৃদ্ধবাবাজী মহাশয় কি জানি কি ভাবে ভগ্ন হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ পরে হা ধিক্ এই বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। আহা! কোথা রূপ, কোথা সনাতন, কোথা দাসগোস্বামী, কোথা আমার প্রাণের সোদর কৃষ্ণদাস কবিরাজ! তাঁহাদের বিচ্ছেদে আজ আমি একক। আমার কিছু ভাল লাগিতেছে না। শ্রীরাধাকুণ্ড ধ্যান আমার কষ্টকর বোধ হইতেছে। প্রাণ যায়। রূপ-রঘুনাথ আমাকে দর্শন দিয়া প্রাণ রাখুন। তোমাদের বিচ্ছেদে আমার জীবন রহিল, আমার জীবনে ধিক্। এইরূপ বলিতে

বলিতে অঙ্গনের বালুকায় লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। সকল বৈষ্ণবগণ বলিলেন, বাবাজী স্থির হউন। রূপ রঘুনাথ তোমার হৃদয়ে, চৈতন্য নিত্যানন্দ তোমার সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন। কই কই, বলিয়া বাবাজী লম্ফ দিয়া দাঁড়াইলেন। সম্মুখে শ্রীপঞ্চতত্ত্বের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, সকল শোক দূর হইল। বলিলেন, ধন্য মায়াপুর! ব্রজের শোক কেবল মায়াপুরেই দূর হয়! এইবলিয়া বহুক্ষণ নৃত্য করিতে করিতে নিজ কুটীরে গিয়া বসিলেন। এমন সময়ে বিজয়কুমার ও ব্রজনাথ আসিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া বাবাজীর চিত্ত উৎফুল্ল হইল। বলিলেন, তোমাদের ভজন কিরূপ হইতেছে। করযোড়ে বিনয় পূর্ব্বক শিষ্যদ্বয় বলিলেন, প্রভো, আপনার কৃপাই আমাদের সর্ব্বস্ব। আমরা কত পুঞ্জ পুঞ্জ সুকৃত করিয়াছি, যে আপনার অভয়চরণকমল অনায়াসে লাভ হইয়াছে। অদ্য শ্রীহরি-বাসর, আপনকার, আজ্ঞাক্রমে আমরা নিরম্বু উপবাস করিয়া আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসিয়াছি। বাবাজী বলিলেন, তোমরা ধন্য, অতি শীঘ্রই ভাবাবস্থা লাভ করিবে। বিজয় কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন প্রভো, ভাবাবস্থা কি? আমাদের যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তদতিরিক্ত ভাব বলিয়া কি আছে?

বাবাজী। এ পর্য্যন্ত আমি যে সকল বিষয় শিক্ষা দিয়াছি সে সমস্তই সাধন। সেই সাধন করিতে করিতে সিদ্ধাবস্থা উপস্থিত হয়। সেই সিদ্ধাবস্থার প্রাগ্‌ভাবই ভাব। শ্রীদশমূলে সিদ্ধাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে যথা—

স্বরূপাবস্থানে মধুররসভাবোদয় ইহ, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ স্বজনজনভাবং হৃদি বহন্।
পরানন্দে প্রীতিং জগদতুলসম্পৎসুখমহো, বিলাসাখ্যে তত্ত্বে পরমপরিচর্য্যাং স লভতে॥

সাধনভক্তির পরিপাকাবস্থায় জীব যখন স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত হন, তখন হ্লাদিনীশক্তিবলে মধুররসে ভাবোদয় হয়। ব্রজে রাধাকৃষ্ণের স্বজনগণের অনুগত ভাব হৃদয়ে উদিত হয়। ক্রমশঃ পরানন্দতত্ত্বে জগতের মধ্যে অতুল সম্পৎ-সুখ ও বিলাসাখ্যতত্ত্বে পরমপরিচর্য্যা লাভ হয়। ইহাপেক্ষা জীবের আর লাভ নাই।

এই শ্লোকে প্রয়োজন রূপ প্রেমাবস্থারই বর্ণন। প্রেমাবস্থার প্রথমাবস্থাই ভাব। যথা দশমূল শেষ শ্লোকে,—

প্রভুঃ কঃ কো জীবঃ কথমিদমচিদ্বিশ্বমিতি বা
বিচার্য্যৈতানর্থান্ হরিভজনকৃচ্ছাস্ত্রচতুরঃ।
অভেদাশাং ধর্ম্মান্ সকলমপরাধং পরিহরন্
হরের্নামানন্দং পিবতি হরিদাসো হরিজনৈঃ॥

কৃষ্ণ কে? আমি জীবই বা কে? এই চিদচিদ্বিশ্বই বা কি? এই সকল বিষয় বিচারপূর্ব্বক হরিভজনশীল শাস্ত্রচতুর ব্যক্তি অভেদাশা, সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম ও সকলপ্রকার অপরাধ পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুসঙ্গে হরিদাসস্বরূপে হরিনামানন্দ পান করিতে থাকেন।

এই দশমূল অপূর্ব্ব সংগ্রহ! শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখবাক্য হইতে জীব যাহা লাভ করিয়াছেন, তাহা ইহাতেই আছেন।

বিজয়। দশমূলের সংক্ষেপমাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়?

বাবাজী। তবে শুন,—

সংসেব্য দশমূলং বৈ হিত্বাঽবিদ্যাময়ং জনঃ।
ভাবপুষ্টিং তথা তুষ্টিং লভতে সাধুসঙ্গতঃ॥

এই দশমূল সেবন করতঃ জীব অবিদ্যারূপ আময় ধ্বংস পূর্ব্বক সাধুসঙ্গদ্বারা ভাবপুষ্টি ও তুষ্টি লাভ করেন।

বিজয়। প্রভো, এই অপূর্ব্ব দশমূল আমাদের সকলের কণ্ঠহার হউক। প্রতিদিন আমরা এই দশমূল পাঠ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিব এখন কৃপা করিয়া ভাবতত্ত্বটী বিশদরূপে বলুন।

বাবাজী। প্রেমরূপ সূর্য্যের অংশুতুল্য শুদ্ধসত্ত্ববিশেষ স্বরূপতত্ত্বই ভাব। শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষ-স্বরূপই ভাবের স্বরূপলক্ষণ। ভাবের অপর নাম রতি। তাহাকে কেহ কেহ প্রেমাঙ্কুর বলেন। সর্ব্বপ্রকাশিকা স্বরূপ-শক্তির সম্বিদাখ্যাবৃত্তিকে শুদ্ধসত্ত্ব বলা যায়। তাহা মায়া-বৃত্তি নয়। সেই সম্বিদাখ্যাবৃত্তির সহিত হ্লাদিনীবৃত্তি সমবেত হইলে তাহার সারাংশই ভাব। সম্বিদ্-বৃত্তি দ্বারা বস্তু জ্ঞান হয়। হ্লাদিনী-বৃত্তিদ্বারা বস্তু আস্বাদিত হয়। কৃষ্ণরূপ পরম বস্তু স্বরূপ শক্তির সর্ব্বপ্রকাশিকাবৃত্তি হইতে জানা যায়। জীবশক্তির ক্ষুদ্র সম্বিদ্বৃত্তি হইতে জানা যায় না। ভগবানের কৃপা বা ভক্তকৃপা দ্বারা যখন জীবহৃদয়ে স্বরূপশক্তির, আবির্ভাব হয় তখনই স্বরূপ শক্তির সম্বিদ্বৃত্তি জীব-হৃদয়ে কার্য্য করেন। তাহা হইলে চিজ্জগতের জ্ঞান প্রকাশ হয়। চিজ্জগতের স্বরূপই শুদ্ধসত্ত্ব। মায়িক জগতের স্বরূপ সত্ত্ব-রজ-তমগুণমিশ্র স্থূলতত্ত্ব। সেই চিজ্জগৎ জ্ঞানে হ্লাদিনীর সার সমবেত হইলে চিজ্জগতের আস্বাদ উদয় হয়। সেই আস্বাদ পূর্ণরূপে হইলে তাহাকে প্রেম বলি। সেই প্রেমকে সূর্য্য বলিলে তাহার কিরণকে ভাব বলা যায়। ভাবের স্বরূপপরিচয় এই। ভাবের বৈশিষ্ট্য এই যে জীব-চিত্তকে রুচিদ্বারা মসৃণ করিয়া থাকে। রুচি শব্দে প্রাপ্ত্যভিলাষ, আনুকূল্যাভিলাষ ও সৌহার্দা-

ভিলাষ। ভাবকে প্রেমের প্রথমচ্ছবি বলা যায়। মসৃণ শব্দে চিত্তের আর্দ্রতা বুঝিতে হইবে। তন্ত্রে বলিয়াছেন, প্রেমের প্রথমাবস্থাকে ভাব বলি। ভাব উদয়ে পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকার সকল স্বল্পমাত্রায় প্রকাশ পায়। নিত্য সিদ্ধদিগের এই ভাব স্বতঃসিদ্ধ। বদ্ধ জীবে ইহা মনোবৃত্তিতে আবির্ভূত হইয়া মনোবৃত্তির স্বরূপতা লাভ করে। অতএব স্বয়ং প্রকাশরূপা হইয়াও প্রকাশ্যের ন্যায় ভাসমানা। ভাবের স্বাভাবিকক্রিয়া কৃষ্ণ-স্বরূপ ও কৃষ্ণের লীলা-স্বরূপকে প্রকাশ করা। মনোবৃত্তি রূপে প্রকাশ হইয়াও তাহা অজ্ঞান কর্ত্তৃক প্রকাশ্যভাব ধারণ করিয়াছে। রতি বস্তুতঃ স্বয়ং আস্বাদ স্বরূপা, তাহা হইয়াও বদ্ধ জীবের পক্ষে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণলীলা আস্বাদের হেতুরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে।

ব্রজনাথ। ভাবের কি প্রকার-ভেদ আছে?

বাবাজী। হাঁ। ভাবের জন্মমূল ভেদে ভাব দুইপ্রকার অর্থাৎ সাধনাভিনিবেশজভাব এবং কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের প্রসাদজ ভাব। সাধনাভিনিবেশজ ভাবই প্রায় লক্ষিত হয়। প্রসাদজভাব বিরলোদয়।

ব্রজনাথ। সাধনাভিনিবেশজভাব কিরূপ?

বাবাজী। বৈধী ও রাগানুগা-মার্গ ভেদে সাধনাভিনিবেশজ ভাব দুইপ্রকার। সাধনাভিনিবেশজভাব প্রথমে রুচিকে উৎপন্ন করিয়া, পরে হরিতে আসক্তি উৎপন্ন করে, অবশেষে রতিকে উৎপন্ন করে। পুরাণে ও নাট্যশাস্ত্রে রতি ও ভাবকে এক পদার্থ বলিয়া নির্ণীত হওয়ায় আমিও তদুভয়কে ঐক্য করিয়া বলিতেছি। বৈধীভক্তি সাধনাভিনিবেশজ অবস্থায়, শ্রদ্ধা প্রথমে নিষ্ঠাকে এবং নিষ্ঠা রুচিকে উৎপন্ন করে। কিন্তু রাগানুগাভক্তি সাধনজভাবে একেবারেই রুচিকে উৎপন্ন করে।

ব্রজনাথ। শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্ভক্তপ্রসাদজভাব কিরূপ?

বাবাজী। বৈধী বা রাগানুগাভক্তিসাধন বিনা যে ভাব সহসা উদয় হয়, তাহাই কৃষ্ণ বা তদ্ভক্তপ্রসাদজ।

ব্রজনাথ। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদজভাব কি প্রকার?

বাবাজী। বাচিক, আলোকদান ও হার্দ এই তিন প্রকার কৃষ্ণপ্রসাদ। কৃষ্ণ কোন ব্যক্তিকে কৃপা করিয়া বলিলেন, হে দ্বিজেন্দ্র, সর্ব্বমঙ্গলচূড়ামণি পূর্ণানন্দময়ী অব্যভিচারিণী মদ্ভক্তি তোমাতে উদিত হউক। বলিবামাত্র সেই ব্রাহ্মণের ভাব উদয় হইল। জাঙ্গলবাসীগণ কৃষ্ণকে পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই। দর্শন করিবামাত্র, তাহাদের হৃদয়ে কৃষ্ণকৃপাবলে ভাব উদয় হইল। ইহার নাম আলোকদানজ ভাব। অন্তঃকরণে যে প্রসাদ উদিত হয়, তাহা শুকাদির চরিত্রে দ্রষ্টব্য।

তাহাকে হার্দভাব বলে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারে এই তিন প্রকার প্রসাদজভাব অনেকত্র উদয় হইয়াছে। প্রভুকে দর্শন করিবামাত্র অসংখ্য মানবের ভাবোদয় হইয়াছিল। জগাই মাধাই প্রভৃতিকে বাচিক প্রসাদজ ভাব দেওয়া হইয়াছিল। শ্রীজীবাদিকে আন্তরপ্রসাদজভাব দেওয়া হইয়াছে।

ব্রজনাথ। তদ্ভক্তপ্রসাদজ ভাব কিরূপ?

বাবাজী। শ্রীনারদগোস্বামীর প্রসাদে ধ্রুব ও প্রহ্লাদে শুভবাসনা উদিত হয়। রূপসনাতনাদি পার্ষদগণের কৃপায় অসংখ্যলোকের ভক্তিবাসনা উদিত হইয়াছে।

বিজয়। ভাবোদয় হওয়ার পরিচয় কি?

বাবাজী। ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব, বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, সর্ব্বদা নামগানে রুচি, কৃষ্ণগুণাখ্যানে আসক্তি, কৃষ্ণবসতিস্থলে প্রীতি ইত্যাদি অনুভাব দ্বারা ভাবজন্ম লক্ষিত হয়।

বিজয়। ক্ষান্তি কাহাকে বলে?

বাবাজী। ক্ষোভ, জন্মিবার কারণ হইয়াছে, তথাপি অক্ষুভিত থাকার নাম ক্ষান্তি। ক্ষান্তিকে ক্ষমা বলা যায়।

বিজয়। অব্যর্থকালত্বের কি লক্ষণ?

বাবাজী। বৃথা কাল না যায় এইজন্য সর্ব্বদা হরিভজনে রত থাকার নাম অব্যর্থকালত্ব।

বিজয়। বিরক্তি কি?

বাবাজী। ইন্দ্রিয়ার্থ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকলের প্রতি স্বয়ং যে অরোচকতা জন্মে তাহার নাম বিরক্তি।

বিজয়। যিনি ভেক গ্রহণ করিয়াছেন তিনি আপনাকে বিরক্ত বলিয়া কি পরিচয় দিতে পারেন?

বাবাজী। ভেক একটা লৌকিক ব্যাপার মাত্র। ভাব হৃদয়ে উদিত হইলে চিজ্জগতের রোচকতা প্রবল হয়। জড় জগতের রোচকতা সুতরাং খর্ব্ব হইতে হইতে শূন্যপ্রায় হয়। ইহারই নাম বিরক্তি। বিরক্তি লাভ করিয়া যিনি অভাব সঙ্কোচের উদ্দেশে ভেক অবলম্বন করেন, তাঁহাকে বিরক্ত বৈষ্ণব বলা যায়। যিনি ভাবোদয়ের পূর্ব্বেই ভেকগ্রহণ করেন, তাঁহার ভেক অবৈধ। অর্থাৎ তাহা ভেকই নয়। ছোট হরিদাসের দণ্ড সময়ে প্রভু এই কথা জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন।

বিজয়। মানশূন্যতা কাহাকে বলে?

বাবাজী। জাতি, বর্ণ, আশ্রম, ধন, বল, সৌন্দর্য্য, উচ্চপদ প্রভৃতি হইতে মানের উদয় হয়। সেই সমস্ত সত্ত্বেও যিনি তত্তদভিমানকে পরিত্যাগ করিতে পারেন তিনি মান-শূন্য। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, কোন প্রধান রাজার কৃষ্ণভক্তি জন্মিলে, তিনি রাজ্য সম্পদের অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক শত্রু কর্ত্তৃক অধিকৃত নগরের মধ্যে মাধুকরী বৃত্তিদ্বারা জীবন-নির্ব্বাহ করিতেন। ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলকেই সর্ব্বদা বন্দনা করিতেন।

বিজয়। আশাবন্ধ কাহাকে বলা যায়?

বাবাজী। কৃষ্ণ আমাকে অবশ্য কৃপা করিবেন; এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত ভজনে মনোনিবেশ করার নাম আশাবন্ধ।

বিজয়। সমুৎকণ্ঠা কাহাকে বলে?

বাবাজী। স্বীয় অভীষ্টলাভের জন্য, গুরুতরলোভকে সমুৎকণ্ঠা বলে।

বিজয়। নাম গানে সদা রুচি কাহাকে বলে?

বাবাজী। ভজনের যত প্রকার আছে সব প্রকারের মধ্যে নামই শ্রেষ্ঠ, এই-রূপ বিশ্বাসের সহিত নিরন্তর হরিনাম উচ্চারণ করাকে নামগানে সদা রুচি বলা যায়। এই নামরুচিই সর্ব্বার্থসাধিকা। নামতত্ত্ব পৃথকরূপে কোন সময়ে বুঝিয়া লইবে।

বিজয়। তদ্‌গুণাখ্যানে আসক্তি কিরূপ?

বাবাজী। শ্রীকর্ণামৃতে লিখিত আছে;—

মাধুর্য্যাদপি মধুরং মন্মথতাতস্য কিমপি কৈশোরং।
চাপল্যাদপি চাপলং চেতো বত হরতি হন্ত কিং কুর্ম্মঃ॥

কৃষ্ণগুণাখ্যান যতই শুনা যায় বা করা যায়, তথাপি আশা মিটে না আরও আসক্তি বৃদ্ধি হয়।

বিজয়। তদ্বসতি স্থলে প্রীতি কি প্রকার?

বাবাজী। কোন ভক্ত যে সময়ে এই শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণ করেন, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, হে ধামবাসীগণ প্রভুর জন্ম কোথায় হইয়াছিল? প্রভুর কীর্ত্তন কোন্ পথ দিয়া গিয়াছিল? বল, প্রভু কোথায় গোপদিগের সহিত পূর্ব্বাহ্ন-লীলা করিয়াছিলেন। ধামবাসী বলেন, এই শ্রীমায়াপুরের অমরতুলসী কানন-বেষ্টিত উচ্চভূমিতে প্রভুর জন্ম হইয়াছিল। ঐ দেখ গঙ্গানগর, সিমুলিয়া, গাদি-গাছা, মাজিদা প্রভৃতি গ্রাম দিয়া প্রথম সংকীর্ত্তন গিয়াছিল। গৌড়বাসীর মুখে এইরূপ পীযুষধার কর্ণকুহরে পান করিতে করিতে, অশ্রু পুলকের সহিত ভক্ত পরিক্রমা করিতে থাকেন। ইহাকে তদ্বসতি স্থলে প্রীতি বলে।

ব্রজনাথ। এই প্রকার ভাব যেখানে দেখিব, সেই স্থানে কি কৃষ্ণরতি উদিত হইয়াছে বলিয়া নিশ্চয় করিব ?

বাবাজী। তাহা নয়। সরলভাবে চিত্তের শ্রীকৃষ্ণ প্রতি যে ভাব উদয় হয়, তাহাই রতি। এরূপ ভাব অন্যত্র লক্ষিত হইতে পারে, তাহা রতি নহে।

ব্রজ। দুই একটী উদাহরণ দ্বারা কৃপা করিয়া বুঝাইয়া দেন।

বাবাজী। কোন মুক্তিপিপাসু হরিনামাভাস করিতে করিতে সেই নামের মুক্তিদাতৃত্বশক্তি ও তাহার উদাহরণ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রন্দন করতঃ অচেতনপ্রায় পড়িয়া গেলেন, তাঁহার ঐ ভাবকে কৃষ্ণরতি বলিবে না, যেহেতু তাঁহার কৃষ্ণের প্রতি সরলভাব নয়। নিজের ক্ষুদ্র অভীষ্টপ্রাপ্তি লোভে সেই ভাবাভাস দেখাইয়া থাকেন। কোন ভোগবাঞ্ছাকারী ব্যক্তি দেবীপূজা করিয়া "বরং দেহি, ধনং দেহি" ইত্যাদি প্রার্থনা করেন, দেবীর অভীষ্টদানের শক্তি মনে করিয়া ক্রন্দন করতঃ গড়াগড়ি দিয়া থাকেন তাহাকেও ভাব বলিবে না। স্থল বিশেষে ভাবাভাস বা ভাবদৌরাত্ম্য বলিবে। শুদ্ধ কৃষ্ণভজন ব্যতীত এভাব উদয় হয় না। কৃষ্ণ সম্বন্ধেও ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা জনিত যে ভাবাভাস উদয় হয়, তাহাও দৌরাত্ম্যবিশেষ। মায়াবাদদূষিত চিত্তে যে প্রকার ভাবই হউক না কেন, সমস্তই ভাবদৌরাত্ম্য। কৃষ্ণ সম্মুখে সপ্তপ্রহর অচেতন থাকিলেও তাহাকে ভাব বলিবে না। হায়! অখিলতৃষ্ণাবিমুক্ত ও নিত্যমুক্তগণ ও যাহার অনুসন্ধান করিয়া থাকেন এবং যাহা অতিগোপ্য বলিয়া অনেক ভজনেও কৃষ্ণ শীঘ্র দান করেন না, সেই ভাগবতীরতি কি শুদ্ধভক্তিশূন্য ভুক্তি-মুক্তি-কাম-পিষ্টহৃদয়ে উদয় হইতে পারে।

ব্রজনাথ। প্রভো, অনেক স্থানে দেখা যায় যে ভুক্তিমুক্তি পিপাসুগণ হরিনামসংকীর্ত্তনে পূর্ব্বকথিত ভাবচিহ্ন সকল প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহার নাম কি ?

বাবাজী। সে সকল লোকের ভাব চিহ্ন দেখিয়া কেবল মূঢ়লোকেই চমৎকৃত হয়! কিন্তু যাহারা ভাবতত্ত্ব জানেন, তাঁহারা তাহাকে রত্যাভাস বলিয়া দূরে পরিত্যাগ করেন।

বিজয়। এই রত্যাভাস কত প্রকার ?

বাবাজী। দুই প্রকার; প্রতিবিম্ব রত্যাভাস ও ছায়া রত্যাভাস।

বিজয়। প্রতিবিম্ব রত্যাভাসের স্বরূপ কি ?

বাবাজী। মুমুক্ষুব্যক্তির মুক্তিরূপ স্বীয়াভীষ্ট বিনাশ্রমে লভ্য হইবে এরূপ বাসনা হইতে যে অপবর্গ সুখ প্রতিপাদক রতিলক্ষণ লক্ষিত ভাবাভাস তাহাই

প্রতিবিম্ব রত্যাভাস। ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি হয় না। ব্রহ্মজ্ঞানের প্রক্রিয়া ক্লেশকর। কেবল হরিনাম করিয়া যদি সেই মুক্তি পাওয়া যায় তাহা হইলে অত্যন্ত সুলভে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইল, এই মনে করিয়া অক্লেশে অপবর্গ পাইবার আশাজনিত অশ্রুপুলকাদিবিকারের আভাসমাত্র উদয় হয়।

ব্রজনাথ। ইহাকে প্রতিবিম্ব কেন বলা গেল ?

বাবাজী। কীৰ্ত্তনাদি অনুসারী, প্রসন্নচিত্তের ন্যায় লক্ষিত, ভোগমোক্ষাদিতে অনুরাগী, ভুক্তি ও মুক্তি পিপাসুদিগের দৈবাৎ সদ্‌ভক্তসঙ্গ হইলে সেই ভক্তের হৃদয়াকাশে উদিতভাবচন্দ্রের আভাস তাঁহার সংসর্গ প্রভাব হইতে কিয়ৎ পরিমাণে উদয় হয়। ইহারই নাম প্রতিবিম্ব। ভুক্তিমুক্তিপিপাসু ব্যক্তিদিগের শুদ্ধভাব কখনও উদয় হয় না। শুদ্ধভক্তদিগের ভাব দেখিয়া ইহাদের ভাবাভাস উদয় হয়, সেই ভাবাভাসের নাম প্রতিবিম্ব-ভাবাভাস। প্রতিবিম্ব ভাবাভাস প্রায়ই জীবের নিত্যমঙ্গল উৎপত্তি করে না, কেবল তাহাদিগের কথিত ভুক্তিমুক্তি দিয়া নিরস্ত হয়। এইরূপ ভাবাভাসকে একপ্রকার নাম অপরাধ বলিলেও অত্যুক্তি হয়না।

ব্রজনাথ। ছায়া ভাবাভাস কিরূপ ?

বাবাজী। চিত্তত্ত্বে অনভিজ্ঞ সরল কনিষ্ঠ ভক্তদিগের হরিপ্রিয়, ক্রিয়া, কাল, দেশ ও পাত্রাদির সঙ্গক্রমে রতির লক্ষণের ন্যায় ক্ষুদ্র, কৌতূহলময়ী, চঞ্চলা ও দুঃখহারিণী একপ্রকার রতিছায়া উদয় হয়। তাহাকেই ছায়া রত্যাভাস বলে। ভক্তি কিয়ৎ পরিমাণে শুদ্ধ হইলেও তাহা দৃঢ় হয় নাই, এই অবস্থাতেই এই প্রকার রত্যাভাস উদয় হয়। যাহাই হউক, এই ভাবচ্ছায়া জীবের অনেক সুকৃতিবলে হয়। যেহেতু, এই ছায়ার অভ্যুদয় হইতে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর মঙ্গল হইতে পারে। বিশুদ্ধ হরিভক্তের যথেষ্ট প্রসাদ লাভ করিতে পারিলে তাঁহাদের এই ভাবাভাসও সহসা শুদ্ধভাবরূপে উদয় হয়। এই ভাবাভাস অতি উত্তম হইলেও শুদ্ধবৈষ্ণবে অপরাধ করিলে তাহা কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হইয়া যায়। ভাবাভাসের ত কথাই নাই, শুদ্ধভাবও কৃষ্ণভক্তের প্রতি অপরাধে অভাব হইয়া পড়ে। অথবা ক্রমে ক্রমে ভাবাভাসত্ব ও ন্যূনজাতীয়ত্ব লাভ করে। সুপ্রতিষ্ঠিত মুমুক্ষুব্যক্তিতে গাঢ় আসঙ্গ করিলে ভাবও আভাসতা লাভ করে অথবা আপনাতে ভজনীয় ঈশ্বরাভিমান করায়। এই জন্যই কোথাও কোথাও নৃত্যাদি সময়ে নব্যভক্তগণে মুক্তি পক্ষগ ঈশ্বর ভাব উদিত হইতে দেখা যায়। নব্যভক্তেরাই অবিচারপূর্ব্বক মুমুক্ষু সঙ্গ করিয়া থাকেন, সেই সঙ্গক্রমেই তাঁহাদিগের এই সকল উৎপাত উপস্থিত হয়। নব্যভক্তগণের পক্ষে সাবধানে

মুমুক্ষুদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত। কোন কোন ব্যক্তির বিনা সাধনেও অকস্মাৎ ভাব উদয় হয়। তাহাতে এই স্থির করিতে হইবে যে তাঁহার পূর্ব্বজন্মের সুসাধন ছিল। বিঘ্নদ্বারা ফলোদয় হয় নাই। বিঘ্ন স্থগিত হওয়ায় সহসা ফলোদয় হইল। সর্ব্বলোকের পক্ষে চমৎকারকারক, সর্ব্বশক্তিদ যে শ্রেষ্ঠভাব সহসা উদয় হয়, তাহা শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদজ ভাব বলিতে হইবে। প্রকৃতভাব উদয় হইয়াছে কিছু কিছু বৈগুণ্যের ন্যায় সেই ভাবুকের চরিত্রে যদিও দেখা যায় তথাপি তাঁহার প্রতি অসূয়া করিবে না। কেন না উদিত ভাবপুরুষ সর্ব্বপ্রকারে কৃতার্থ। ভক্তের বৈগুণ্য অর্থাৎ পাপাচার কখনই সম্ভব নয়। যদি কখন সেরূপ আবার দেখা যায় তদ্বিষয়ে দুই প্রকার চিন্তা করা উচিত। মহাপুরুষ ভক্তের দৈবক্রমে একটী পাপ কার্য্য হইয়াছে, তাহা কখনই স্থায়ী হইবে না; অথবা পূর্ব্ব পাপাভ্যাস ভাবোদয়ে বিনষ্ট হইতে কিছুকাল অবিবাহিত হইতেছে। অতিশীঘ্রই তাহা বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এইরূপ মনে করিয়া ভক্তের সামান্যদোষ দর্শন করিবেনা। সেই সেইস্থলে দোষ দর্শন করিলে নামাপরাধ হইবে। শ্রীনৃসিংহপুরাণে লিখিয়াছেন;—

ভগবতি চ হরাবনন্য-চেতা, ভৃশমলিনোপি বিরাজতে মনুষ্যঃ।
নহি শশকলুষচ্ছবিঃ কদাচিত্তিমিরপরাভবতামুপৈতি চন্দ্রঃ॥

যেরূপ চন্দ্র, শশাঙ্ক যুক্ততা প্রযুক্ত হইলেও কখনই তিমিরাবৃত হন না, তদ্রূপ ভগবান হরিতে অনন্যচেতা মানব অতিশয় মলিন হইলেও অর্থাৎ দুরাচার হইলেও শোভা পাইতে থাকেন, এই উপদেশ দ্বারা এরূপ বুঝিবে না যে ভক্তগণ নিরন্তর পাপ করেন। বস্তুতঃ ভক্তিনিষ্ঠা জন্মিলে পাপবাসনা থাকে না। কিন্তু যে পর্য্যন্ত শরীর থাকে সে পর্য্যন্ত ঘটনাক্রমে কোন পাপ আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। ভজনবিগ্রহ অনন্ত অগ্নির ন্যায় সেই পাপকে তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ করেন এবং ভবিষ্যতে সেইরূপ পাপের উৎপাত না হয় তদ্বিষয়ে সাবধান হন। অনন্য-ভক্তি উদিত হইলে পাপক্রিয়া দূরে থাকুক, পাপমূলরূপ অবিদ্যা পর্য্যন্ত দূর হয়। যাঁহার পুনঃ পুনঃ পাপক্রিয়া দেখা যায়, তাহার অনন্যভক্তি হইয়াছে এরূপ স্বীকার করা যায় না। কেন না, ভক্তির ভরসায় পাপাচরণরূপ অপরাধ ভক্তলোকের সম্ভব নয়।

রতি নিরন্তর স্বভাবতঃ উত্তরোত্তরাভিলাষ বৃদ্ধি জন্য অশান্ত স্বভাব প্রযুক্ত উচ্চ এবং প্রবলতর আনন্দ পূর্ণ রূপা। সর্ব্বদা রি ভা রূপ উষ্ণতা বমন করিয়াও কোটীচন্দ্র অপেক্ষা অমৃতাস্বাদী।

ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার ভাবতত্ত্বের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া ভাবাবিষ্টচিত্তে স্তম্ভিত হইয়া আছেন। বাবাজীমহাশয় শেষে নিস্তব্ধ হইলেও তাঁহারা কিয়ৎকাল ভূষ্টিভূত থাকিয়া বলিলেন, প্রভো, আপনার উপদেশামৃত সঞ্চারিত হইয়া আমাদের দগ্ধ হৃদয়ে প্রেমবন্যা আনিতেছে। আহা! আমরা কি করিব, কোথা যাইব, ইহা স্থির করিতে পারিতেছি না। ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া অভিমানে পূর্ণ; দৈন্য-মাত্রও আমাদের হৃদয়ে নাই। ভাবপ্রাপ্তির আশা আমাদের পক্ষে সুদূরবর্ত্তী। তবে একমাত্র আশা এই যে আপনি ভগবৎ পার্ষদ; প্রেমময়! একবিন্দু প্রেম আমাদের হৃদয়ে দিলে আমরা কৃতকৃতার্থ হই। আপনার সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ হইয়াছে তাহাতেই আশাপক্ষী আমাদের হৃদয়ে বাসা করিবার উদ্যোগ করিতেছে। আমরা দীনহীন অকিঞ্চন, আপনি ভক্তমহারাজ ও পরম দয়ালু, কৃপা করিয়া আমাদের একটী কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে উপদেশ করুন। আমাদের চিত্তে এরূপ হইতেছে যে, এই মুহূর্ত্তেই গৃহ-সংসারাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনার শ্রীচরণের সেবক হইয়া পড়িয়া থাকি। বিশেষতঃ বিজয়কুমার অবসর পাইয়া বলিলেন, “প্রভো, ব্রজনাথ বালক। ইহার মাতার বাসনা যে ইনি গৃহস্থ হন। ইহাঁর মনে সেরূপ দেখিতেছি না। কৃপা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় আজ্ঞা করুন্।”

বাবাজী। তোমরা কৃষ্ণ কৃপাপাত্র। তোমাদের সংসারকে কৃষ্ণসংসার-করিয়া কৃষ্ণসেবা কর। আমার মহাপ্রভু জগৎকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, জগত সেই আজ্ঞানুসারে চলুক। জগতের দুই প্রকার অবস্থিতি; গৃহস্থরূপে অবস্থিতি ও গৃহত্যাগ করিয়া অবস্থিতি। যে পর্য্যন্ত গৃহত্যাগের অধিকার না হয়, সে পর্য্যন্ত মানবগণ গৃহস্থ হইয়া কৃষ্ণসেবা করিবে। মহাপ্রভু প্রথম চব্বিশ বৎসর যে লীলা করিয়াছেন, তাহাই গৃহস্থ-বৈষ্ণবের আদর্শ। শেষ চব্বিশ বৎসর যে লীলা করিয়াছেন, তাহাই গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের আদর্শ। গৃহস্থগণ তাঁহার গৃহস্থজীবন লক্ষ্য করিয়া আচার নির্ণয় করুন্। আমার বিবেচনায় তোমাদের সম্প্রতি তাহাই করা কর্ত্তব্য। এরূপ মনে করিও না যে গৃহস্থাশ্রম অবস্থায় কৃষ্ণপ্রেমের পরাকাষ্ঠালাভ হইতে পারে না। মহাপ্রভুর অধিকাংশ কৃপাপাত্রই গৃহস্থ। সেই গৃহস্থদিগের চরণধূলি গৃহত্যাগী বৈষ্ণবগণও প্রার্থনা করেন।

রাত্র অধিক হইল, হরিগুণগান করিতে করিতে অন্যান্য বৈষ্ণবগণের সহিত বিজয় ও ব্রজনাথ সমস্ত রাত্র শ্রীবাসঅঙ্গনে অতিবাহিত করিলেন। প্রাতঃকালে শৌচাদি ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া স্নানাদির পর বৈষ্ণবদিগের সহিত কীর্ত্তনান্তে তথায় মহাপ্রসাদান্ন লাভ করিলেন। অপরাহ্নে ধীরে ধীরে বিল্বপুষ্করিণী গমন করিয়া মাতুল

ও তাঁহাদের পরস্পর বিচার পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিলেন যে আমাদের উভয়েরই গৃহাশ্রমে অবস্থিত হইয়া কৃষ্ণসেবার প্রয়োজন। বিজয় কুমার স্বীয় ভগিনীকে কহিলেন ব্রজনাথ উদ্বাহ করিবেন, তুমি সকল বিষয় উদ্যোগ কর। আমি কএক দিবসের জন্য মোদদ্রুমে যাইতেছি। ব্রজনাথের উদ্বাহের সংবাদ পাইলে সপরিবারে এ বাটীতে আসিয়া শুভকার্য্য সম্পন্ন করিব। আমার কনিষ্ঠ হরিনাথকে এই সকল উদ্যোগ করিবার জন্য কল্যই এখানে পাঠাইব। ব্রজনাথের জননী ও দিদিমা আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া বস্ত্রাদি দিয়া বিজয় কুমারকে বিদায় করিলেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

নিত্যধর্ম্ম ও সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন।

প্রমেয়ান্তর্গত নামতত্ত্ববিচারারম্ভ।

বিল্বপুষ্করিণী একটী রমণীয় গ্রাম। তাহার উত্তর ও পশ্চিম দিকে ভাগীরথী প্রবহমানা। বিল্ববনবেষ্টিত পুষ্করিণীতীরে বিল্বপক্ষ মহাদেবের মন্দির। তাহার অনতিদূরে ভবতারণ বিরাজমান। একদিকে বিল্বপুষ্করিণী, অন্যদিকে ব্রাহ্মণপুষ্করিণী উভয় পল্লীর মধ্যে সিমুলিয়া নামে গ্রাম শ্রীনবদ্বীপ নগরের একান্তে অবস্থিত। সেই বিল্বপুষ্করিণীর মধ্যবর্ত্তী রাজপথের উত্তরে ব্রজনাথের গৃহ। বিজয়কুমার স্বীয় ভগিনীর নিকট হইতে বিদায় হইয়া কিছু দূর গমন করতঃ মনে করিলেন যে নামতত্ত্ব না জানিয়া বাটী যাইব না। বিল্বপুষ্করিণীতে পুনরাবর্ত্তন করতঃ আবার ভগিনী ও ভাগিনেয়কে দর্শন করিয়া বলিলেন, আমি আর দুই একদিন থাকিয়া বাটী যাইব। অপরাহ্নে ব্রজনাথের চণ্ডীমণ্ডপে দুইটী রামানুজীয়সম্প্রদায়ী শ্রী-তিলকধারী বৈষ্ণব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রজনাথের বাটীর সম্মুখে দিব্য একটী পনস বৃক্ষের ছায়ায় উক্ত বৈষ্ণবদ্বয় আসন করিয়া বসিলেন। পণ্ডিত কাষ্ঠ সকল আহরণ করতঃ একটী ধুনী জ্বালাইয়া ঐ বৈষ্ণবদ্বয় ইন্দ্রাসনের ধূম্রপান করিতে লাগিলেন। ব্রজনাথের জননী অতিথিসেবায় আনন্দ লাভ করিতেন। অভুক্ত অতিথি দেখিয়া তিনি গৃহ হইতে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য আনয়ন করিলেন। তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া রোটীকা পাক করিতে আরম্ভ করিলেন। বৈষ্ণবদ্বয়ের প্রশান্ত মুখশ্রী দর্শন করিয়া ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার তাঁহাদিগের নিকট ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইলেন। ব্রজনাথ ও

বিজয়ের গলে তুলসী মালা এবং অঙ্গে দ্বাদশতিলক দেখিয়া তাঁহাদিগকে সম্মান করতঃ বিস্তৃত কম্বলের উপর বসাইলেন। ব্রজনাথের প্রশ্নক্রমে একটী বাবাজী কহিলেন, মহারাজ, আমরা অযোধ্যা দর্শন করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়াছি। চৈতন্যপ্রভুর লীলাস্থান দর্শন করিব ইহাই আমাদের মানস। ব্রজনাথ কহিলেন, আপনারা শ্রীনবদ্বীপেই পৌছিয়াছেন। অদ্য এইস্থানে বিশ্রাম করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান ও শ্রীবাস অঙ্গন দর্শন করুন। বাবাজীদ্বয় মহানন্দে শ্রীগীতা হইতে পাঠ করিলেন "যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।" আমরা আজ ধন্য হইলাম! সপ্তপুরীমধ্যে প্রধান শ্রীমায়াতীর্থ দর্শন করিলাম।

বাবাজীদ্বয় সেই পনস বৃক্ষতলে আসীন হইয়া অর্থপঞ্চক আলোচনা করিতে লাগিলেন। সেই অর্থপঞ্চকে স্বস্বরূপ, পর স্বরূপ, উপায়স্বরূপ, পুরুষার্থস্বরূপ এবং বিরোধীস্বরূপ এই পাঁচটী বিষয়ের বিবরণ শ্রবণ করতঃ বিজয় কুমার শ্রীসম্প্রদায়ের তত্ত্বত্রয় লইয়া অনেক বিচার করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ বিচার হইলে পর বিজয়কুমার বলিলেন, আপনাদের সম্প্রদায়ে শ্রীনামতত্ত্বের কিরূপ সিদ্ধান্ত আছে বলুন। উক্ত বৈষ্ণবদ্বয় তাহাতে যাহা কিছু বলিলেন তাহা শুনিয়া ব্রজনাথ ও বিজয়ের মনে কিছু সুখ হইল না। ব্রজনাথ কহিলেন মামা, অনেক বিচার করিয়া দেখিলাম যে কৃষ্ণনামাশ্রয় ব্যতীত জীবের মঙ্গল নাই। শুদ্ধ কৃষ্ণনাম জগতে প্রচার করিবার নিমিত্ত আমাদের প্রাণেশ্বর গৌরাঙ্গ এই মায়াতীর্থে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীগুরুদেব গত কল্য যে উপদেশ দিয়াছিলেন তন্মধ্যে বলিয়াছিলেন। যে "সমস্ত ভক্তি প্রকারের মধ্যে নামই প্রধান।" আর ও বলিয়াছিলেন যে নাম তত্ত্ব পৃথকরূপে বুঝিয়া লইবে। হে মাতুল মহাশয়, চ..ন অদ্যই সন্ধ্যাকালে এই বিষয়টী ভাল করিয়া বুঝিয়া লই। অতিথি বৈষ্ণবদিগকে বিশেষ যত্ন করতঃ তাঁহারা নানাবিধ আলোচনায় অপরাহ্ণ কালটী যাপন করিলেন।

সন্ধ্যা আরাত্রিক সমাপ্ত করিয়া বৈষ্ণবগণ শ্রীবাসঅঙ্গনে বকুলচবুতরার উপর বসিয়া আছেন। বৃদ্ধ রঘুনাথদাস বাবাজী মহাশয় তন্মধ্যে বসিয়া তুলসীমালায় নামসংখ্যা করিতেছেন, এমত সময় ব্রজনাথ ও বিজয় আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত হইলেন। বাবাজী মহাশয় তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করত কহিলেন, তোমাদের ভজন সুখ বৃদ্ধি হইতেছে ত? বিজয় করযোড়ে কহিলেন, প্রভো, আপনার কৃপায় আমাদের সর্ব্বত্র মঙ্গল। কৃপা করিয়া অদ্য আমাদিগকে নামতত্ত্ব উপদেশ করুন। বাবাজী মহাশয় প্রফুল্ল বদনে বলিতে লাগিলেন, ভগবানের নাম দুই প্রকার মুখ্য ও গৌণ। জগৎ সৃষ্টি হইতে মায়াগুণ অবলম্বনপূর্ব্বক যে সকল নাম

প্রচলিত হইয়াছে সে সমস্তই গৌণ অর্থাৎ গুণসম্বন্ধীয়। সৃষ্টিকর্ত্তা, জগৎপাতা বিশ্বনিয়ন্তা, বিশ্বপালক, পরমাত্মা প্রভৃতি বহুবিধ গৌণ নাম। আবার মায়াগুণের ব্যতিরেক সম্বন্ধে ব্রহ্ম, প্রভৃতি কয়েকটী নাম ও গৌণ নামমধ্যে পরিগণিত। এই সমস্ত গৌণনামে বহুবিধ ফল থাকিলে ও সাক্ষাৎ চিৎফল সহসা উদয় হয় না। ভগবানের চিজ্জগতে যে মায়িক কাল ও দেশের অতীত নামসকল নিত্য-বর্ত্তমান, সেই সমস্তনামই চিন্ময় ও মুখ্য। নারায়ণ, বাসুদেব, জনার্দ্দন, হৃষীকেশ, হরি, অচ্যুত, গোবিন্দ, গোপাল, কৃষ্ণ, রাম ইত্যাদি সমস্ত মুখ্যনাম। এসমস্ত নাম চিদ্ধামে ভগবদ্‌স্বরূপের সহিত ঐক্যভাবে নিত্য বর্ত্তমান। এই নাম জড়জগতে মহাসৌভাগ্যবান্ পুরুষদিগের জিহ্বায় ভক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নৃত্য করেন। নামের সহিত মায়িক জগতের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। নাম স্বভাবতঃ ভগবানের সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন। মায়িক জগতে অবতীর্ণ হইয়া, মায়াকে ধ্বংশ করিতে প্রবৃত্ত হন। এই জড়জগতে বর্ত্তমান জীবের হরিনাম ব্যতীত আর বন্ধু নাই। অতএব বৃহন্নারদীয়পুরাণে ;

হরের্নামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

নামের অনন্তশক্তি। পাপানলদগ্ধজীবের পক্ষে হরিনাম, অখিলপাপের উন্মূলক। যথা গারুড়ে ;—

অবশেনাপি যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে সর্ব্বপাতকৈঃ।
পুমান্ বিমুচ্যতে সদ্যঃ সিংহত্রস্তৈর্মৃগৈরিব॥

নামাশ্রিত ব্যক্তির সকল দুঃখই নামকর্ত্তৃক শমিত হয়। সর্ব্ব ব্যাধিনাশকত্ব ধর্ম্ম, নামে আছে। যথা স্কান্দে ;—

আধয়ো ব্যাধয়ো যস্য স্মরণান্নামকীর্ত্তনাৎ।
তদৈব বিলয়ং যান্তি তমনন্তং নমাম্যহং॥

হরিনামকৃৎব্যক্তির কুলসঙ্গাদি সহজে পবিত্র হয়। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ;

মহাপাতকযুক্তোপি কীর্ত্তয়ন্ননিশং হরিং।
শুদ্ধান্তঃকরণো ভূত্বা জায়তে পংক্তিপাবনঃ॥

নাম পরায়ণব্যক্তির সর্ব্বদুঃখের উপশম হয়। বৃহৎবিষ্ণুপুরাণে,

সর্ব্বরোগোপশমনং সর্ব্বোপদ্রবনাশনং।
শান্তিদং সর্ব্বারিষ্টানাং হরের্নামানুকীর্ত্তনং॥

নাম উচ্চারণকারীর কলিবাধা থাকে না। যথা বৃহন্নারদীয়ে ;—

হরে কেশব গোবিন্দ বাসুদেব জগন্ময়।
ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং ন হি তান্ বাধতে কলিঃ॥

নাম শ্রবণ করিবামাত্র নারকী উদ্ধার হয়। যথা নারসিংহে ;—

যথা যথা হরের্নাম কীর্ত্তয়ন্তি স্ম নারকাঃ।
তথা তথা হরৌ ভক্তিমুদ্বহন্তো দিবং যযুঃ॥

হরিনাম উচ্চারণ করিলে প্রারব্ধকর্ম্ম বিনষ্ট হয়। যথা ভাগবতে ;

যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্।
বিমুক্তকর্ম্মার্গল উত্তমাঙ্গতিং প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ॥

হরিনাম সর্ব্ব-বেদের অধিক। যথা স্কান্দে ;—

মা ঋচো মা যজুস্তাত মা সাম পঠ কিঞ্চন।
গোবিন্দেতি হরের্নাম গেয়ং গায়স্ব নিত্যশঃ॥

হরিনাম সর্ব্বতীর্থের অধিক। যথা বামনপুরাণে ;—

তীর্থকোটীসহস্রাণি তীর্থকোটীশতানি চ।
তানি সর্ব্বাণ্যবাপ্নোতি বিষ্ণোর্নামানি কীর্ত্তনাৎ॥

হরিনাম সর্ব্বসৎকর্ম্মের অধিক। যথা স্কান্দে ;—

গোকোটীদানং গ্রহণে খগস্য প্রয়াগগঙ্গোদককল্পবাসঃ।
যজ্ঞাযুতং মেরুসুবর্ণদানং গোবিন্দকীর্ত্তের্ন সমং শতাংশৈঃ॥

হরিনাম সর্ব্বার্থ দান করেন। যথা স্কান্দে ;—

এতৎষড়্ বর্গহরণং রিপুনিগ্রহণং পরং। অধ্যাত্মমূলমেতদ্ধি বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনং॥

হরিনামে সর্ব্বশক্তি আছে। যথা স্কান্দে ;—

দানব্রততপস্তীর্থ-ক্ষেত্রাদীনাঞ্চ যাঃ স্থিতাঃ। শক্তয়ো দেবমহতাং সর্ব্বপাপহরাঃ শুভাঃ॥ রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানস্যাধ্যাত্মবস্তুনঃ। আকৃষ্য হরিণা সর্ব্বাঃ স্থাপিতা স্বেষু নামসু॥

হরিনাম সর্ব্বজগতের আনন্দকর। যথা ভগবদ্গীতায় ;—

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।

যিনি নাম উচ্চারণ করেন, নাম তাঁহাকে জগদ্বন্দ্য করেন। বৃহন্নারদীয়ে ;—নারায়ণ জগন্নাথ বাসুদেব জনার্দ্দন।

ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং তে বৈ সর্ব্বত্র বন্দিতাঃ॥

নামই একমাত্র অগতির গতি। যথা পাদ্মে,—

অনন্যগতয়ো মর্ত্ত্যা ভোগিনোপি পরন্তপাঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতা ব্রহ্ম-চর্য্যাদিবর্জ্জিতাঃ॥ সর্ব্বধর্ম্মোজ্‌ঝিতাঃ বিষ্ণোর্নামমাত্রৈকজল্পকাঃ। সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্ব্বেপি ধার্ম্মিকাঃ॥

হরিনাম সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সেব্য। যথা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে;—

ন দেশনিয়মস্তস্মিন্ ন কালনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধক॥

মুমুক্ষুদিগকে নাম অনায়াসে মুক্তিদান করেন। যথা বারাহে,

নারায়ণাচ্যুতানন্ত-বাসুদেবেতি যো নরঃ।
সততং কীর্ত্তয়েদ্ভুবি যাতি মল্লয়তাং স হি॥

গারুড়ে;—কিং করিষ্যতি সাংখ্যেন কিং যোগৈর্নরনায়ক।
মুক্তিমিচ্ছসি রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দকীর্ত্তনং॥

হরিনাম জীবকে বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত করান। যথা নন্দীপুরাণে,—

সর্ব্বত্র সর্ব্বকালেষু যেঽপি কুর্ব্বন্তি পাতকং।
নামসঙ্কীর্ত্তনং কৃত্বা যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদং॥

হরিনাম ভগবানের প্রসন্নতা উৎপত্তি করেন। বৃহন্নারদীয়ে,—

নামসঙ্কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ ক্ষুত্তৃট্‌প্রস্খলিতাদিষু।
করোতি সততং বিপ্রাস্তস্য প্রীতো হ্যধোক্ষজঃ॥

হরিনাম ভগবানকে বশীকরণে সমর্থ। যথা মহাভারতে;—

ঋণমেতৎ প্রবৃদ্ধং মে হৃদয়ান্নাপসর্পতি।
যদ্গোবিন্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণা মাং দূরবাসিনং॥

*হরিনামই স্বভাবতঃ জীবের পরমপুরুষার্থ। যথা স্কান্দে পাদ্মে,—

ইদমেব হি মাঙ্গল্যমেতদেব ধনার্জ্জনং। জীবিতস্য ফলঞ্চৈতদ্‌যদ্দামোদরকীর্ত্তনং॥

ভক্তিসাধনের যত প্রকার আছে তন্মধ্যে হরিনাম কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যথা বৈষ্ণবচিন্তামণৌ;—

অঘচ্ছিদ্‌স্মরণং বিষ্ণোর্ব্বহ্বায়াসেন সাধ্যতে।
ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্ত্তনং তু ততো বরং॥

বিষ্ণুরহস্যে,—যদভ্যর্চ্চ্য হরিং ভক্ত্যা কৃতে ক্রতুশতৈরপি।
ফলং প্রাপ্নোত্যবিকলং কলৌ গোবিন্দকীর্ত্তনং॥

ভাগবতে ;—কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

বিজয়কুমার, এখন চিন্তা করিয়া দেখ হরিনাম সকল সৎকর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ, কেননা সৎকর্ম্মমাত্রই উপায় স্বরূপ হইয়া তদুদ্দিষ্ট ফল প্রদানপূর্ব্বক নিরস্ত হয়। সৎকর্ম্ম যেরূপে হউক, জড়ময়। কিন্তু হরিনাম চিন্ময় সুতরাং উপায়স্বরূপ হইয়াও তিনি ফলকালে স্বয়ং উপেয়-স্বরূপ। আবার বিচার করিয়া দেখ ভক্তির যে সমস্ত অঙ্গ নির্দ্দিষ্ট আছে সে সমস্তই হরিনামকে আশ্রয় করিয়া আছে।

বিজয়। প্রভো, হরিনাম যে চিন্ময় তাহা বেশ বিশ্বাস হইতেছে। তথাপি এই তত্ত্বটী নিঃসন্দেহরূপে বুঝিতে গেলে অক্ষর স্বরূপ নাম কিরূপে চিন্ময় হইতে পারেন ইহা বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক কৃপা করিয়া বলুন।

বা। শাস্ত্র বলেন,—নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণশুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

নাম ও নামী পরস্পর অভেদতত্ত্ব। এতন্নিবন্ধন নামীরূপ কৃষ্ণের সমস্ত চিন্ময়গুণ তাঁহার নামে আছে। নাম সর্ব্বদা পরিপূর্ণতত্ত্ব। হরিনামে জড় সংস্পর্শ নাই। তাহা নিত্যমুক্ত। যেহেতু কখনই মায়াগুণে আবদ্ধ হয় নাই। নাম স্বয়ং কৃষ্ণ। অতএব চৈতন্যরসের বিগ্রহস্বরূপ। নাম চিন্তামণি স্বরূপে যিনি যাহা চান তাঁহাকে তাহা দিতে সমর্থ।

বিজয়। নামাক্ষর কিরূপে মায়িকশব্দের অতীত হইতে পারে?

বাবাজী। জড়জগতে হরিনামের জন্ম হয় নাই। চিৎকণস্বরূপ জীব শুদ্ধ-স্বরূপে অবস্থিত হইয়া তাঁহার চিন্ময়শরীরে হরিনাম উচ্চারণের অধিকারী। জগতে মায়াবদ্ধ হইয়া জড়েন্দ্রিয়ের দ্বারা শুদ্ধনামের উচ্চারণ করিতে পারেন না। কিন্তু হ্লাদিনী কৃপায় স্বস্বরূপের যে সময়ে ক্রিয়া হয় তখনই তাঁহার নামোদয় হয়। সেই নামোদয়ে মনোবৃত্তিতে নাম কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া ভক্তের ভক্তিপূত-জিহ্বায় নৃত্য করেন। নাম অক্ষরাকৃতি নয়। কেবল জড়জিহ্বায় নৃত্য করিবার সময় বর্ণাকারে প্রকাশ হন। ইহাই নামের রহস্য।

বিজয়। মুখ্যনাম সকলের মধ্যে কোন নাম অতিশয় মধুর?

বাবাজী। শতনামস্তোত্রে বলিয়াছেন।

বিষ্ণোরেকৈক নামাপি সর্ব্ববেদাধিকং মতং।
তাদৃক্‌নামসহস্রেণ রামনামসমং স্মৃতং॥

আবার ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বলিয়াছেন ;—

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎফলং।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি॥

কৃষ্ণনামাপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট নাম নাই। অতএব আমার প্রাণনাথ গৌরাঙ্গ যে "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ" ইত্যাদি নাম শিক্ষা দিয়াছেন তাহাই নিরন্তর করিতে থাক।

বিজয়। হরিনাম সাধনের পদ্ধতি কি?

বাবাজী। তুলসীমালায় বা অন্যভাবে করে সংখ্যা রাখিয়া নিরন্তর নিরপরাধে হরিনাম করিবে। শুদ্ধনাম হইলে নামের ফল যে প্রেম তাহা পাওয়া যায়। সংখ্যা রাখিবার তাৎপর্য্য এই যে সাধকের ক্রমশঃ নামালোচনাবৃদ্ধি হইতেছে কি না জানা যায়। তুলসী হরিপ্রিয়বস্তু সুতরাং তৎসংস্পর্শে নামের অধিক বল অনুভব করা যায়। নাম করিবার সময় কৃষ্ণের স্বরূপ ও নামের অভেদবুদ্ধিতে নাম করিবে।

বিজয়। প্রভো, সাধনাঙ্গ নববিধ বা ৬৪ প্রকার। একাঙ্গ নাম নিরন্তর করিলে অন্য-অঙ্গসাধনের সময় কিরূপে পাওয়া যাইবে?

বাবাজী। ইহাতে কঠিন কি? চতুঃষষ্টি অঙ্গ ভক্তি নববিধ ভক্তির অন্তর্গত। শ্রীমূর্ত্তি অর্চ্চনেই হউক বা নির্জ্জনে নামসাধনেই হউক নববিধ ভক্তির সর্ব্বত্র আলোচনা হইতে পারে। শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে কৃষ্ণনাম শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ইত্যাদি হইলেই নামসাধন হইল। যেখানে শ্রীমূর্ত্তি নাই সেখানে শ্রীমূর্ত্তি স্মরণপূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তিতে তদীয় নাম শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সমস্ত নববিধ অঙ্গ সাধন হইতে পারে। যাঁহাদের সুকৃতিক্রমে নাম কীর্ত্তনে বিশেষ স্পৃহা তাঁহারা নিরন্তর নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে সকল ভক্তি অঙ্গের কার্য্য করিয়া থাকেন। শ্রবণকীর্ত্তনাদির মধ্যে শ্রীনামকীর্ত্তন সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল সাধন। কীর্ত্তনানন্দ সময়ে অন্যকোন সাধনাঙ্গের পরিচয় না আসিলেও তাহাই যথেষ্ট।

বিজয়। নিরন্তর নাম কিরূপে হয়?

বাবাজী। নিদ্রাকাল ব্যতীত দেহব্যাপারাদি নির্ব্বাহকালে এবং অন্যসময়ে সর্ব্বদা নামকীর্ত্তনকরার নাম নিরন্তর নামকীর্ত্তন। নামসাধনে কোনপ্রকার দেশকাল ও অবস্থাজনিত নিষেধ নাই।

বিজয়। আহা! যে পর্য্যন্ত আপনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে নিরন্তর নামকরণে শক্তিদান না করেন সে পর্য্যন্ত বৈষ্ণব পদবী লাভের কোন আশা দেখি না।

বা। বৈষ্ণবের প্রকার পূর্ব্বে বলিয়াছি। হৃদয়েশ্বর গৌরাঙ্গ সত্যরাজখানকে বলিয়াছিলেন যে যিনি একবার কৃষ্ণনাম করেন তিনি বৈষ্ণব। যিনি নিরন্তর

কৃষ্ণনাম করেন তিনি বৈষ্ণবতর। যাঁহাকে দেখিলে অন্যের মুখে কৃষ্ণনাম আইসে তিনি বৈষ্ণবতম। সুতরাং তোমরা যখন শ্রদ্ধার সহিত কখন কখন কৃষ্ণনাম করিতেছ তখন তোমরা বৈষ্ণবপদবী লাভ করিয়াছ।

বিজয়। শুদ্ধকৃষ্ণনাম ও তদিতর যাহা কিছু জ্ঞাতব্য তাহা বলুন।

বাবাজী। সম্পূর্ণ শ্রদ্ধোদিত অনন্যভক্তিতে যে কৃষ্ণনাম উদয় হয় তাহাকেই কৃষ্ণনাম বলে। তদিতর যে কিছু নামের মত লক্ষিত হয়, তাহা হয়, নামাভাস, নয় নামাপরাধ হইয়া থাকে।

বিজয়। প্রভো, হরিনামকে সাধ্য বলিব, না সাধন বলিব ?

বাবাজী। সাধনভক্তির সহিত যখন নাম হইতে থাকে তখন নামকে সাধন বলিতে পার। আবার যখন ভাব ও প্রেমভক্তির সহিত নাম হয় তখন নামকেই সাধ্যবস্তু জানিবে। সাধকের ভক্তির অবস্থাক্রমে নামের সঙ্কোচ ও বিকাশের প্রতীতি হয়।

বিজয়। কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণস্বরূপের পরিচয় ভেদ আছে কি না ?

বাবাজী। কিছুমাত্র পরিচয় ভেদ নাই। কেবল একটী রহস্য আছে যে স্বরূপ অপেক্ষা নাম অধিক কৃপা করেন। স্বরূপের প্রতি যে অপরাধ কৃত হয় তাহা স্বরূপ কখনও ক্ষমা করেন না, কিন্তু স্বরূপের প্রতি অপরাধ ও নিজের প্রতি অপরাধ নাম কৃপা করিয়া ক্ষমা করেন। তোমরা নাম অপরাধ অবগত হইয়া তাহা যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করত নাম করিবে, কেননা নিরপরাধ না হইলে নাম হয় না। আগামী কল্য নামাপরাধ বুঝিয়া লইবে।

ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার নামমাহাত্ম্য ও নামের স্বরূপতত্ত্ব অবগত হইয়া ধীরে ধীরে শ্রীগুরুদেবের পদধূলি লইয়া বিল্বপুষ্করিণী গমন করিলেন।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

নিত্যধর্ম্ম ও সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন।

প্রমেয়ান্তর্গত নামাপরাধবিচার।

ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার সে রাত্রে বিশুদ্ধভাবে তুলসীমালায় সংখ্যা রাখিয়া অর্দ্ধলক্ষ নাম করিয়া অধিক রাত্রে নিদ্রা গেলেন। উভয়েই শুদ্ধনামে কৃষ্ণকৃপা

অনুভব করিয়া পরদিন প্রাতে পরস্পর সমস্ত কথা বলিয়া প্রভূত আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। গঙ্গাস্নান, কৃষ্ণার্চ্চন, হরিনাম, দশমূল পাঠ, শ্রীভাগবত আলোচনা, বৈষ্ণবসেবা ও ভগবৎপ্রসাদ-সেবা ইত্যাদি বিষয়ে দিবস যাপন করত সন্ধ্যার পর শ্রীবাসঅঙ্গনে বৃদ্ধবাবাজী মহাশয়ের কুটীরে উপস্থিত হইলেন। সাষ্টাঙ্গদণ্ডবৎ প্রণাম করত উভয়ে সমাসীন হইলে পূর্ব্বদিনের প্রস্তাব মত বিজয়কুমার নামাপরাধতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বীয় স্বাভাবিক প্রসন্নতার সহিত বাবাজী মহাশয় বলিতে লাগিলেন। নাম যেরূপ সর্ব্বোত্তম তত্ত্ব, নামাপরাধ সেইরূপ সকল প্রকার পাপ ও অপরাধের অপেক্ষা কঠিন। সর্ব্বপ্রকার পাপ ও অপরাধ নামাশ্রয় মাত্রেই দূর হয়, নামাপরাধ তত সহজে যায় না। পাদ্মে,

নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘং।
অবিশ্রান্ত প্রযুক্তানি তান্যেবার্থ করাণি চ॥

অবিশ্রান্ত নাম করিতে পারিলে নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নামই হরণ করেন। দেখ বাবা, নামাপরাধ ক্ষয়ের উপায় কত কঠিন। সুতরাং সুবুদ্ধি ব্যক্তি নামাপরাধ বর্জ্জনপূর্ব্বক নাম করিয়া থাকেন। নামাপরাধ যাহাতে না উৎপন্ন হয় এরূপ যত্ন করিতে পারিলে শুদ্ধনাম অতি শীঘ্র উদয় হন। কোন ব্যক্তি অশ্রুপুলকের সহিত নাম করিতেছেন, তথাপি অপরাধগতিকে উচ্চারিত নাম তাঁহার পক্ষে নাম হইতেছে না। সাধকগণ বিশেষ সতর্ক না হইলে শুদ্ধনাম উচ্চারণ করিতে পারেন না।

বিজয়। প্রভো, শুদ্ধনাম কিরূপ?

বাবাজী। দশঅপরাধ শূন্য হরিনামই শুদ্ধ নাম। বর্ণাশুদ্ধি ইত্যাদি বিচারে কোন কার্য্য নাই। যথা পাদ্মে;—

নামৈকং যস্যবাচিস্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যং।
তচ্চেদ্দেহ দ্রবিণ জনতা লোভপাষাণমধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্নফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥

এই শ্লোকের অর্থ এই যে "হে বিপ্র, একটী হরিনাম যদি কাহার জিহ্বায় উদয় হন, বা স্মরণপথ গত হন, অথবা শ্রবণ পথগত হন, তিনি অবশ্য তাহাকে উদ্ধার করিবেন। নামের বর্ণশুদ্ধতা বা বর্ণের অশুদ্ধতা বা বিধিমত ছেদাদি রহিততা এস্থলে কোন কার্য্য করে না। কিন্তু বিচার্য্য এই যে, সেই সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন নাম দেহ গেহ, অর্থ, জনতা ও লোভ প্রভৃতি পাষাণ মধ্যে পতিত হইলে শীঘ্র ফলজনক

হন না। এই প্রতিবন্ধক দুই প্রকার অর্থাৎ সামান্য ও বৃহৎ। সামান্য প্রতিবন্ধক থাকিলে উচ্চারিত নাম নামাভাস হয়, কিন্তু কিছু বিলম্বে ফল দান করে। বৃহৎ প্রতিবন্ধক থাকিলে উচ্চারিত নাম নামাপরাধ হয়। তাহা অবিশ্রান্ত নাম উচ্চারণ ব্যতীত বিগত হয় না।"

বিজয়। এখন দেখিতেছি যে সাধকব্যক্তিগণের পক্ষে নামাপরাধ জ্ঞান ব্যতীত আর উপায় নাই। কৃপা করিয়া নামাপরাধ গুলি বলুন।

বাবাজী। নামাপরাধ দশ প্রকার। যথা পাদ্মে ;—

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমুসহতে তদ্বিগর্হাং।
শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহগুণনামাদি সকলং
ধিয়াভিন্নং পশ্যেৎসখলু হরিনামাহিতকরঃ॥
গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং তথার্থবাদো হরিনাম্নিকল্পনং।
নাম্নোবলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধি র্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ॥
ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদি সর্ব্বশুভক্রিয়া সাম্যমপি প্রমাদঃ।
অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ॥
শ্রুতেপি নামাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতো নরঃ।
অহং মমাদি পরমো নাম্নি সোপ্যপরাধকৃৎ॥

বিজয়। অনুগ্রহপূর্ব্বক এক একটী শ্লোকের পৃথক্ ব্যাখ্যা করিয়া অপরাধ গুলি বুঝাইয়া দেন।

বাবাজী। প্রথমশ্লোকে দুইটী অপরাধের বিবরণ আছে। প্রথম অপরাধ এই যে যে সকল সাধু একমাত্র নামাশ্রয় করিয়াছেন এবং সমস্ত কর্ম্ম, ধর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ পরিত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদের নিন্দা করিলে বৃহদপরাধ হয়। কেন না যাঁহারা নামের যথার্থ মাহাত্ম্যজগতে বিস্তার করিতেছেন তাঁহাদের নিন্দা হরি নাম সহিতে পারেন না। নামপরায়ণ সাধুদিগের নিন্দা পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাদিগকেই সর্ব্বোত্তম সাধু বলিয়া তাঁহাদের সঙ্গে নামকীর্ত্তন করিলে নামের শীঘ্র কৃপা হয়।

বিজয়। প্রথম অপরাধ সুন্দররূপে বুঝিলাম, প্রভো! দ্বিতীয় অপরাধটী এইরূপে বুঝাইয়া দিন।

বাবাজী। উক্ত শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে দ্বিতীয় অপরাধের ব্যাখ্যা। ঐ ব্যাখ্যা দুইপ্রকার, প্রথম প্রকার এই, দেবাগ্রগণ্য সদাশিব ও শ্রীবিষ্ণু ইহাঁদিগের গুণ-

নামাদি সকল বুদ্ধি দ্বারায় পৃথক্‌রূপে দেখিলে নামাপরাধ হয়। তাৎপর্য্য এই যে, সদাশিব একটী পৃথক্ স্বতন্ত্র শক্তিসিদ্ধ ঈশ্বর এবং বিষ্ণু একটী পৃথক্ ঈশ্বর এরূপ কল্পনা করিলে বহুঈশ্বরবাদ আসিয়া পড়ে। তাহাতে ভগবানের প্রতি অনন্য ভক্তির বাধা জন্মে অতএব শ্রীকৃষ্ণই সার্ব্বেশ্বর এবং তাঁহার শক্তি হইতেই শিবাদি দেবতার ঈশ্বরত্ব অর্থাৎ সেই সেই দেবতার পৃথক্ শক্তিসিদ্ধতা নাই, এইরূপ বুদ্ধির সহিত হরিনাম করিলে অপরাধ হয় না। দ্বিতীয় অর্থ এই যে শিবস্বরূপ অর্থাৎ সর্ব্বমঙ্গলস্বরূপ শ্রীভগবানের নাম রূপ গুণ ও লীলা তাঁহার নিত্যসিদ্ধ বিগ্রহ হইতে পৃথক্ বলিয়া দেখিলে নামাপরাধ হয়। অতএব কৃষ্ণস্বরূপ, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ ও কৃষ্ণলীলা সকলই অপ্রাকৃত ও পরস্পর অপৃথক্ এরূপ জ্ঞান ও বিজ্ঞান লাভ করিয়া কৃষ্ণ নাম করিবে। নতুবা নামাপরাধ হইবে। এইরূপ সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করতঃ কৃষ্ণনাম করার বিধি আছে।

বিজয়। প্রথম ও দ্বিতীয় অপরাধ বুঝিলাম। যেহেতু আপনি পূর্ব্বেই কৃপা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত চিন্ময়স্বরূপের গুণ গুণী, নাম নামী, অংশ অংশী ইত্যাদি ভেদাভেদ সম্বন্ধে তত্ত্বব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। যাঁহারা নামাশ্রয় করেন, তাঁহাদের পক্ষে শ্রীগুরু চরণে চিদচিত্তত্ত্বের পার্থক্য এবং পরস্পরের সম্বন্ধ জানিয়া লওয়া আবশ্যক। এখন তৃতীয় অপরাধ ব্যাখ্যা করুন।

বাবাজী। নামতত্ত্বের সর্ব্বোত্তমতা যিনি শিক্ষাদেন, তিনিই নাম গুরু। তাঁহার প্রতি অচলা ভক্তি রাখা কর্ত্তব্য। যিনি নাম গুরুর প্রতি এইরূপ অবজ্ঞা করেন যে, তিনি নামশাস্ত্রই অবগত আছেন মাত্র; কিন্তু যাঁহারা বেদান্ত দর্শনাদি অধিক জানেন তাঁহারা নামশাস্ত্র গুরু অপেক্ষা শাস্ত্রার্থ অধিক অবগত; তিনি নামাপরাধী। বস্তুতঃ নামতত্ত্ববিদ্‌গুরু অপেক্ষা আর উচ্চগুরু নাই। তাঁহাকে তদ্রূপ মনে করিলে নামাপরাধ হইবে।

বিজয়। প্রভো! আপনার প্রতি আমাদের যদি শুদ্ধভক্তি থাকে, তবেই আমাদের সুমঙ্গল। এখন কৃপা করিয়া ৪র্থ অপরাধ ব্যাখ্যা করুন্।

বাবাজী। শ্রুতিশাস্ত্র বিশেষ পরমার্থ শিক্ষার স্থলে নামকে সর্ব্বোপরি রাখিয়াছেন যথা,—

"ওঁ আস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবিক্তন মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে॥ ওঁ" তৎসৎ ওঁ। পদং দেবস্য নমসাবন্তঃ শ্রবস্যবশ্রব আপন্নমৃক্তং নামানি চিদ্দধিরে যজ্ঞিয়ানি ভদ্রায়ান্তে রণয়ন্তঃ সংদৃষ্টৌ। ওঁ তমুস্তোতারঃ পূর্ব্বং যথাবিদ ঋতস্য

গর্ভং জনুসা পিপর্ত্তন আস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবিক্তন মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজা- মহে ইত্যাদ্যা ॥"

এইরূপ সকল বেদে ও সকল উপনিষদে নাম মহাত্ম্য দৃষ্ট হয়। এই সকল শ্রুতি নিন্দা করিলে নামাপরাধ হয়। অনেকে দুর্ভাগ্য বশতঃ শ্রুতির অন্যান্য উপদেশকে অধিক সম্মান করতঃ নামার্থ প্রতিপাদক শ্রুতির প্রতি যে অবহেলা করেন, তাহাই তাঁহাদের নামাপরাধ। সেই অপরাধ ক্রমে তাঁহাদের নামে রুচি হয় না। তোমরা এই সমস্ত প্রধান প্রধান শ্রুতিবাক্যকে শ্রুতি শিরোমণি জ্ঞানে হরিনাম করিবে।

বিজয়। প্রভো, আপনার শ্রীমুখে যেন অমৃতবর্ষণ হইতেছে। এখন পঞ্চম নামাপরাধ জানিবার জন্য আমরা তৃষ্ণাযুক্ত।

বাবাজী। হরিনামে যে অর্থবাদ তাহাই পঞ্চমাপরাধ।

জৈমিনী ;—শ্রুতি স্মৃতি পুরাণেষু নাম মাহাত্ম্য বাচিষু ॥
যেঽর্থবাদ ইতি ব্রূয়ুর্নতেষাং নিরয়ং ক্ষয়ঃ ॥

ব্রহ্মসংহিতায় বলিয়াছেন ,—

যন্নামকীর্ত্তন ফলং বিবিধং নিশম্য ন শ্রদ্দধাতি মনুতে যদুতার্থবাদং।
যো মানুষস্তমিহ দুঃখচয়ে ক্ষিপামি সংসার ঘোরবিবিধার্ত্তিনিপীড়িতাঙ্গং ॥

শাস্ত্র কহিয়াছেন যে, ভগন্নামে ভগবানের সকল শক্তি আছে। নাম চিন্ময়, অতএব মায়িকজগতকে সংহার করিতে সমর্থ

বিষ্ণুধর্ম্মে ;—কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্যবাচি প্রবর্ত্ততে।
ভস্মীভবন্তি রাজেন্দ্র মহাপাতককোটয়ঃ ॥

বৃহন্নারদীয়ে;—মান্যৎপশ্যামি জন্তূনাং বিহায় হরিকীর্ত্তনং।
সর্ব্বপাপপ্রশমনং প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজোত্তমঃ ॥

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে ;—নাম্নোঽস্য যাবতীশক্তি পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎকর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকীজনঃ ॥

এই সমস্ত নামাহাত্ম্য পরম সত্য। ইহা শ্রবণ করিয়া কর্ম্ম ও জ্ঞান ব্যবসায়ী লোক নিজ নিজ ব্যবসায় রক্ষার নিমিত্ত ইহাতে অর্থবাদ করেন। অর্থবাদ এই যে শাস্ত্র নাম সম্বন্ধে যে মাহাত্ম্য বলিয়াছেন তাহা প্রকৃত নয়, কেবল নামে মতি প্রদান করিবার জন্য এরূপ ফলশ্রুতি লিখিয়াছেন। এই নামাপরাধে সেই সকল লোকের নামে রুচি হয় না। তোমরা শাস্ত্রোক্তবাক্যে বিশ্বাসপূর্ব্বক হরিনাম

করিবে। যাঁহারা অর্থবাদ করেন তাঁহাদিগের সঙ্গ করিবে না। এমত কি হঠাৎ তাঁহাদের মুখ দেখিলে বস্ত্রের সহিত স্নান করিবে, এরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ শিক্ষা দিয়াছেন।

বিজয়। প্রভো! গৃহস্থলোকের পক্ষে শুদ্ধ নামগ্রহণ বড় সহজ নহে, কেন না তাহারা সর্ব্বদা নামাপরাধী অসল্লোকে পরিবৃত। আমাদের ন্যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পক্ষে সৎসঙ্গ বড় কঠিন। হে প্রভো, আপনি কৃপা করিয়া সেই সকল কুসঙ্গ পরিত্যাগে শক্তি প্রদান করুন। আপনার মুখে যত শ্রবণ করিতেছি, ততই সুশ্রূষা বৃদ্ধি হইতেছে। এখন ষষ্ঠাপরাধ বলুন।

বাবাজী। ভগবানের নাম সকলকে কল্পিত মনে করিলে ষষ্ঠাপরাধী হয়। মায়াবাদীগণ এবং কর্ম্মজড়সকল মনে করেন যে পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম নির্ব্বিকার ও নাম-রূপশূন্য। তাঁহার রামকৃষ্ণাদি নাম কার্য্যসিদ্ধির জন্য ঋষিগণ কল্পনা করিয়াছেন, যাঁহাদের এরূপ সিদ্ধান্ত তাঁহারা নামাপরাধী। হরিনাম নিত্যবস্তু ও চিন্ময়। ভক্তির সহিত জড়েন্দ্রিয়ে নাম উদয় হন এই মাত্র। সদ্গুরু ও শ্রুতিশাস্ত্র হইতে ইহাই শিক্ষা করিয়া হরিনামকে সত্য বলিয়া জানিবে। কল্পিত বলিয়া মনে করিলে কখনই নামের কৃপা হইবে না।

বিজয়। প্রভু, যে পর্য্যন্ত আপনার অভয় পদ আশ্রয় না করিয়াছিলাম, সে পর্য্যন্ত কর্ম্মজড় ও নৈয়ায়িকগণের সঙ্গে আমাদের সেরূপ বুদ্ধি ছিল। আপনার কৃপায় সে বুদ্ধি দূর হইয়াছে। এখন কৃপা করিয়া সপ্তম অপরাধ ব্যাখ্যা করুন্।

বাবাজী। যাহাদের নামবলে পাপাচরণে প্রবৃত্তি হয় তাহারা নাম অপরাধী। নামের ভরসায় যে সকল পাপ করা যায় তাহা যমানয়ম দ্বারা শুদ্ধ হয় না। কেন না তাহা নামাপরাধের মধ্যে গণিত হওয়ায় নামাপরাধ ক্ষয়ের যে পদ্ধতি আছে, তাহাতেই তাহাদের ক্ষয় হয়।

বিজয়। প্রভো, জগতে এরূপ পাপ নাই যাহা নামে বিনষ্ট হয় না; তখন নামোচ্চারণকারীর পাপ বিনষ্ট না হইয়া কেন অপরাধের মধ্যে পরিগণিত হয়।

বাবাজী। বাবা, জীব যেদিন শুদ্ধনামাশ্রয় করেন সে দিন এক নামেই তাঁহার প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ সমস্ত পাপই বিনষ্ট হয়। পরে যে নাম করেন তাহাতে নামে প্রেম হয়। সুতরাং শুদ্ধ নামাশ্রিতব্যক্তির পাপবুদ্ধি দূরে থাকুক পুণ্যাদিকার্য্যে ও রুচি থাকে না। পাপপুণ্যের কথা দূরে থাকুক মোক্ষতে ও রুচি থাকে না। নামাশ্রিতব্যক্তি কখনই পাপ করিবেন না। তবে এই মাত্র ইহাতে বিবেচ্য যে সাধক ব্যক্তি নাম উচ্চারণ করিতেছেন তথাপি তাঁহার কিছু

কিছু অপরাধ থাকায় উচ্চারিত নাম কেবল নামাভাস হয়, নাম হয় না। নামাভাসে ও পূর্ব্বপাপক্ষয় হয় এবং নূতন পাপে রুচি জন্মে না। কিন্তু পূর্ব্ব অভ্যাস ক্রমে কিছু কিছু পাপাবশেষ থাকে। তাহা নামাভাসে ক্রমশঃ ক্ষয় হইতে থাকে। কদাচিৎ কোন পাপ হঠাৎ হইয়া পড়ে তাহাও নামাভাসে দূর হয়। কিন্তু যদি সেই নামাশ্রয়ী ব্যক্তি এরূপ মনে করেন যে, নামের দ্বারা সকল পাপক্ষয় হয়, আমি যদি কোন পাপ করি তাহা ও অবশ্য ক্ষয় হইবে। এই ভরসায় তিনি যে পাপাচরণ করেন সেই পাপ অপরাধ হইয়া পড়ে।

বিজয়। অষ্টমাপরাধ ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করুন।

বাবাজী। ধর্ম্ম অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ও দানাদি ধর্ম্ম। ব্রত অর্থাৎ সমস্ত শুভদ কর্ম্ম। ত্যাগ অর্থাৎ সর্ব্ব কর্ম্মফলত্যাগরূপ ন্যাস ধর্ম্ম হুত অর্থাৎ বহুবিধ যজ্ঞ ও অষ্টাঙ্গযোগাদি। এই সকল সৎকর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত। ইহা ব্যতীত শাস্ত্রে যে সকল শুভ ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে সে সমস্তই জড়ধর্ম্মান্তর্গত সুতরাং প্রাকৃত। ভগবন্নাম প্রকৃতির অতীত পূর্ব্বোক্ত সমস্ত সৎকর্ম্মই উপায়স্বরূপ হইয়া অপ্রাকৃত সুখরূপ উপেয় সংগ্রহ করিবার প্রতিজ্ঞা করে সুতরাং সে সকল উপায় মাত্র কেহই উপেয় নয়। কিন্তু হরিনাম সাধন কালে উপায় হইলে ও ফলকালে স্বয়ং উপেয়। অতএব হরিনামের সহিত অন্য কোন সৎকর্ম্মের তুলনা নাই। যাহাদের মনে অন্য সৎকর্ম্মের সহিত হরিনামের অনন্যবুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হয় তাঁহারা নামাপরাধী। সেই সেই কর্ম্মের যে সকল ক্ষুদ্রফল নির্ণীত আছে তাহা নামের নিকট প্রার্থনা করিলে নাম অপরাধ হয়। কেন না তাহাতে অন্য সৎকর্ম্মের সহিত নামের সাম্যবুদ্ধি হইয়া পড়ে। তোমরা সৎকর্ম্মের তুচ্ছফল জানিয়া হরি নামকে অপ্রাকৃতবুদ্ধিতে আশ্রয় করিবে। ইহাই অভিধেয়জ্ঞান।

বিজয়। প্রভো, হরিনামের তুল্য আর কিছুই নাই তাহা আমাদের বোধ হইতেছে। এখন নবম অপরাধ ব্যাখ্যা করুন। আমাদের চিত্ত বড়ই সতৃষ্ণ হইয়াছে।

বাবাজী। বেদশাস্ত্রে যাহাকিছু উপদিষ্ট হইয়াছে তৎসর্ব্বাপেক্ষা হরিনাম উপদেশ শ্রেষ্ঠ। অনন্যভক্তিতে যাঁহাদের শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তাঁহারাই হরিনামের প্রকৃত অধিকারী। যাহাদের শ্রদ্ধা হয় নাই, অপ্রাকৃত সুখে বিমুখ এবং হরিনাম শ্রবণে রুচি হীন তাহাদিগকে হরিনাম উপদেশ করিলে নামাপরাধ হয়। হরিনাম সর্ব্বোপরি এবং সেই হরিনাম গ্রহণ করিলে সকলের মঙ্গল হইবে এইরূপ উপদেশ কীর্ত্তন করাই ভাল অধিকারী না দেখিয়া হরিনাম দান করিবে না।

যখন তুমি পরমভাগবত হইবে তখন তুমি শক্তি সঞ্চার করিতে পারিবে। কৃপা পূর্ব্বক প্রথমে শক্তিসঞ্চার করিয়া যে জীবের নামে শ্রদ্ধা উৎপত্তি করিবে, তাঁহাকে হরিনাম উপদেশ করিবে। যত দিন মধ্যম বৈষ্ণব থাক ততদিন অশ্রদ্ধধান, বহির্ম্মুখ ও বিদ্বেষী ব্যক্তিদিগকে উপেক্ষা করিবে।

বিজয়। প্রভো। অনেকেই অর্থলোভে বা যশঃলোভে অনধিকারীকে হরি নাম মহামন্ত্র দান করেন, তাঁহারা কিরূপ?

বাবাজী। তাঁহারা নামাপরাধী॥

বিজয়! কৃপা করিয়া দশম অপরাধটী ব্যাখ্যা করুন্।

বাবাজী। যিনি এই জড়ীয় সংসারে আমি একজন এবং এই সমস্ত সম্পত্তি ও জনগণ আমার এরূপ বুদ্ধিতে মত্ত হইয়া থাকেন; কদাচিৎ কোন দিন ক্ষণিক বিরাগ বা জ্ঞান উদয় হইলে পণ্ডিতদিগের নিকট নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করেন; অথচ সেই নামে যে প্রীতি করা উচিত তাহা করেন না, তিনি ও নাম অপরাধী। এই জন্যই শিক্ষাষ্টকে এরূপ কথিত হইয়াছে,—

নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্ব শক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি, দুর্দ্দৈবমিদৃশমিহাজনিনানুরাগঃ॥

বাবা, এই দশটী অপরাধ শূন্য হইয়া নিরন্তর হরিনাম কর। নাম অতিশীঘ্র কৃপাকরিয়া প্রেম দিয়া পরম ভাগবত করিবেন।

বিজয়। প্রভো, দেখিতেছি যে, মায়াবাদী, কর্ম্মবাদী, যোগী, সকলেই নামাপরাধী। বহুজন মিলিত হইয়া যে নামসংকীর্ত্তন করেন, তাহাতে শুদ্ধবৈষ্ণব দিগের যোগ দেওয়া উচিত কি না?

বাবাজী। যে সঙ্কীর্ত্তনমণ্ডলে নামাপরাধীগণ প্রধান হইয়া কীর্ত্তন করে, তাহাতে বৈষ্ণবের যোগ দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু যে সঙ্কীর্ত্তনমণ্ডলে শুদ্ধবৈষ্ণব বা সামান্য নামাভাসী প্রবল তাহাতে যোগদিলে দোষ হয় না। বরং নামসঙ্কীর্ত্তনের সুখলাভ হয়। অদ্য রাত্র অধিক হইল কল্য নামাভাস তত্ত্ববিচার শ্রবণ করিবে।

বিজয় ও ব্রজনাথ নামপ্রেমে গদগদস্বরে বাবাজী মহাশয়কে স্তুতি করতঃ তাঁহার পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক বিল্বপুষ্করিণীর অভিমুখে 'হরিহরয়ে নমঃ' গান করিতে করিতে গমন করিলেন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

নিত্যধর্ম্ম ও সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন।

প্রমেয়ান্তর্গত নামাপরাধ বিচার।

পরদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বিজয় ও ব্রজনাথ বৃদ্ধবাবাজী মহোদয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। অবসর পাইয়া বিজয় বলিলেন, প্রভো! কৃপা করিয়া নামাভাস তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে বলুন, আমাদের নাম সম্বন্ধে তৃষ্ণা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। বাবাজী বলিলেন, তোমরা ধন্য। শ্রীনামতত্ত্ব বুঝিতে হইলে নাম, নামাভাস ও নামাপরাধ এই তিনটী বিষয় বুঝিতে হয়। নাম ও নামাপরাধ-বিষয়ে অনেক কথা বলিয়াছি। সম্প্রতি নামাভাস ব্যাখ্যা করিতেছি। নামের আভাসকে নামাভাস বলে।

বিজয়। আভাস কি ও কত প্রকার?

বাবাজী। আভাসশব্দে কান্তি, ছায়া ও প্রতিবিম্বকে বুঝায়। কোন প্রকাশ-ময় বস্তুর যে কান্তি বিস্তৃত হয়, তাহাকেই কান্তি বা ছায়া বলা যায়। সেই প্রকাশ-ময় বস্তু অন্যত্রে প্রতিভাত হইলে তাহাকে প্রতিবিম্ব বলা যায়। সুতরাং নামরূপ সূর্য্যের দুই প্রকার আভাস অর্থাৎ নামছায়া ও নামপ্রতিবিম্ব। বিজ্ঞগণ ভক্ত্যাভাস, ভাবাভাস, নামাভাস, বৈষ্ণবাভাস এই সকল শব্দ অনুক্ষণ ব্যবহার করেন। সর্ব্ব-প্রকার আভাসই প্রতিবিম্ব ও ছায়াভেদে দুই প্রকার।

বিজয়। ভক্ত্যাভাস, ভাবাভাস, নামাভাস ও বৈষ্ণবাভাস এই সকলের পরস্পর সম্বন্ধ কি?

বাবাজী। বৈষ্ণব হরিনাম আলোচনা করেন। তিনি যখন ভক্ত্যাভাসের সহিত নামালোচনা করেন, তখন তাঁহার আলোচিত নাম নামাভাস। তিনি স্বয়ং বৈষ্ণবাভাস বা ভক্ত্যাভাস। তিনি যখন ভাবাভাসের সহিত নামালোচনা করেন, তখন ও তাঁহার নাম নামাভাস মাত্র। ভাব ও ভক্তি একই বস্তু কেবল সংকোচ বিকোচ অবস্থাভেদে পৃথক নামে পরিচিত।

বিজয়। কোন অবস্থায় জীব বৈষ্ণবাভাস হন্?

বাবাজী। শ্রীভাগবতে বলিয়াছেন "অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়ে-হতে। নতদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ।" এইশ্লোকে যে শ্রদ্ধাশব্দ

আছে, তাহা শ্রদ্ধাভাস মাত্র, কেননা ভগবদ্ভক্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণপূজায় যে শ্রদ্ধা তাহা প্রকৃত শ্রদ্ধার ছায়া বা প্রতিবিম্ব। তাহা কেবল পরম্পরাগত লোকরক্ষী শ্রদ্ধা মাত্র। অনন্যভক্তিতে যে অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা হয় তাহা নয়। সেই ভক্তাভাসের শ্রদ্ধা ও পূজা প্রাকৃত অতএব তিনি ও প্রাকৃত ভক্ত বা বৈষ্ণবাভাস। শ্রীমন্মহাপ্রভু হিরণ্যগোবর্দ্ধনকে বৈষ্ণব প্রায় বলিয়াছিলেন। বৈষ্ণব প্রায় শব্দের অর্থ এই যে প্রকৃত বৈষ্ণবের ন্যায় মালা মুদ্রাদিধারণ পূর্ব্বক নামাভাস করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃত বা শুদ্ধবৈষ্ণব নন।

বিজয়। মায়াবাদীগণ যদি বৈষ্ণবমুদ্রা ধারণপূর্ব্বক নাম উচ্চারণ করেন, তবে তাঁহাদিগকে কি বৈষ্ণবাভাস বলা যাইবে?

বাবাজী। না, তাহাদিগকে বৈষ্ণবাভাস বলা যাইবে না। তাঁহারা অপরাধী অতএব তাঁহাদিগকে বৈষ্ণবাপরাধী বলা যায়। প্রতিবিম্ব নামাভাস ও প্রতিবিম্ব ভাবাভাস আশ্রয় করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে বৈষ্ণবাভাস বলা যাইতে পারিত কিন্তু অত্যন্ত অপরাধবশতঃ তাঁহারা বৈষ্ণবনামের যোগ্য না হওয়ায় তাঁহারা স্বয়ং পৃথক হইয়া পড়েন।

বিজয়। প্রভো! শুদ্ধনামের লক্ষণ আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিলে আমরা ভালরূপে বুঝিতে পারি।

বাবাজী। অন্যাভিলাষিতাশূন্য ও জ্ঞানকর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত আনুকূল্য ভাবের সহিত নাম করিলে শুদ্ধনাম হয়। নামের চিন্ময়ভাব স্পষ্ট উদয় করিয়া পরমানন্দ অনুভবের যে অভিলাষ তাহা অন্যাভিলাষ নয়। তদ্ব্যতীত নাম দ্বারা পাপক্ষয় বা মোক্ষ লাভের অভিলাষাদি যত প্রকার বাসনা আছে, তাহা সমস্তই অন্যাভিলাষ। অন্যাভিলাষ থাকিলে নামশুদ্ধ হন না। জ্ঞান কর্ম্ম যোগাদির চেষ্টায় তত্তৎ বিষয়ের অবান্তর ফল কামনা রহিত না হইলেও শুদ্ধ নাম হয় না। প্রাতিকূল্যভাবকে হৃদয় হইতে দূর করিয়া কেবল নামের অনুকূল প্রবৃত্তির সহিত যে নামালোচনা তাহাই শুদ্ধনাম। এই লক্ষণে আলোচনাপূর্ব্বক দেখ যে নামাপরাধ ও নামাভাস শূন্য নামই শুদ্ধনাম। অতএব শ্রীকলিযুগপাবনাবতার গৌরচন্দ্র বলিয়াছেন যে "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয় সদা হরিঃ।"

বিজয়। প্রভো! নামাভাস ও নামাপরাধের স্বরূপ ভেদ কি?

বাবাজী। শুদ্ধনাম না হইলেই নামাভাস হইল। সেই নামাভাস কোন অবস্থায় নামাভাস বলিয়া উক্ত হয় এবং কোন অবস্থায় নামাপরাধ বলিয়া উক্ত হয়

যেস্থলে অজ্ঞতা বশতঃ অর্থাৎ ভ্রমপ্রমাদবশতঃ নামের অশুদ্ধ লক্ষণ হয় সেস্থলে কেবল নামাভাস। যেস্থলে মায়াবাদাদি জনিত ধূর্ত্ততা, মুমুক্ষা ও ভোগবাঞ্ছা হইতে অশুদ্ধ নামের উদয়, সেস্থলে নামাপরাধ হয়। যে দশটী নামাপরাধ তোমাদিগকে বলিয়াছি, তাহা যদি সরল অজ্ঞতা হইতে হইয়া থাকে, তবে সে সমস্তই নামাভাস মাত্র। জ্ঞাতব্য এই যে, নামাভাস যতদিন অপরাধ লক্ষণ না পায়, ততদিন নামাভাস বিদূরিত হইয়া শুদ্ধ নামোদয়ের আশা থাকে। অপরাধ লক্ষণ হইলে আর সহজে নামোদয় হয় না। নামাপরাধ ক্ষয়ের যে পদ্ধতি বলা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত মঙ্গল আর উদয় হয় না।

বিজয়। নামাভাসী ব্যক্তি কি উপায় অবলম্বন করিলে, নামাভাস নাম হইয়া উদিত হন?

বাবাজী। শুদ্ধভক্তের সঙ্গ নামালোচনা করিতে করিতে অতি শীঘ্র শুদ্ধ-ভক্তিতে রুচি হয়। তখন যে নাম জিহ্বায় আবির্ভূত হন সে নাম শুদ্ধনাম হন। সঙ্গে সঙ্গে নামাপরাধীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে যত্ন করা আবশ্যক, কেননা সে রূপ সঙ্গ থাকিলে শুদ্ধ নামে উদয় হয় না। সৎসঙ্গই জীবের মঙ্গলের একমাত্র হেতু। এইজন্যই প্রাণেশ্বর গৌরচন্দ্র সনাতনগোস্বামীকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন যে সৎসঙ্গই ভক্তিমূল। যোষিৎসঙ্গ ও অভক্তসঙ্গ ত্যাগ করত সৎসঙ্গে কৃষ্ণনাম কর।

বিজয়। প্রভো! তবে কি গৃহিণী সঙ্গ ত্যাগ না করিলে জীবের শুদ্ধনাম উদয় হইবে না?

বাবাজী। স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ বিবাহিত স্ত্রীর সহিত অনাসক্তভাবে বৈষ্ণবসংসার সমৃদ্ধি করেন, তাহাকে স্ত্রীসঙ্গ বলে না। স্ত্রীলোকে যে পুরুষের আসক্তি এবং পুরুষে যে স্ত্রীলোকের আসক্তি তাহারই নাম যোষিৎসঙ্গ। সেই আসক্তি ত্যাগ করিয়া গৃহস্থ লোক শুদ্ধ কৃষ্ণনাম আলোচনায় পরমপুরুষার্থ লাভ করিতে পারেন।

বিজয়। প্রভো! নামাভাস কত প্রকারে লক্ষিত হয়?

বাবাজী। শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন;—

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যম্বাস্তোভং হেলনমেববা। বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥

নামতত্ত্ব ও সম্বন্ধতত্ত্বে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ চারিপ্রকারে নামাভাস করেন। কেহ কেহ সঙ্কেত দ্বারা কেহ কেহ পরিহাস দ্বারা, কেহ কেহ স্তোভ দ্বারা এবং কেহ কেহ হেলন দ্বারা নাম উচ্চারণ করতঃ নামাভাস করেন।

বিজয়। প্রভো! সাংকেত্য নাম গ্রহণ কিরূপ?

বাবাজী। অজামিল মরণসময়ে স্বীয় পুত্রকে তদীয় নারায়ণ নামে আহ্বান করিয়াছিল। কৃষ্ণের নাম নারায়ণ বলিয়া অজামিলের সাংকেত্য নামগ্রহণের ফল লাভ হইয়াছিল। ম্লেচ্ছগণ শূকরকে হারাম হারাম বলিয়া ঘৃণা করে। হারাম শব্দে হা রাম এই দুইটী শব্দ থাকায় তাহাদের সাংকেত্য নাম গ্রহণ ফলে যমযন্ত্রণা হইতে মুক্তি হয়। নামাভাসে যে মুক্তি হয়, তাহা সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত। নামাক্ষরে মুকুন্দ সম্বন্ধ দৃঢ়রূপে গ্রথিত থাকায় নামাক্ষর উচ্চারণে মুকুন্দস্পর্শ ঘটিয়া পড়ে। অনায়াসে মুক্তি হয়। বহুকষ্টে ব্রহ্মজ্ঞানে যে মুক্তি হইতে পারে নামাভাসে সে মুক্তি সকলেরই অনায়াসে হইয়া থাকে।

বিজয়। প্রভো! পণ্ডিতাভিমানী মুমুক্ষুগণ এবং অতত্ত্বজ্ঞ ম্লেচ্ছগণ, তথা পরমার্থবিরোধী অসুরগণ পরিহাস করিয়া কৃষ্ণনাম গ্রহণ করতঃ মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তাহা আমরা শাস্ত্রে অনেকস্থলে পাঠ করিয়াছি। স্তোভপূর্ব্বক নামগ্রহণ কিরূপ তাহা বলুন।

বাবাজী। অসম্মানপূর্ব্বক অন্যকে কৃষ্ণনাম করিতে বাধা দিবার সময় যে নাম গ্রহণ হয় তাহাই স্তোভ। একজন সুবৈষ্ণব হরিনাম উচ্চারণ করিতেছেন, তখন একজন পাষণ্ড আসিয়া কদর্য্য মুখভঙ্গী করত বলিল, "হাঁ তোর হরি কৃষ্ণ সকলই করিবে।" ইহাই স্তোভের উদাহরণ। তাহাতেও সেই পাষণ্ডের মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে, নামাক্ষরের এরূপ স্বাভাবিক বল।

বিজয়। হেলন কিরূপ?

বাবাজী। অনাদরপূর্ব্বক নামগ্রহণ। প্রভাসখণ্ডে,—

মধুর মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপং।

সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥

এই শ্লোকে "শ্রদ্ধয়া" অর্থে আদরপূর্ব্বক, "হেলয়া" অর্থাৎ অনাদরপূর্ব্বক ইহাই বুঝিতে হইবে। নরমাত্রং তারয়েৎ এই বাক্যদ্বারা যবনদিগকেও কৃষ্ণনাম মুক্তি দেন, ইহা বুঝিতে হইবে।

বিজয়। হেলন কি অপরাধ নয়?

বাবাজী। ধূর্ত্ততার সহিত হেলন হইলে অপরাধ। অজ্ঞতার সহিত হেলন হইলে নামাভাস।

বিজয়। নামাভাস হইতে কি কি ফল হয় এবং কি কি ফল হইতে পারে না, তাহা আজ্ঞা করুন।

বাবাজী। ভুক্তি, মুক্তি, অষ্টাদশসিদ্ধির অন্তর্গত সকল ফলই নামাভাস হইতে লাভ হয়। কৃষ্ণ প্রেমরূপ পরমপুরুষার্থ নামাভাস হইতে লাভ হয় না। যদি নামাভাসী শুদ্ধভক্তের সঙ্গক্রমে মধ্যমবৈষ্ণবপদে উন্নত হইতে পারেন, তবেই শুদ্ধভক্তি লাভ করত শুদ্ধনামের ফলে নামে প্রেম লাভ করেন।

বিজয়। প্রভো! জগতে বহুতর বৈষ্ণবাভাস বৈষ্ণব লিঙ্গধারণপূর্ব্বক নিরন্তর নামাভাস করিয়া থাকেন, তাঁহারা বহুদিনেও প্রেমলাভ করেন না ইহার কারণ কি?

বাবাজী। রহস্য এই যে, ভক্ত্যাভাস ব্যক্তিগণ শুদ্ধভক্তি লাভের যোগ্য হইতে পারিলেও অনন্যভক্তির অভাবে যাহাকে তাহাকে সাধু বলিয়া সঙ্গ করেন। তাহাতে মায়াবাদী প্রভৃতির কুসঙ্গ ক্রমে শুদ্ধবৈষ্ণবের প্রতি সহসা অপরাধী হইয়া স্বীয় স্বীয় উন্নতি পথরোধ করতঃ তত্তৎসঙ্গক্রমে মায়াবাদাদি অপসিদ্ধান্তে অবনত হইয়া পড়েন। সুতরাং শুদ্ধ-ভক্তি হইতে দূরে পড়িয়া ক্রমশঃ অপরাধী শ্রেণীভুক্ত হন। যদি তাঁহাদের পূর্ব্বসুকৃতি প্রবল হইয়া কুসঙ্গ হইতে তাঁহাদিগকে পৃথক রাখেন এবং সৎসঙ্গ আনিয়া উপস্থিত করেন, তবেই তাহাদিগের শুদ্ধবৈষ্ণবতা লাভ হয়।

বিজয়। প্রভো! নামাপরাধের ফল কি?

বাবাজী। পঞ্চবিধ পাপ কোটীগুণিত হইলেও নামাপরাধের তুল্য হয় না। নামাপরাধের ফল সহজেই বুঝিতে পারিবে।

বিজয়। প্রভো! নামাপরাধের ত ফল তদ্রূপ। নামাপরাধ সময়ে যে নামাক্ষর উচ্চারিত হয়, তাহার কি কোন সুফল নাই?

বাবাজী। নামাপরাধী যে ফল বাঞ্ছা করিয়া নামোচ্চারণ করেন, নাম সেই ফল তাহাকে দিয়া থাকেন। কখনই তাহাকে প্রেমফল দেন না। সঙ্গে সঙ্গে নামাপরাধের ফল তাহার ভোগ হয়। নামাপরাধী শঠতা সহকারে যে নাম করেন, তাহার ফল এইরূপ। অনেক সময়ে নামাপরাধী শঠতার অনবসরে নাম উচ্চারণ করেন। সেই নাম তাঁহার সুকৃতি মধ্যে সংগৃহীত হয়। ক্রমে ক্রমে সেই সুকৃতি পুষ্ট হইলে শুদ্ধ নাম পরায়ণ সাধুর সঙ্গ হয়। তখন নামাপরাধী অবিশ্রান্ত নাম গ্রহণ পূর্ব্বক নামাপরাধ হইতে মুক্তিলাভ করেন। এই প্রণালী ক্রমে সুপ্রতিষ্ঠিত মুমুক্ষুগণও ক্রমশঃ হরিভক্ত হইয়াছেন।

বিজয়। এক নামে যখন সমস্ত হরণ করিতে পারে, তখন অবিশ্রান্ত নামের প্রয়োজনতা কেন হইল?

বাবাজী। নামাপরাধীগণের চিত্ত ও ব্যবহার সর্ব্বদা দূষিত। স্বভাবতঃ তাহারা বহির্ম্মুখ। সুতরাং সাধু ব্যক্তিতে বা সাধু বস্তু বা কালে তাহাদের সর্ব্বদা অরুচি। অসৎপাত্রে, অসৎসিদ্ধান্তে ও অসৎকার্য্যে তাহাদের নৈসর্গিক রুচি। অবিশ্রান্ত নাম করিলে আর সেরূপ অসৎসঙ্গ ও কার্য্যে অবসর হয় না, সুতরাং অসৎসঙ্গাভাবে নাম ক্রমশঃ শুদ্ধ হইয়া সৎবিষয়ে বল বিধান করেন।

বিজয়। প্রভো! আপনকার শ্রীমুখ হইতে শ্রীনামতত্ত্বের অমৃত প্রবাহ আমাদের কর্ণকুহর দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক আমাদিগকে নাম প্রেমরসে উন্মত্ত করিতেছে। অদ্য আমরা নাম, নামাভাস ও নামাপরাধ পৃথক্ পৃথক্ করিয়া জানিতে পারিয়া কৃতার্থ হইলাম। উপসংহারে যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহা শুনিতে লালসা জন্মিতেছে।

বাবাজী। পণ্ডিত জগদানন্দের প্রেমবিবর্ত্তে একটী উপদেশ আছে, তাহা শ্রবণ কর।

অসাধু সঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়। নাম বাহিরায় বটে তবু নাম কভু নয়॥ কভু নামাভাস হয়, কভু নাম অপরাধ। এ সব জানিবে ভাই কৃষ্ণ ভক্তির বাধ॥ যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর। ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহর॥ দশ অপরাধ ত্যজ মান অভিমান। অনাসক্ত্যে বিষয়ভুঞ্জ লহ কৃষ্ণনাম॥ কৃষ্ণভক্তি অনুকূল করহ স্বীকার। কৃষ্ণ ভক্তির প্রতিকূল কর পরিহার॥ জ্ঞানযোগচেষ্টা ছাড় আর কর্ম্মসঙ্গ। মর্কটবৈরাগ্য ত্যজ যাতে দেহ-রঙ্গ॥ কৃষ্ণ আমায় পালে রক্ষে জান সর্ব্বকাল। আত্ম নিবেদন দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥ সাধু পাওয়া কষ্ট বড় জীবের জানিয়া। সাধুভক্ত রূপে কৃষ্ণ আইল নদীয়া॥ গোরাপদ আশ্রয় করহ বুদ্ধিমান। গোরা বই সাধু গুরু আছে কেবা আন॥ বৈরাগী ভাই, গ্রাম্য-কথা না শুনিবে কাণে। গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে যবে মিলিবে আনে॥ স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী দরশন। গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন॥ যদি চাহ প্রণয় রাখিতে গৌরাঙ্গের সনে। ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে॥ ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে। হৃদয়েতে রাধাকৃষ্ণ সর্ব্বদা সেবিবে॥ হরিদাসের ন্যায় কৃষ্ণনাম বলিবে বদনে। অষ্টকাল রাধাকৃষ্ণে সেবিবে কুঞ্জবনে॥

গৃহস্থ বৈরাগী দুঁহে বলে গোরারায়। দেখ ভাই, নাম বিনা যেন দিন নাহি যায়॥ বহু অঙ্গ সাধনে ভাই নাহি প্রয়োজন। কৃষ্ণনামাশ্রয়ে শুদ্ধ করহ জীবন॥ বদ্ধজীবে কৃপা করি কৃষ্ণ হৈল নাম। কলিজীবে দয়া করি কৃষ্ণ হৈল গৌরধাম॥ একান্ত সরল ভাবে ভজ গৌরজন। তবেত পাইবে ভাই

শ্রীকৃষ্ণচরণ॥ গৌরজন সঙ্গ কর গৌরাঙ্গ বলিয়া। হরেকৃষ্ণ রাম বল নাচিয়া নাচিয়া॥ অচিরে পাইবে ভাই নাম প্রেমধন। যাহা বিলাইতে প্রভুর নদে আগমন॥

বৃদ্ধবাবাজী মহাশয়ের বদনে শ্রীজগদানন্দের প্রেমবিবর্ত্ত শ্রবণ করিয়া বিজয় ও ব্রজনাথ মহাপ্রেমে আকুল হইয়া পড়িলেন। বাবাজী মহোদয় অনেকক্ষণ অচেতন প্রায় থাকিয়া বিজয় ও ব্রজনাথের গলদেশ দুই হাতে ধারণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে এই পদটী গান করিতে লাগিলেন ;—

কৃষ্ণনাম ধরে কত বল।

বিষয় বাসনানলে মোরচিত্ত সদা জ্বলে, রবি তপ্ত মরুভূমি সম।
কর্ণরন্ধ্র পথ দিয়া, হৃদিমাঝে প্রবেশিয়া, বরিষয় সুধা অনুপম॥ ১॥
হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে, শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ।
কণ্ঠে মোর ভঙ্গে স্বর, অঙ্গ কাঁপে থরথর, স্থির হৈতে না পারে চরণ॥ ২॥
চক্ষে ধারা দেহে ঘর্ম্ম, পুলকিত সব চর্ম্ম, বিবর্ণ হইল কলেবর।
মূর্চ্ছিত হইল মন, প্রলয়ের আগমন, ভাবে সর্ব্ব দেহ জরজর॥ ৩॥
করি এত উপদ্রব, চিত্তেবর্ষে সুধাদ্রব, মোরে ডারে প্রেমের সাগর।
কিছু না বুঝিতে দিল, মোরে ত বাতুল কৈল, মোরে চিত্তবিত্ত সব হরে॥ ৪॥
লইনু আশ্রয় যাঁর, হেন ব্যবহার তাঁর, বর্ণিতে না পারি এসকল।
কৃষ্ণনাম ইচ্ছাময়, যাহে যাহে সুখী হয়, সেই মোর সুখের সম্বল॥ ৫॥
প্রেমের কলিকা নাম, অদ্ভুত রসের ধাম, হেন বল করয় প্রকাশ।
ঈষৎ বিকশি পুন, দেখায় নিজরূপ গুণ, চিত্তহরি লয় কৃষ্ণপাশ॥ ৬॥
পূর্ণবিকশিত হঞা, ব্রজেমোরে যায় লঞা, দেখায় মোরে স্বরূপবিলাস।
মোরে সিদ্ধদেহ দিয়া, কৃষ্ণপাশে রাখে গিয়া, এ দেহের করে সর্ব্বনাশ॥ ৭॥
কৃষ্ণনাম চিন্তামণি, অখিল রসের খনি, নিত্য মুক্ত শুদ্ধ রসময়।
নামের বালাই যত, সব লয়ে হই হত, তবে মোর সুখের উদয়॥ ৮॥

এই নাম গান করিতে করিতে অর্দ্ধরাত্র হইল। নাম সমাপ্ত হইলে বিজয় ও ব্রজনাথ গুরুদেবের আজ্ঞালাভ করত নামরসে মগ্ন ভাবে নিজ স্থানে গমন করিলেন।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

রসবিচার আরম্ভ।

প্রায় একমাস বিজয়কুমার অনুপস্থিত। ব্রজনাথের পিতামহী ব্রজনাথ ও বিজয়কুমারের অভিপ্রায় প্রাপ্ত হইয়া ঘটকের দ্বারা একটী সুপাত্রী স্থির করিলেন। বিজয়কুমার সংবাদ পাইয়া স্বীয় ভ্রাতাকে ভাগিনেয়ের শুভবিবাহ কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য বিল্বপুষ্করণী গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন। শুভকার্য্য শুভদিনে নিষ্পন্ন হইল। বিবাহের সকল কথা মিটিয়া গেলে বিজয়কুমার একদিবস আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার চিত্ত পরমার্থ বিষয়ে বিশেষ উদ্বিগ্ন হওয়ায় তিনি আর বিষয় কথা আলোচনা না করিয়া একটু অন্যমন হইয়া বসিয়া আছেন। ব্রজনাথ বলিলেন "মামা আপনার চিত্ত আজকাল কেন স্থির নয়? আমাকে গোপনে বলুন। আপনার আজ্ঞা ক্রমে আমি সংসার শৃঙ্খলে বদ্ধ হইলাম। আপনার নিজের সম্বন্ধে আপনার মনের ভাব কি তাহা আজ্ঞা করুন্।" বিজয় বলিলেন, বাবা আমি একবার শ্রীপুরুষোত্তম দর্শন করিবার মানস করিয়াছি। কয়েকদিন পরে যাত্রীদিগের সহিত ক্ষেত্র যাত্রা করিব। চল একবার শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা লইয়া আসি। আহারান্তে অপরাহ্নে ব্রজনাথ ও বিজয় উভয়ে শ্রীমায়াপুর গিয়া শ্রীল রঘুনাথদাস বাবাজী মহাশয়কে সমস্ত কথা নিবেদন করিয়া ক্ষেত্রযাত্রার প্রার্থনা করিলেন। বাবাজী মহাশয় বিশেষ আনন্দের সহিত বলিলেন যে শ্রীপুরুষোত্তমে কাশীমিশ্রের ভবনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গাদিতে আজকাল শ্রীবক্রেশ্বরের শিষ্য শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী বিরাজমান। তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনপূর্ব্বক তাঁহার উপদেশ ভক্তিপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে। শ্রীস্বরূপ-গোস্বামীর শিক্ষা সম্প্রতি তাঁহারই কণ্ঠে আছে। প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে ব্রজনাথ বিশেষ আগ্রহের সহিত নিজের শ্রীপুরুষোত্তম গমনেচ্ছা প্রকাশ করিলে বিজয়কুমার আনন্দিত হইলেন। উভয়ে বাটীতে আসিয়া সে বিষয় প্রকাশ করায় ব্রজনাথের পিতামহীও সঙ্গে যাইবার কথা স্থির করিলেন।

জ্যৈষ্ঠমাস না পড়িতে পড়িতেই যাত্রীগণ স্বীয় স্বীয় গৃহপরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীপুরুষোত্তমের পথ অবলম্বন করিলেন। কয়েকদিন চলিতে চলিতে তাঁহারা দাঁতন অতিক্রম করিয়া জলেশ্বরে পৌঁছিলেন। ক্রমশঃ ক্ষীরচোর-গোপীনাথ দর্শন পূর্ব্বক শ্রীবিরজাক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তথায় নাভিগয়া ক্রিয়াসমাপ্তিপূর্ব্বক বৈতরণী স্নানান্তে কটকনগরে গিয়া গোপাল দর্শন করিলেন। পরে একাম্রকাননে শ্রীলিঙ্গরাজ দর্শন করতঃ ক্রমশঃ শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। যাত্রীগণ আপন

আপন পাণ্ডাদিগের প্রদত্ত নিলয়ে স্থান প্রাপ্ত হইলেন। বিজয়কুমার, ব্রজনাথ ও তৎপিতামহী হরচণ্ডী সাহিতে বাসা করিলেন। রীতিমত তীর্থ পরিক্রমণ সমুদ্রস্নান, পঞ্চতীর্থ দর্শন, ভোগ প্রসাদাদি সেবন করিতে লাগিলেন। তিন চারি দিবস অবস্থানের পর বিজয়কুমার ও ব্রজনাথ শ্রীমন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতিকৃতি, শ্রীচরণ চিহ্ন ও অঙ্গুলী চিহ্ন দর্শন করতঃ মহাপ্রেমে বিহ্বল হইয়া সেই দিনেই কাশীমিশ্রের ভবনে প্রবেশ করিলেন। কাশীমিশ্রের বাটীতে পাকা প্রস্তরময় গৃহে শ্রীগম্ভীরা ও তত্রস্থিত খড়মাদি দর্শন করিলেন। একদিকে শ্রীরাধাকান্তের মন্দির ও অন্যদিকে শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর আসন ঘর। বিজয় ও ব্রজনাথ প্রেমানন্দে গদ গদ হইয়া শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর পদতলে নিপতিত হইলেন। গুরু-গোস্বামী কৃপা করিয়া তাঁহাদের ভাব দর্শন করতঃ তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন দিয়া বসাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের পরিচয় কি? বিজয় ও ব্রজনাথ স্বীয় স্বীয় পরিচয় দিলে গুরুগোস্বামীর চক্ষে দরদর ধারা বহিতে লাগিল। শ্রীনবদ্বীপের নাম শ্রবণ করতঃ বলিলেন আজ আমি শ্রীধামবাসী দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম। বল, শ্রীমায়াপুরে আজকাল রঘুনাথ দাস ও গোরাচাঁদ দাস প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ কেমন আছেন। আহা! রঘুনাথদাসকে মনে পড়িলে আমার শিক্ষাগুরু শ্রীদাস গোস্বামীকে মনে পড়ে। তখনই গুরু গোস্বামী স্বীয় শিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন যে এই দুই মহাত্মা আজ এখানে প্রসাদ পাইবেন। ব্রজনাথ ও বিজয় শ্রীধ্যানচন্দ্রের প্রকোষ্ঠে গিয়া শ্রীমহাপ্রসাদ প্রাপ্ত হইলেন। মহাপ্রসাদ সেবার পর তাঁহাদের তিন জনের অনেক কথোপকথন হইল। বিজয় কুমারের শ্রীভাগবতে পাণ্ডিত্য এবং ব্রজনাথের সর্ব্বশাস্ত্রের জ্ঞান জানিতে পারিয়া ধ্যানচন্দ্র গোস্বামী পরমানন্দ লাভ করতঃ গুরু গোস্বামীর নিকট সমস্ত কথা জানাইলেন। গুরু-গোস্বামী কৃপা করিয়া বলিলেন তোমরা দুইজন আমার হৃদয়ের ধন। যে কয়দিন শ্রীপুরুষোত্তমে থাক আমাকে দর্শন দিবে। বিজয়কুমার ও ব্রজনাথ সেই সময় কহিলেন, প্রভো শ্রীমায়াপুরের রঘুনাথ দাস বাবাজী মহাশয় আমাদিগকে অনেক কৃপা করিয়াছেন এবং আপনার শ্রীচরণে উপদেশ গ্রহণ করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। গুরু গোস্বামী বলিলেন, রঘুনাথদাস বাবাজী পরমপণ্ডিত। তিনি যে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা যত্নপূর্ব্বক পালন করিবে। যদি আর কিছু জানিতে ইচ্ছা কর কল্য মধ্যাহ্ন ধূপেরপর এখানে আসিয়া প্রসাদ সেবাকরতঃ জিজ্ঞাসা করিবে। গুরু-গোস্বামীর এই আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া তাহারা দুইজন হরচণ্ডীসাহি গমন করিলেন।

পরদিবস নির্ণীত সময়ে উভয়ে শ্রীরাধাকান্ত মঠে প্রসাদ সেবা করতঃ গুরু-গোস্বামীর চরণে নিবেদন করিলেন, প্রভো! আমরা রসতত্ত্ব জানিতে বাসনা করি। কৃষ্ণভক্তিরস আপনার শ্রীমুখে শ্রবণ করিলে আমরা চরিতার্থ হইব। আপনি শ্রীনিমানন্দ সম্প্রদায়ে প্রধান-গুরু এবং শ্রীমহাপ্রভুর স্থানে শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর গদিতে জগদ্গুরু রূপে বিরাজমান। আপনার শ্রীমুখে রসতত্ত্ব শুনিয়া আমাদের যে কিছু পা গুত্য আছে তাহা সফল হউক। শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামী নিজজনে উপযুক্ত শিষ্যলাভ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়া বলিতে লাগিলেন।

যিনি শ্রীনবদ্বীপ মায়াপুরে অবতীর্ণ হইয়া গৌড়ীয় ও ওঢ়ীয়গণকে কৃপা করিয়া আত্মসাথ করিয়াছেন সেই শচীনন্দন নিমাঞী পণ্ডিত আমাদিগের আনন্দ বিধান করুন্। যিনি মধুররসের সেবা সম্পাদন পূর্ব্বক সেই শ্রীমহাপ্রভুকে নিরন্তর আনন্দিত করিতেন সেই শ্রীস্বরূপগোস্বামী আমাদের হৃদয়ে স্ফুর্ত্তিলাভ করুন্। যাহার নৃত্যে নিমাঞী পণ্ডিত একান্ত বশীভূত এবং যিনি কৃপা করিয়া দেবানন্দ-পণ্ডিতকে পরিশোধিত করিয়াছিলেন সেই বক্রেশ্বরপণ্ডিত তোমাদের মঙ্গল সাধন করুন্। রস একটী অতুল্যতত্ত্ব। সাক্ষাৎ পরব্রহ্মের লীলাবিকাশরূপ চন্দ্রোদয়। কৃষ্ণভক্তি বিশুদ্ধ হইয়া যখন ক্রিয়াকার লাভকরে তখন তাহাকে ভক্তিরস বলা যায়।

ব্রজনাথ। রস কি কোন পূর্ব্বসিদ্ধতত্ত্ব?

গুরুগোস্বামী। আমি এই প্রশ্নের এককথায় উত্তর দিতে পারি না। একটু বিস্তার করিয়া বলিতেছি তুমি বুঝিয়া লও। তোমার গুরুদেবের নিকট যে কৃষ্ণ-রতির কথা শুনিয়াছ, তাহাকেই স্থায়ীভাব বলে। তৎ পরিপোষণে কৃষ্ণভক্তি-রস হয়।

ব্রজনাথ। স্থায়ীভাব ও সামগ্রী ইহারা কি, তাহা একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতে আজ্ঞা করুন্। আমরা ভাব যে কি বস্তু তাহা গুরুদেবের নিকট শুনিয়াছি। ভাব সকল মিলিত হইয়া কিরূপে রসকে উৎপন্ন করে তাহা শুনি নাই।

গোস্বামী। হাঁ সাধারণতঃ ভাবরূপা ভক্তিই কৃষ্ণরতি। তাহা ভক্তদিগের পূর্ব্বতন ও আধুনিক সংস্কারক্রমে হৃদয়ে উদিত হইয়া স্বয়ং আনন্দরূপা সত্ত্বেও রসাবস্থা লাভ করেন। সামগ্রী চারিপ্রকার;—অর্থাৎ (১) বিভাব, (২) অনুভাব সাত্ত্বিক, (৪) ব্যভিচারী বা সঞ্চারী, এই কয়েকটী সামগ্রীর ব্যাখ্যা প্রথমে করিতেছি। রত্যাস্বাদন হেতুরূপ বিভাব দুই প্রকার, অর্থাৎ আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন দুইপ্রকার, বিষয় ও আশ্রয়। রতির বিষয় যিনি তিনি বিষয়রূপ আলম্বন। রতির আধার যিনি তিনি আশ্রয়রূপ আলম্বন। যাঁহাতে রতি আছে তিনি রতির

আশ্রয়। যাঁহার প্রতি রতি ক্রিয়াবতী তিনিই রতির বিষয়। কৃষ্ণভক্তের হৃদয়ে রতি আছেন বলিয়া তিনি রতির আশ্রয়। কৃষ্ণের প্রতি রতি ক্রিয়াবতী বলিয়া কৃষ্ণ রতির বিষয়।

ব্রজনাথ। আমরা বুঝিতেছি যে বিভাব, আলম্বন ও উদ্দীপন দুইভাগে বিভক্ত। আবার আলম্বন বিষয় ও আশ্রয় ভেদে দুই প্রকার। কৃষ্ণই বিষয় ও ভক্তই আশ্রয়। এখন জানিতে ইচ্ছাকরি কৃষ্ণ কি কোন স্থলে রতির আশ্রয় লন।

গোস্বামী। হাঁ, ভক্ত কৃষ্ণের প্রতি যে রতি করেন তাহাতে কৃষ্ণ বিষয় ও ভক্ত আলম্বন। আবার কৃষ্ণ ভক্তের প্রতি যে রতিকরেন তাহাতে কৃষ্ণ আশ্রয় ও ভক্ত বিষয়।

ব্রজনাথ। আমরা শ্রীকৃষ্ণের চতুঃষষ্ঠী গুণ ব্যাখ্যা শ্রীগুরুদেবের নিকট শ্রবণ করিয়াছি। তদ্ব্যতীত কৃষ্ণসম্বন্ধে যাহা বক্তব্য আছে, তাহা বলুন্।

গোস্বামী। শ্রীকৃষ্ণে অখিলগুণ পূর্ণতমরূপে বিরাজমান হইলেও তিনি দ্বারকায় পূর্ণ, মথুরায় পূর্ণতর, ও গোকুলে পূর্ণতম, এইতারতম্য গুণ প্রকাশের তারতম্য প্রযুক্ত সাধিত। সেই শ্রীকৃষ্ণ লীলাভদে ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরপ্রশান্ত এবং ধীরোদ্ধত এইরূপ চতুর্ব্বিধ।

ব্রজনাথ। ধীরোদাত্ত কিরূপ?

গোস্বামী। গম্ভীর, বিনয়ী, ক্ষমাশীল, করুণ, আত্মশ্লাঘা শূন্য ও অপ্রকাশিত গর্ব্ব, এই সকল লক্ষণ ধীরোদাত্ত নায়ক কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিবে।

ব্রজনাথ। ধীরললিত কিরূপ?

গোস্বামী। রসিকতা, নবযৌবন, পরিহাসপটুতা ও নিশ্চিন্ততা এই সকল গুণের দ্বারা প্রেয়সীদিগের বশীভূত হন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ধীরললিত-নায়ক।

ব্রজনাথ। ধীরশান্ত কিরূপ?

গোস্বামী। শান্ত প্রকৃতি, ক্লেশ সাহষ্ণু, বিবেচক ও বিনয়াদি গুণযুক্ত বলিয়া কৃষ্ণ ধীরশান্ত নায়ক হইয়াছেন।

ব্রজনাথ। ধীরোদ্ধত কিরূপ?

গোস্বামী। কোন কোন লীলাভেদে মাৎসর্য্যযুক্ত, অহঙ্কারী, মায়াবী, ক্রোধপরবশ, চঞ্চল ও আত্মশ্লাঘী হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ ধীরোদ্ধত নায়ক হইয়াছেন।

ব্রজনাথ। অনেকগুলি বিরোধীগুণের উক্তি হইয়াছে তাহা কি রূপে সম্ভবে?

গোস্বামী। শ্রীকৃষ্ণ স্বভাবতঃ নিরঙ্কুশ, ঐশ্বর্য্যবান্। অতএব তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিক্রমে তাঁহাতে সমস্ত বিরোধি-গুণগণের সমঞ্জস অবস্থিতি সম্ভব হয়। যথা কৌর্ম্মে ;—

অস্থূলশ্চানণুশ্চৈব স্থূলোঽণুশ্চৈব সর্ব্বতঃ।
অবর্ণঃ সর্ব্বতঃ প্রোক্তঃ শ্যামোরক্তান্তলোচনঃ॥
ঐশ্বর্য্য যোগাদ্ভগবান্ বিরুদ্ধার্থোঽভিধীয়তে।
তথাপি দোষা পরমেনৈবাহার্য্যাঃ কথঞ্চন॥
গুণাবিরুদ্ধা অপ্যেতে সমাহার্য্যাঃ সমন্ততঃ॥

মহাবরাহে ;—সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পারাত্মনঃ।
হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ কচিৎ।
পরমানন্দসন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ।
সর্ব্বে সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতাঃ॥

বৈষ্ণবতন্ত্রে ;—অষ্টাদশমহাদোষৈঃ রহিতা ভগবত্তনুঃ।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী সত্যা বিজ্ঞানানন্দরূপিণী॥

অষ্টাদশ-মহাদোষ যথা, বিষ্ণুযামলে—

মোহস্তন্দ্রা ভ্রমো রুক্ষরসতা কামউল্বণঃ
লোলতা মদমাৎসর্য্যে হিংসাখেদ পরিশ্রমৌ॥
অসত্যং ক্রোধ আকাঙ্খা আশঙ্কা বিশ্ববিভ্রমঃ।
বিষমত্বং পারাপেক্ষা দোষা অষ্টাদশোদিতা।

অবতারমূর্ত্তিতে এই সমস্তই সিদ্ধ আবার অবতারীরূপ শ্রীকৃষ্ণে এই সমস্তই পরমসিদ্ধ। এতদ্ব্যতিরিক্ত শ্রীকৃষ্ণে শোভা, বিলাস, মাধুর্য্য, মাঙ্গল্য, স্থৈর্য্য, তেজঃ, ললিত ও ঔদার্য্য এই আটটী পৌরষসত্বভেদক গুণ আছে। নীচের প্রতি দয়া, সমস্পর্দ্ধির প্রতিস্পর্দ্ধা, শৌর্য্য, উৎসাহ, দক্ষতা এবং সত্য প্রকাশ স্থলে শোভা লক্ষিত হয়। গম্ভীরগতী, ধীরবীক্ষণ ও সহাস্যবাক্য দ্বারা বিলাস লক্ষিত হয়। যে স্থলে চেষ্টাদির স্পৃহনীয়তা সে স্থলে মাধুর্য্য। সমস্ত জগতের বিশ্বাসস্থলই মাঙ্গল্য। কার্য্য হইতে বিচলিত না হওয়ার নাম স্থৈর্য্য। সর্ব্বচিত্তের অবগাহিত্বের নাম তেজ। যাঁহাতে শৃঙ্গার প্রচুরচেষ্টা তিনি ললিত। আত্মসমর্পণ কার্য্যের নামই ঔদার্য্য। শ্রীকৃষ্ণ নায়কশিরোমণি অতএব তাঁহার সাধারণ লীলায় গর্গাদি ঋষিগণ ধর্ম্মসম্বন্ধে এবং যুযুধানাদি রাজা যুদ্ধে এবং উদ্ধবাদি মন্ত্রণায় সহায়রূপে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন।

ব্রজনাথ। কৃষ্ণের রসনায়কত্বসম্বন্ধে যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিলাম। এখন রসোপযোগীবিভাবান্তর্গত কৃষ্ণভক্তদিগের কথা বলুন।

গোস্বামী। যাঁহাদিগের অন্তঃকরণ কৃষ্ণভাবে ভাবিত তাঁহারাই রসতত্ত্বে কৃষ্ণভক্ত। সত্যবাক্য হইতে হ্রীমান পর্য্যন্ত কৃষ্ণের সম্বন্ধে যে ২৯ গুণ কীর্ত্তিত আছে সে সমস্ত কৃষ্ণভক্তে বর্ত্তমান।

ব্রজনাথ। রসোপযোগী কৃষ্ণভক্ত কত প্রকার?

গোস্বামী। অদৌ সাধক ও সিদ্ধভেদে দুই প্রকার।

ব্রজনাথ। সাধক কাহারা?

গোস্বামী। যাঁহাদের কৃষ্ণ বিষয়ে মতি উৎপন্ন হইয়াছে অথচ সম্যক্‌রূপে বিঘ্ন নিবৃত্তি হয় নাই এরূপ লক্ষণযুক্ত কৃষ্ণসাক্ষাৎকারের যোগ্যতা লাভ করতঃ সাধকরূপে পরিকীর্ত্তিত। ঈশ্বরে তদধীনেষু, শ্লোকদ্বারা উদ্দিষ্ট মধ্যমভক্তগণ সাধক মধ্যে পরিগণিত।

ব্রজনাথ। প্রভো! অর্চ্চয়ামেব হরয়ে এই শ্লোকের উদ্দিষ্ট ভক্তগণ কি রসযোগ্য হইতে পারেন না?

গোস্বামী। না তাঁহারা যে পর্য্যন্ত শুদ্ধভক্তের কৃপায় শুদ্ধভক্ত না হন, সে পর্য্যন্ত সাধক হইতে পারেন না। বিল্বমঙ্গলাদির তুল্য ব্যক্তিরাই বস্তুতঃ সাধক।

ব্রজনাথ। সিদ্ধভক্ত কাহারা?

গোস্বামী। অখিল ক্লেশ আর যাঁহাদের অনুভূত হয় না এবং যাহাদের সমস্ত ক্রিয়া শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত, তাঁহারা সর্ব্বদা প্রেম সৌখ্য আস্বাদন পরায়ণ, অতএব সিদ্ধ। সিদ্ধ দুই প্রকার। অর্থাৎ সম্প্রাপ্তসিদ্ধি ও নিত্যসিদ্ধ।

ব্রজনাথ। সম্প্রাপ্তসিদ্ধি কাহারা?

গোস্বামী। সম্প্রাপ্তসিদ্ধি পুরুষ দুই প্রকার—অর্থাৎ সাধন সিদ্ধ ও কৃপাসিদ্ধ।

ব্রজনাথ। নিত্যসিদ্ধ কাহারা?

গোস্বামী। শ্রীরূপগোস্বামী লিখিয়াছেন,—

আত্মকোটীগুণং কৃষ্ণে প্রেমাণং পরমং গতাঃ।
নিত্যানন্দগুণঃ সর্ব্বে নিত্যসিদ্ধা মুকুন্দবৎ॥

পাদ্মোত্তরখণ্ডে;—যথা সৌমিত্রিভরতৌ যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ।
তথা তেনৈব জায়ন্তে নিজলোকাদ্যদৃচ্ছয়া॥

পুনস্তেনৈব গচ্ছন্তি তৎপদং শাশ্বতং পরং
ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে ॥

ব্রজনাথ। প্রভো! বিভাবান্তর্গত আলম্বন বুঝিতে পারিলাম। এখন কৃপা করিয়া উদ্দীপন কাহাকে বলেন, বলুন।

গোস্বামী। যাহারা ভাবকে উদ্দীপন করায় তাহারাই উদ্দীপন। কৃষ্ণের গুণ সকল, চেষ্টা প্রসাধন, হাস্য, অঙ্গসৌরভ, বংশী, শৃঙ্গ, নূপুর, শঙ্খ, পদাঙ্ক, ক্ষেত্র, তুলসী, ভক্ত ও হরিবাসরাদি কাল এই সকলই উদ্দীপন। কৃষ্ণের গুণসকল কায়িক, বাচিক ও মানসিক ভেদে ত্রিবিধ। কায়িকগুণের মধ্যে বয়স একটী প্রধান গুণ। কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোর তিন প্রকার বয়স।

কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি।
আষোড়শাচ্চ কৈশোরং যৌবনঃ স্যাত্ততঃ পরং ॥

আদ্য, মধ্য ও শেষ ভেদে কৈশোর ত্রিবিধ। কায়িকগুণের মধ্যে সৌন্দর্য্য প্রধানরূপে বিচার্য্য। অঙ্গসকলের যথোচিত সন্নিবেশকে সৌন্দর্য্য বলে। বসন, আকল্প বা সজ্জা ও মণ্ডনাদিকে প্রসাধন বলে। শ্রীকৃষ্ণকরে যে বংশী আছেন তাহা বেণু, মুরলী, ও বংশিকা ভেদে ত্রিবিধ। দ্বাদশ অঙ্গুল দীর্ঘ, অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত স্থূল ও ছয়টী ছিদ্রযুক্ত পাবিকাকে বেণু বলে। দ্বিহস্ত পরিমাণ মুখমধ্যে রন্ধ্র এবং চারিটী স্বরের ছিদ্রযুক্তা চারু নাদিনী মুরলী। অর্দ্ধ অঙ্গুলি অন্তরে অষ্টছিদ্র, সার্দ্ধাঙ্গুল ব্যবধানে মুখরন্ধ্র, শিরোভাগ চারি অঙ্গুল, পুচ্ছ তিন অঙ্গুলি, সমুচ্চয়ে নয়টী রন্ধ্রযুক্ত সপ্তদশ অঙ্গুলি বংশী। দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খের নাম কৃষ্ণহস্তস্থিত পাঞ্চজন্য। এই সমস্ত উদ্দীপন দ্বারা উদ্দীপ্ত হইয়া ভক্তের রতি তদীয় বিষয় [illegible]ষ্ণের প্রতি ক্রিয়াবতী হইয়া আস্বাদনরূপা হইয়া পড়ে। রতিই স্থায়ীভাব। [illegible]ই রস হয়। আগামী কল্য তোমরা এই সময়ে আসিলে আমি অনুভাবাদি ব্যাখ্যা করিব।

গোস্বামী প্রভুর চরণ হইতে বিদায় লাভ করিয়া রসবিষয় চিন্তা করিতে করিতে বিজয় ও ব্রজনাথ সিদ্ধবকুলদর্শন করিয়া শ্রীমন্দিরে নানাপ্রকার আনন্দ ভোগ করতঃ স্বীয় বাসাবাটী গমন করিলেন।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

রসবিচার।

পরদিবস মধ্যাহ্ন ধূপের পর প্রসাদসেবন করতঃ রসতত্ত্ব পিপাসুদ্বয় শ্রীরাধাকান্তমঠে উপস্থিত হইলেন। শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী মহাপ্রসাদ পাইয়া জিজ্ঞাসুদিগের অপেক্ষায় বসিয়াছিলেন। শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী তাঁহার নিকটে বসিয়া উপাসনা পদ্ধতি লিখিতেছিলেন, গুরুগোস্বামীর দর্শন অতি অপূর্ব্ব। সন্ন্যাসবেশ, কপালে তিলক উর্দ্ধপুণ্ড্র, সর্ব্বাঙ্গে হরিনামাক্ষর, গলদেশে মোটামোটা চারিকণ্ঠি তুলসীমালা, করে সর্ব্বদা জপমালা, চক্ষুদ্বয় ধ্যানাবেশে অদ্ধ মুদ্রিত, সময় সময় অশ্রুধারায় শোভিত, সময় সময় হা গৌরাঙ্গ! হা নিমানন্দ! এই ক্রোশন। একটু স্থূল শরীর, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, কদলী বল্কলাসনে উপবিষ্ট, কিছু দুরে কাষ্ঠ পাদুকাদ্বয় নিকটে জলপূর্ণ করঙ্গ। বিজয় ও ব্রজনাথের বহুশাস্ত্রের অভিজ্ঞতা, সদ্বৈষ্ণবতা এবং শ্রীনবদ্বীপনিবাস এই কয়টী কারণবশতঃ মঠের সকলেই তাঁহাদিগকে যত্ন করিয়া থাকেন। তাঁহারা সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইলে গুরুগোস্বামী তাঁহাদিগকে সাদরে আলিঙ্গন করতঃ তাঁহাদিগকে বসাইলেন। ক্রমে ক্রমে ব্রজনাথ বিনয়পূর্ব্বক রসকথা উঠাইলেন। গোস্বামী যত্ন সহকারে বলিলেন, অদ্য তোমাদিগকে অনুভাবাদি বুঝাইয়া রসতত্ত্বে প্রবেশ করাইব। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী এই চারিপ্রকার সামগ্রী মধ্যে গতকল্য বিভাবতত্ত্ব বুঝাইয়াছি। অদ্য প্রথমেই অনুভাব ব্যাখ্যা করিতেছি শ্রবণ কর। যাহাতে এবং যৎকর্ত্তৃক রতি বিভাবিত হয়, তাহারই নাম বিভাব বলিয়াছি। এখন সেই রতির অববোধক চিত্তস্থ ভাব সকলের যদ্দ্বারা অনুভূতি হয়, সেই সকল উদ্ভাস্বর নামা লক্ষণগুলিকে অনুভাব বলিয়া জান। তাহারা বাহ্য বিকারের ন্যায় প্রকাশিত হইলেও চিত্তস্থ ভাবের অববোধক। নৃত্য, বিলুণ্ঠন (ভূমিতে গড়াগড়ি), গান, ক্রোশন (উচ্চরব), গাত্র মোটন (গামোড়া), হুঙ্কার, জৃম্ভন, দীর্ঘশ্বাস, লোকাপেক্ষাত্যাগ, লালাস্রাব, অট্টহাস, ঘূর্ণা এবং হিক্কাদি এই সকল বাহ্য বিকার দ্বারা চিত্তের ভাব সকল প্রকাশ পায়।

ব্রজনাথ। এই বাহ্য বিকারগুলি কি প্রকারে স্থায়ী ভাবের রসাস্বাদনের পুষ্টি করিতে পারে। রসাস্বাদন ভিতরে হইলে এই সকল অনুভাব বহিঃ শরীরে প্রকাশ পায়। তাহারা স্বয়ং পৃথক সামগ্রী বিরূপে হইল?

গোস্বামী। বাবা, তুমি যথার্থ ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়াছ? তোমার ন্যায় সূক্ষ্ম প্রশ্ন করিতে এ পর্য্যন্ত কাহাকেও দেখি নাই। এ বিষয়ে আমি যখন শ্রীল পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট রসতত্ত্ব অধ্যয়ন করি, তখন আমার মনেও এইরূপ একটী বিতর্ক হইয়াছিল, শ্রীগুরুদেবের কৃপায় সেই সন্দেহ দূর হয়। ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে জীবের শুদ্ধসত্ত্বে যে চিত্তের ক্রিয়া আছে, তাহা যখন বিভাবিত হইয়া ক্রিয়ার সহায়তা করে, তখন তাহাতে স্বাভাবিক কোন বৈচিত্র্য উদয় হয়। সেই বৈচিত্র্য চিত্তকে বিবিধরূপে উৎফুল্ল করে। চিত্ত উৎফুল্ল হইলে শরীরে তাহার বিকৃতি ফলের যাহা উদয় হয়, তাহাই উদ্ভাস্বর। সেই বিকৃতি ফল নৃত্যাদি বহুবিধ। চিত্ত নৃত্য করিলে দেহ নৃত্য করে, চিত্ত গান করিলে জিহ্বা গান করে, এইরূপ জানিবে। উদ্ভাস্বর ক্রিয়াই যে মূলক্রিয়া তাহা নয়। চিত্তের বিভাবের পোষক যে অনুভাব উদয় হয়, তাহাই উদ্ভাস্বর রূপে দেহে ব্যাপ্ত হয়। চিত্তে স্থায়ী ভাব বিভাবের দ্বারা ভাবিত হইবামাত্র চিত্তের দ্বিতীয় ক্রিয়া অনুভাবরূপে কার্য্য করিতে থাকে, সুতরাং অনুভাব একটী পৃথক্ সামগ্রী বটে, তাহা যখন গীত ক্রন্দনাদি দ্বারা প্রকাশিত হয়, তখন তাহা শীত এবং যখন তাহা নৃত্যাদির দ্বারা প্রকাশিত হয়, তখন তাহাদিগকে ক্ষেপণ বলে। শরীরের উৎফুল্লতা, রক্তোদ্গম, অস্থি সন্ধিবিয়োগ, সন্ধিকর্ষণ ইত্যাদি আরও কয়েক প্রকার অনুভাব লক্ষণ আছে, তাহা বিরল বলিয়া বলিলাম না। প্রাণেশ্বর নিমানন্দের কৃষ্ণাকার প্রভৃতি যে সকল অত্যাশ্চর্য্য অনুভাব দৃষ্ট হইয়াছে, তাহা সাধক ভক্তে দ্রষ্টব্য নয়।

গুরুগোস্বামীর এই সকল গূঢ় উপদেশ শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসুদ্বয় বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তূষ্ণীভূত থাকিয়া তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো সাত্ত্বিক-বিকার কাহাকে বলে?

গোস্বামী। চিত্ত কৃষ্ণ সম্বন্ধী কোন ভাবের দ্বারা সাক্ষাৎ বা কিছু ব্যবধান-ক্রমে যখন আক্রান্ত হন তখন সেই চিত্তকেই সত্ত্ব বলা যায়। সেই সত্ত্ব হইতে যে সকল ভাব সমুৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে সাত্ত্বিকভাব বলি। তাহা স্নিগ্ধ, দিগ্ধ ও রুক্ষ ভেদে ত্রিবিধ।

ব্রজনাথ। স্নিগ্ধ সাত্ত্বিকভাব কিরূপ?

গোস্বামী। স্নিগ্ধ সাত্ত্বিকভাব মুখ্য ও গৌণভেদে দুই প্রকার। যেস্থলে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ সম্বন্ধে মুখ্যরতি চিত্তকে আক্রমণ করেন, সেই স্থলে মুখ্য-স্নিগ্ধ সাত্ত্বিক-ভাব। স্তম্ভ স্বেদাদি মুখ্য-সাত্ত্বিক ভাবের মধ্যে পরিগণিত। যেস্থলে কৃষ্ণ সম্বন্ধ

রতি কিঞ্চিদ্বাবধানক্রমে গৌণরূপে চিত্তকে আক্রমণ করেন সে স্থলে গৌণ-স্নিগ্ধ সাত্ত্বিকভাব। বৈবর্ণ স্বরভেদ এই দুইটী গৌণ সাত্ত্বিক ভাব। মুখ্য ও গৌণরতির ক্রিয়া ব্যতীত কোনভাব চিত্তকে আক্রমণ করিলে রতির অনুগামী দিগ্ধা সাত্ত্বিক ভাব উদয় হয়। কম্পাই দিগ্ধা সাত্ত্বিকভাব। কোন রতিশূন্য ভক্তসদৃশ ব্যক্তিতে কৃষ্ণের মধুর আশ্চর্য্য বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বিস্ময় হইতে কখন কখন যে আনন্দ উদয় হয় তাহাই রুক্ষা। রোমাঞ্চই রুক্ষাসাত্ত্বিকভাব।

ব্রজনাথ। সাত্ত্বিক ভাব কিরূপে উদয় হয়?

গোস্বামী। যখন সাধকের চিত্ত সত্ত্বভাবের সহিত একতা লাভ করিয়া আপনাকে প্রাণের নিকট সমর্পণ করে, তখন প্রাণ বিকারযুক্ত হইয়া শরীরের যথেষ্ট ক্ষোভ উৎপাদন করে, তখনই স্তম্ভাদি বিকার হয়।

ব্রজনাথ। সাত্ত্বিক বিকার কত প্রকার?

গোস্বামী। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু অর্থাৎ কম্প, বৈবর্ণ, অশ্রু, প্রলয় এই অষ্টপ্রকার সাত্ত্বিকবিকার। প্রাণ কোন অবস্থায় আর চারিটী ভূতের সহিত পঞ্চম ভূত হইয়া অবস্থিতি করেন, কখন বা স্বপ্রধান হইয়া জীবদেহে বিচরণ করিতে থাকেন। প্রাণ যখন ভূমিস্থিত তখন স্তম্ভ, যখন জলাশ্রিত তখন অশ্রু, যখন তেজস্থ তখন বৈবর্ণ এবং স্বেদ বা ঘর্ম্ম, যখন আকাশাশ্রিত তখন প্রলয় বা মূর্চ্ছা, এবং যখন স্বপ্রধান বাতাশ্রিত তখন মন্দ-মধ্য-তীব্র ভেদে রোমাঞ্চ, কম্প ও স্বরভেদ এই সকল বিকার প্রকাশ করেন। এই অষ্টপ্রকার বিকার বহিরন্ত উভয় বিক্ষোভ প্রযুক্ত ইহাদিগকে অনুভাবও বলা যায়, ভাবও বলা যায়। অনুভাব সকল কেবল বহির্বিক্ষোভ প্রযুক্ত সাত্ত্বিক ভাব নামে উক্ত হয় না। যথা,— নৃত্যাদিতে সত্ত্বোৎপন্ন ভাব সাক্ষাৎ ক্রিয়া করে না, বুদ্ধিদ্বারা উত্তেজিত হইয়া ক্রিয়া করে। কিন্তু স্তম্ভাদিতে বুদ্ধিকে অপেক্ষা না করিয়া সাত্ত্বিকভাব সাক্ষাৎ ক্রিয়া করে এই কারণেই অনুভাব ও সাত্ত্বিক ভাবকে পৃথক করা হইয়াছে।

ব্রজনাথ। স্তম্ভাদির হেতু একটু জানিতে ইচ্ছা করি?

গোস্বামী। স্তম্ভ, হর্ষ, ভয়, আশ্চর্য্য, বিষাদ এবং আমর্ষ হইতে বাগাদি রহিত শূন্যতারূপ নৈশ্চল্যকে স্তম্ভতা বলা যায়। হর্ষ, ভয় ও ক্রোধাদিজনিত শরীরের ক্লেদকর আর্দ্রতারূপ স্বেদ। আশ্চর্য্য, হর্ষ, উৎসাহ ভয়াদি হইতে রোমোদ্গমের নাম রোমাঞ্চ। বিষাদ, বিস্ময়, ক্রোধ, হর্ষ, ভয়াদি হইতে গদ্গদবচনরূপ স্বরভেদ উদয় হয়। ভয়, ক্রোধ হর্ষাদি হইতে গাত্রের যে লৌল্য উদয় হয় তাহার নাম বেপথু। বিষাদ, রোষ ও ভয়াদি হইতে বৈবর্ণ রূপ বর্ণবিক্রিয়া জন্মে। হর্ষ,

রোষ, বিষাদাদি দ্বারা চক্ষে যে জলোদ্গম হয় তাহার নাম অশ্রু। হর্ষজনিত অশ্রুতে শীতলত্ব, ক্রোধাদি জনিত অশ্রুতে উষ্ণত্ব হয়। সুখ ও দুঃখের দ্বারা চেষ্টা ও জ্ঞান শূন্য এবং ভূমি নিপতনাদি হইলে তাহাকে প্রলয় বলে। সাত্ত্বিকভাব সকল সত্ত্ব তারতম্য প্রযুক্ত উত্তরোত্তর ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত ও উদ্দীপ্ত এই চারি প্রকার হয়। রুক্ষ সাত্ত্বিক প্রায় ধূমায়িত হইয়া থাকে। স্নিগ্ধ ভাব সকল ক্রমশঃ উচ্চ উচ্চ অবস্থা লাভ করে। রতিই সর্ব্বানন্দ চমৎকারের হেতু। রত্যভাবে রুক্ষাদি ভাবের চমৎকারিত্ব নাই।

ব্রজনাথ। প্রভো! সাত্ত্বিকভাব সকল বহুভাগ্যে উদয় হয় কিন্তু নাট্য ক্রিয়ায় এবং জগতের ব্যাপার সিদ্ধির জন্য বহু বহুব্যক্তি এই সমস্ত ভাব প্রদর্শন করেন তাহাদের অবস্থিতি কোথা?

গোস্বামী। সবল শুদ্ধভক্তি হইতে স্বভাবতঃ সাধনক্রমে যে সকল সাত্ত্বিক ভাব উদিত হয় সেই সকলই বৈষ্ণব ভাব। তদিতর যে সকল ভাব দেখিতে পাও সে সকল রত্যাভাস, সত্ত্বাভাস, নিঃসত্ত্ব ও প্রতীপ এই চারি ভাগে বিভাগ করিয়া লইবে।

ব্রজনাথ। রত্যাভাস কিরূপ?

গোস্বামী। মুমুক্ষু প্রমুখ-ব্যক্তিদিগের রত্যাভাস হয় শাঙ্কর সন্ন্যাসীদিগের কৃষ্ণকথা শুনিয়া যে ভাব হয়, তদ্বৎ।

ব্রজনাথ। সত্ত্বাভাস কি?

গোস্বামী। স্বভাবতঃ শিথিল হৃদয়ে কৃষ্ণকথা শুনিয়া আনন্দ ও বিস্ময়াদির আভাস উদয় হইলে সত্ত্বাভাস উদয় হয়। জরন্মীমাংসক ও সাধারণ স্ত্রীলোকের কৃষ্ণকথা শুনিলে যেরূপ হয় তদ্বৎ।

ব্রজনাথ। নিঃসত্ত্ব ভাবাভাস কিরূপ?

গোস্বামী। নিসর্গবশতঃ পিচ্ছিল অন্তঃকরণ এবং নাট্যাভিনয় ও অন্য কার্য্য সিদ্ধির জন্য যাহারা অভ্যাস করে, তাহাদের যে পুলকাশ্রু উদয় হয় তাহাকেই নিঃসত্ত্ব বলে। যাহারা বস্তুতঃ কঠিন হৃদয় মায়া করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে স্বভাবের ন্যায় ক্রন্দন করা নিসর্গ করিয়াছে, তাহারাই নিসর্গ দ্বারা পিচ্ছিল অন্তঃকরণ।

ব্রজনাথ। প্রতীপ কিরূপ?

গোস্বামী। কৃষ্ণের প্রতিকূল-চেষ্টা হইতে ক্রোধভয়াদি দ্বারা যে সকল ভাবাভাসাদি উদয় করায় তাহাই প্রতীপ ভাবাভাস। ইহার উদাহরণ সহজ।

ব্রজনাথ। প্রভো, বিভাব, অনুভাব ও সাত্ত্বিক ভাব সকল বুঝিতে পারিলাম এবং সাত্ত্বিক ভাব ও অনুভাবে যে প্রভেদ তাহাও বুঝিলাম, এখন ব্যাভিচারীভাব সকল বর্ণন করুন্।

গোস্বামী। ব্যাভিচারী ভাব ৩৩টী। স্থায়ীভাবের প্রতি বিশেষরূপে অভি-মুখী হইয়া এই ৩৩ ভাব বিচরণ করে বলিয়া তাহাদিগকে ব্যাভিচারী বলে। ইহারা বাক্, অঙ্গ ও সত্ত্ব দ্বারা সূচিত হইয়া সঞ্চারিত হয় বলিয়া তাহাদিগকে সঞ্চারিভাবও বলে। তাহারা স্থায়ীভাবরূপ অমৃত সাগরে ঊর্ম্মির ন্যায় উত্থিত হইয়া সমুদ্রকে পরিবর্দ্ধন করত তাহাতে নিমগ্ন হয়। ৩৩টী ভাব যথা;—নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ (উদ্বেগ), উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃত্যু, আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিত্থা (ভাবগোপন), স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, ঔগ্র্য, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল্যতা, নিদ্রা, সুপ্তি, বোধ। সঞ্চারীভাব কতকগুলি স্বতন্ত্র ও আর কতকগুলি পরতন্ত্র। পরতন্ত্র সঞ্চারীভাব সকল বর ও অবর ভেদে দুই প্রকার। বর আবার সাক্ষাৎ ও ব্যবহিত ভেদে দুই প্রকার। স্বতন্ত্র সঞ্চারী ভাব সকল রতিশূন্য, রত্যনুস্পর্শ এবং রতিগন্ধভেদে তিন প্রকার। ঐ সমুদয় ভাব অস্থানে প্রযুক্ত হইলে প্রাতিকূল্য ও অনৌচিত্য ভেদে দুই প্রকার। এইসমস্ত ভাবের উৎপত্তি, সন্ধি শাবল্য ও শান্তিরূপ চারিটী দশা আছে।

ব্রজ। ভাবোৎপত্তি সহজে বুঝাযায়। ভাবসন্ধি কাহাকে বলে?

গোস্বামী। সমানরূপ অথবা ভিন্নরূপ ভাবদ্বয়ের মিলনের নাম সন্ধি। ইষ্টজাত জড়তা ও অনিষ্টজনিত জড়তা একই কালে উদিত হইয়া সমান ভাব-সন্ধির স্থল, হর্ষ ও আশঙ্কা একত্রোদিত হইয়া ভিন্ন ভাবদ্বয়ের সন্ধির স্থল হয়।

ব্রজনাথ। ভাব শাবল্য কিরূপ?

গোস্বামী। ভাবদিগের পরস্পর সংমর্দ্দকে ভাবশাবল্য বলে। কৃষ্ণকথা শুনিয়া কংসের যে ক্রোধ ও ত্রাস হয় তাহা ভাবশাবল্য।

ব্রজনাথ। ভাব শান্তি কিরূপ?

গোস্বামী অত্যারূঢ় ভাবের বিলয়কে শান্তি বলে। কৃষ্ণের অদর্শনে ব্রজ-শিশুগণ চিন্তাকুল হইলে দূর হইতে বংশীধ্বনি শ্রবণে তাঁহাদের চিন্তার শান্তি হইল। ইহাই বিষাদের শান্তি দশা।

ব্রজ। এসম্বন্ধে আর কিছু জ্ঞাতব্য থাকে তাহা আজ্ঞা করুন।

গোস্বামী। এই ব্যভিচারী ভাব তেত্রিশটী এবং একটী মুখ্যস্থায়ী ভাব এবং গৌণ সাতটী স্থায়ীভাব [যাহা পরে বলিব] সমুচ্চয়ে একচল্লিশটী ভাবই শরীর ও ইন্দ্রিয়বর্গের বিকার বিধান করে, সুতরাং ইহারা ভাব জনক চিত্তবৃত্তি।

ব্রজনাথ। ইহারা কোন কোন ভাবের জনক ?

গোস্বামী। অষ্টসাত্ত্বিকভাব ও বিভাবগত অনুভাবগণের জনক।

ব্রজনাথ। ইহারা কি সকলেই স্বাভাবিক ?

গোস্বামী। না কতকগুলি স্বাভাবিক ও কতকগুলি আগন্তুক। যে ভক্তের যে স্থায়ীয়ভাব তাহা তাঁহার স্বাভাবিক। ব্যাভিচারী ভাবগুলি প্রায় আগন্তুক।

ব্রজনাথ। সকল ভক্তেরই কি ভাব সমান ?

গোস্বামী। না। ভক্তগণ বিবিধ। সুতরাং তাঁহাদের মনোভাব ও বিবিধ। মনানুসারে ভাবোদয়ের তারতম্য। মনের গরিষ্ঠত্ব ও লঘিষ্ঠত্ব ও গাম্ভীর্য্যভেদে ভাবোদয়ের ভেদ আছে। কিন্তু অমৃত স্বভাবতঃ সর্ব্বদাই দ্রবীভূত। কৃষ্ণ ভক্তের চিত্ত স্বভাবতঃ অমৃতসদৃশ। অদ্য এই পর্য্যন্ত। কল্য স্থায়ীভাব ব্যাখ্যা করিব।

বিজয় ও ব্রজনাথ সাষ্টাঙ্গপ্রণামকরতঃ বিদায় হইলেন।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

রসবিচার।

ব্রজনাথ। প্রভো বিভাব অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যাভিচারী বর্ণনে দেখিতেছি যে এই সমস্তই ভাব। ইহার মধ্যে স্থায়ী ভাব কোথা ?

গোস্বামী। সকলই ভাব বটে, কিন্তু ভাব সমূহের মধ্যে যে ভাব কর্তৃত্ব করিয়া অবিরুদ্ধ ও বিরুদ্ধ ভাবসকলকে নিজের বশে আনিয়া স্বয়ং ভাবগণের রাজা-স্বরূপে বিরাজিত হয়, তাহারই নাম স্থায়ীভাব। ভক্তের হৃদয়ে আশ্রয়গত কৃষ্ণরতি সেই স্থায়ীভাব। দেখ সেই আশ্রয়কে সামগ্রীমধ্যে পরিগণনের সময় বিভাবান্তর্গত আলম্বন মধ্যে আলোচনা করা হইয়াছিল। সেই ভাব অন্য সকল ভাবকে নিজ পরতন্ত্র করিয়া কতকগুলিকে রসের হেতুরূপে এবং কতকগুলিকে রসের সহায়রূপে আনিয়া আপনি আস্বাদনরূপা হইয়াও আস্বাদ্য ভাব ধারণ

করিয়াছেন। বিশেষ নিগূঢ়ভাবে আলোচনা করতঃ স্থায়ীভাবকে অন্যান্য ভাব হইতে পৃথক্ করিয়া বিচার কর। স্থায়ীভাবরূপ রতি মুখ্য ও গৌণ ভেদে দ্বিবিধা

ব্রজনাথ। মুখ্যরতি কাহাকে বলি ?

গোস্বামী। ভাবভক্তি ব্যাখ্যায় শুদ্ধসত্ত্ববিশেষস্বরূপ রতির কথা শুনিয়াছ। সেই রতি মুখ্য।

ব্রজনাথ। আমরা যখন সামান্য অলঙ্কারশাস্ত্র পড়িয়াছিলাম, তখন যে রতির ভাব মনে আসিয়াছিল, তাহা শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা বিচারে আমাদের চিত্ত হইতে দূর হইল। এখন বুঝিতে পারিলাম যে, জীবের শুদ্ধ স্বরূপে যে আত্মগত মনোবৃত্তি আছে, তাহাতেই ভাগবতী রস উদিত হয়। আলঙ্কারিকেরা যে রতির উল্লেখ করেন তাহা কেবল বদ্ধজীবের জড়শরীর ও লিঙ্গস্বরূপগত মন ও চিত্তকে আশ্রয় করিয়া আস্বাদিত হয়। এখন আরও জানিতে পারিতেছি যে আপনি যে রসের ব্যাখ্যা করিতেছেন, তাহাই শুদ্ধজীবের সর্ব্বস্ব-ধন এবং বদ্ধজীবের হ্লাদিনী কৃপায় কথঞ্চিৎ অনুভূত হন। এখন সেই শুদ্ধা-রতির প্রকার সকল জানিতে বাসনা করি।

ব্রজনাথের তত্ত্ববোধ দেখিয়া গুরুগোস্বামী পরমানন্দে চক্ষুর্দ্বয়ে দর দর ধারার সহিত ব্রজনাথকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন তোমার ন্যায় শিষ্য লাভ করিয়া আমি ধন্য হইলাম। এক্ষনে বলিতেছি শ্রবণ কর। মুখ্যরতি স্বার্থা ও পরার্থা ভেদে দ্বিবিধা।

ব্রজনাথ। স্বার্থা-মুখ্যারতি কি প্রকার ?

গোস্বামী। স্বার্থারতি অবিরুদ্ধ ভাবসমূহ দ্বারা আপনাকে পুষ্টি করেন এবং বিরুদ্ধভাব দ্বারা তাঁহার গ্লানি উৎপত্তি হয়।

ব্রজনাথ। পরার্থা রতি কিরূপ ?

গোস্বামী। যে রতি স্বয়ং সঙ্কুচিতভাবে অবিরুদ্ধ ও বিরুদ্ধ ভাবকে গ্রহণ করেন তিনি পরার্থ-মুখ্যরতি। আর একপ্রকার মুখ্যরতির বিভাগ আছে।

ব্রজনাথ। সে কিরূপ বলুন ?

গোস্বামী। মুখ্যরতি শুদ্ধ, দাস্য, সখ্য বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চভাগে বিভক্ত হন। যেরূপ প্রতিবিম্বিত সূর্য্য স্ফাটিকাদি পাত্র বিশেষে পার্থক্য বিশেষ লাভ করেন, তদ্রূপ স্থায়ীভাবের পাত্র ভেদে রতির বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়।

ব্রজনাথ। শুদ্ধারতিকে ব্যাখ্যা করুন।

গোস্বামী। শুদ্ধারতি সামান্যা, স্বচ্ছা ও শান্তি ভেদে তিন প্রকার। সামান্য রতি সাধারণ জনের এবং কৃষ্ণের প্রতি বালিকাদিগের হইয়া থাকে। মুখ্যরতি নানাবিধ ভক্তপ্রসঙ্গে এবং তাঁহাদের সম্মত পৃথক্ পৃথক্ সাধন হইতে স্ফাটিকবৎধর্ম্মবশতঃ স্বচ্ছা নাম লাভ করে। এইরূপ রতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ কৃষ্ণকে কখন প্রভু বলিয়া স্তব করেন, কখন মিত্র বলিয়া পরিহাস করেন, কখন তনয় বলিযা প্রতিপালন করেন, কখন কান্ত বলিয়া উল্লাস লাভ করেন এবং কখন পরমাত্মা বলিয়া ভাবনা করেন। শান্তি-রতি-লব্ধ পুরুষ সমগুণপ্রযুক্ত মনে যে নির্ব্বিকল্পত্ব স্থাপন করেন তাহাই তাঁহার শান্তরতি। এই শুদ্ধারতি কেবলা ও সঙ্কুলাভেদে দ্বিবিধা। ব্রজানুগ রসাল শ্রীদামাদি পাত্র বিশেষে রত্যন্তরগন্ধশূন্য হইয়া কেবলা নামে পরিচিত। উদ্ধব, ভীম, মুখরাদিতে রত্যন্তর-সম্মীলনে শুদ্ধারতি সঙ্কুলানাম প্রাপ্ত।

ব্রজনাথ। আমি পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম যে শুদ্ধা-রতি ব্রজানুগ ভক্তগণের নাই। এখন দেখিতেছি যে শান্তরতি ও কিয়ৎপরিমাণে ব্রজে আছে। জড়ালঙ্কার গত রতিবিচারে শান্তধর্ম্মে রতিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। পরব্রহ্ম-রতিতে তাহা অবশ্য লক্ষিত হইতেছে। এখন দাস্য রতির লক্ষণ বলুন।

গোস্বামী। কৃষ্ণ প্রভু ও আমি দাস, এই বুদ্ধি হইতে যে আরাধ্যাত্মিক রতি উদয় হয় তাহাই দাস্যরতি বা প্রীতি। ইহাতে যাঁহাদের আসক্তি তাঁহাদের অন্য বস্তুতে প্রীতি থাকে না।

ব্রজনাথ। সখ্য-রতির লক্ষণ কি?

গোস্বামী। যাঁহারা কৃষ্ণকে তুল্যবোধ করিয়া তাঁহাতে দৃঢ় বিশ্বাস করেন তাঁহাদের রতি সখ্য-রতি। এই সখ্যরতিতে পরিহাস প্রহাসাদি থাকে।

ব্রজনাথ। বাৎসল্যরতির লক্ষণ বলুন?

গোস্বামী। কৃষ্ণের গুরুজনের শ্রীকৃষ্ণে অনুগ্রহময়ী রতি আছে তাহার নাম বাৎসল্য। ইহাতে লালন, মাঙ্গল্যক্রিয়া, আশীর্ব্বাদ ও চিবুক স্পর্শ প্রভৃতি থাকে।

ব্রজনাথ। কৃপা করিয়া মধুর-রতির লক্ষণ বলুন?

গোস্বামী। ব্রজমৃগাক্ষি এবং কৃষ্ণের মধ্যে স্মরণ দর্শনাদি অষ্টবিধ সম্ভোগকারণরূপ যে রতি তাহাকে প্রিয়তা বা মধুরারতি বলা যায়। ইহাতে কটাক্ষ, ভ্রূক্ষেপ, প্রিয়বাণী হাস্যাদি কার্য্য আছে। এই রতি শান্ত হইতে মধুর পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর স্বাদ বিশেষরূপ উল্লাসময়ী হইয়া ভক্তভেদে নিত্য বিরাজমান। সংক্ষেপে পাঁচ প্রকার মুখ্যরতির লক্ষণ বলিলাম।

ব্রজনাথ। অপ্রাকৃত রস সম্বন্ধিনী গৌণীরতি ব্যাখ্যা করুন।

গোস্বামী। আলম্বনগত উৎকর্ষক্রভাববিশেষকে যে সঙ্কোচময়ী রতি গ্রহণ করেন তিনি গৌণীরতি। হাস্য, বিস্ময়, উৎসাহ, শোক, ক্রোধ, ভয়, জুগুপ্সা (নিন্দা) এই সাতটী গৌণভাব। প্রথম ছয়টিতে কৃষ্ণভাবের সর্ব্বদা সম্ভাবনা। রতি উদয় হইলে ভক্তদিগের জড়দেহে এবং জড়দেহানুগ কার্য্যে যে জুগুপ্সা অর্থাৎ নিন্দা উদয় হয় তাহাই রসবিচারে সপ্তমরতি। হাস্যাদি হইতে শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষরূপ রতি স্বাভাবিক পার্থক্য থাকিলেও সেই সেই ভাবে পরার্থামখ্যারতির যোগ বশতঃ হাস্যাদিতে রতি শব্দ প্রযুক্ত হয়। হাস্যাদি গৌণীরতি কোন কোন ভক্তে স্থায়িত্ব লাভ করে; সর্ব্বত্র নয়। সুতরাং ইহারা অনিয়ত ধারা এবং সাময়িক এই নামে ব্যক্ত। কোন কোন স্থলে বলিষ্ঠ হইয়া সহজ রতিকে তিরস্কারপূর্ব্বক নিজে অধিকার করিয়া লয়।

ব্রজনাথ। জড়ীয় অলঙ্কারে "শৃঙ্গার-হাসকরুণ" ইত্যাদিক্রমে আটটী গণিত হইয়াছে। আমি বুঝিতেছি যে সেরূপ বিভাগ কেবল তুচ্ছ নায়ক-নায়িকার রসেই শোভা পায়। চিন্ময় ব্রজরসে তাহার স্থিতি নাই। এ রসে শুদ্ধ আত্মার ক্রিয়া। প্রাকৃত মনের ক্রিয়া নাই। সুতরাং মহাজনগণ যে রতিকে স্থায়ীভাব রাখিয়া তাহার মুখ্যভাবকে পঞ্চবিধ মুখ্যরস ও গৌণভাবকে সপ্তবিধ গৌণরস রূপে বিভাগ করিয়াছেন ইহা সমীচিন। এখন কৃপা করিয়া হাসরতির লক্ষণ বলুন।

গোস্বামী। বাক্য, বেশ ও চেষ্টাদির বিকৃতি ক্রমে চিত্তের বিকাশকারী হাসরতি উদয় হয়। তাহাতে নেত্রবিকাশ, নাসিকা ওষ্ঠ ও কপোলের স্পন্দনাদি হইয়া থাকে। ইহাও স্বয়ং সঙ্কোচভাবে রতি কৃষ্ণসম্বন্ধি চেষ্টা হইতে উত্থিত হয়।

ব্রজনাথ। বিস্ময়রতির লক্ষণ কি?

গোস্বামী। অলৌকিকবিষয় দেখিয়া চিত্তের যে বিস্তৃতি হয় তাহাই বিস্ময়। নেত্রবিস্ফার, সাধুবাদ ও পুলকাদি ইহার অনুভব।

ব্রজনাথ। উৎসাহরতির লক্ষণ কি?

গোস্বামী। সাধুজন প্রশংসিত বৃহৎ কার্য্যে দৃঢ় মনের যে ত্বরিত আসক্তি তাহাই উৎসাহ। ইহাতে শৈঘ্র্য, ধৈর্য্যত্যাগ ও উদ্যমাদি লক্ষিত হয়।

ব্রজনাথ। ক্রোধরতির লক্ষণ কি?

গোস্বামী। প্রতিকূলভাবদ্বারা চিত্তের জ্বলনকে ক্রোধ বলে। ইহাতে কঠোরতা, ভ্রুকুটী ও নেত্রের রাক্তমাদিবিকার অনুভূত হয়।

ব্রজনাথ। ভয়রতির লক্ষণ কি?

গোস্বামী। ঘোর দর্শনদ্বারা চিত্তের অতি চাঞ্চল্যই ভয়। ইহাতে আত্ম-গোপন, হৃদয়শুষ্কতা ও পলায়নাদি হয়।

ব্রজনাথ। জুগুপ্সারতির লক্ষণ কি?

গোস্বামী। নিন্দিতবিষয় হইতে যে সংকোচ হয় তাহা জুগুপ্সা। নিষ্ঠীবন, মুখ বাঁকা করা এবং কুৎসন ইহার লক্ষণ। এ সমস্তই কৃষ্ণানুকূল হইলে রতি হয় নতুবা সামান্য নরচিত্তবিকার মাত্র।

ব্রজনাথ। ভক্তিরসে ভাবের সংখ্যা কত?

গোস্বামী। স্থায়ী আট, সঞ্চারী তেত্রিশ ও সাত্ত্বিক আট মিলিত হইয়া উনপঞ্চাশৎ হয়। এই সকল ভাব প্রাকৃত হইলে ত্রিগুণোৎপন্ন সুখ দুঃখময়। কৃষ্ণস্ফুরণময় হইলে অপ্রাকৃত এবং ত্রিগুণাতীত প্রৌঢ়ানন্দময় হয়। এমত কি বিষাদ ও পরম সুখময় হইয়া থাকে। শ্রীমদ্রূপগোস্বামী বলিয়াছেন যে, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রিয়াদি আলম্বনরূপে রতির কারণ। স্তম্ভাদি রতির কার্য্য। নির্ব্বেদাদি রতির সহায়। রসোদ্বোধ সময় ইহারা কারণ, কার্য্য ও সহায় বাচ্য না হইয়া বিভাবাদি পদদ্বারা উক্ত হয়। রতির সেই সেই আস্বাদবিশেষের যোগ্যতা বিভাব করে বলিয়া পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে বিভাব বলেন। সেই বিভাবিত রতিকে বিস্তৃত করিয়া অনুভাব করায় বলিয়া নৃত্যাদিকে অনুভাব বলা হইয়াছে। সাত্ত্বিক-ভাব সকলও তদ্রূপ সত্ত্ববোধক কার্য্য করায় বলিয়া তাহাদের সেই নাম হইয়াছে। সেই বিভাবিত ও অনুভাবিত রতিকে যে নির্ব্বেদাদিভাব সঞ্চার করাইয়া বিচিত্র করে, তাহাদিগকে সঞ্চারিভাব বলে। ভগবৎ কাব্য নাট্য-শাস্ত্রানুরাগীগণ বিভাবাদিতে সেবাই একমাত্র কারণ বলিয়া জানেন। বস্তুত এই রত্যাখ্যভাব অচিন্ত্যস্বরূপ বিশিষ্ট মহাশক্তি-বিলাস-রূপ। ভারতাদি শাস্ত্রে ইহাকে তর্কাতীত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। মহাভারতে লিখিত আছে যে, যে সকল ভাব চিন্তা-তীত তাহাদিগকে তর্কে যোজন করিবে না। প্রকৃতির অতীত তত্ত্বই অচিন্ত্য-লক্ষণ তত্ত্ব। অচিন্ত্য রসতত্ত্বে মনোহরা রতিই কৃষ্ণাদিকে বিভাবতা প্রাপ্ত করাইয়া ঐ সমস্ত বিভাবাদির সহিত আপনাকে পুষ্ট করেন। মাধুর্য্যাদির আশ্রয় স্বরূপ কৃষ্ণাদিকে রতি প্রকাশ করে এবং পক্ষান্তরে কৃষ্ণাদি অনুভূত হইয়া রতিকে বিস্তার করেন। অতএব বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাব সকল রতির সহায় এবং রতি তাঁহাদের সহায়।

ব্রজনাথ। কৃষ্ণরতি ও বিষয়রতিতে কোন বিষয় ভেদ আছে? অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

গোস্বামী। বিষয় রতি লৌকিকী। কৃষ্ণরতি অলৌকিকী। সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার হইতে অদ্ভুত। লৌকিকী রতি যোগে সুখ এবং বিয়োগে নিতান্ত অসুখময়ী। কৃষ্ণরতি হরিপ্রিয় ব্যক্তিতে যোগ হইলে রসবিশেষ উদয় করে এবং সম্ভোগ সুখ উদয় করায়। বিয়োগ অর্থাৎ বিপ্রলম্ভে অদ্ভুত আনন্দবিবর্ত্ত ধারণ করে। মহাপ্রভুর প্রশ্ন ক্রমে রামানন্দরায় স্বীয় কৃত "পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল" এই পদ্যে বিয়োগের অদ্ভুতানন্দ বিবর্ত্ত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাহাতে আর্ত্তিভাবের আভাস মাত্র পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা সুখ বিশেষ?

ব্রজনাথ। তার্কিকগণ রসকে প্রকাশ্যখণ্ড বস্তু বলেন, তাহার উত্তর কি?

গোস্বামী। জড়রস বস্তুতঃ প্রকাশ্যখণ্ড বস্তু, কেন না সামগ্রী পরিপোষণে স্থায়ীভাব তাহাতে রসরূপে ব্যক্ত হয়। কিন্তু অপ্রাকৃত চিন্ময়রস সেরূপ নয়। সিদ্ধাবস্থায় তাহা নিত্য, অখণ্ড ও স্বপ্রকাশ। সাধনাবস্থায় সেই রস প্রকাশিত-রূপে প্রাকৃত জগতে অনুভূত হয়। লৌকিকী রস বিয়োগে আর থাকে না। অলৌকিকী রস সংসার বিয়োগে অধিক শোভা পায়। হ্লাদিনী মহাশক্তি বিলাসরূপ এই রস পরমানন্দ তাদাত্ম্য লাভ করিয়াছে। অর্থাৎ যাহাকে পরমানন্দ বলি তাহাই এই রস। ইহা তর্কাতীত, যেহেতু অচিন্ত্য।

ব্রজনাথ। অপ্রাকৃত তত্ত্বে রস কত প্রকার?

গোস্বামী। রতিমুখ্যরূপে এক ও গৌণরূপে সাত। সুতরাং রতি অষ্ট প্রকার। তদ্রূপ মুখ্যরস পঞ্চবিধ হইয়া এক এবং গৌণরস সপ্তবিধ। সুতরাং রসও অষ্টপ্রকার।

ব্রজনাথ। অষ্টপ্রকার নামোল্লেখ করুন্। যত শুনিতেছি ততই শুনিতে স্পৃহা বৃদ্ধি হইতেছে।

গোস্বামী। শ্রীরূপগোস্বামী বলিয়াছেনঃ—

মুখ্যস্তু পঞ্চধা শান্তঃ প্রীতঃ প্রেয়াংশ্চ বৎসলঃ।
মধুরশ্চেত্যমী জ্ঞেয়া যথাপূর্ব্ব মনুত্তমাঃ॥
হাস্যোদ্ভুত স্তথা বীরঃ করুণো রৌদ্র ইত্যপি।
ভয়ানক স বীভৎস ইতি গৌণশ্চ সপ্তধা॥

ব্রজনাথ। চিন্ময়রসে ভাব শব্দের প্রকৃত অর্থ কি?

গোস্বামী। চিদ্বিষয়ে অনন্তবুদ্ধিযুক্ত পণ্ডিতগণ ভাবনা বিষয়ে গাঢ় চিৎ-সংস্কার দ্বারা স্বীয়চিত্তে যে ভাবকে উদয় করেন তাহাই এই রসতন্ত্রের ভাবশব্দ-বাচ্য। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ভাব দুইপ্রকার চিন্ত্যভাব ও অচিন্ত্যভাব

চিন্ত্যভাবের বিষয়ে তর্ক চলে, কেন না বদ্ধজীবের বদ্ধ-মনে যে সমস্ত ভাব উদয় হয় সকলই জড়ধর্ম্ম প্রসূত। ঈশ্বর বিষয়েও জড়ভাবসকল চিন্ত্যভাব। ঈশ্বর-সম্বন্ধে বস্তুতঃ চিন্ত্যভাব হয় না কেন না ঈশ্বর তত্ত্ব জড়াতীত। চিন্ত্যভাব হয় না বলিয়াই ঈশ্বরতত্ত্বে কোন ভাব নাই এরূপ স্থির করা ভাল নয়। ঈশ্বর সম্বন্ধে সমস্তভাবই আছে। তাহা অচিন্ত্য। সেই অচিন্ত্যভাব হৃদয়ে আনিয়া অনন্য বুদ্ধির সহিত আলোচনা করিতে করিতে সেই অচিন্ত্য ভাবগণের মধ্যে একটীকে স্থায়ীভাব জানিয়া অন্যান্য অচিন্ত্যভাবগণকে সামগ্রীরূপে স্থায়ীভাবকে স্বাদাত্বে বরণ কর। তবেই তোমার নিত্যসিদ্ধ অখণ্ডরস উদয় হইবে।

ব্রজনাথ। প্রভো! এ বিষয়ে গাঢ় সংস্কার কাহাকে বলি?

গোস্বামী। বাবা! বিষয় লিপ্ত হইয়া বহুজন্ম-কর্ম্মচক্রে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রাক্তনী ও আধুনিকা দুই প্রকার সংস্কারে তোমার চিত্ত গঠিত হইয়াছে। তোমার বিশুদ্ধ আত্মায় যে শুদ্ধ চিত্তবৃত্তি ছিল তাহা বিকৃত হইয়াছে। আবার সুকৃতি বলে সাধু সঙ্গে ভজন প্রক্রিয়া দ্বারা যে সংস্কার হইতেছে তদ্দ্বারা তোমার বিকৃত সংস্কার দূর হইলে প্রকৃত সংস্কার উদয় হয়। সেই সংস্কার যত গাঢ় হয়, ততই অচিন্ত্যতত্ত্ব হৃদয়ে স্ফুর্ত্তি হয়। তাহাকেই গাঢ় সংস্কার বলা যায়।

ব্রজ। এখন জানিতে ইচ্ছা করি, এই রসতত্ত্বে কাহার অধিকার?

গোস্বামী। যিনি পূর্ব্বোক্ত ক্রমে গাঢ়সংস্কার দ্বারা অচিন্ত্য ভাব হৃদয়ে আনিতে পারেন, কেবল তাঁহারই এই রসতত্ত্বে অধিকার। অন্যের ইহাতে অধিকার নাই। শ্রীরূপ বলিয়াছেন;—

> ব্যতীত্যভাবনা বর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
> হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥

ব্রজনাথ। এই রসের অনধিকারী কে? অনধিকারীকে হরিনাম দান করা যেরূপ অপরাধ এই রস বিষয় তাহার নিকট ব্যাখ্যা করাও তদ্রূপ অপরাধ। প্রভো! কৃপা করিয়া এই অকিঞ্চনদিগকে এ বিষয় সতর্ক করুন।

গোস্বামী। শুদ্ধভক্তির প্রতি উদাসীন যে বৈরাগ্য তাহাকে ফল্গু বৈরাগ্য বলা যায়। শুদ্ধভক্তির প্রতি উদাসীন যে জ্ঞান তাহাকে শুষ্ক জ্ঞান বলা যায়। সেই বৈরাগ্য নির্দ্দগ্ধ চিত্ত ও শুষ্ক জ্ঞানী এবং তর্কমাত্রনিষ্ঠ হৈতুক পুরুষ এবং কর্ম্ম মীমাংসা ও শুষ্কজ্ঞানপর্ব্বীয় উত্তরমীমাংসা প্রিয় পুরুষ এবং বিশেষতঃ ভক্ত্যাস্বাদ বহির্ম্মুখ পুরুষ এবং কেবলাদ্বৈতবাদীরূপ জরন্মীমাংসক ব্যক্তিদিগ হইতে ভক্তি-

রসিকগণ, চোরগণ হইতে যেরূপ মহানিধি রক্ষা করেন, সেইরূপ কৃষ্ণভক্তি-রসকে গোপন রাখিবেন।

ব্রজনাথ। আমরা ধন্য হইলাম। আপনার শ্রীমুখ আজ্ঞা সর্ব্বত্র পালন করিব।

বিজয়কুমার। প্রভো! আমি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করি। শ্রীমদ্ভাগবত রসগ্রন্থ। সাধারণে পাঠ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিলে কি অপরাধ হয় ?

গোস্বামী। আহা! শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ সর্ব্বশাস্ত্র শিরোমণি, নিগমশাস্ত্রের ফলস্বরূপ। প্রথমস্কন্ধের তৃতীয় শ্লোকে যাহা কথিত আছে তাহাই করিবে। "মুহুরহো রসিকাঃ ভুবি ভাবুকা" এই বাক্যে কেবল ভাবুক বা রসিক ব্যতীত আর কেহই শ্রীমদ্ভাগবত রস পানের অধিকারী নন। বাবা! এ ব্যবসায়টী সহসা পরিত্যাগ কর। তুমি রসপিপাসু। রসের নিকট আর অপরাধ করিবে না। 'রসো বৈস' এই বেদবাক্যে রসই কৃষ্ণ স্বরূপ। শরীর নির্ব্বাহের জন্য শাস্ত্রোক্ত অনেক প্রকার ব্যবসায় আছে, তাহাই অবলম্বন কর। সাধারণের নিকট ভাগবত পাঠ করিয়া অর্থ গ্রহণ করিবে না। যদি রসিকশ্রোতা পাও তবে বেতন বা দক্ষিণা না লইয়া পরমানন্দে ভাগবত শ্রবণ করাইবে।

বিজয়। প্রভো! অদ্য আমাকে একটী মহা অপরাধ হইতে রক্ষা করিলেন। আমি যে পূর্ব্বে অপরাধ করিয়াছি, তাহার কি হইবে?

গোস্বামী। সে অপরাধ আর থাকিবে না। তুমি সরল হৃদয়ে রসের শরণাপন্ন হইলে। রস তোমাকে অবশ্য ক্ষমা করিবেন। তুমি সে বিষয়ে আর চিন্তা করিও না।

বিজয়। প্রভো। আমি বরং নীচবৃত্তি দ্বারা শরীর পোষণ করিব, তথাপি অনধিকারীর নিকট রস কীর্ত্তন করিব না এবং তাহার নিকট অর্থ লইয়া রসকীর্ত্তন করিব না।

গোস্বামী। বাবা! তোমরা ধন্য! কৃষ্ণ তোমাদিগকে আত্মসাথ করিয়াছেন নতুবা কি এত দৃঢ়তা ভক্তিবিষয়ে হয়? তোমরা শ্রীনবদ্বীপধামবাসী। গৌর তোমাদিগকে সর্ব্বশক্তি প্রদান করিয়াছেন।

ঊনত্রিংশৎ অধ্যায়।

রসবিচার।

ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার স্থির করিলেন আমরা শ্রীপুরুষোত্তমে চাতুর্ম্মাস্য কাটাইব। শ্রীগুরু গোস্বামীর শ্রীমুখ হইতে সর্ব্বপ্রকার রসের বিচার শ্রবণ করিয়া রসোপাসনা পদ্ধতি গ্রহণ করিব। ব্রজনাথের পিতামহী ক্ষেত্রে চাতুর্ম্মাস্য বাসের মাহাত্ম্য শ্রবণ করত ব্রজনাথের প্রস্তাবে স্বীকার হইলেন। সকলেই প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় শ্রীজগন্নাথ দর্শন করেন। নরেন্দ্র স্নান ও তীর্থের যেখানে যাহা আছে তাহা ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন। শ্রীজগন্নাথ দেবের যে সময়ে যে সেবা ও বেশাদি হয় তাহা বিশেষ ভক্তি সহকারে দর্শন করিতে লাগিলেন। শ্রীগুরু গোস্বামীকে তাঁহাদের মনের ভাব জানাইলেন গোস্বামী মহারাজ আনন্দিত হইলেন। তিনি বলিলেন হে ব্রজনাথ! হে বিজয়! তোমাদের প্রতি আমার এক পকার বাৎসল্য এরূপ গাঢ় হইতেছে, যে তোমাদের বিচ্ছেদে আমার বিশেষ কষ্ট হইবে বলিয়া বোধ হয়। তোমরা যত দিন এখানে থাক, আমি সুখী হইব। সদ্‌গুরু সংঙ্গে মিলিলেও সৎশিষ্য সহজে পাওয়া যায় না!

ব্রজনাথ বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! ভিন্ন ভিন্ন রসের বিভাবাদি দেখাইয়া রসব্যাখ্যা করুন, শুনিয়া ধন্য হই।

গোস্বামী। উত্তম প্রস্তাব করিয়াছ। শ্রীগৌরচন্দ্র আমার মুখে যাহা বলাইবেন তাহা শ্রবণ কর। আদৌ শান্তরস। এই রসে শান্তি রতিই স্থায়ীভাব। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানন্দে এবং যোগীদিগের আত্মসৌখ্যে যে আনন্দ আছে তাহা নিতান্ত শিথিল। ঈশময় সুখ তদপেক্ষা নিগূঢ়। ঈশ স্বরূপানুভবই সেই সুখের হেতু। শান্তরসের আলম্বন চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি বিভুতা, ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি গুণান্বিত। আলম্বনান্তর্গত বিষয় ও অনুভাব এইরূপ। শান্ত পুরুষগণ শান্তরতির আশ্রয়। আত্মারামগণ ও ভগবদ্বিষয়ে বদ্ধশ্রদ্ধ তাপসগণই শান্তপুরুষ। সনক সনন্দনাদি চারিজন প্রধান আত্মারাম। ইঁহারা বালসন্ন্যাসী-বেশে বিচরণ করেন। ইহাদের প্রথমে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মে রতি ছিল। ভগবন্মূর্ত্তি মাধুর্য্য দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া চিদ্ঘন-মূর্ত্তির উপাসনা আরম্ভ করিয়াছেন। নির্ব্বিঘ্নতা হইতে যুক্ত বৈরাগ্য দ্বারা বিষয় বর্জ্জন হইয়াছে বটে, কিন্তু মুক্তি বাঞ্ছা দূর হয় নাই এইরূপ তাপসসকল শান্তরসে প্রবেশ লাভ করেন। প্রধান

প্রধান উপনিষৎ শ্রবণ, বিজন স্থান সেবন, অন্তর্বৃত্তি বিশেষের স্ফূর্ত্তি তত্ত্ববিবেচন, বিদ্যা শক্তি প্রধানত্ব, বিশ্বরূপ দর্শনে আদর, জ্ঞান মিশ্র ভক্তদের সংসর্গ, সমবিদ্য ব্যক্তিদের সহিত উপনিষদ্বিচার, এই সকল এই রসের উদ্দীপন। আবার ভগবৎপাদপদ্মের তুলসীর সৌরভ, শঙ্খের ধ্বনি, পুণ্য পর্ব্বত, পবিত্র বন, সিদ্ধ-ক্ষেত্র, গঙ্গা, বিষয়ক্ষয় বাসনা, কালই সকল নাস করে এইরূপ বুদ্ধি এ সকল উদ্দীপন। শান্ত রসের বিভাব এই প্রকার।

ব্রজনাথ। এ রসের অনুভাব কিরূপ?

গোস্বামী। নাসাগ্রে দৃষ্টি, অবধূতের ন্যায় চেষ্টা চতুর্হস্ত প্রমাণ দর্শন কার্য্য ও গতি, জ্ঞান মুদ্রা প্রদর্শন (তর্জ্জনি ও অঙ্গুষ্ঠ যোগ) ভগবদ্বিদ্বেষায় প্রতি দ্বেষ রহিত, ভগবৎ প্রিয় ভক্তে ভক্তির অল্পতা, সংসার ধ্বংস ও জীবন্মুক্তির প্রতি আদর, নৈরপেক্ষা, নির্ম্মমতা, নিরহঙ্কার ও মৌন ইত্যাদি শীতা রতির অসাধারণ ক্রিয়া এইসকল শান্ত রসের অনুভাব। জৃম্ভা, অঙ্গমোটন, ভক্তি উপদেশ, হরির প্রতি নমস্কার ও স্তবাদি ক্রিয়া অনুভব।

ব্রজনাথ। শান্ত রসের সাত্ত্বিক বিকার কিরূপ?

গোস্বামী। প্রলয় অর্থাৎ ভূপতন ব্যতীত স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক বিকার এ রসে অনেক পরিমাণে লক্ষিত হয়। দীপ্ত লক্ষণ সাত্ত্বিক বিকার ইহাতে হয় না।

ব্রজনাথ। এ রসের সঞ্চারি ভাব কি কি?

গোস্বামী। নির্ব্বেদ, ধৃতি, হর্ষ, মতি, স্মৃতি, বিষাদ, উৎসুকতা, আবেগ ও বিতর্ক ইত্যাদি সঞ্চারি ভাব সকল শান্ত রসে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্রজনাথ। শান্তি রতি কত প্রকার?

গোস্বামী। স্থায়ীভাবরূপ শান্তি রতি সমা ও সান্দ্রা ভেদে দুই প্রকার। অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিতে ভগবৎ স্ফূর্ত্তি জনিত শরীর কর্ম্ম লক্ষণ সমা শান্তি রতি উপলব্ধ হয়। সর্ব্ব অবিদ্যা ধ্বংস হেতু নির্ব্বিকল্প সমাধিতে ভগবৎ সাক্ষাৎকার রূপ সান্দ্রানন্দ সান্দ্রা শান্তি রতিতে লক্ষিত হয়। উক্ত দুই প্রকার রতি ভেদে পারোক্ষ্য ও সাক্ষাৎকাররূপ দুই প্রকার শান্তরস আছে। শুকদেব ও বিল্বমঙ্গল জ্ঞানসংস্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিরসানন্দে নিপুণ হইয়াছিলেন। বিদ্বদ্বর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ও তদ্রূপ অবস্থা।

ব্রজনাথ। জড়ালঙ্কারে শান্তরসের স্বীকার নাই কেন?

গোস্বামী। জড় ব্যাপারে শান্তি আসিলেই বিচিত্রতা দূর হইল। চিদ্ব্যাপারে শান্তি রসের আবির্ভাবে উত্তরোত্তর অপ্রাকৃত রসের উদয় হয়।

ভগবান বলিয়াছেন যে মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধিকে শম বলা যায়। দেখ শান্তি ব্যতীত তন্নিষ্ঠতা বুদ্ধি কিরূপে ঘটে? অতএব চিত্তত্বে শান্তরস অবশ্যই স্বীকৃত হইবে।

ব্রজনাথ। শান্ত ভক্তিরস উত্তমরূপে বুঝিলাম। এখন কৃপা করিয়া দাস্যরসের বিভাবাদি ক্রমে ব্যাখ্যা করুন।

গোস্বামী। দাস্যরসকে পণ্ডিতগণ প্রীতভক্তিরস বলেন। অনুগ্রাহ্য পাত্র দাস্য ও লাল্যত্ব ভেদে দুই প্রকার। সুতরাং প্রীত রসও সম্ভ্রম প্রীত ও গৌরব প্রীত ভেদে দুই প্রকার।

ব্রজনাথ। সম্ভ্রম প্রীত কিরূপ?

গোস্বামী। কৃষ্ণে দাসাভিমানী ব্যক্তিদিগের ব্রজেন্দ্র নন্দনে সম্ভ্রম বিশিষ্টা প্রীতি উৎপন্ন হয়। তাহাই পুষ্ট হইয়া সম্ভ্রম প্রীত সংজ্ঞা লাভ করে। এই রসে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণদাসগণ আলম্বন।

ব্রজনাথ। এ রসে কৃষ্ণের স্বরূপ কি?

গোস্বামী। গোকুলে সম্ভ্রম-প্রীত রসে কৃষ্ণ দ্বিভুজ। অন্যত্র কোথাও দ্বিভুজ এবং কোথাও চতুর্ভুজ গোকুলে দ্বিভুজ মুরলীধর ময়ূর পুচ্ছাদি দ্বারা গোপবেশ। অন্যত্র দ্বিভুজ হইয়াও মণিমণ্ডিত ঐশ্বর্য্য বেশ। শ্রীরূপ বলিয়াছেন,—

ব্রহ্মাণ্ড কোটিধামৈক রোমকূপঃ কৃপাম্বুধিঃ।
অবিচিন্ত্য মহাশক্তিঃ সর্ব্বসিদ্ধি নিষেবিতঃ।
অবতারাবলীবীজং সদাত্মারামহৃদ্গুণঃ।
ঈশ্বরঃ পরমারাধ্যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ॥
সমৃদ্ধিমান্ ক্ষমাশীলঃ শরণাগত পালকঃ।
দক্ষিণঃ সত্যবচনো দক্ষঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ॥
প্রতাপী ধার্ম্মিকঃ শাস্ত্রচক্ষু র্ভক্তসুহৃত্তমঃ।
বদান্যস্তেজসা যুক্তঃ কৃতজ্ঞঃ কীর্ত্তিসংশ্রয়ঃ।
বরীয়ান্ বলবান্ প্রেমবশ্য ইত্যাদিভির্গুণৈঃ।
যুতশ্চতুর্ব্বিধেষ্বেষ দাসেষ্বালম্বনোহরিঃ॥

ব্রজনাথ। চতুর্ব্বিধ দাস কি কি রূপ?

গোস্বামী। প্রশ্রিত (সর্ব্বদা নত দৃষ্টিভাবে অবস্থিত), আজ্ঞানুবর্ত্তী, বিশ্বস্ত এবং প্রভু জ্ঞানে নম্র বুদ্ধি এই চারি প্রকার দাসগণ দাস্যরতির আশ্রয়রূপ

আলম্বন। তাঁহাদের তাত্ত্বিক নাম ;— (১) অধিকৃত, (২) আশ্রিত, (৩) পারিষদ ও (৪) অনুগত।

ব্রজনাথ। অধিকৃত দাস কাহারা ?

গোস্বামী। ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্রাদি দেবদেবীগণ অধিকৃত দাস দাসী, জগদ্ব্যাপারে অধিকার লাভ করিয়া ভগবানকে সেবা করেন।

ব্রজনাথ। আশ্রিত দাস কাহারা ?

গোস্বামী। শরণাগত, জ্ঞানী ও সেবানিষ্ঠ এই তিন প্রকার আশ্রিতদাস। কালিয়, জরাসন্ধ ও বদ্ধ নৃপাদি শরণাগত দাস মধ্যে পরিগণিত। শৌনক প্রভৃতি ঋষিগণ মুমুক্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীহরিকে আশ্রয় করায় তাঁহারা জ্ঞানিচর দাস মধ্যে পরিগণিত। যাঁহারা প্রথমাবধি ভজন বিষয়ে আসক্ত সেই চন্দ্রধ্বজ, হরিহর, বহুলাশ্ব, ইক্ষ্বাকু, ও পুণ্ডরীকাদি সেবানিষ্ঠ শরণাগত।

ব্রজনাথ। প্রভো, পারিষদ কাহারা ?

গোস্বামী। উদ্ধব, দারুক সাত্যকি, শ্রুতদেব, শত্রুজিৎ, নন্দ, উপনন্দ ও ভদ্র প্রভৃতি পারিষদ দাস। ইহাঁরা মন্ত্রণাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও অবসর ক্রমে পরিচর্য্যা করেন। কৌরবদিগের মধ্যে ভীষ্ম, পরীক্ষিৎ, বিদুরাদিও পারিষদ। ইহাঁদিগের মধ্যে প্রেম বিক্লব উদ্ধবই শ্রেষ্ঠ।

ব্রজনাথ। অনুগ ভক্ত কাহারা ?

গোস্বামী। সর্ব্বদা পরিচর্য্যাকার্য্যে আসক্তচিত্ত দাসগণ পুরস্থিত ও ব্রজস্থিত ভেদে অনুগভক্ত দুইপ্রকার। সুচন্দ্র, মণ্ডন, স্তম্ভ, সুতম্ব প্রভৃতি দ্বারকাপুরস্থ অনুগভক্ত। রক্তক, পত্রক, পত্রী, মধুকণ্ঠ, মধুব্রত, রসাল, সুবিলাস, প্রেমকন্দ, মকরন্দক, আনন্দ, চন্দ্রহাস, পয়োদ, বকুল, রসদ এবং শারদ এই সকল ব্রজস্থ অনুগদাস। ব্রজানুগদাসের মধ্যে রক্তক সর্ব্বপ্রধান। ধূর্য্য, ধীর, বীর ভেদে পারিষদাদি ত্রিবিধ। আশ্রিতাদি ত্রিবিধ দাসগণ নিত্যসিদ্ধ, সিদ্ধ ও সাধকভেদে ত্রিবিধ।

ব্রজনাথ। দাস্যরসের উদ্দীপন কি কি ?

গোস্বামী। মুরলীধ্বনি, শৃঙ্গধ্বনি, সহাস্যাবলোকন, গুণ শ্রবণ, পদ্ম, পদচিহ্ন নবীন মেঘ এবং অঙ্গ সৌরভ, এই সকল।

ব্রজনাথ। এই রসের অনুভাব কি কি ?

গোস্বামী। সর্ব্বতোভাবে নির্দ্দিষ্ট স্বকার্য্য করণ, আজ্ঞা প্রতিপালন, ঈর্ষাভাব, কৃষ্ণের প্রণতজনের সহিত মৈত্রী, কৃষ্ণনিষ্ঠতাদি এইরসের অসাধারণ

অনুভাব। নৃত্যাদি উদ্ভাস্বর সকল, কৃষ্ণসুহৃদ্বর্গের প্রতি আদর এবং অন্যত্র বিরাগাদি অনুভাব।

ব্রজনাথ। এই প্রীতরসাদি তিনটী রসে সাত্ত্বিক বিকার কিরূপ ?

গোস্বামী। এই রসে স্তম্ভাদি সমস্ত সাত্ত্বিকভাব প্রকাশ পায়।

ব্রজনাথ। এই রসে ব্যভিচারী ভাব কি কি ?

গোস্বামী। হর্ষ, গর্ব্ব, ধৃতি, নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, চিন্তা, স্মৃতি, শঙ্কা, মতি, ঔৎসুক্য, চাপল, বিতর্ক, আবেগ, হ্রী, জাড্য, মোহ, উন্মাদ, অবহিত্থা, বোধ, স্বপ্ন, ক্লম, ব্যাধি ও মৃতি এই সকল এরসের ব্যভিচারি। মদ, শ্রম, ত্রাস, অপস্মার, আলস্য, উগ্রতা, ক্রোধ, অসূয়া ও নিদ্রা ইহাদের বিশেষ উদয় হয় না। মিলনে হর্ষ, গর্ব্ব ও ধৈর্য্য এবং অমিলনে গ্লানি ব্যাধি ও মৃতি ঘটীয়া থাকে। আর নির্ব্বেদাদি অষ্টাদশ ভাব মিলন ও অমিলনে সর্ব্বদাই দেখা যায়।

ব্রজনাথ। এই প্রীত রসে স্থায়ীভাব জানিতে ইচ্ছা করি।

গোস্বামী। সম্ভ্রম, প্রভুতাজ্ঞান হইতে চিত্তে কম্প ও আদরের সহিত যে প্রীতি একতা লাভ করে, সেই প্রীতিই এই রসের স্থায়ী ভাব। শান্তরসে রতিমাত্রই স্থায়িভাব এই রসে রতি মমতাযুক্ত ভাবে প্রীতি হইয়া স্থায়ী ভাব হয়। এই সম্ভ্রম প্রীতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভ করিয়া প্রেম, স্নেহ ও রাগবস্থা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। এই সম্ভ্রম প্রীতি হ্রাস শঙ্কা শূন্য হইয়া বদ্ধমূল হইলে, ইহাই প্রেম হয়। প্রেম যখন গাঢ় চিদ্দ্রবতা উৎপন্ন করে, তখন তাহা স্নেহনামে পরিচিত। স্নেহে ক্ষণকাল বিচ্ছেদ সহ্য হয় না। স্নেহে যখন দুঃখকে সুখ বলিয়া মনে হয়, তখন তাহা রাগ হয়। তখন কৃষ্ণের জন্য প্রাণ নাশ বাঞ্ছা উদয় হয়। অধিকৃত ও আশ্রিত দাসদিগের প্রেম পর্য্যন্ত হয়। পারিষদ সকলে স্নেহ পর্য্যন্ত হয়। পরীক্ষিৎ, দারুক, উদ্ধব এবং ব্রজানুগদাসদিগের রাগ পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয়। রাগ উদিত হইলে সখ্যভাবের লেশ উদয় হয়। পণ্ডিতগণ এই রসে কৃষ্ণের সহিত মিলনকে যোগ এবং বিচ্ছেদকে অযোগ বলেন। উৎকণ্ঠিত ও বিয়োগ ভেদে অযোগ দুই প্রকার। যোগ তিন প্রকার,—সিদ্ধি, তুষ্টি ও স্থিতি। উৎকণ্ঠিত অবস্থায় কৃষ্ণকে দেখিতে পাওয়ার নাম সিদ্ধি। বিচ্ছেদের পর কৃষ্ণকে পাওয়ার নাম তুষ্টি। শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্র বাস করার নাম স্থিতি।

ব্রজনাথ। সম্ভ্রম প্রীতি বুঝিলাম। গৌরব প্রীত ব্যাখ্যা করুন।

গোস্বামী। যাঁহাদের লাল্যাভিমান, তাঁহাদের প্রীতি গৌরবময়ী। সেই প্রীতি বিভাবাদি দ্বারা পুষ্ট হইলে গৌরব প্রীতি হয়। হরি এবং হরির লাল্য

দাস সকল ইহাঁর আলম্বন। গৌরব প্রীতিতে মহাগুরু, মহাকীর্ত্তি, মহাবুদ্ধি, মহাবল, রক্ষক ও লালকরূপে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়রূপ আলম্বন। লাল্যগণ কনিষ্ঠত্ব ও পুত্রত্ব অভিমান ভেদে দুই প্রকার। সারণ, গদ ও সুভদ্র প্রভৃতি কনিষ্ঠত্ব অভিমানী। প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ ও সাম্ব প্রভৃতি পুত্রত্বাভিমানী। শ্রীকৃষ্ণের বাৎসল্য ও ঈষৎ হাস্যাদি ইহাতে উদ্দীপন। লাল্যগণ নীচাসনে উপবেশন গুরু পথের অনুগমন এবং স্বেচ্ছাচারের পরিত্যাগ এই সকল অনুভাব। সঞ্চারি ও ভাবিচারী পূর্ব্ববৎ জানিবে।

ব্রজনাথ। গৌরবশব্দের তাৎপর্য্য কি?

গোস্বামী। দেহ সম্বন্ধাভিমানে কৃষ্ণ আমার পিতা বা গুরু এইরূপ বুদ্ধিকে গৌরব বলে। লালকের প্রতি তন্ময়ী যে প্রীতি তাহাই গৌরব প্রীতি। ইহাই এই রসের স্থায়ীভাব।

ব্রজনাথ। প্রভো! প্রীতরস জানিতে পারিলাম। এখন প্রেয় ভক্তরস বা সখ্যরস বলুন।

গোস্বামী। এই রসে কৃষ্ণ কৃষ্ণবয়স্যগণই আলম্বন। দ্বিভুজ মুরলীধর ব্রজেন্দ্রনন্দনই ইহার বিষয়। কৃষ্ণের বয়স্যগণই আশ্রয়।

ব্রজনাথ। কৃষ্ণবয়স্যদিগের লক্ষণ ও প্রকার জানিতে বাসনা করি।

গোস্বামী। রূপ গুণ ও বেশে দাসদিগের সহিত সমান কিন্তু দাসদিগের ন্যায় সম্ভব যন্ত্রণা শূন্য বিশ্রম্ভযুক্ত তাঁহারাই কৃষ্ণবয়স্য। ইহারা পুর সম্বন্ধ ও ব্রজ সম্বন্ধ ভেদে দুই প্রকার। অর্জ্জুন, ভীমসেন, দ্রৌপদী ও শ্রীদাম বিপ্র ইহাঁরা পুরসম্বন্ধি সখা। তন্মধ্যে অর্জ্জুন শ্রেষ্ঠ। ব্রজসখাগণ সর্ব্বদা সহচর দর্শন লালস এবং কৃষ্ণৈক জীবন। সুতরাং তাঁহারাই প্রধান সখা। ব্রজে সুহৃদ, সখা, প্রিয়সখা, প্রিয়নর্ম্ম বয়স্য এইরূপ চতুর্ব্বিধ সখা। সুহৃদ্গণের বাৎসল্য গন্ধবিশিষ্ট সখ্য, কৃষ্ণাপেক্ষা তাঁহারা কিঞ্চিৎ বয়োধিক, অস্ত্রধারণপূর্ব্বক সর্ব্বদা দুষ্টগণ হইতে কৃষ্ণকে রক্ষা করেন। সুভদ্র, মণ্ডলীভদ্র, ভদ্রবর্দ্ধন, গোভট, যক্ষ, ইন্দ্রভট, ভদ্রাঙ্গ, বীরভদ্র, মহাগুণ, বিজয় ও বলভদ্র প্রভৃতি সুহৃদ্গণ। তন্মধ্যে মণ্ডলীভদ্র ও বলভদ্র সর্ব্বপ্রধান। কনিষ্ঠ তুল্য দাস্যগন্ধি সখ্যরসশালী বয়স্যগণকে সখা বলে। বিশাল, বৃষভ, ওজস্বী, দেবপ্রস্থ, বরূথপ, মরন্দ, কুসুমাপীড়, মণিবন্ধ, করন্ধম, ইত্যাদি সখাসকল কৃষ্ণানুরাগী। তন্মধ্যে দেবপ্রস্থ সর্ব্বপ্রধান। তুল্য বয়স এবং কেবল সখ্যভাবাশ্রিত শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, কিঙ্কিনী, স্তোককৃষ্ণ, অংশু, ভদ্রসেন, বিলাসী, পুণ্ডরীক, বিটঙ্ক ও কলবিঙ্ক ইত্যাদি কৃষ্ণের প্রিয়সখা। সুহৃৎ,

সখা ও প্রিয়সখা হইতে শ্রেষ্ঠ, আত্যন্তিক রহস্য কার্য্য নিপুণ সুবল, অর্জ্জুন, গন্ধর্ব্ব বসন্ত ও উজ্জ্বলাদি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় নর্ম্মসখা। উজ্জ্বল সর্ব্বদা নর্ম্মোক্তি লালস। সখাদিগের মধ্যে কেহ কেহ নিত্যপ্রিয়, কেহ কেহ সুরচর ও কেহ কেহ সাধক। বহুবিধ সখ্যসেবায় ইঁহারা নানা কার্য্যে বিচিত্রতা সম্পাদন করেন।

ব্রজনাথ। এ রসের উদ্দীপন কি কি?

গোস্বামী। কৃষ্ণবয়স, রূপ, শৃঙ্গ, বেণু, শঙ্খ, বিনোদ, পরিহাস, পরাক্রম ও লীলাচেষ্টাই সখ্যরসের উদ্দীপন। গোষ্ঠে কৌমার ও পৌগণ্ড এবং পুরে ও গোকুলে কৈশোর।

ব্রজনাথ। সাধারণ সখাদিগের অনুভাব জানিতে প্রার্থনা করি।

গোস্বামী। বাহুযুদ্ধ, কন্দুক ক্রীড়া, দ্যুতক্রীড়া, স্কন্ধারোহণ, যষ্টিক্রীড়া, কৃষ্ণতোষণ, পর্য্যঙ্ক, আসন ও দোলা, শয়ন, উপবেশন ও পরিহাস, জলবিহার; বানরাদির সহিত খেলা, নৃত্যগানাদি এই সকল সাধারণ সখাদিগের অনুভাব। সদুপদেশ ও সকল কার্য্যে অগ্রসর হওয়া সুহৃদ্গণের বিশেষ কার্য্য। তাম্বুল অর্পণ তিলক নির্ম্মাণ ও চন্দনলেপনাদি সখাদিগের বিশেষ কার্য্য। যুদ্ধে পরাজয় করা, কাড়াকাড়ি, কৃষ্ণকর্ত্তৃক অলঙ্কৃত হওয়া প্রিয়সখাদিগের বিশেষ কার্য্য। মধুর লীলার সহায়তা করা প্রিয়নর্ম্মসখাদিগের বিশেষ কার্য্য। ইঁহারা দাসদিগের ন্যায় বন্যপুষ্প দ্বারা কৃষ্ণকে অলঙ্কৃত করেন। বীজনাদি ও করেন।

ব্রজনাথ। এই রসের সাত্ত্বিক ও সঞ্চারিভাবের বিচার কি?

গোস্বামী। দাস্যের ন্যায়, কিছু অধিক।

ব্রজনাথ। এই রসের স্থায়ীভাব কিরূপ?

গোস্বামী। শ্রীরূপ বলিয়াছেন যথা

বিমুক্তসংভ্রমা যাত্র বিশ্রম্ভাত্মা রতির্দ্বয়োঃ।
প্রায়ঃ সমানয়োরত্র সা সখ্যং স্থায়িশব্দভাক্॥

ব্রজনাথ। বিশ্রম্ভ কি?

গোস্বামী। 'বিশ্রম্ভোগাঢ়বিশ্বাসবিশেষো যন্ত্রণোজ্ঝিতঃ'।

ব্রজনাথ। ইহার বৃদ্ধি ক্রম কি?

গোস্বামী। সখ্যরতি প্রেম, স্নেহ, রাগকে ক্রোড়ীকৃত করিয়া প্রণয় পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হয়।

ব্রজনাথ। প্রণয়ের লক্ষণ কি?

গোস্বামী। সম্ভ্রমাদির যোগ্যতা স্পষ্ট থাকিলেও, সম্ভ্রম গন্ধ শূন্য রতিই

প্রণয়। এই সখ্যরস অতি অপূর্ব্ব। প্রীত ও বৎসল রসে কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ ভক্তের পরস্পর ভাব ভিন্ন জাতীয়। সকল রসের মধ্যে প্রেয় রস অর্থাৎ সখ্য-রসই প্রিয়। কেননা কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের পরস্পর একজাতীয় মাধুর্য্যভাব ইহাতেই লক্ষিত হয়।

ত্রিংশৎ অধ্যায়।

রসবিচার।

বিজয় ও ব্রজনাথ অদ্য খেচরিভোগের প্রসাদ পাইয়া শ্রীহরিদাসঠাকুরের সমাধি দর্শন করিলেন। পরে টোটায় শ্রীগোপীনাথ দর্শনপূর্ব্বক শ্রীরাধাকান্তমঠে উপস্থিত হইয়া শ্রীগুরুগোস্বামীর চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করত উপবিষ্ট হইলেন। শ্রীধ্যানচন্দ্রগোস্বামীর সহিত তাঁহাদের নানাবিধ কথোপকথন হইতে লাগিল। শ্রীগুরুগোস্বামী সেই অবসরে প্রসাদ পাইয়া আপন গাদিতে বসিলেন। ব্রজনাথ বিনীতভাবে বৎসল ভক্তিরসের কথা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীগুরুগোস্বামী বলিতে লাগিলেন।

বৎসলরসে শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার গুরুবর্গ বিষয় ও আশ্রয়রূপে আলম্বন। কৃষ্ণ সুন্দর, শ্যামাঙ্গ, সর্ব্ব সল্লক্ষণযুক্ত, মৃদু, প্রিয়বাক্, সরল, লজ্জাবান, বিনয়ী, মান্যমানকারী ও দাতা। ব্রজরাজ্ঞী, ব্রজেশ্বর, রোহিণী, মান্যা গোপীগণ, তথা দেবকী, কুন্তী, বসুদেব, সান্দীপনি ইত্যাদি গুরুজন মধ্যে নন্দ ও যশোদা সর্ব্বপ্রধান। এই রসে কৌমারাদি বয়স, রূপ, বেশ, শৈশব চাপল, জল্পনা, হাস্য, লীলা ইত্যাদি উদ্দীপন।

ব্রজনাথ। এই রসের অনুভাব সকল কি কি?

গোস্বামী। মস্তক ঘ্রাণ গ্রহণ, হস্ত দ্বারা অঙ্গ মার্জ্জন, আশীর্ব্বাদ, আজ্ঞাদান লালন, প্রতিপালন, হিতোপদেশ দান ইত্যাদি কার্য্য সকল অনুভাব। চুম্বন, আলিঙ্গন, নাম ধরিয়া ডাকা এবং উপযুক্ত সময়ে তিরস্কার এই রসের সাধারণ কার্য্য।

ব্রজনাথ। এ রসের সাত্ত্বিক বিকার কি কি?

গোস্বামী। স্তম্ভাদি আট প্রকার এবং স্তনদুগ্ধস্রাব এই নয়টী এ রসের সাত্ত্বিক বিকার।

ব্রজনাথ। এ রসের ব্যভিচারী ভাব কি কি?

গোস্বামী। বৎসল রসে প্রীতরসোক্ত সমস্ত ব্যভিচারী ভাব তথা অপস্মার প্রকাশ পায়।

ব্রজনাথ। এ রসের স্থায়ীভাব কিরূপ?

গোস্বামী। অনুকম্পাকারীর অনুকম্পার পাত্রের প্রতি যে সম্ভ্রম শূন্যা রতি তাহাই ইহাতে স্থায়ীভাব। যশোদাদির বাৎসল্য রতি স্বভাবতঃ প্রৌঢ়া। প্রেম, স্নেহ এবং রাগ পর্য্যন্ত এই রসের স্থায়ীভাবের গতি। বলদেবের ভাব প্রীতি ও বাৎসল্যরস মিশ্র। যুধিষ্ঠিরের ভাব বাৎসল্য, প্রীতি ও সখ্যরসান্বিত। উগ্রসেনের প্রীতি বাৎসল্য সখ্যরস মিশ্রিত। নকুল, সহদেব ও নারদাদির ভাব সখ্য ও দাস্যরস যুক্ত। রুদ্র, গরুড় ও উদ্ধবাদির ভাব দাস্য ও সখ্যরস মিশ্রিত।

ব্রজনাথ। প্রভো! বাৎসল্য রসের ব্যাখ্যা শুনিলাম। কৃপা করিয়া চরমরসরূপ মধুররসের কথা বলুন, আমরা শুনিয়া ধন্য হই।

গোস্বামী। মধুর ভক্তিরসকে মুখ্য ভক্তিরস বলেন। জড়রস আশ্রিত বুদ্ধি ঈশ্বর পরায়ণ হইলে নিবৃত্তিধর্ম্ম লাভ করে, আবার যে পর্য্যন্ত চিদ্রসের অধিকারী না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাদের প্রবৃত্তি সম্ভবে না। সেই সকল লোকের এই রসে উপযোগীতা নাই। মধুর রস স্বভাবতঃ দুরূহ। অধিকারী সহজে পাওয়া যায় না বলিয়া ঐ রস গূঢ় রহস্যরূপে গুপ্ত রাখা উচিত। এতন্নিবন্ধন এই স্থলে মধুর রস স্বভাবতঃ বিস্তৃতাঙ্গ হইলেও সংক্ষেপে বর্ণন করিব।

ব্রজনাথ। প্রভো! আমি শ্রীসুবলের অনুগত, আমার পক্ষে মধুর রস শ্রবণের কতদূর অধিকার তাহা বিবেচনা করিয়া বলিবেন।

গোস্বামী। প্রিয়নর্ম্মসখাগণ কিয়ৎপরিমাণে শৃঙ্গার রসে অধিকার পাইয়াছে। এস্থলে আমি তোমার উপযোগী কথাই বলিব। যাহা অনুপযোগী তাহা বলিব না।

ব্রজনাথ। এ রসের আলম্বন কিরূপ?

গোস্বামী। বিষয়রূপ আলম্বন শ্রীকৃষ্ণ এই রসে অসমানোর্দ্ধ সৌন্দর্য্যশালী নাগর বিশেষ। লীলা রসিকতার পরমাশ্রয়। ব্রজগোপীগণ এই রসের আশ্রয়। সকল প্রেয়সীর মধ্যে শ্রীরাধাই শ্রেষ্ঠ। মুরলী-ধ্বনি ইত্যাদি এ রসের উদ্দীপন। নয়ন কোণে নিরীক্ষণ ও হাস্য প্রভৃতি এ রসের অনুভাব। সমস্ত সাত্ত্বিক ভাবই এ রসে সুদ্দীপ্ত। আলস্য ও ঔগ্র্য ব্যতীত অন্য সকল ব্যভিচারী ভাবই এই রসে লক্ষিত হয়।

ব্রজনাথ। এই রসের স্থায়ীভাব কিরূপ?

গোস্বামী। মধুর রতি আত্মোচিত বিভাবাদি দ্বারা পুষ্টিলাভ করিয়া মধুর ভক্তিরস হন। এই রাধামাধবের রতি কোন প্রকার স্বজাতীয় বা বিজাতীয় ভাব দ্বারা বিচ্ছেদ দশা লাভ করে না।

ব্রজনাথ। মধুর রস কত প্রকার ?

গোস্বামী। বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ ভেদে মধুর রস দ্বিবিধ।

ব্রজনাথ। বিপ্রলম্ভ কি ?

গোস্বামী। পূর্ব্বরাগ, মান ও প্রবাসাদি ভেদে বিপ্রলম্ভ বহুবিধ।

ব্রজনাথ। পূর্ব্বরাগ কি ?

গোস্বামী। মিলনের পূর্ব্বে যে ভাব হয় তাহাকে পূর্ব্বরাগ বলা যায়।

ব্রজনাথ। মান ও প্রবাস কি প্রকার ?

গোস্বামী। মান প্রসিদ্ধ। প্রবাসের অর্থ সঙ্গ-বিচ্যুতি।

ব্রজনাথ। সম্ভোগ কি ?

গোস্বামী। উভয়ে মিলিত হইয়া যে ভোগ তাহার নাম সম্ভোগ। এস্থলে মধুররস সম্বন্ধে আর বলিব না। যাঁহারা মধুর রসের অধিকারী তাঁহারা এ বিষয়ের রহস্য শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থে আলোচনা করিবেন।

ব্রজনাথ। গৌণভক্তিরস সমূহের স্থিতি সংক্ষেপরূপে বলুন।

গোস্বামী। হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎসরস এই সাতটী গৌণরস। ইহারা প্রবল হইয়া যখন মুখ্যরসের স্থানকে আত্মসাৎ করে তখন ইহারা পৃথক্ পৃথক্ রসরূপে লক্ষিত হয়। যখন স্বাধান রসরূপে ক্রিয়া করে, তখন স্থায়ীভাব হইয়া নিজোচিত বিভাবাদিদ্বারা পুষ্ট হইয়া রস হয়। বস্তুত শান্তাদি পাঁচটীই রস। হাস্যাদি সাতটীরস প্রায়ই ব্যভিচারী ভাবের মধ্যে পরিগণিত।

ব্রজনাথ। অলঙ্কার শাস্ত্রে আমরা যে সকল রস বিচার শিক্ষা করিয়াছিলাম, তাহাতে হাস্যাদির সমস্ত ব্যাপার অবগত আছি। এক্ষণে মুখ্য ভক্তিরসের সহিত ইহাদের যে সম্বন্ধ তাহাই জানিতে ইচ্ছা করি। কৃপা করিয়া বলুন।

গোস্বামী। শান্ত প্রভৃতি রসের পরস্পর মিত্রতা ও শত্রুতা বলিতেছি। শান্তরসের মিত্র দাস্য, বীভৎস, ধর্ম্মবীর ও অদ্ভুতরস। অদ্ভুতরস আবার দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররসের মিত্র। শান্তরসের শত্রু মধুর, যুদ্ধবীর, রৌদ্র ও ভয়ানকরস। দাস্যরসের মিত্র বীভৎস, শান্ত, ধর্ম্মবীর ও দানবীর রস; আর তাহার

শত্রু মধুর, যুদ্ধবীর ও রৌদ্ররস। সখ্যরসের মিত্র মধুর, হাস্য ও যুদ্ধবীররস। সখ্যরসের শত্রু বৎসল, বীভৎস, রৌদ্র ও ভয়ানকরস। বৎসলরসের মিত্র হাস্য, করুণ ও ভয়ভেদক রস। বৎসলের শত্রু মধুর, যুদ্ধবীর, দাস্য ও রৌদ্ররস। মধুররসের মিত্র হাস্য ও সখ্যরস। মধুরের শত্রু বৎসল, বীভৎস, শান্ত, রৌদ্র ও ভয়ানকরস। হাস্যরসের মিত্র বীভৎস, মধুর ও বৎসলরস। হাস্যরসের শত্রু করুণ ও ভয়ানকরস। অদ্ভুতরসের মিত্র বীর, শান্ত, দাস্য সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররস। অদ্ভুতরসের শত্রু হাস্য, সখ্য ও দাস্য রৌদ্র ও বীভৎস। বীররসের মিত্র অদ্ভুতরস। বীররসের শত্রু ভয়ানক রস। কাহারও মতে শান্তও বীররসের শত্রু। করুণরসের মিত্র রৌদ্ররস ও বৎসল রস। করুণরসের শত্রু বীররস, হাস্য-রস, সম্ভোগ নাম শৃঙ্গাররস ও অদ্ভুতরস। রৌদ্ররসের মিত্র করুণরস ও বীররস। রৌদ্ররসের শত্রু হাস্যরস, শৃঙ্গাররস ও ভয়ানকরস। ভয়ানকরসের মিত্র বীভৎসরস ও করুণরস। ভয়ানকরসের শত্রু বীররস, শৃঙ্গাররস, হাস্যরস ও রৌদ্ররস। বীভৎসরসের মিত্র শান্তরস, হাস্যরস ও দাস্যরস। বীভৎসরসের শত্রু শৃঙ্গাররস ও সখ্যরস। আর সকল পরস্পর তটস্থ।

ব্রজনাথ। পরস্পর মিলনের ফল ব্যাখ্যা করুন।

গোস্বামী। মিত্ররসের পরস্পর মিলনের রস অতিশয় আস্বাদনীয় হয়। অঙ্গাঙ্গীভাবে রস মিলন করাই ভাল। মুখ্য বা গৌণ হউক অঙ্গীরসের মিত্র রসকে অঙ্গ করিবে।

ব্রজনাথ। অঙ্গী ও অঙ্গের ভেদ নিরূপণ করুন।

গোস্বামী। মুখ্য বা গৌণ হউক যে রস অন্য রসকে অতিক্রম করিয়া বিরাজ-মান হয় তাহাই অঙ্গী। আর যে রস অঙ্গীনামক রসের পুষ্টি করে সে অঙ্গরূপে সঞ্চারীভাব গ্রহণ করে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলিয়াছেন যথা,—

রসানাং সমবেতানাং যস্য রূপং ভবেদ্বহু।
স মন্তব্যো রসঃ স্থায়ীশেষাঃ সঞ্চারিণোমতাঃ॥

ব্রজনাথ। গৌণরস কিরূপে অঙ্গী হইতে পারে?

গোস্বামী। শ্রীরূপ কহিয়াছেন,—

প্রোদ্যন্ বিভাবনোৎকর্ষাৎ পুষ্টিং মুখ্যেন লম্ভিতঃ।
কুঞ্চতা নিজনাথেন গৌণোপ্যঙ্গিত্বমশ্নুতে॥
মুখ্যস্ত্বঙ্গত্বমাসাদ্য পুষ্ণন্নিন্দ্রমুপেন্দ্রবৎ।
গৌণমেবাঙ্গিনং কৃত্বা নিগূঢ় নিজবৈভবঃ।

অনাদিবাসনোল্লাস বাসিতে ভক্তচেতসি।
ভাত্যেব ন তু লীনঃ স্যাদেষ সঞ্চারি গৌণবৎ॥
অঙ্গী-মুখ্যঃ স্বমত্রাঙ্গৈর্ভাবৈ স্তৈরভিবর্দ্ধয়ন্।
সজাতীয়ৈ র্বিজাতীয়ৈঃ স্বতন্ত্রঃ সন বিরাজতে॥
যস্য মুখ্যস্য যো ভক্তো ভবেন্নিত্য নিজাশ্রয়ঃ।
অঙ্গী স এব তত্রস্যান্মুখ্যোপ্যন্যোঙ্গতাং ব্রজেৎ॥

আরও দেখ যদি অঙ্গীরসে অঙ্গরস অধিক আস্বাদের হেতু হয় তবেই সে অঙ্গ নতুবা তাহার মিলন বিফল।

ব্রজনাথ। রসের সহিত শত্রু রস মিলিলে কি হয়?

গোস্বামী। সুমিষ্ট পানীয় দ্রব্যে ক্ষারাম্লাদি সংযোগের ন্যায় বিরসতা উৎপাদন করে। এরূপ রস বিরোধকে অত্যন্ত রসাভাস বলা যায়।

ব্রজনাথ। রসবিরোধ কি কোন অবস্থায় ভাল নয়?

গোস্বামী। শ্রীরূপ বলিয়াছেন,—

দ্বয়োরেকতরস্যেহ বাধ্যত্বেনোপবর্ণনে।
স্মর্য্যমাণতয়াপ্যুক্তৌ-সাম্যেন বচনেপি চ।
রসান্তরেণ ব্যবধৌ তটস্থেন প্রিয়েণ বা।
বিষয়াশ্রয় ভেদে চ গৌণেন দ্বিষতাসহ।
ইত্যাদিষু ন বৈরস্যং বৈরিণো জনযেদ্যুতিঃ॥

আরও দেখ যুধিষ্ঠিরাদিতে দাস্য ও বাৎসল্য পৃথক্ পৃথক্ সময়ে প্রকাশ পায়। পরস্পর শত্রুরস যুগপৎ প্রকাশ পায় না। আবার অধিরূঢ়মহাভাবে বিরুদ্ধ ভাব সকলের মিলন হইলে বিরুদ্ধ হয় না।

শ্রীরূপ আরও বলিয়াছেন ;—

কাপ্যচিন্ত্য মহাশক্তৌ মহাপুরুষশেখরে।
রসাবলি সমাবেশঃ স্বাদায়ৈ বোপজায়তে॥

ব্রজনাথ। আমি বিজ্ঞ বৈষ্ণবদিগের নিকট শুনিয়াছি যে শ্রীমন্মহাপ্রভু রসাভাসকে এতদূর অনাদর করিতেন যে তদ্দোষাক্রান্ত কোন গীত বা পদ্য শ্রবণ করিতেন না। অদ্য রসাভাসের দোষ জানিতে পারিলাম। এখন কৃপাপূর্ব্বক রসাভাসের প্রকার সকল আমাদিগকে বলুন।

গোস্বামী। রস অঙ্গহীন হইলে তাহাকে রসাভাস বলা যায়। উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠভেদে রসাভাসকে উপরস, অনুরস ও অপরস বলা যায়।

ব্রজনাথ। উপরস কি?

গোস্বামী। স্থায়ী, বিভাব, অনুভাবাদি দ্বারা শান্তাদি দ্বাদশ রসই উপরস হয়। স্থায়ী বৈরূপ্য, বিভাব বৈরূপ্য, অনুভাববৈরূপ্য উপরসের হেতু।

ব্রজনাথ। অনুরস কাহাকে বলে?

গোস্বামী। কৃষ্ণ সম্বন্ধ বর্জ্জিত হাস্যাদি রসসমূহ অনুরস হয়। তটস্থ ব্যক্তিতে বীরাদি রসের উদয়ও অনুরস।

ব্রজনাথ। যাহাতে কৃষ্ণসম্বন্ধ নাই সে সকল রসই নয়, জড়রস মধ্যে পরিগণিত। তবে অনুরসের সেরূপ লক্ষণ কেন হইল?

গোস্বামী। কৃষ্ণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধহীন রসই অনুরস। যেমত কক্খটী নৃত্যে গোপদিগের হাসি, ভাণ্ডীরবনস্থ বৃক্ষে শুকপক্ষীদিগের বেদান্ত বিচার দেখিয়া নারদের অদ্ভুত রসের উদয় তদ্রূপ। কোন প্রকার দূরসম্বন্ধে কৃষ্ণ সম্বন্ধ দেখা যায়, কিন্তু কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ দেখা যায় না। এস্থলে অনুরস।

ব্রজনাথ। অপরস কি?

গোস্বামী। কৃষ্ণ অথবা কৃষ্ণের বিপক্ষেরা যদি হাস্যাদির বিষয়াশ্রয়তা প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ হাসাদি অপরস। কৃষ্ণকে পলাইতে দেখিয়া জরাসন্ধ যে বারম্বার হাস্য করিয়াছিল তাহা অপরস। শ্রীরূপ বলিয়াছেন,—

ভাবাঃ সর্ব্বে তদাভাসা রসাভাসাশ্চ কেচন।
অমী প্রোক্তা রসাভিজ্ঞৈঃ সর্ব্বেপি রসনাদরঃ॥

এই সমস্ত শ্রবণ করত বিজয়কুমার ও ব্রজনাথ সাশ্রুনয়নে গদ্গদ বচনের সহিত শ্রীগুরুর পাদপদ্মে পতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

শ্রীগুরু গোস্বামী প্রেমানন্দের সহিত শিষ্যদ্বয়কে দুই হস্তে তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। সরল হৃদয়ে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন তোমার রসতত্ত্বে স্ফূর্ত্তি হউক।

বিজয় ও ব্রজনাথ প্রতিদিন শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামীর সহিত পরমার্থের আলোচনা করেন। শ্রীগুরুগোস্বামী চরণামৃত ও অধরামৃত গ্রহণ করেন। কোনদিন ভজন কুটীরে, কোনদিন শ্রীহরিদাসের সমাধিতে, কোনদিন শ্রীগোপীনাথের মন্দিরে, কোনদিন সিদ্ধবকুলে বহু বহু শুদ্ধ বৈষ্ণবের ভজন মুদ্রা দর্শন করিয়া আপন আপন ভজনাভিনিবেশে মগ্ন থাকেন। স্তবাবলী ও স্তবমালা লিখিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাবাবেশের স্থানগুলি দর্শন করেন। যেখানে শুদ্ধবৈষ্ণবগণ কীর্ত্তন

করেন, সেখানে নাম কীর্ত্তনে যোগ দেন। এইরূপ করিতে করিতে বিজয় ও ব্রজনাথের ক্রমশঃ ভজনোন্নতি হইতে লাগিল। বিজয়কুমার মনে করিলেন যে শ্রীগুরুগোস্বামী আমাদিগকে সংক্ষেপে মধুর রস বর্ণন করিয়াছেন। আমি তাঁহার শ্রীমুখ হইতে ঐ রসের বিশেষ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিব। ব্রজনাথ সখ্যরসে মগ্ন থাকুন। আমি একক মধুর রসের সমস্ত তত্ত্ব লাভ করিব। এই মনে করিয়া তিনি শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামীর কৃপায় একখানি শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থ সংগ্রহ করিলেন। সেই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে করিতে তদ্বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলে শ্রীগুরুগোস্বামীর নিকট জিজ্ঞাসা করেন।

একদিন বিজয় ও ব্রজনাথ অপরাহ্নে সমুদ্র তীরে বসিয়া সমুদ্রের লহরী দেখিতে দেখিতে মনে করিলেন যে জীবনও উর্ম্মীময়। কখন কি ঘটে বলা যায় না। রাগমার্গের ভজনপদ্ধতি শ্রীগুরু গোস্বামীর নিকট শিক্ষা করিয়া লইতে হইবে। ব্রজনাথ বলিলেন শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী যে পদ্ধতি লিখিয়াছেন তাহা আমি দেখিয়াছি। বোধহয় কিছু গুরুপদেশ পাইলে তাহাতে বিশেষ ফল পাওয়া যাইতে পারে। ভাল, আমি ঐ পদ্ধতি নকল করিয়া লইব। এই কথা স্থির করিয়া শ্রীধ্যানচন্দ্রের নিকট সেই পদ্ধতির প্রতিলিপি পাইবার প্রার্থনা করিলেন। শ্রীধ্যানচন্দ্র বলিলেন, আমি ঐ পদ্ধতি দিতে পারিব না। শ্রীগুরু গোস্বামীর অনুমতি গ্রহণ করুন।

উভয়ে শ্রীগুরু গোস্বামীর নিকট সে বিষয় প্রস্তাব করিলে, তিনি বলিলেন, ভাল, প্রতিলিপি লইয়া আমার নিকট আসিবে। সেই অনুমতিক্রমে বিজয় ও ব্রজনাথ উভয়ে পদ্ধতির প্রতিলিপি লইলেন। মনে করিলেন যে অবকাশক্রমে শ্রীগুরু গোস্বামীর নিকটে ঐ পদ্ধতি আলোচনা করিয়া বুঝিয়া লইব।

ধ্যানচন্দ্রগোস্বামী সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। বিশেষতঃ হরিভজনতত্ত্বে তাঁহার তুল্য পারদর্শী আর কেহ ছিল না। শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামীর শিষ্যগণের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য। বিজয় ও ব্রজনাথকে ভজনবিষয়ে পরম যোগ্যজ্ঞান করিয়া ভজনপদ্ধতির সমস্ত তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন। বিজয় ও ব্রজনাথ মধ্যে মধ্যে গুরু-গোস্বামীর শ্রীচরণ হইতে তৎসম্বন্ধে সমস্ত সন্দেহ নিরসন করিয়া লইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দৈনন্দিন চরিত্র এবং শ্রীকৃষ্ণের দৈনন্দিন লীলার পরস্পর সম্বন্ধ বুঝিয়া লইয়া অষ্টকালীন ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

একত্রিংশৎ অধ্যায়।

মধুর রসবিচার।

শরৎকাল উপস্থিত। একদিন রাত্রি দশ দণ্ডের পর জ্যোৎস্না উদয় হইলে বিজয় মনে করিলেন, এই সময় আমি একবার শ্রদ্ধাবালি হইয়া সুন্দরাচল দর্শন করিব। বিজয় এখন শুদ্ধ মধুর রসে ভজন শিক্ষা করিয়াছেন। কৃষ্ণের ব্রজলীলা ব্যতীত আর কিছুই তাঁহার ভাল লাগে না। আবার ব্রজলীলার মধ্যে শ্রীগোপীকাগণের সহিত কৃষ্ণলীলায় তিনি সর্ব্বদা মগ্ন। শুনিয়াছেন যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সুন্দরাচল দর্শনে ব্রজধামের স্ফূর্ত্তি হইত। তন্নিবন্ধন বিজয় একাই সুন্দরাচলের দিকে গমন করিতে লাগিলেন। বলগণ্ডী পার হইয়া শ্রদ্ধাবালিতে চলিতে লাগিলেন। দুই পার্শ্বের উপবন সকল দেখিয়া ক্রমশঃ বৃন্দাবন স্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল। বিজয় প্রেমসাগরে মগ্ন হইয়া বলিতে লাগিলেন, আহা! আজ আমার কি সৌভাগ্য! আমি ব্রহ্মাদি দেবতার দুর্ল্লভ ব্রজপুরী দর্শন করিতেছি! ঐ যে কুঞ্জবন! মালতী লতাকীর্ণ মাধবী-মণ্ডপে আমাদের প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বসিয়া শ্রীগোপিকাদিগের সহিত পরিহাস করিতেছেন। ভয় সম্ভ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক বিজয়কুমার ব্যাকুল হইয়া দ্রুতপদে সেই দিকে ধাবিত হইলেন। যাইতে যাইতে বিজয়ের মূর্চ্ছা আসিয়া উপস্থিত হইল। বিজয় স্খলিতপদ হইয়া পড়িয়া গেলেন। মন্দ মন্দ সমীরণ আসিয়া বিজয়কে সেবা করিতে লাগিল। স্বল্পকালের মধ্যেই বিজয় সংজ্ঞালাভ করিয়া এদিক ওদিক দেখিতে লাগিলেন। আর সে লীলা দেখিতে না পাইয়া চিত্ত অবসন্ন হইতে লাগিল। বিজয় ক্রমে ক্রমে নিজ বাসায় ফিরিয়া আসিয়া আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া শয়ন করিলেন।

ব্রজলীলা স্ফূর্ত্তি হওয়ায় বিজয়ের চিত্ত হর্ষোৎফুল্ল হইয়াছিল। বিজয় মনে মনে করিলেন যে আমি অদ্য যে রহস্য দেখিলাম, তাহা কল্য গুরুদেবকে বিজ্ঞাপন করিব। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে আবার স্মরণ করিলেন যে অপ্রাকৃত লীলারহস্য যিনি ভাগ্যক্রমে দেখিতে পান, তাহা কাহার ও নিকট প্রকাশ করা উচিত নয়। অনেক প্রকার ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রাবির্ভাব হইল। প্রাতে উঠিয়া তিনি অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। প্রসাদ পাইয়া কাশীমিশ্রভবনে গমন করতঃ গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া বসিলেন। গুরুদেব তাঁহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলে বিজয় শ্রীগুরু পাদপদ্ম দর্শনে একটু সুস্থিরচিত্ত হইয়া মধুর রসের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিজয় কহিলেন প্রভো। আপনার অসীম কৃপাবলে আমি চরিতার্থ হইয়াছি। এখন শ্রীউজ্জ্বল রসসম্বন্ধে কিছু নিগূঢ় তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি। আমি শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি পাঠ করিতে করিতে কোন কোন বিষয়ের তাৎপর্য্য বুঝিতে অক্ষম হইয়াছি। গুরুদেব তাহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন বাবা। তুম আমার প্রিয় শিষ্য। তুমি যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে, আমি যথাসাধ্য উত্তর দিব।

বিজয়কুমার কহিতেছেন প্রভো। মধুর রসকে মুখ্য রসের মধ্যে অতি রহস্যোৎপাদক রস বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে। কেনই না বলা হইবে? যখন শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য রসের সমস্ত গুণ মধুর রসে নিত্য আছে এবং সেই সেই রসে আর যে কিছু চমৎকারিতার অভাব আছে তাহাও মধুর রসে সুন্দররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন যে মধুর রস সর্ব্বোপরি ইহাতে আর সন্দেহ কি? মধুর রস নিবৃত্তিপথাবলম্বী ব্যক্তিদিগের শুষ্কতা নিবন্ধন তাহাদের পক্ষে নিতান্ত অনুপযোগী। আবার জড় প্রবৃত্তিপর ব্যক্তিদিগের পক্ষে জড় বিলক্ষণ ধর্ম্ম দুরূহ হয়। ব্রজের মধুর রস যখন জড় ধর্ম্মের শৃঙ্গার রস অপেক্ষা সম্পূর্ণরূপে বিলক্ষণ তখন সহসা তাহা সাধ্য নয়। এবস্তুত অপূর্ব্ব রস কিরূপে অত্যন্ত হেয় স্ত্রীপুরুষ-গত জড় রসের সদৃশ হইয়াছে?

গুরু গোস্বামী। বাবা বিজয়। জড়ের যত বিচিত্রতা সে সমুদায়ই যে চিত্তত্ত্বের বিচিত্রতার প্রতিফলন তাহা তুমি ভালরূপে জান। জড় জগৎ চিজ্জগ-তের প্রতিফল। ইহাতে গূঢ় তত্ত্ব এই যে প্রতিফলিত প্রতীতি স্বভাবতঃ বিপর্য্যয় ধর্ম্ম প্রাপ্ত। অর্থাৎ আদর্শে যাহা সর্ব্বোত্তম, প্রতিফলনে তাহা সর্ব্বাধম। আদর্শে যাহা অত্যন্ত নিম্নস্থ, প্রতিফলনে তাহা উচ্চস্থ। মুকুরে প্রতিফলিত অঙ্গ প্রত্য-ঙ্গের বিপর্য্যয় ভাব বিচার করিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায়। পরম বস্তু স্বীয় অচিন্ত্য শক্তিক্রমে সেই শক্তির ছায়ায় প্রতিফলিত হইয়া জড় সত্তারূপে বিস্তৃত হইয়াছে। সুতরাং পরম বস্তুর ধর্ম্মগুলি জড়ে বিপর্য্যস্তভাবে লক্ষিত হয়। পরম বস্তুগত রস সেইরূপে জড়ের হেয় রসে বিপর্য্যস্ত ধর্ম্ম প্রাপ্ত। পরম বস্তুতে যে অপূর্ব্ব অদ্ভুত বিচিত্রতা গত সুখ আছে তাহাই পরম বস্তুর রস। সেই রস জড়ে প্রতিফলিত হওয়ায় জড় বদ্ধ জীব চিন্তাক্রমে একটী ঔপাধিক তত্ত্ব কল্পনা করে। নিবৃত্ত নির্ব্বিশেষ ধর্ম্মকেই পরম বস্তুর সহিত ঐক্য করিয়া সমস্ত বিচিত্রতাকে জড় ধর্ম্ম মনে করিয়া নিরুপাধিক সত্তা ও সত্তা ধর্ম্মকে জানিতে পারে না। যাহারা যুক্তিকে আশ্রয় করে তাহাদের এইরূপ গতি সহজে হয়। বস্তুতঃ পরম বস্তু

রসরূপ তত্ত্ব। সুতরাং তাহাতে অদ্ভুত বিচিত্রতা আছে। জড় রসেও সেই সকল বিচিত্র প্রকার প্রতিফলিত হওয়ায়, জড় রসের বিচিত্রতাকে অবলম্বন করিয়া অতীন্দ্রিয় রসের অনুভব হয়। চিদ্বস্তুতে যে রস বিচিত্রতা আছে তাহা এইরূপে সমাহিত। চিজ্জগতে অত্যন্ত নিম্নভাগে শান্ত ধর্ম্মগত শান্ত রস। তাহার উপরে দাস্য রস তাহার উপরে সখ্য রস। তাহার উপরে বাৎসল্য রস। সর্ব্বোপরে মধুর রস। জড়ে দেখ মধুর রস বিপর্য্যস্ত হইয়া সকলের নীচে। তাহার উপর বৎসল রস, তাহার উপর সখ্য রস, তাহার উপর দাস্য রস এবং সর্ব্বোপরি শান্ত রস। জড় ধর্ম্মের স্বভাব আশ্রয় করিয়া যাহারা ভাবনা করে তাহারা এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া মধুর রসকে হীন মনে করে। মধুর রসের যে স্থিতি ও ক্রিয়া তাহা জড়ে নিতান্ত তুচ্ছ ও লজ্জাস্কর। চিজ্জগতে ঐ সকল শুদ্ধ, নির্ম্মল ও অদ্ভুতরূপে মাধুর্য্য পরিপূর্ণ। চিজ্জগতে কৃষ্ণ ও তদীয় বিবিধ শক্তির পুরুষ প্রকৃতিভাবে সম্মিলন অত্যন্ত পবিত্র ও তত্ত্ব মূলক। জড় জগতের যে জড় প্রত্যায়িক ব্যবহার তাহাই লজ্জাস্কর। বিশেষতঃ কৃষ্ণ একমাত্র পুরুষ এবং চিৎসত্বগণ ঐ রসে প্রকৃতি হওয়ায় কোন ধর্ম্ম-বিরোধ নাই। জড়ে কোন জীব ভোক্তা ও কোন জীব ভোগ্য এই ব্যাপারটী মূলতত্ত্ব বিরুদ্ধ বলিয়া লজ্জা ও ঘৃণার আস্পদ হইয়াছে। তত্ত্বতঃ জীব জীবের ভোক্তা নয়। সকল জীবই ভোগ্য এবং কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা। সুতরাং জীবের নিত্যধর্ম্মের বিরুদ্ধ ব্যাপার অবশ্যই লজ্জা ও ঘৃণাস্পদ হইবে ইহাতে সন্দেহ কি? দেখ, আদর্শ প্রতিফলন বিচারে, জড়ীয় স্ত্রী পুরুষ ব্যবহারে এবং নির্ম্মল কৃষ্ণলীলায় সৌসাদৃশ্য অবশ্যম্ভাবী। তথাপি একটী অত্যন্ত হেয় এবং অপরটী নিতান্ত উপাদেয়।

বিজয়। প্রভো! কৃতার্থ করিলেন। আপনার মধুমাখা সিদ্ধান্ত আমার স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া সংশয় বিনাশ করিল। আমি চিজ্জগতের মধুর রসের স্থিতি বুঝিতে পারিলাম। আহা! মধুর রস! এ শব্দটী যেরূপ মধুর, ইহার অপ্রাকৃত ভাবও তদ্রূপ পরমানন্দজনক! এমত মধুর রস থাকিতে যাহারা শান্ত রসে সুখ পায়, তাহাদের ন্যায় দুর্ভাগা আর কে আছে? প্রভো! আমি নিগূঢ় মধুর রসের সংস্থাপন বুঝিতে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছি। কৃপা করুন।

গুরু গোস্বামী। বাবা! শুন বলি। কৃষ্ণই মধুর রসের বিষয় এবং তাঁহার বল্লভাগণ ঐ রসের আশ্রয়। এতদুভয় মিলিয়া এরসের আলম্বন হইয়াছেন।

বিজয়। মধুর রসের বিষয় কৃষ্ণ কিরূপ?

গোস্বামী। আহা! বড়ই মধুর প্রশ্ন। নবজলধরবর্ণ সুরম্য, মধুর, সর্ব্বসল্লক্ষণযুক্ত, বলিষ্ঠ, নবযৌবন, সুবক্তা, প্রিয় ভাষী, বুদ্ধিমান, প্রতিভান্বিত, ধীর, বিদগ্ধ, চতুর, সুখী, কৃতজ্ঞ, দক্ষিণ, প্রেমবশ্য, গম্ভীর, শ্রেষ্ঠ, কীর্ত্তিমান, রমণীজন মনোহারী, নিত্যনূতন, অতুল্য কেলি সৌন্দর্য্যশালী, প্রিয়তম বংশীবাদনশীল এবম্ভূত গুণবিশিষ্ট পুরুষই কৃষ্ণ তাঁহার পদদ্যুতি সন্দর্শনে নিখিল কন্দর্পগরিমা দূর হয়। তাঁহার কটাক্ষ সকলেরই চিত্ত বিমোহিত করে। তিনিই যুবতীগণের ভাগ্যফলরূপ দিব্যলীলানিধি।

বিজয়। অপ্রাকৃত পরম বিচিত্র মধুর রসে অপ্রাকৃতরূপ গুণবিশিষ্ট কৃষ্ণই একমাত্র নায়ক তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিয়াছি। পূর্ব্বে যখন আমরা বহুবিধ শাস্ত্র পড়িয়া কেবল যুক্তির মাহাত্ম্য স্বীকার করিতাম, তখন কৃষ্ণরূপটী গাঢ়রূপে চিন্তা করিয়াও তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস হইত না। কিন্তু যখন হৃদয়ে রুচিমূলা ভক্তি কিছুমাত্র আপনার কৃপায় উদয় হইলেন, তখন হইতে আমি ভক্তিপূত চিত্তে অহরহ কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি লাভ করিতেছি। আমি ছাড়িলেও কৃষ্ণ আমার হৃদয় ছাড়েন না। আহা! কত কৃপা! আমি এখন জানিয়াছি যে;—

সর্ব্বথৈব দুরূহোয়মভক্তৈর্ভগবদ্রসঃ।
তৎপাদাম্বুজ সর্ব্বস্বৈর্ভক্তৈরেবানুরস্যতে॥
ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদিসত্ত্বোজ্জ্বলেবাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥

যাঁহারা কৃষ্ণপাদপদ্মকে সর্ব্বস্ব বলিয়া জানেন সেই শুদ্ধ ভক্তগণই এ রস অনুভব করিতে পারেন। হৃদয়ে যাঁহাদের ভক্তিগন্ধ নাই অর্থাৎ হৃদয় জড়োদিতভাবে পরিপূর্ণ ও স্বভাবতঃ নিজ কুসংস্কারানুরূপ তর্কপ্রিয়, তাঁহারা কখনই এ রস অনুভব করিতে পারেন না। প্রভো! আমি অনুভব করিয়াছি যে মানবের ভাবনা পথ অতিক্রম করিয়া কোন চমৎকার ভাব, শুদ্ধ সত্ত্বের- দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত হৃদয়ে উদয় হন, তাহাই রস। রস জড় জগতে নাই। চিজ্জগতের বস্তু। জীবকে চিৎকণ বলিয়া জৈব সত্তায় উদয় হইতে স্বীকার করেন। ভক্তি সমাধিতে সেই রস লক্ষিত হয়। শুদ্ধসত্ত্ব ও মিশ্রসত্ত্বের ভেদ যাঁহার হৃদয়ে গুরু কৃপায় উদয় হয়, তাঁহার আর সংশয় থাকে না।

গোস্বামী। ভাল বিজয়, তুমি যাহা বলিলে সকলই সত্য। অনেক সংশয় দূর করিবার জন্য আমি তোমার বাক্যেই একটী পরমতত্ত্ব স্থির করিয়া লইব। বল দেখি শুদ্ধ সত্ত্ব ও মিশ্রতত্ত্বে পরস্পর সম্বন্ধ কি?

বিজয়। গুরুচরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করত কহিলেন, প্রভো! আপনার কৃপায় আমি যথাসাধ্য বলিতেছি। দোষ থাকিলে কৃপা করিয়া সংশোধন করিবেন। যাহার অস্তিত্ব লক্ষিত হয় তাহাই সত্তা। স্থিতিসত্তা, রূপসত্তা, গুণসত্তা ও ক্রিয়া-সত্তা বিশিষ্ট বস্তুকে সত্ত্ব বলা যায়। যে সত্ত্ব অনাদি, অনন্ত, নিত্যনূতনরূপে বর্ত্তমান, ভূত ভবিষ্যৎরূপ খণ্ডকালের দ্বারা দূষিত হন না এবং চমৎকারিতায় পরিপূর্ণ তাহাই শুদ্ধসত্ত্ব। শুদ্ধ চিৎশক্তিপ্রসূত সত্তা মাত্রই শুদ্ধসত্ত্ব। চিৎশক্তির ছায়ারূপা মায়ায় কালের ভূত ভবিষ্যৎ বিকার আছে। সেই মায়ায় যে সকল সত্ত্ব দেখা যায়, সকলই আদিবিশিষ্ট সুতরাং মায়ার রজধর্ম্মাশ্রিত। সকলই অন্তবিশিষ্ট সুতরাং মায়ার তমোধর্ম্মাশ্রিত। এইরূপ সত্ত্বকে মিশ্রসত্ত্ব বলি। শুদ্ধজীব ও শুদ্ধসত্ত্ব। তাহার রূপ গুণ ও ক্রিয়াও শুদ্ধসত্ত্বময়। মায়ায় শুদ্ধ জীব বদ্ধ হইলে পর মায়ার রজস্তম গুণদ্বয় তাহার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়াছে।

গোস্বামী বাবা! অতি সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত বলিলে। এখন বল দেখি জীবের হৃদয় কিরূপে শুদ্ধ সত্ত্বের দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত হয়?

বিজয়। জড় জগতে বদ্ধ থাকা পর্য্যন্ত জীবের শুদ্ধ সত্ত্ব পরিষ্কাররূপে উদয় হয় না। যে পরিমাণে উদয় হয় সেই পরিমাণে জীবের স্বস্বরূপ লাভ হয়। কোন জ্ঞান চেষ্টায় বা জড় কর্ম্ম চেষ্টায় সে ফল হয় না। অঙ্গে মল লাগিয়াছে, কোন্ অন্য মল দ্বারা সে মল পরিষ্কৃত হয়? জড়কর্ম্ম নিজে মল, কিরূপে মল পরিষ্কার করিবে? জ্ঞান অগ্নি স্বরূপ, মল দূষিত সত্তায় লাগাইয়া দিলে সেই সত্তা পর্য্যন্ত নাশ করিবে। সে কিরূপে মল পরিষ্কারজনিত সুখ দিতে পারে? সুতরাং শুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবের কৃপামূলক ভক্তিতেই শুদ্ধ সত্ত্ব উদয় হয়। উদয় হইলে শুদ্ধসত্ত্বই হৃদয়কে উজ্জ্বল করে।

গোস্বামী। বাবা! তোমার মত অধিকারীকে উপদেশ দিয়া সুখ হয়। এখন তোমার আর কি জিজ্ঞাসা আছে?

বিজয়। আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে নায়ক চারি প্রকার অর্থাৎ ধীরো-দাত্ত, ধীরললিত, ধীরশান্ত ও ধীরোদ্ধত। কৃষ্ণ কোন প্রকার নায়ক?

গোস্বামী। কৃষ্ণে উক্ত চতুঃপ্রকার নায়কত্ব আছে। যে কিছু কিছু বিরুদ্ধ-ভাব নায়ক পরস্পরে দেখা যায়, তাহা কৃষ্ণরূপ নায়কের নিখিল রসাধারত্ব এবং অচিন্ত্য শক্তিমত্তা প্রযুক্ত সমঞ্জসভাবে কৃষ্ণের ইচ্ছানুগত কার্য্য করে। এই চারি প্রকার নায়ক ধর্ম্মবিশিষ্ট কৃষ্ণে আর একটী নিগূঢ় বৈচিত্র আছে, তাহা অসাধারণ অধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তির জ্ঞাতব্য।

বিজয়। যদি সকল বিষয়ে কৃপা করিলেন, তবে কৃপা করিয়া তাহাও বলিতে আজ্ঞা করুন। এই কথা বলিতে বলিতে বিজয় সাশ্রুনয়নে পদতলে পতিত হইলেন। গোস্বামী মহোদয় তাঁহাকে তুলিয়া আলিঙ্গন করত স্বয়ং সাশ্রুনয়নে গদ্গদস্বরে বলিলেন।

গোস্বামী। মধুর রসে কৃষ্ণ (নায়কত্বে) পতি ও উপপতি ভেদে দুই প্রকার।

বিজয়। প্রভো! কৃষ্ণ আমাদের নিত্যপতি। পতি সম্বন্ধ বলিলেই হয়। তবে উপপতি সম্বন্ধ কেন?

গোস্বামী। বড় গূঢ় রহস্য। একে চিদ্ব্যাপার একটী রহস্য মণি, তাহাতে পরকীয় মধুর রস সেই মণির মধ্যে কৌস্তুভ বিশেষ।

বিজয়। মধুর রসাশ্রিত ভক্তগণ কৃষ্ণকে পতিভাবে ভজন করেন। কৃষ্ণকে উপপতি জ্ঞান করার গূঢ় তাৎপর্য্য কি?

গোস্বামী। পরোতত্ত্বে নির্ব্বিশেষ ভাব যোজনা করিলে কোন রসই থাকে না। রসো বৈ স ইত্যাদি বেদবাক্য বৃথা হইয়া পড়ে। তাহাতে সুখের নিতান্ত অভাব বলিয়া নির্ব্বিশেষ ভাব অনুপাদেয়। সবিশেষ ভাব যত প্রকাশ হয় ততই রসের বিকাশ। রসকে মুখ্যতত্ত্ব মনে করিবে। নির্ব্বিশেষ ভাব অপেক্ষা কিঞ্চিন্মাত্র ঐশ্বর্য সবিশেষ ভাবের উৎকর্ষ হয়। শান্তরসের ঈশ্বর ভাব অপেক্ষা দাস্যরসের প্রভুভাব উৎকৃষ্ট। সখ্যভাবে তদপেক্ষা রসের উৎকর্ষ। বাৎসল্যে ততোধিক উৎকর্ষ। মধুর রসে বাৎসল্য অপেক্ষা উৎকর্ষ। যেমত ঐ সকল রসে পর পর উৎকর্ষ দেখা যায়, সেইরূপ স্বকীয় অপেক্ষা পারকীয় মধুর রস অধিক উৎকৃষ্ট। আত্ম ও পর এই দুইটী তত্ত্ব। আত্মনিষ্ঠ ধর্ম্ম আত্মারামতা। তাহাতে রসের পৃথক সহায় নাই। কৃষ্ণের আত্মারামতা ধর্ম্ম নিত্য হইলেও পরারামতা ধর্ম্মও তদ্রূপ নিত্য। বিরুদ্ধধর্ম্ম সামঞ্জস্যময় পরম পুরুষের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কৃষ্ণলীলার এককেন্দ্রে আত্মরামতা। তদ্বিপরীত কেন্দ্রে পরারামতার পরাকাষ্ঠারূপ পারকীয়তা। নায়ক নায়িকা পরস্পর অত্যন্ত পর হইয়াও যখন রাগের দ্বারা মিলিত হন, তখন যে অদ্ভুত রস হয় তাহাই পরকীয় রস। আত্মারামতা হইতে পরকীয় মধুর রস পর্য্যন্ত বিস্তৃতি। আত্মারামতার দিকে টানিলে রসের শুষ্কতা ক্রমশঃ হইয়া পড়ে। পরকীয়ের দিকে যত টানিতে পারা যায় রসের ততই প্রফুল্লতা হয়। কৃষ্ণই যেস্থলে নায়ক, সেস্থলে পরকীয়তা কখনই ঘৃণাস্পদ হয় না। সামান্য কোন জীব যেখানে নায়ক পদবীপ্রাপ্ত হন, সেখানে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার আসিয়া পড়ে। সুতরাং পরকীয়ভাব সেখানে নিতান্ত হেয়। এই

জন্যই পরকীয় পুরুষ ও পরোঢ়া রমণীর সংযোগকে নিতান্ত হেয় বলিয়া কবিগণ স্থির করিয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন যে সামান্য অলঙ্কার শাস্ত্রে উপপতিতে যে লঘুত্ব নির্ণীত হয়, তাহা প্রাকৃত নায়ক সম্বন্ধেই কথিত হইয়াছে, রসনির্য্যাস আস্বাদনের জন্য সাক্ষাৎ অপ্রাকৃত অবতারী কৃষ্ণের সম্বন্ধে কথিত হইতে পারে না।

বিজয়। পতি ও উপপতির লক্ষণ বলিয়া তত্ত্ব নির্ণয় করিলে চরিতার্থ হই। প্রথমে পতিলক্ষণ বলুন।

গোস্বামী। যিনি কন্যার পাণী গ্রহণ করেন তিনি পতি।

বিজয়। উপপতি ও পরকীয়ার লক্ষণ কি?

গোস্বামী। তদীয় প্রেম সর্ব্বস্ব স্বরূপ পরকীয়া অবলা সংগ্রহেচ্ছায় যিনি রাগের দ্বারা ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করেন তিনি উপপতি। যে স্ত্রী ঐহিক পারত্রিক ধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া বিবাহ বিধি হেলনপূর্ব্বক পরপুরুষে আত্মসমর্পন করেন তিনি পরকীয়া। কন্যাও পরোঢ়াভেদে পরকীয়া দুই প্রকার।

বিজয়। স্বকীয়া লক্ষণ কি?

গোস্বামী। পাণিগ্রহণ বিধি দ্বারা সংগৃহীত, পতির আদেশ প্রতিপালনের তৎপর এবং পাতিব্রত্য ধর্ম্ম হইতে অবিচলিতা স্ত্রীই স্বকীয়া।

বিজয়। শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া ও পরকীয়া কাহারা?

গোস্বামী। কৃষ্ণের পুরবনিতাগণ স্বকীয়া এবং ব্রজবনিতাগণ প্রায়ই পরকীয়া।

বিজয়। সেই দুইপ্রকার বনিতাদিগের অপ্রকট লীলায় স্থিতি কিরূপ?

গোস্বামী। বড় গূঢ় কথা। তুমি জান যে কৃষ্ণের বিভূতি চতুষ্পাদ। তন্মধ্যে চিজ্জগতে তিনপাদ বিভূতি এবং জড়জগতে একপাদ বিভূতি। একপাদ বিভূতিতে চৌদ্দভুবনাত্মক মায়িক বিশ্ব। মায়িক বিশ্ব এবং চিজ্জগতের মধ্যে বিরজানদী। বিরজার পারে চিজ্জগৎ। সেই জগতের বেষ্টন প্রাকারই ব্রহ্মধাম জ্যোতির্ম্ময়। তাহা ভেদ করিয়া গেলে পরব্যোম সংব্যোমরূপ বৈকুণ্ঠ দেখা যায়। বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য্য প্রবল। নারায়ণ চন্দ্রই তথায় রাজরাজেশ্বর অনন্ত চিদ্বিভূতি দ্বারা পরিসেবিত। বৈকুণ্ঠে ভগবানের স্বকীয়রস। শ্রী-ভূ-নীলা শক্তিগণ স্বকীয় স্ত্রীরূপে তাঁহাকে সেবা করিতেছেন। বৈকুণ্ঠের উর্দ্ধদেশে গোলোক। বৈকুণ্ঠে স্বকীয়া পুরবনিতা-গণ যথাস্থানে সেবা তৎপর। গোলোকে ব্রজবনিতাগণ নিজরসে কৃষ্ণসেবা করেন।

বিজয়। গোলোকই যদি কৃষ্ণের সর্ব্বোচ্চধাম হয়, তবে ব্রজের এত অদ্ভুত মাহাত্ম্য কি জন্য বর্ণিত হয়?

গোস্বামী। ব্রজ, গোকুল, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থান শ্রীমাথুর মণ্ডলের অন্তর্গত। মাথুরমণ্ডল ও গোলোক অভেদতত্ত্ব। একই বস্তু সর্ব্বোচ্চ স্থানস্থিত হইয়া গোলোক এবং প্রপঞ্চান্তর্গত হইয়া মাথুরমণ্ডল। যুগপৎ দুই স্বরূপে প্রসিদ্ধ।

বিজয়। কিরূপে একথা সম্ভব হয় তাহা বুঝিতে পারি না।

গোস্বামী। কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তিক্রমে এইরূপ স্থিতি। অচিন্ত্যশক্তির বিষয়গুলি চিন্তা ও যুক্তির অতীত। যাহাকে গোলোক বলা যায় তাহাই প্রকট লীলায় প্রপঞ্চান্তবর্ত্তী মাথুরধাম। অপ্রকট লীলায় গোলোক। কৃষ্ণের চিন্ময়ীলীলা নিত্য। যাঁহার শুদ্ধ চিন্ময়বস্তু দর্শনে অধিকার হইয়াছে তিনি গোলোক দর্শন করেন এমত কি এই গোকুলেই গোলোক দর্শন করেন। যাঁহার বুদ্ধি প্রপঞ্চ পীড়ায় পীড়িত তিনি গোলোক দর্শন পান না। গোকুল গোলোক হইলে ও গোকুলে প্রাপঞ্চিক বিশ্ব দর্শন করেন।

বিজয়। গোলোক দর্শনের অধিকার কিরূপ?

গোস্বামী। শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন যে,

ইতি সংচিন্ত্য ভগবান্ মহাকারুণিকো বিভুঃ।
দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরং॥
সত্যং জ্ঞানমনন্তং যৎ ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনং।
তদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতঃ॥

বাবা! কৃষ্ণকৃপা ব্যতীত গোলোক দর্শন হয় না। কৃপা করিয়া কৃষ্ণ ব্রজবাসীদিগকে গোলোক দেখাইয়াছিলেন। সেই গোলোক প্রকৃতির অতীত পরংধাম বিশেষ। তাহাতে যে সকল বিচিত্রতা আছে তাহা নিত্যসত্যস্বরূপ। অনন্ত চিদ্বিলাস। ব্রহ্ম যে চিন্ময় জ্যোতি তাহাই সনাতনরূপে তথায় প্রভারূপে বর্ত্তমান। জড় নিবৃত্ত ভক্ত সকল সমাহিত অর্থাৎ জড় সম্বন্ধশূন্য হইলে সেই বিশেষ তত্ত্ব দেখিতে পান।

বিজয়। যতপ্রকার মুক্ত পুরুষ আছেন তাঁহারা কি সকলেই গোলোক দর্শন করিতে সক্ষম।

গোস্বামী। কোটী কোটী মুক্তগণের মধ্যে একটী ভগবদ্ভক্ত দুর্লভ। অষ্টাঙ্গ যোগ পথে এবং নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান পথে যাঁহারা মুক্তিলাভ করেন তাঁহারা ব্রহ্মধামেই আত্ম বিস্মৃতি ভোগ করিতে থাকেন। যাঁহারা ঐশ্বর্য্য পর ভক্ত

তাঁহারাও গোলক দেখিতে পান না। তাঁহারা বৈকুণ্ঠে স্বীয় স্বীয় হৃদয়ের ভাবানুরূপ ঐশ্বর্য্য মূর্ত্তি সেবা করেন। যাঁহারা ব্রজরসে কৃষ্ণ ভজন করেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাকে কৃষ্ণ কৃপা করিয়া অশেষ মায়া বন্ধন হইতে মুক্ত করেন, তিনিই গোলক দেখিতে পান।

বিজয়। ভাল যদি এরূপ মুক্ত ভক্ত ব্যতীত গোলকের দর্শন না পান, তবে শ্রীব্রহ্মসংহিতা, হরিবংশ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে কেন গোলোক বর্ণন করিয়াছেন। ব্রজ ভজনেই কৃষ্ণ কৃপা হয়। গোলকের উল্লেখ করার কি প্রয়োজন হইয়াছিল?

গোস্বামী। প্রপঞ্চ হইতে যে ব্রজ রসের রসিককে কৃষ্ণ উঠাইয়া গোলোকে [illegible]কন তিনি গোলোককে সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পান। আবার বিশুদ্ধ ব্রজ ভক্তদিগের মধ্যে কিছু কিছু গোলোক দর্শন হয়। ভক্তগণ দুই প্রকার, সিদ্ধ ও সাধক। সাধকগণ গোলোক দর্শনের অধিকার পান নাই। সিদ্ধগণ আবার দুই প্রকার অর্থাৎ বস্তুসিদ্ধ ও স্বরূপসিদ্ধ। তাঁহারাই বস্তু সিদ্ধ ভক্ত, যাঁহারা কৃষ্ণকৃপায় সাক্ষাৎ গোলোকে নীত হন। স্বরূপ সিদ্ধ ভক্তগণ গোলোকের স্বরূপ দেখিতেছেন, অথচ স্বয়ং প্রপঞ্চ হইতে কৃষ্ণ কৃপাক্রমে গোলোকে নীত হন নাই। কৃষ্ণ কৃপায় তাঁহাদের ভক্তি চক্ষু ক্রমশঃ নিমীলিত হইতেছে, সুতরাং তাঁহাদের অধিকার বহুবিধ। কেহ অল্প দেখিতেছেন, কেহ কিছু অধিক, কেহ কেহবা অধিক পরিমাণে দেখিতে পান। যাঁহার প্রতি কৃষ্ণ কৃপা ভর যে পরিমাণ হইতেছে, তিনি সেই পরিমাণে গোলোক দর্শন করিতেছেন। যে পর্য্যন্ত ভক্তির সাধন অবস্থা সে পর্য্যন্ত গোকুলে যাহা দর্শন হইতেছে, তাহাই কিঞ্চিৎ মায়িকভাবে উদয় হয়। সাধনাবস্থা ছাড়িয়া ভাবাবস্থা প্রাপ্তি হইলেই কিয়ৎ পরিমাণে গোলোক দর্শন হইতে থাকে। প্রেমাবস্থায় প্রচুর পরিমাণে দর্শন হয়।

বিজয়। প্রভো! গোলোকে ও ব্রজে কি কি বিষয়ে ভেদ আছে?

গোস্বামী। ব্রজে যাহা দেখিতে পাও সমস্তই গোলোকে আছে। দর্শকগণের নিষ্ঠাভেদে সেই সেই বিষয়ে কিছু কিছু ভিন্ন দর্শন হয়। বস্তুতঃ গোলোকে ও বৃন্দাবনে ভেদ নাই। দর্শকের চক্ষু ভেদে দৃশ্যভেদ মাত্র। অত্যন্ত তমোগুণী ব্যক্তি ব্রজে সমস্তই জড়ময় বলিয়া দেখেন। রজোগুণী ব্যক্তিগণ তদপেক্ষা কিছু শুভ দর্শন করেন। সত্বানুগামী ব্যক্তিগণ যতদূর দর্শন শক্তি হইয়াছে, ততদূর শুদ্ধ সত্বের দর্শন করেন। সকল মানুষেরই অধিকার পৃথক্, সুতরাং দর্শন পৃথক্।

বিজয়। প্রভো! একটু একটু অনুভব হয় কিন্তু দুই একটী উদাহরণ দিয়া বলুন। জড় জগতের বিষয় সকল চিজ্জগতের বিষয়ের সম্পূর্ণ উদাহরণ হইতে পারে না বটে তথাপি এক দেশীয় ইঙ্গিত পাইলে অনেকটা সর্ব্ব দেশীয় অনুভূতি উদয় হয়।

গোস্বামী। বড় কঠিন কথা। রহস্য অনুভূতি প্রকাশ করা নিষেধ। কৃষ্ণ কৃপায় তুমি যাহা দেখিতে পাইবে তাহা সর্ব্বদা গোপন রাখিবে। আমি তোমাকে পূর্ব্বাচার্য্যগণ যতদূর প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বলিব। অধিক যাহা আছে তুমি অচিরে কৃষ্ণ কৃপায় দেখিতে পাইবে।' গোলোকে শুদ্ধ চিৎ প্রতীতি। তথায় জড় প্রতীত মাত্র নাই। রসপুষ্টির জন্য চিচ্ছক্তি যে সকল বিচিত্র ভাব উদয় করিয়াছেন, তাহাতে অনেক স্থলে অভিমান বলিয়া একটী সত্তা আছে। গেলোকে কৃষ্ণ অনাদি, জন্ম রহিত। তথাপি তথায় নন্দ যশোদারূপ লীলা সহায় সত্ত্ব সকল পিতৃত্ব মাতৃত্ব অভিমান দ্বারা বৎসল রসকে মূর্ত্তিমান করিয়াছেন। শৃঙ্গার রসে বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগাদি বিচিত্রতা অভিমানরূপে বর্ত্তমান। আবার পারকীয় ভাবে শুদ্ধ স্বকীয়ত্ব সত্ত্বেও পরকীয় অভিমান এবং ঔপপত্য অভিমান নিত্য বর্ত্তমান। দেখ ব্রজে সেই সেই অভিমান মায়া প্রত্যায়িত স্থূল হইয়া লক্ষিত হইতেছে। যশোদার প্রসব, কৃষ্ণের সূতিকাগৃহ, অভিমন্যু গোবর্দ্ধনাদির সহিত নিত্য সিদ্ধাদিগের উদ্বাহ মূলক পারকীয় অভিমান অত্যন্ত স্থূলরূপে লক্ষিত হয়। এ সমস্তই যোগমায়া কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং অতি সূক্ষ্ম মূল তত্ত্বে সংযোজিত, কিছুমাত্র মিথ্যা নয় এবং গোলোকের সম্পূর্ণ অনুরূপ। কেবল দ্রষ্টাগণের প্রপঞ্চ বাধা অনুসারে দর্শন ভেদ মাত্র।

বিজয়। তবে কি অষ্টকালীন লীলায় যথাযথ শোধিত করিয়া বিষয়গুলিকে ভাবনা করিতে হইবে?

গোস্বামী। তাহা নয়। ব্রজ লীলায় যাঁহার যেরূপ দর্শন হইতেছে তিনি সেইরূপে অষ্টকালীয় লীলা স্মরণ করিবেন। ভজন বলে যেরূপ কৃষ্ণ কৃপা উদয় হইবে সেইরূপ সেইরূপ স্ফূর্ত্তি আপনা হইতেই হইতে থাকিবে। নিজের চেষ্টায় লীলার ভাব শোধনের প্রয়োজন নাই।

বিজয়। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী এই ন্যায় অনুসারে সাধনকালে যেরূপ ধ্যান থাকিবে সিদ্ধিকালেও সেইরূপ লাভ হইবে, সুতরাং শোধিত নির্ম্মল গোলোক ধ্যানের প্রয়োজনতা আছে বলিয়া অনুসন্ধান হয়।

গোস্বামী। সত্য বলিয়াছ। ব্রজে যে সমস্ত প্রতীতি সে সকলই শুদ্ধ তত্ত্ব মূলক, কিছুই তদ্বিপরীত নয়। বিপরীত ধর্ম্মা হইলে দোষ হইত। সাধনই শুদ্ধ হইলে সিদ্ধি হয়। সাধন ধ্যান যত শোধিত হয় ততই সিদ্ধি সময়ের দর্শন হয়। সাধন কার্য্যটী সুন্দররূপে যাহাতে হয় তাহার চেষ্টা কর। শোধন করিবার চেষ্টা করিও না। শোধন করা তোমার ক্ষমতার অতীত। অচিন্ত্য শক্তিময় কৃষ্ণই তাহা করিবেন। নিজে করিতে গেলেই বহির্ম্মুখ জ্ঞান কণ্টক প্রবেশ করিবে। কৃষ্ণ কৃপা করিলে আর সেরূপ মন্দ ফল হইবে না।

বিজয়। আজ আমি ধন্য হইলাম। আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। পুরবণিতাগণের কি বৈকুণ্ঠে আশ্রয় না গোলোকেও তাঁহাদের আশ্রয় আছে?

গোস্বামী। চিজ্জগতের বৈকুণ্ঠে অশেষ আনন্দ লাভ হয়। বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা আর উচ্চতর প্রাপ্তি নাই। তথায় দ্বারকা প্রভৃতি পুর সকল বর্ত্তমান। পুরবণিতা সকলেই স্বীয় স্বীয় পুর প্রকোষ্ঠে সেবা করেন। ব্রজ রমণী ব্যতীত মধুর রসে আর কাহার ও গোলোকে স্থিতি নাই। ব্রজে যে যে প্রকার লীলা প্রকরণ সেই সমস্ত প্রকারই গোলোকে আছে। গোলোকান্তর্গত মাথুর পুর লীলায় রুক্মিণীর স্বকীয় রস গোপালতাপনীতে দেখা যায়।

বিজয়। প্রভো! পরকীয় রস ব্যাপার যেরূপ ব্রজে দেখিতেছি সেইরূপ আনুপূর্ব্বিক সমস্তই কি গোলোকে আছে?

গোস্বামী। আনুপূর্ব্বিক সে সকলই আছে, কেবল মায়া প্রত্যায়িত অংশ নাই। তাহা না থাকিলেও সে প্রত্যয়ের একটী একটী চিন্ময় বিশুদ্ধ মূল আছে। তাহা আমি আর বলিতে পারিব না। তুমি ভজন বলে জানিতে পারিবে।

বিজয়। প্রপঞ্চ জগতে যাহা আছে তাহা মহা প্রলয়ে অন্তর্দ্ধান হয়। সুতরাং ব্রজলীলার সাম্প্রতভাব কিরূপে নিত্য হয়।

গোস্বামী। ব্রজলীলা দুই প্রকারে নিত্য। সাম্প্রত প্রতীতি, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলায় কোথাও হইতেছে বলিয়া, চক্রবৎ বর্ত্তমান। সেইরূপ সমস্ত প্রকট লীলার নিত্যতা। অপ্রকট অবস্থায় সমস্ত লীলাই নিত্য বর্ত্তমান।

বিজয়। যদি প্রকট লীলা সকল ব্রহ্মাণ্ডে হয় তবে কি প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে একটী ব্রজধাম আছে।

গোস্বামী। হাঁ আছে। গোলোক স্বপ্রকাশ বস্তু॥ সকল ব্রহ্মাণ্ডেই লীলাধামরূপে বর্ত্তমান। আবার সকল ভক্ত হৃদয়ে গোলোক প্রকটিত।

বিজয়। যে ব্রহ্মাণ্ডে লীলা অপ্রকট, তথাকার মাথুর মণ্ডল কেন প্রকট থাকেন ?

গোস্বামী। সেই স্থানে অপ্রকট লীলা নিত্য বর্ত্তমান। তত্রস্থ ভক্তগণের প্রতি কৃপা করিয়া ধাম বর্ত্তমান থাকেন।

সেদিন সেই পর্য্যন্ত কথা হইল। বিজয়কুমার অষ্টকালীয় সেবা চিন্তা করিতে করিতে বাসায় গেলেন।

দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায়।

মধুর রসবিচার।

বিজয়কুমার প্রসাদ পাইয়া রাত্রে শয়ন করিলেন। ব্রজনাথ আপন ভজন সমাপ্ত করিয়া হরিনামের মালা রাখিয়া নিদ্রা গেলেন। বিজয় কুমারের নিদ্রা নাই। তিনি পূর্ব্বে জানিতেন যে গোলোক একটী পৃথক্ স্থান। এখন জানিতে পারিয়াছেন যে গোলোক ও গোকুল অভেদ। গোলোকেও পরকীয় রসের মূল আছে কিন্তু কিরূপে কৃষ্ণ উপপতি হইতে পারেন তদ্বিষয়ে একটী চিন্তা উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন কৃষ্ণ পরমপদার্থ। শক্তি ও শক্তিমান অভেদ। শক্তিকে পৃথক্ করিলে ও, শক্তিকে কিরূপে পরোঢ়া ও কৃষ্ণকে উপপতি বলা যায় ? একবার মনে করিলেন কল্য প্রভুপাদে প্রশ্ন করিয়া সন্দেহ মিটাইয়া লইব, আবার মনে করিলেন গোলোকের বিষয় আর প্রভুকে জিজ্ঞসা করা ভাল নয়। তথাপি সন্দেহ দূর করা আবশ্যক। এই প্রকার কঠিন চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রা উপস্থিত হইল। বিজয় গাঢ় নিদ্রাকালে স্বীয় বিচার্য্য বিষয় স্বীয় গুরুদেবকে সম্মুখে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বপ্নেই গুরুদেব সেই সন্দেহ মিটাইয়া দিলেন। গুরুদেব বলিলেন, বাবা বিজয়! কৃষ্ণের ইচ্ছা নিরঙ্কুশ। তাঁহার নিত্য ইচ্ছা এই যে স্বকীয় ঐশ্বর্য্য গোপন করিয়া মাধুর্য্য প্রকাশ করেন।" তখন আপনি স্বীয় শক্তিকে পৃথক্ সত্তা দেন। তন্নিবন্ধন কোটী কোটী ললনা রূপ ধারনা করত শক্তিসেবা করিতে যত্ন করেন। কৃষ্ণ আবার শক্তির ঐশ্বর্য্য গত সেবাকে আদর না করিয়া সেই শক্তির কোন বিচিত্র প্রভাব দ্বারা ললনাগণকে পৃথক্ গৃহস্থ অভিমান প্রদান করেন। স্বয়ং ও সেইরূপ একপ্রকার উপপতি সম্বন্ধ:ধারন করেন। নিজের আত্মারামধর্ম্মকে পরকীয় রসের লোভে উল্লঙ্ঘন

করিয়া সেই সকল পরোঢ়া মাননাদি'গের সহিত রাসাদি বিচিত্র লীলা করেন। বংশী ঐ সকল কার্য্যে প্রিয় সখী হন। এই সকল লক্ষণ দ্বারা গোলোকে নিত্য পরকীয় ভাবসিদ্ধ হয়। এই জন্যই গোলোকে লীলাবন সকল এবং কেলি বৃন্দাবনাদি নিত্যবর্ত্তমান। ব্রজে যে রাসমণ্ডপ, যমুনানদী, গিরি গোবর্দ্ধন প্রভৃতি লীলা স্থান সে সমস্তই গোলোকে আছে। গোলোকের স্বকীয়ত্ব ও দাম্পত্য এই-রূপেই বর্ত্তমান। শুদ্ধ স্বকীয়ত্ব বৈকুণ্ঠে বিরাজমান। স্বকীয়ত্ব পারকীয়ত্ব অচিন্ত্য-ভেদাভেদরূপে গোলোকে লক্ষিত হয়। আবার দেখ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ব্রজে পরকীয় ভাব স্থূল হইয়া পরদার ঘটনার ন্যায় দেখা গেলেও তাহাতে পর-দারত্ব নাই। কেননা কৃষ্ণ শক্তিগণ কৃষ্ণের নিজ শক্তি। অনাদি কাল হইতে তাহাদের সহিত কৃষ্ণের সংযোগ থাকায় স্বকীয়ত্ব ও দাম্পত্যই সিদ্ধ হয়। অভি-মন্যাদি কেবল তত্তদভিমানের অবতার বিশেষ। কৃষ্ণের লীলা পুষ্টির জন্য পতি হইয়া, কৃষ্ণকে উপপতি ভাবে ব্রজরঙ্গের নেতা করিয়াছে। প্রপঞ্চাতীত গোলোকে অভিমান মাত্রেই রসের সম্পূর্ণ পুষ্টি হয়। প্রপঞ্চান্তর্গত গোকুলে বিবাহ ধর্ম্ম ও তদ্ধর্ম্মলঙ্ঘন প্রতীতির জন্য পৃথক্ সত্ত্বরূপে তত্তদভিমানের প্রকটতা যোগমায়া কর্ত্তৃক সিদ্ধ।

স্বপ্নে এই তত্ত্বের পরিস্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া বিজয়কুমারের সমস্ত সংশয় দূর হইল। প্রপঞ্চাতীত গোলোকেই যে ভৌম গোকুল ইহা প্রত্যয় হইল। ব্রজ-রসের পরমানন্দ তাদাত্ম্য স্বরূপতা হৃদয়ে উদয় হইল। অষ্টকালীন ব্রজের নিত্য-লীলায় দৃঢ়তা জন্মিল। তখন প্রাতে উঠিয়া মনে করিলেন যে শুরুদেব আমায় অসীম কৃপা করেন এখন রসের উপকরণগুলি তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করতঃ ভজনে নিষ্ঠা লাভ করিব।

প্রসাদ পাইয়া বিজয়কুমার উপযুক্ত সময়ে শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে পড়িয়া অনেক প্রেম ক্রন্দন করিলেন। গুরুদেব তাঁহাকে উঠাইয়া কহিলেন বাবা! তোমায় যথার্থ কৃষ্ণ কৃপা হইয়াছে। তোমাকে দেখিলে আমি ধন্য হই। বলিতে বলিতে শুরুদেবের প্রেমাবেশ হইতে লাগিল। বিজয়কে কোলে করিয়া প্রেমবিবর্ত্তের এই পদ্যটী গান করিতে লাগিলেন।

প্রসন্ন হইয়া কৃষ্ণ যারে কৃপা করে।
সেই জন ধন্য এই সংসার ভিতরে।
গোলকের পরমভাব তার চিত্তে স্ফুরে।
গোকুলে গোলোক পায় মায়া পড়ে দূরে।

অনেকক্ষণ এই পদ গান করিতে করিতে গুরুদেবের বাহ্য স্ফূর্ত্তি হইল। বিজয় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কহিতে লাগিলেন।

বিজয়। প্রভো! আমি কৃষ্ণকৃপা জানিনা। আপনার কৃপাই আমার সকল প্রাপ্তির হেতু বলিয়া জানি। গোলোকানুভূতির চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া আমি ব্রজানুভূতি লইয়া সন্তুষ্ট হইলাম এখন ব্রজের রস বৈচিত্র ভাল করিয়া জানিয়া লইব। প্রকৃত বিষয়ে পুনঃপ্রবৃত্ত হইলাম। গুরো! যে সকল গোকুলকন্যা কৃষ্ণে পতি ভাব করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে কি স্বকীয়া বলা যায়?

গোস্বামী। যে সকল গোকুলকন্যা কৃষ্ণে পতিভাব করিয়াছিলেন তাঁহাদের পতিভাব নিষ্ঠত্ব প্রযুক্ত তাৎকালিক স্বকীয়ত্ব হইয়াছিল। কিন্তু গোকুলবনিতাগণ স্বরূপতঃ পরকীয়া তাঁহাদেরস্বকীয়ত্ব স্বভাব না হইলেও গন্ধর্ব্ব বিবাহ রীতিক্রমে তাঁহারা স্বীকৃত হওয়ায় স্বকীয়ত্ব (সাম্প্রত অবস্থায়) অর্থাৎ গোকুললীলায় সিদ্ধ হইয়াছিল।

বিজয়। প্রভো! ক্রমে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিব। শ্রীউজ্জ্বল নিলমণির ক্রম ধরিয়া সকল কথা বুঝিব। নায়ক সম্বন্ধে সকল কথা বুঝিয়া লই। নায়ক অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট ভেদে চারি প্রকার, তন্মধ্যে অনুকূল কি প্রকার?

গোস্বামী। যিনি অন্যললনাস্পৃহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক নায়িকায় অতিশয় আসক্ত তিনি অনুকূল নায়ক। সীতার প্রতি রামের সেই প্রকার ভাব ছিল রাধিকায় কৃষ্ণের সেইরূপ অনকূল ভাব।

বিজয়। ধীরোদাত্তাদি চারি প্রকার নায়কে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া অনুকূলাদি ভাবের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি। কৃপা করিয়া ধীরোদাত্তানুকূল নায়কের লক্ষণ বলুন।

গোস্বামী। ধীরোদাত্তানুকূল নায়ক গম্ভীর, বিনয়ী, ক্ষমাশীল, করুণ, দৃঢ়ব্রত, আত্মশ্লাঘা শূন্য, গূঢ়গর্ব্বী ও উদারচিত্ত হইয়াও তত্তৎ গুণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় নায়িকার অভিসরণ করেন।

বিজয়। ধীর ললিতানুকূল নায়ক কি প্রকার?

গোস্বামী। রসিকতা, নবযৌবন, পরিহাস পটুতা নিশ্চিন্ততাদি ধীর ললিতের গুণ। তাহাতে অবিচ্ছেদ বিহার লক্ষণ সংযুক্তি হইলে ধীরললিতানুকূল নায়ক হয়।

বিজয়। ধীরশান্তানুকূল নায়ক কি প্রকার?

গোস্বামী। শান্তপ্রকৃতি, সহিষ্ণু, বিবেচক ও বিবেকাদি গুণ যুক্ত নায়ক ধীরশান্তানুকূল।

বিজয়। ধীরোদ্ধতানুকূল নায়ক কিরূপ?

গোস্বামী। মৎসর, অহঙ্কারী, মায়াবী, ক্রোধান্বিত এবং আত্মশ্লাঘী নায়ক অনুকূল হইলে ধীরোদ্ধতানুকূল নায়ক হন।

বিজয়। নায়ক কি প্রকারে দক্ষিণ হন?

গোস্বামী। দক্ষিণ শব্দের অর্থ সরল। পূর্ব্বনায়িকার প্রতি গৌরব, ভয়, প্রেমদাক্ষিণ্য অপরিত্যাগে অন্য নায়িকার প্রতি যিনি চিত্ত সংলগ্ন করেন তিনি দক্ষিণ নায়ক। অনেক নায়িকাতে তুল্যভাব রাখিলেও দক্ষিণ নায়ক বলা যায়।

বিজয়। শঠ কিরূপ?

গোস্বামী। যে নায়ক সম্মুখে প্রিয়াচরণ এবং অন্যত্র বিপ্রিয়া চরণ করিয়া নিগূঢ় অপরাধ করেন তিনি শঠ।

বিজয়। ধৃষ্ট লক্ষণ কি?

গোস্বামী। অন্য নায়িকার ভোগচিহ্ন অভিব্যক্ত থাকিলেও যিনি নির্ভয়রূপে মিথ্যাবচনে দক্ষ তিনি ধৃষ্ট।

বিজয়। প্রভো! সাকল্যে নায়ক কত প্রকার হয়?

গোস্বামী। আমাদের কৃষ্ণ বৈ আর কেহ নায়ক নাই। সেই কৃষ্ণ দ্বারকায় পূর্ণ মথুরায় পূর্ণতর এবং ব্রজে পূর্ণতম। সেই কৃষ্ণ পতিত্ব ও উপপতিত্ব-ভেদে দুই প্রকার বলিয়া ছয় প্রকার হয়। ধীরোদাত্তাদি চারিপ্রকার ভেদে চব্বিশ প্রকার। অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্টভেদে চব্বিশকে চতুর্গুণ করিয়া ছেয়ানব্বই প্রকার নায়ক হন। এখন বুঝিতে হইবে যে স্বকীয় রসে চব্বিশ প্রকার এবং পরকীয় রসে চব্বিশ প্রকার নায়ক। স্বকীয় রসের সঙ্কোচতা এবং পরকীয় রসের প্রাধান্যপ্রযুক্ত ব্রজরসলীলায় পরকীয় রসের চব্বিশ প্রকার নায়কত্ব শ্রীকৃষ্ণে নিত্য বর্ত্তমান। লীলার যে প্রকারে ও যে অংশে যে প্রকার নায়কত্বের প্রয়োজন সেই প্রকারের নায়ক অনুভূত হন।

বিজয়। প্রভো! আমি নায়ক ও নায়কের গুণ বিচিত্রতা অনুভব করিতে পারিতেছি। এখন নায়কের সহায় কত প্রকার তাহা জানিতে প্রার্থনা করি।

গোস্বামী। নায়কের পঞ্চপ্রকার সহায়। চেট, বিট, বিদূষক, পীঠমর্দ্দক ও প্রিয়নর্ম্মসখা এই পাঁচপ্রকার। তাহাদের সকলেরই নর্ম্মবাক্য প্রয়োগে নিপুণতা, সদা গাঢ় অনুরাগিতা, দেশকালজ্ঞতা, দক্ষতা, গোপী রুষ্ট হইলে তাঁহাকে প্রসন্ন করা এবং নিগূঢ় মন্ত্রণা দেওয়াই গুণগণ।

বিজয়। চেট কাহাকে বলি?

গোস্বামী। সন্ধান চতুর গূঢ়কর্ম্মা, প্রগল্ভ বুদ্ধি বিশিষ্ট ভঙ্গুর ভৃঙ্গরাদি গোকুলে কৃষ্ণের চেট কার্য্য করেন।

বিজয়। বিট কাহাকে বলি?

গোস্বামী। বেশ রচনাদি কার্য্যে পরিপাটী, ধূর্ত্ত, কথোপকথনে পরিপাটী, বশীকরণাদি ক্রিয়া পটু কড়ার ও ভারতীবন্ধ প্রভৃতি কৃষ্ণের বিট।

বিজয়। বিদূষক কাহাকে বলেন?

গোস্বামী। ভোজন প্রিয়, কলহ প্রিয়, অঙ্গ বিকৃতি ও বাক্ চাতুরী ও বেশ দ্বারা হাস্যকারী বসন্তাদি গোপ ও মধুমঙ্গল প্রভৃতি কৃষ্ণের বিদূষক।

বিজয়। কে কে পীঠমর্দ্দ?

গোস্বামী। নায়কের ন্যায় গুণবান হইয়াও নায়কের অনুবৃত্তিকারী শ্রীদামাই কৃষ্ণের পীঠমর্দ্দ।

বিজয়। প্রিয়নর্ম্মসখার লক্ষণ কি?

গোস্বামী। আত্যন্তিক রহস্যজ্ঞ, সখীভাবাশ্রিত সুবল ও অর্জ্জুনাদি কৃষ্ণের প্রিয়নর্ম্মসখা। সুতরাং তাহারা অন্য সকল প্রণয়ী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। চেট, বিট, বিদূষক, পীঠমর্দ্দ ও প্রিয়নর্ম্মসখা এই পাঁচের মধ্যে চেটগণের দাস্য রস পীঠমর্দ্দের বীররস অন্য সকলের সখ্যরস। চেটগণ কিঙ্কর আর চারিজন সখা।

বিজয়। সহায় গণের মধ্যে কি স্ত্রীলোক নাই?

গোস্বামী! হাঁ আছেন। তাঁহারা দূতী।

বিজয়। দূতী কয় প্রকার?

গোস্বামী। দূতী দুই প্রকার, স্বয়ং দূতী ও আপ্ত দূতী। কটাক্ষ ও বংশীধ্বনি স্বয়ং দূতী।

বিজয়। আহা! আপ্ত দূতী কাহারা?

গোস্বামী। প্রগলভ বচন চতুরাবীরা এবং চাটু উক্তি চতুরা বৃন্দা এই দুই জন কৃষ্ণের আপ্ত দূতী। স্বয়ং দূতী ও আপ্ত দূতী ইহারা অসাধারণী। ইহারা

ব্যতীত লিঙ্গিনী দৈবজ্ঞা ও শিল্প কারিণী প্রভৃতি কৃষ্ণের অনেক সাধারণী দূতী আছেন। তাঁহাদের কথা নায়িকা দূতী বিচারে বলিলেই স্ফুর্ত্তি হয়।

বিজয়। আমি শ্রীকৃষ্ণরূপ নায়কের ভাব গুণ ইত্যাদি অনুভব করিয়াছি। ইহাও জানিয়াছি যে কৃষ্ণপতি ও উপপতিভাবে নিত্যলীলা করেন। পতিভাবে দ্বারকাপুরে এবং উপপতিভাবে ব্রজপুরে লীলা করেন। আমাদের কৃষ্ণ উপপতি অতএব ব্রজের রমণীগণের বিবরণ জানাই আবশ্যক।

গোস্বামী। ব্রজেন্দ্র নন্দনের যে সকল ব্রজবাসিনী ললনা তাঁহারা প্রায়ই পরকীয়া কেননা পরকীয়া ব্যতীত মধুররসের অত্যন্ত উৎকৃষ্ট বিকাশ হয় না। সম্বন্ধযোগে পূর্ব্বর্ণিতাদিগের রস কুণ্ঠিত। শুদ্ধ কামযোগে ব্রজবাসিনীদিগের রস অকুণ্ঠ এবং কৃষ্ণের অধিক সুখ বিধান করে।

বিজয়। ইহার মূল তাৎপর্য্য কি ?

গোস্বামী। শৃঙ্গার রসজ্ঞ রুদ্র বলেন স্ত্রীলোকের বামতা ও দুর্ল্লভত্ব নিবন্ধন যে নিবারণাদি প্রতিবন্ধকতা তাহাই কন্দর্পের পরম আয়ুধ স্বরূপ। বিষ্ণুগুপ্ত বলিয়াছেন যে যে স্থলে নিষেধ বিশেষ আছে এবং মৃগাক্ষ ললনা দুর্ল্লভ হইয়া পড়ে সেই স্থলেই নাগরের হৃদয় বিশেষ আসক্ত হয়। দেখ রাসলীলায় কৃষ্ণ আত্মারাম হইয়াও যতগুলি গোপী ততগুলি স্বরূপে তাঁহাদের সহিত লীলা করিয়াছিলেন। সাধক মাত্রেরই রাসলীলায় অনুগত হওয়া উচিত। ইহাতে একটী উপদেশ এই যে সাধক যদি সুমঙ্গল পাইতে ইচ্ছা করেন তবে ভক্তের ন্যায় সেই লীলায় প্রবেশ করিবেন। কৃষ্ণবৎ আচরণ করিবেন না। তাৎপর্য্য এই যে গোপীভাবে গোপীর অনুগত হইবেন।

বিজয়। গোপীভাবটী একটু স্পষ্ট করিয়া বলুতে আজ্ঞা হয়।

গোস্বামী। নন্দনন্দন কৃষ্ণ গোপ। তিনি গোপী ব্যতীত কাহারও সহিত রমণ করেন না। গোপীগণ যেরূপ কৃষ্ণের ভজন সেবা করিয়াছেন, শৃঙ্গার রসাধিকারী সাধকও সেই ভাবে কৃষ্ণভজন করিবেন। আপনাকে ভাবনামার্গে ব্রজগোপী মনে করিয়া কোন সৌভাগ্যবতী ব্রজবাসিনীর পরিচারিকা বোধে তাঁহার নিদেশ মত রাধাকৃষ্ণের সেবা করিবেন। আপনাকে পরোঢ়া বলিয়া না জানিলে রসোদয় করিতে পারিবেন না। এই পরোঢ়া অভিমানই ব্রজগোপীত্ব ধর্ম্ম। শ্রীরূপ লিখিয়াছেন।

মায়াকলিত তাদৃক্ স্ত্রী শীলনেনানুসূয়িভিঃ।
নজাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ॥

মায়াকল্পিত বিবাহিত পতিদিগের সহিত ব্রজদেবীদিগের কখনই সঙ্গম হয় নাই। ব্রজগোপীদিগের পতিগণ কেবল তত্তদ্ভাবের মায়াবতার মাত্র। বিবাহও মায়িক প্রত্যয় মাত্র। পরদারত্ব নাই। তথাপি পরোঢাত্ব অভিমান নিত্য বর্ত্তমান। তাহা না থাকিলে বামতা, দুর্ল্লভতা, প্রতিবন্ধকতা, নিষেধভয় জনিত অপূর্ব্ব রসোদয় কখনই স্বভাবতঃ হয় না। তদ্রূপ অভিমান না থাকিলে ব্রজরসে নায়িকাত্ব লাভ করা যায় না, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীই তাহার উদাহরণ।

বিজয়। আপনাকে পরোঢা বলিয়া জানা কিরূপ?

গোস্বামী। আমি ব্রজে কোন গোপগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। প্রাপ্তকাল হইলে কোন গোপবিশেষের সহিত আমার উদ্বাহ হয়। এইরূপ বিশ্বাস হইলেই কৃষ্ণ সম্ভোগের লালসা বলবতী। এবম্ভূত অপ্রসূতিকা গোপ নারীভাব আপনাকে আরোপ করার নাম গোপীভাব।

বিজয়। পুরুষের আরোপ কেমনে সিদ্ধ হইবে?

গোস্বামী। মায়িক স্বভাব বশতঃ লোকে আপনাকে পুরুষ জ্ঞান করে। শুদ্ধ চিৎস্বভাবে কৃষ্ণের পুরুষ পরিকর ব্যতীত সকল জীবই স্ত্রী। চিদ্গঠনে বস্তুতঃ স্ত্রীপুরুষ চিহ্ন না থাকিলেও স্বভাব ও দৃঢ় অভিমানবশতঃ যে কেহ ব্রজবাসিনী হইতে অধিকার লাভ করিতে পারেন। যাঁহার মধুর রসে স্পৃহা তিনিই ব্রজবাসিনী হইবার অধিকারিণী। স্পৃহা অনুসারে সাধন করিতে করিতে অনুরূপসিদ্ধি উদয় হয়।

বিজয়। পরোঢ়ার মহিমা কি?

গোস্বামী। পরোঢা ব্রজবাসিনীগণ যখন কৃষ্ণসম্ভোগলালসা করেন তখন তাঁহারা স্বভাবতঃ সর্ব্বাতিশায়িনী শোভা ও সদ্গুণ বৈভবের দ্বারা প্রেমসৌন্দর্য্যভর ভূষিত হন। রমাদি শক্তি অপেক্ষা তাঁহাদের রসমাধুর্য্য বৃদ্ধি হয়।

বিজয়। সেই ব্রজসুন্দরীগণ কত প্রকার?

গোস্বামী। তাঁহারা তিন প্রকার অর্থাৎ সাধনপরা, দেবী, ও নিত্যপ্রিয়া।

বিজয়। সাধনপরাদিগের কি প্রকার ভেদ আছে?

গোস্বামী। সাধনপরাগণ দুই প্রকার অর্থাৎ যৌথিকী ও অযৌথিকী।

বিজয়। কাহারা যৌথিকী?

গোস্বামী। ব্রজরস সাধনে রত হইয়া গণে গণে ব্রজে জন্ম লাভ করেন তাঁহারা যৌথিকী অর্থাৎ যূথসংযুক্তা। যৌথিকীগণ দুই প্রকার অর্থাৎ মুনিগণ এবং উপনিষদ্গণ।

বিজয়। কোন্ মুনিগণ ব্রজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ?

গোস্বামী। যে সকল মুনিগণ গোপালোপাসক হইয়া অভীষ্টসিদ্ধি করিতে পারেন নাই। রামচন্দ্রের সৌন্দর্য্য দেখিয়া নিজাভীষ্ট সাধনে যত্ন করেন। তাঁহারাই লব্ধভাব হইয়া ব্রজে গোপী হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। ইহা পদ্মপুরাণে কথিত আছে। বৃহদ্বামন পুরাণে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাসারম্ভে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এরূপ উক্তি আছে।

বিজয়। উপনিষদ্গণ কিরূপে ব্রজে গোপীজন্ম গ্রহণ করেন ?

গোস্বামী। সূক্ষ্মদর্শী মহোপনিষদ্গণ গোপীগণের ভাগ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তপস্যাচরণ করিয়া প্রেমবতী গোপী হইয়া ব্রজে জন্মগ্রহণ করেন।

বিজয়। অযৌথিকী কাহারা ?

গোস্বামী। গোপীদিগের ভাবে বদ্ধরাগ হইয়া যাঁহারা উৎকণ্ঠানুসারে তদ্যোগ্য অনুরাগ ক্রমে সাধনে রত হন তাঁহারাই প্রাচীন ও নবীনভেদে দুই প্রকারের অযৌথিকী বলিয়া প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ একক এবং কেহ কেহ দুইজনে বা তিনজনে ব্রজে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রাচীনাগণ নিত্যপ্রিয়াদিগের সহিত সালোক্য লাভ করেন। দেব মানবাদি যোনি হইতে নবীনাগণ আসিয়া ব্রজে জন্মগ্রহণ করেন। ক্রমশঃ প্রাচীনা হইয়া পূর্ব্বোক্তমত সালোক্য প্রাপ্ত হন।

বিজয়। আমি সাধনপরাদিগের কথা বুঝিলাম। এখন দেবীগণের কথা আজ্ঞা করুন।

গোস্বামী। যখন কৃষ্ণ স্বর্গে দেবযোনিতে অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন নিত্যপ্রিয়াগণ স্বীয় স্বীয় অংশে তাঁহার তুষ্টির জন্য দেবযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। আবার যখন কৃষ্ণ পূর্ণরূপে গোকুলে উদয় হন, তখন তাঁহারা গোপকন্যা হইয়া তাঁহাদের অংশীনিত্য প্রিয়াদিগের প্রাণসখী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।

বিজয়। প্রভো! কৃষ্ণ কোন কোন সময়ে দেবযোনিতে অংশে জন্মগ্রহণ করেন ?

গোস্বামী। স্বাংশরূপে কৃষ্ণ অদিতির গর্ভে বামন হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। আবার বিভিন্নাংশে অন্যান্য দেবতা হন। শিব ও ব্রহ্মার মাতৃগর্ভজন্ম নাই। ব্রহ্মা ও শিব সামান্য পঞ্চাশ গুণের বিন্দু বিন্দু লইয়া যে জীব নিচয় হয় তন্মধ্যে গণ্য না হইলেও বিভিন্নাংশ। ঐ পঞ্চাশটী গুণ তাঁহাদের অধিক পরিমাণে থাকায় এবং ততোধিক আর পাঁচটী গুণের অংশ থাকায় তাঁহারা প্রধান দেবতা বলিয়া

উক্ত। গণেশ ও সূর্য্যও তদ্রূপ বলিয়া ব্রহ্ম কোটী মধ্যে উপাসিত হন। অন্য সকল দেবতাই জীব কোটী মধ্যে গণ্য। দেবতাগণ সকলেই কৃষ্ণের বিভিন্নাংশ। তাঁহাদের গৃহিণী সকলও চিচ্ছক্তির বিভিন্নাংশ। কৃষ্ণাবির্ভাবের পূর্ব্বেই ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে কৃষ্ণতুষ্টির জন্য জন্মগ্রহণ করিতে আজ্ঞা দেন। তদনুসারে তাঁহারা রুচি ও সাধন ভেদে কেহ কেহ ব্রজে এবং কেহ কেহ পুরে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রজজন্মা দেবীগণই কৃষ্ণপ্রাপ্তির উৎকণ্ঠায় নিত্যপ্রিয়াদিগের প্রাণসখী হইয়াছিলেন।

বিজয়। প্রভো! উপনিষদ্গণ গোপীজন্ম লাভ করিয়াছিলেন। বেদের অন্য কোন অংশাধিষ্ঠাত্রী দেবী কি ব্রজে জন্মগ্রহণ করেন?

গোস্বামী। পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে উল্লেখ আছে যে বেদমাতা গায়ত্রীও গোপীজন্ম লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গম লাভ করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই তিনি কাম গায়ত্রীরূপ ধারণ করেন।

বিজয়। কামগায়ত্রী কি অনাদি নয়?

গোস্বামী। কামগায়ত্রী অবশ্য অনাদি। সেই অনাদি গায়ত্রী প্রথমে বেদমাতা গায়ত্রীরূপে প্রকট ছিলেন। পরে সাধনবলে এবং অন্যান্য উপনিষদ্গণের সৌভাগ্য আলোচনা করতঃ গোপাল উপনিষদের সহিত ব্রজে জন্মগ্রহণ করেন। কামগায়ত্রীরূপে নিত্য হইয়াও তিনি বেদমাতাগায়ত্রীরূপে নিত্য পৃথক্ অবস্থান করেন।

বিজয়। উপনিষদাদি সকলেই ব্রজে জন্ম লাভ করিয়া স্বীয় স্বীয় গোপ-কন্যাত্ব অভিমানে এবং কৃষ্ণকে গোপনায়ক অভিমানে পতি বলিয়া বরণ করিলেন। গান্ধর্ব্ব বিবাহ রীতিতে কৃষ্ণ তাঁহাদের তাৎকালিক পতি হইলেন। এ কথা বুঝিলাম; কিন্তু কৃষ্ণের নিত্য প্রিয়াগণ অনাদি কাল হইতে কৃষ্ণ সঙ্গিনী হইয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে কৃষ্ণ উপপতি হন তাহা কি কেবল মায়া কল্পিত?

গোস্বামী। মায়া কল্পিত বটে, কিন্তু জড়মায়া কল্পিত নয়। জড়মায়া কৃষ্ণ-লীলাকে স্পর্শ করিতে পারে না। প্রপঞ্চ মধ্যগত হইয়াও ব্রজলীলা সম্পূর্ণরূপে জড়মায়ার অতীত। চিচ্ছক্তির অন্য নাম যোগমায়া। তিনিই কৃষ্ণলীলায় এমত কোন ব্যাপার প্রকট করেন যাহা দেখিয়া জড়মায়াবিষ্ট দ্রষ্টাগণের চক্ষে অন্যতর প্রত্যয় হইয়া উঠে। তিনিই গোলোকস্থ পরোঢা অভিমানকে নিত্য প্রিয়াগণের সঙ্গে সঙ্গে আনিয়া ব্রজে সেই সেই অভিমানকে পৃথক্ সত্ত্বরূপে স্থিত করেন। তাঁহাদের সহিত নিত্য প্রিয়াদিগের বিবাহ সম্পাদন করত কৃষ্ণকে উপপতি করেন। সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ ও সর্ব্বজ্ঞা শক্তিগণ নিজ নিজ রসাবেশে সেই সেই প্রত্যয় স্বীকার

করেন। ইহাতে রসের উৎকর্ষ এবং স্বেচ্ছাময়ের ইচ্ছা শক্তির পরমোৎকর্ষ লক্ষিত হয়। এরূপ উৎকর্ষ বৈকুণ্ঠ বা দ্বারকাদিতে হয় না। প্রাণসখীগণের নিত্য প্রিয়াদের সহিত সালোক্য লাভ হইলে কৃষ্ণে সঙ্কোচিত পতিভাব উদার হইয়া উপপতি ভাব হইয়া পড়ে। তাহাই তাহাদের চরম লাভ।

বিজয়। অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত। প্রাণ জুড়াইল। এখন প্রভো। নিত্য প্রিয়া সম্বন্ধে উপদেশ করুন।

গোস্বামী। তোমার মত অধিকারী না পাইলে কি এত গূঢ়তত্ত্ব শ্রীগৌরচন্দ্র আমার মুখে প্রকাশ করিতেন? দেখ সর্ব্বজ্ঞ শ্রীজীব এবিষয়ে কতই যে হৃদয় গোপন করিয়া স্থানে স্থানে বিচার করিয়াছেন তাহা তাঁহার টীকা সকল ও কৃষ্ণ সন্দর্ভ দি গন্থ প ড়লে জানিতে পার। পাছে অনধিকারীগণ এত গূঢ়তত্ত্ব জানিয়া বিরক্ত ধর্ম্ম আশ্রয় করে, সেই ভয়ে শ্রীজীবাচার্য্য সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত ছিলেন। এখনকার রস বর্ত্তি ও রসাভাসাদি যাহা বৈষ্ণবপ্রায় লোকে দেখিতেছ, তাহাই শ্রীজীব আশঙ্কা করিতেন। এত সাবধান হইয়াও, অনিষ্ট রক্ষা করিতে পারেন নাই। তুমি এ সিদ্ধান্ত উপযুক্ত পাত্র ব্যতীত প্রকাশ করিবে না। এখন নিত্য প্রিয়াদিগের কথা বলি।

বিজয়। নিত্যপ্রিয়া কাহারা? যদিও আমি বহু শাস্ত্র পড়িয়াছি তথাপি শ্রীগুরুর মুখচন্দ্র হইতে এই সুধা পাইতে বাসনা করি।

গোস্বামী। রাধা ও চন্দ্রাবলী যাহাদের মধ্যে মুখ্য সেই নিত্যপ্রিয়াগণ ব্রজে কৃষ্ণের ন্যায় সৌন্দর্য্য বিদগ্ধাদি গুণের আশ্রয়। তাহারা ব্রহ্মসংহিতায় নিম্নলিখিত শ্লোকে উদ্দিষ্ট হইয়াছেন।

আনন্দ চিন্ময়রস প্রতিভাবিতাভি স্তাভি স এব নিজরূপ তয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্য খিলাত্মভূতো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

সচ্চিদানন্দরূপ পরমতত্ত্বের আনন্দাংশ যখন চিদংশকে ক্ষোভিত করেন তখন তাহাতে পৃথক্কৃত হ্লাদিনী প্রতিভা দ্বারা ভাবিত হইয়া শ্রীরাধা প্রভৃতি যে সকল ললনা উদিতা হন তাহাদের সহিত এবং নিজরূপ অর্থাৎ চিৎস্বরূপ দ্বারা সিদ্ধ হয় যে চতুঃষষ্টি কলা সেই সকলের সহিত অখিলাত্মভূত হইয়াও নিত্য গোলোকধামে বাস করেন, সেই গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। এত বেদসার ব্রহ্মবাক্যে নিত্যপ্রিয়াদিগের উল্লেখমাত্র আছে। তাঁহারা গোলোক অর্থাৎ দেশ কালাতীত চিচ্ছক্তি প্রকাশ ইহাসত্য। চতুঃষষ্টি কলাই তাঁহাদের নিত্যলীলা। কলাভিঃ স্বাংশরূপাভিঃ শক্তিভিঃ এই টীকার অন্য যে রূপ

পৃথক্ অর্থ হইলেও আমি যে শ্রীস্বরূপ গোস্বামী সম্মত অর্থ বলিলাম তাহাই নিতান্ত গূঢ় এবং শ্রীরূপ সনাতন ও জীবের হৃদয় সম্পুটগত ধন বলিয়া জানিবে।

বিজয়। নিত্যপ্রিয়াগণের নামগুলি পৃথক্ পৃথক্ শুনিবার জন্য কর্ণের স্পৃহা জন্মিতেছে।

গোস্বামী। স্কন্দপুরাণে প্রহ্লাদ সংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রে রাধা, চন্দ্রাবলী, বিশাখা, ললিতা, শ্যামা, পদ্মা, শৈব্যা, ভদ্রিকা, তারা, বিচিত্রা, গোপালী, ধনিষ্ঠা, পালী প্রভৃতির উল্লেখ আছে। চন্দ্রাবলীর অন্য নাম সোমাভা। রাধিকার নামান্তর গান্ধর্ব্বা। খঞ্জনাক্ষী, মনোরমা, মঙ্গলা, বিমলা, লীলা, কৃষ্ণা, শারী, বিশারদা, তারাবলী; চকোরাক্ষী, শঙ্করী ও কুঙ্কমাদি ব্রজাঙ্গনাগণও লোক প্রসিদ্ধ।

বিজয়। ইহাদের পরস্পর কি সম্বন্ধ?

গোস্বামী। এই সকল গোপীগণ যূথেশ্বরী। যূথও শত শত। বরাঙ্গনা সকল যূথে যূথে লক্ষ সংখ্যা। রাধা হইতে আরম্ভ করিয়া কুঙ্কুমা পর্য্যন্ত সকলেই যূথাধিপ বলিয়া প্রকীর্ত্তিত। বিশাখা, ললিতা, পদ্মা ও শৈব্যা ইহাদিগকে প্রোঢ়ভাবে কীর্ত্তন করা হইয়াছে। যূথেশ্বরীগণের মধ্যে রাধা প্রভৃতি অষ্ট গোপী সৌভাগ্যাতিশয় প্রযুক্ত প্রধানা বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

বিজয়। বিশাখা, ললিতা, পদ্মা, শৈব্যা ইহারাও প্রধানা গোপী এবং কৃষ্ণের লীলাপুষ্টি করণে বিশেষ পটু। তাঁহাদিগকে স্পষ্টরূপে যূথেশ্বরী কেন বলা হয় নাই?

গোস্বামী। তাঁহারা যেরূপ গুণবতী তাহাতে তাঁহাদিগকে যূথাধিপত্যে গ্রহণ করা যোগ্যই বটে। কিন্তু শ্রীমতী রাধার পরমানন্দময় ভাবে ললিতা ও বিশাখা এত মুগ্ধ যে তাঁহারা আপনাদিগকে স্বতন্ত্র যূথেশ্বরী বলিতে ইচ্ছা করেন না। তন্মধ্যে কেহ কেহ শ্রীমতীর অনুগত সখী এবং কেহ কেহ চন্দ্রাবলীর অনুগত এরূপ শাস্ত্রে কীর্ত্তিত আছে।

বিজয়। আমরা শুনিয়াছি যে ললিতারগণ আছে, সে কিরূপ?

গোস্বামী। শ্রীমতী সর্ব্ব যূথেশ্বরীর প্রধানা। তাঁহার যূথগতগণ কেহ কেহ ভাব বিশেষের আদরে ক্রমে ললিতারগণ বলিয়া পরিচিত এবং কেহ কেহ বিশাখাদির গণ। ললিতা বিশাখা প্রভৃতি অষ্ট সখী শ্রীমতী রাধিকার পৃথক্ পৃথক্ গণনায়িকা বলিয়া পরিগণিত। বহু ভাগ্যক্রমে শ্রীমতী ললিতার গণে প্রবেশ হয়।

বিজয়। প্রভো! কোন কোন শাস্ত্রে ঐ সকল গোপীদিগের নাম পাওয়া যায়?

গোস্বামী। পদ্মপুরাণে, স্কন্দপুরাণে, ভবিষ্যোত্তরে ঐ সকল নাম পাইবে। সাত্বত তন্ত্রেও অনেক নাম পাইবে।

বিজয়। শ্রীমদ্ভাগবত জগতের সকল শাস্ত্রশিরোমণি। তাহাতে যদি ঐ সকল নাম থাকিত তাহা হইলে বড়ই আনন্দ হইত।

গোস্বামী। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ তত্ত্বশাস্ত্র হইয়াও রসসমুদ্র। রসিক লোকের বিচারে রসতত্ত্ব সকলই তাহাতে আছে। শ্রীরাধা নাম এবং সকল গোপীগণের ভাবও পরিচয় ভাগবতে গূঢ়রূপে আছে। তুমি এখন যদি দশমস্কন্ধ পদ্যগুলি ভাল করিয়া বিচার কর, সকলই তাহাতে পাইবে। অনধিকারী লোককে দূরে রাখিবার জন্য গূঢ়রূপে ঐ সমস্ত কথা শুকদেব বলিয়াছেন। বাবা বিজয়! একটী নামের মালিকা ও গুটিকতক কথা সাজাইয়া যাহার তাহার কাছে দিলে কি ফল হয়? পাঠক যত উন্নত হয়, ততই গূঢ় কথা বুঝিতে পারে। সুতরাং যে বিষয় সর্ব্বজনের নিকট প্রকাশ্য নয়, তাহা গূঢ়রূপে বলাই পাণ্ডিত্য। যে যাহার অধিকারী সে আপন অধিকারের কথা বুঝিয়া লয়। বস্তুতত্ত্ব শ্রীগুরু পরম্পরা ব্যতীত জানা যায় না। জানিলেও কার্য্য হয় না। তুমি উজ্জ্বল নীলমণি ভালরূপে বুঝিয়া শ্রীমদ্ভাগবতেই সমস্ত রস পাইবে।

এই সব কথা হইতে হইতে অনেক কালাতীত হওয়ায় সে দিনের ইষ্টগোষ্ঠী ভঙ্গ হইল। বিজয় চিজ্জগতের নায়ক নায়িকা তত্ত্বের রস ধ্যান করিতে করিতে হরচণ্ডী সাহীরদিকে যাত্রা করিলেন। এক একবার তাঁহার মনে বিদূষক পীঠমর্দ্দাদ ভাব আসিয়া নানা সুখ সঞ্চার করিতে লাগিল। আবার বংশীরূপ স্বয়ং দূতীর কথা বিচার করিয়া অনর্গল অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। ব্রজের পরম ভাব হৃদয়ে উদিত হইয়া বিজয়কে আনন্দে নাচাইতে লাগিল। বিগত রাত্রে সুন্দরাচলের দিকে যাইতে যাইতে উপবনে যে লীলা দেখিয়াছিলেন তাহাই জাজ্জ্বল্যমান হইয়া তাঁহার চিত্তে উদিত হইল।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ অধ্যায়।

মধুর রসবিচার।

অদ্য বিজয়কুমার ও ব্রজনাথ ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে স্নান করত বাসায় আসিয়া প্রসাদ পাইলেন। ভোজনান্তে ব্রজনাথ শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি দেখিতে

গেলেন। বিজয়কুমার শ্রীরাধাকান্ত মঠে আসিয়া শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিলেন। সময় বুঝিয়া বিজয় শ্রীরাধিকার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বিজয় বলিলেন প্রভো! শ্রীবৃষভানু নন্দিনীই আমাদের প্রাণ সর্ব্বস্ব। কেন বলিতে পারিনা রাধিকার নাম শুনিলে আমার হৃদয় গলিত হয়। যদিও শ্রীকৃষ্ণই আমাদের একমাত্র গতি তথাপি শ্রীরাধার সহিত যে লীলাবিলাস তাহাই মাত্র আস্বাদন করিতে ভালবাসি। যাহাতে শ্রীরাধিকার কথা নাই এরূপ কৃষ্ণ কথাও আর ভাল লাগে না। প্রভো বলিতে কি আমি আর বিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য বলিয়া পরিচিত হইতে চাহি না। শ্রীরাধিকার পাল্যদাসী বলিয়া আমার পরিচয় দিতে ভাল লাগে। আবার আর এক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বহির্ম্মুখ লোকের নিকট ব্রজকথা প্রসঙ্গ করিতে ইচ্ছা হয় না। অরসিক লোকে যেখানে রাধা কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বর্ণন করেন, সে সমাজ হইতে উঠিয়া যাইতে ইচ্ছা করে।

গোস্বামী। তুমি ধন্য! আপনাকে যতদিন সম্পূর্ণরূপে ব্রজাঙ্গনা বলিয়া না বিশ্বাস হয়, ততদিন রাধাকৃষ্ণের বিলাস কথায় অধিকার জন্মে না। পুরুষের কথা দূরে থাকুক, কোন দেবীরও রাধাকৃষ্ণ কথায় অধিকার নাই। বিজয়! যে সকল হরিবল্লভাদিগের কথা তোমাকে বলিয়াছি তন্মধ্যে রাধা ও চন্দ্রাবলী সকলের মুখ্যা। তাঁহাদের উভয়েরই কোটি কোটী সংখ্যা ললনা যূথ আছে। মহারাসের সময় প্রমদা শতকোটী আসিয়া রাসমণ্ডল শোভা করিয়াছিলেন।

বিজয়। প্রভো! চন্দ্রাবলীরও কোটী কোটী যূথ থাকুক, কিন্তু শ্রীরাধার মাহাত্ম্য শুনাইয়া আমার দূষিত কর্ণকে শোধিত ও রসপূরিত করুন্। আমি আপনার শরণাগত।

গোস্বামী। আহা বিজয়! রাধা চন্দ্রাবলীর মধ্যে শ্রীরাধা মহাভাব স্বরূপা সুতরাং সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠা এবং সকল বিষয়েই চন্দ্রাবলী অপেক্ষা অধিক। দেখ তাপনীশ্রুতিতে তাঁহাকে গান্ধর্ব্বা বলিয়া উক্তি করিয়াছেন। ঋক পরিশিষ্টে রাধার সহিত মাধবের অধিক উজ্জ্বলতা বর্ণন করেন। সুতরাং পদ্মপুরাণে নারদের উক্তি এই রাধা যেরূপ কৃষ্ণের প্রিয় তাঁহার কুণ্ডও তদ্রূপ। সকল গোপী অপেক্ষা রাধিকা কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। হবেই না কেন? রাধা তত্ত্বটী কেমন? হ্লাদিনীনামা মহাশক্তি সর্ব্বশক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা। রাধিকা সেই হ্লাদিনী সারভাব।

বিজয়। অপূর্ব্বতত্ত্ব! রাধার স্বরূপ কি প্রকার?

গোস্বামী। রাধিকা আমার সুষ্ঠুকান্তস্বরূপা বৃষভানুনন্দিনী। তাঁহার স্বরূপে ষোলপ্রকার শৃঙ্গার দেদীপ্যমান এবং দ্বাদশ প্রকার অলঙ্কার শোভা করিতেছে।

বিজয়। সুষ্ঠুকান্তস্বরূপ কাহাকে বলা যায়?

গোস্বামী। স্বরূপের শোভা এত, যে শৃঙ্গার ও অলঙ্কার তাহার কাছে লাগে না। সুকুঞ্চিত কেশ, চঞ্চল বদনকমল, দীর্ঘ নেত্র, বক্ষে কুচদ্বয় অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করে। মধ্যদেশ ক্ষীণ। স্কন্ধদ্বয় শোভিত। করে নখরত্ন বিরাজমান। ত্রিজগতে এরূপ রূপোৎসব নাই!

বিজয়। ষোড়শ শৃঙ্গার কি কি?

গোস্বামী। স্নান, নাশাগ্রে মণির উজ্জ্বলতা, নীলবসন পরিধান, কটিতটে নিবী, বেণী, কর্ণে উত্তংশ, অঙ্গে চন্দন লেপন, কেশমধ্যে পুষ্পাবন্যাস, গলে মালা, হস্তে পদ্ম, মুখে তাম্বুল, চিবুকে কস্তুরি বিন্দু, কজ্জলাক্ষী, চিত্রিত গণ্ডদেশ, চরণে অলক্তক রাগ এবং ললাটফলকে তিলক এই ষোলটী শৃঙ্গার অর্থাৎ দেহ শোভা।

বিজয়। দ্বাদশ আভরণ কি কি?

গোস্বামী। চূড়ায় অপূর্ব্ব মণি, কর্ণে স্বর্ণকুণ্ডল, নিতম্বে কাঞ্চী, গলে সুবর্ণ পদক, কর্ণোর্দ্ধ ছিদ্রে স্বর্ণশলাকা, করে বলয়, কণ্ঠে কণ্ঠভূষা, অঙ্গুলিতে অঙ্গুরী, গলে তারাহার, ভুজে অঙ্গদ, চরণে রত্ননুপুর, এবং পদাঙ্গুলি গুলিতে অঙ্গুরী এইরূপ দ্বাদশ আভরণ শ্রীরাধার অঙ্গ শোভা করে।

বিজয়। শ্রীরাধার প্রধান প্রধান গুণগুলি বলিতে আজ্ঞা হয়।

গোস্বামী। শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর কৃষ্ণের ন্যায় অসংখ্য গুণ। তন্মধ্যে পঁচিশটী গুণ প্রধান যথা;—

১। তিনি মধুরা অর্থাৎ চারুদর্শনা।

২। নববয়া অর্থাৎ কিশোর বয়স বিশিষ্টা।

৩। চলাপাঙ্গী অর্থাৎ চঞ্চল অপাঙ্গ (দৃষ্টি)।

৪। উজ্জ্বলস্মিতা অর্থাৎ আনন্দময় হাস্যযুক্তা।

৫। চারুসৌভাগ্যের রেখাযুক্ত অর্থাৎ পাদাদিস্থিত চন্দ্র রেখাযুক্তা।

৬। গন্ধে মাধবকে উন্মাদিত করেন।

৭। সঙ্গীত বিস্তারে অভিজ্ঞ।

৮। রম্যবাক্ অর্থাৎ রমণীয় বাক্যপটু।

৯। নর্ম্মপণ্ডিতা অর্থাৎ পরিহাস পটু।

১০। বিনীতা।

১১। করুণাপূর্ণা।

১২। বিদগ্ধা অর্থাৎ চতুরা।

১৩। পাটবান্বিতা, সর্ব্বকার্য্যে পটুতাযুক্তা।

১৪। লজ্জাশীলা।

১৫। সুমর্য্যাদা অর্থাৎ সাধুমার্গ হইতে অবিচলিতা।

১৬। ধৈর্য্যশালিনী অর্থাৎ দুঃখ সহিষ্ণু।

১৭। গাম্ভীর্য্যশালিনী।

১৮। সুবিলাসা অর্থাৎ সুবিলাস প্রিয়।

১৯। মহাভাব পরমোৎকর্ষ তর্ষিণী অর্থাৎ মহাভাবের পরমোৎকর্ষ বিষয়ে তৃষ্ণাযুক্তা।

২০। গোকুলপ্রেমবসতি অর্থাৎ তাঁহাকে দেখিলে গোকুল বাসীদিগের সহজ প্রেম হয়।

২১। জগৎশ্রেণীলসদ্যশাঃ অর্থাৎ যাঁহার যশ সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত।

২২। গুর্ব্বর্পিত গুরুস্নেহা অর্থাৎ গুরুজনের অতিশয় স্নেহাস্পদ।

২৩। সখীগণের প্রণয়াধীনা।

২৪। কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা।

২৫। সন্ততাশ্রব কেশবা অর্থাৎ কেশব সর্ব্বদা তাঁহার আজ্ঞাধীন।

বিজয়। চারুসৌভাগ্য রেখাগুলি বিস্তাররূপে শুনিতে ইচ্ছা হয়।

গোস্বামী। বরাহ সংহিতা জ্যোতিঃ শাস্ত্র কাশীখণ্ড ও মাৎস্য গারুড়াদি পুরাণ অনুসারে সৌভাগ্য রেখা এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ১ বাম চরণের অঙ্গুষ্ঠমূলে যব রেখা। ২ তাহার তলে চক্র। ৩ মধ্যমার তলে কমল। ৪ কমল তলে ধ্বজ। ৫ তথা পতাকা। ৬ মধ্যমার দক্ষিণ হইতে আগত মধ্যচরণ পর্য্যন্ত উর্দ্ধ রেখা। ৭ কনিষ্ঠ তলে অঙ্কুশ। পুনরায় ১ দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠ-মূলে শঙ্খ। ২ পার্ষ্ণিতে মৎস্য। ৩ কনিষ্ঠা তলে বেদি। ৪ মৎস্যোপরি রথ। ৫ শৈল। ৬ কুণ্ডল। ৭ গদা। ৮ শক্তিচিহ্ন। বাম করে ১ তর্জ্জনী মধ্যমার সন্ধি হইতে কনিষ্ঠার তল পর্য্যন্ত পরমায়ু রেখা। ২ তাহার তলে কর হইতে আরম্ভ হইয়া তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ মধ্যদেশ গত অন্যরেখা। ৩ অঙ্গুষ্ঠের তলে মনিবন্ধ হইতে উঠিয়া বক্রগতিতে মধ্য রেখাতে মিলিত হইয়া তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগ গত অন্য রেখা অঙ্গুলীগুলির অগ্রভাগে নন্দ্যাবর্ত্তরূপ অর্থাৎ পাঁচটী চক্রাকার চিহ্ন। একত্রে ৮ হইল। ৯ অনামিকা তলে কুঞ্জর। ১০ পরমায়ু রেখা তলে

বাজী। ১১ মধ্যরেখা তলে বৃষ। ১২ কনিষ্ঠা তলে অঙ্কুশ। ১৩ব্যজন। ১৪শ্রীবৃক্ষ। ১৫ যূপ। ১৬ বাণ। ১৭ তোমর। ১৮ মালা। দক্ষিণ হস্তে বাম হস্তের ন্যায় পরমায়ু রেখাদিত্রয়। অঙ্গুলীগুলির অগ্রে শঙ্খ পাঁচটী। ৯ তর্জ্জনী তলে চামর। ১০ কনিষ্ঠা তলে অঙ্কুশ। ১১ প্রাসাদ। ১২ দুন্দুভি। ১৩ বজ্র। ১৪ শকটযুগ। ১৫ কোদণ্ড। ১৬ অসি। ১৭ ভৃঙ্গার। বাম চরণে সপ্ত। দক্ষিণ চরণে অষ্ট। বাম করে অষ্টাদশ। দক্ষিণ করে সপ্তদশ। একত্রে পঞ্চাশ চিহ্ন সৌভাগ্য রেখা।

বিজয়। এই সমস্ত গুণ অন্যে কি সম্ভব হয় না?

গোস্বামী। জীবে বিন্দু বিন্দুরূপে এই সকল গুণ আছে। শ্রীরাধিকায় এই সমস্ত গুণ পূর্ণরূপে থাকে। দেবী প্রভৃতিতে অন্য জীব অপেক্ষা কিছু কিছু অধিক পরিমাণে আছে। শ্রীরাধার সমস্ত গুণই অপ্রাকৃত, কেননা প্রাকৃত জগতে কাহাতেও এ সকল বিশুদ্ধ ও পূর্ণরূপে নাই। গৌরী প্রভৃতিতেও এ সব গুণের শুদ্ধতা ও পূর্ণতা নাই।

বিজয়। আহা! শ্রীমতী রাধিকার রূপ গুণ অবিচিন্ত্য। তাঁহার কৃপাতেই কেবল তাহা অনুভব করা যায়।

গোস্বামী। সে রূপ গুণের কথা আর কি বলিব, স্বয়ং কৃষ্ণ ও যে রূপ ও গুণ দেখিয়া সর্ব্বদা মোহিত হইয়া থাকেন, তাহার আর তুলনা কোথায়?

বিজয়। প্রভো! কৃপা করিয়া শ্রীমতী রাধিকার সখীগণের বিষয় বলুন।

গোস্বামী। শ্রীরাধার যূথই সর্ব্বোত্তম। সেই যূথে যে সকল ললনা আছেন তাঁহারা সর্ব্বসদ্গুণ ভূষিত। তাঁহাদের বিলাস বিভ্রমে সর্ব্বদা মাধবকে আকর্ষণ করে।

বিজয়। শ্রীরাধার সখীগণ কয় প্রকার?

গোস্বামী। পঞ্চ প্রকার যথা। সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী এবং পরম প্রেষ্ঠসখী।

বিজয়। কাহারা সখী?

গোস্বামী। কুসুমিকা, বিন্ধ্যা, ধনিষ্ঠাদি সখী মধ্যে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

বিজয়। নিত্যসখী কাহারা?

গোস্বামী! কস্তুরী, মণিমঞ্জরী প্রভৃতি নিত্যসখী।

বিজয়। প্রাণসখী কে কে?

গোস্বামী। শশিমুখী, বাসন্তী, লাসিকা প্রভৃতি প্রাণসখী। ইহারা প্রায়ই বৃন্দাবনেশ্বরীর স্বরূপতা প্রাপ্ত।

বিজয়। প্রিয়সখী কাহারা?

গোস্বামী। কুরঙ্গাক্ষী, সুমধ্যা, মদনালসা, কমলা, মাধুরী, মুঞ্জকেশী, কন্দর্প সুন্দরী, মাধবী, মালতী, কামলতা, শশিকলা প্রভৃতি প্রিয়সখী।

বিজয়। কে কে পরম প্রেষ্ঠসখী?

গোস্বামী। ললিতা, বিশাখা, চিত্রা চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী সুদেবী, এই আটজন সর্ব্ব সখীগণের প্রধানা পরম প্রেষ্ঠ সখী বলিয়া উক্ত। ইঁহারা রাধাকৃষ্ণের প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রযুক্ত স্থলবিশেষে কখন কৃষ্ণের প্রতি এবং কখন রাধার প্রতি অধিক প্রেম প্রদর্শন করেন।

বিজয়। যুথাদি বুঝিলাম গণ কাহাকে বলে?

গোস্বামী। প্রত্যেক যুথে যে অবান্তর বিভাগ আছে তাহার নাম গণ। যথা শ্রীমতীর যুথে ললিতার অনুগত সখী সকল ললিতার গণ বলিয়া পরিচিত।

বিজয়। ব্রজাঙ্গনাদিগের পরোঢ়াত্ব একটী মহদ্গুণ বিশেষ। পরোঢ়া কোন স্থলে ইষ্ট বলিয়া বোধ হয় না।

গোস্বামী। এই জড় জগতে যে স্ত্রীত্ব পুরুষত্ব ইহা ঔপাধিক। মায়িক কর্ম্ম ফলানুরোধে কেহ স্ত্রী কেহ পুরুষ। মায়াতে বহুতর অধর্ম্ম ও তুচ্ছ স্পৃহা থাকে, এই জন্যই ঋষিগণ বিবাহবিধি ব্যতীত স্ত্রীসঙ্গ নিষেধ করিয়াছেন। রসকে ধর্ম্মাশ্রিত করিবার জন্য কবিগণ জড়ালঙ্কারে প'রোঢাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। চিদ্বিলাস রসই নিত্যরস। সেই রসের হেয় প্রতিফলন মায়িক স্ত্রী পুরুষগত শৃঙ্গার রস। সুতরাং জড়ীয় শৃঙ্গার রস অত্যন্ত কুণ্ঠিত ও বিধিপরবশ। এই কারণেই প্রাকৃত ক্ষুদ্র নায়িকা সম্বন্ধে পরোঢ়া পরিত্যক্তা হইয়াছে। কিন্তু যে-খানে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ অর্থাৎ নায়ক সেখানে রসপুষ্টির জন্য যে পরোঢ়া মিলন তাহা নিন্দার বিষয় নয়। এতত্ত্বে অতি ক্ষুদ্র মায়োপাধিক বিবাহ বিধির স্থান নাই। সেই গোলোক বিহারী যখন স্বীয় পরম পারকীয় রসকে প্রপঞ্চ মধ্যে গোকুলের সহিত আনয়ন করিয়াছেন, তখন গোকুল ললনা-দিগের সম্বন্ধে জড়ালঙ্কারগত পরোঢ়া নিন্দা স্থান পায় না।

বিজয়। গোকুল লালনা প্রেমের উৎকৃষ্ট চিহ্ন কি কি প্রকাশ আছে?

গোস্বামী। গোকুল ললনাদিগের কৃষ্ণে কেবল নন্দনন্দনত্ব স্ফূর্ত্তি। সেই নিষ্ঠাক্রমে যে সমস্ত ভাবমুদ্রা উদয় হয় তাহা, অভক্ত তার্কিকগণ দূরে থাকুক, ভক্তগণের পক্ষে ও দুর্গম। নন্দনন্দনে ঐশ্বর্য্যভাব মাধুর্য্যাধিক্যক্রমে প্রায়ই অলক্ষিত, কৃষ্ণ পরিহাস করিয়া নিজ চতুর্ভুজত্ব প্রকাশ করায় গোপীগণ তাহা

আদর করেন নাই। আবার শ্রীরাধার সন্নিকর্ষে সে চতুর্ভুজত্ব লুপ্ত হইল। দ্বিভুজ কৃষ্ণ প্রকাশ হইলেন। এ সমস্তই শ্রীরাধার নিগূঢ়পারকীয় রসভাবের ফল।

বিজয়। চরিতার্থ হইলাম। প্রভো। এখন নায়িকা ভেদ ব্যাখ্যা করুন।

গোস্বামী। নায়িকা তিন প্রকার অর্থাৎ স্বকীয়া, পরকীয়া ও সামান্যা। চিদ্রসের স্বকীয়া পরকীয়াদিগের কথা বলিয়াছি। এখন সামান্যার কথা বলিব। জড়ালঙ্কারিক পণ্ডিতগণ এইরূপ স্থির করিয়াছেন যে সামান্যা নায়িকাগণ বেশ্যা। তাহারা কেবল অর্থ লোভী। গুণহীন নায়কে দ্বেষ এবং গুণবান নায়কে অনুরাগ করে না। সুতরাং তাহাদের শৃঙ্গার কেবল শৃঙ্গারাভাস মাত্র, শৃঙ্গার নয়। কিন্তু মথুরায় যে সৈরিন্ধ্রী কুব্জা তাহাকে সামান্যা বলিয়া তাহার কৃষ্ণ বিষয়ক শৃঙ্গার রসাভাব প্রসঙ্গ হইলেও কোন প্রকারভাব যোগ্য হওয়ায় তাহাকেও আমরা পারকীয়া মধ্যে পরিগণিত করি।

বিজয়। সে ভাবযোগ্যতা কি?

গোস্বামী। কুব্জা যখন কুরূপা ছিল, তখন তাহার অনুরাগ হয় নাই। কৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়া কৃষ্ণাঙ্গে যে চন্দন দান স্পৃহা হইল তাহাই তাহার প্রিয়ত্ব ভাব এই জন্য তাহাকে পারকীয়া বলা যায়। কিন্তু পট্টমহিষীগণের যে কৃষ্ণে সুখদান বাঞ্ছা তাহা কুব্জায় উদয় হয় নাই। সুতরাং তাহার রতি মহিষীদিগের রতি অপেক্ষা ন্যূন জাতীয়। এই জন্যই সে কৃষ্ণের উত্তরীয় আকর্ষণপূর্ব্বক রতি প্রার্থনা করিয়াছিল। প্রিয়ত্বভাবের সহিত স্বার্থ প্রার্থনা থাকায় তাহার রতি সাধারণী।

বিজয়। কুব্জাকে পরকীয়া মধ্যে গণিত করায় কৃষ্ণপ্রেমে স্বকীয়া পরকীয়া এই দুই প্রকার নায়িকা ভেদ দেখিতেছি। ইহাদের মধ্যে আর কি প্রকার ভেদ আছে তাহা বলিতে আজ্ঞা হয়।

গোস্বামী। চিদ্রসে স্বকীয়া পরকীয়া উভয়বিধ নায়িকাই মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভা ভেদে তিন প্রকার।

বিজয়। প্রভো। আপনার অপার কৃপায় এখন চিদ্রস মনে হইলেই আমি আপনাকে ব্রজাঙ্গনা বলিয়া মনে করি। তখন মায়িক পুরুষভাব কোথায় যায় তাহার উদ্দেশ পাই না। আমি এখন নায়িকাদিগের ভাব ভেদ জানিতে নিতান্ত ব্যাকুল, কেননা রমণী ভাব লাভ করিয়াও উপযুক্ত ক্রিয়াপর হইতে পারি নাই। অতএব আপনাতে সেই ভাব অঙ্কিত করিয়া কৃষ্ণ সেবা করিবার জন্য আপনার শ্রীচরণে জিজ্ঞাসু হইয়া আসিয়াছি। বলুন মুগ্ধা কি প্রকার।

গোস্বামী। মুগ্ধার লক্ষণ এই। তিনি নবযৌবনা, কামিনী, রতিদানে বামা, সখীদিগের বশীভূত, রতি চেষ্টায় অতিশয় লজ্জিতা, অথচ গোপনে সুন্দর রূপে যত্নশীলা। নায়ক অপরাধী হইলে তিনি সজল নয়নে তাঁহাকে দেখেন। প্রিয়াপ্রিয় কথা বলেন না। মান করেন না।

বিজয়। মধ্যা কি প্রকার?

গোস্বামী। মধ্যার লক্ষণ এই, তাহার মদন ও লজ্জা সমান সমান। তিনি নবযৌবনা। তাঁহার উক্তি সকল কিয়ৎ পরিমাণে প্রগল্‌ভযুক্ত। তাঁহার সুরতক্রিয়ায় মোহ পর্য্যন্ত অনুভব। মানে কখন কোমলা কখন কর্কশা। মানবতী মধ্যা কখন ধীরা, কখন অধীরা এবং কখন বা ধীরাধীরা হন। যে নায়িকা সাপরাধী প্রিয়ব্যক্তিকে উপহাসের সহিত বক্রোক্তি করেন তিনি ধীরা মধ্যা। যে নায়িকা রোষপূর্ব্বক বল্লভকে নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করেন তিনি অধীরা মধ্যা। যে নায়িকা সাশ্রু নয়নে প্রিয়ব্যক্তির প্রতি বক্রোক্তি করেন তিনি ধীরাধীরা মধ্যা। মধ্যা নায়িকায় মুগ্ধা ও প্রগল্‌ভার মিশ্রভাব থাকায় মধ্যাতেই সর্ব্বরসোৎকর্ষ লক্ষিত হয়।

বিজয়। প্রগল্‌ভা কি প্রকার?

গোস্বামী। প্রগল্‌ভার লক্ষণ এই। তিনি নবযৌবনা, মদান্ধ, রতি বিষয়ে অত্যন্ত উৎসুকা। তিনি ভূরি ভূরি ভাবোদ্গম করিতে জানেন। রস দ্বারা বল্লভকে আক্রমণ করেন। তাঁহার উক্তি ও চেষ্টা অতিশয় প্রৌঢ়। মান ক্রিয়ায় তিনি অত্যন্ত কর্কশ। মানবতী প্রগল্‌ভা ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা ভেদে তিন প্রকার। ধীর প্রগলভা সম্ভোগ বিষয়ে উদাসীন, ভাব গোপনশীলা এবং আদরকারিণী। অধীর প্রগলভা নিষ্ঠুররূপে কান্তকে তাড়না করেন। ধীরাধীরা প্রগল্‌ভা ধীরাধীরা নায়িকার ন্যায় গুণবিশিষ্টা। জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠাভেদে মধ্যা এবং প্রগলভা জ্যেষ্ঠ মধ্যা ও কনিষ্ঠ মধ্যা এবং জ্যেষ্ঠ প্রগল্‌ভা ও কনিষ্ঠ প্রগল্‌ভা প্রভেদ। নায়কের প্রণয় অনুসারেই জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ভেদ উদয় হয়।

বিজয়। প্রভো! সাকল্যে নায়িকা কত প্রকার।

গোস্বামী। নায়িকা পঞ্চদশ প্রকার। কন্যা কেবল মুগ্ধা সুতরাং এক প্রকার। মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগলভা ভেদে তিনি আবার মধ্যা ও প্রগল্‌ভা ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা ভেদে ছয়, এইরূপে স্বকীয়া সাত প্রকার। পরকীয়া ও সেইরূপে সাত প্রকার, সাকল্যে পঞ্চদশ প্রকার।

বিজয়। নায়িকাদিগের অবস্থা ভেদ কত প্রকার?

গোস্বামী। অভিসারিকা, বাসক সজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, প্রোষিত ভর্তৃকা ও স্বাধীন ভর্তৃকা এই রূপ আট প্রকার অবস্থা। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চদশ প্রকার নায়িকারই এই আট প্রকার অবস্থা আছে।

বিজয়। অভিসারিকা কি প্রকার?

গোস্বামী। যিনি কান্তকে অভিসার করান অথবা স্বয়ং অভিসার করেন তিনি অভিসারিকা। যিনি শুক্লপক্ষে শুভ্রবর্ণ পরিচ্ছদ ধারণপূর্ব্বক গমন করেন তিনি জ্যোৎস্নাভিসারিকা। যিনি কৃষ্ণপক্ষে কৃষ্ণবর্ণ বসনাদি পরিধানপূর্ব্বক যাত্রা করেন তিনি তমোভিসারিকা। লজ্জায় তিনি স্বীয় অঙ্গে লীন, নিঃশব্দ, অলঙ্কৃত কৃতাবগুণ্ঠা হইয়া একটী স্নিগ্ধসখী সঙ্গে গমন করেন।

বিজয়। বাসকসজ্জা কি প্রকার?

গোস্বামী। স্বীয় অবসর ক্রমে কান্ত আসিবেন এই আশায় যে নায়িকা নিজদেহ সজ্জা ও গৃহসজ্জা করেন তিনি বাসকসজ্জিকা বলিয়া উক্ত হন। স্মরক্রিয়া সঙ্কল্প,কান্তের পথ নিরীক্ষণ, সখীসহ লীলা কথা, পুনঃ পুনঃ দূতীকে প্রতীক্ষা করাই তাঁহার চেষ্টা।

বিজয়। উৎকণ্ঠিতা কি প্রকার?

গোস্বামী। নিরপরাধী নায়ক আসিতে বিলম্ব করিলে যে নায়িকা উৎসুকা ও বিরহোৎকণ্ঠিতা হন, তাঁহাকে ভাবজ্ঞ ব্যক্তিগণ উৎকণ্ঠিতা বলেন। হৃত্তাপ, কম্প, অনাগমনের হেতু বিতর্কণ, বিরক্তি, বাষ্প মোচন এবং স্বীয় অবস্থা বর্ণন এই সকল তাঁহার চেষ্টা। বাসক সজ্জার দশা শেষে মান যে স্থলে না হয়, নায়কের পারবশ্য বিচারে এবং সঙ্গমাভাবে উৎকণ্ঠা হয়।

বিজয়। খণ্ডিতা কিরূপ?

গোস্বামী। সময় উল্লঙ্ঘন করতঃ অন্য নায়িকার ভোগচিহ্ন ধারণ পূর্ব্বক নায়ক রাত্র শেষ করিয়া আসিলে নায়িকা খণ্ডিতা হন। ক্রোধ, দীর্ঘনিশ্বাস ও তুষ্ণীভাবই তাহার চেষ্টা।

বিজয়। বিপ্রলব্ধা কি প্রকার?

গোস্বামী। প্রাণবল্লভ সঙ্কেত করিয়াও দৈবাৎ না আসিলে ব্যথাকুলা নায়িকা বিপ্রলব্ধা হন। নির্ব্বেদ, চিন্তা, খেদ, অশ্রু, মূর্চ্ছা, দীর্ঘনিশ্বাসাদি তাঁহার চেষ্টা।

বিজয়। কলহান্তরিতা কিরূপ?

গোস্বামী। বল্লভ সখীদিগের সম্মুখে পাদপতিত হইলেও যে নায়িকা

ক্রোধভরে তাঁহাকে নিরাশ করেন তিনি প্রলাপ, সন্তাপ, গ্লানি, দীর্ঘনিশ্বাসাদি চেষ্টা লক্ষিত কলহান্তরিতা বলিয়া উক্ত হন।

বিজয়। প্রোষিত ভর্ত্তৃকা কে?

গোস্বামী। কান্ত দূরদেশে গেলে নায়িকা প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা হন। বল্লভের গুণকীর্ত্তন, দৈন্য, কৃশতা, জাগরণ, মালিন্য, অনবস্থান, জড়তা এবং চিন্তাদি তাঁহার চেষ্টা।

বিজয়। স্বাধীন ভর্ত্তৃকা কে?

গোস্বামী। বল্লভ যাঁহার আয়ত্তাধীন হইয়া সর্ব্বদা নিকটে থাকেন তিনি স্বাধীন ভর্ত্তৃকা। বনলীলা, জলক্রীড়া কুসুমচয়নাদি তাঁহার চেষ্টা।

বিজয়। স্বাধীন ভর্ত্তৃকা অবস্থা বড় আনন্দজনক?

গোস্বামী। নায়ক যদি প্রেমবশ্য হইয়া ক্ষণকাল ত্যাগ করিতে সমর্থ না হন, তবে স্বাধীন ভর্ত্তৃকাকে মাধবী বলা যায়। অষ্টনায়িকার মধ্যে স্বাধীন ভর্ত্তৃকা, বাসকসজ্জা, অভিসারিকা এই তিন প্রকার নায়িকা হৃষ্টচিত্ত হইয়া অলঙ্কারাদি ধারণ করেন। খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, উৎকণ্ঠিতা, প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা ও কলহান্তরিতা এই পাঁচ প্রকার নায়িকা ভূষণ শূন্যা হইয়া বামগণ্ডে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক খেদ ও চিন্তায় সন্তপ্ত হন।

বিজয়। কৃষ্ণপ্রেম সন্তাপ! ইহার তাৎপর্য্য কি?

গোস্বামী। কৃষ্ণপ্রেম চিন্ময় সুতরাং পরমানন্দ স্বরূপ। সন্তাপাদি সেই পরমানন্দের বিচিত্রতা। জড় জগতে যে সন্তাপ তাহা প্রকৃত ক্লেশদ কিন্তু চিজ্জগতে তাহা আনন্দ বিকার বিশেষ। আস্বাদনে চিন্ময়রস সুখ বুঝিবে। কথায় তাহা ব্যক্ত করা যায় না।

বিজয়। এই সকল নায়িকার মধ্যে প্রেম তারতম্য কিরূপ?

গোস্বামী। ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রেম তারতম্য ক্রমে সেই নায়িকাগণ উত্তমা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠাভেদে ত্রিবিধ। যে নায়িকার কৃষ্ণে যে পরিমাণ ভাব, কৃষ্ণের ও সেই নায়িকার প্রতি সেই পরিমাণে ভাব ইহা বুঝিতে হইবে।

বিজয়। উত্তমার লক্ষণ কি?

গোস্বামী। উত্তমা নায়িকা নায়কের ক্ষণকালের সুখবিধান করিবার জন্য অখিল কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। নায়ক তাঁহাকে খেদান্বিত করিলেও অসূয়ার উদ্গম হয় না। যদি কেহ নায়কের ক্লেশের কথা মিথ্যা করিয়া ও বলে তবে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

বিজয়। মধ্যমার লক্ষণ কি ?

গোস্বামী। নায়কের ক্লেশ বার্ত্তায় চিত্ত খিন্ন হয় এইমাত্র।

বিজয়। কনিষ্ঠার লক্ষণ কি ?

গোস্বামী। নায়কের সহিত মিলন করিতে যিনি প্রতিবন্ধককে আশঙ্কা করেন তিনি কনিষ্ঠা।

বিজয়। নায়িকা সংখ্যা কত হইল।

গোস্বামী। একত্র করিলে নায়িকা-সংখ্যা তিনশত ষষ্টি হয়। যথা— প্রথমে যে পঞ্চদশ প্রকার বলা হইয়াছে তাহাকে অষ্টগুণ করিলে একশত বিংশতি হয়। তাহাকে শেষোক্ত তিন দিয়া গুণ করিলে তিনশত ষষ্টি হয়।

বিজয়। আমি নায়িকাদিগের বিবরণ শুনিলাম। এখন যূথেশ্বরীদিগের পরস্পর ভেদ কি আছে তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।

গোস্বামী। যূথেশ্বরীদিগের সুহৃদাদি ব্যবহার অর্থাৎ স্বপক্ষ, বিপক্ষ ও তটস্থ ভেদ আছে। সৌভাগ্য তারতম্যবশতঃ তাঁহারা অধিকা, সমা ও লঘ্বী এই প্রকার ভেদে লক্ষিত হন। প্রখরা, মধ্যা ও মৃদ্বীভেদে তাঁহারা আবার তিনভাগে বিভক্ত। যাঁহাদের প্রগল্ভ বাক্য তাঁহারা প্রখরা বলিয়া খ্যাত। যাঁহাদের বাক্যে প্রখরতা অত্যল্প তাঁহারা মৃদ্বী এবং যাঁহারা তদুভয়ের মধ্যগত, তাঁহারা মধ্যা। আত্যন্তিকী ও আপেক্ষিকী ভেদে অধিকাগণ দ্বিবিধ। যিনি সর্ব্বথা অসমোর্দ্ধ তিনিই আত্যন্তিকাধিকা। তিনিই রাধা, তিনিই মধ্যা। তাঁহার সমান আর কেহ ব্রজে নাই।

বিজয়। আপেক্ষিকাধিকা কে কে ?

গোস্বামী। যূথেশ্বরীগণের মধ্যে এককে অপেক্ষা করিয়া অন্য যিনি শ্রেষ্ঠ হন তিনিই আপেক্ষিকাধিকা বলিয়া উক্ত।

বিজয়। আত্যন্তিকী লঘু কে ?

গোস্বামী। অন্য নায়িকাগণ যাঁহা অপেক্ষা ন্যূন নন, তিনিই আত্যন্তিকী লঘু আত্যন্তিকী অধিকা অপেক্ষা সকল নায়িকাই লঘু। আত্যন্তিকী লঘু ব্যতীত সকল যূথেশ্বরীই অধিকা। সুতরাং আত্যন্তিকী অধিকা যূথেশ্বরীর সমত্ব ও লঘুত্বের সম্ভাবনা নাই। আত্যন্তিকী লঘুর অধিকত্ব সম্ভাবনা নাই। সমালঘু একই প্রকার। মধ্যাগণের অধিক প্রখরাদি ভেদে নয় প্রকার ভেদ আছে। অতএব যূথেশ্বরীগণের দ্বাদশ প্রকার ভেদ। যথা ১ আত্যন্তিকাধিকা ২ সমালঘু ৩

অধিকমধ্যা ৪ সমমধ্যা ৫ লঘুমধ্যা ৬ অধিকপ্রখরা ৭ সমপ্রখরা ৮ লঘুপ্রখরা ৯ অধিক মৃদ্বী ১০ ১১ লঘুমৃদ্বী ১২ আত্যন্তিক লঘু।

বিজয়। আমি এখন দূতীভেদ জানিতে বাসনা করি।

গোস্বামী। কৃষ্ণসঙ্গম তৃষ্ণাপ্রযুক্ত নায়িকাগণের সহায় স্বরূপ দূতীর প্রয়োজন। দূতী, স্বয়ং দূতী ও আপ্তদূতীভেদে দুই প্রকার।

বিজয়। স্বয়ং দূতী কিরূপ?

গোস্বামী। অত্যন্ত ঔৎসুক্যবশতঃ লজ্জার ত্রুটী হয়। অনুরাগে মোহিত হইয়া স্বয়ং নায়কের প্রতি ভাব প্রকাশ করেন,তাহাই স্বয়ং দূতী। এই অভিযোগ কায়িক, বাচিক ও চাক্ষুষভেদে তিন প্রকার।

বিজয়। বাচিক অভিযোগ কিরূপ?

গোস্বামী। ব্যঙ্গই বাচিকঅভিযোগ, তাহা শব্দব্যঙ্গ ও অর্থব্যঙ্গ ভেদে দুই প্রকার। ব্যঙ্গ আবার কৃষ্ণকে বিষয় করিয়া এবং অগ্রবর্ত্তী দ্রব্যকে বিষয় করিয়া নিজ কার্য্য করে।

বিজয়। কৃষ্ণ বিষয়ক ব্যঙ্গ কিরূপ?

গোস্বামী। কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ এবং ব্যপদেশ দ্বারা ব্যঙ্গ দুই প্রকার কার্য্য করে।

বিজয়। সাক্ষাৎ কিরূপ?

গোস্বামী। গর্ব্ব, আক্ষেপ ও যাচ্ঞাদিভেদে সাক্ষাৎ ব্যঙ্গরূপ অভিযোগ বহুবিধ।

বিজয়। আক্ষেপ ব্যঙ্গ কিরূপ?

গোস্বামী। আক্ষেপের দ্বারা শব্দোত্থব্যঙ্গ একপ্রকার ও অর্থোত্থ ব্যঙ্গ আর একপ্রকার। তোমরা আলঙ্কারিক, তোমাদিগকে ইহার উদাহরণ দিতে হইবে না।

বিজয়। আচ্ছা তাহাই বটে। যাচ্ঞা দ্বারা ব্যঙ্গ কিরূপ?

গোস্বামী। স্বার্থ ও পরার্থভেদে যাচ্ঞা দুই প্রকার। দুই প্রকার যাচ্ঞাতেই শব্দব্যঙ্গ ও অর্থব্যঙ্গ। এ সমস্তই শব্দে ভাব যোগপূর্ব্বক সাঙ্কেতিক যাচ্ঞা মাত্র। স্বার্থ যাচ্ঞা নিজের কথা নিজে বলা। পরার্থ যাচ্ঞায় অন্যের কথা অন্যে বলা।

বিজয়। সাক্ষাৎ ব্যঙ্গ বুঝিলাম। নায়িকাদিগের বাক্যে কৃষ্ণের প্রতি যে সাক্ষাৎ অভিযোগ বাক্য তাহাতে শব্দব্যঙ্গ ও অর্থব্যঙ্গ আছে। তাহা অনেক নাটক নাটিকায় দেখা যায় এবং শব্দ চাতুরীতে কবিগণ প্রকাশ করিয়াছেন। এখন ব্যপদেশ কি তাহা আজ্ঞা করুন।

গোস্বামী। অলঙ্কার শাস্ত্রের অপদেশ শব্দ হইতেই ব্যপদেশ শব্দটিকে পারি-

ভাষিকী সংজ্ঞা বলিয়া জান। অপদেশ ব্যাজ অর্থাৎ অন্য কিছু বর্ণনের দ্বারা অভীষ্ট বোধন। তাৎপর্য্য এই যে কোন এক বাক্যদ্বারা স্পষ্টার্থ এক হয় কিন্তু ব্যঙ্গার্থে কৃষ্ণের নিকট সেবা যাচ্ঞা বুঝায় ইহারই নাম ব্যপদেশ। সেই ব্যপদেশ দূতীরূপে কার্য্য করে।

বিজয়। ব্যপদেশ এক প্রকার ছলবাক্য। যাচ্ঞা তাহার গূঢ় অর্থ হয়। এখন পুরস্থ অর্থাৎ অগ্রবর্ত্তী বিষয় একটু ব্যাখ্যা করুন।

গোস্বামী। হরি সম্মুখে শুনিতেছেন, তথাপি শুনেন নাই এরূপ মনে করিয়া অগ্রস্থিত কোন জন্তুকে লক্ষ্য করিয়া যে জল্প ব্যবহার করা যায় তাহাই পুরস্থ বিষয় গত ব্যঙ্গ। তাহাও শব্দোত্থ ও অর্থোত্থ ভেদে দুই প্রকার।

বিজয়। আপনার কৃপায় এ সব বুঝিলাম। এখন আঙ্গিক অভিযোগ বলুন।

গোস্বামী। অঙ্গুলি স্ফোটন, ছল করিয়া সম্ভ্রম অর্থাৎ ত্বরা, ভয় ও লজ্জাবশত গাত্রাবরণ, চরণদ্বারা ভূমে লিখন, কর্ণকণ্ডূয়ন, তিলকক্রিয়া, বেশধারণ, ভ্রূবিক্ষেপ, সখীকে আলিঙ্গন, সখীকে তাড়না, অধর দংশন, হার গুম্ফন, অলঙ্কারের শব্দ করা, বাহুমূল উদ্ঘাটন, কৃষ্ণনাম লিখন, তরুতে লতা সংযোগ এইরূপ ক্রিয়া সকল কৃষ্ণের অগ্রে কৃত হইলে আঙ্গিক অভিযোগ হয়।

বিজয়। চাক্ষুষ অভিযোগ বলুন।

গোস্বামী। নেত্রের হাস্য, নেত্রকে অর্দ্ধ মুদিত করা, নেত্রান্ত ঘূর্ণন, নেত্রান্তের সঙ্কোচ, বক্র দৃষ্টি, বাম চক্ষুর দ্বারা দৃষ্টিপাত এবং কটাক্ষাদি চাক্ষুষ অভিযোগ।

বিজয়। স্বয়ং দূতী বুঝিয়াছি। সঙ্কেত মাত্র কথিত হইয়াছে বটে তাহা অনন্ত প্রকার হইতে পারে। এখন আপ্ত দূতীর কথা আজ্ঞা করুন।

গোস্বামী। যে দূতী প্রাণান্তেও বিশ্বাস ভঙ্গ করেন না। স্নেহবতী ও বাগ্মিনী। সেইরূপ ব্রজসুন্দরীদিগের দূতী।

বিজয়। আপ্তদূতী কয় প্রকার?

গোস্বামী। অমিতার্থা, নিসৃষ্টার্থা এবং পত্রহারী ভেদে দূতী তিন প্রকার। ইঙ্গিতের অভিপ্রায় জানিয়া মিলন সংযোগ কারিণীকে অমিতার্থা দূতী বলেন। যুক্তি দ্বারা মিলনকারিণীকে নিসৃষ্টার্থা দূতী বলেন। যিনি সন্দেশমাত্র বহন করেন, তিনি পত্রহারী।

বিজয়। আর কেহ আপ্ত দূতী আছেন।

গোস্বামী। শিল্পকারিণী, দৈবজ্ঞা, লিঙ্গিনী, পরিচারিকা, ধাত্রেয়ী, বনদেবী এবং সখী ইত্যাদি ও দূতীমধ্যে পরিগণিত। চিত্রকারিণী প্রভৃতি শিল্পকারী চিত্রদ্বারা মিলন করান। দৈবজ্ঞা দূতীরাশিফলাদি বলিয়া মিলন করান। পৌর্ণমাসীর ন্যায় তাপসাদি বেশধারিণী লিঙ্গিনী দূতী লবঙ্গমঞ্জরী ভানুমতী প্রভৃতি কতিপয় সখী পরিচারিকা দূতী রাধিকাদির ধাত্রেয়ী দূতী হন। বনদেবী বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। পূর্ব্বোক্ত সখীগণ ও দূতী হন। তাঁহারা বাচ্যদূত্য অর্থাৎ স্পষ্টবাক্যে দৌত্য এবং ব্যঙ্গ দূত্য অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তবৎ শব্দ ব্যঙ্গ ও অর্থ ব্যঙ্গ দ্বারা দৌত্য করেন। তাহাতে ব্যপদেশ শব্দ মূল, অর্থ মূল, প্রশংসা আক্ষেপাদি সর্ব্বপ্রকার অভিযোগ আছে।

বিজয় এই সমস্ত শ্রবণ করত প্রভুপদে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করত বিদায় লইলেন। এই সব কথা চিন্তা করিতে করিতে বাসায় গেলেন।

চতুস্ত্রিংশৎ অধ্যায়।

মধুর রসবিচার।

অদ্য বিজয়কুমার অতি শীঘ্র প্রসাদ পাইয়া সমুদ্র তীর পথে ভ্রমণ করিতে করিতে কাশীমিশ্রের ভবনে চলিলেন। সমুদ্রের উর্ম্মি ও লহরী ইত্যাদি দেখিয়া তাঁহার মনে রস সমুদ্রের ভাব উদয় হইতে লাগিল। তিনি মনে করিলেন আহা! এই সমুদ্রই আমার ভাব উদয় করিতেছে। জড়বস্তু হইয়াও আমার অতি গুপ্ত চিন্তাবকে উদ্ঘাটন করিতেছে। প্রভু আমাকে যে রস সমুদ্রের কথা বলেন সে এইরূপ। আমার জড়দেহ ও লিঙ্গদেহ দূরে নিক্ষিপ্ত হইলে আমি রস সমুদ্রের তীরে নিজ মঞ্জরীস্বরূপে বসিয়া রসাস্বাদন করিতেছি। নবাম্বুদবর্ণ কৃষ্ণই আমাদের একমাত্র প্রাণনাথ। তাঁহার পার্শ্বস্থিতা বৃষভানুনন্দিনীই আমাদের ঈশ্বরী অর্থাৎ জীবিতেশ্বরী। রাধাকৃষ্ণের প্রণয় বিকারই এই সমুদ্র। রসভাব সমূহই এই উর্ম্মিমালা। যখন যে ভাব উঠিতেছে তাহাই বিচিত্র লহরী হইয়া তটস্থ সখী যে আমি আমাকে প্রেমরসে ভাসাইতেছে। রসসমুদ্রই কৃষ্ণ সুতরাং সমুদ্র তদ্বর্ণ বিশিষ্ট। তাহাতে প্রেমতরঙ্গ রাধা সুতরাং তাহাতে বর্ণ লাবণ্যগত গৌরিত্ব। বৃহদ্বৃহদূর্ম্মিগণ সখী। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লহরীগণ সখীর পরিচারিকা। আমি একজন তন্মধ্য হইতে দূর তটে নিক্ষিপ্তা অনুপরিচারিকা বিশেষ। এই সকল ভাবিতে ভাবিতে বিজয় মুগ্ধ হইলেন। কিয়ৎকাল পরে সম্বিৎ লাভ করিয়া ধীরে ধীরে

শ্রীগুরুর চরণে গিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া দীনভাবে বসিলেন। গোস্বামী পাদ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, বিজয়! তুমি স্বচ্ছন্দে আসিয়াছ ত? বিজয় কহিলেন, প্রভো! আপনার কৃপাই আমার সকল মঙ্গলের মূল। আমি সখীর অনুগত হইবার জন্য সখীদিগের ভেদ ভাল করিয়া জানিতে ইচ্ছা করি।

গোস্বামী। বিজয়! সখীদিগের মাহাত্ম্য বর্ণন করা জীবের সাধ্যাতীত। তবে আমরা শ্রীরূপের অনুগত হইয়া ইহাই অনুভব করিয়াছি। ব্রজসুন্দরী সখীগণই প্রেমলীলা বিহারের সম্যক্ বিস্তারকারিণী। তাঁহারাই ব্রজযুবা যুগলের বিশ্বাস-ভাণ্ডার স্বরূপ। অতি ভাগ্যবান লোকেই তাঁহাদের সম্বন্ধে সূক্ষ্মরূপে বিচার অবগত হইতে স্পৃহা করেন। এক যূথানুরক্ত সখীদিগের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত মত অধিকা, সমা লঘ্বীভেদ এবং প্রখরা, মধ্যা ও মৃদ্বীভেদ আছে। সে সমস্ত ভেদ আমি গতকল্য তোমাকে বলিয়াছি সে সম্বন্ধে শ্রীরূপের প্রমাণ বাক্য সর্ব্বদা স্মরণীয়। তাহা এই

প্রেম-সৌভাগ্যসাদ্গুণ্যাদাধিক্যাদধিকা সখী।
সমা তৎ সাম্যতো জ্ঞেয়া তল্লঘুত্বাত্তথা লঘুঃ ॥
দুর্ল্লঙ্ঘ্য বাক্যপ্রখরা প্রখ্যাতা গৌরবোচিতা।
তদূনত্বে ভবেন্মৃদ্বী মধ্যা তৎ সাম্যমাগতা ॥
স্বযূথে যূথনাথৈব স্যাদত্রাত্যন্তিকাঽধিকা।
সা ক্বাপি প্রখরা যূথে ক্বাপি মধ্যা মৃদুঃ ক্বচিৎ ॥

বিজয়। আত্যন্তিকাধিকা যূথেশ্বরী। যূথমধ্যে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রধানা। তাঁহার আত্যন্তিকাধিকা স্বভাব ও উক্ত প্রখরা, মধ্যা ও মৃদুভেদে ভেদত্রয় আছে। আত্যন্তিকাধিক প্রখরা আত্যন্তিকাধিক মধ্যা ও আত্যন্তিকাধিক মৃদ্বী স্বভাবের কথা আপনি পূর্ব্বেই কহিয়াছেন। এখন সখীদিগের সেরূপ ভেদ কি প্রকার তাহা অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

গোস্বামী। যূথেশ্বরীই কেবল আত্যন্তিকাধিকা। যূথমধ্যে যত সখী আছেন তাঁহাদের মধ্যে আপেক্ষিকাধিকা আপেক্ষিক সমা এবং আপেক্ষিক লঘ্বী এরূপ ভেদ আছে। আবার প্রখরা, মধ্যা, মৃদ্বী ভেদে নয়। ঐ তিন তিন গুণে নয় প্রকার। যথা—

১ আপেক্ষিকাধিকা প্রখরা। ৪ আপেক্ষিক সমা প্রখরা ৭ আপেক্ষিক লঘু প্রখরা।

২ আপেক্ষিকাধিক মধ্যা। ৫ আপেক্ষিক সমা মধ্যা। ৮ আপেক্ষিক লঘু মধ্যা।

৩ আপেক্ষিকাধিক মৃদ্বী। ৬ আপেক্ষিক সমা মৃদ্বী। ৯ আপেক্ষিক লঘু মৃদ্বী।

আত্যন্তিকলঘু ও দুই প্রকার—আত্যন্তিকলঘু ও সমালঘু। নয় ও এই দুই মিলিত হইয়া এগার হইল। যূথেশ্বরীকে লইয়া দ্বাদশ প্রকার নায়িকা এক এক যূথে আছেন।

বিজয়। প্রভো! প্রসিদ্ধ কোন্ কোন্ সখী কোন প্রকারভেদে গণিত হন?

গোস্বামী। ললিতাদি সখীগণ শ্রীরাধার যূথে আপেক্ষিকাধিক প্রখরা শ্রেণী-ভুক্তা। তাঁহারই যূথে বিশাখাদি সখীগণ আপেক্ষিকাধিক মধ্যা মধ্যে পরিগণিত। সেই যূথে আপেক্ষিকাধিক মৃদ্বীশ্রেণীতে চিত্রা ও মধুরিকা প্রভৃতি সখীগণ পরিগণিত। শ্রীরাধার তুলনা অপেক্ষায় শ্রীললিতাদি অষ্টসখীই আপেক্ষিক লঘু মধ্যে গণিত।

বিজয়। সেই আপেক্ষিকলঘু প্রখরাদিগের মধ্যে কি প্রকার ভেদ?

গোস্বামী। লঘুপ্রখরাগণ বামা ও দাক্ষিণাভেদে দুই প্রকার।

বিজয়। বামা লক্ষণ কি?

গোস্বামী। মানগ্রহণে সর্ব্বদা উদ্‌যুক্তা, মানের শৈথিল্যে কোপনা এবং সহজে নায়কের বশীভূত হন না এরূপ সখী বামা। রাধিকার যূথে ললিতাদি বাম প্রখরা কীর্ত্তিত হন।

বিজয়। দক্ষিণার লক্ষণ কি?

গোস্বামী। যে নায়িকা মান নির্ব্বন্ধ সহিতে পারেন না, নায়কের প্রতি মুক্তবাক্য প্রয়োগ করেন এবং নায়কের মিষ্ট বাক্যে বশীভূতা হন, তিনি দক্ষিণা। তুঙ্গবিদ্যাদি সখী রাধিকার যূথে দক্ষিণ প্রখরা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।

বিজয়। আত্যন্তিক লঘু কাহারা?

গোস্বামী। সর্ব্বথা মৃদু এবং সর্ব্বাপেক্ষা নিতান্তলঘু বলিয়া কুসুমিকাদি সখীগণকে আত্যন্তিক লঘু বলা যায়।

বিজয়। সখীদিগের দৌত্য কি রূপ?

গোস্বামী। দূরবর্ত্তী নায়ক নায়িকাকে মিলনার্থ অভিসার করানই সখীদিগের দৌত্য।

বিজয়। সখীদিগের কি নায়িকাত্ব আছে?

গোস্বামী। যূথেশ্বরী নিত্যনায়িকা। আপেক্ষিকাধিকা প্রখরা, আপেক্ষিকাধিক মধ্যা এবং আপেক্ষিকাধিক মৃদ্বী ইঁহাদের নায়িকাত্ব ও সখীত্ব দুই ধর্ম্মই আছে। আপনা অপেক্ষা লঘুদিগের সম্বন্ধে নায়িকাত্ব, আপনা অপেক্ষা অধিকা সম্বন্ধে সখীত্ব বলিয়া তাঁহাদিগকে নায়িকা প্রায় বলা যায়। আপেক্ষিক সমা প্রখরা, মধ্যা ও মৃদ্বীগণ দ্বিসমা অর্থাৎ অধিক সম্বন্ধে সখী এবং লঘু সম্বন্ধে নায়িকা। আপেক্ষিকী লঘু প্রখরা, মধ্যা ও মৃদ্বীগণ প্রায়ই সখী। আত্যন্তিকী লঘুগণ যূথেশ্বরী ও উপরোক্ত তিন প্রকার সখীর গণনায় পঞ্চম শ্রেণী। তাঁহারা নিত্যসখী। যূথেশ্বরী সম্বন্ধে আপেক্ষিকী সখীগণ সকলেই সখী ও দূতী হন, নায়িকা হন না। আত্যন্তিকী লঘু অর্থাৎ নিত্যসখীর পক্ষে সকলেই নায়িকা হন, দূতী হন না।

বিজয়। সখীদিগের দূতী কে?

গোস্বামী। যূথেশ্বরী নিত্যনায়িকা, সকলের আদরের পাত্রী বলিয়া তাঁহার মুখ্য দৌত্য নাই। স্বীয় যূথমধ্যে যিনি যাঁহার বিশেষ অনুরাগিণী সখী তাঁহাকে যূথেশ্বরী তাঁহার দূত্যকার্য্যে নিযুক্ত করেন। নিজে ও কখন সেই সখীর প্রণয়ক্রমে গৌণ দৌত্য ও সম্পাদন করেন। দূরে গমনাগমন ব্যতীত যে দূত্য হয় তাহা গৌণ। তাহা কৃষ্ণের সমক্ষ ও পরোক্ষভেদে দুই প্রকার।

বিজয়। কৃষ্ণসমক্ষ দূত্য কত প্রকার?

গোস্বামী। সাঙ্কেতিক ও বাচকভেদে সেই দূত্য দুই প্রকার।

বিজয়। সাঙ্কেতিক কিরূপ?

গোস্বামী। চক্ষুপ্রান্ত, ন ও তজ্জন্যাদি চালন দ্বারা সখীর নিকট কৃষ্ণকে প্রেরণ করেন তাহাই সাঙ্কেতিক।

বিজয়। বাচিক কিরূপ?

গোস্বামী। পরস্পর সম্মুখে বা পশ্চাতে বাক্য প্রয়োগ দ্বারা যে দূত্য করা যায় তাহা বাচিক।

বিজয়। পরোক্ষ দূত্য কি প্রকার?

গোস্বামী। সখীদ্বারা হরির সন্নিধানে সখীকে অর্পণ করা, বাহুল্য পূর্ব্বক তাঁহার নিকট সখীকে পাঠান এই সকল পরোক্ষ দূত্য।

বিজয়। নায়িকা প্রায়া দূত্য কি প্রকার?

গোস্বামী। আপেক্ষিকাধিক প্রখরা, মধ্যা ও মৃদ্বী এই তিন প্রকার সখী স্বীয় লঘু সখীর জন্য যখন দূত্যকার্য্য করেন, তখন তাঁহার নায়িকা-প্রায়া দূত্য করা হয়। তন্মধ্যে সম মধ্যা সখীদ্বয়ের পরস্পর সৌহার্দ্দ অতীব মধুর ও অভেদ প্রায়। প্রেম-বিশেষাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণই তাহা বুঝিতে পারেন।

বিজয়। সখীপ্রায় দূত্য কি প্রকার?

গোস্বামী। লঘুপ্রখরা, লঘুমধ্যা ও লঘু মৃদ্বী ইহাঁদের প্রায়ই দূত্য ঘটে। এই জন্যই তাঁহাদের দূত্যকে সখীপ্রায় দূত্য বলা যায়।

বিজয়। তবে নিত্যসখী কিরূপ?

গোস্বামী। নায়িকাত্ব অপেক্ষা না করিয়া সখীত্বেই যাঁহাদের প্রীতি তাঁহারা নিত্যসখী। নিত্যসখী আত্যন্তিকী, লঘু ও আপেক্ষিক লঘুভেদে দুইপ্রকার।

বিজয়। প্রাখর্য্যাদি স্বভাব কি সখী বিশেষের নিত্যস্বভাব?

গোস্বামী। স্বভাব হইলেও দেশকাল বিশেষে তাহাদের বিপর্য্যয় হয়। যথা রাধিকার মানভঙ্গে ললিতার যত্ন।

বিজয়। সখীদিগের সহিত কৃষ্ণের সঙ্গম, রাধিকার যত্নে সর্ব্বদা ঘটিয়া থাকে এরূপ বোধ হইল।

গোস্বামী। বিজয়! ইহাতে একটু কথা আছে। দূত্যে নিযুক্ত হইয়া সখী নির্জ্জনে কৃষ্ণকে মিলন করিলে, কৃষ্ণ সঙ্গম প্রার্থনা করিলেও সখী তাহাতে সম্মত হন না। সম্মত হইলে প্রিয় সখীর দূত্য বিশ্বাস রক্ষিত হয় না।

বিজয়। সখীগণের ক্রিয়া কি?

গোস্বামী। সখীগণের ষোড়শ প্রকার ক্রিয়া আছে যথা ১ নায়ক নায়িকার পরস্পরের নিকট পরস্পরের গুণ বর্ণন। ২ পরস্পরের আসক্তি করান। ৩ পরস্পরের অভিসার করান। ৪ কৃষ্ণের নিকট সখী সমর্পণ। ৫ পরিহাস। ৬ আশ্বাসপ্রদান। ৭ নেপথ্য অর্থাৎ বেশ রচনা। ৮ মনোগত পরস্পরের ভাব-উদ্ঘাটনে পটুতা। ৯ দোষছিদ্র গোপন। ১০ পত্যাদিকে বঞ্চনা করান শিক্ষা প্রদান। ১১ উচিতকালে নায়ক নায়িকাকে মিলন ১২ চামর ব্যজনাদির সেবন। ১৩ নায়ক প্রতি স্থলবিশেষে তিরস্কার; নায়িকার প্রাতি স্থলবিশেষে তিরস্কার। ১৪ সংবাদ প্রেরণ। ১৫ নায়িকার প্রাণরক্ষা। ১৬ সর্ব্ববিষয়ে প্রযত্ন। এই সকল বিষয়ে প্রত্যেক কার্য্যের উদাহরণ আছে, তাহা কি বলিব?

বিজয়। প্রভো! সঙ্কেত পাইলাম এখন উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে উদাহরণ দেখিয়া লইব। অনেকটা বুঝিতে পারিতেছি। প্রভো, আমি এখন পরস্পর সখীদিগের এবং কৃষ্ণে যে প্রেমনিষ্ঠা তাহা জানিতে প্রার্থনা করি।

গোস্বামী। স্বপক্ষ সখীগণ কৃষ্ণে এবং নিজ যূথেশ্বরীতে অসম ও সমস্নেহ বহন পূর্ব্বক দুই প্রকার হন।

বিজয়। অসমস্নেহ সখীগণ কি প্রকার?

গোস্বামী। অসমস্নেহ সখী দুই প্রকার। কেহ কেহ কৃষ্ণ অপেক্ষা নিজযূথেশ্বরীতে অধিক স্নেহ করেন। যিনি আমি হরিদাসী মনে করিয়া অন্য যূথে মিলিত না হইয়া কেবল আপনার যূথেশ্বরীর প্রতি সম্পূর্ণ স্নেহবতী থাকিয়াও তদপেক্ষা কৃষ্ণে অধিক স্নেহ করেন তিনি হরিতে অধিক স্নেহবতী বলিয়া পরিচিত। যিনি সখীর তদীয়তাভিমানিনী হইয়া কৃষ্ণ অপেক্ষা সখীতে অধিক স্নেহ করেন, তিনি সখী স্নেহাধিকা বলিয়া পরিচিত।

বিজয়। তাঁহারা কাহারা?

গোস্বামী। যাঁহাদিগকে পঞ্চবিধ সখীর মধ্যে কেবল সখী বলিয়া উক্তি করা গিয়াছে তাঁহারাই কৃষ্ণস্নেহাধিকা। যাঁহাদিগকে প্রাণসখী ও নিত্যসখী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, তাঁহারাই সখীস্নেহাধিকা।

বিজয়। সমস্নেহ কাহারা?

গোস্বামী। কৃষ্ণে ও যূথেশ্বরীতে যাঁহাদের সমান স্নেহ, তাঁহারা সম-স্নেহা।

বিজয়। সখীগণ মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাহারা?

গোস্বামী। যে সকল সখী রাধা ও কৃষ্ণে তুল্য পরিমাণ প্রেম বহন করিয়াও আমরা রাধিকার নিজজন বলিয়া অভিমান করেন তাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা এবং তাঁহাদিগকে প্রিয়সখী ও পরম প্রেষ্ঠসখী বলা যায়।

বিজয়। প্রভো! সখীদিগের পক্ষ প্রতিপক্ষ সম্বন্ধে যে ভেদ থাকে তাহা বলুন।

গোস্বামী। সমস্ত ব্রজসুন্দরীগণকে স্বপক্ষ, সুহৃৎপক্ষ, তটস্থ ও প্রতিপক্ষ ভেদে চতুর্ব্বিধ বলা যায়। সুহৃৎপক্ষ ও তটস্থ ইহারা প্রাসঙ্গিক। স্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষ ভেদই রসপ্রদ।

বিজয়। স্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষাদির বিশেষ বর্ণনা করুন্।

গোস্বামী। স্বপক্ষ সম্বন্ধে আমি প্রায়ই সকল কথা বলিয়াছি। এখন সুহৃৎপক্ষাদির ভেদ বর্ণন করিতে হইবে। ইষ্টসাধক ও অনিষ্টসাধক ভেদে সুহৃৎপক্ষ দুই প্রকার। যিনি বিপক্ষের সুহৃৎপক্ষ তিনই তটস্থ।

বিজয়। এখন বিপক্ষ বর্ণন করুন।

গোস্বামী। যাঁহারা ইষ্টহানি ও অনিষ্ট করত বিপক্ষতাচরণ করেন তাঁহারা পরস্পর বিদ্বেষ বশতঃ বিপক্ষ হন। ছদ্ম, ঈর্ষা, চাপল, অসূয়া, মৎসর, অমর্ষ, গর্ব্ব প্রভৃতি ভাব সকল বিপক্ষ সখীদিগের অভিব্যক্তি হয়।

বিজয়। গর্ব্ব কিরূপে ব্যক্ত হয়?

গোস্বামী। অহঙ্কার, অভিমান, দর্প, উদ্ধসিত, মদ ও ঔদ্ধত্য ইত্যাদি ভেদে গর্ব্ব ছয়প্রকারে ব্যক্ত হয়।

বিজয়। এস্থলে অহঙ্কার কিরূপ?

গোস্বামী। স্বপক্ষের গুণ বর্ণনে পরপক্ষের প্রতি যে আক্ষেপ তাহাই অহঙ্কার।

বিজয়। এস্থলে অভিমান কিরূপ?

গোস্বামী। ভঙ্গি পূর্ব্বক স্বপক্ষের প্রেমোৎকর্ষাখ্যানই অভিমান।

বিজয়। দর্প লক্ষণ আজ্ঞা করুন।

গোস্বামী। বিহারোৎকর্ষ সূচক গর্ব্বই দর্প।

বিজয়। উদ্ধসিত কিরূপ?

গোস্বামী। বিপক্ষের প্রতি যে সাক্ষাৎ উপহাস তাহাই উদ্ধসিত।

বিজয়। মদ কি?

গোস্বামী। যে গর্ব্ব সেবাদির উৎকর্ষ সাধন করে তাহাই এস্থলে মদ।

বিজয়। ঔদ্ধত্য কি?

গোস্বামী। স্পষ্টরূপে নিজের উৎকৃষ্টতার আখ্যান করাকে ঔদ্ধত্য বলা যায়। সখীগণের শ্লিষ্ট উক্তি ও নিন্দা গর্ব্ব হয়।

বিজয়। যূথেশ্বরীগণও কি সাক্ষাৎ ঈর্ষা প্রকাশ করেন?

গোস্বামী। না, যূথেশ্বরীগণ স্বীয় স্বীয় গাম্ভীর্য্য মর্য্যাদার উদয় নিবন্ধন সাক্ষাৎ স্পষ্টরূপে বিপক্ষোদ্দেশে ঈর্ষা প্রকাশ করেন না। এমন কি সখীগণ প্রখরা হইলেও বিপক্ষ যূথেশ্বরীগণের সম্মুখে প্রায়ই লঘু বাক্য প্রয়োগ করেন না।

বিজয়। প্রভো! ব্রজলীলায় যূথেশ্বরীগণ নিত্য সিদ্ধ ভগবচ্ছক্তি বিশেষ। তাঁহাদের মধ্যে এরূপ দ্বেষ্যাদিভাবের তাৎপর্য্য কি। এই সব দেখিয়া বহির্ম্মুখ তার্কিকগণ ব্রজলীলার পরমতত্ত্বের প্রতি হেলা করে। তাহারা বলে যে, যদি পরমতত্ত্বে এইরূপ দ্বেষ্যাদি ভাব থাকে তবে জগতের কার্য্যের প্রতি অবজ্ঞার বা বৈরাগ্যের কারণ কি? প্রভো! আমরা শ্রীধাম নবদ্বীপে বাস করি তথায় শ্রীকৃষ্ণ

চৈতন্যের ইচ্ছায় সর্ব্বপ্রকার বহির্ম্মুখকে দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ নিতান্ত কর্ম্মকাণ্ডী, কেহ কেহ বন্ধ্যা তর্কপ্রিয়, কেহ কেহ জ্ঞানবাদী এবং অনেকেই নিন্দুক। কৃষ্ণলীলায় যে কোন দোষাভাস আছে, তাহাকে দোষ বলিয়া এমন অপূর্ব্ব লীলাকে মায়িক বলিয়া অবজ্ঞা করেন। কৃপা করিয়া এতত্ত্বটী ব্যাখ্যা করুন। আমাদের চিত্ত দৃঢ় হউক।

গোস্বামী। যাঁহারা নিতান্ত অরসিক, তাঁহারাই বলেন যে হরিপ্রিয়জনে দ্বেষ্যাদিভাব প্রয়োগ করা অনুচিত। এই কথাটী বিশেষরূপে বিচার করিতে গেলে দেখা যায় যে কন্দর্পবৃন্দ সম্মোহন স্বরূপ অঘনাশক কৃষ্ণের প্রিয়নর্ম্মসখা শৃঙ্গার রস ব্রজে মূর্ত্তিমান হইয়া বিরাজ করিতেছেন। তিনিই বিজাতীয় ভাবময় পক্ষদিগের সম্বন্ধে পরস্পর সপত্নীভাব ঈর্ষ্যাদিকে মিলনকালে কৃষ্ণ তুষ্টির জন্য নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। এতন্নিবন্ধন বিশেষকালে তাহাদের পরস্পর বিপক্ষতা থাকে না, স্নেহমাত্রই প্রকাশ হয়।

বিজয়। প্রভো! আমরা ক্ষুদ্রজীব এত গূঢ় বিষয় আমাদের হৃদয়ে সহসা উদয় হয় না। আপনি কৃপা করিয়া এই তত্ত্বটী একটু পরিষ্কার করিয়া বলিলে আমাদের মঙ্গল হয়।

গোস্বামী। প্রেমরস দুগ্ধ সমুদ্র। তাহাতে বিতর্করূপ গোমূত্র ফেলিলে বৈরস্য উদয় হয়। এ সব বিষয়ে তত্ত্ব বিচার করা ভাল নয়, কেননা বহু সুকৃতি ফলে ভক্তিদেবী যাঁহার হৃদয়ে চিদাহ্লাদিনীর ফলক প্রদান করেন তিনি বিনা তর্কে সার সিদ্ধান্ত লাভ করেন। পক্ষান্তরে যুক্তিদ্বারা যতই বিচার করা যায় অচিন্ত্য ভাবে সিদ্ধান্ত উদয় হয় না বরং কুতকের ফলরূপ কুতর্কেরই উদয় হয়। কিন্তু তুমি ভাগ্যবান জীব। ভক্তিদেবীর কৃপায় সকলই জানিতে পারিয়াছ, তথাপি সিদ্ধান্ত দৃঢ় করিবার জন্য আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ তাহা আমি অবশ্য বলিব। তুমি তার্কিক নও, কর্ম্মকাণ্ডী নও, জ্ঞানকাণ্ডী নও, সংশয়ী নও, নিতান্ত বৈধী ভক্তির উপাসক নও। তোমাকে কোন সিদ্ধান্ত বলিতে আমার আপত্তি নাই। জিজ্ঞাসু দুই প্রকার। একপ্রকার জিজ্ঞাসু কেবল শুষ্ক যুক্তিকে আশ্রয় করিয়া জিজ্ঞাসা করেন। অন্যপ্রকার জিজ্ঞাসু ভক্তির সত্তাকে বিশ্বাস করিয়া স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয় যাহাতে সন্তুষ্ট হয় সেইরূপ বিচার করেন। শুষ্ক যুক্তিবাদীর জিজ্ঞাসায় কথনই উত্তর দিবে না, কেন না তাঁহার সত্য বিষয়ে কথনই বিশ্বাস হইবে না। তাঁহার যুক্তি মায়াবদ্ধ, সুতরাং অচিন্ত্য ভাব বিষয়ে চলচ্ছক্তি রহিত। অনেক লাঠালাঠি করিয়াও তাঁহার কিছুমাত্র অবিচিন্ত্য বিষয়ে লাভ

হইতে পারে না। পরমেশ্বরে বিশ্বাস পরিত্যাগই তাঁহার চরম ফল। ভক্তিপক্ষ বিচারকগণ এ অধিকার ভেদে বহুবিধ। শৃঙ্গার রসে যাঁহাদের অধিকার জন্মিয়াছে তাঁহারাই এ তত্ত্ব সদ্‌গুরু পাইলে বুঝিতে পারেন। বিজয়! বৃন্দাবন লীলারস কি অপূর্ব্ব! ইহা জড় জগতের শৃঙ্গার রসের সদৃশ তত্ত্ব হইলেও তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিলক্ষণ। রাসপঞ্চাধ্যায়ে বলিয়াছেন যে এই লীলা যিনি আলোচনা করেন তাঁহার হৃদ্‌রোগ সমূলে দূর হয়। বদ্ধজীবের হৃদ্রোগ কি? জড়ীয় কাম। রক্ত-মাংসাদি সপ্ত ধাতুময় যে জড়ীয় স্ত্রীপুরুষ অভিমানী দেহ এবং মনবুদ্ধিঅহঙ্কার-গত বাসনাময় অভিমানরূপ লিঙ্গ শরীরকে আশ্রয় করিয়া যে কাম থাকে তাহাকে অনায়াসে দূর করিবার আর কাহারও শক্তি নাই। কেবল ব্রজলীলানুশীলনে ঐ অপকৃষ্ট কাম বিদূরিত হয়। এই সিদ্ধান্তেই বৃন্দাবনলীলার শৃঙ্গার রসের এক অপূর্ব্ব চমৎকারিতা দেখিতে পাইবে। আবার আত্মারাম লক্ষণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম তত্ত্বকে অতি দূরে নিক্ষেপ করিয়া এই অপ্রাকৃত শৃঙ্গার নিত্য বিরাজমান। পুনশ্চ ঐশ্বর্য্যময় চিজ্জগৎ অর্থাৎ পরব্যোম বৈকুণ্ঠের রসকে অতি লঘু করিয়া নিত্য দেদীপ্যমান। এ রসের মহিমা সর্ব্বোচ্চ। ইহাতে সান্দ্রানন্দ আছে, শুষ্কানন্দ, জড়ানন্দ, সঙ্কোচিতানন্দ কিছুই নাই। ইহা পূর্ণানন্দ স্বরূপ। এই পূর্ণানন্দে যে অনন্ত বিচিত্রভাব সকল আছে, তাহারা রসের পূর্ণতা সাধন করিবার জন্য অনেক স্থলে পরস্পর বিজাতীয় ভাবাপন্ন। সেই বিজাতীয় ভাব সমূহ কোন স্থলে স্নেহাত্মক, কোনস্থলে দ্বেষাদি ভাবাত্মক। জড়ীয় দ্বেষাদিভাব যেরূপ হেয়, ইহারা সেরূপ নয়। ইহারা, পরমানন্দের বিকার বৈচিত্রমাত্র। রস সমুদ্রের উর্ম্মির ন্যায় উঠিয়া, সমুদ্রকে স্ফীত করে। সুতরাং শ্রীরূপের সিদ্ধান্ত এই যে ভাব বিচিত্র। যে সকল ভাব সর্ব্বপ্রকারে সমান জাতিত্ব স্বীকার করে তাহারা স্বপক্ষগত ভাব। ঈষৎ বৈজাত্য থাকিলে সুহৃৎ পক্ষগত-ভাব হয়। যেস্থলে সাজাত্যের অল্পতা সেইস্থলে ভাব তটস্থ। যেস্থলে সম্পূর্ণরূপে বৈজাত্য থাকে, সেস্থলে ভাব বিপক্ষগত। আবার দেখ ভাব যখন বিজাতীয় তখন পরস্পরের রুচিকর হয় না, সুতরাং সেই পরমানন্দ রসগত কোনপ্রকার ঈর্ষাদির উৎপত্তি সাধন করে।

বিজয়। পক্ষ বিপক্ষতা ভাব কেন স্থান পায়?

গোস্বামী। পরস্পর দুই নায়িকার ভাব যখন তুল্য প্রমাণ হয় তখনই পক্ষ বিপক্ষভাবের উদয় হয়। সুতরাং মৈত্রভাব ও বিদ্বেষভাব রসবিকাররূপে ক্রিয়া করে তাহাও অখণ্ড শৃঙ্গার রসের পরমমাধুর্য্য সমৃদ্ধির জন্য বলিয়া জানিবে।

বিজয়। শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী কি তত্ত্বে দুইটী সমান শক্তি?

গোস্বামী। না না। শ্রীরাধাই মহাভাবময়ী, হ্লাদিনীসার। চন্দ্রাবলী তাঁহারই কায়ব্যূহ এবং অনন্ত অংশে লঘু। তথাপি শৃঙ্গাররসে শ্রীরাধার প্রেমরস পুষ্টি করিবার জন্য চন্দ্রাবলীতে রাধার সাম্য একটী ভাব অর্পণ করত বিপক্ষতা উৎপন্ন করিয়াছেন। আবার দেখ দুই যূথেশ্বরীতে ভাবের সম্পূর্ণ সাজাত্য ও হইতে পারে না। কোন অংশে যদি হয় সে কেবল ঘুণে কাটা অক্ষর সাদৃশ্য দৈবাৎ হয়। বস্তুতঃ রসের স্বভাব বশতই স্বভাবতই স্বপক্ষ বিপক্ষভাবের উদয় হয়।

বিজয়। প্রভো! আর সংশয় হইতে পারে না। আপনার মধুমাখা কথাগুলি আমার কর্ণকুহর দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করত সমস্ত কটুতা ধ্বংশ করিতেছে। আমি হৃদয়ে মধুর রসের বিভাবগত আলম্বন সম্পূর্ণরূপে বুঝিলাম। সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণই একমাত্র নায়ক। তাঁহার রূপ গুণ ও চেষ্টা ধ্যান করিতেছি। ধীরোদাত্ত ধীরললিত, ধীরশান্ত ও ধীরোদ্ধত স্বভাববিশিষ্ট সেই নায়কপতি ও উপপতিরূপে রসে নিত্যলীলাময়। তত্তদ্ভাবেই তিনি অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট। চেট, বিট, বিদূষক, পীঠমর্দ্দক ও প্রিয়নর্ম্মসখা দ্বারা সদা সেবিত, বংশীবাদন প্রিয়। মধুর রসের বিষয়রূপ কৃষ্ণ আমার হৃদয়ে উদিত হইলেন। আবার মধুর রসের আশ্রয় ব্রজললনাগণের কথাও বুঝিতে পারিলাম। তাঁহারাই নায়িকা। স্বকীয়া পরকীয়া ভেদে নায়িকা দুই প্রকার। ব্রজে পরোঢ়া নায়িকাগণই এই রসের প্রধান আশ্রয়। তাঁহারা সাধনপরা, দেবী ও নিত্যপ্রিয়াভেদে তিন প্রকার। ব্রজললনাগণ যূথে যূথে বিভক্ত হইয়া কৃষ্ণসেবা করেন। কোটী কোটী সংখ্যক ব্রজললনা বহু বহু যূথেশ্বরীর অধীন। সকল যূথেশ্বরীর মধ্যে শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী প্রধানা। সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী ও পরমপ্রেষ্ঠ সখী এই পঞ্চ প্রকারভেদে শ্রীরাধার যূথ নির্ম্মিত হইয়াছে। ললিতাদি অষ্টসখী পরমপ্রেষ্ঠসখী। ললিতাদি যূথেশ্বরী হইবার যোগ্য হইলেও শ্রীরাধার অনুগত সখী হইবার লালসায় পৃথক্ যূথ রচনা করেন না। তাঁহাদের অনুগতাগণ তাঁহাদের গণ বলিয়া পরিচিত। নায়িকাগণ মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্ভা ভেদে আবার প্রত্যেকে ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা ভেদে এবং কন্যা, স্বকীয়া, পরকীয়াভেদে সাকল্যে পঞ্চদশ প্রকার। নায়িকাদিগের অভিসারিকা প্রভৃতি অষ্ট অবস্থা। আবার উত্তমা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠাভেদে গুণিত করিয়া একত্রে নায়িকা সাকল্যে তিনশত ষষ্টি হয়। যূথেশ্বরীদিগের সুহৃদাদি ব্যবহার ও তাহার তাৎপর্য্য ও হৃদয়ে উদিত হইয়াছে। দূত্যব্যাপার ও সখীকার্য্য হৃদয়ঙ্গম হইল। এই সমস্ত জানিতে পারিয়া আমি এখন রসের

আশ্রয়তত্ত্ব বুঝিলাম। রসের বিষয় ও আশ্রয় একত্রিত করিয়া বিভাবের অন্তর্গত আলম্বন তত্ত্ব প্রতীত হইল। কল্য শ্রীচরণে আসিয়া উদ্দীপন সকল জানিয়া লইব। শ্রীকৃষ্ণ অপার করুণা করিয়া আপনাকে আমার লালক করিয়া দিয়াছেন। আপনার শ্রীমুখক্ষরিত সুধাপানেই আমি পুষ্ট হইব।

গোস্বামী। বিজয়কে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন বাবা! তোমার মত শিষ্য পাইয়া আমিও কৃতকৃতার্থ হইলাম। তুমি যত জিজ্ঞাসা করিতেছ শ্রীনিমানন্দ আমার মুখে সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। উভয়ে অনেক প্রেমক্রন্দনের পর নিস্তব্ধ হইলেন।

বিজয়ের সৌভাগ্য দেখিয়া শ্রীধ্যানচন্দ্র প্রভৃতি মহাত্মাবর্গ পরমানন্দে মগ্ন হইলেন। সেই সময়ে শ্রীরাধাকান্তমঠে কএকটী শুদ্ধ বৈষ্ণব আসিয়া চণ্ডীদাসের এই পদটী গান করিতে লাগিলেন।

সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম।

কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু, শ্যামনামে আছে গো, বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো, অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার, নয়নে দেখিয়া গো, যুবতী ধরম কৈছে রয়।
পাশরিতে করি মনে, পাশরা না যায় গো, কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে, কুলবতী কুলনাশে, আপনার যৌবন যাচায়॥

খোল করতালের সহিত অর্দ্ধপ্রহর এই গান হইলে সকলেই এই প্রেমে মগ্ন হইয়া পড়িলেন। আবেশ কথঞ্চিৎ ভগ্ন হইলে বিজয় শ্রীগুরু গোস্বামীকে সাষ্টাঙ্গ করত এবং অন্য বৈষ্ণবগণকে যথাযোগ্য সম্মানপূর্ব্বক সম্ভাষণ করত হরচণ্ডীসাহী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

আলম্বন তত্ত্ব পুনঃ পুনঃ হৃদয়ে উদিত হইতেছে। তাহাতেই বিজয়ের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। বিষয় ব্যাপারে সময়ে সময়ে বিপর্য্যয় ঘটিতেছে। যাহা কিছু পাইলেন তাহা ভোজন করিয়া বিজয় অদ্য প্রভুচরণে কিছু উন্মত্তের ন্যায় আসিয়া পতিত হইলেন। গোস্বামী তাঁহাকে যত্নে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলে, বিজয় কহিলেন প্রভো! আমি মধুর রসের উদ্দীপন গুলিকে বুঝিতে ইচ্ছা করি। তখন গোস্বামী মহোদয় সযত্নে বলিতে লাগিলেন।

গোস্বামী। মধুর রসে কৃষ্ণের ও কৃষ্ণবল্লভাদিগের গুণ, নাম, চরিত, মণ্ডন, সম্বন্ধি ও তটস্থ বিষয় সকলই উদ্দীপন বিভাব।

বিজয়। গুণগুলি বলিতে আজ্ঞা হউক।

গোস্বামী। গুণ তিন প্রকার; মানস, বাচিক ও কায়িক।

বিজয়। এ রসে মানস গুণ কতপ্রকার?

গোস্বামী। কৃতজ্ঞতা, ক্ষমা এবং করুণাদি বহুবিধ মানস গুণ।

বিজয়। বাচিক গুণ কত প্রকার?

গোস্বামী। কর্ণের আনন্দ জনক বাক্যেই বাচিক গুণ সকল আছে।

বিজয়। কায়িক গুণ কত প্রকার?

গোস্বামী। বয়স, রূপ, লাবণ্য, সৌন্দর্য্য, অভিরূপতা, মাধুর্য্য, মার্দ্দব ইত্যাদি কায়িক গুণ।

বিজয়। এ রসে বয়ঃসন্ধি, নব্যবয়স, ব্যক্তবয়স ও পূর্ণ বয়স এই চারি প্রকার মধুর রসাশ্রিত বয়স।

বিজয়। বয়ঃসন্ধি কি?

গোস্বামী। বাল্য ও যৌবনের সন্ধিকে বয়ঃসন্ধি বলা যায়। তাহারই নাম প্রথম কৈশোর। কৈশোর বয়স সমুদয়ই বয়ঃসন্ধি। পৌগণ্ডকে বাল্য বলা যায়। কৃষ্ণের এবং প্রিয়াগণের বয়ঃসন্ধি মাধুর্য্যই উদ্দীপন।

বিজয়। নব্য বয়স কিরূপ?

গোস্বামী। নব যৌবন, স্তনের ঈষৎ উদয়, চক্ষের চঞ্চলতা, মন্দ হাস্য, এবং মনের স্বল্প বিক্রিয়া দ্বারা লক্ষিত হয়।

বিজয়। ব্যক্ত বয়স কিরূপ?

এই প্রশ্ন করিতে করিতে তথায় একজন শ্রীবৈষ্ণব ও একজন শঙ্কর মঠের পণ্ডিত সন্ন্যাসী দেবদর্শনার্থে উপস্থিত হইলেন। শ্রীবৈষ্ণবের আপনাতে পুরুষরূপ দাসাভিমান আছে এবং শঙ্কর সন্ন্যাসী শুষ্ক ব্রহ্মচিন্তায় মগ্ন। সুতরাং তন্মধ্যে কাহারও ব্রজগোপী অভিমান ছিল না। পুরুষাভিমানী ব্যক্তির নিকট রস কথার আলোচনা নিষেধ থাকায় গোস্বামী ও বিজয় উভয়েই নিস্তব্ধ হইয়া তাঁহাদের সহিত সাধারণ ইষ্টগোষ্ঠী করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া তাঁহারা সিদ্ধ বকুলাভিমুখে গমন করিলে বিজয় একটু ঈষৎ হাস্য করিয়া নিজের কৃত প্রশ্নটী পুনরায় বলিলেন।

গোস্বামী। স্তনের স্পষ্ট উদ্গাম হয়, মধ্যদেশে ত্রিবলি এবং সর্ব্বাঙ্গে উজ্জ্বলতা প্রকাশ হয়। এই অবস্থাকে ব্যক্ত যৌবন বলেন।

বিজয়। পূর্ণ বয়স কিরূপ?

গোস্বামী। যে বয়সে নিতম্ব বিপুল, মধ্যদেশ ক্ষীণ, অঙ্গ সকল উজ্জ্বল কান্তিবিশিষ্ট, স্তনদ্বয় স্থূল এবং উরুযুগল রম্ভাবৃক্ষ সদৃশ হয় সেই বয়সই পূর্ণ যৌবন। কোন কোন ব্রজসুন্দরীর অনতাকণাঙ্গলেও শোভার পুষ্টি বিশেষ ক্রমে পূর্ণ যৌবন প্রকাশ পায়।

বিজয়। বয়সের বিষয় অবগত হইলাম। এখন রূপ কি বলুন্।

গোস্বামী। অভূষিত হইলেও যেন ভূষিতের ন্যায় দীপ্তিলাভ করে তাহাই রূপ। অঙ্গ সকল সুন্দররূপে ন্যস্ত হইলেই রূপ হয়।

বিজয়। লাবণ্য কি?

গোস্বামী। মুক্তার ভিতর হইতে যেরূপ একটী ছটা বাহির হয় তদ্রূপ অঙ্গ সকল হইতে যে ছটা বাহির হয় তাহাকে লাবণ্য বলেন।

বিজয়। সৌন্দর্য্য কি?

গোস্বামী। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যথোচিত সন্নিবেশ এবং সন্ধিবন্ধগুলি সুন্দররূপে সংযুক্ত থাকিলে সৌন্দর্য্য হয়।

বিজয়। অভিরূপতা কি?

গোস্বামী। স্বীয় আশ্চর্য্যগুণের দ্বারা নিকটস্থিত অন্য বস্তুকে স্বীয় সারূপ্য প্রাপ্ত করায় তাহার নাম অভিরূপ্য বা অভিরূপতা।

বিজয়। মাধুর্য্য কি?

গোস্বামী। শরীরের কোন অনির্ব্বচনীয় রূপকে মাধুর্য্য বলে।

বিজয়। মার্দ্দব কি?

গোস্বামী। কোমল বস্তুর সংস্পর্শ অসহিষ্ণুতা ধর্ম্মকে মার্দ্দব বলা যায়। মার্দ্দব উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠভেদে তিন প্রকার।

বিজয়। প্রভো! গুণ সকল বুঝিতে পারিলাম। এখন নাম কি তাহাও আজ্ঞা করুন।

গোস্বামী। রসভাবগর্ভ রাধা কৃষ্ণাদি নামই নাম।

বিজয়। তাহাও বুঝিলাম। এখন চরিত কিরূপ বলুন্।

গোস্বামী। চরিত দুই প্রকার; অনুভাব ও লীলা। বিভাব সমাপ্ত হইলে অনুভাব বর্ণিত হইবে।

বিজয়। তবে এখন লীলাই বর্ণন করুন।

গোস্বামী। চারুক্রীড়া, নৃত্য, বেণুবাদন, গোদোহন, পর্ব্বত হইতে গো-গণকে ডাকা, এবং গমনাদিকে লীলা বলা যায়।

বিজয়। চাকক্রীড়া কিরূপ ?

গোস্বামী। রাসলীলা, কন্দুক খেলা ইত্যাদি অনন্ত মনোহর ক্রীড়া।

বিজয়। মণ্ডন কতপ্রকার।

গোস্বামী। বস্ত্র, ভূষণ, মালা, এবং অনুলেপন এই চারিপ্রকার মণ্ডন।

বিজয়। সম্বন্ধি কি ?

গোস্বামী। লগ্ন অর্থাৎ সংযুক্ত এবং সন্নিহিত ভেদে সম্বন্ধি দ্রব্য দুই প্রকার।

বিজয়। লগ্ন কি কি ?

গোস্বামী। বংশীরব, শৃঙ্গধ্বনি, গীত, সৌরভ, ভূষণ শব্দ, চরণ চিহ্ন, বীণারব ও শিল্প কৌশল ইত্যাদি লগ্ন সম্বন্ধি।

বিজয়। বংশীরব কিরূপ ?

গোস্বামী। কৃষ্ণ বক্ত্র হইতে যে মুরলী নাদামৃত উদ্গীর্ণ হয় তাহাই সকল উদ্দীপনের মধ্যে প্রধান।

বিজয়। এখন কৃপা করিয়া সন্নিহিত সম্বন্ধি বলুন।

গোস্বামী। নির্ম্মাল্যাদি, ময়ূরপুচ্ছ, পর্ব্বতোৎপন্ন গৈরিকাদি অদ্রি ধাতু, নৈচিকী অর্থাৎ গাভীগণ, লগুড়ী (পাচন) বেণু, শৃঙ্গী, কৃষ্ণের প্রিয় ব্যক্তি দর্শন, গোধূলি, বৃন্দাবন, বৃন্দাবনাশ্রিত বস্তু ও ব্যক্তি নিচয়, গোবৰ্দ্ধন,যমুনা,রাসস্থলাদিকে সন্নিহিত সম্বন্ধি বলা যায়।

বিজয়। বৃন্দাবনাশ্রিত কি কি ?

গোস্বামী। পক্ষিগণ, ভ্রমর, মৃগ, কুঞ্জ, লতা, তুলসী, কর্ণিকার পুষ্প বিশেষ, কদম্বাদি বৃন্দাবনাশ্রিত।

বিজয় তটস্থ কি ?

গোস্বামী। চন্দ্রিকা অর্থাৎ জ্যোৎস্না, মেঘ, বিদ্যুৎ, বসন্ত, শরৎ, পূর্ণচন্দ্র, বায়ু ও খগাদিই তটস্থ।

সম্যক্‌রূপে উদ্দীপন সমস্ত শ্রবণ করিয়া বিজয় ক্ষণকাল তুষ্ণীভূত হইয়া রহিলেন। আলম্বনের সহিত উদ্দীপন ভাব সমস্ত হৃদয়ে একত্রিত হইয়া একটী পরং ভাবের উদয় হইল। তখন বিজয়ের দেহে অনুভাব প্রকাশ হইতে লাগিল। বিজয় গদ্‌গদস্বরে কহিলেন প্রভো ! এখন আমাকে অনুভাব সমুদয় ভাল করিয়া বলুন। কৃষ্ণ চরিতের এক অংশ লীলার বিষয় বলিয়াছেন। অনুভাব জানিতে পারিলে কৃষ্ণচরিত সম্পূর্ণ অবগত হইতে পারিব।

গোস্বামী। অনুভাব অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর ও বাচিকভেদে তিন প্রকার।

বিজয়। অলঙ্কার কি?

গোস্বামী। ব্রজ ললনাদিগের যৌবনকালে বিংশতি প্রকার অলঙ্কার সত্ত্বজ বলিয়া উক্ত। কান্তে সর্ব্বথা অভিনিবেশ বশতঃ সেই সব অদ্ভুতরূপে উদয় হয়। যথা

অঙ্গজ	স্বভাবজ
১ ভাব	১১ লীলা
২ হাব	১২ বিলাস
৩ হেলা	১৩ বিচ্ছিত্তি
অযত্নজ	১৪ বিভ্রম
৪ শোভা	১৫ কিলকিঞ্চিত
৫ কান্তি	১৬ মোট্টায়িত
৬ দীপ্তি	১৭ কুট্টমিত
৭ মাধুর্য্য	১৮ বিব্বোক
৮ প্রগল্‌ভতা	১৯ ললিত
৯ ঔদার্য্য	২০ বিকৃত
১০ ধৈর্য্য	

বিজয়। এস্থলে ভাব কি?

গোস্বামী। উজ্জ্বল রসে নির্ব্বিকার চিত্তে রতি বলিয়া ভাবের প্রাদুর্ভাব হয় তাহার প্রথম বিক্রিয়াই এই স্থলে ভাব বলিয়া উক্ত। চিত্তের অবিকৃতির নাম সত্ত্ব। বিকৃতির কারণ উপস্থিত হইলে বীজের আদি বিকারের ন্যায় যে আদি বিকার উদয় হয় তাহাই ভাব।

বিজয়। প্রভো! হাব কি প্রকার?

গোস্বামী। গ্রীবাকে তির্য্যক্ করিয়া ভাবক্রমে ঈষৎ প্রকাশরূপ ভ্রূনেত্রাদি বিকাশ করাকে হাব বলা যায়।

বিজয়। হেলা কি?

গোস্বামী। হাব যখন স্পষ্টরূপে শৃঙ্গারসূচক হয় তখন তাহাকে হেলা বলে।

বিজয়। শোভা কি?

গোস্বামী। রূপ ও সম্ভোগাদি দ্বারা অঙ্গের যে বিভূষণ তাহাই শোভা।

বিজয়। কান্তি কি?

গোস্বামী। মন্মথ তর্পণ দ্বারা যে উজ্জ্বল শোভা হয় তাহাই কান্তি।

বিজয়। দীপ্তি কি?

গোস্বামী। বয়স, ভোগ, দেশ, কাল ও গুণাদি দ্বারা উদ্দীপ্ত হইয়া কান্তি অতিশয় বিস্তৃতা হইলে দীপ্তি নাম প্রাপ্ত হয়।

বিজয়। মাধুর্য্য কি?

গোস্বামী। চেষ্টা সমূহের সর্ব্বাবস্থায় যে চারুতা তাহাই এস্থলে মাধুর্য্য।

বিজয়। প্রগল্‌ভতা কি?

গোস্বামী। প্রয়োগে নিঃশঙ্কত্বকে প্রগল্‌ভতা বলেন। কান্তের অঙ্গে অঙ্গ প্রয়োগাদিই এস্থলে প্রয়োগ।

বিজয়। ঔদার্য্য কি?

গোস্বামী। সর্ব্বাবস্থগত বিনয়কে ঔদার্য্য বলেন।

বিজয়। ধৈর্য্য কিরূপ?

গোস্বামী। চিত্তোন্নতির স্থির ভাবই ধৈর্য্য।

বিজয়। এস্থলে লীলা কিরূপ?

গোস্বামী। রম্য বেশ ও ক্রিয়াদি দ্বারা প্রিয় ব্যক্তির অনুকরণই লীলা।

বিজয়। বিলাস কিরূপ?

গোস্বামী। গমন, স্থিতি, আসন, মুখ ও নেত্রাদির প্রিয় সঙ্গম জন্য যে তাৎকালিক বৈশিষ্ট্য তাহাই বিলাস।

বিজয়। বিচ্ছিত্তি কি?

গোস্বামী। অল্প বেশ রচনাতেও যদি কান্তির পুষ্টি করে তাহাকে বিচ্ছিত্তি বলে। কোন কোন রসজ্ঞের মতে অপরাধী কান্ত আসিলে সখীদিগের প্রযত্নে ভূষাদি ধারণ করিয়াছি এরূপ ঈর্ষা অবজ্ঞাবতী স্ত্রীর ভাবকেও বিচ্ছিত্তি বলা যায়।

বিজয়। বিভ্রম কি?

গোস্বামী। স্বীয় বল্লভ প্রাপ্তি সময়ে মদনাবেশ জনিত ভ্রমবশতঃ হার মাল্যাদির অযথা স্থানে ধারণ কার্য্যই বিভ্রম।

বিজয়। কিলকিঞ্চিত কি?

গোস্বামী। গর্ব্ব, অভিলাষ রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ এই সকলকে হর্ষক্রমে অযথা মিলন করার নাম কিলকিঞ্চিত।

বিজয়। মোট্টায়িত কি?

গোস্বামী। কান্ত স্মরণ ও তদীয় বার্ত্তা প্রাপ্ত সময়ে হৃদয়ে যে ভাব সেই ভাব হইতে যে অভিলাষ প্রকটিত হয় তাহাই মোট্টায়িত।

বিজয়। কুট্টমিত কি?

গোস্বামী। স্তন অধরাদি গ্রহণ সময়ে হৃদয়ে প্রীত হইলেও সম্ভ্রম হইতে যে বাহ্য ক্রোধ ব্যথার ন্যায় উদয় হয় তাহাই কুট্টমিত।

বিজয়। বিব্বোক কি?

গোস্বামী। গর্ব্ব ও মান হইতে ইষ্ট বস্তু অর্থাৎ কান্ত প্রতি যে অনাদর প্রকাশ হয় তাহাই বিব্বোক।

বিজয়। ললিত কি?

গোস্বামী। অঙ্গ সকলের বিন্যাস ভঙ্গি ও ভ্রূবিলাসের মনোহারিতা হইতে যে সৌকুমার্য্য প্রকাশ হয় তাহাই ললিত।

বিজয়। বিকৃত কি?

গোস্বামী। লজ্জা, মান, ঈর্ষাদি দ্বারা বিবক্ষিত বিষয় বাক্যের দ্বারা না বলিয়া চেষ্টা প্রকাশ করা হয়, তাহাই বিকৃত। এই বিংশতি প্রকার আঙ্গিক ও চিত্তজ। এতদতিরিক্ত রসজ্ঞগণ মৌগ্ধ্য ও চকিত নামে আর দুইটী অলঙ্কার স্বীকার করেন।

বিজয়। মৌগ্ধ্য কি?

গোস্বামী। প্রিয়জনের অগ্রে জ্ঞাত বিষয়েও অজ্ঞাত বিষয়ের ন্যায় যে প্রশ্ন হয় তাহাই মৌগ্ধ্য।

বিজয়। চকিত কি?

গোস্বামী। ভয়ের স্থান নাই অথচ প্রিয়জনের নিকট মহৎ ভয় প্রকাশ করার নাম চকিত।

বিজয়। প্রভো! অলঙ্কার সমস্তই শুনিলাম এখন উদ্ভাস্বর বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করুন।

গোস্বামী। হৃদয়ের ভাব শরীরে উদ্ভাসিত হইলে তাহার নাম উদ্ভাস্বর। মধুর রসে নীবি, উত্তরীয় বসন ও ধম্মিল্লের স্রংশন, গাত্রমোটন, জৃম্ভা, ঘ্রাণের ফুল্লতা এবং নিশ্বাস ইত্যাদি উদ্ভাস্বর।

বিজয়। এই সমস্ত যাহাকে উদ্ভাস্বর বলিয়া নাম করণ করিলেন সে সমুদায়ই মোট্টায়িত ও বিলাসের অন্তর্গত করিলে তত্ত্বের লাঘব হইত।

গোস্বামী। তথাপি এই সকল দ্বারা কোন বিশেষ শোভার পোষণ হয়। এই জন্যই ইহাদিগকে পৃথক্‌রূপে সংগৃহীত করা হইয়াছে।

বিজয়। প্রভো! এখন বাচিক অনুভাব ব্যাখ্যা করিতে আজ্ঞা করুন।

গোস্বামী। আলাপ, বিলাপ, সংলাপ, প্রলাপ, অনুলাপ, অপলাপ, সন্দেশ, অতিদেশ, অপদেশ, উপদেশ, নির্দ্দেশ ও ব্যপদেশ ভেদে বাচিক অনুভাব দ্বাদশ প্রকার।

বিজয়। আলাপ কি ?

গোস্বামী। চাটুপ্রিয়বাক্যের উক্তির নাম আলাপ।

বিজয়। বিলাপ কি ?

গোস্বামী। দুঃখ জনিত বাক্ প্রয়োগের নাম বিলাপ।

বিজয়। সংলাপ কি ?

গোস্বামী। উক্তি ও প্রত্যুক্তি বিশিষ্ট বাক্যালাপকে সংলাপ বলেন।

বিজয়। প্রলাপ কি ?

গোস্বামী। বৃথা আলাপকে প্রলাপ বলা যায়।

বিজয়। অনুলাপ কি ?

গোস্বামী। মুহুর্মুহু এক কথা আলাপের নাম অনুলাপ।

বিজয়। অপলাপ কি ?

গোস্বামী। পূর্ব্বোক্ত বাক্যের অন্য প্রকার অর্থ যোজনার নাম অপলাপ।

বিজয়। সন্দেশ কি ?

গোস্বামী। প্রোষিত কান্তার নিকট স্বীয় বার্ত্তা প্রেরণই সন্দেশ।

বিজয়। অতিদেশ কি ?

গোস্বামী। তাহার উক্তিই আমার উক্তি এইরূপ যে বাক্য তাহাই অতিদেশ ?

বিজয়। অপদেশ কি ?

গোস্বামী। অন্য বাক্যের দ্বারা যে কথা সূচিত হয় তাহাই অপদেশ।

বিজয়। উপদেশ কি ?

গোস্বামী। শিক্ষার জন্য যে বচন বলা যায় তাহাই উপদেশ।

বিজয়। নির্দ্দেশ কি ?

গোস্বামী। আমি সেই ব্যক্তিই বটে এরূপ কথাই নির্দ্দেশ।

বিজয়। ব্যপদেশ কি ?

গোস্বামী। ছল করিয়া আত্মাভিলাষ প্রকাশ করার নাম ব্যপদেশ। এই সমস্ত অনুভাব সকল রসেই আছে। কিন্তু অধিক মাধুর্য্যপোষক বলিয়া উজ্জ্বল রসে ও কীর্ত্তিত হইল।

বিজয়। প্রভো! রস বিষয়ে অনুভাব বলিয়া একটী পৃথক্ ব্যাপার করিবার তাৎপর্য্য কি?

গোস্বামী। আলম্বন উদ্দীপনের সংযোগে হৃদয়ে যে ভাব হয় তাহাই অঙ্গে প্রকটিত হইলে অনুভাব নাম প্রাপ্ত হয়। পৃথক্ করিয়া না দেখাইলে তত্ত্বের পরিস্ফূর্ত্তি হয় না।

বিজয়। মধুর রসে সাত্ত্বিক ভাব ব্যাখ্যা করুন।

গোস্বামী। স্তম্ভ স্বেদাদি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব যাহা পূর্ব্বে সাধারণ রসতত্ত্ব বিচারে বলিয়াছি তাহাই এ রসের সাত্ত্বিক ভাব। এই রসে সেই সকল ভাবের উদাহরণ পৃথক্ পৃথক্ প্রকার।

বিজয়। সে কিরূপ?

গোস্বামী। ব্রজলীলায় দেখিবে। হর্ষ, ভয়, আশ্চর্য্য, বিষাদ, অমর্ষ হইতে স্তম্ভ ভাবের উদয় হয়। হর্ষ, ভয়, ক্রোধ হইতে স্বেদ অর্থাৎ ঘর্ম্ম হয়। আশ্চর্য্য, হর্ষ, ভয় হইতে রোমাঞ্চ হয়। বিষাদ, বিস্ময়, অমর্ষ, ভয় হইতে স্বরভঙ্গ হয়। ভয়, হর্ষ, অমর্ষ হইতে বেপথু বা কম্প হয়। বিষাদ, ক্রোধ, ভয় হইতে বৈবর্ণ্য হয়। হর্ষ, রোষ, বিষাদ হইতে অশ্রু হয়। সুখ, দুঃখ হইতে প্রলয় হয়।

বিজয়। সাত্ত্বিক বিকারগণের কিছু জাতিভেদ এ রসে আছে কি?

গোস্বামী। হাঁ আছে। আমি সাধারণ রসবিচারে সাত্ত্বিক ভাব সকলকে ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত ও উদ্দীপ্ত বলিয়া বিচার করিয়াছি। এ রসে উদ্দীপ্ত ও সুদ্দীপ্তরূপ সাত্ত্বিক ভাবের এক প্রকার ভেদ আছে।

বিজয়। প্রভো! আমার প্রতি আপনার কৃপা অপার। এখন ব্যভিচারী-ভাব এ রসে যেরূপ স্থিত তাহা বলিয়া পরম সুখ প্রদান করুন।

গোস্বামী। নির্ব্বেদাদি যে ত্রয়স্ত্রিংশৎ সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব যাহা পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি তাহা সকলই এই রসে আছে। ঔগ্র্য ও আলস্য এ রসে নাই। মধুর রসের সঞ্চারি ভাবে কয়টী আশ্চর্য্য কথা আছে।

বিজয়। তাহার মধ্যে প্রথম আশ্চর্য্য কথা কি?

গোস্বামী। সখ্যাদি রসে সখা ও গুরুজনের যে কৃষ্ণপ্রেম তাহাও এই মধুর রসের সঞ্চারিতা ভাব প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ সেই সেই রসে যে স্থায়ী ভাব তাহাই এ রসে সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাবে কার্য্য করে।

বিজয়। অন্য আশ্চর্য্য কথা কি?

গোস্বামী। ব্যভিচারী ভাব সকল রসের সাক্ষাৎ অঙ্গরূপে জ্ঞান করা যায় না। সুতরাং তন্মধ্যগত মরণাদি ও রসের অঙ্গ নয়। তাহারা যুক্তি দ্বারা এই রসে গুণ মধ্যে পরিগণিত। রসই গুণী এবং তাহারই গুণ, এই এক সিদ্ধান্ত।

বিজয়। সঞ্চারী ভাব সকল কিরূপে উৎপত্তি লাভ করে?

গোস্বামী। আর্ত্তি, বিপ্রিয়, ঈর্ষা, বিষাদ, বিপত্তি, অপরাধ হইতে নির্ব্বেদ জন্মে।

বিজয়। দৈন্য কাহা হইতে জন্মে?

গোস্বামী। দুঃখ, ত্রাস ও অপরাধ হইতে দৈন্য জন্মে।

বিজয়। গ্লানি কি হইতে জন্মে?

গোস্বামী। শ্রম, আধি, রতি হইতে গ্লানি জন্মে।

বিজয়। শ্রম কি হইতে জন্মে?

গোস্বামী। পথ ভ্রমণ, নৃত্য, রতি হইতে শ্রম উৎপত্তি হয়।

বিজয়। মদ কি হইতে জন্মে?

গোস্বামী। মধুপান হইতেই বিবেকহরোল্লাসরূপ মদ জন্মে।

বিজয়। গর্ব্ব কি হইতে জন্মে?

গোস্বামী। সৌভাগ্য, রূপ, গুণ, সর্ব্বোত্তমাশ্রয়, ইষ্ট লাভ হইতে গর্ব্ব জন্মে।

বিজয়। শঙ্কা কি হইতে জন্মে?

গোস্বামী। চৌর্য্য, অপরাধ, অন্যের ক্রূরতা, বিদ্যুৎ, ভয়ানক জন্তু ও ভয়-জনক শব্দ হইতে শঙ্কা হয়।

বিজয়। আবেগ কি হইতে জন্মে?

গোস্বামী। প্রিয় দর্শন, প্রিয় শ্রবণ, অপ্রিয় দর্শন, অপ্রিয় শ্রবণ হইতে আবেগ অর্থাৎ চিত্তের বিভ্রমজনিত ইতি কর্ত্তব্য বিমূঢ়তা জন্মে।

বিজয়। উন্মাদ কি হইতে জন্মে?

গোস্বামী। প্রৌঢ়ানন্দ ও বিরহ হইতে উন্মাদ জন্মে।

বিজয়। অপস্মার কিরূপ?

গোস্বামী। দুঃখজনিত ধাতুবৈষম্য হইতে উৎপন্ন চিত্তবিপ্লবই অপস্মার।

বিজয়। ব্যাধি কিরূপে জন্মে?

গোস্বামী। জ্বরাদি প্রতিরূপ বিকারই ব্যাধি। চিন্তা উদ্বেগাদি হইতে তাহা জন্মে।

বিজয়। মোহ কি?

গোস্বামী। হৃন্মূঢ়তাই মোহ। তাহা হর্ষ, বিশ্লেষ, বিষাদ হইতে জন্মে।

বিজয়। মৃতি কিরূপ?

গোস্বামী। এ রসে মৃত্যু সাক্ষাৎ নাই। মৃত্যুর উদ্যম মাত্রই ঘটিয়া থাকে।

বিজয়। আলস্য কিরূপ?

গোস্বামী। এ রসে আলস্য সাক্ষাৎ নাই। শক্তি থাকিতেও যে অশক্তি ছল করার নাম আলস্য। তাহা কৃষ্ণ সেবাদিতে নাই। তাহা গৌণরূপে প্রতিপক্ষে আছে।

বিজয়। জাড্য কি হইতে হয়?

গোস্বামী। ইষ্ট শ্রবণ, ইষ্ট দর্শন, অনিষ্ট দর্শন ও বিরহ হইতে জাড্য হয়।

বিজয়। ব্রীড়া অর্থাৎ লজ্জা কি হইতে হয়?

গোস্বামী। নবীন সঙ্গম, অকার্য্য, স্তব, অবজ্ঞা হইতে ব্রীড়া হয়।

বিজয়। অবহিত্থা কি হইতে জন্মে?

গোস্বামী। অবহিত্থা বা আকার গোপন করা, কাপট্য, লজ্জা, দাক্ষিণ্য, ভয় ও গৌরব হইতে হয়।

বিজয়। স্মৃতি কি হইতে হয়?

গোস্বামী। পূর্ব্বানুভূত অর্থ প্রতীতিরূপ স্মৃতি সদৃশ দর্শন ও দৃঢ়াভ্যাস হইতে হয়।

বিজয়। বিতর্ক কি হইতে হয়?

গোস্বামী। বিমর্শ ও সংশয় হইতে বিতর্ক জন্মে।

বিজয়। চিন্তা কি?

গোস্বামী। ইষ্টের অপ্রাপ্তি ও অনিষ্টের আশা হইতে চিন্তা হয়।

বিজয়। মতি কি?

গোস্বামী। বিচারোদিত অর্থ নির্দ্ধারণই মতি।

বিজয়। ধৃতি কি?

গোস্বামী। মনের স্থৈর্য্যই ধৃতি। তাহা দুঃখাভাব ও উত্তম লাভ হইতে জন্মে।

বিজয়। হর্ষ কি?

গোস্বামী। অভীষ্ট দর্শন ও অভীষ্ট লাভ হইতে যে প্রসন্নতা হয় তাহাই হর্ষ।

বিজয়। ঔৎসুক্য কি?

গোস্বামী। ইষ্ট দর্শনের স্পৃহা ও ইষ্টাপ্তি স্পৃহা হইতে ঔৎসুক্য হয়।

বিজয়। ঔগ্র কি?

গোস্বামী। চণ্ডতার নাম ঔগ্র। তাহা তোমাকে বলিয়াছি এ রসে নাই।

বিজয়। অমর্ষ কি?

গোস্বামী। অধিক্ষেপ ও অপমানজনিত অসহিষ্ণুতাই অমর্ষ।

বিজয়। অসূয়া কি?

গোস্বামী। পরের সৌভাগ্যে বিদ্বেষ। তাহা সৌভাগ্য ও গুণ হইতে হয়।

বিজয়। চাপল কি হইতে হয়?

গোস্বামী। চিত্ত লাঘবকে চাপল বলেন। তাহা রাগ ও দ্বেষ হইতে হয়।

বিজয়। নিদ্রা কিসে হয়?

গোস্বামী। ক্লম হইতেই নিদ্রা।

বিজয়। সুপ্তি কি?

গোস্বামী। স্বপ্নই সুপ্তি।

বিজয়। বোধ কি?

গোস্বামী। নিদ্রা নিবৃত্তিই বোধ।

বাবা বিজয় এই সকল ব্যভিচারী ভাব ছাড়া উৎপত্তি, সন্ধি, শাবল্য ও শান্তি চারিটী দশা আছে। ভাব সম্ভবই উৎপত্তি। দুই ভাবের একত্রীকরণই ভাব-সন্ধি। একই প্রকার দুই স্বরূপের সন্ধির নাম স্বরূপসন্ধি। পৃথক্ পৃথক্ স্বরূপের সন্ধির নাম ভিন্ন সন্ধি। বহুভাব মিশ্রিত হইলে ভাবশাবল্য হয়। ভাবের লয় হইলে ভাব শান্তি হয়।

বিজয়, এখন মধুর রসের বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ভাব ও ব্যভিচারী ভাব শ্রবণ করিয়া রসের সামগ্রী সমস্তই অবগত হইলেন। চিত্ত প্রেমে মগ্ন হইয়াছে। প্রেম অস্ফুট। তাহা বুঝিতে পারিয়া গুরুদেবের চরণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন। প্রভো! আমার চিত্তে প্রেম এখন কি অস্ফুট রহিয়াছে? কৃপা করিয়া বলুন। গোস্বামী কহিলেন, আগামী কল্য তুমি প্রেম তত্ত্ব জানিতে পারিবে। প্রেম সামগ্রী জানিতে পারিয়াছ বটে কিন্তু প্রেম এখনও তোমার হৃদয়ে স্পষ্ট উদয় হন নাই। স্থায়ীভাবই প্রেম। তাহা তুমি সাধারণতঃ, পূর্ব্বে শুনিয়াছ। এখন উজ্জ্বল রসে বিশেষ করিয়া শুনিলে তোমার সর্ব্বসিদ্ধি হইবে। এই বলিয়া গোস্বামী বিজয়কে আলিঙ্গন করিলেন। বিজয় সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া নিজ বাসায় গমন করিলেন।

ষট্‌ত্রিংশৎ অধ্যায়।

মধুর রস বিচার।

অদ্য উপযুক্ত সময়ে বিজয় আসিয়া শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামীকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। অদ্য বিজয়কে স্থায়ীভাব বুঝিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক দেখিয়া শ্রীগুরুদেব বলিলেন।

গোস্বামী। মধুরা রতিই মধুর রসের স্থায়ীভাব।

বিজয়। রতি আবির্ভাবের হেতু কি?

গোস্বামী। অভিযোগ, বিষয়, সম্বন্ধ, অভিমান, তদীয় বিশেষ, উপমা ও স্বভাব হইতে রতি উদয় হয়। হেতুগুলি উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বভাব হইতে যে রতি উদয় হয়, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রতি।

বিজয়। অভিযোগ কি?

গোস্বামী। ভাব ব্যক্তিই অভিযোগ তাহা স্বকর্ত্তৃক ও পরকর্ত্তৃক রূপে দ্বিবিধ।

বিজয়। বিষয় কি?

গোস্বামী। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী বিষয়।

বিজয়। সম্বন্ধ কি?

গোস্বামী। কুল, রূপ, গুণ ও লীলা এই চারিটী সামগ্রীর গৌরবকে সম্বন্ধ বলেন।

বিজয়। অভিমান কি?

গোস্বামী। অনেক রম্য বস্তু থাকিলেও কোন বিশেষ বস্তুর প্রতি আমি এইটিই চাই এইরূপ নির্ণয়কে অভিমান বলেন।

বিজয়। তদীয় বিশেষ কি?

গোস্বামী। পদাঙ্ক, গোষ্ঠ ও তদীয় প্রিয়জনই তদীয় বিশেষ। এস্থলে বৃন্দাবনাশ্রিত গোষ্ঠকেই গোষ্ঠ বলা যায়। কৃষ্ণের প্রতি প্রৌঢ় ভাবানুবিদ্ধ ব্যক্তিগণই প্রিয়জন।

বিজয়। উপমা কি?

গোস্বামী। এক বস্তু অন্য বস্তুর কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য ধারণ করিলে সে তাহার উপমা হয়।

বিজয়। স্বভাব কি?

গোস্বামী। যে ধর্ম্ম অন্য হেতু অপেক্ষা না করিয়া প্রকাশ পায় তাহাই স্বভাব। স্বভাব দুই প্রকার, নিসর্গ স্বরূপ।

বিজয়। নিসর্গ কি?

গোস্বামী। সুদৃঢ় অভ্যাস জন্য সংস্কারকে নিসর্গ বলা যায়। গুণ রূপ শ্রবণাদি তাহার উদ্বোধনের ঈষৎ হেতু মাত্র। তাৎপর্য্য এই যে জীবের বহু জন্ম সিদ্ধ সুদৃঢ় রত্যাভ্যাস। তাহাতে যে সংস্কার হয় তাহাই নিসর্গ। কৃষ্ণ গুণ রূপ শ্রবণ হইতে সেই ভাবের যে হঠাৎ উদ্বোধ তাহাই সম্যক্ কারণ নয়।

বিজয়। স্বরূপ কিরূপ?

গোস্বামী। অজন্য, অনাদি স্বতঃসিদ্ধ ভাবকে স্বরূপ বলা যায়। সেই স্বরূপ কৃষ্ণনিষ্ঠ, ললনানিষ্ঠ ও উভয় নিষ্ঠ ভেদে ত্রিবিধ। কৃষ্ণ নিষ্ঠ স্বরূপ দৈত্য প্রকৃতি ব্যক্তিদিগের অপ্রাপ্য। সুতরাং অদৈত্য প্রকৃতি ব্যক্তির পক্ষে সুলভ। ললনা নিষ্ঠ স্বরূপ স্বয়ং উদ্‌বুদ্ধতা লাভ করে। কৃষ্ণ রূপাদি অদৃষ্ট অশ্রুত হইলেও কৃষ্ণের প্রতিবেগে রতি প্রকাশ করে। কৃষ্ণ ও গোপ ললনা নিষ্ঠ স্বরূপই উভয় নিষ্ঠ।

বিজয়। অভিযোগ, বিষয়, সম্বন্ধ, অভিমান, তদীয় বিশেষ, উপমা ও স্বভাব এই সাতটী হেতু হইতে কি সর্ব্বপ্রকার মধুর রতি উদয় হয়?

গোস্বামী। গোকুল ললনাদিগের কৃষ্ণ রতি স্বভাবজ অর্থাৎ স্বরূপ সিদ্ধ তাহা অভিযোগাদি দ্বারা উদয় হয় না। কিন্তু বহুবিধ বিলাসে ঐ সকল হেতু ও কার্য্য করে। সাধনসিদ্ধাদিগের রতি নিসর্গসিদ্ধ। সাধকদিগের রতি অভিযোগাদি দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হয়।

বিজয়। দুই একটী উদাহরণ দিলে হৃদয়ঙ্গম হয়।

গোস্বামী। এই উদ্দিষ্ট রতি রাগানুগা ভক্তিতেই লভ্য হয়। বৈধী ভক্তি যত দিন ভাবময়ী না হয় তাহা হইতে এই রতি বড় দূরে থাকে। সাধন দশায় ব্রজললনাদিগের কৃষ্ণ সেবার ভাব চেষ্টা দেখিয়া যাঁহাদের লোভ হয়, তাঁহারা স্বভাব ব্যতীত আর ছয়টী কারণ হইতে বিশেষতঃ প্রিয়জন হইতে ক্রমশঃ রতি লাভ করেন। সাধনসিদ্ধ হইলে ললনা নিষ্ঠ স্বরূপের স্ফুর্ত্তি প্রাপ্ত হন।

বিজয়। রতি কত প্রকার?

গোস্বামী। রতি তিন প্রকার, সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা। কুব্জায় সাধারণী রতি। তাহা সম্ভোগেচ্ছা মূলা হওয়ায় তাহা তিরস্কৃত হইয়াছে। মহিষীদিগের রতি সমঞ্জসা, কেন না লোকধর্ম্ম অপেক্ষায় বিবাহ বিধি দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ।

গোকুলদেবীদিগের রতি সমর্থা যেহেতু তাহা লোক ও ধর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান। সমর্থা যে অসমঞ্জসা তাহা নয়। পরম পারমার্থিক বিচারে সমর্থাই অতি সমঞ্জসা। সাধারণী রতি মণির ন্যায়, সমঞ্জসা রতি চিন্তামণির ন্যায় এবং সমর্থা রতি জগদ্দুর্লভ কৌস্তুভের ন্যায় অনন্য লভ্যা।

বিজয়। ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, কি অপূর্ব্ব কথা হইতেছে। আমি সাধারণী রতির লক্ষণ জানিতে ইচ্ছা করি।

গোস্বামী। কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া সম্ভোগেচ্ছা হইতে যে অতি গাঢ় নয় এরূপ রতি উদয় হয় তাহা সাধারণী।' এই রতি গাঢ়ত্ব অভাবে সম্ভোগেচ্ছা ইহার নিদান। সম্ভোগেচ্ছা হ্রাস হইলে এ রতি ও হ্রাস হইয়া পড়ে।

বিজয়। সমঞ্জসা রতি কি প্রকার?

গোস্বামী। গুণাদি শ্রবণ হইতে উৎপন্ন পত্নীভাবাভিমানস্বরূপা গাঢ় রতিই সমঞ্জসা। কখন কখন তাহাতে সম্ভোগেচ্ছা উদয় হয়। সমঞ্জসা রতি সম্ভোগেচ্ছা হইতে পৃথক্ হইলে তদুত্থিত হাব ভাব দ্বারা কৃষ্ণবশ করা দুর্ঘট হয়।

বিজয়। সমর্থা রতি কি প্রকার?

গোস্বামী। রতি মাত্রেই সম্ভোগেচ্ছা আছে। সাধারণী ও সমঞ্জসা রতির সম্ভোগেচ্ছা স্বার্থপরা। সেই সম্ভোগেচ্ছা হইতে নিঃস্বার্থ লক্ষণ কোন বিশেষ ভাব প্রাপ্ত সম্ভোগেচ্ছার সহিত তাদাত্ম্য অর্থাৎ একই ভাব প্রাপ্ত রতিই সমর্থা।

বিজয়। সে বিশেষ কিরূপ? একটু স্পষ্ট করিয়া বলুন।

গোস্বামী। সম্ভোগেচ্ছা দুই প্রকার। প্রিয়জন দ্বারা স্বীয় ইন্দ্রিয় তর্পণ সুখময়ী ইচ্ছা একপ্রকার এবং আপনার দ্বারা প্রিয়জন ইন্দ্রিয় তর্পণ সুখ ভাবনাময়ী ইচ্ছা অন্য প্রকার। প্রথমোক্ত ইচ্ছাকে কাম বলা যায় কেন না তাহা স্বসুখোন্মুখী। দ্বিতীয়োক্ত ইচ্ছা প্রিয়জন হিতোন্মুখী হওয়ায় প্রেমোন্মুখী। সাধারণী রতিতে প্রথমোক্ত ইচ্ছাই প্রবল। সমঞ্জসাতে তাহা প্রবল নয়। শেষোক্ত লক্ষণই সমর্থারতির সম্ভোগেচ্ছার বিশেষ ধর্ম্ম।

বিজয়। সম্ভোগে প্রিয়জন স্পর্শ সুখ অবশ্য ঘটিয়া থাকে। সেই সুখের ইচ্ছা কি সমর্থার থাকে না?

গোস্বামী। অবশ্য সে ইচ্ছা দুর্ব্বার তথাপি সমর্থার হৃদয়ে সে ইচ্ছা নিতান্ত দুর্ব্বল। এই বিশেষ ক্রমে রতিই বলবতী হইয়া তদ্রূপ বিশিষ্ট সম্ভোগেচ্ছাকে ক্রোড়ীকৃত করিয়া রতি ও সম্ভোগেচ্ছার একাত্মতা লাভ করেন। সেই রতি সর্ব্বাতিক্রমে সামর্থ্য প্রযুক্ত সমর্থা নাম প্রাপ্ত হন।

বিজয়। সমর্থা রতির বিশেষ মাহাত্ম্য কি ?

গোস্বামী। পূর্ব্বোক্ত অভিযোগাদির মধ্যে অন্বয় অর্থাৎ সম্বন্ধ অথবা তদীয় হইতেই হউক বা রতির স্বাভাবিক স্বরূপ হইতেই হউক এই সমর্থা রতি জাত হইবামাত্র সকল বিস্মরণ করণক্ষমতাযুক্ত হইয়া অতি গাঢ়রূপে প্রতীয়মান হন।

বিজয়। সম্ভোগেচ্ছা শুদ্ধা রতিতে কিরূপে মিলিত হইয়া একাত্মতা লাভ করে।

গোস্বামী। ব্রজললনাদিগের সমর্থারতি কেবল কৃষ্ণ সুখের জন্য। সম্ভোগে যে নিজ সুখ আছে, তাহাও কৃষ্ণসুখের অনুকূল বলিয়া স্বীকৃত। সুতরাং সম্ভোগেচ্ছা ও কৃষ্ণ সুখময়ী রতি সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত বিলাসোর্ম্মি চমৎকারী শ্রীধারণ পূর্ব্বক আপনা হইতে সম্ভোগেচ্ছাকে পৃথক্ সত্তায় থাকিতে দেন না। সমঞ্জসাতে স্বীয় সুখে ঐ রতি কখন কখন পর্য্যবসিত হইতে পারে।

বিজয়। আহা ! একি অপূর্ব্ব রতি ? ইহার চরম মাহাত্ম্য শুনিতে বাসনা হয়।

গোস্বামী। এই রতি প্রৌঢ়া ভাব প্রাপ্ত হইয়া মহাভাব দশাকে লাভ করেন। সমস্ত বিমুক্ত পুরুষেরা ইহার অন্বেষণ করেন এবং পঞ্চবিধ ভক্ত, যাহার যতদূর সাধ্য, পাইয়া থাকেন।

বিজয়। প্রভো ! এই রতির ক্রমোন্নতি জানিতে প্রার্থনা করি।

গোস্বামী। স্যাদ্দৃঢ়েয়ং রতিঃ প্রেমা প্রোদ্যন্ স্নেহ ক্রমাদয়ং। স্যান্মানঃ প্রণয়ো রাগোঽনুরাগো ভাব ইত্যপি। তাৎপর্য্য এই যে মধুরাখ্যা রতি বিরুদ্ধ ভাব দ্বারা অভেদ্যরূপে দৃঢ়া হয়। তখন তাহার নাম প্রেম। সেই প্রেম ক্রমে ক্রমে নিজ মাধুর্য্য প্রকাশ করিয়া স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাবরূপ ধারণ করেন।

বিজয়। প্রভো ! ইহার একটী সাধারণ উদাহরণ বলিতে আজ্ঞা হয়।

গোস্বামী। ইক্ষু দণ্ডের বীজ, ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড শর্করা, সিতা ও ক্রমশঃ সিতোৎপল হয়। তদ্রূপ রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাব এক বস্তুরই ক্রমোন্নতি। ভাব শব্দে এস্থলে মহাভাব।

বিজয়। এই সকল পৃথক্ পৃথক্ নাম থাকিতে ও এক প্রেম শব্দে সমস্ত ভাবকে কেন বলা হয় ?

স্নেহাদি ছয়টি প্রেমের বিলাস ক্রম। এতন্নিবন্ধন পণ্ডিতগণ প্রেম শব্দ দ্বারা সেই সকলকে উদ্দেশ করেন। যাহার যে জাতীয় কৃষ্ণ প্রেম উদয় হয়, তাঁহাতে কৃষ্ণের ও সেই জাতীয় প্রেম উদয় হইয়া থাকে।

বিজয়। প্রেম লক্ষণ কি?

গোস্বামী। মধুর রসে যুবক যুবতীর মধ্যে ধ্বংশের কারণ সত্বে ও যে ধ্বংশ রহিত ভাব বন্ধন হয় তাহাই প্রেম।

বিজয়। প্রেমের কি কি প্রকার ভেদ আছে?

গোস্বামী। প্রৌঢ়, মধ্য, মন্দ ভেদে প্রেম তিন প্রকার।

বিজয়। প্রৌঢ় প্রেম কি প্রকার?

গোস্বামী। যে প্রেম মিলনের বিলম্বের দ্বারা প্রিয়জনের চিত্তবৃত্তিতে যে কষ্ট হইবে তাহা নিবারণের জন্য প্রেমী ব্যক্তির চিত্তে ক্লেশদায়ী হয় তাহাই প্রৌঢ় প্রেম।

বিজয়। মধ্য প্রেম কি লক্ষণ?

গোস্বামী। যে প্রেম প্রিয়ব্যক্তির ক্লেশানুভব সহিয়া থাকে, সেই প্রেম মধ্যম।

বিজয়। মন্দপ্রেম কিরূপ?

গোস্বামী। আত্যন্তিক হইলেও পরিচিত্তাদির অপেক্ষা বা উপেক্ষা না করেন এরূপ প্রেম মন্দ। ইহাতে অন্যের প্রতি উৎকৃষ্ট প্রেম বাধকরূপে কার্য্য করে।

বিজয়। প্রৌঢ়, মধ্য ও মন্দজাতীয় প্রেমের পরস্পর ভেদক আর এক প্রকার লক্ষণ সহজে বুঝিতে পারা যায়। যে স্থলে বিশ্লেষের অসহিষ্ণুতা সে স্থলে প্রৌঢ় প্রেম। যে স্থলে বিশ্লেষকে কষ্টে সহা যায় সে স্থলে মধ্য প্রেম। যে স্থলে কখন কখন বিস্মরণ হয়, সেই স্থলে মন্দ প্রেম।

বিজয়। প্রেম বুঝিলাম। স্নেহ লক্ষণ কি?

গোস্বামী। পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া যে প্রেম চিদ্দীপদীপন লক্ষণ প্রাপ্ত হন। চিৎ শব্দে প্রেম বিষয়োপলব্ধি। সেই দীপের দীপন স্বরূপ হন এবং হৃদয়কে দ্রব করেন সেই প্রেমাই স্নেহ। স্নেহের তটস্থ লক্ষণ এই যে প্রিয় বিষয়কে অনুক্ষণ দর্শন করিয়াও তাহাতে তৃপ্তি জন্মে না।

বিজয়। স্নেহে পরিমাণের শ্রেষ্ঠ কনিষ্ঠ ভেদ কি আছে?

গোস্বামী। কনিষ্ঠ স্নেহীর প্রিয় ব্যক্তি অঙ্গ সঙ্গে মনের দ্রবতা হয়। মধ্যম স্নেহীর প্রিয় বিলোকনেই দ্রবতা হয়। শ্রেষ্ঠস্নেহীর প্রিয়বিষয় শ্রবণেই চিত্ত দ্রব হয়।

বিজয়। স্নেহ কত প্রকার?

গোস্বামী। ঘৃত স্নেহ ও মধু স্নেহ ভেদে স্নেহ স্বরূপতঃ দুই প্রকার।

বিজয়। ঘৃত স্নেহ কিরূপ?

গোস্বামী। অত্যন্ত আদরময় স্নেহই ঘৃত স্নেহ। মধু স্নেহ মিশ্রিত হইয়া স্বাদোদ্রেক প্রাপ্ত হন। ঘৃত স্নেহ নিসর্গতঃ শীতল। তৎপ্রযুক্ত পরস্পর আদরে ঘনীভূত হইয়া গাঢ়াদরময় হন। ঘৃত লক্ষণ বশতঃ ইহাকে ঘৃত স্নেহ বলা যায়।

বিজয়। আদর কি?

গোস্বামী। গৌরব হইতে আদরের জন্ম। সুতরাং আদর ও গৌরব পরস্পর অন্যোন্যাশ্রিত। রত্যাদিতে তাহা থাকিলেও স্নেহে তাহা সুব্যক্ত বলিয়া এস্থলে উল্লিখিত।

বিজয়। গৌরব কি?

গোস্বামী। ইনি গুরু এই বুদ্ধির নাম গৌরব। তাহা হইতে উদিত হয় যে ভাব তাহাই সম্ভ্রম। তাহাকেই আদর বলে। আদর ও গৌরব পরস্পর আশ্রয় করিয়া থাকে। সুতরাং আদর বলিলেই গৌরব আছে।

বিজয়। মধু স্নেহ কিরূপ?

গোস্বামী। প্রিয় ব্যক্তিতে মদীয়ত্বাতিশয়রূপ স্নেহ হইলে তাহাকে মধু স্নেহ বলেন। সেই স্নেহ স্বয়ং মাধুর্য্যময় এবং তাহাতে নানা রসের সমাহার বা মিলন আছে। তাহাতে উন্মাদকতা ধর্ম্মবশতঃ উষ্ণতা আছে। এই জন্য মধুর সমান বলিয়া মধু স্নেহ বলা যায়।

বিজয়। মদীয়ত্ব কিরূপ?

গোস্বামী। রতির উদ্ভব দুই প্রকার। তাহার আমি, এই একপ্রকার ভাবনাময়ী রতি। তিনি আমার, এইটী অন্য প্রকার ভাবনাময়ী রতি। ঘৃতস্নেহে আমি তাঁহার এই ভাব বলবান। মধুস্নেহে তিনি আমার এইভাব বলবান। চন্দ্রাবলীতে ঘৃত স্নেহ। শ্রীরাধায় মধু স্নেহ।

বিজয়। (গুরুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া) মান কিরূপ?

গোস্বামী। যে স্নেহ উৎকৃষ্টতা প্রাপ্তি পূর্ব্বক এক নূতন প্রকার মাধুর্য্য প্রকট করেন এবং প্রিয়ের প্রতি অদাক্ষিণ্য অর্থাৎ কৌটিল্য ধারণ করেন তিনি মান।

বিজয়। মান কয় প্রকার?

গোস্বামী। উদাত্ত ও ললিত ভেদে মান দুই প্রকার।

বিজয়। উদাত্ত মান কি প্রকার?

গোস্বামী। দুই প্রকার। এক প্রকারে দুর্ব্বোধ রীতিক্রমে সরল অর্থাৎ দাক্ষিণ্য ভাবযুক্ত। অন্য প্রকারে অদাক্ষিণ্য অর্থাৎ বাম্যগন্ধযুক্ত মনের ভাব গোপন পূর্ব্বক গাম্ভীর্য্য লক্ষণ মান হয়। ঘৃত স্নেহই উদাত্তমান হয়।

বিজয়। ললিতমান কিরূপ? ইহাতে আমার অধিক লালসা কেন হয় বলিতে পারি না।

গোস্বামী। ললিত মান দুই প্রকার। স্বাতন্ত্র্যরূপে হৃদয়গত কৌটিল্য ধারণ পূর্ব্বক যে মান তাহা কৌটিল্য ললিত। নর্ম্মবিশেষ যে মান তাহা নর্ম্ম ললিত। উভয়বিধ ললিত মানই মধু স্নেহ হইতে উদয় হয়।

বিজয়। প্রণয় কি?

গোস্বামী। প্রিয়জনের সহিত অভেদ মননরূপ বিশ্রম্ভযুক্ত মানই প্রণয়।

বিজয়। এস্থলে বিশ্রম্ভের অর্থ কি?

গোস্বামী। প্রণয়ের স্বরূপই বিশ্রম্ভ। মৈত্র ও সখ্য ভেদে বিশ্রম্ভ দুই প্রকার। দৃঢ় বিশ্বাসই বিশ্রম্ভ। বিশ্রম্ভ প্রণয়ের নিমিত্ত-কারণ নয় কিন্তু উপাদান-কারণ।

বিজয়। মৈত্ররূপ বিশ্রম্ভ কিরূপ?

গোস্বামী। বিনয়ান্বিত বিশ্রম্ভই মৈত্র।

বিজয়। সখ্যরূপ বিশ্রম্ভ কিরূপ?

গোস্বামী। সর্ব্বপ্রকার ভয়োন্মুক্ত স্ববশতাময় বিশ্রম্ভই এখানে সখ্য।

বিজয়। প্রণয়, স্নেহ ও মান ইহাঁদের পরস্পর সম্বন্ধ আর একটু স্ফুট করিয়া বলুন।

গোস্বামী। কোন স্থলে স্নেহ হইতে প্রণয় উৎপন্ন হইয়া মান ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। কোন স্থলে স্নেহ হইতে মান হইয়া প্রণয়ত্ব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং মান ও প্রণয়ের অন্যোন্য কার্য্য কারণতা আছে। বিশ্রম্ভকে পৃথক্রূপে উদাহরণ এই জন্যই করা হয়। উদাত্ত ও ললিত ভেদে মৈত্র ও সখ্য সুসঙ্গত হইতেছে। আবার তাহাদিগকে সুমৈত্র ও সুসখ্য বলিয়া প্রণয়ে বিচারিত হয়।

বিজয়। রাগ কি লক্ষণ?

গোস্বামী। প্রণয়ের উৎকর্ষ প্রযুক্ত অতিশয় দুঃখ ও সুখ রূপে প্রতীত হয়। সেইরূপ প্রণয়ই রাগ।

বিজয়। রাগ কত প্রকার?

গোস্বামী। নীলিমা রাগ ও রক্তিমা রাগ, এই দুই প্রকার।

বিজয়। নীলিমা রাগ কয় প্রকার?

গোস্বামী। নীলী রাগ ও শ্যামা রাগ ভেদে নীলিমা দুই প্রকার।

বিজয়। নীলীরাগ কি প্রকার?

গোস্বামী। যে রাগের ব্যয় সম্ভাবনা নাই এবং যাহা বাহ্যে অতিশয় প্রকাশমান হইয়া স্বলগ্ন ভাব সকলকে আবরণ করে তাহাই নীলী রাগ। সেই রাগ চন্দ্রাবলী ও কৃষ্ণের মধ্যে লক্ষিত হয়।

বিজয়। শ্যামারাগ কি?

গোস্বামী। নীলী রাগ হইতে ভীরুতার ঔষধ সেকাদি দ্বারা প্রকাশশীল, এবং বিলম্ব সাধ্য যে রাগ তাহাই শ্যামারাগ।

বিজয়। রক্তিমা রাগ কত প্রকার?

গোস্বামী। কুসুম্ভ ও মঞ্জিষ্ঠা সম্ভব রাগ ভেদে রক্তিমা দুই প্রকার।

বিজয়। কুসুম্ভ রাগ কি প্রকার?

গোস্বামী। যে রাগ অন্য রাগের কান্তি প্রকাশ করিয়া স্বয়ং চিত্তে সংসক্ত হইয়া শোভা পায় তাহাই কুসুম্ভ রাগ। আধার বিশেষে কৌসুম্ভ রাগ স্থির হয়। কৃষ্ণ প্রণয়ীজনে ইহা মঞ্জিষ্ঠ মিশ্র হওয়ায় কথনও ম্লান হয়।

বিজয়। মাঞ্জিষ্ঠ রাগ কিরূপ?

গোস্বামী। নিত্য স্থিরতর নিরপেক্ষ স্বীয় অনন্য সাপেক্ষ কান্তি দ্বারা নিরন্তর বৃদ্ধি হয় তাহাই রাধামাধবের পরস্পর মাঞ্জিষ্ঠ রাগ। সিদ্ধান্ত এই যে ঘৃত স্নেহ, উদাত্ত, মৈত্র, সুমৈত্র নীলিমা ইত্যাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব কথিত ভাব সকল চন্দ্রাবলী, রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণে প্রকাশ আছে। মধু স্নেহ, ললিত, সখ্য, সুসখ্য, রক্তিমা ইত্যাদি উত্তর উত্তর ভাব সকল রাধিকাদিতে প্রকাশ আছে। সত্যভামায় লক্ষণ দ্বারা কোন কোন স্থলে দেখা যায়। এই প্রকার ভাবভেদে গোকুল রমণীদিগের আত্মপক্ষ বিপক্ষাদি ভেদ পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। ভাবান্তর সম্বন্ধে যে ভেদ জন্মে, এবং ভাব সকলের যে অন্যান্য প্রকার ভেদ আছে, সে সমস্ত প্রজ্ঞা দ্বারা পণ্ডিতগণ বুঝিয়া থাকেন। অর্থাৎ সে সকল পৃথক্ পৃথক্ ব্যাখ্যা করা গেল না।

বিজয়। ভাবান্তর শব্দে কোন কোন ভাব বুঝিতে হইবে?

গোস্বামী। স্থায়ী মধুর ভাব, ত্রয়স্ত্রিংশৎ ব্যভিচারী ভাব এবং হাসাদি সপ্ত, একত্রে একচত্বারিংশৎ। ইহারাই এস্থলে ভাবান্তর।

বিজয়। রাগ বুঝিলাম। এখন অনুরাগ ব্যাখ্যা করুন।

গোস্বামী। যে রাগ স্বয়ং নব নব ভাবে সদা অনুভূত প্রিয়কে প্রতিক্ষণে নব নব করিয়া দেয় তাহাই অনুরাগ।

বিজয়। এই অনুরাগ আর কি কি বিচিত্রতা প্রকাশ করে?

গোস্বামী। পরস্পর বশীভাব, প্রেম বৈচিত্ত্য এবং অপ্রাণী মধ্যে জন্ম লালসা· ভর হইয়া অনুরাগ অনন্ত উন্নতি ধারণ করে এবং বিপ্রলম্ভে কৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি করায়।

বিজয়। পরস্পর বশীভাব ও অপ্রাণী বৃক্ষাদিতে জন্মগ্রহণ লালসা সহজে বুঝিলাম। প্রভো! প্রেম বৈচিত্ত্য কি?

গোস্বামী। বিপ্রলম্ভকে প্রেম বৈচিত্ত্য বলে। তাহা পরে জানিবে।

বিজয়। এখন মহাভাব কি তাহা আজ্ঞা করুন।

গোস্বামী। বিজয়! ব্রজরস চিত্র বিষয়ে আমি অতিশয় ক্ষুদ্র। আমি কোথায় এবং মহাভাব বর্ণনই বা কোথায়। তবে শ্রীরূপ গোস্বামী এবং পণ্ডিত গোস্বামীর কৃপা শিক্ষা ক্রমে এবং শ্রীরূপের নির্দ্দেশমতে আমি যাহা বলিতেছি তুমি তাঁহাদের কৃপায় তাহা অনুভব কর। যাবদাশ্রয় বৃত্তিরূপে অনুরাগ স্বয়ং বেদ্য দশাকে প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হইলে তিনিই ভাব বা মহাভাব হন।

বিজয়। প্রভো! আমি অতিশয় দীন ও অজ্ঞ জিজ্ঞাসু। আমি যাহাতে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি সেইরূপে মহাভাবের লক্ষণ করুন।

গোস্বামী। শ্রীরাধিকা অনুরাগের আশ্রয় এবং কৃষ্ণ তাহার বিষয়। শ্রীনন্দনন্দন মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গাররূপে বিষয় তত্ত্বের ইয়ত্তা। শ্রীরাধা আশ্রয় তত্ত্বের ইয়ত্তা। তাঁহার অনুরাগই স্থায়ী ভাব। সেই অনুরাগ তাহার ইয়ত্তা বা চরম সীমা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়া যাবদাশ্রয় বৃত্তি হয় এবং সেই অবস্থায় স্বয়ং বেদ্য দশা অর্থাৎ তৎপ্রেয়সীজন বিশেষের সংবেদ্য দশা প্রাপ্ত হইয়া যথাবসর সুদ্দীপ্তাদি সাত্ত্বিকভাবের দ্বারা প্রকাশমান হয়। তদবস্থাগত অনুরাগ মহাভাব হয়।

বিজয়। আহা! মহাভাব! মহাভাব! আজ মহাভাব কি তাহা একটু অনুভব করিলাম। সকল ভাবের চরম সীমাই মহাভাব। এই মহাভাবের উদাহরণ কিছু আজ্ঞা হয়ত কর্ণ জুড়ায়।

গোস্বামী। ধন্য বিজয়! রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈর্বিলাপ্য ক্রমাৎ যুঞ্জন্নদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে নির্ধূত-ভেদভ্রমং। চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ ব্রহ্মাণ্ড হর্ম্ম্যোদরে ভূয়োভির্নবরাগহিঙ্গুলভরৈঃ শৃঙ্গারকারুকৃতী॥ এই শ্লোকটীই মহাভাবের উদাহরণ। বৃন্দাদেবী কৃষ্ণকে বলিতেছেন, হে অদ্রি নিকুঞ্জ কুঞ্জরপতে! তোমার নিত্য অপ্রকট লীলায় তোমার ও তোমার রাধিকার চিত্ত জতু মহাসাত্ত্বিক বিকার দ্বারা আর্দ্রীভূত হইয়া পৃথকতা বিলোপ পূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপে ভেদ ভ্রম শূন্য হইয়াছে। আবার সেই শৃঙ্গার কারুকৃতী সেই ব্যাপারকে এই ব্রহ্মাণ্ড হর্ম্ম্যোদরে চিত্র করিবার জন্য স্বয়ং নবরাগ হিঙ্গুল ভরের

দ্বারা অনুরঞ্জিত করিয়াছেন। সুতরাং তোমাদের অপ্রাকট লীলাগত মহাভাব বৈচিত্র যোগমায়া দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনে যথাবৎ অনুচিত্রিত হইয়াছে।

বিজয়। এই মহাভাবের স্থিতি কোথায়?

গোস্বামী। কৃষ্ণের পুরবনিতাবর্গের পক্ষে এই মহাভাব দুর্লভ। কেবল ব্রজদেবীদিগের পক্ষে ইহা একমাত্র সংবেদ্য।

বিজয়। ইহার তাৎপর্য্য কি?

গোস্বামী। বিবাহবিধি বন্ধন দ্বারা যেখানে স্বকীয়াত্ব সেখানে রতি সমঞ্জসা অর্থাৎ মহাভাবাদি লাভে সমর্থা নয়। ব্রজে কাহার কাহার একটু স্বকীয় ভাব আছে কিন্তু তথায় পরকীয় ভাবই বলবান। তথায় রতি সমর্থা বলিয়া চরম সীমা প্রাপ্তি স্থলে মহাভাব হয়।

বিজয়। মহাভাবের ভেদ কি কি?

গোস্বামী। পরমামৃত স্বরূপ শ্রীমহাভাব চিত্তকে স্বস্বরূপতা প্রাপ্তি করান। রূঢ় ও অধিরূঢ় ভেদে মহাভাব দুই প্রকার।

বিজয়। রূঢ় মহাভাব কিরূপ?

গোস্বামী। সাত্ত্বিকভাব সকল যাহাতে উদ্দীপ্ত সেই মহাভাব রূঢ়।

বিজয়। মহাভাবের অনুভাব বলুন।

গোস্বামী। নিমেষ মাত্রে ও অসহিষ্ণুতা, উপস্থিত জনগণের হৃদ্বিলোড়ন, কল্পক্ষণত্ব, কৃষ্ণ সৌখ্যেও আর্ত্তি শঙ্কায় খিন্নত্ব মোহাদির অভাবে ও আত্মাদি সর্ব্ব বিস্মরণ, ক্ষণকল্পত্ব এই সকল অনুভাব কতকগুলি সম্ভোগে এবং কতকগুলি বিপ্রলম্ভে অনুভূত হয়।

বিজয়। নিমেষাসহত্ব কি প্রকার?

গোস্বামী। এই ভাবটী বৈচিত্ত্য বিপ্রলম্ভ। সংযোগে ও বিয়োগ স্ফূর্ত্তি। অল্পকাল বিচ্ছেদ ও অসহ্য হয়। কুরুক্ষেত্রে ব্রজদেবীগণ কৃষ্ণ দর্শন করিয়া চক্ষের পক্ষ্মকৃৎ বিধাতাকে শাপ দিয়াছিলেন, কেননা কৃষ্ণ দর্শনকারীর চক্ষে পক্ষ্ম ক্ষণকাল ও দর্শন বাধ করে।

বিজয়। আসন্ন জনতা হৃদ্বিলোড়ন কিরূপ?

গোস্বামী। গোপীদিগের ভাব দেখিয়া, কুরুক্ষেত্রগত রাজাগণ ও মহিষীগণের চিত্ত যেরূপ বিলোড়িত হইয়াছিল তদ্রূপ।

বিজয়। কল্পক্ষণত্ব কিরূপ?

গোস্বামী। রাস রাত্রি ব্রহ্ম রাত্রি হইলেও গোপীগণের নিকট নিমেষ অপেক্ষা অল্প হইয়াছিল তদ্বৎ।

বিজয়। সৌখ্যেও আর্ত্তি শঙ্কায় খিন্নত্ব কিরূপ?

গোস্বামী। যত্তে সুজাত চরণাম্বুরুহ শ্লোকে গোপীগণ যেরূপ কৃষ্ণ পদকমল স্তনে রাখিয়াও কর্কশ স্তনে তাহাতে ব্যথা হইবে এইরূপ খেদ করেন তদ্রূপ।

বিজয়। মোহাদির অভাবেও সর্ব্ব বিস্মরণ কিরূপ?

গোস্বামী। কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি অবিচ্ছেদে মোহাদির অভাব। কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি থাকে অথচ দেহাদি সমস্ত জগতের বিস্মৃতি হয়।

বিজয়। ক্ষণকল্পতা কিরূপ?

গোস্বামী। কৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন যে ব্রজবাসিনীদিগের সহিত যখন বৃন্দাবনে ছিলাম, তখন তাঁহাদের রাত্রি সকল ক্ষণার্দ্ধের মত যাইত। আমার অভাবে তাঁহাদের রাত্রি কল্পসম হইয়াছিল। এই ভাবেই ক্ষণকে কল্প জ্ঞান হয়।

বিজয়। রূঢ়ভাব বুঝিলাম। এখন অধিরূঢ় ভাব ব্যাখ্যা করুন।

গোস্বামী। যাহা দ্বারা রূঢ়ভাবোক্ত অনুভাব সকল আরও আশ্চর্য্য বিশেষতা প্রাপ্ত হয় তাহাই অধিরূঢ় ভাব।

বিজয়। অধিরূঢ় কত প্রকার?

গোস্বামী। মোদন ও মাদন ভেদে তাহা দ্বিবিধ।

বিজয়। মোদন কিরূপ?

গোস্বামী। রাধাকৃষ্ণ উভয়ের অধিরূঢ় ভাবে যখন সাত্বিক ভাব সকল উদ্দীপ্তি সৌষ্ঠব ধারণ করে তখন তাহাকে মোদন বলেন। সেই মোদনভাবে কৃষ্ণ ও রাধিকার বিক্ষোভ ভয় হয়। প্রেম সম্পত্তিতে বিখ্যাত কান্তাগণ অপেক্ষা অতিশয়িতা উদয় হয়।

বিজয়। মোদনের স্থল কি?

গোস্বামী। শ্রীরাধিকার যূথ বিনা মোদন আর কোথাও নাই। মোদনই একমাত্র হ্লাদিনী শক্তির প্রিয় বর সুবিলাস। বিশ্লেষ দশায় মোদনই মোহন হয়। বিরহ বিবশতা প্রযুক্ত সেই দশায় সুদ্দীপ্ত সাত্বিকভাব সকল উদয় হয়।

বিজয়। মোহন অবস্থার অনুভাব বর্ণন করুন।

গোস্বামী। কান্তালিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণের মূর্চ্ছা, অসহ্য দুঃখ স্বীকার পূর্ব্বক কৃষ্ণ সুখ কামনা, বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষোভোদয়, তির্য্যক্ জাতির রোদন, মৃত্যু স্বীকার পূর্ব্বক নিজ দেহস্থ ভূতদ্বারা কৃষ্ণ সঙ্গ তৃষ্ণা ও দিব্যোন্মাদাদি অনুভাব

হয়। শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীতে এই মোহন ভাব উদয় হয়। সঞ্চারি ভাবগত মোহেও রাধিকার কার্য্য অন্যের বিলক্ষণ।

বিজয়। প্রভো! যদি উচিত বোধ করেন তবে দিব্যোন্মাদ লক্ষণ বলুন।

গোস্বামী। কোন অনির্ব্বচনীয় গতিবিশেষে মোহনভাব ভ্রমের ন্যায় কোন বিচিত্র দশা প্রাপ্ত হইলে দিব্যোন্মাদ হন। উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্পাদি তাহারই বহুভেদ মাত্র।

বিজয়। উদ্‌ঘূর্ণা কি?

গোস্বামী। বহুবিধ বিবশতারূপ চেষ্টাকে বিলক্ষিত করিয়া উদ্‌ঘূর্ণা হয়। কৃষ্ণ মথুরা গেলে রাধিকার উদ্‌ঘূর্ণা হইয়াছিল।

বিজয়। চিত্রজল্প কি?

গোস্বামী। প্রেষ্ঠ ব্যক্তির কোন সুহৃদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে গূঢ় রোষোদ্ভূত অনেক ভাবময় তীব্র উৎকণ্ঠা পর্য্যন্ত জল্পনাকে চিত্রজল্প কহা যায়।

বিজয়। চিত্রজল্পের কতগুলি অঙ্গ?

গোস্বামী। প্রজল্প, পরিজল্পিত, বিজল্প, উজ্জল্প, সংজল্প, অবজল্প, অভিজল্প, আজল্প, প্রতিজল্প ও সুজল্প ভেদে চিত্রজল্পের দশটী অঙ্গ। ইহা দশম স্কন্ধে ভ্রমর গীতায় প্রকাশিত হইয়াছে।

বিজয়। প্রজল্প কি?

গোস্বামী। চিত্রজল্প অসংখ্যভাব বিচিত্রতার চমৎকৃতি জনিত সুদুস্তর হইলে ও তাহার কিছু অঙ্গ বলা যায়। অসূয়া, ঈর্ষা এবং মদযুক্ত অবজ্ঞা মুদ্রা দ্বারা প্রিয় ব্যক্তির অকৌশল প্রকাশ করার নাম প্রজল্প।

বিজয়। পরিজল্পিত কি?

গোস্বামী। হৃদয়নাথের নির্দ্দয়তা, শঠতা ও চাপলাদি দোষ প্রতিপাদন পূর্ব্বক ভঙ্গিক্রমে স্বীয় বিচক্ষণতা প্রকাশ করার নাম পরিজল্পিত।

বিজয়। বিজল্প কি?

গোস্বামী। গূঢ় মান মুদ্রা অন্তঃকরণে আছে, বাহ্যে কৃষ্ণের প্রতি অসূয়া কটাক্ষোক্তি করার নাম বিজল্প।

বিজয়। উজ্জল্প কি।

গোস্বামী। গর্ব্বমূলক ঈর্ষা দ্বারা কৃষ্ণের শঠতা কীর্ত্তন ও অসূয়ার সহিত সর্ব্বদা আক্ষেপ, তাহাই উজ্জল্প।

বিজয়। সংজল্প কি?

গোস্বামী। দুর্গম সোল্লুণ্ঠ অর্থাৎ গূঢ় পরিহাস আক্ষেপ দ্বারা কৃষ্ণের অকৃতজ্ঞতা স্থাপনই সংজল্প।

বিজয়। অবজল্প কি?

গোস্বামী। কৃষ্ণের প্রতি কাঠিন্য, কামিত্ব ও ধৌর্ত্ত্যবশতঃ আসক্তির অযোগ্যতা ভয় প্রায় ঈর্ষা দ্বারা ব্যক্ত হয়, তাহাই অবজল্প।

বিজয়। অভিজল্প কি?

গোস্বামী। কৃষ্ণ যখন পক্ষীগণকে ও খেদান্বিত করেন তখন তাঁহার প্রতি আসক্তি বৃথা, এইরূপ ভঙ্গি ক্রমে অনুতাপ বচনকে অভিজল্প বলেন।

বিজয়। আজল্প কি?

গোস্বামী। নির্ব্বেদ ক্রমে কৃষ্ণের কপটতা, দুঃখ প্রদত্ত এবং কৃষ্ণকথা ত্যাগ করিয়া অন্য কথার সুখদত্ব কীর্ত্তনই আজল্প।

বিজয়। প্রতিজল্প কি?

গোস্বামী। কৃষ্ণের মিথুনী ভাব দশ্ত্যাজ্য সুতরাং তাঁহার অন্য স্ত্রীগণের সহিত বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহার নিকটতা প্রাপ্তি অযুক্ত এই কথা বলা এবং প্রেরিত দূতকে সম্মান বাক্য বলাই প্রতিজল্প।

বিজয়। সুজল্প কি?

গোস্বামী। ঋজুতার নিবন্ধন গাম্ভীর্য্য, দৈন্য ও চপলতার সহিত উৎকণ্ঠা পূর্ব্বক কৃষ্ণ কথা জিজ্ঞাসাকে সুজল্প বলেন।

বিজয়। প্রভো! আমি কি মাদনের লক্ষণ জানিবার যোগ্য?

গোস্বামী। হ্লাদিনী সারপ্রেমা যখন সর্ব্বভাবোদ্গম দ্বারা উল্লাসযুক্ত হন তখনই তিনি পরাৎপর ভাবরূপ মাদন নামে খ্যাত হন। শ্রীরাধিকার সেই মাদনভাব নিত্য।

বিজয়। মাদনভাবে কি ঈর্ষা আছে।

গোস্বামী। মাদনভাবে ঈর্ষাভাব অত্যন্ত প্রবল। ঈর্ষার অযোগ্য চেতনা-শূন্য বস্তুর প্রতিও ঈর্ষা দেখা যায়। আবার সর্ব্বদা সংযোগেও কৃষ্ণ সম্বন্ধ গন্ধ যে সকল পাত্রে আছে তাহাদের প্রতি স্তবাদিও প্রসিদ্ধ। বনমালার প্রতি ঈর্ষাবাক্য এবং পুলিন্দীগণের স্তবই ইহার উদাহরণ।

বিজয়। কি অবস্থায় মাদন দেখা যায়?

গোস্বামী। এই মাদনরূপ বিচিত্রভাব সংযোগ লীলাই উদয় হয়। এই মাদনের বিলাসস্বরূপ নিত্যলীলা সহস্র সহস্র হইয়া বিরাজ করেন।

বিজয়। প্রভো! কোন মুনিবাক্যে এরূপ মাদনের নির্ণয় আছে কি?

গোস্বামী। মাদনরস অনন্ত। সুতরাং তাহার সম্পূর্ণ গতি অপ্রাকৃত মদনরূপ কৃষ্ণের পক্ষেও দুর্গম। সেই কারণেই শ্রীশুক মুনিও তাহা সম্যগ্‌ বর্ণন করিতে শক্ত হন নাই। রসবিস্তারক ভরতমুনি প্রভৃতির ত কথাই নাই।

বিজয়। একটী আশ্চর্য্য কথা শুনিলাম। রসস্বরূপ এবং রসের ভোক্তা স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণও সম্পূর্ণরূপে মাদনের গতি জানিতে পারেন না। এ কিরূপ?

গোস্বামী। কৃষ্ণই রস। তিনি অনন্ত, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান। কিছুই তাঁহার অগোচর, অপ্রাপ্য বা অঘটনীয় নাই। তিনি অচিন্ত্য ভেদাভেদ ধর্ম্মবশতঃ নিত্যই একরস ও বহুরস। এক রসে তিনি সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া আত্মারাম। তখন আর তাহা হইতে কিছু পৃথক্‌ রস রূপে থাকে না। আবার তিনি যুগপৎ বহুরস। সুতরাং আত্মগত রস ব্যতীত সে অবস্থায় পরগতরস ও আত্মপর যোগগত বিচিত্র রস হয়। শেষ দুই রসের অনুভবেই তাঁহার লীলাসুখ। পরগত রসই চরম বিস্তৃতি লাভ করিয়া পারকীয় রস। বৃন্দাবনে এই চরম বিস্তৃতি অত্যন্ত প্রস্ফুটিত। অতএব আত্মগত রসের অপরিজ্ঞাত পরম সুখবিশিষ্ট পারকীয় রসেই মাদন সীমা। ইহা বিশুদ্ধরূপে অপ্রকট লীলায় গোলোকে বর্ত্তমান। কিঞ্চিৎ মায়িক প্রত্যায়িত অবস্থায় ব্রজে বর্ত্তমান।

বিজয়। প্রভো! আমাতে আপনার যে কৃপা তাহা অসীম। এখন সংক্ষেপে সর্ব্বপ্রকার মধুর রসের নির্য্যাস পাইতে প্রার্থনা করি।

গোস্বামী। ব্রজদেবীগণে যে সকল ভাবভেদ তাহা প্রায়ই অলৌকিক। তর্কের অগোচর, সুতরাং বিচার পূর্ব্বক বলা যায় না। শাস্ত্রে শুনিয়া থাকি যে শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগে রাগ প্রকট হইয়াছিল। সেই রাগ স্থলবিশেষে অনুরাগ হইয়া স্নেহ। তাহা হইতে মান ও প্রণয় ক্রমশঃ প্রকাশ। সে সকল কথা স্থির হয় না। কিন্তু ইহা স্থির আছে যে সাধারণী রতিতে ধূমায়িত অবস্থাই অবধি। স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ পর্য্যন্ত সমঞ্জসার গতি। তাহাতে জলিতারূপে দীপ্তারতি। রূঢ়ে উদ্দীপ্তা এবং মোদনাদিতে সুদ্দীপ্তা রতি। ইহাও প্রায়িক বলিয়া জানিবে, কেন না দেশ কাল পাত্রাদি ভেদে বিপর্য্যয়ও দেখিতে পাইবে। সাধারণী রতি প্রেম পর্য্যন্ত যায়। সমঞ্জসা রতির অনুরাগ পর্য্যন্ত সীমা। সমর্থা রতি মহাভাব পর্য্যন্ত সীমা।

বিজয়। সখ্যরসে রতির গতি কতদূর?

গোস্বামী। নর্ম্ম বয়স্যদিগের রতি অনুরাগ পর্য্যন্ত সীমা লাভ করে। কিন্তু তন্মধ্যে সুবলাদির রতি মহাভাব পর্য্যন্ত সীমা প্রাপ্ত হয়।

বিজয়। স্থায়ীভাবের লক্ষণ যাহা পূর্ব্বে আজ্ঞা করিয়াছিলেন সেই লক্ষণ স্থায়ীভাব মহাভাব পর্য্যন্ত দেখিতেছি। স্থায়ীভাব যদ্যপি একই তত্ত্ব তবে কেন রসভেদ দেখা যায়।

গোস্বামী। স্থায়ীভাবের জাতিভেদে রসভেদ জন্মে। স্থায়ীভাব গূঢ় ব্যাপার লক্ষিত হয় না। যখন সামগ্রী সংযোগে রস হয়, তখনই তাহার জাতিভেদ লক্ষিত হয়। স্থায়ীভাব নিজ গূঢ় জাতি অনুসারে তদুপযোগী সামগ্রী সংগ্রহপূর্ব্বক তদনুরূপ রসতা প্রাপ্ত হয়।

বিজয়। মধুরাখ্য রতিতে কি নিত্যরূপে স্বকীয় ও পরকীয় জাতিভেদ আছে?

গোস্বামী। হাঁ, তাহাতে নিত্য স্বকীয় ও পারকীয় জাতি ভেদ আছে। সেরূপ ভেদ ঔপাধিক নয়। যদি সে ভেদকে ঔপাধিক বলা যায়, তবে মধুর রস প্রভৃতি রসকেও ঔপাধিক বলিতে হয়। যাঁহার যে নিত্য স্বভাবজ রস তাহাই তাঁহার নিত্য জাতিগত রস। তদনুরূপ তাঁহার রুচি, ভজন ও প্রাপ্তি। ব্রজেও স্বকীয় রস আছে। যাঁহারা কৃষ্ণে পতি অভিমান করেন, তাঁহাদের রুচি, সাধন, ভজন এবং প্রাপ্তি তদনুরূপ। দ্বারকায় স্বকীয়তা বৈকুণ্ঠগত তত্ত্ব। ব্রজের স্বকীয়তা গোলোকগত তত্ত্ব ভেদ এরূপ জানিবে। অথবা ব্রজনাথের অন্তঃস্থিত বাসুদেবপর সেই তত্ত্ব চরমে বৈকুণ্ঠেই যায় এরূপ জানিবে।

মহাপ্রেমে বিজয় দণ্ডবৎ করিয়া বাসায় গেলেন।

সপ্তত্রিংশদধ্যায়।

শৃঙ্গার রসবিচার।

বিজয় অন্ত ভাবের আস্বাদন করিতে করিতে শ্রীগুরুর পাদপদ্মে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! আমি বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব ও ব্যভিচারী ভাব বুঝিয়া লইয়াছি। স্থায়ীভাবের স্বরূপ বুঝিলাম। পূর্ব্বোক্ত সামগ্রী চতুষ্টয়কে স্থায়ী ভাবে মিলিত করিয়া ও রসোদয় করিতে পারি না। ইহার কারণ কি?

গোস্বামী। বিজয়! শৃঙ্গার নামা রসের স্বরূপ জানিলেই স্থায়ী ভাবের রসতা বুঝিতে পারিবে।

বিজয়। শৃঙ্গার কি?

গোস্বামী। অত্যন্ত শোভনময় মধুর রসের নাম শৃঙ্গার। তাহা দুই প্রকার অর্থাৎ বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ।

বিজয়। বিপ্রলম্ভের লক্ষণ জানিতে ইচ্ছা করি।

গোস্বামী। সংযুক্তই হউন বা অযুক্তই হউন যুবক যুবতীর অভীষ্ট যে আলিঙ্গনাদি তাহার অভাবে যে ভাব প্রকৃষ্টরূপে উদিত হয় তাহাই সম্ভোগের উন্নতিকারক বিপ্রলম্ভ নামক ভাব বিশেষ। বিপ্রলম্ভের অর্থ বিরহ বা বিয়োগ।

বিজয়। বিপ্রলম্ভ কিরূপে সম্ভোগের উন্নতি করেন?

গোস্বামী। রঞ্জিত বস্ত্রে পনরায় রং দিলে যেরূপ রাগ বৃদ্ধি হয় তদ্রূপ বিরহ দ্বারা পুন সম্ভোগে রসোৎকর্ষ হয়। বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগের পুষ্টি হয় না।

বিজয়। বিপ্রলম্ভ কত প্রকার?

গোস্বামী। পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেম বৈচিত্ত্য ও প্রবাস এই চতুর্ব্বিধ বিপ্রলম্ভ।

বিজয়। পূর্ব্বরাগ কি?

গোস্বামী। যুবক যুবতীর পরস্পর সঙ্গমের পূর্ব্বে যে দর্শন ও শ্রবণাদি জাত রতি উন্মীলিত হয় তাহাই পূর্ব্বরাগ।

বিজয়। দর্শন কত প্রকার?

গোস্বামী। কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন করা, চিত্রপটে তাঁহার রূপ দেখা, এবং স্বপ্নে তাঁহাকে দেখাকে দর্শন বলা যায়।

বিজয়। শ্রবণ কত প্রকার?

গোস্বামী। স্তুতিপাঠকবন্দী, সখী ও দূতী ইঁহাদের মুখে এবং গীতাদি হইতে যাহা শুনা যায় তাহাই শ্রবণ।

বিজয়। এই রতির উৎপত্তি কি হইতে হয়?

গোস্বামী। পূর্ব্বে অভিযোগাদি কয়েকটী রতি জন্মের হেতু নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, পূর্ব্বরাগে ও সেই সকলকে হেতু বলা যায়।

বিজয়। ব্রজ নায়ক নায়িকার মধ্যে কাহার পূর্ব্বরাগ প্রথমে হয়?

গোস্বামী। ইহাতে অনেক বিচার। সাধারণ স্ত্রী পুরুষের মধ্যে স্ত্রীলোকের লজ্জাদি অধিক থাকায় পুরুষই প্রথমে স্ত্রীকে অন্বেষণ করে। কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রেম অধিক বলিয়া মৃগাক্ষীদিগের পূর্ব্বরাগ অগ্রসর। ভক্তিশাস্ত্রে ভক্তের প্রথমে

পূর্ব্বরাগ জন্ম। ভগবানের রাগ পশ্চাৎবর্ত্তী। ব্রজদেবী সকল ভক্তের অবধি বলিয়া, তাঁহাদের পূর্ব্বরাগ অধিক চারুরূপে প্রথমে বর্ণিত হয়।

বিজয়। পূর্ব্বরাগে সঞ্চারিভাব কি কি?

গোস্বামী। ব্যাধি, শঙ্কা, অসূয়া, শ্রম, ক্লম, নির্ব্বেদ, ঔৎসুক্য, দৈন্য, চিন্তা, নিদ্রা, প্রবোধন, বিষাদ, জড়তা, উন্মাদ, মোহ, মৃত্যাদি ব্যভিচারী ভাব।

বিজয়। পূর্ব্বরাগ কয় প্রকার?

গোস্বামী। প্রৌঢ়, সমঞ্জস ও সাধারণ ভেদে পূর্ব্বরাগ ত্রিবিধ।

বিজয়। প্রৌঢ় পূর্ব্বরাগ কিরূপ?

গোস্বামী। সমর্থ রতিরূপ পূর্ব্বরাগই প্রৌঢ়। এই রাগে লালসাদি মরণ পর্য্যন্ত দশা হয়। সেই সেই সঞ্চারি ভাবের উৎকণ্ঠতা প্রযুক্ত ঐ সকল দশা হয়।

বিজয়। দশাগুলি বলুন?

গোস্বামী। লালসোদ্বেগজাগর্য্যস্তানবং জড়িমাত্র তু। বৈয়গ্র্যং ব্যাধি-রুন্মাদো মোহো মৃত্যু দশা দশ। অর্থাৎ লালসা, উদ্বেগ, জাগর্য্যা, তানব, জড়তা, ব্যগ্রতা, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু এই দশ দশা। প্রৌঢ়রাগে দশা সকল ও প্রৌঢ়।

বিজয়। লালসা কিরূপ?

গোস্বামী। অভীষ্ট প্রাপ্তির গাঢ় আকাঙ্ক্ষাই লালসা। তাহাতে ঔৎসুক্য, চাপল, ঘূর্ণা ও শ্বাসাদি হয়।

বিজয়। উদ্বেগ কি?

গোস্বামী। মনের চঞ্চলতাই উদ্বেগ। ইহাতে দীর্ঘনিশ্বাস, চপলতা, স্তম্ভ, চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ, স্বেদাদি উদিত হয়।

বিজয়। জাগর্য্যা কি?

গোস্বামী। জাগর্য্যার অর্থ নিদ্রা ক্ষয়। তাহাতে স্তম্ভ, শোষ ও রোগাদি উৎপন্ন হয়।

বিজয়। তানব কি?

গোস্বামী। শরীরের কৃশতাই তানব। ইহাতে দৌর্ব্বল্য ও শিরোভ্রমাদি হয়। কোন কোন ব্যক্তি তানব স্থানে বিলাপ পাঠ আছে বলেন।

বিজয়। জড়িমা কি?

গোস্বামী। ইষ্টানিষ্ট পরিজ্ঞানের অভাব, প্রশ্ন করিলে অনুত্তর এবং দর্শন ও শ্রবণশক্তির অভাব হইলে জড়িমা হয়।

বিজয়। বৈয়গ্র্য কি?

গোস্বামী। ভাব গাম্ভীর্য্যের বিক্ষোভ এবং অসহত্বাকে বৈয়গ্র্য বলা যায়। ইহাতে বিবেক, নির্ব্বেদ, খেদ ও অসূয়া থাকে।

বিজয়। ব্যাধি কিরূপ?

গোস্বামী। অভীষ্টালাভে দেহের পাণ্ডুতা ও উত্তাপ লক্ষণ ব্যাধি। শীতস্পৃহা, মোহ, নিশ্বাস পাতনাদি ইহাতে থাকে।

বিজয়। উন্মাদ কি?

গোস্বামী। সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বাবস্থায়, সকল সময়ে তন্মনস্কত্ব নিবন্ধন অন্য বস্তুতে সেই বস্তু বলিয়া যে ভ্রান্তি তাহাই উন্মাদ। ইষ্টদ্বেষ, নিশ্বাস, নিমেষ এবং বিরহাদি ইহাতে সম্ভব হয়।

বিজয়। মোহ কিরূপ?

গোস্বামী। চিত্তের বিপরীত গতিকে মোহ বলেন। নিশ্চলতা ও পতন ইহাতে ঘটে।

বিজয়। মৃত্যু কিরূপ?

গোস্বামী। সেই সেই প্রতিকারের দ্বারা যদি কান্তের সমাগম না হয় তাহা হইলে মদন পীড়া প্রযুক্ত মরণের উদ্যম ঘটিয়া থাকে। মৃতিতে স্বীয় প্রিয় বস্তু সকল বয়স্যার প্রতি সমর্পণ হয় এবং ভৃঙ্গ, মন্দবায়ু, জ্যোৎস্না, কদম্ব ইহাদের অনুভব হয়।

বিজয়। সমঞ্জস পূর্ব্বরাগ কিরূপ?

গোস্বামী। সমঞ্জস পূর্ব্বরাগ সমঞ্জসা রতির স্বরূপ। তাহাতে অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণ সঙ্কীর্ত্তন, উদ্বেগ, বিলাপের সহিত উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা ও মৃতি থাকে।

বিজয়। এস্থলে অভিলাষের আকার কি?

গোস্বামী। প্রিয় ব্যক্তির সঙ্গলিপ্সায় যে চেষ্টা তাহাই অভিলাষ। এই অভিলাষ নিজের ভূষণ গ্রহণ পর্য্যন্ত ব্যাপ্তিলাভ করতঃ রাগ প্রকটনাদি করেন।

বিজয়। এস্থলে চিন্তার আকার কি?

গোস্বামী। অভীষ্ট প্রাপ্তির উপায় সকলের ধ্যানই চিন্তা। শয্যা, বিবৃতি অর্থাৎ বিবরণ, নিশ্বাস ও নির্ল্লক্ষ্য দর্শনাদি ইহাতে লক্ষণ রূপ।

বিজয়। এস্থলে স্মৃতির আকার কি?

গোস্বামী। অনুভূত প্রিয়ব্যক্তি ও তৎসম্বন্ধীয় বিষয় চিন্তাই স্মৃতি। কম্প, অঙ্গ-বৈবশ্য, বাষ্প ও নিশ্বাসাদি ইহাতে লক্ষিত হয়।

বিজয়। গুণকীর্ত্তন কিরূপ?

গোস্বামী। সৌন্দর্য্যাদি গুণের শ্লাঘা করাকে গুণকীর্ত্তন বলে। কম্প, রোমাঞ্চ, কণ্ঠগদগদাদি ইহার অনুভাব। উদ্বেগ, বিলাপের সহিত উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা ও মৃতি এই ছয়টী সমঞ্জসা রতিতে যত টুকু সম্ভব হয় তাহাই সমঞ্জস পূর্ব্বরাগে পাওয়া যায়।

বিজয়। প্রভো! সাধারণ পূর্ব্বরাগ লক্ষণ বলুন?

গোস্বামী। যেরূপ সাধারণী রতি সেইরূপ সাধারণ সমঞ্জস রাগ। ইহাতে বিলাপ পর্য্যন্ত ছয়টী দশা কোমল ভাবে উদয় হয়। তাহার উদাহরণ সহজ বলিয়া বলিবার প্রয়োজন দেখি না। পূর্ব্বরাগে পরস্পর বয়স্তের হস্তে কামলেখ পত্র ও মাল্যাদি প্রেরণ হইয়া থাকে।

বিজয়। কামলেখ কি প্রকার?

গোস্বামী। কামলেখ নিরক্ষর ও সাক্ষরভেদে দুই প্রকার। প্রেম-প্রকাশক হইলেই কামলেখ হয়।

বিজয়। নিরক্ষর কামলেখ কিরূপ?

গোস্বামী। বর্ণবিন্যাসশূন্য রক্তবর্ণ পল্লবে অর্দ্ধচন্দ্ররূপ নখাঙ্কই নিরক্ষর কামলেখ।

বিজয়। সাক্ষর কি প্রকার?

গোস্বামী। প্রাকৃত ভাষায় গাথাময়ী লিপি স্বহস্তে লিখিত হইলে সাক্ষর কামলেখ হয়। কামলেখ হিঙ্গুলদ্রব, কস্তুরি ও মসী দ্বারা লিখিত হয়। তাহাতে বড় বড় পুষ্পদলকে পত্র করা হয়, কুঙ্কুমদ্রব দ্বারা মুদ্রাঙ্কণ হয়, পদ্মতন্তু দ্বারা বাঁধা হয়।

বিজয়। পূর্ব্বরাগের ক্রম কি?

গোস্বামী। কেহ কেহ বলেন যে প্রথমে নয়ন প্রীতি, পরে চিন্তা; পরে আসক্তি; পরে সঙ্কল্প; পরে নিদ্রাচ্ছেদ; পরে কৃশতা; পরে অন্য বিষয় নিবৃত্তি; পরে লজ্জা নাশ; পরে উন্মাদ; পরে মূর্চ্ছা; অবশেষে মৃত্যু। এইরূপ কাম-দশা হইয়া থাকে। পূর্ব্বরাগ নায়ক ও নায়িকা উভয়ের হইয়া থাকে। প্রথমে নায়িকার এবং পরে কৃষ্ণের।

বিজয়। মান কি?

গোস্বামী। পরস্পর অনুরক্ত দম্পতির একত্র অবস্থিতিকালে স্বীয় অভীষ্ট রূপ আলিঙ্গন বীক্ষণাদি রোধক ভাবকে মান বলে। মানে নির্ব্বেদ, শঙ্কা, ক্রোধ, চাপল, গর্ব্ব, অসূয়া, অবহিত্থা, গ্লানি এবং চিন্তা প্রভৃতি সঞ্চারিভাব আছে।

বিজয়। মানের আশ্রয় কি?

গোস্বামী। মানের আশ্রয় প্রণয়। প্রণয়ের পূর্ব্বে মান নামক রস হয় না। হইলে সঙ্কোচ হয়। সেই মান সহেতু ও নির্হেতু ভেদে দ্বিবিধ।

বিজয়। সহেতু মান কিরূপ?

গোস্বামী। প্রিয় ব্যক্তি বিপক্ষের বিশেষ আদর করিলে যে ঈর্ষা উদয় হয়, সেই ঈর্ষা প্রণয় মুখ্য হইয়া সহেতুমান হয়। প্রাচীন লোক বলিয়াছেন যে স্নেহ ব্যতীত ভয় হয় না। প্রণয় ব্যতীত ঈর্ষা হয় না। সুতরাং মান প্রকার মাত্রই নায়কনায়িকার প্রেমপ্রকাশক। যে নায়িকার হৃদয়ে সুসখ্যাদি বিরাজমান, বিপক্ষ বৈশিষ্ট্য অনুমান করিয়া তাঁহারই হৃদয়ে অসহিষ্ণুতা জন্মে। দ্বারকায় পারিজাত পুষ্পদান শুনিয়াও সত্যভামা ব্যতীত আর কোন মহিষীর হৃদয়ে মান উৎপন্ন হয় নাই।

বিজয়। বিপক্ষ বৈশিষ্ট্যানুভব কত প্রকার?

গোস্বামী। শ্রুত, অনুমিত ও দৃষ্টভেদে তাহা তিন প্রকার।

বিজয়। শ্রুত কিরূপ?

গোস্বামী। প্রিয় সখী ও শুকপক্ষী প্রভৃতির মুখ হইতে শ্রবণকে শ্রুত বিপক্ষবৈশিষ্ট্য বলা যায়।

বিজয়। অনুমিত বিপক্ষবৈশিষ্ট্য কি প্রকার?

গোস্বামী। ভোগাঙ্ক, গোত্রস্খলন এবং স্বপ্নে দর্শন হইতে অনুমিত হয়। প্রিয় ব্যক্তি এবং বিপক্ষের গাত্রে কামভোগের যে অঙ্ক (চিহ্ন) দেখা যায় তাহাই ভোগাঙ্ক। বিপক্ষের নামোচ্চারণে নায়িকাকে আহ্বান করার নাম গোত্রস্খলন। ইহাতে নায়িকার মরণাপেক্ষা দুঃখ হয়। কৃষ্ণ এবং বিদূষকের স্বপ্নে যে বিপক্ষ বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয় তাহাই স্বপ্নদৃষ্ট।

বিজয়। দর্শন কিরূপ।

গোস্বামী। অন্য নায়িকার সহিত নায়ক ক্রীড়া করিতেছেন এরূপ দেখাকে দর্শন বলেন।

বিজয়। নির্হেতু মান কিরূপ?

গোস্বামী। বস্তুতঃ কারণ নাই কিন্তু কোন প্রকার কারণাভাসই প্রণয়কে আশ্রয় করিলে তাহা নির্হেতু মানাবস্থা প্রাপ্ত হয়। প্রণয়ের পরিণামই সহেতুমান। প্রণয়ের বিলাসোদিত বৈভবই নির্হেতুমান। ইহাকেই প্রণয়মান বলা যায়। প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলেন সর্পের ন্যায় প্রেমের স্বভাব কুটিলাগতি। এই কারণেই নায়ক নায়িকার অহেতু ও সহেতু দুই প্রকার মান উদয় হয়। অবহিত্থাদিই এ রসের ব্যভিচারি ভাব।

বিজয়। নির্হেতুক মান কিরূপে উপশম হয়?

গোস্বামী। নির্হেতুক মান স্বয়ং উপশম হয়। কোন যত্নের প্রয়োজন হয় না। আপনিই হাস্যাদি উদয়ের সহিত নিবৃত্ত হয় কিন্তু সহেতুকমান সাম, ভেদ, ক্রিয়া, দান, নতি ও রসান্তরাশ্রয়ে উপেক্ষা দ্বারা উপশম হইয়া থাকে। বাষ্প মোক্ষণ ও হাস্যাদিই উপশমের লক্ষণ।

বিজয়। সাম কি?

গোস্বামী। প্রিয়বাক্য রচনের নাম সাম।

বিজয়। ভেদ কি?

গোস্বামী। ভেদ দুই প্রকার অর্থাৎ ভঙ্গিক্রমে নিজের মাহাত্ম্য প্রকাশ এবং সখিদিগের দ্বারা উপালম্ভ অর্থাৎ তিরস্কার প্রয়োগ।

বিজয়। দান কিরূপ?

গোস্বামী। ছলপূর্ব্বক ভূষণাদি প্রদানকে দান বলা যায়।

বিজয়। নতি কিরূপ?

গোস্বামী। দৈন্য আলম্বন পূর্ব্বক পদে পতিত হওয়ার নাম নতি।

বিজয়। উপেক্ষা কিরূপ?

গোস্বামী। সামাদি দ্বারা মানভঙ্গ হইল না দেখিয়া তুষ্ণীং ভাব গ্রহণ করার নাম উপেক্ষা। অন্যার্থ সূচক বাক্য দ্বারা প্রসন্ন কারক উক্তিক্রমে ললনাদিগকে প্রসন্ন করানকে ও কেহ কেহ উপেক্ষা বলেন।

বিজয়। আপনি যে রসান্তর শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার কি অর্থ?

গোস্বামী। আকস্মিক ভয়াদির দ্বারা প্রস্তুত করার নাম রসান্তর। ঐ রসান্তর যাদৃচ্ছিক ও বুদ্ধিপূর্ব্বিক দুই প্রকার হয়। আপনি যাহা ঘটে তাহা যাদৃচ্ছিক এবং প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধি দ্বারা যাহা করা যায় তাহা বুদ্ধিপূর্ব্বক।

বিজয়। আর কোন উপায়ে মানভঙ্গ হয়?

গোস্বামী। দেশ কাল বলে এবং মুরলীরবে। অন্য উপায় ব্যতীত ও ব্রজললনাদিগের মান ভঙ্গ হয়। লঘুমান অল্পায়াস সাধ্য। মধ্যমমান যত্নসাধ্য। দুর্জ্জয় মান উপায়ের দ্বারা প্রশমিত করা দুঃসাধ্য। মানে কৃষ্ণের প্রতি এই সকল উক্তি হয় যথা। বাম, দুর্লীলশিরোমণি, কপটরাজ, কিতবরাজ, খলশ্রেষ্ঠ, মহাধূর্ত্ত, কঠোর, নির্লজ্জ, অতি দুর্ল্ললিত, গোপী কামুক, রমণীচোর, গোপীধর্ম্ম-নাশক, গোপসাধ্বীবিড়ম্বক, কামুকেশ্বর, গাঢ়তিমির, শ্যাম, বস্ত্রচোর, গোবর্দ্ধন, উপত্যকার তস্কর।

বিজয়। প্রেমবৈচিত্ত্য কি প্রকার?

গোস্বামী। প্রিয়সন্নিধানে থাকিয়া ও প্রেমের উৎকর্ষবশতঃ বিশেষবুদ্ধি জনিত যে আর্ত্তি তাহাই প্রেমবৈচিত্ত্য। প্রেমোৎকর্ষ দ্বারা এক প্রকার ঘূর্ণা উদয় হয়, তাহাই ভ্রান্তিরূপে বিয়োগবুদ্ধি আনিয়া ফেলে। চিত্তের অস্বাভাবিক ভাবই বৈচিত্ত্য।

বিজয়। প্রবাস কিরূপ?

গোস্বামী। পূর্ব্বে সঙ্গম ছিল। সম্প্রতি নায়ক ও নায়িকার যে দেশান্তর, গ্রামান্তর, রসান্তর ও স্থানান্তররূপ ব্যবধান উপস্থিত হয়, তাহাকে প্রবাস বলেন। এই প্রবাসরূপ বিপ্রলম্ভে হর্ষ, গর্ব্ব, মদ, ব্রীড়া, ত্যাগ করিয়া অন্য সমস্ত শৃঙ্গার-যোগ্য ব্যভিচারীভাব হয়। বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাস, অবুদ্ধি পূর্ব্বক প্রবাসভেদে তাহা দুই প্রকার।

বিজয়। বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাস কি প্রকার?

গোস্বামী। কার্য্যানুরোধে দূরে গমনের নাম বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাস। স্বভক্ত প্রীণনই কৃষ্ণের কার্য্য। কিঞ্চিৎদূরে এবং সুদূরে গমনভেদে প্রবাস দুই প্রকার। সুদূর প্রবাস ভাবী, অর্থাৎ ভবিষ্যৎ ভবন অর্থাৎ বর্ত্তমান ও ভূতভেদে ত্রিবিধ। সুদূর প্রবাসে পরস্পর সম্বাদ প্রেরণ হয়।

বিজয়। অবুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাস কিরূপ?

গোস্বামী। পারতন্ত্র্য বশতঃ যে প্রবাস হয় তাহাই অবুদ্ধি পূর্ব্বক। দিব্য অদিব্যাদি ঘটনা জনিত পারতন্ত্র্য অনেক প্রকার। প্রবাসে চিন্তা, জাগর, উদ্বেগ তানব, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ, মৃত্যু দশ দশা হয়। কৃষ্ণের প্রবাস বিপ্রলম্ভে ঐ সকল দশা উপলক্ষণরূপে হয়। বিজয়! প্রেমভেদে দশা-ভেদ তত্তৎ প্রেমের অনুভাবরূপে সম্ভব হয়। করুণাবিষয়ক বিপ্রলম্ভ সমস্তই প্রবাসবিশেষ বলিয়া করুণা লক্ষণ পৃথক্‌রূপে করা যায় নাই।

বিজয়, বিপ্রলম্ভ বিষয়ে সকল কথা চিন্তা করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন যে বিপ্রলম্ভ রস স্বতঃসিদ্ধ নয়। তাহা কেবল সম্ভোগ রসের পুষ্টি করে। যদিও জড়বদ্ধ জীবের পক্ষে বিপ্রলম্ভ রস বিশেষরূপে উদয় হইয়া অবশেষে সম্ভোগরসের অনুকূল হয় তথাপি নিত্যরসে কিছু কিছু বিপ্রলম্ভ অবস্থিত থাকিবে; নতুবা বিচিত্রলীলা সম্ভব হইবে না।

অষ্টত্রিংশদধ্যায়।

শৃঙ্গার রস।

করযোড় পূর্ব্বক বিজয় শ্রীগুরুদেবকে সম্ভোগ রসের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিতে লাগিলেন।

গোস্বামী। কৃষ্ণলীলা প্রকট ও অপ্রকটভেদে দুই প্রকার। বিপ্রলম্ভ রসে যে বিরহাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে তাহা প্রকটলীলা অনুসারে কথিত হইয়াছে। সদা রাসাদি বিভ্রমের সহিত বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজদেবীদিগের কখনই বিরহ হয় না। মথুরা মাহাত্ম্যে কথিত আছে যে গোপ গোপিকা সঙ্গে তথায় কৃষ্ণ ক্রীড়া করেন। ক্রীড়তি এই বর্ত্তমান প্রয়োগে বৃন্দাবনে কৃষ্ণ ক্রীড়া নিত্য ইহাই জানিতে হইবে। সুতরাং গোলোক বা বৃন্দাবনের অপ্রকট লীলায় কৃষ্ণ লীলার দূরপ্রবাসগত বিরহত্ব নাই। সম্ভোগই নিত্য। দর্শন আলিঙ্গনাদির আনুকূল্য ভাব নিষেবণ দ্বারা যুবতীর উল্লাস আরোহণপূর্ব্বক যে বিচিত্র ভাব হয় তাহাই সম্ভোগ। মুখ্য গৌণ ভেদে সেই সম্ভোগ দ্বিবিধ।

বিজয়। মুখ্য সম্ভোগ কিরূপ?

গোস্বামী। জাগ্রদবস্থায় যে সম্ভোগ তাহাই মুখ্য। সেই মুখ্য সম্ভোগ চতুর্ব্বিধ। পূর্ব্বরাগের পর যে সম্ভোগ তাহা সংক্ষিপ্ত। মানের পর যে সম্ভোগ তাহা সংকীর্ণ। কিয়ৎ দূর প্রবাসের পর যে সম্ভোগ তাহা সম্পন্ন এবং সুদূর প্রবাসের পর যে সম্ভোগ তাহা সমৃদ্ধিমান।

বিজয়। সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ কিরূপ?

গোস্বামী। ভয়, লজ্জা ইত্যাদি দ্বারা যুবক যুবতী যে সংক্ষিপ্ত উপচার অর্থাৎ পরিপাটী নিষেবণ করেন তাহাই সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ।

বিজয়। সংকীর্ণ সম্ভোগ কি?

গোস্বামী। যে স্থলে অপ্রিয় প্রতিবন্ধাদির স্মরণাদি ক্রমে সংকীর্য্যমাণ উপচার হয়, কিঞ্চিত্তপ্তেক্ষু চর্ব্বণের ন্যায়, সেস্থলে সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ।

বিজয়। সম্পন্ন সম্ভোগ কি ?

গোস্বামী। প্রবাস হইতে কান্ত আসিলে যে মিলিত সম্ভোগ হয় তাহাই সম্পন্ন সম্ভোগ। তাহাও আগতি ও প্রাদুর্ভাব ভেদে দুই প্রকার। লৌকিক ব্যবহারে যে আগমন তাহাই আগতি। প্রেমসংরম্ভবিহ্বল প্রিয়তমাদিগের সম্মুখে কৃষ্ণের অকস্মাৎ যে আবির্ভাব তাহাই প্রাদুর্ভাব। প্রাদুর্ভাবেই সর্ব্বাভীষ্ট সুখোৎসব হয়।

বিজয়। সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ কি ?

গোস্বামী। যুবক যুবতীর পরস্পর দর্শন দুর্ল্লভ কেননা পারতন্ত্রবশতঃ তাহা সংঘটনীয় সর্ব্বদা হয়না। সেই পারতন্ত্র হইতে বিমুক্ত হইয়া অতিরিক্ত উপভোগকে সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ বলা যায়। সম্ভোগ রস ছন্ন ও প্রকাশ ভেদে দুই প্রকার সেই ভেদ এখানে আর বলিবার প্রয়োজন নাই।

বিজয়। গৌণ সম্ভোগ কিরূপ ?

গোস্বামী। কৃষ্ণের লীলা বিশেষ যাহা স্বপ্নে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা গৌণ। সামান্য ও বিশেষ ভেদে স্বপ্ন দুই প্রকার। সুতরাং গৌণ সম্ভোগও দুই প্রকার। ব্যভিচারী ভাবের মধ্যে যে স্বপ্ন তাহাই সামান্য। বিশেষ স্বপ্ন সম্ভোগ জাগর্য্যা হইতে অদ্ভুতরূপে নির্ব্বিশেষ। অর্থাৎ জাগর্য্য সম্ভোগ যেরূপ সেইরূপ। এই রস ভাবোৎকণ্ঠাময়। পূর্ব্বোক্ত স্বপ্ন সংক্ষিপ্ত, স্বপ্ন সংকীর্ণ, স্বপ্ন সম্পন্ন ও স্বপ্ন সমৃদ্ধিমান রূপ চারিপ্রকার ভেদ ইহাতেও আছে।

বিজয়। স্বপ্নে বস্তুত কোন ঘটনা হয় না। তাহাতে কিরূপে সমৃদ্ধিমান সম্ভোগের সম্ভোগ হয় ?

গোস্বামী। জাগর ও স্বপ্নের স্বরূপ একই প্রকার। ঊষা ও অনিরুদ্ধের যেরূপ অবাধিত স্বপ্ন, তদ্রূপ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ প্রিয়দিগের ও অবাধিত স্বপ্ন আছে। সুতরাং সিদ্ধ ভক্তদিগের পরমাদ্ভুত স্বপ্নে জাগরের ন্যায় ভূষণাদি প্রাপ্তি দেখা যায়। স্বপ্নও দুই প্রকার। জাগরায়মান স্বপ্ন এবং স্বপ্নায়মান জাগর। সমাধিরূপ চতুর্থ অবস্থা অতিক্রম করিয়া প্রেমময়ী পঞ্চম অবস্থা প্রাপ্ত গোপীদিগের যে স্বপ্ন তাহা রজোগুণজনিত স্বপ্নের ন্যায় নয়। অর্থাৎ তাহাদের স্বপ্ন অপ্রাকৃত, নির্গুণ ও পরম সত্য। অতএব কৃষ্ণের বিলাস এইরূপ অদ্ভুত বিচিত্র স্বপ্ন বিলাসে প্রিয়াদিগকে স্বপ্ন সম্ভোগ করান।

বিজয়। সম্ভোগের বিশেষ নিরূপণ করুন।

গোস্বামী। সম্ভোগের বিশেষ এই সকল। সন্দর্শন, জল্প, স্পর্শন, বর্ম্ম রোধন পথবন্ধ করা, রাস, বৃন্দাবন ক্রীড়া, যমুনাজলকেলি, নৌকা খেলা, পুষ্প, চৌর্য্যলীলা, ঘট্ট (দানলীলা), কুঞ্জে লুকাচুরি খেলা, মধুপান, কৃষ্ণের স্ত্রীবেশ ধারণ, কপট নিদ্রা, দ্যূতক্রীড়া, বস্ত্রাকর্ষণ, চুম্বন, আলিঙ্গন, নখার্পণ, বিম্বাধর সুধাপান ও নিধুবন রমণাদি সম্প্রয়োগ।

বিজয়। প্রভো! লীলা বিলাস এক প্রকার এবং সংপ্রয়োগ অন্য প্রকার। এই দুইয়ের মধ্যে কিসে অধিক সুখ?

গোস্বামী। সম্প্রয়োগ অপেক্ষা লীলা বিলাসে অধিক সুখ।

বিজয়। প্রেয়সীদিগের কৃষ্ণের প্রতি প্রণয়োক্তি কি প্রকার?

গোস্বামী। সখীগণ কৃষ্ণকে এইরূপে প্রণয় সম্বোধন করেন। হে গোকুলানন্দ! হে গোবিন্দ! হে গোষ্ঠেন্দ্রকুলচন্দ্র! হে প্রাণেশ্বর! হে সুন্দরোত্তংস! হে নাগরশিরোমণি! হে বৃন্দাবনচন্দ্র! হে গোকুলরাজ! হে মনোহর!

বিজয়। প্রভো! কৃষ্ণলীলা প্রকট ও অপ্রকট ভেদে দুই প্রকার হইলেও একই তত্ত্ব। কিন্তু প্রকট ব্রজলীলা কয় প্রকার।

গোস্বামী। প্রকট ব্রজলীলা নিত্য নৈমিত্তিক ভেদে দুই প্রকার। ব্রজে অষ্টকালীয়া লীলাই নিত্য। পূতনা বধাদি ও দূর প্রবাসাদি নৈমিত্তিক লীলা।

বিজয়। প্রভো! আমি নিত্যলীলা নির্দ্দেশ জানিতে ইচ্ছা করি।

গোস্বামী। বিজয়! তুমি সেই লীলা ঋষিগণ যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন তাহা শুনিবে কি শ্রীমদ্‌গোস্বামীগণ যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন তাহা শুনিবে।

বিজয়। ঋষিদিগের সংস্কৃত বাক্য শুনিতে ইচ্ছা করি।

গোস্বামী। নিশান্তঃ প্রাতঃ পূর্ব্বাহ্নো মধ্যাহ্নশ্চাপরাহ্নকঃ।
সায়ং প্রদোষরাত্রিশ্চ কালাষ্টৌ চ যথাক্রমং।
মধ্যাহ্নো যামিনী চোভৌ যন্মুহূর্ত্তমিতৌ স্মৃতৌ।
ত্রিমুহূর্ত্তমিতো জ্ঞেয়া নিশান্তপ্রমুখাঽপরে॥

নিশান্ত, প্রাত, পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন সায়ং, প্রদোষ ও রাত্রিলীলা ভেদে লীলা অষ্টকালীন। রাত্রিলীলা ও মধ্যাহ্নলীলা ছয় ছয় মুহূর্ত্ত। অন্য সকল লীলাই তিন তিন মুহূর্ত্ত। দুই দণ্ডে এক মুহূর্ত্ত। সনৎকুমার সংহিতায় সদাশিব এই অষ্টকালীয় লীলা অনুসারে যে সেবা নিরূপণ করিয়াছেন তাহা হইতেই লীলা বোধ করা যায়।

বিজয়। প্রভো! আমি কি সেই জগদ্গুরু সদাশিব বাক্যগুলি শুনিতে পারি?

গোস্বামী। শুন, সদাশিব উবাচ। পারকীয়াভিমানিন্যস্তথাস্য চ প্রিয়াঃ জনা। প্রচুরেণৈব ভাবেন রময়ন্তি নিজং প্রিয়ং। আত্মানং চিন্তয়েত্তত্র তাসাং মধ্যে মনোরমাং। রূপ-যৌবনসম্পন্নাং কিশোরীং প্রমোদাকৃতিং। নানা-শিল্প-কলাভিজ্ঞাং কৃষ্ণভোগানুরূপিণীং। অর্থিতামপি কৃষ্ণেণ ততো ভোগপরাঙ্মুখীং। রাধিকানুচরীং নিত্যং তৎসেবনপরায়ণাং। কৃষ্ণাদপ্যধিকং প্রেম রাধিকায়াং প্রকুর্ব্বতীং। প্রীত্যানুদিবসং যত্নাত্তয়োঃ সঙ্গমকারিণীং। তৎসেবনসুখাস্বাদ-ভরেণাতিসুনির্বৃতাং। ইত্যাত্মানং বিচিন্ত্যৈব তত্র সেবাং সমাচরেৎ। ব্রাহ্মং মুহূর্ত্তমারভ্য যাবত্তু স্যান্মহানিশি।

বিজয়। নিশান্তলীলা কিরূপ?

গোস্বামী। শ্রীবৃন্দা উবাচ। মধ্যে বৃন্দাবনে রম্যে পঞ্চাশৎকুঞ্জমণ্ডিতে। কল্পবৃক্ষনিকুঞ্জেষু দিব্যরত্নময়ে গৃহে। নিদ্রিতৌ তিষ্ঠতস্তল্পে নিবিড়ালিঙ্গিতৌ মিথঃ। মদাজ্ঞাকারিভিঃ পশ্চাৎ পক্ষিভির্বোধিতাবপি। গাঢ়ালিঙ্গননির্ভেদ-মাপ্তৌ তদ্ভঙ্গকাতরৌ। নো মাতং কুরুতস্তল্পাৎ সমুত্থাতুং মনাগপি। ততশ্চ শারিকা শব্দৈঃ শুকশব্দৈশ্চ তৌ মুহুঃ। বোধিতৌ বিবিধৈর্বাক্যৈঃ স্বতল্পাদুদতিষ্ঠতাং। উপবিষ্টৌ ততো দৃষ্ট্বা সখ্যস্তল্পে মুদান্বিতৌ। প্রবিশ্য চক্রিরে সেবাং তৎকালস্যোচিতাং তয়োঃ। পুনশ্চ শারিকা বাক্যৈরুত্থায় তৌ স্বতল্পতঃ। আগতৌ স্ব স্ব ভবনং ভীত্যুৎকণ্ঠাকুলৌ মিথঃ।

বিজয়। প্রাতর্লীলা কিরূপ?

গোস্বামী। প্রাতশ্চ বোধিতো মাত্রা তল্পাদুত্থায় সত্বরঃ। কৃত্বা কৃষ্ণো দন্তকাষ্ঠং বলদেবসমন্বিতং। মাত্রানুমোদিতো যাতি গোশালং দোহনোৎসুকঃ। রাধাপি বোধিতা বিপ্রবয়স্যাভিঃ স্বতল্পতঃ। উত্থায় দন্তকাষ্ঠাদি কৃত্বাঽভ্যঙ্গং সমাচরেৎ। স্নানবেদীং ততো গত্বা স্নাপিতা ললিতাদিভিঃ। ভূষণৈর্বিবিধৈর্দিব্যৈ র্গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ। ততশ্চ স্বজনৈস্তস্যাঃ শুশ্রূষাং প্রাপ্য যত্নতঃ। পক্তুমাহূয়তে শ্বশ্রূং সা সখী সা যশোদয়া। নারদ উবাচ। কথমাহূয়তে দেবী পাকার্থং সা যশোদয়া। সতীষু পাককর্ত্রীষু রোহিণী প্রমুখাস্বপি। শ্রীবৃন্দা উবাচ। দুর্ব্বাসসা স্বয়ং দত্তো বরস্তস্য মুদা মুনে। ইতি কাত্যায়নী বক্ত্রাৎ শ্রুত-মাসীন্ময়া পুরা। ত্বয়া যৎপচ্যতে দেবি তদন্নং মদনুগ্রহাৎ। মিষ্টং স্বাদ্বমৃত-স্পর্দ্ধিভোক্তুরায়ুষ্করং তথা। ইত্যাহ্বয়তি তাং নিত্যং যশোদা পুত্রবৎসলা।

আয়ুষ্মান্ মে ভবেৎ পুত্রঃ স্বাদুলোভাত্তয়া ইতি। শ্বশ্রানুমোদিতা সাপি হৃষ্টা নন্দালয়ং ব্রজেৎ। সসখী প্রকরাস্তত্র গত্বা পাকং করোতি চ। কৃষ্ণোপি দুগ্ধং গাঃ কাশ্চিৎ দোহয়িত্বা জনৈঃ পরা। আগচ্ছতি পিতুর্ব্বাক্যাৎ স্বগৃহং সখিভির্বৃতঃ। অভ্যঙ্গমর্দনং কৃত্বা দাসৈঃ সংপ্লাবিতো মুদা। ধৌতবস্ত্রধরঃ স্রগ্বী চন্দনাক্তকলেবরঃ। দ্বিবস্ত্র বদ্ধকেশশ্চ গ্রীবা-লোভাপরিস্ফুরং। চন্দ্রাকারস্ফুরদ্ভালস্থিলকালোক-রঞ্জিতঃ। কঙ্কনাঙ্গদ-কেয়ূর-রত্নমুদ্রা-লসৎকরঃ। মুক্তাহারস্ফুরদ্বক্ষঃ মকরাকৃতি-কুণ্ডলঃ। মুহুরাকারিতো মাত্রা প্রবিশেদ্ভোজনালয়ং। অবলম্ব্য করং সখ্যুর্বলদেব-মনুব্রতঃ। ভুক্ত্বা চ বিবিধান্নানি মাত্রা চ সখিভির্বৃতঃ। হাসয়ন্ বিবিধৈর্হাসৈঃ সখীংস্তৈর্হসতি স্বয়ং। ইত্থং ভুক্ত্বা তথাচম্য দিব্যখট্টোপরি ক্ষণং। বিশ্রমেৎ সেবকৈর্দত্তং তাম্বূলং বিভজন্নদন্।

বিজয়। পূর্ব্বাহ্নলীলা বলুন।

গোস্বামী। গোপবেশধরঃ কৃষ্ণো ধেনুবৃন্দপুরঃসরঃ। ব্রজবাসীজনৈঃ প্রীত্যা সর্ব্বৈরনুগতঃ পথি। পিতরং মাতরং নত্বা নেত্রান্তেন প্রিয়াগণং। যথাযোগ্যং তথা চান্যান্ স নিবর্ত্ত্য বনং ব্রজেৎ। বনং প্রবিশ্য সখিভিঃ ক্রীডয়িত্বা ক্ষণং ততঃ। বঞ্চয়িত্বা চ তান্ সর্ব্বান্ দ্বিত্রৈঃ প্রিয়সখৈর্যুতঃ। সাঙ্কেতকং ব্রজেদ্ধর্ষাৎ প্রিয়া-সন্দর্শ-নোৎসুকঃ।

বিজয়। মধ্যাহ্নলীলা বর্ণন করুন।

গোস্বামী। সাপি কৃষ্ণে বনং যাতে দ্রষ্টুং তং বনমাগতা। সূর্য্যাদিপূজা-ব্যাজেন কুসুমাদ্যাহৃতিচ্ছলাৎ। বঞ্চয়িত্বা গুরূন্ যাতি প্রিয়সঙ্গেচ্ছয়া বনং। ইত্থং তৌ বহুযত্নেন মিলিত্বা সগণং ততঃ। বিহারৈর্বিবিধৈস্তত্র বনে বিক্রীডতো মুদা। হিন্দোলিকা সমারূঢৌ সখিভির্দোলিতৌ ক্বচিৎ। ক্বচিদ্বেণুং করন্যস্তং প্রিয়য়াচরতি হরিঃ। অন্বেষয়ন্নুপালব্ধো বিপ্রলব্ধো প্রিয়াগণৈঃ। হাসিতো বহুধা তাভির্হৃতসত্য ইব তিষ্ঠতি। বসন্তঋতুনা জুষ্টং বনখণ্ডং ক্বচিন্মুদা। প্রবিশ্য চন্দনাম্ভোভিঃ কুমকুমাদি জলৈরপি। বিসিঞ্চতো যন্ত্রমুক্তৈস্তৎপঙ্কৈর্লিম্পতো মিথঃ। সখ্যোপ্যেবং বিসিঞ্চন্তি তাশ্চ তৌ সিঞ্চতঃ পুনঃ। তথান্যাসু ঋতুজুষ্টা ক্রীড়তো বনরাজিষু। তৎকথালোচিতৈর্নানা বিহারৈঃ সগণো দ্বিজ। শ্রান্তৌ কাচিদ্বৃক্ষমূলমাসাদ্য মুনিসত্তম। উপবিশ্যাসনে দিব্যে মধুপানং প্রচক্রতুঃ। ততো মধুমদোন্মত্তৌ নিদ্রয়া মিলিতেক্ষণৌ। মিথঃপাণি সমালম্ব্য কামবাণ-প্রসঙ্গতৌ। রিরংসুর্বিশতঃ কুঞ্জে স্খলৎপাদাব্জকৌ পথি। বিক্রীড়তুস্তত্র তত্র করিণ্যো গৃথপৌ যথা। সাখ্যোপি মধুভিমত্তা নিদ্রয়া পীড়িতেক্ষণাঃ। অভিতঃ কুঞ্জপুঞ্জেষু সর্ব্বতঃ পরি-

তস্থিরে। পৃথগেন চ বপুষা কৃষ্ণোপি যুগপদ্বিভুঃ। সর্ব্বাসাং সন্নিধিং গচ্ছেৎ প্রয়াণাং পল্লিতো মুহুঃ। রময়িত্বা চ তাঃ সর্ব্বাঃ করিণী গজরাড়িব। প্রিয়াং গত্বা তয়া তাভিঃ ক্রীড়িতাভিঃ সরো ব্রজেৎ। শ্রীনারদ উবাচ। বৃন্দে শ্রীনন্দপুত্রস্য মাধুর্য্য-ক্রীড়নে কথং। ঐশ্বর্য্যস্য প্রকাশোভূৎ ইতি মে ছিন্দি সংশয়ং। শ্রীবৃন্দা উবাচ। মুনে মাধুর্য্যমপ্যস্তি লীলাশক্তিঃ হরেস্তু সা। তয়া পৃথক্ ক্রীড়দেগাপ গোপিকাভিঃ সমং হরিঃ। রাধয়া সহ রূপেণ নিজেন রমতে স্বয়ং। ইতি মাধুর্য্যলীলায়াঃ শক্তির্নত্বাশতা হরেঃ। জলসেকৈর্মিথস্তত্র ক্রীড়িত্বা স্বগণৈস্ততঃ। রাসঃ স্রক্‌চন্দনৈর্দিব্যৈর্ভূষণৈরপি ভূষিতৌ। তত্রৈব সরসস্তীরে মণি-দিব্যময়ে গৃহে। অগ্নতঃ ফলমূলানি কল্পিতানি ময়ৈরপি। হরিস্তু প্রথমং ভুক্তঃ কান্তয়া পরিসেবিতং। বিশ্রাম্ভঃ সেবিতো গচ্ছেচ্ছায়াং পুষ্পাবিনির্ম্মিতাং। তাম্বূলৈ র্ব্যজনৈস্তত্র পাদসম্বাহনাদিভিঃ। সেব্যমান সমস্তাভির্মোদিতঃ প্রেয়সীং স্মরন্। শ্রীরাধাপি হরৌ সুপ্তে সঙ্গিনী মোদিতাস্তয়া। কান্তদত্তং প্রীতমনা উচ্ছিষ্টং বুভুজে ততঃ। কিঞ্চিদেব ততো ভুক্ত্বা ব্রজেৎ শয্যা নিকেতনং। দ্রষ্টুং কান্তমুখা-ম্ভোজং চকোরীব নিশাকরং। তাম্বূল চর্ব্বিতং তস্য তত্র তাভির্নিবেদিতং। তাম্বূলমপি চাশ্নন্তি বিভজে তৎপ্রিয়ালিভিঃ। কৃষ্ণোপি তাসাং শুশ্রুবুঃ স্বচ্ছন্দ ভাষিতং মিথঃ। প্রাপ্তনিদ্র ইবাভাতি বিনিদ্রোপি পটাবৃতঃ। তাশ্চ কেলীক্ষণং কৃত্বা মিথঃ কান্তকথাশ্রয়া। ব্যাজনিদ্রাং হরের্জ্ঞাত্বা কুতশ্চিদনুমানতঃ। বিসৃশ্য বদনং দৃগ্‌ভিঃ পশ্যন্ত্যোহন্যমাননং। লীলা ইব লজ্জয়া স্যুঃ ক্ষণমপূর্ণ কিঞ্চন। ক্ষণা-দেব ততো বস্ত্রং দূরীকৃত্য তদঙ্গতঃ। সাধুনিদ্রাং ততোসীতি হাসয়ন্ত্যহসন্তি তৎ। এবং তৌ বিবিধৈর্হাসৈ রম্যমাণৌ গণৈঃ সহ। অনুভূয় ক্ষণং নিদ্রা সুখঞ্চ মুনি-সত্তম। উপবিশ্যাসনে দিব্যে সগণৌ বিস্তৃতে মুদা। পণীকৃত্বা মিথোহারং চুম্বশ্লেষ পরিচ্ছদান্। অক্ষৈর্বিক্রীড়িতং প্রেম্না নর্ম্মালাপ পুরঃসরং। পরাজিতোপি প্রিয়য়া জিতমিত্যবদন্মৃষা। হারাদিগ্রহণে তস্যাঃ প্রবৃত্তস্তাড়াতে তয়া। তয়ৈব তাড়িতঃ কৃষ্ণঃ করোৎপলসরোরুহৈঃ। বিষণ্ণবদনো ভূত্বা গতশ্চ ইব নারদ। জিতোস্মি চ ত্বয়া দেবি গৃহ্যতাং মৎপণীকৃতং। চুম্বনাদি ময়া দত্তমিত্যুক্ত্বা চ তথাচরৎ। কৌটিল্যং তদ্‌ভ্রুবোর্দ্রষ্টুং শ্রোতুঞ্চ ভর্ৎসনং বচঃ। ততঃ শারী শুকানাঞ্চ শ্রুত্বা রাগাদিকং মিথঃ। নির্গচ্ছতস্ততস্থানাদ্গন্তুকামৌ গৃহং প্রতি। কৃষ্ণঃ কান্তা-মনুজ্ঞাপ্য গবামভিমুখং ব্রজেৎ। সা তু সূর্য্যগৃহং গচ্ছেৎ সখীমণ্ডলসংবৃতা। কিয়দ্দূরং ততো গত্বা পরাবৃত্ত্য হরিঃ পুনঃ। প্রবিবেশ সমাস্থায়াং যাতি সূর্য্যগৃহং প্রতি। সূর্য্যঞ্চ পূজয়েত্তত্র প্রার্থিতস্তৎসখীজনৈঃ। তথৈব কল্পিতৈর্বেদৈঃ

পরিহাসবিশারদৈঃ। ততস্তা ব্যথিতং কান্তং পরিজ্ঞায় বিচক্ষণা। আনন্দসাগরে লীলা ন বিদুঃ স্বং পরাপরং। বিহারৈর্বিবিধৈরেবং সার্দ্ধযামদ্বয়ং মুনে। নীত্বা গৃহং ব্রজেয়ুস্তাঃ স চ কৃষ্ণো গবাং ব্রজে।

বিজয়। অপরাহ্ণলীলা কিরূপ ?

গোস্বামী। সংগম্য সখঃ কৃষ্ণো গৃহীত্বা গাঃ সমন্ততঃ। আগচ্ছতি ব্রজং কর্ষন্ তত্রত্যান্ মুরলীরবৈঃ। ততো নন্দাদয়ঃ সর্ব্বে শ্রুত্বা বেণুরবং হরেঃ। গোধূলি পটলব্যাপ্তং দৃষ্ট্বা বাপি নভস্তলং। কৃষ্ণস্যাভিমুখং যান্তি কান্তং দ্রষ্টুং সমুৎসুকাঃ। রাধিকাপি সমাগত্য গৃহে স্নাত্বা বিভূষিতা। সম্পাদ্য কান্তভোগার্থং ভক্ষ্যাণি বিবিধানি চ। সখীসঙ্ঘযুতা যাতি কান্তং দ্রষ্টুং সমুৎসুকা। রাজমার্গে ব্রজদ্বারি যত্র সর্ব্ব দিবৌকসঃ। কৃষ্ণোপি তান্ সমাগম্য যথাবদনুপূর্ব্বশঃ। দর্শনৈঃ স্পর্শনৈর্বাপি স্মিতপূর্ব্বাবলোকনৈঃ। গোপবৃদ্ধান্ নমস্কারৈঃ কায়িকৈর্বাচিকৈরপি। সাষ্টাঙ্গপাতৈঃ পিতরৌ রোহিণীমপি নারদঃ। নেত্রান্ত সূচিতেনৈব বিনয়েন প্রিয়াং তথা। এবং তৈশ্চ যথাযোগ্যং ব্রজৌকোভিঃ প্রপূজিতঃ। গবালয়ং তথা গাশ্চ সংপ্রবিশ্য সমন্ততঃ। পিতৃভ্যাং মথিতো যাতি ভ্রাত্রা সহ নিজালয়ং। স্নাত্বা ভুক্ত্বা কিঞ্চিদত্র পিত্রা মাত্রানুমোদিতঃ। গবালয়ং পুনর্যাতি দোগ্ধুকামো গবাং পয়ঃ।

বিজয়। সায়ংলীলা কি ?

গোস্বামী। তাশ্চ দুগ্ধ্বা পুনঃ কৃষ্ণঃ দোহয়িত্বা চ কাশ্চন। পিত্রা সার্দ্ধং গৃহং যাতি পয়োভারশতানুগঃ। তত্রাপি মাতৃবৃন্দৈশ্চ তৎপুত্রৈশ্চ বলেন চ। সংভুক্তে বিবিধান্নানি চব্যচোষ্যাদিকানি চ।

বিজয়। প্রদোষলীলা কিরূপ ?

গোস্বামী। তন্মাতুঃপ্রার্থনাৎ পূর্ব্বং রাধয়াপি তদৈবহি। প্রস্থাপ্যন্তে সখীদ্বারা পক্কান্নানি তদালয়ং। শ্লাঘয়ংশ্চ হরিস্তানি ভুক্ত্বা পিত্রাদিভিঃ সহ। সভাগৃহং ব্রজেন্দ্রৈশ্চ জুষ্টং বন্ধুজনাদিভিঃ। পক্কান্নানি গৃহীত্বা তাঃ সখ্যস্তত্র সমাগতাঃ। বহুন্যেব পুনস্তানি প্রদত্তানি যশোদয়া। সখ্যা তত্র তয়া দত্তং কৃষ্ণোচ্ছিষ্টং তথারহঃ। সর্ব্বং তাভিঃ সমানীয় রাধিকায়ৈঃ নিবেদ্যতে। সাপি ভুক্ত্বা সখীবর্গযুতা তদনুপূর্ব্বশঃ। সখীভির্মণ্ডিতা তিষ্ঠেদভিসর্তুং সমুদ্যতা।

বিজয়। প্রভো ! রাত্রিলীলা শুনিতে লালসা হইতেছে।

গোস্বামী। বৃন্দা বদতি। প্রস্থাপ্যতে ময়া কাচিদতএব ততঃ সখী। এষ্যাভিসারিকাভিশ্চ যমুনায়াঃ সমীপতঃ। কল্পবৃক্ষে নিকুঞ্জেঽস্মিন্ দিব্যরত্নময়ে গৃহে। সিতকৃষ্ণ নিশাযোগ্য বেশয়িত্বা সখী যুতা। কৃষ্ণোপি বিবিধস্তত্র দৃষ্ট্বা

কৌতূহলং ততঃ। কৃত্বা তানি মনোজ্ঞানি শ্রুত্বাপি গীতকাণ্যপি। ধনধান্যাদিভিস্তাংশ্চ প্রীণয়িত্বা বিধানতঃ। জনৈরাকারিতো মাত্রা যাতি শয্যানিকেতনং। মাতরি প্রস্থিতায়াস্তু বহির্গত্বা ততো গৃহাৎ। সাঙ্কেতিতং কান্তয়াত্র সমাগচ্ছেদলক্ষিতঃ। তৌ মিলিত্বা ভুবাবত্র ক্রীড়তো বনরাজিষু। বিহারৈর্বিবিধৈ রাসলাস্য গীতপুরঃসরৈঃ। সার্দ্ধং যামদ্বয়ং নীত্বা রাত্রাবেব বিধানতঃ। বিশ্চে সুষুপতুঃ কুঞ্জে পক্ষিভিস্তাবলক্ষিতৌ। নাপত্র কুসুমৈঃ ক্লিপ্তে কেলিতল্পে মনোহরে। সুপ্তাবতিষ্ঠতাং তত্র সেব্যমানো প্রিয়ালিভিঃ। বিজয়! এই প্রকার অষ্টকালীনলীলা। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার রস সামগ্রী আছে। পূর্ব্বে যত প্রকার রসের উল্লেখ করিয়াছি, সে সমস্তই এই লীলায় আছে। যথা স্থান, যথা কাল, যথা দেশ এবং যথা সম্বন্ধ বুঝিয়া লইয়া তুমি তোমার স্বীয় সেবা কার্য্য করিতে থাক।

পরম পণ্ডিত বিজয় এই পর্য্যন্ত কথা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ভাবে মগ্ন হইলেন। চক্ষে দরদর জলধারা, রোমাঞ্চ কলেবর, গদ্গদস্বরে দুই একটী কথা বলিয়া অনেকক্ষণ শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর চরণতলে পড়িয়া রহিলেন। পরে উঠিয়া ধীরে ধীরে বাসায় গেলেন। রাত্রি দিন তাঁহার হৃদয়ে রসকথা জাগিতে লাগিল।

ঊনচত্বারিংশদধ্যায়।

লীলা প্রবেশ বিচার।

ব্রজনাথ এখন ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। আর কোন কথা ভাল লাগে না। শ্রীমন্দিরে শ্রীজগন্নাথ দর্শনে গিয়াও চিত্ত স্থির করিতে পারেন না। সাধারণ রস ত অনেকদিন পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন। মধুর রসের স্থায়ীভাব, বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব ও ব্যভিচারিভাবও এখন বুঝিয়াছেন। এক একবার এক এক ভাব হৃদয়ে উঠিয়া অনেকক্ষণ তাঁহাকে আনন্দ প্রদান করে আবার সত্বরেই আর একটী ভাব আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে আক্রমণ করে। এইরূপ কএকদিন হইতে লাগিল। তিনি স্বয়ং কিছুতেই ভাবের উদয়, ক্রিয়া ও অন্যাকারে পরিণতি এ সকলের নিয়ম করিতে না পারিয়া আর এক দিবস সজলনেত্রে প্রভুর পদে গিয়া পড়িলেন। বলিলেন প্রভো! আপনার অপার কৃপায় আমি সমস্ত অবগত হইয়াও আমি আমার উপর প্রভুতা করিতে পারিতেছি না এবং স্থিরভাবে কৃষ্ণলীলায় অবস্থিতি লাভ করিতে পারিতেছি না। আমাকে যে সদুপদেশ দিতে

হয় তাহা এখন দিন। গোস্বামী তাঁহার ভাব দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন, মনে মনে করিলেন কৃষ্ণপ্রেম এমতই এক বস্তু যে সুখকে দুঃখ করে এবং দুঃখকে সুখ করে। প্রকাশ্যরূপে বলিলেন যে, কৃষ্ণলীলায় প্রবেশ উপায় অবলম্বন কর।

বিজয়। প্রবেশের উপায় কি ?

গোস্বামী। শ্রীদাসগোস্বামী এই শ্লোকে প্রবেশের উপায় বলিয়াছেন।

> ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
> ব্রজে রাধাকৃষ্ণপ্রচুরপরিচর্য্যামিহ তনু।
> শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং
> মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মরপরমজস্রং ননু মনঃ॥

ওহে শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার লইয়া দিনপাত করিবে না। অর্থাৎ শাস্ত্রযুক্তি ত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় লোভক্রমে রাগানুগা ভক্তিসাধন কর। ব্রজে রাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্য্যা কর। ব্রজ রসের ভজন কর। যদি বল ব্রজরস ভজনের উদ্দেশ কে বলিবে তবে বলি শুন বৃন্দাবনের প্রকটান্তর ধামরূপ শ্রীধাম নবদ্বীপে শচীগর্ভে যিনি উদয় হইয়াছিলেন, সেই প্রাণনাথ নিমানন্দকে সাক্ষাৎ নন্দীশ্বর পতির পুত্র বলিয়া জান। কৃষ্ণ হইতে কোন ক্রমেই তাঁহাকে তত্ত্বান্তর মনে করিও না। নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া একটী পৃথক ভজনলীলা দেখাইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে নবদ্বীপ নাগর মনে করিয়া ব্রজভজন পরিত্যাগ করিও না। তিনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ সুতরাং অর্চ্চনমার্গে যাঁহারা তাঁহার পৃথক ধ্যান মন্ত্রাদির আশ্রয় করেন তাঁহাদিগকেও তাহা হইতে নিরস্ত করিও না। কিন্তু রসমার্গে তিনি শ্রীরাধাবল্লভরূপে একমাত্র ভজনীয় এবং শচীনন্দনরূপে সেই ব্রজ রসের একমাত্র গুরুরূপে উদয় হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার ভজন কর। অষ্টকালীয় কৃষ্ণলীলার উদ্বোধক ভাবস্বরূপ গৌরলীলা সকল লীলার অগ্রেই স্মরণ কর এবং ভজন গুরুদেবকে ব্রজযূথেশ্বরী বা সখী হইতে পৃথক মনে করিও না। এইরূপ ভাবে ভজন করিতে পারিলে ব্রজলীলায় প্রবেশ করিবে।

বিজয়। প্রভো ! আমি এখন এই বুঝিতেছি যে, অন্যশাস্ত্র যুক্তি ও সমস্ত অন্য পথ ছাড়িয়া শ্রীগৌরাঙ্গের উদিত তত্তৎকালের কৃষ্ণলীলায় স্বীয় গুরুরূপা সখীর অনুগত হইয়া উচিত সেবা করিব। ইহা করিতে হইলে এই বিষয়ে কি প্রকারে মনঃ স্থির করিতে হইবে।

গোস্বামী। এই কার্য্যে দুইটী বিষয়ের পরিস্কৃতির আবশ্যক। উপাসক পরিস্কৃতি ও উপাস্য পরিস্কৃতি। তুমি রসতত্ত্ব জানিয়াছ। সুতরাং তোমার

উপাস্য পরিষ্কৃতি হইয়াছে। উপাসক পরিষ্কৃতি সম্বন্ধে এগারটী ভাব আছে। তাহার মধ্যে তুমি প্রায় সকলই পাইয়াছ। কেবল তাহাতে একটু স্থিতির প্রয়োজন।

বিজয়। সেই এগারটী ভাব আমাকে আর একবার ভাল করিয়া বলিতে আজ্ঞা হয়।

গোস্বামী। এগারটী ভাব এই। ১ সম্বন্ধ, ২ বয়স, ৩ নাম, ৪ রূপ, ৫ গুণ, ৬ বেশ, ৭ আজ্ঞা, ৮ বাস, ৯ সেবা, ১০ পরাকাষ্ঠা শ্বাস এবং ১১ পাল্যদাসীভাব।

বিজয়। সম্বন্ধ কিরূপ?

গোস্বামী। সম্বন্ধ ভাবই প্রাপ্তির ভিত্তিপত্তন। সম্বন্ধকালে কৃষ্ণের প্রতি যে ভাব যাঁহার হয় তদনুরূপই তাঁহার চরম লাভ। কৃষ্ণকে প্রভু বলিয়া সম্বন্ধ করিলে দাস হওয়া যায়। সখা বলিয়া সম্বন্ধ করিলে সখা এবং পুত্র বলিয়া সম্বন্ধ করিলে পিতা মাতা। স্বকীয় পতি বলিয়া সম্বন্ধ করিলে পুরবনিতা হওয়া যায়। ব্রজে শান্ত নাই। দাস্য সঙ্কোচিত। উপাসকের স্বাভাবিক রুচি অনুসারে সম্বন্ধ পত্তন হয়। তুমি স্ত্রীস্বভাব আবার তোমার রুচি পারকীয় রসে। সুতরাং তুমি ব্রজ-বনেশ্বরীর অনুগত। তোমার সম্বন্ধ এই যে আমি শ্রীরাধিকার পরিচারিকার পরিচারিকা। শ্রীরাধা আমার জীবিতেশ্বরী। কৃষ্ণ, তাঁহার জীবিতেশ্বর। সুতরাং রাধাবল্লভই আমার প্রাণেশ্বর।

বিজয়। শুনিয়াছি আমাদের আচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামী চরণ স্বকীয় ভাবের সম্বন্ধকে ভাল মনে করিতেন, তাহা কি সত্য?

গোস্বামী। শ্রীমহাপ্রভুর কোন অনুচরই শুদ্ধ পারকীয়ভাব শূন্য নন। শ্রীস্বরূপ গোস্বামী ব্যতীত এ রসের আর গুরু কে? তিনি শুদ্ধ পারকীয় ভাব শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামী ও শ্রীরূপ সনাতনেরও সেই মত। শ্রীজীবের নিজের কোন প্রকার স্বকীয় ভজন নাই। তবে তিনি দেখিয়াছিলেন যে, ব্রজেও কতকগুলি উপাসকের স্বকীয় ভাব গন্ধ ছিল। সমর্থারতি যেস্থলে সমঞ্জসারতি গন্ধ প্রাপ্ত হয়, সে স্থলে ব্রজের স্বকীয়ভাব। সেই ভাব হইতে যাঁহাদের কৃষ্ণ সম্বন্ধ স্থাপন কালে কিঞ্চিৎ স্বকীয়ত্ব বুদ্ধি ঘটে, তাঁহারাই স্বকীয় উপাসক। জীব গোস্বামীর দুই প্রকারই শিষ্য ছিল, অর্থাৎ শুদ্ধ পারকীয় উপাসক এবং স্বকীয় মিশ্রিতভাব উপাসক। এই কারণেই তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন রুচি প্রাপ্ত শিষ্যদিগের প্রতি পৃথক্ পৃথক্ উপদেশ। স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিদিত্যাদি লোচনরোচনী গত তদীয় শ্লোকে সে কথা স্পষ্টরূপে স্বীকৃত হইয়াছে।

বিজয়। তবে আমাদের বিশুদ্ধ গোড়ীয় মতে বিশুদ্ধ পারকীয় ভজনই স্বীকৃত ইহা আমি জানিতে পারিলাম। এখন সম্বন্ধ বুঝিয়াছি। কৃপা করিয়া বয়সের কথা বলুন।

গোস্বামী। কৃষ্ণের সহিত তোমার যে সম্বন্ধ হইল তাহাতে একটি অপূর্ব্ব স্বরূপও উদয় হইল। সেই স্বরূপটী ব্রজললনা স্বরূপ। সুতরাং তাহাতে সেবার উপযুক্ত বয়সের অবশ্য প্রয়োজন। কৈশোর বয়সই বয়স। দশ বৎসর হইতে ষোল বৎসর পর্য্যন্ত কৈশোর। ইহাকেই বয়ঃসন্ধি বলেন। তোমার বয়স দশ হইতে সেবোন্নতি ক্রমে ষোল বৎসর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। বাল্য পৌগণ্ড ও বৃদ্ধ বয়স ব্রজ ললনাদিগের হয় না। আপনাকে আপনি কিশোরী বলিয়া অভিমান করিবে।

বিজয়। প্রভো! নাম কিরূপ? যদিও পূর্ব্বে নামাদিপ্রাপ্ত হইয়াছি তথাপি তৎসম্বন্ধে দৃঢ় শিক্ষা প্রদান করুন।

গোস্বামী। ব্রজললনাদিগের বর্ণনাতে তোমার রুচিগত সেবার অনুরূপ যে রাধিকা সখীর পরিচারিকা তাঁহার নামই তোমার নাম। তোমার রুচি পরীক্ষা করিয়া তোমার গুরু যে নাম দিয়াছেন সেই নামই তোমার নিত্য নাম বলিয়া জানিবে। ব্রজললনাদিগের মধ্যে নাম দ্বারা মনোরমা হইবে।

বিজয়। প্রভো! রূপ বিষয়ে আজ্ঞা করুন।

গোস্বামী। তুমি যখন রূপ যৌবন সম্পন্না কিশোরী তখন তোমার সিদ্ধরূপ রুচি অনুসারেই শ্রীগুরুদেব নির্ণয় করিয়াছেন। অচিন্ত্য চিন্ময়রূপ বিশিষ্টা না হইলে শ্রীরাধিকার পরিচারিকা কে হইতে পারে?

বিজয়। যূথ বিষয়ে দৃঢ় করিতে আজ্ঞা হয়।

গোস্বামী। শ্রীমতী রাধিকাই যূথেশ্বরী। রাধিকার অষ্ট সখীর মধ্যে কাহারো গণে থাকিতে হইবে। তোমার রুচিক্রমে শ্রীগুরুদেব তোমাকে শ্রীললিতার গণে রাখিয়াছেন। শ্রীললিতার আজ্ঞাক্রমে শ্রীযূথেশ্বরীর সহিত লীলাময় শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করিবে।

বিজয়। প্রভো! কিরূপ সাধকগণ শ্রীচন্দ্রাবলী প্রভৃতি যূথেশ্বরীর অনুগত?

গোস্বামী। অনেক জন্মের ভাগ্যক্রমে যূথেশ্বরীর অনুগত হইতে বাসনা জন্মে। সুতরাং শ্রীরাধিকার যূথেই সমস্ত ভাগ্যবান সাধক প্রবেশ করেন। শ্রীচন্দ্রাবলী প্রভৃতি যূথেশ্বরীও শ্রীরাধা মাধবের লীলা সম্পাদনের জন্য যত্নবতী। বিপক্ষ পক্ষ হইয়া রস পুষ্টি করিবার জন্য তত্তদ্ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ

শ্রীমতী রাধিকাই একমাত্র যূথেশ্বরী। শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র লীলা অভিমানময়ী যাঁহার যে সেবা তাঁহাতেই তাঁহার অভিমান।

বিজয়। গুণ বিষয়ে দৃঢ় হইতে চাই।

গোস্বামী। যে সেবা করিবে সেই সেবার উপযোগী নানাবিধ শিল্প কলায় তুমি অভিজ্ঞ। তদনুরূপ গুণ ও বেশ তোমার গুরুদেব নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

বিজয়। আজ্ঞা বিষয়ে নির্ণয় করুন।

গোস্বামী। আজ্ঞা দুই প্রকার অর্থাৎ নিত্য ও নৈমিত্তিক। করুণাময়ী সখী যে নিত্য সেবা তোমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন তাহা তুমি নিরপেক্ষ হইয়া অষ্টকালের মধ্যে যখন যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিবে। আবার উপস্থিত কোন অন্য সেবা প্রয়োজন মত আজ্ঞা করেন তাহা নৈমিত্তিক আজ্ঞা। তাহাও বিশেষ যত্নের সহিত পালন করিবে।

বিজয়। বাস কিরূপ?

গোস্বামী। ব্রজে নিত্যবাসই বাস। ব্রজের মধ্যে কোন গ্রামে তোমার গোপী হইয়া জন্ম হয়। আবার গ্রামান্তরের কোন গোপের সহিত তোমার বিবাহ হয়। কিন্তু কৃষ্ণের মুরলীরবে আকৃষ্ট হইয়া তুমি সখীর অনুগত হইয়া তাঁহার রাধাকুণ্ডস্থ কুঞ্জে একটি কুটীরে বাস করিতেছ।* এই অভিমান সিদ্ধ বাসই তোমার বাস। তোমার পারকীয় ভাবই নিত্য সিদ্ধভাব।

বিজয়। সেবা নির্ণয় করুন।

গোস্বামী। তুমি রাধিকার অনুচরী। তাঁহার সেবাই তোমার সেবা। তাঁহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া নির্জ্জনে কৃষ্ণ সন্নিধানে গেলে কৃষ্ণ যদি তোমার প্রতি রতি প্রকাশ করেন তুমি তাহা স্বীকার করিবে না। তুমি রাধিকার দাসী, রাধিকার অনুমতি ব্যতীত কৃষ্ণ সেবা স্বতন্ত্রা হইয়া করিবে না। রাধাকৃষ্ণে সমান স্নেহ রাখিয়াও রাধিকার দাস্য প্রেমে কৃষ্ণের দাস্য প্রেম অপেক্ষা অধিকতর আগ্রহ করিবে। ইহারই নাম সেবা। শ্রীরাধার অষ্টকালীন সেবাই তোমার সেবা। শ্রীস্বরূপদামোদরের কড়চা অনুসারে শ্রীদাস গোস্বামী বিলাপ কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে তোমার সেবার আকার নির্ণয় করিয়াছেন।

বিজয়। পরাকাষ্ঠাশ্বাস কিরূপে নির্ণীত হয়।

গোস্বামী। শ্রীদাস গোস্বামীর এই দুই শ্লোকই পরাকাষ্ঠার ব্যাখ্যা করে।

আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ কালো ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।
ত্বঞ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং মে প্রাণৈর্ব্রজে ন চ বরোরু বকারিণাপি।

হা নাথ গোকুলসুধাকর সুপ্রসন্ন বক্ত্রারবিন্দমধুরস্মিত হে কৃপার্দ্র।
যত্র ত্বয়া বিহরতে প্রণয়ৈঃ প্রিয়ারাত্তত্রৈব মামপি নয় প্রিয়সেবনায় ॥

হে বরোরু রাধে! অমৃত সমুদ্রময় আশাভরে অতি কষ্টে আমি কালাতিপাত করিয়াছি। এখন তুমি আমাকে কৃপাবিধান কর। তোমার কৃপা ব্যতীত আমার প্রাণ, বা ব্রজবাস বা কৃষ্ণদাস্যেই বা কি আছে? হা গোকুলচন্দ্র কৃষ্ণ! হা মধুরস্মিত সুপ্রসন্ন মুখারবিন্দ! হা কৃপার্দ্র! তুমি যেখানে, প্রণয়ের সহিত শ্রীরাধাকে লইয়া নিত্য বিহার কর আমাকে প্রিয়-সেবার জন্য তথায় লইয়া রাখ।

বিজয়। এখন পাল্য দাসীর স্বভাব বলুন।

গোস্বামী। ব্রজবিলাস স্তোত্রে শ্রীদাস গোস্বামী এই শ্লোকে পাল্যদাসীর ভাব নিরূপণ করিয়াছেন।

সান্দ্রপ্রেমরসৈঃ প্লুতা প্রিয়তয়া প্রাগলভ্যমাপ্তা তয়োঃ
প্রাণ-প্রেষ্ঠবয়স্যযোরনুদিনং লীলাভিসারং ক্রমৈঃ।
বৈদগ্ধ্যেন তথা সখীং প্রতি সদা মানস্য শিক্ষাং রসৈঃ
যেয়ং কারয়তীহ হন্ত ললিতা গৃহ্নাতু সা মাং গণৈঃ ॥

যিনি গাঢ় প্রেমরসে পরিপ্লুত হইয়া প্রিয়তা দ্বারা প্রাগলভ্য লাভ করত প্রতিদিন ক্রমে প্রাণপ্রেষ্ঠ রাধাকৃষ্ণের লীলাভিসার করাইয়া থাকেন এবং বৈদগ্ধ্য-ক্রমে স্বীয় সখী শ্রীরাধিকাকে রসের সহিত মান শিক্ষা দেন সেই ললিতা আমাকে নিজগণে গ্রহণ করুন অর্থাৎ আমাকে পাল্য দাসী বলিয়া স্বীকার করুন।

বিজয়। শ্রীললিতার অন্য সহচরীদিগের সহিত পাল্য দাসী কিরূপ ব্যবহার করিবেন?

গোস্বামী। দাস গোস্বামীর সমস্ত রসগ্রন্থই শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর শিক্ষা। তিনি লিখিয়াছেন, যথা;—

তাম্বূলার্পণ-পাদমর্দ্দনপয়োদানাভিসারাদিভি-
র্বৃন্দারণ্যমহেশ্বরীং প্রিয়তয়া যাস্তোষয়ন্তি প্রিয়াঃ।
প্রাণপ্রেষ্ঠসখীকুলাদপি কিলাসঙ্কোচিতা ভূমিকাঃ
কেলিভূমিষু রূপমঞ্জরীমুখাস্তাদাসিকাঃ সংশ্রয়ে ॥

যাহারা তাম্বূলার্পণ, পাদমর্দ্দন, জলদান অভিসারাদি কার্য্য দ্বারা প্রিয়তার সহিত শ্রীমতী রাধিকাকে নিত্য তুষ্ট করেন, সেই প্রাণপ্রেষ্ঠ সখীগণ অপেক্ষা সেবা কার্য্যে অসংকোচ ভাবপ্রাপ্তা সেই বৃষভানুনন্দিনীর রূপমঞ্জরী প্রমুখ দাসীগণকে

আমি আশ্রয় করি। অর্থাৎ আমার সেবাকার্য্যে তাঁহাদিগকে শিক্ষিকা বলিয়া অভিমান করি।

বিজয়। অন্য প্রধান সখীদের প্রতি কি ভাব হইবে?

গোস্বামী। তাহার ইঙ্গিত দাস গোস্বামী এই শ্লোকে দিয়াছেন।

প্রণয়ললিতনর্ম্মস্ফারভূমিস্তয়োর্যা
ব্রজপুরনবযূনোর্যা চ কণ্ঠান্ পিকানাং।
নয়তি পরমধস্তাদ্দিব্যগানেন তুষ্টা
প্রণয়তু মম দীক্ষাং হন্ত সেয়ং বিশাখা॥

যিনি রাধাকৃষ্ণের প্রণয় ললিত কৌতুকের পাত্রী এবং যিনি সুদিব্য গান দ্বারা কোকিলের স্বরকে তুচ্ছীকৃত করিতেছেন, সেই বিশাখা কৃপা করিয়া আমাকে সঙ্গীত শিক্ষা প্রদান করুন। অন্যান্য সকল সখীদিগের প্রতি এইরূপ ভাব তোমার হইবে।

বিজয়। বিপক্ষপক্ষের প্রতি কি ভাব হইবে?

গোস্বামী। দাস গোস্বামী যেরূপ বলিয়াছেন তাহা শুন—

সাপত্ন্যোচ্চয়রজ্যদুজ্জ্বলরসস্যোচ্চৈঃ সমৃদ্ধ্যৈ
সৌভাগ্যোদ্ভটগর্ব্ববিভ্রমভৃতঃ শ্রীরাধিকায়াঃ স্ফুটং।
গোবিন্দঃ স্মরফুল্লবল্লববধূবর্গেণ যেন ক্ষণং
ক্রীড়ত্যেষ তমত্র বিস্তৃতমহাপুণ্যঞ্চ বন্দামহে॥

রাধিকার শৃঙ্গার পুষ্টির নিমিত্ত সাপত্ন্যভাবে স্থিত সৌভাগ্য উদ্ভট গর্ব্ব বিভ্রম প্রভৃতি গুণে গুণবতীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণকাল ক্রীড়া করেন, সেই ভাগ্যবতী চন্দ্রাবলী প্রমুখ ব্রজরমণীগণকে আমি পুনঃ পুনঃ বন্দনা করি। বিপক্ষ পক্ষের প্রতি এইরূপ ভাব চিত্তে থাকিবে, অথচ সেবাকালে যথোচিত পাত্রবিশেষে রস পরিহাস করিতে পারিবে। তাৎপর্য্য এই যে কুসুমাঞ্জলীতে যেরূপ সেবার ব্যবস্থা আছে, সেইরূপ সেবা করিবে এবং ব্রজবিলাস স্তোত্রে যেরূপ ব্যবহার লিখিত হইয়াছে সেইরূপ পরস্পর ব্যবহার করিবে। বিশাখানন্দাদি স্তোত্রে যেরূপ লীলাদি বর্ণিত হইয়াছে, সেইরূপ লীলা চেষ্টা অষ্টকালীয় লীলা মধ্যে দর্শন করিবে। মনঃ শিক্ষায় যে পদ্ধতি দিয়াছেন সেই পদ্ধতি ক্রমে চিত্তকে কৃষ্ণ লীলায় মগ্ন করিবে। স্ব নিয়মে যে ভাব প্রদর্শিত হইয়াছে সেইরূপ নিয়মের দৃঢ়তা করিবে। শ্রীরূপ গোস্বামী রসতত্ত্ব বিস্তৃত করিয়াছেন। প্রভু নিত্যানন্দ তাঁহাকে সেই ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, এই জন্য তিনি উপাসনায় সেই রসের

কিরূপে ক্রিয়া হইবে তাহা লেখেন নাই। দাস গোস্বামী স্বরূপ দামোদর প্রভুর কড়চা অনুসারে তাহা লিখিয়াছেন। মহাপ্রভু যাঁহাকে যে ভার দিয়াছিলেন তিনি তাহাই করিয়াছেন।

বিজয়। বলুন মহাপ্রভু কাহাকে কোন ভার দিয়াছিলেন।

গোস্বামী। শ্রীস্বরূপ দামোদরকে রসময়ী উপাসনা প্রচার করিতে আজ্ঞা করেন। সেই আজ্ঞাক্রমে তিনি দুই ভাগে কড়চা রচনা করেন। এক ভাগে রসোপাসনার অন্তঃপন্থা ও অন্য ভাগে রসোপাসনার বহিঃপন্থা লিখিয়াছেন। অন্তঃপন্থা দাসগোস্বামীর কণ্ঠে অর্পণ করেন। তাহা দাসগোস্বামীর গ্রন্থে পর্য্যবসিত হইয়াছে। বহিঃপন্থা শ্রীমদ্বক্রেশ্বর গোস্বামীকে অর্পণ করেন। তাহা এই গাদির বিশেষ ধন। সেই পন্থা আমি শ্রীমান ধ্যানচন্দ্রকে দিয়াছি। তিনি যে পদ্ধতি লিখিয়াছেন তাহা তুমি পাইয়াছ। শ্রীমহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে শ্রীনামমাহাত্ম্য প্রচার করিতে আজ্ঞা ও শক্তিদান করেন। শ্রীরূপ গোস্বামীকে তিনি রসতত্ত্ব প্রকাশ করিতে শক্তি দান করেন। শ্রীসনাতন গোস্বামীকে বৈধীভক্তি এবং বৈধীভক্তি ও রাগ ভক্তির পরস্পর সম্বন্ধ প্রচার করিতে আজ্ঞা দেন। গোকুলের প্রকটাপ্রকট সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার জন্য ও শ্রীসনাতন গোস্বামীকে আজ্ঞা দেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীসনাতনের দ্বারা শ্রীজীবকে সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন তত্ত্ব নির্ণয় করিবার শক্তি দেন। যাহাকে যে আজ্ঞা দিয়াছেন তিনি তাহাই মাত্র করিয়াছেন।

বিজয়। প্রভো। শ্রীরায় রামানন্দকে কি ভারার্পিত হইয়াছিল?

গোস্বামী। মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে যে রসবিস্তারে ভার দিয়াছিলেন তিনি সে কার্য্য শ্রীরূপের দ্বারাই করিয়াছেন।

বিজয়। প্রভো! শ্রীসার্ব্বভৌমের প্রতি কি ভার ছিল?

গোস্বামী। তত্ত্বপ্রচার ভার সার্ব্বভৌমের উপর ছিল। তিনি সে কার্য্য নিজ কোন শিষ্যের দ্বারা শ্রীজীবে অর্পণ করেন।

বিজয়। গৌড়ীয় মহান্তদিগের প্রতি কি ভার ছিল?

গোস্বামী। শ্রীগৌরতত্ত্ব প্রকাশপূর্ব্বক জীবগণকে শ্রীগৌরোদিত কৃষ্ণরসে শ্রদ্ধা জন্মাইবার ভার গৌড়ীয় মহান্তদিগের প্রতি ছিল। কতকগুলি মহাত্মাকে রস কীর্ত্তন পদ্ধতি সৃষ্টি করিয়া প্রচার করিবার ভার ও অর্পণ করিয়াছিলেন।

বিজয়। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর প্রতি কি ভার ছিল?

গোস্বামী। শ্রীভাগবত মাহাত্ম্য প্রচার করাই তাঁহার ভার ছিল।

বিজয়। শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর প্রতি কি ভার ছিল ?

গোস্বামী। শুদ্ধ শৃঙ্গার রসকে বিকৃত করিতে না পারে এবং বৈধীভক্তির প্রতি কেহ অযথা অশ্রদ্ধা না করে ইহার যে ব্যবস্থা করা আবশ্যক তাহা করার ভার ভট্টগোস্বামীর প্রতি ছিল।

বিজয়। ভট্টগোস্বামীর গুরু এবং খুল্লতাত শ্রীপ্রবোধানন্দ গোস্বামীর প্রতি কি ভার ছিল ?

গোস্বামী। ব্রজরসানুরাগমার্গ যে সর্ব্বোপরি তাহা জগতকে বুঝাইবার ভার সরস্বতী গোস্বামীর উপর ছিল।

বিজয়। এই সব শ্রবণ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিলেন।

চত্বারিংশদধ্যায়।

সম্পত্তি বিচার।

বিজয় বিচার করিলেন যে ব্রজলীলা শ্রবণ করিয়া তাহাতে লোভোৎপত্তি হইলে ক্রমশঃ সম্পত্তি দশা লাভ হয়। এই বিবেচনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

বিজয়। প্রভো! শ্রবণ সময় হইতে সম্পত্তি লাভ পর্য্যন্ত ভক্তের কয়টী অবস্থা বা দশা হয় তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।

গোস্বামী। পাঁচটী দশা। ১ শ্রবণ দশা, ২ বরণ দশা ৩ স্মরণ দশা, ৪ ভাবাপন দশা, ৫ প্রেম সম্পত্তি দশা।

বিজয়। শ্রবণ দশা বর্ণন করুন।

গোস্বামী। কৃষ্ণকথায় শ্রদ্ধা হইলেই জীবের বহির্ম্মুখ দশা দূর হইয়াছে বলিতে হইবে। তখন কৃষ্ণকথা শ্রবণ লালসা হইয়াছে। আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন ভক্তের নিকট কৃষ্ণকথা শ্রবণ হয়। যথা ভাগবতে চতুর্থে।

তস্মিন্মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্র-পীযূষ-শেষ-সরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি।
তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈস্তান্নস্পৃশন্ত্যশনতৃড্‌ভয়শোকমোহাঃ॥

হে নৃপ! মহজ্জনের মুখ হইতে কৃষ্ণচরিত্রের অমৃতসার নদী বহিতে থাকে। যাঁহারা একান্ত চিত্তানুগত কর্ণে বিতৃষ্ণাশূন্য হইয়া সেই অমৃত সার পান করেন তাঁহাদিগকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, শোক মোহ প্রভৃতি অনর্থ কখনই স্পর্শ করিতে পারে না।

বিজয়। বহির্ম্মুখ লোকেরা যে কোন কোন সময় কৃষ্ণকথা শ্রবণ করেন তাহা কি?

গোস্বামী। বহির্ম্মুখ অবস্থায় কৃষ্ণকথা শ্রবণ এবং অন্তর্ম্মুখ অবস্থায় কৃষ্ণকথা শ্রবণ এ দুয়ে অনেক ভেদ আছে। বহির্ম্মুখদিগের কৃষ্ণকথা শ্রবণ কোন ঘটনা ক্রমে হয়, শ্রদ্ধাক্রমে হয় না। সেই শ্রবণ ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি হইয়া কোন জন্মে শ্রদ্ধা উদয় করায়। সেই শ্রদ্ধা হইলে যে কৃষ্ণকথা মহজ্জনের মুখে শ্রবণ হয় তাহাই মাত্র এই পর্ব্বের শ্রবণ দশা। এ পর্ব্বের শ্রবণ দশাও দুই প্রকার অর্থাৎ ক্রমশুদ্ধ শ্রবণ দশা এবং ক্রমহীন শ্রবণ দশা।

বিজয়। ক্রমহীন শ্রবণ দশা কিরূপ?

গোস্বামী। কৃষ্ণলীলা অসংলগ্নরূপে শ্রবণ করার নাম ক্রমহীন। অব্যবসায়ী বুদ্ধিতে কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করিলে অসংলগ্ন হয়। লীলা সকলের পরস্পর সম্বন্ধ উদয় হয় না। সুতরাং রসোদয় হয় না।

বিজয়। ক্রমশুদ্ধ শ্রবণ দশা কিরূপ?

গোস্বামী। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির সহিত যখন সংলগ্ন রূপে কৃষ্ণলীলা শ্রবণ হয় তখনই রসোদয়ের উপযোগী হয়। অষ্টকালীয় নিত্যলীলা এবং জন্মাদি নৈমিত্তিকলীলা পৃথক্ করিয়া শ্রুত হইলে ক্রমশুদ্ধ শ্রবণ হয়। এই ক্রমশুদ্ধ শ্রবণই এই ভজনপর্ব্বে প্রয়োজন। ক্রমশুদ্ধ লীলা শ্রবণ করিতে করিতে লীলার মাধুর্য্য প্রকটিত হয় এবং শ্রোতার হৃদয়ে রাগানুগা প্রবৃত্তি উদয় হয়। তখন শ্রোতা মনে করেন আহা! সুবলের কি আশ্চর্য্য সখ্যভাব। আমি তাঁহার ন্যায় সখ্যরসে কৃষ্ণসেবা করিব। এই প্রবৃত্তির নাম লোভ। লোভের সহিত ব্রজবাসীর ভাবে অনুগত হইয়া কৃষ্ণ ভজন করাকে রাগানুগা ভক্তি বলিয়াছেন। সখ্যরসের উদাহরণ দিলাম দাস্যাদি চারিরসেই এই প্রকার রাগানুগা ভক্তি আছে। তুমি আমার প্রাণেশ্বর নিমানন্দের কৃপায় শৃঙ্গাররসের অধিকারী। সুতরাং তোমার ব্রজসুন্দরীদিগের সেবা দেখিয়া লোভ হইয়াছিল। সেই লোভেই তোমাকে প্রাপ্তি পথ দিয়াছে। বস্তুত গুরু শিষ্য সংবাদই এ পর্ব্বের শ্রবণ দশা।

বিজয়। শ্রবণ দশা কি হইলে পূর্ণ হয়?

গোস্বামী। কৃষ্ণলীলার নিত্যত্ব অনুভব। তাহা শুদ্ধ অপ্রাকৃত বলিয়া মনোহর হয়। তাহাতে প্রবেশ করিতে ব্যাকুলতা জন্মে। গুরুদেব শিষ্যকে সাধকগত পূর্ব্বোল্লিখিত একদশটী ভাব দেখাইয়া দেন। শিষ্যের মনোভাব

ও লীলার রঞ্জকতা লগ্ন হইলেই শ্রবণ দশা পূর্ণ হইল শিষ্য ব্যাকুল হইয়া বরণ দশা লাভ করেন।

বিজয়। প্রভো! বরণ দশা কিরূপ?

গোস্বামী। চিত্তের রাগ উক্ত একাদশ ভাবরূপ শৃঙ্খল দ্বারা লীলায় লগ্ন হইয়াছে। শিষ্য ক্রন্দন করিয়া গুরুপাদপদ্মে পতিত হন এখন গুরু সখীরূপে উদয় হন এবং শিষ্য তাঁহার পরিচারিকা। গোপবধূ কৃষ্ণ সেবার জন্য ব্যাকুল। গুরু সেই সেবায় পরাকাষ্ঠালব্ধা ব্রজললনা। তখন শিষ্যের মুখে এইরূপ ভাবের কথা হয় (প্রেমাম্ভোজ মরন্দাখ্য স্তবরাজ হইতে গৃহীত হইয়াছে)

ত্বাং নত্বা যাচতে ধৃত্বা তৃণং দন্তৈরয়ং জনঃ।
স্বদাস্যামৃত—সেকেন জীবয়ামুং সুদুঃখিতং॥
ন মুঞ্চেচ্চরণায়াতমপি দুষ্টং দয়াময়ঃ।
অতো রাধালিকে! হা হা মুঞ্চৈনং নৈব তাদৃশং॥

হে রাধিকালিকে! তোমার নিকট পতিত হইয়া দন্তে তৃণ ধারণ পূর্ব্বক এই অধম জন যাচ্ঞা করিতেছে। তোমার দাস্যামৃত সেচনপূর্ব্বক এই সুদুঃখিত জনকে জীবিত কর। যিনি দয়াময় তিনি শরণাগতকে ত্যাগ করেন না। এই শরণাগতকে তুমিও দয়া কর, ত্যাগ করিবে না। আমি তোমার চরণানুগত হইয়া ব্রজযুগলের সেবা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি। এইরূপই বরণ দশা। গুরুরূপা সখী তখন তাঁহাকে ব্রজবাস করিয়া কৃষ্ণনামাশ্রয় পূর্ব্বক লীলা স্মরণ করিতে আজ্ঞা দেন এবং শীঘ্রই মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হইবে বলিয়া আশ্বাস দেন।

বিজয়। স্মরণ দশা কিরূপ?

গোস্বামী। শ্রীরূপ বলিয়াছেন।

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজ সমীহিতং।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥
সেবাসাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥
শ্রবণোৎকীর্ত্তনাদীনি বৈধভক্ত্যুদিতানি তু।
যাণ্যঙ্গানি চ তান্যত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ॥

এই শ্লোক দুইটীর অর্থ বলিবার পূর্ব্বেই বিজয় কহিলেন, কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা ইহার অর্থ কি?

গোস্বামী। শ্রীজীব বলিয়াছেন এই দেহের সহিত ব্রজমণ্ডলে অর্থাৎ লীলাস্থলে বাস করিবে। দেহের সহিত না পারিলে মনে মনে ব্রজে বাস করিবে। মনে মনে বাস করিলেও একই ফল হয়। যিনি যে সখীর অনুগত ব্রজে আপনাকে সেই সখীর কুঞ্জ স্থির করিয়া কৃষ্ণ ও নিজভাবের সখীকে সর্ব্বদা স্মরণ করিবে সাধকরূপে এই স্থূল দেহে বৈধ অঙ্গ রূপ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিবে এবং প্রাপ্ত একাদশ ভাবের মধ্যে সিদ্ধ ব্রজ গোপীদেহে সখীর কার্য্যানুরোধে লীলা ধ্যান ও নির্দ্দিষ্ট সেবা করিবে। দেহ যাত্রা বিধি অনুসারে করিবে এবং সিদ্ধদেহের পুষ্টি ভাবানুসারে করিবে। এরূপ করিলে অবশ্যই ব্রজেতর বিষয়ে বিতৃষ্ণা হইবে।

বিজয়। এই প্রণালীটি একটু স্পষ্টরূপে আজ্ঞা করুন।

গোস্বামী। ব্রজবাসের অর্থ এই যে অপ্রাকৃত ভাবের সহিত নির্জ্জনবাসই ব্রজবাস। সংখ্যার সহিত হরিনাম করিতে করিতে অষ্টকালীয় সেবা করিবে। সমস্ত দেহযাত্রা বিরোধী না হয় এইরূপ বিবেচনায় তৎসম্বন্ধে ক্রিয়া সমস্ত সেবানুকূল ভাবে যথাকারে করিবে।

বিজয়। (একটু গম্ভীররূপে অনুভব করিয়া) প্রভো এ কথা হৃদয়ঙ্গম হইল কিন্তু মনকে কিরূপে স্থির করিব?

গোস্বামী। চিত্ত রাগানুগা ভক্তি লাভ করিবার সময়েই স্থির হইয়া থাকে, কেননা চিত্তরাগ গন্ধে যদি ব্রজাভিমুখ হয় তবে রাগাভাবে আর তাহার বিষয়ের প্রতি গতি থাকিবে না। তবে যদি উৎপাতের আশঙ্কা থাকে তবে প্রথমেই ক্রম অবলম্বন করিবে। স্থির হইয়া গেলে আর উৎপাত কিছু করিতে পারিবে না।

বিজয়। ক্রমটা আজ্ঞা করুন্।

গোস্বামী। প্রতিদিন নির্জ্জনে কিয়ৎকাল বিষয়োৎপাত ত্যাগ পূর্ব্বক ভাবের সহিত নাম করিবে। ক্রমে-ক্রমে ঐ কার্য্যের সময় পরিমাণকে বৃদ্ধি করিবে। অবশেষে সকল সময়েই এক অদ্ভুত ভাব উদয় হইবে। তখন উৎপাত নিকটে আসিতে ভয় করিবে।

বিজয়। এরূপ কতদিন করিতে হয়?

গোস্বামী। যে পর্য্যন্ত উৎপাত শূন্য বা উৎপাতের অতীত সম্ভাবনা উদয় হয়।

বিজয়। ভাবের সহিত নাম স্মরণ কিরূপ একটু স্পষ্টাজ্ঞা করুন।

গোস্বামী। প্রথমে চিত্তের উল্লাসের সহিত নাম কর। উল্লাসে মমতা যোগ কর। মমতায় বিশ্রম্ভ যোগ কর। ক্রমে ক্রমে উদয় হইতে হইতে ভাবাপন্ন

দশা আসিবে। স্মরণ কালে ভাবের আরোপমাত্র। ভাবাপন কালে শুদ্ধ ভাবের উদয় হয়। তাহাই প্রেম। উপাসক নিষ্ঠক্রম এই। এই ব্যাপারে উপাস্যনিষ্ঠ একটী ক্রম আছে।

বিজয়। উপাস্যনিষ্ঠ ক্রম কিরূপ?

গোস্বামী। যদি অসঙ্কোচিত প্রেম দশা লাভের ইচ্ছা থাকে তবে শ্রীদাস গোস্বামীর উপদেশ মান।

যদীচ্ছেরাবাসং ব্রজভুবি সরাগং প্রতিজনু
যুবদ্বন্দ্বং তচ্চেৎ পরিচরিতু মারাদভিলষেঃ।
স্বরূপং শ্রীরূপং সগণমিহ তস্যাগ্রজমপি
স্ফুটং প্রেম্না নিত্যং স্মর নম তদা ত্বং শৃণু মনঃ॥

যদি রাগের সহিত ব্রজে বাস করিতে ইচ্ছা কর এবং জন্মে জন্মে ব্রজ-যুগলের সাক্ষাৎ অর্থাৎ বিবাদ বিধি বন্ধন সহিত পারকীয় পরিচর্য্যা করিতে ইচ্ছা কর, তবে শ্রীস্বরূপ ও গণ সহিত শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনকে স্পষ্ট প্রেমের সহিত নিত্য স্মরণ কর ও গুরুরূপা সখী বলিয়া প্রণতি কর। তাৎপর্য্য এই যে স্বকীয় রসে সাধন করিয়া ফলকালে সমঞ্জস রস হয়। তাহাতে যুগল সেবার সঙ্কোচিত ভাব হইয়া পড়ে। সুতরাং স্বরূপ, রূপ ও সনাতনের মতানুসারে শুদ্ধ পারকীয় অভিমানে ভজন কর। আরোপকালে ও শুদ্ধ পারকীয় ভাব মাত্র অবলম্বন করিবে। পারকীয় আরোপে পারকীয় রতি এবং পারকীয় রতিতে পারকীয় রস হইবে। তাহাই ব্রজে অপ্রকট লীলার নিত্য রস।

বিজয়। অষ্টকালীয় লীলায় কি শুদ্ধি ক্রম আছে?

গোস্বামী। অষ্টকালীয় লীলা সকল প্রকার রস বিচিত্রতা বর্ণন করিয়া শ্রীরূপ যাহা বলিয়াছেন তাহা বুঝিয়া দেখ।

অতলত্বাদপারত্বাদাপ্তোসৌ দুর্ব্বিগাহতাং।
স্পৃষ্টঃ পরং তটস্থেন রসাব্ধির্মধুরো যথা॥

কৃষ্ণলীলা সম্পূর্ণ চিন্ময়। সুতরাং অতল ও অপার। প্রপঞ্চগত ব্যক্তির পক্ষে অতল কেন না প্রপঞ্চ ভেদ করিয়া শুদ্ধ অপ্রাকৃত তত্ত্বে প্রবেশ অসাধ্য। অপার, কেন না অপ্রাকৃত রস এত বিচিত্র ও সর্ব্বব্যাপী যে পার হওয়া যায় না। আবার যদি কেহ অপ্রাকৃত ভাব প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ সিদ্ধ তত্ত্ব মধ্যে থাকিয়া তাহা বর্ণন করেন, তবু ও তাহা শব্দ মলক্রমে বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ হয় না। যদি ও ভগবান স্বয়ং বলেন তথাপি শ্রোতা ও পাঠকদিগের প্রপঞ্চ দোষে তাহাদের পক্ষে

দোষযুক্ত হইয়া পড়ে। এমত অবস্থায় এই রসসমুদ্র দুর্ব্বিগাহ কেবল তটস্থ হইয়া তাহার কণামাত্র প্রকাশ করা যায়।

বিজয়। তবে কি হইল, প্রভো! অপ্রাকৃত রসলাভে আমাদের কিরূপ সম্ভাবনা হয়?

গোস্বামী। মধুর রস অপার অতল ও দুর্ব্বিগাহ। কৃষ্ণ লীলাই তদ্রূপ। কিন্তু আমাদের কৃষ্ণে দুইটী অসীম গুণ আছে তাহাই আমাদের ভরসার স্থল। তিনি সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন ও ইচ্ছাময়। যাহা অতল, অপার ও দুর্ব্বিগাহ তাহা ও তিনি সঙ্কীর্ণ প্রাপঞ্চিক জগতে হেলায় আনিতে পারেন। প্রপঞ্চ অতিশয় তুচ্ছ হইলে ও তিনি তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাব প্রপঞ্চে আনিতে ইচ্ছা করেন। সুতরাং অপ্রাকৃত নিত্য মধুর রসময়ী লীলা তাঁহার কৃপায় প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন। মাথুরমণ্ডল অপ্রাকৃত প্রপঞ্চাতীত ধাম প্রপঞ্চে আসিয়া অবতীর্ণ। কিরূপে আসিলেন এবং কিরূপে আছেন তাহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে না, কেন না অবিচিন্ত্য শক্তি ক্রিয়াকে মানবের বা দেবাদির পরিমিত বুদ্ধি কখনই বুঝিতে সক্ষম নয়। ব্রজলীলাই প্রপঞ্চাতীত সর্ব্বোচ্চ লীলার প্রকট ভাব। তাহা আমরা পাইয়াছি। আমাদের কোন শোকের বিষয় নাই।

বিজয়। যদি প্রকট লীলাই অপ্রকট লীলার সহিত এক বস্তু তবে আবার তাহার ক্রমোন্নতি কিরূপ?

গোস্বামী। এক বস্তু ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাহা এখানে প্রকট তাহাই সম্পূর্ণরূপে প্রপঞ্চাতীতে আছে। কিন্তু প্রপঞ্চ বদ্ধজীবের তদনুভব তটস্থ স্মরণের প্রথম অবস্থায় লীলা যেরূপ অনুভূত হয় আবার ক্রমে যত পরিপাক হইতে থাকে ততই অনুভূতি পরিষ্কার হয়। ভাবাপন অবস্থায় অনুভূতি নির্ম্মল হয়।

বিজয়। তোমাকে বলিতে পারি, কেন না তুমি অধিকারী। স্মরণ দশায় বহু সাধন করিলে এবং ঐ সাধনকালে ভাবাপন যোগ্য চেষ্টা থাকিলে স্মরণ অবস্থাই ভাবাপন অবস্থা হয়। স্মরণ অবস্থায় যে অনুভবগত প্রাপঞ্চিক দুষ্ট ভাব থাকে তাহা সম্পূর্ণরূপ বিগত হইলে আপন দশা উপস্থিত হয়। সুযোগ্যরূপে স্মরণ দশায় যত শুদ্ধ ভক্তির সাধন হইতে থাকে, শুদ্ধ ভক্তি কৃপা করিয়া সাধক চিত্তে উদয় হইতে থাকেন। ভক্তিই একমাত্র কৃষ্ণাকর্ষণী। সুতরাং কৃষ্ণ কৃপা ক্রমে স্মরণ দশায় চিন্তাগত মল ক্রমশ দূর হয়। ভাগবতে।

যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ মৎপুণ্যগাথা'শ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং চক্ষুর্যথৈবাঞ্জন সম্প্রযুক্তং॥

কৃষ্ণলীলা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ হইতে হইতে সেই অপ্রাকৃত বস্তু সংস্পর্শ-বলে দ্রষ্টা আত্মা যে পরিমাণে শুদ্ধ হইতে থাকেন সেই পরিমাণে দৃশ্যরূপ কৃষ্ণ লীলার অপ্রাকৃত স্বরূপ দৃষ্ট হইতে থাকে। চক্ষু যেরূপ অঞ্জন সম্প্রযুক্ত হইয়া দৃশ্য বস্তু ভালরূপে দেখে তদ্রূপ ব্রহ্মসংহিতায়।

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

প্রেমাঞ্জন দ্বারা রঞ্জিত ভক্তি চক্ষু বিশিষ্ট সাধুগণ যে অচিন্ত্য গুণবিশিষ্ট শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে হৃদয়ে অবলোকন করেন সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। ভাবাপন দশায় অপ্রাকৃত দৃষ্টি শক্তি উদয় হয়। তখন ভক্ত নিজ সখী ও যূথেশ্বরীকে দর্শন পান। গোলোকনাথ কৃষ্ণকে দেখিয়াও যে পর্য্যন্ত তাঁহার লিঙ্গ ও স্থূলদেহ বিধ্বংশরূপ সম্পত্তি দশা না হয় সে পর্য্যন্ত অনুক্ষণ অনুভব হয় না। ভাবাপন দশায় জড়ের স্থূলদেহ ও লিঙ্গদেহের উপর শুদ্ধ জীবের আধিপত্য জন্মে কিন্তু কৃষ্ণকৃপা পূর্ণ হইলে যে অবস্থা হয় তাহার অবান্তর ফল এই যে জীবের সহিত প্রাপঞ্চিক জগতের সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়। ভাবাপন দশার নাম স্বরূপসিদ্ধি এবং সম্পত্তি দশা হইলে বস্তু সিদ্ধ হয়।

বিজয়। বস্তু সিদ্ধি হইলে কৃষ্ণনাম রূপ গুণ লীলা ও ধাম কিরূপ দেখা যায়?

গোস্বামী। ইহার উত্তর দিতে আমি অপারক। আমার যখন বস্তু সিদ্ধ হইবে তখনই তাহা দেখিব ও বলিব। আবার তোমার যখন সম্পত্তি দশা হইবে তখনই তুমি তাহা বুঝিতে পারিবে। বুঝিতে পারার আর তখন আবশ্যক হইবে না কেন না যাহা প্রত্যক্ষ দেখিবে তদ্বিষয়ে আর তোমার জিজ্ঞাসা থাকিবে না। আবার দেখ স্বরূপ সিদ্ধ অর্থাৎ ভাবাপন অবস্থায় ভক্ত যাহা দেখিতে পান তাহা ব্যক্ত করিয়াও কোন ফল নাই, কেন না ব্যক্ত করিলেও তাহা শ্রোতা অনুভব করিতে পারিবে না। শ্রীরূপ স্বরূপসিদ্ধ ব্যক্তিগণের লক্ষণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন।

জনে চেজ্জাতভাবেঽপি বৈগুণ্যমিব দৃশ্যতে।
কার্য্যা তথাপি নাসূয়া কৃতার্থঃ সর্ব্বথৈব সঃ॥
ধন্যস্যায়ং নবঃ প্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্বাণিভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা॥

বিজয়। যদি এরূপ হয় তবে শ্রীব্রহ্মসংহিতাদি গ্রন্থে গোলোকের বিষয় সকল কেন বর্ণন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ?

গোস্বামী। স্বরূপ সিদ্ধি কালে মহাজনগণ এবং কৃপা দর্শন সময়ে ব্রহ্মাদি দেবগণ কখন কখন দর্শনানুসারে স্তবাদিতে বর্ণন করেন, কিন্তু তাঁহাদের বাক্যাভাবে সংক্ষেপ হয় এবং নিম্নাধিকারীগণের পক্ষে অস্ফুটরূপে প্রকাশ পায়। সে সকল বিচারে ভক্তের প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া যে প্রকট লীলা উদয় করিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া ভজন কর। তাহাতেই সর্ব্বসিদ্ধি হইবে। অল্প সময়ের মধ্যে নিষ্ঠাযুক্ত ভজনকারীর নিকট গোকুলেই গোলোকের স্ফুর্ত্তি হইবে। গোকুলে যাহা আছে, তাহাই গোলোকে আছে, কেন না গোকুল ও গোলোক ভিন্ন তত্ত্ব নন। প্রাপঞ্চিক দ্রষ্টাদিগের চক্ষে যে সকল মায়া প্রত্যায়িত ব্যাপার উদয় হয় তাহা স্বরূপ সিদ্ধির সময়ে থাকে না। যে অধিকারে যেরূপ দর্শন তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া ভজন কর ইহাই কৃষ্ণের আজ্ঞা। আজ্ঞা পালন করিলে তিনি কৃপা করিয়া ক্রমশঃ নির্ম্মল দর্শন উদয় করাইবেন।

বিজয় এখন সমস্ত বিষয়ে নিঃসংশয় হইয়াছেন। নিজের একাদশ ভাব কৃষ্ণ লীলায় সুন্দররূপে সংযোগ করিয়া ধীরভাবে সমুদ্রের তীরে ভজন কুটীরে বসিয়া সদা প্রেম আস্বাদন করিতে লাগিলেন। ব্রজনাথের জননী ইত্যবসরে বিসূচিকা পীড়ায় ক্ষেত্র লাভ করিলেন। ব্রজনাথ ও তদীয় পিতামহী দেশে চলিয়া গেলেন। ব্রজনাথের নির্ম্মল হৃদয়ে সখ্য প্রেম উদয় হইল। তিনি ভজন বলে শ্রীধাম নবদ্বীপে জাহ্নবীতীরে অনেক সুবৈষ্ণবের সহিত কালযাপন করিতে লাগিলেন। বিজয় গৃহস্থ বেশ পরিত্যাগ করিয়া কৌপীন বহির্ব্বাস অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীমহাপ্রসাদ মাধুকরী দ্বারা কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। অষ্ট প্রহরের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের নিদ্রা সময়ে অল্প নিদ্রা, ভোজনের পর প্রসাদ সেবন এবং জাগ্রত সময়ে যথাযথ কালোচিত সেবা করিতে লাগিলেন। সর্ব্বদাই হরিনামের মালা হাতে। কখন নৃত্য করেন, কখন কাঁদেন কখন বা সমুদ্রের তরঙ্গ দেখিয়া হাস্য করেন। তাঁহার ভজনমুদ্রা তিনি ব্যতীত আর কে বুঝিবে। এখন তাঁহার প্রকাশ্য নাম নিমাঞি দাস বাবাজী। তিনি গ্রাম্যকথা বলেন না এবং শ্রবণ করেন না। অত্যন্ত বিনীত, বিমল চরিত্র, ভজনে দৃঢ়। কেহ মহাপ্রসাদ আনিলে বা কৌপীন বহির্ব্বাস আনিলে আবশ্যক মত গ্রহণ করেন, তদতিরিক্ত গ্রহণ করেন না। হরিনাম গ্রহণ কালে চক্ষে দর দর ধারা, কণ্ঠে গদগদ বচন এবং শরীরে রোমাঞ্চ লক্ষিত হয়। অতি স্বল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার ভজন

সিদ্ধ হইল। শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাঁহার অপ্রকট লীলায় তাঁহাকে অধিকার দিলেন। ব্রহ্ম হরিদাসের ন্যায় তাঁহার ভজন দেহ সমুদ্র বালুকার মধ্যে রহিল। হরি বল।

গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবের কৃপাবল ধরি।
ভকতি বিনোদ দীন বহু যত্ন করি॥
বিরচিল জৈবধর্ম্ম গৌড়ীয় ভাষায়।
সম্পূর্ণ হইল গ্রন্থ মাঘী পূর্ণিমায়॥
চৈতন্যাব্দ চারিশত দশে নবদ্বীপে।
গোদ্রুমে স্বরভি কুঞ্জে জাহ্নবী সমীপে॥
শ্রীকলিপাবন-গোরাপদে যাঁর আশ।
এ গ্রন্থ পড়ুন তিনি করিয়া বিশ্বাস॥
গৌরাঙ্গে যাঁহার না জন্মিল শ্রদ্ধা লেশ।
এ গ্রন্থ পড়িতে তাঁরে শপথ বিশেষ॥
শুষ্ক মুক্তিবাদে কৃষ্ণ কভু নাহি পায়।
শ্রদ্ধাবানে ব্রজলীলা শুদ্ধরূপে ভায়॥

সমাপ্ত

ফল শ্রুতি।

পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম্ম নামে চলে।
ভাগবত কহে সব পরিপূর্ণ ছলে॥
ছলধর্ম্ম ছাড়ি কর সত্যধর্ম্মে মতি।
চতুর্ব্বর্গ ত্যজি ধর নিত্য প্রেমগতি॥
আমিষ্ক মীমাংসা ভ্রমে নিজে জড়বুদ্ধি।
নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম জ্ঞানে নহে চিত্ত শুদ্ধি॥
বিচিত্রতা হীন হলে নির্ব্বিশেষ হয়।
কাল সীমাতুল্য সেহ অপ্রাকৃত নয়॥
খণ্ড জ্ঞানে হেয় ধর্ম্ম আছে সুনিশ্চয়।
প্রাকৃত হইলে, কভু অপ্রাকৃতে নয়॥
জড়ে দ্বৈতজ্ঞান হেয় চিতে উপাদেয়।
কৃষ্ণভক্তি চিরদিন উপায় উপেয়॥
জীব কভু জড় নয়, হরি কভু নয়।
হরি সহ জীবাচিন্ত্য-ভেদাভেদময়॥
দেহ কভু জীব নয়, ধরা ভোগ্য নয়।
দাস ভোগ্য জীব, কৃষ্ণ প্রভু ভোক্তা হয়॥
জৈবধর্ম্মে নাহি আছে দেহ ধর্ম্ম কথা।
নাহি আছে জীবজ্ঞানে মায়াবাদ প্রথা॥
জীবনিত্যধর্ম্ম ভক্তি, তাহে জড় নাই।
শুদ্ধ জীব প্রেম সেবা ফলে পায় তাই॥
জৈবধর্ম্ম পাঠে সেই শুদ্ধ ভক্তি হয়।
জৈব ধর্ম্ম না পড়িলে কভু ভক্তি নয়॥
রূপানুগ অভিমান পাঠে দৃঢ় হয়।
জৈবধর্ম্ম বিমুখকে ধর্ম্মহীন কয়॥
যাবৎজীবন যেই পড়ে জৈব ধর্ম্ম।
ভক্তিমান সেই জানে বৃথা জ্ঞান কর্ম্ম॥
কৃষ্ণের অমল সেবা লভি সেই নর।
সেবাসুখে মগ্ন রহে সদা কৃষ্ণপর॥

সূচীপত্র।

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ।

জৈব ধর্ম্ম।

শ্রীশ্রীপাদ

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

মহোদয়ের লিখিত।

অকিঞ্চন

শ্রীবিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রকাশিত।

শ্রীসজ্জন তোষণী পত্রিকা হইতে পুনর্মুদ্রিত।

শ্রীধর ৪৩১।

প্রকাশকের নিবেদন।

জৈবধর্ম্ম নামক প্রবন্ধ দ্বাবিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে শ্রীসজ্জন তোষণী পত্রিকায় মাসে মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীপত্রিকার পাঠকবর্গ এবং ধর্ম্মজিজ্ঞাসুগণ এই প্রবন্ধটীকে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে পাইবার জন্য সবিশেষ কৌতূহল প্রকাশ করেন। তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্যে অদ্য আমরা জৈবধর্ম্ম প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম।

যাঁহারা জৈবধর্ম্ম পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের শুদ্ধভক্তি তত্ত্বে অনভিজ্ঞতা নাই এবং যাঁহারা শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করিবেন তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকাশিত প্রেমভক্তি বিষয়ে শুদ্ধ ধারণা অবশ্যম্ভাবী। জীব স্বরূপ নিরূপণ করিতে গিয়া কেহ কেহ প্রাকৃত জ্ঞানে মত্ত হইয়া অনাত্ম দেহকেই জীব বলিয়া ধারণা করেন। কেহ কেহ দেহীর স্বতন্ত্রতা স্বীকার করিয়াও দেহীকে নির্ব্বিশেষ প্রাকৃত বস্তু বলিয়া কল্পনা করেন। নির্ম্মলান্তঃকরণে একটু অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া জীবাত্মার স্বরূপ ও নিত্যবৃত্তি জিজ্ঞাসার উদয় হইলেই শ্রীগৌরসুন্দরের কথিত কৃষ্ণদাস্যের উপলব্ধি ঘটিবে। এই গ্রন্থে দেহের ধর্ম্ম বা প্রাকৃত বিচার অবলম্বনে অভাবগ্রস্ত অনাত্মার ধর্ম্ম কথিত হয় নাই পরন্তু নির্ম্মল জীবাত্মার বিমল কৃষ্ণদাস্যই একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। দয়ানিধি শ্রীগৌরহরি শ্রীরূপ গোস্বামীকে যে প্রেমভক্তির কথা বলিয়াছেন তাহাই ইহাতে অতি সরল ভাষায় সহজ বোধগম্য উদাহরণ সহ প্রকটিত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস জৈবধর্ম্মের নিষ্কপট সেবা করিলে জীবের সর্ব্বোত্তম কল্যাণ করতলগত হইবে।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ প্রভুর অনুকম্পিত পরম ভাগবত ভক্তানন্দ শ্রীল বনমালি দাস অধিকারী মহাশয় এই গ্রন্থ প্রকাশ বিষয়ে সহায়তা করিয়াছেন। তৎসেবা ফলে তিনি হরিগুরুবৈষ্ণবের প্রিয়জন হইয়া শ্রীনামের কৃপালাভ করুন্।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ কিঙ্কর অকিঞ্চন

শ্রীবিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী।